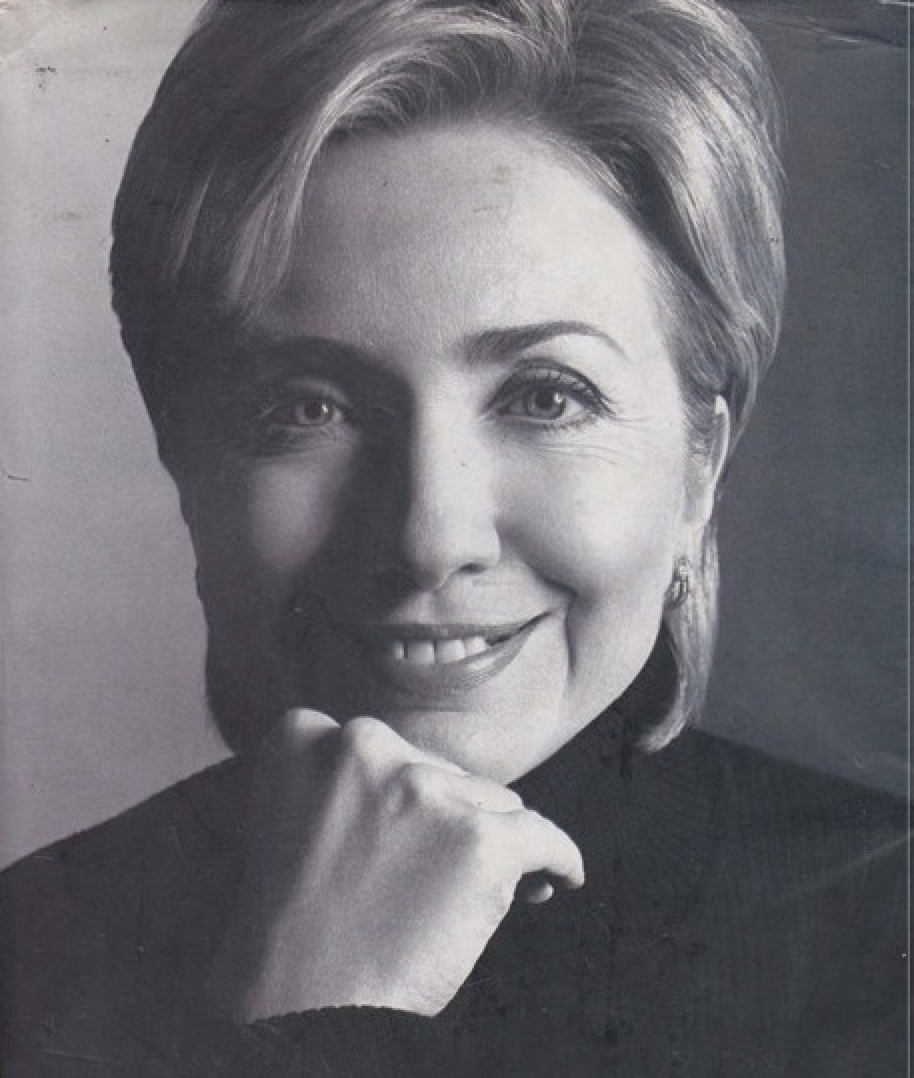

লিভিং হিস্ট্রি

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে পরিচিত। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার-পরিজন ছাড়া খুব কম মানুষই তাঁর অসাধারণ জীবনের কাহিনী জানেন। ১৯৫০-এর দশকে একজন 'গোল্ডওয়াটার বালিকা' থেকে একজন ছাত্রকর্মী হিসেবে বেড়ে ওঠা এবং পরবর্তীতে একজন বিতর্কিত ফার্স্টলেডী হিসেবে পরিচিত হবার কথা তিনি আবেগ, উচ্ছাস এবং গভীর অনুরাগের সাথে লিখেছেন। লিভিং হিস্ট্রি তাঁর হোয়াইট হাউজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই বইটি বিল ক্লিনটনের সঙ্গে তার দীর্ঘ ৩০ বছরের ভালোবাসা এবং রাজনীতির ইতিহাস যা বিশ্বাসঘাতকতা, আক্রোশ, আর নিন্দাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটনের উপস্থিতি ছিল এমন এক সময়ে যখন আমেরিকা এক বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছিল। তাঁর সময়কার আরো অনেক নারীর মতো তিনিও গড়ে উঠেছিলেন সুযোগ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যা কিনা তার মায়েদের সময়ে অজানা ছিল। তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তা এবং জ্ঞানকে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করে সময়ের সাথে এগিয়ে চলেছেন, যা তাঁর নিজের এবং আরো অনেকের জন্যে একটি আলোকিত পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন স্ত্রী, মা, আইনজীবী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে তিনি আমেরিকার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে টিকে থেকেছেন, ওয়াটারগেইট থেকে হোয়াইটওয়াটার সময়কালীন।

তিনি একমাত্র ফার্স্টলেডী যিনি পারিবারিক ও শিশু অধিকার সংক্রান্ত আইনকানুন রূপায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন ক্লান্তিহীনভাবে দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন স্বাস্থ্যসেবা ও অর্থনৈতিক, শিক্ষা সুবিধার সম্প্রসারণ

(অপর ফ্ল্যাপে চলমান)

www.pathagar.com

লিভিং হিস্ট্রি

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন

www.pathagar.com

লিভিং হিস্ট্রি

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন

অঙ্কুর প্রকাশনী

www.pathagar.com

সকল প্রকার স্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ, গ্রন্থের কোন অংশ, প্রচ্ছদ, ছবি, অনুবাদ মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ যেকোনো মাধ্যমে প্রকাশকের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাবে না।

অনুবাদ: **জাকারিয়া স্বপন**

অনুবাদ সহযোগী: মোশাররফ হোসেন, জাভেদ আহমেদ, রকিবুর রহমান, বিশ্বজিৎ বসু, শর্মিষ্ঠা সাহা, মাহমুদ মেনন, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
বাংলা সংস্করণ সম্পাদক: মোশাররফ হোসেন, আবু সাঈদ খান, সুমন মাহমুদ, সোহরাব হাসান ও মো. শহীদুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৩, হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন
ডিজাইন: সি. লিন্ডা ডিংলার
জ্যাকেট ডিজাইন: জ্যাকি সিউ
বাংলা ক্যালিগ্রাফি: কাইয়ুম চৌধুরী
সম্মুখ জ্যাকেটের ফটোগ্রাফ ©মাইকেল টমসন
বাংলা ভাষায় গ্রন্থস্বত্ব © অঙ্কুর প্রকাশনী
জন এফ কেনেডি, জুনিয়র ও লিন্ডন জনসন-এর পত্র অনুমতিক্রমে পুনর্মুদ্রিত
জ্যাকেটের পিছনের ছবিসহ বইয়ের সকল ছবি লেখিকার সংগ্রহ, হোয়াইট হাউজ এবং ক্লিনটন প্রেসিডেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট থেকে সংগৃহীত
আলোকচিত্র গবেষণা, সম্পাদনা, ডিজাইন: ভিনসেন্ট ভার্গা, ক্যারোলিন হুবার, জন কিলার

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩, সায়মন এন্ড শুস্টার, ইউ.এস.এ.
বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০০৩, অঙ্কুর প্রকাশনী, বাংলাদেশ

প্রকাশক: মেসবাহউদ্দীন আহমেদ
অঙ্কুর প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯, ফ্যাক্স: (৮৮০ ২) ৯৫৫৩৬৩৫, ই-মেইল: ankur@agnionline.com

মুদ্রণ: ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস, ২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪, ফোন: ৭৪১০৯৩৬

বাংলায় কম্পিউটার মেকআপ ও গ্রাফিক্স: হাবিবুর রহমান মিলন

ISBN 984 464 092 7

মূল্য : ৩২০.০০ টাকা

LIVING HISTORY by HILLARY RODHAM CLINTON

Bengali Translation: Zakaria Swapan

Copyright © 2003 by Hillary Rodham Clinton
Designed by C. Linda Dingler
Jacket design by Jackie Seow
Bengali Calligraphy by Quyyum Chowdhury
Front jacket photograph © by Michael Thompson
Bengali version copywright © Ankur Prakashani, Bangladesh
Letter from John F. Kennedy, Jr. and Mrs. Lyndon Johnson reprinted with permission
Letter from Mrs. Lyndon Johnson reprinted with permission
Photos are from the author's collection, the White House, and the Clinton Presidential Materials Project
Photo inserts researched, edited, and designed by Vincent Virga, with the assistance of Carolyn Huber and John Keller
First published: 2003, by Simon & Schuster, USA
First published in Bengali: August 2003, by Mesbahuddin Ahmed
Ankur Prakashani, 38/4, Banglabazar, Dhaka 1100, Bangladesh. Tel: 7111069, 9564799, Fax: (880 2) 9553635, E-mail: ankur@agnionline.com
Printed and bound by Impression Printing House, 22 Alamganj Lane, Dhaka 1204

www.pathagar.com

আমার বাবা-মা

আমার স্বামী

আমার কন্যা–

ও

সারা বিশ্বের সকল হৃদয়বান ব্যক্তি

যাঁদের অনুপ্রেরণা, প্রার্থনা, সহায়তা এবং ভালোবাসা

আমার হৃদয়কে করেছে সিক্ত এবং জীবনকে করেছে পুষ্ট

www.pathagar.com

সূচী

লেখকের কথা	৯
একজন আমেরিকানের গল্প	১৩
জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়	১৭
'৬৯-এর ক্লাস	২৩
ইয়েল	৩২
বিল ক্লিনটন	৩৮
আরকানসাসের যাত্রী	৪৭
লিটল রক	৫৭
প্রচারাভিযান	৭৪
অভিষেক	৮৫
ইস্ট উইং, ওয়েস্ট উইং	৯২
হেলথ কেয়ার	৯৮
কোন কিছুর সমাপ্তি	১০৩
ভিন্স ফস্টার	১০৮
দি ডেলিভারি রুম	১১৬
হোয়াইটওয়াটার	১৩৭
ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল	১৪৭
ডি-ডে	১৫৪
মধ্যবর্তী বিরতি	১৬৪

www.pathagar.com

এলিনরের সাথে কথোপকথন	১৭৭
নীরবতা এখানে উচ্চারিত হয়নি	১৮৭
ওকলাহোমা সিটি	২০২
নারীর অধিকার মানবাধিকার	২০৭
শাট ডাউন	২১৮
না বলা কথা	২২৯
ওয়ার জোন	২৩৮
প্রাগ সামার	২৪৭
খাবার টেবিল	২৫৪
সেকেন্ড টার্ম	২৭৭
আফ্রিকায়	২৮৬
ভাইটাল ভয়েসেস	২৯৫
তৃতীয় ধারা	৩০৪
সামনে এগিয়ে চলা	৩১৯
ভবিষ্যৎ ভাবনা	৩২৫
আগস্ট ১৯৯৮	৩৩৩
ইমপিচমেন্ট	৩৩৯
পরিত্রাণের অপেক্ষায়	৩৪৮
প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান	৩৫২
নিউইয়র্ক	৩৫৯

www.pathagar.com

লেখকের কথা

১৯৫৯ সালে আমি প্রথম আত্মজীবনী লিখি স্কুলের কাজে ষষ্ঠ শ্রেণীতে। উনত্রিশ পৃষ্ঠার সেই গ্রন্থে ছিলো আমার মা-বাবার কথা, ভাইদের কথা, আমাদের বাড়ি, আমার শখ, স্কুল, খেলাধুলা এবং আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। বিয়াল্লিশ বছর পর আমি আবার একটি স্মৃতিকথা লিখতে বসেছি, হোয়াইট হাউজে বিল ক্লিনটনের সাথে জীবন্ত ইতিহাস হয়ে থাকা আমার আট বছরের কথা নিয়ে। আমার মনে হয়েছে, ফার্স্ট লেডী হিসেবে আমি আমার জীবনের কথা ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবো না; যদি না আমি একটু পেছনে ফিরে যাই, যদি না বলি– কি করে আমি একজন নারী হলাম। ১৯৯৩ সালের ২০ জানুয়ারিতে ফার্স্ট লেডী হিসেবে হোয়াইট হাউজে হেঁটে যাওয়া এবং তারপর থেকে প্রতিনিয়ত আমার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এবং বদলে যাওয়ার কথা।

হোয়াইট হাউজ ছাড়াও আমার জীবনে আছে আমার পরিবারে বেড়ে উঠা, শিক্ষা, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং যা কিছু আমি আগে শিখেছি– একজন রক্ষণশীল বাবা এবং অনেকটা উদার মা'র মেয়ে হিসেবে, একজন ছাত্রকর্মী, একজন শিশুদের সহায়তাকারী ও একজন আইনজীবী হিসেবে, বিলের স্ত্রী এবং চেলসির মা হিসেবে।

যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে অভিভূত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে, শিখিয়েছে, প্রভাবিত করেছে ও সাহায্য করেছে– তাদের সবার কথা লিখতে গেলে বইটির কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করতে হবে। তাই এক্ষেত্রে আমাকে অনেক বাছাই করতে হয়েছে। তারপরেও আমি আশা করছি, যে সকল ঘটনা এবং সম্পর্ক আমাকে প্রভাবিত করেছে এবং আমার পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের কথা ঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ফার্স্ট লেডীর জীবনকালে আমি একজন ভালো শিক্ষার্থী হয়ে উঠেছিলাম– সরকার কিভাবে মানুষের সেবা করে, কংগ্রেস কিভাবে চলে, মিডিয়ার প্রভাবে মানুষ কিভাবে রাজনীতি ও নীতিগুলোকে দেখতে শেখে এবং আমেরিকার মূল্যবোধকে কি করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়। আমি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে আমেরিকার যুক্ত থাকার গুরুত্ব বুঝতে শিখি এবং বিদেশী নেতাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করি, তাদের সংস্কৃতি শেখার চেষ্টা করি। আমি আরো শিখে ফেলি– অজস্র ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে জীবনযাপন করেও কি করে একটি বিষয়ে অধিক মনোযোগী থাকতে হয়।

আমাকে শেখানো হয়েছিলো স্রষ্ঠা ও আমার দেশকে ভালোবাসতে, অন্যকে সাহায্য করতে, গণতান্ত্রিক চর্চা ও ধ্যানধারণাকে ধারন ও বাহন করতে– যা গত ২০০ বছর ধরে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে ও পথ দেখিয়েছে। এই ধারণাগুলো আমাকে বিকশিত

www.pathagar.com

হতে প্রভাবিত করেছে। সেই ১৯৫৯ সালে আমি একজন শিক্ষক বা পরমাণু বিজ্ঞানী হতে চাইতাম। তরুণ জনগোষ্ঠীকে শেখানোর জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজন; তাদেরকে ছাড়া একটি দেশের আর খুব বেশি কিছু থাকে না। আবার আমাদের বিজ্ঞানী দরকার ছিলো– কারণ, আমাদের প্রতি একজন বিজ্ঞানীর বদলে রাশিয়ার ছিলো পাঁচজন বিজ্ঞানী। পঞ্চাশ দশকের আমার ছোটবেলা এবং ষাটের দশকের রাজনীতি আমার দেশের প্রতি আমার দায়িত্বকে জাগিয়ে তোলে।

আমি প্রায়শই বলে থাকি– একটি রাজনৈতিক জীবন হলো মানুষের প্রতিনিয়ত শেখার জীবন। দু'বার প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রচার অভিযান আমাকে প্রতিটি রাজ্যে যেতে বাধ্য করেছে এবং ফার্স্ট লেডীর মর্যাদা আমাকে আটাত্তরটি দেশ দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। এর প্রতিটি স্থানে আমি এমন কারো সাথে পরিচিত হয়েছি, নয়তো এমন কিছু দেখেছি যা আমার চোখ ও মনকে খুলে দিয়েছে। আমি সবসময়ই জানতাম যে, আমেরিকা সারা পৃথিবীর জন্য চিন্তিত। আমার এই ভ্রমণগুলো বলে দিয়েছে– সারা পৃথিবী কিভাবে আমেরিকার জন্য চিন্তিত। অন্যান্য দেশের মানুষেরা পৃথিবীতে তাদের অবস্থানকে কিভাবে দেখে, ভবিষ্যতের শান্তি এবং দেশে ও বিদেশে নিরাপত্তার জন্য এই বিষয়টা জানা খুবই প্রয়োজন। এই সত্যটিকে মনে রেখে আমি কিছু মানুষের কথা তুলে ধরেছি; যা আমরা সাধারণত শুনতে পাই না। এই গ্রহের প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে থাকা মানুষ, আমরা যা চাই তারাও তাই চায়– ক্ষুধা থেকে মুক্তি, রোগ ও ভয় থেকে মুক্তি, মুক্তভাবে তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ। আমি আমার বইয়ে যথেষ্ট জায়গা দিয়েছি সেই বিদেশ ভ্রমণের উপর। কারণ আমি মনে করি সেই মানুষ এবং স্থানগুলো গুরুত্বপূর্ণ; তাদের কাছ থেকে আমি যা শিখেছি– সেটা নিয়েই আজকের আমি।

বিলের হোয়াইট হাউজের সময়টাতে আমরা রাজনৈতিক বিরোধের শিকার হয়েছি, আইনী ঝামেলার মুখোমুখি হয়েছি, ব্যক্তিগত বেদনাদায়ক ঘটনায় পড়েছি এবং আমরা অনেক ভুলও করেছি। কিন্তু ২০০১ সালে যখন আমরা হোয়াইট হাউজ ছেড়ে আসি। তখন আমেরিকা ছিলো আরো শক্তিশালী, উন্নততর এবং নতুন শতাব্দির জন্য তৈরি।

তবে এটা ঠিক যে, আমরা এখন যে বিশ্বে বসবাস করি তা এই বই থেকে অনেকটা আলাদা। ২০০৩ সালে যখন আমি এই বইটি লিখছি; তখন ভাবতেই কঠিন মনে হয় যে, মাত্র দুই বছর আগেই আমি হোয়াইট হাউজ ছেড়ে এসেছি। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যা ঘটে গেছে, তাতে মনে হয় ওটা ছিল ভিন্ন একটা কাল। হারানো জীবন, মানুষের কষ্ট, বিধ্বস্তভাবে বেঁচে যাওয়া মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, সবার কত না-বলা বেদনা– সেপ্টেম্বরের সেই সকাল আমাকেও বদলে দিয়েছে, বদলে দিয়েছে পুরো আমেরিকাকে– যা আমরা আজো বুঝে উঠার চেষ্টা করছি। আমরা সবাই এখন একটি নতুন মাটিতে এবং আমাদের সবাইকে একটি সাধারণ ভুমি তৈরি করতে হবে।

হোয়াইট হাউজে আমার আট বছর সময়কে আমি গণ্য করেছি আমার বিশ্বাস ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, আমার বিবাহ এবং আমাদের জাতীয় সংবিধানের পরীক্ষাকাল হিসেবে। ফাস্ট লেডী ও রাষ্ট্রপতির পত্নী হিসেবে সেই আট বছরের অভিজ্ঞতাই হলো আমার এই বই। আমি চেষ্টা করেছি আমার দেখা, চিন্তা এবং অনুভূতিকে তুলে ধরতে। এটাকে পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাস বলা যাবে না– এটা আমার জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সময়ের একটি স্মৃতিগাঁথা।

www.pathagar.com

লিভিং হিস্ট্রি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একজন আমেরিকানের গল্প

ফার্স্ট লেডী কিংবা সিনেটর হিসেবে আমার জন্ম হয়নি। আমি ডেমোক্র্যাট হিসেবেও জন্ম গ্রহণ করিনি। একজন আইনজীবী হিসেবে নয়; একজন মা বা স্ত্রী হিসেবেও নয়। বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে আমি জন্মেছিলাম একজন আমেরিকান হিসেবে - একটি সৌভাগ্যময় সময়ে ও স্থানে। আমার ক্ষমতা ছিল নিজের পছন্দ মতো সিদ্ধান্ত নেয়ার, যা আমার দেশের পূর্ববর্তি সময়ের নারীদের ছিল না এবং বর্তমান সময়ের অনেক নারীরও নেই। আমার মা বা নানী-দাদীরা আমার এই জীবন যাপন করতে পারতেন না; আমার বাবা কিংবা নানা-দাদারা এটা চিন্তাও করতে পারতেন না। কিন্তু তারাই আজকের এই আমেরিকা দিয়ে গেছেন, যার ফলে আমার জীবন এবং আমার স্বাধীনতা বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

আমার জীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপরই, যখন আমার বাবার মতো অনেকেই যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নতুন করে সংসার শুরু করেন। যদিও তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সাথে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়, তারপরেও আমার মা-বাবা এবং তাদের জেনারেশন নিরাপদ অনুভব করেন এবং আশাবাদী হয়ে ওঠেন। আমেরিকার সর্বময় ক্ষমতার পেছনে যে শুধু মিলিটারী ক্ষমতা ছিল তা কিন্তু নয়, আরো ছিল আমাদের মূল্যবোধ এবং সীমাহীন সুযোগ, যেগুলো আমাদের মা-বাবারা কঠোর পরিশ্রম করে কাজে লাগিয়েছেন এবং দায়িত্ব নিয়েছেন। তাতে আমেরিকার মধ্যবিত্তরা জেগে উঠেছিল, এর ফলে গড়ে উঠেছিল নতুন বাড়ি, সুন্দর স্কুল, পার্ক এবং নিরাপদ জনপদ।

আমার জন্ম হয় ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে, খুবই মধ্যবিত্ত পরিবারে। আমার মা ডরথি হোয়েল রডহ্যাম ছিলেন গৃহিণী আর আমার বাবা হিউ ই. রডহ্যাম চালাতেন ছোট্ট একটি ব্যবসা। তাদের জীবন যুদ্ধ আমার জীবনে আরো বেশি সুযোগ এনে দিয়েছে। আমার মা'র জন্ম ১৯১৯ সালে শিকাগোতে। তার বাবা ছিলেন নয় ভাইবোনের একজন। আমার মা'র বয়স যখন তিন কি চার, আমার নানী ডেলা মুরে আমার মা'কে পরিত্যাগ করেন। আসলে তাদের সেই সময় মা-বাবা হবার মতো প্রস্তুতি ছিল না। যে কারণে ১৯২৭ সালে আমার নানা-নানীর অল্প বয়সেই বিবাহ্ বিচ্ছেদ ঘটে যায়, যা ছিল ওই সময়ের জন্য খুবই বিরল এবং লজ্জাজনক। নানা-নানী কেউ তাদের সন্তানদের দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। তাই মা ও তার ছোট বোনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো শিকাগো থেকে লস এঞ্জেলসের কাছে ছোট্ট শহর স্যান গেব্রিয়েলে তাদের দাদার বাড়িতে। ট্রেনে করে যেতে চার দিন সময় লেগেছিল। সেই সময়ে আট বছরের ডরথিকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল তিন বছরের ছোট বোন ইসাবেলার।

www.pathagar.com

আমার মা ক্যালিফোর্নিয়াতে দশ বছর কাটান এবং কখনই তার মাকে দেখেননি; কদাচিৎ বাবাকে দেখেছেন। তার দাদী এমা বাড়িতে খুবই কঠোর নিয়ম পালন করতেন। তিনি বাড়িতে অতিথি আসতে দিতেন না এবং আমার মাকে কালেভদ্রে কোনও অনুষ্ঠানে যেতে দিতেন। একবার এক হ্যালোইনে (৩১ অক্টোবর রাতে, বিশ্বাস করা হয় যে ওই রাতে মৃতদের আত্মারা আবির্ভূত হয় এবং সচরাচর শিশুরা ওই রাতে অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরে খেলাধুলা করে থাকে) তিনি আমার মাকে দেখলেন তার স্কুলের বন্ধুদের সাথে খেলা করতে। তারপর এমা আমার মাকে পুরোটা বছর একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছিলেন, কেবলমাত্র স্কুলের সময়টা ছাড়া। তিনি আমার মাকে রান্না ঘরের টেবিলে বসেও খেতে দিতেন না। মাসের পর মাস এভাবে চলার পর, একবার এমার বোন বেড়াতে এসে এই শাস্তি বন্ধ করেন।

আমার মা যখন হাই স্কুল পাশ করেন, তখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে কলেজে পড়ার পরিকল্পনা করেন। এই সময়, তার মা ডেলা যোগাযোগ করেন– দশ বছরে এই প্রথম। ডেলা তাকে শিকাগোতে চলে আসার জন্য বলেন এবং তার নতুন স্বামী ডরথির লেখাপড়ার খরচ দেবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু আমার মা ডরথী শিকাগোতে এসে বুঝতে পারেন যে, ডেলা তাকে হাউজকিপারের দায়িত্ব দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছে - কলেজের খরচ পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। বুকভাঙ্গা কষ্ট নিয়ে আমার মা ছোট্ট একটি এপার্টমেন্টে চলে আসেন এবং সপ্তাহে তের ডলার বেতনে একটি অফিসে কাজ নেন। আমি একবার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন তিনি শিকাগোতে ফিরে এসেছিলেন। তার উত্তর ছিল, "আমি আশা করেছিলাম আমার মা আমাকে ভালোবাসবেন এবং সেটা দেখার জন্য এই সুযোগটুকু নিতে হয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি সেটা করলেন না, তারপর আমার আর যাওয়ার কোনও জায়গা থাকলো না।"

আমার মা'র বাবা মারা গেলেন ১৯৪৭ সালে। তাই তাকে দেখার আমার কখনো সুযোগ হয়নি। কিন্তু আমি আমার নানী ডেলাকে দেখেছি। তিনি আমাকে ও আমার ভাইদেরকে বেবি-সিট করতেন। আমি যখন দশ বছর, তখন স্কুলে খেলতে গিয়ে চোখে ব্যাথা পেলাম; মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে বাসায় এলাম। আমাকে দেখে ডেলা জ্ঞান হারালেন। প্রতিবেশীরা আমাকে চিকিৎসা করলো। ডেলা সুস্থ হয়ে অভিযোগ করলেন যে, আমি নাকি তাকে ভয় দেখিয়েছি। মা আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। মা এসে সেলাই দেয়ার জন্য আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ১৯৬০ সালে ডেলা মারা যান। তিনি ছিলেন একজন অসুখী মানুষ, একজন জটিল মানুষ। কিন্তু তিনিই আমার মাকে শিকাগোতে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যেখানে ডরথি দেখা পেয়েছিল আমার বাবা হিউ রডহ্যামকে। বাবা তখন একটি কাপড়ের কোম্পানিতে বিক্রেতা হিসেবে কাজ করতেন। মা একটি টেক্সটাইল কোম্পানিতে টাইপিস্টের চাকরির জন্য আবেদন করতে গেলে বাবার নজর কাড়েন। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে, পার্ল হারবারে জাপানের বোমা বর্ষণের কিছু দিন পরে তারা বিয়ে করে ফেলেন।

আমার বাবা সবসময়ই ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন; তবে সেটা আমার চেয়ে ছেলেদের উপর বেশি ছিল। গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রতিটি আগস্ট মাস আমরা কাটাতাম আমার দাদার বানানো ইউনোলা লেকের ধারে একটি কটেজে, যেখানে ঘর গরম করার কোনও যন্ত্র ছিল না এবং ঘরের ভেতরে গোসলের জায়গাও ছিল না। পরিষ্কার থাকার জন্য আমরা লেকের পানিতে সাঁতার কাটতাম। দাদা ইউনোলা লেকের

www.pathagar.com

গল্প বলতেন, ইউনোলা নামের একজন ইন্ডিয়ান রাজকন্যা ওই লেকে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। কারণ, তাকে পার্শ্ববর্তী উপজাতির একজন সুদর্শন যুবকের সাথে বিয়ে দেয়া হয়নি। সেই কেবিনটি এখনও আমাদের পরিবারের অংশ হিসেবে আছে। চেলসির বয়স যখন দুই হয়নি, তখন আমি আর বিল ওকে উইনোলা লেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ভাইরা গ্রীষ্মকালে ওখানে সময় কাটায়। কটেজটির কিছু উন্নতিও হয়েছে– কয়েক বছর আগে শেষপর্যন্ত সেখানে একটি গোসলখানা বসানো হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধের শেষে, আমার বাবা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। তার প্রথম অফিস ছিল শিকাগো নদীর ধারে, যেখানে আমি তিন-চার বছর বয়সেই যেতাম। বাবা কাপড় ছাপার যন্ত্রপাতি বসান। কিছু দিনমজুর নিয়োগ করেন, আর সাথে আমার মা। আমার ভাইরা এবং আমি যখন একটু বড় হলাম, তখন আমরাও বাবার ছাপার কাজে সাহায্য করতাম।

আমার মা চাইতেন আমি যেন বই পড়ে এই পৃথিবীটাকে জানি। তিনি প্রতি সপ্তাহে আমাকে লাইব্রেরীতে নিয়ে যেতেন এবং বাচ্চাদের সেকশনে বই নিয়ে খেলা করতে আমি ভালোবাসতাম। আমার বয়স যখন পাঁচ, তখন আমাদের বাড়িতে প্রথম টেলিভিশন আসে। কিন্তু মা আমাদেরকে খুব বেশি টিভি দেখতে দিতেন না। তার চেয়ে আমরা কার্ড বা বোর্ড গেম 'মনোপলি বা ক্লু' খেলতাম। আমার মা'র মতো আমিও বিশ্বাস করি যে, বোর্ড গেম ও কার্ড খেলা শিশুদের অঙ্কের দক্ষতা বাড়ায় এবং কৌশল শেখায়।

যদিও আমার বাবা ব্যবসায় উন্নতি করে কিছু টাকা জমিয়েছেন, তারপরেও তিনি ব্যক্তিগত অপচয় একদম পছন্দ করতেন না। মা কালেভদ্রে নতুন পোশাক কিনতেন। বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের জন্য একটি নতুন পোষাক কেনার জন্য আমি ও আমার মা সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাবার সাথে বোঝাপড়া করতাম। আমি বা আমার ভাইরা কেউ যদি কখনও টুথপেস্টের মুখটা বন্ধ করতে ভুলে যেতাম, তাহলে বাবা সেটাকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন এবং পরে সেটাকে আমাদের খুঁজে বের করে আনতে হতো, এমনকি বরফের মধ্যেও। এভাবেই তিনি আমাদেরকে অপব্যয় না করতে শিখাতেন। আজ পর্যন্তও আমি আধখানা খাওয়া জলপাই কৌটায় ঢুকিয়ে রাখি, ছোট্ট পনিরের টুকরাও প্যাকেট করে রাখি এবং কিছু ফেলে দিতে গেলে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। আমার বাবা কঠিন কাজের মানুষ ছিলেন; কিন্তু আমরা জানতাম তিনি আমাদেরকে কতটা ভালোবাসতেন, যত্ন নিতেন। আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে সাপ্তাহিক অঙ্ক পরীক্ষায় ভয় পেতাম, তখন তিনি খুব ভোরে উঠে আমাকে বড় বড় গুণ ও ভাগ করা শেখাতেন।

তের বছর বয়সে আমি আমার প্রথম গ্রীষ্মকালীন কাজ শুরু করি। এবং তারপর থেকে সবসময় আমি গ্রীষ্মকালীন কাজ ও বৎসরের অন্যান্য সময়ে কাজ করতাম।

ছোটবেলা থেকেই আমি শিখে ছিলাম যে, একই ছাদের নিচে একাধিক মতবাদ থাকতে পারে এবং বারো বছর বয়স থেকেই অনেক কিছুতে আমার নিজস্ব অবস্থান ছিল। আমি আরো শিখেছিলাম যে, কেউ যদি আমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে তাহলেই সে খারাপ নয়। এবং কেউ যদি কিছুতে বিশ্বাস করে তাহলে সেটাকে রক্ষা করার প্রস্তুতি তার থাকতে হবে বৈকি।

আমাদের মা বাবা দু'জনই আমাদেরকে এমন করে তৈরি করেছেন যেন জীবনের যেকোন অবস্থাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। তারা চাইতেন, আমরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখি। একবার মা খেয়াল করলেন যে, আমি বাড়ির বাইরে যেয়ে খেলতে ভয়

www.pathagar.com

পাই। মাঝে মাঝে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় আসতাম, কারণ রাস্তার ওপারের একটি মেয়ে আমাকে ধাক্কা মারতো। আমার বয়স তখন মাত্র চার। মা ভাবলেন, আমার ভেতরে যদি ভয় ঢুকে যায়, তাহলে সারা জীবন সেটা আমাকে বহন করতে হবে। একদিন আমি দৌড়ে বাসায় ফিরছি। মা আমাকে থামালেন। তিনি আদেশ দিলেন, "ওখানে আবার ফিরে যাও। এবং যদি সুজি তোমাকে মারে, তাহলে তাকে পাল্টা মার দেয়ার অনুমোদন তোমার থাকলো। তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ভীতুদের এই বাড়িতে কোনও জায়গা নেই।" তিনি পরে আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি ডাইনিং ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখছিলেন, আমি কাঁধ উচু করে নিজের মতো রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর আমি খুশিতে ফিরে এসে বললাম, "আমি এখন ছেলেদের সাথে খেলতে পারি; আর সুজি এখন থেকে আমার বন্ধু।"

আমাকে আরো শেখানো হয়েছিল কি করে পারিপার্শিক চাপকে উপেক্ষা করতে হয়। আমার মা কখনই শুনতে চাইতেন না, আমার বন্ধুরা কি পোশাক পড়ছে, কিংবা তারা আমার সম্পর্কে কি কথা বলছে। তিনি বলতেন, "তুমি স্বতন্ত্র; তুমি নিজের জন্য ভাবো। অন্যরা সেটা করছে কিনা সেটা আমি পাত্তা দেই না। আমরা সবার মতো নই। তুমি সবার মতো নও।"

ব্যাপারটা আমার জন্য সহজ ছিল, কারণ আমি নিজেও এমনটা করেই চিন্তা করতাম।

www.pathagar.com

জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়

"যা তুমি তোমার মা'র কাছ থেকে শিখোনি, সেটা পৃথিবী থেকে শিখো"– কেনিয়ার মাসাই নামের একটি উপজাতির লোকদের কাছ থেকে এই প্রচলিত কথাটি একসময় আমি শুনেছিলাম। ১৯৬০ সালের শরৎ কাল থেকে আমার বিশ্ব বড় হতে শুরু করে এবং সাথে সাথে আমার রাজনৈতিক অনুভূতি। আমার বাবার তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও জন. এফ. কেনেডি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে গেলেন। বাবা ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম. নিক্সনকে সমর্থন করেছিলেন, এমনকি আমার অষ্টম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক মি. কেনভিনও। মি. কেনভিন নির্বাচনের পরের দিন আমাদের ক্লাসে এসে তার গায়ে লাল হয়ে যাওয়া চিহ্নগুলো দেখিয়ে জানালেন যে, নির্বাচনের দিন শিকাগোতে তার এলাকায় ডেমোক্র্যাটিক মেশিনের ভোট গণনাকারীদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করার সময় এগুলো হয়েছে। বেস্টি জনসন এবং আমি এই গল্প শুনে মহা ক্ষেপে গেলাম; তাহলে কি আমার বাবার ধারণাই ঠিক যে, মেয়র রিচার্ড জে. ড্যালের চাতুর্যপূর্ণ ভোট গণনাই কেনেডিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতিয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদ করার জন্য টিফিনের সময় ক্যাফেটেরিয়ার বাইরে রাখা পে-ফোন থেকে আমরা মেয়র ড্যালের অফিসে ফোন করলাম। আমরা একজন চমৎকার মহিলাকে পেলাম; তিনি বললেন, যে মেয়রকে ব্যাপারটি তিনি জানাবেন।

এর কিছুদিন পরেই বেস্টি জানতে পারলো যে, কিছু রিপাবলিকান ভোট জালিয়াতি বের করার জন্য ভোটার লিস্ট মিলিয়ে দেখার কাজে কিছু স্বেচ্ছাসেবক খুঁজছে। শনিবার সকাল ন'টায় ডাউনটাউনের একটি হোটেলে সবাইকে মিলিত হবার জন্য বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। আমরা জানতাম, আমাদের মা-বাবারা ওখানে যেতে অনুমতি দেবেন না, তাই আমরা তাদেরকে আর জিজ্ঞেসও করলাম না। আমরা বাসে করে ডাউনটাউনে গেলাম। উপস্থিতির সংখ্যা আশার চেয়ে অনেক কম। আমাদের সবাইকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে ভোটার রেজিস্ট্রেশন লিস্ট দেয়া হলো; আর বলা হলো সবাইকে বিভিন্ন এলাকায় নামিয়ে দেয়া হবে এবং কয়েক ঘন্টা পরে গিয়ে পুনরায় নিয়ে আসা হবে।

বেস্টি এবং আমি দুই ভাগ হয়ে গেলাম এবং সম্পূর্ণ অপরিচিতদের মাঝে গিয়ে পড়লাম। এক দম্পতি আমাকে দরিদ্র একটি এলাকায় নামিয়ে দিয়ে গেলো এবং বললো যেন প্রতিটি ঠিকানা ধরে বাসায় বাসায় খোঁজ নিয়ে তাদের নাম জিজ্ঞেস করে সেই

www.pathagar.com

তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখি। আমি একটি পতিত জায়গা পেলাম যেখানে দেখানো হয়েছে প্রায় এক ডজন ভোটার রয়েছে যারা ভোট দিয়েছিল। আমি অনেক লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়েছি এবং তারা আমার প্রতি বিরক্তিতে চিৎকার করেছে। আবার আমি একটা বারে ঢুকে মদ্যপানরত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করছলাম, আমার তালিকার কেউ সেখানে আছে কি না। তারা এতই অবাক হয়েছিল যে, অনেকখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। অবস্থা দেখে বারটেন্ডার আমাকে পরে আসতে বললো।

কাজটি শেষ করে যখন রাস্তার এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছি কেউ আমাকে তুলে নিয়ে যাবে বলে, তখন নিজেকে খুশি লাগছিল এই জন্য যে বাবার ধারণার প্রমাণ মিলেছে– 'কেনেডির জন্য ড্যালে ভোট চুরি করেছে'।

সারাদিন কোথায় ছিলাম বাসায় ফিরে সে কথা বাবাকে বলার পর তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে সঙ্গে না নিয়ে শহরের পুরনো এলাকায় যাওয়া এমনিতেই মন্দ কাজ হিসেবে গণ্য হতো। আমি আবার গিয়েছিলাম শহরের সবচেয়ে খারাপ এলাকা দক্ষিণ অংশে। বাবা কী করবেন তা ভেবে না পেয়ে শুধু তাকিয়ে থাকলেন। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে তিনি আমাকে এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, আমরা পছন্দ করি বা না করি কেনেডি প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন।

মাইন ইস্টে হাইস্কুলের প্রথম বর্ষের ছাত্রী হিসেবে আমি মনের মধ্যে বড় একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। আমাদের স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজারের মতো। সবাই সাদা হলেও তারা এসেছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে। সবার আর্থিক সঙ্গতিও সমান ছিল না। মনে আছে প্রথম দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে ক্লাসে যাওয়ার পথে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি এড়াতে আমি সন্তর্পণে হাঁটছিলাম দেয়াল ঘেঁষে। সহপাঠিদের সবাইকে আমার চেয়ে বড় দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তারা আমার চেয়ে বেশি পরিণত। নিজেকে 'বড়' দেখানোর জন্য হাইস্কুলে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে আমি আমার চুলের স্টাইল বদলিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাস্তবে তা খুব একটা কাজে লেগেছে মনে হল না। তবে সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত চুলের স্টাইল নিয়ে আমি যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি তখনই তার শুরু।

আমার চুল ছিল লম্বা এবং সোজা। আমি চুল বাঁধতাম ঘোড়ার ল্যাজের স্টাইলে। মাঝে মাঝে হ্যান্ডব্যাণ্ড দিয়ে চুল পেছনে আটকে রাখতাম। চুলের ভাঁজ বদলানো বা সামান্য কাটছাটের প্রয়োজন হলে মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আমালিয়া টোল্যান্ডের বাসায় চলে যেতাম। তিনি ছিলেন মায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এক সময়ের বিউটিশিয়ান আমালিয়া রান্নাঘরে বসে আমাদের চুলের যত্ন নিতেন। সে সময় মায়ের সঙ্গে তার কথার ফুলঝুরি ছুটতো। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর আমি আমার চুলের দৈর্ঘ্য কমানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি চাইছিলাম যেসব ছাত্রীকে আমি সম্ভ্রমের চোখে দেখি আমার চুল তাদের মতো কাঁধের ওপর ছড়িয়ে থাকবে। মায়ের কাছে বায়না ধরলাম আমাকে একটা বিউটি পার্লারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এক প্রতিবেশিনী কাছাকাছি একটা পার্লারের নাম বলল। সেখানে গিয়ে দেখি মুদি দোকানের পেছনে এক জানালাবিহীন কামরায় একজন পুরুষ কাজ করছে। আমি তাকে একটা ছবি দেখিয়ে বললাম, আমার এ রকম কাটিং চাই। লোকটি আমাকে বসিয়ে কাঁচি চালাতে শুরু করল। মায়ের সঙ্গে তার বকবকানি আর হাতের কাঁচি সমানে চলছিল। আমার মাথার ডানদিক থেকে অনেক চুল কেটে ফেলার পর আমি ভয়ে ভয়ে সেদিকে তাকালাম। চুলের অবস্থা দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম।

www.pathagar.com

তাকে গণ্ডগোলটা দেখানোয় সে বলল, 'ওহ! আমার কাঁচি পিছলে গিয়েছিল। অন্য দিকটা ছেঁটে আমাকে চুল সমান করে দিতে হবে।' বিপর্যস্ত মন নিয়ে দেখলাম, আমার মাথার অন্য দিকের গোছা গোছা চুল কেটে ফেলা হচ্ছে। নিজেকে আমার ন্যাড়া লাগছিল। মা চাইছিল আমাকে আশ্বস্ত করতে। কিন্তু আমি ভালভাবেই বুঝেছিলাম : আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে।

কয়েকদিন আমি রাগে-দুঃখে ঘর থেকে বের হইনি। পরে ঠিক করলাম ভাল দেখে পরচুলা কিনে মাথায় লাগাব। তাহলে 'কাঁচি পিছলে যাওয়ার বিপর্যয়' কারও চোখে ধরা পড়বে না। শেষ পর্যন্ত আমি তাই করলাম। কয়েকটা দিন ভালোভাবেই কাটল। কিন্তু একদিন ঘটলো মহা অঘটন। ক্লাস শেষ হওয়ার পর বিরতির সময় আমি স্কুলের সিঁড়ির কাছ দিয়ে হাঁটছিলাম। বিপরীত দিক থেকে আসছিল রিকি। কিন্ডারগার্টেন থেকে সে আমার বন্ধু। সে আমাকে হ্যালো বলে পাশ কাটানোর সময় পেছন থেকে চুল ধরে দিল টান। প্রায়ই সে এমন করে। কিন্তু এবার আমার নকল চুলের গোছা উঠে এলো তার হাতে। রিকি থতমত খেয়ে আমার 'চুল' আমাকে ফিরিয়ে দিল। আমাকে ন্যাড়া করে ফেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল এবং আমার বিব্রতকর অবস্থাকে আর না বাড়িয়ে সে চলে গেল। আজ পর্যন্ত সে এ ঘটনা কাউকে জানায়নি। তাই সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন।

ষাট সালের শুরুর দিকে আমার সেই হাইস্কুলের জীবন ছিল অনেকটা গ্রীস (Grease) চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন শো হ্যাপি ডেইজ-এর মতো। বিটলের পল ম্যাককার্টনি ছিল আমার খুব পছন্দ; কিন্তু এটা নিয়ে বেস্টির সাথে আমার তর্ক লাগতো, কারণ ওর পছন্দ ছিল জর্জ হ্যারিসন। ১৯৬৫ সালে আমি রোলিং স্টোনের কনসার্ট দেখার সুযোগ পাই। অনেক বছর পর, আমি আমার ছোটবেলার সেই আইকনদের (যেমন পল ম্যাককার্টনি, জর্জ হ্যারিসন ও মিক জেগার) সাথে যখন দেখা করি, আমি বুঝতে পারছিলাম না হ্যান্ডশেক করবো নাকি আনন্দে লাফিয়ে উঠবো।

টেলিভিশন এবং সঙ্গীত নিয়ে বিকাশমান 'যুব সংস্কৃতি'র পাশাপাশি আমাদের স্কুলে খুব পরিষ্কার ধরনের বিভিন্ন গ্রুপ ছিল যার দ্বারা কারো সামাজিক অবস্থান চেনা যেতো, যেমন– খেলোয়াড় ও হৈ হুল্লোড়ে মাতোয়ারাদের দল, ছাত্র প্রতিনিধি, মেধাবী, তোষামুদে ধরনের, ষণ্ডা প্রকৃতির ইত্যাদি।

স্কুলের কোন কোন বারান্দা দিয়ে আমি ভয়ে হাঁটতাম না। আমাকে বলা হয়েছিল সেখানে যারা ভিড় জমায় তারা নতুন কাউকে দেখলেই ঝগড়া-ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসে। ক্যাফেটেরিয়ায় কে বসবে না বসবে তাতেও অদৃশ্য হাতের নিয়ন্ত্রণ ছিল। আমরা এসব সমঝে চলতাম। আমার হাইস্কুল জীবনের প্রথম দিকে এসব বেয়াড়া ছাত্রের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে প্রায়ই গাড়ি পার্ক করা নিয়ে অথবা বাস্কেট বল খেলার মাঠে হাতাহাতি লেগে যেত।

স্কুল প্রশাসন এই অবাঞ্ছিত উত্তেজনার রাশ টানার জন্য বিভিন্ন গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে। অধ্যক্ষ ড. ক্লেইড ওয়াটসন আমাকেও কমিটির সদস্য করেন। ফলে এমনসব ছাত্রের সঙ্গে কাজ করার আমার সুযোগ হয় যাদের সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল না। বরং বলা ভাল যে, তাদেরকে আমি আগে এড়িয়ে চলতাম। আমাদের কমিটি ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সহনশীলতা বাড়ানো এবং উত্তেজনা কমানোর জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি সুপারিশ করে।

www.pathagar.com

আমাদের কমিটি কি কাজ করেছে তা বলার জন্য আমাদের কয়েকজনকে টেলিভিশনের পর্দায় হাজির হতে বলা হয়। এটাই ছিল আমার টেলিভিশনে প্রথমবারের মতো নিজেকে দেখানো। বহুত্ববাদ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতা সংক্রান্ত মার্কিন মূল্যবোধ জোরদার করার সংগঠিত প্রচেষ্টার সঙ্গে এই প্রথম আমি নিজেকে জড়িত করি। এমনকি আমার শহরতলির শিকাগো হাইস্কুলেও এই মূল্যবোধগুলোর পরিচর্যা প্রয়োজন ছিল। ছাত্রদের কমিটির প্রায় সব সদস্যই ছিল সাদা এবং খ্রিস্টান। তারপরও আমরা পরস্পরের পার্থক্য এবং প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে পেরেছিলাম। কমিটিতে থাকার ফলে আমার ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের বহু নতুন বন্ধু জুটে যায়। কয়েক বছর পর আমি ছিলাম ওয়াইএমসিএ'র এক নাচের পার্টিতে। সেখানে কয়েকজন ছোকড়া আমাকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে। এমন সময় মাস্তান গোছের একটা ছেলে এসে তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচায়। ছেলেটি তাদের বলে, ওকে ছেড়ে দাও, ও 'ঠিক' আছে। এই ছেলে ছিল আমাদের পুরনো কমিটির সদস্য।

অবশ্য আমার হাইস্কুল জীবনের সবকিছু একেবারে ঠিক ছিল না। ১৯৬৩ সালের ২২ নবেম্বর আমি ছিলাম জ্যামিতি ক্লাসে। এমন সময় একজন শিক্ষক ছুটে এসে বললেন, প্রেসিডেন্ট কেনেডি ডালাসে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন মি. ক্রাডডক। তিনি, 'কী, এটা হতেই পারে না' বলে চিৎকার করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন আসল খবর জানতে। ফিরে এসে তিনি জানালেন আসলেই কেউ একজন প্রেসিডেন্টকে গুলি করেছে। সম্ভবত সে 'জন বিরশার' গ্রুপের কোন সদস্য হবে। এই দক্ষিণপন্থী সংগঠন প্রেসিডেন্ট কেনেডির ঘোর বিরোধী ছিল। তিনি আমাদের আরও খবর জানার জন্য অডিটরিয়ামে যেতে বললেন। সেখানে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে হলঘরে নীরবে বসে ছিল। অবশেষে অধ্যক্ষ এসে স্কুল ছুটি ঘোষণা করলেন।

বাড়ি ফিরে দেখি মা টেলিভিশনের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। টিভিতে ঘোষণা করা হয়, প্রেসিডেন্ট কেনেডি দুপুর ১টায় মারা গেছেন। কেনেডির স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে আমার মন বিষাদে ভরে গেল।

দেশের কী হবে ভেবে আমি আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ভাবলাম দেশের জন্য কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কী করব সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না।

নিজের খরচাপাতি মেটানোর জন্য আমি কাজ করব ভাবলাম। কাজ বাছাই করার ব্যাপারে আমার মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। আমি একটা ক্ষেত্রে খুব ভাগ্যবতী ছিলাম। আমার বাবা-মা কখনও আমাকে তাদের পছন্দমতো একটা নির্দিষ্ট ধাঁচে গড়ে তুলতে চাননি। তারা শুধু কৃতিত্ব অর্জনের জন্য আমাকে উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। অবশ্য নিজের বাবা-মা ছাড়াও আমার কোন বান্ধবীর বাবা-মা অথবা কোন শিক্ষককে আমি অন্তত বলতে শুনিনি যে, 'মেয়েদের এটা করতে নেই', 'মেয়েদের ওটা করতে নেই।' তবে কোন কোন সময় এই বার্তা আমাদের কাছে অন্য পথে পৌঁছেছে।

লেখিকা জিন ও'রেইলি ১৯৭২ সালে 'মিস' সাময়িকীতে একটা চমৎকার নিবন্ধ লিখেছিলেন। এতে তিনি তার জীবনের সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করেন, যখন একজন নারী বলে তাকে অবমূল্যায়ন করা হতো। তিনি লিখেছেন, ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পত্রপত্রিকায় আবশ্যক কলামে বিজ্ঞাপন দেয়া হতো নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদাভাবে। তিনি লেখেন, হঠাৎ একটা জিনিস তার চোখে পড়ে। মহিলাদের

www.pathagar.com

জন্য ভেতরে আলাদা পাতা নির্দিষ্ট থাকে, যেন বাইরের গুরুত্বপূর্ণ পাতাটি শুধু পুরুষদের জন্যই বরাদ্দ। গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো প্রথম পাতায় পড়া শেষ করে তবেই একজন পাঠকের চোখ মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ভেতরের পাতায় যাবে। এরকম তিক্ত অনুভূতির মুহূর্ত আমার জীবনেও এসেছিল। অনুসন্ধানমূলক অভিযান এবং মহাকাশ ভ্রমণ সবসময় আমাকে আকর্ষণ করে। এর আংশিক কারণ এই হতে পারে যে, মহাকাশ অভিযানে আমেরিকা রাশিয়ার চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে ভেবে আমার বাবা সবসময় ভীষণ উদ্বেগ বোধ করতেন। চাঁদে মানুষ পাঠানোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট কেনেডির অঙ্গীকার আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমি স্বেচ্ছাসেবী নভোচারী হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য নাসার কাছে দরখাস্ত পাঠালাম। এর উত্তরে আমাকে জানানো হয় যে, তারা কোন মেয়েকে এই কর্মসূচিতে নেবে না। জীবনে এই প্রথমবারের মতো আমি এমন একটা বাধা পেলাম যা দৃঢ়তা বা কঠোর পরিশ্রম দিয়েও অতিক্রম করা যায় না। এই বাধা আমি পুরুষ নই বলে। এতে আমি ভীষণ রেগে যাই। এমনিতে আমার ক্ষীণদৃষ্টি এবং দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্যই হয়তো আমি বাদ পড়ে যেতাম। কিন্তু নারী-পুরুষ ভেদাভেদের কারণে আমাকে বাদ দেয়া হল। এতে আমি ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব করি। সেই থেকে যে কোনরকম বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমি কঠিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

হাইস্কুলে, আমার একজন খুব চটপটে মেয়েবন্ধু একটি কোর্স ছেড়ে দিল, কারণ তার বয়ফ্রেন্ড সেই কোর্সে ভর্তি হতে পারেনি। আরেকজন বন্ধু তার গ্রেড জমা দিল না, সে তার বয়ফ্রেন্ড থেকে বেশি নম্বর পেয়ে যেতে পারে এই ভয়ে। ছেলেদের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল, কিন্তু কারো সাথে গভীরভাবে ডেট করিনি। আমি ঠিক ভাবতে পারতাম না বিয়ের জন্য আমি আমার কলেজের লেখাপড়া বা ক্যারিয়ার ছেড়ে দেব, যা আমার অনেক মেয়েবন্ধুই করতে যাচ্ছিলো।

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি রাজনীতিতে আগ্রহী ছিলাম। এবং আমি ডিবেট শিখেছিলাম। আমি আমার বন্ধুদেরকে বিশ্বশান্তি বা বেসবল যেকোন বিষয়েই ডিবেটে হারিয়ে দিতাম। আমি স্টুডেন্ট কাউন্সিল এবং জুনিয়র ক্লাস ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমি একজন তরুণ রিপাবলিকান কর্মীও ছিলাম।

হাইস্কুলের শেষের দিকে কলেজে পড়া নিয়ে চিন্তা শুরু করতে হলো। আমি জানতাম, আমি কলেজে যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি সেটা জানতাম না। আমার দু'জন শিক্ষক আমার মা-বাবার সাথে কথা বলতে বললেন। আমার মা ভাবতেন, আমার যেখানে ইচ্ছা হবে সেখানেই যাওয়া উচিত। বাবা বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য স্বাধীন, তবে মিসিসিপি বা রেডক্লিফে গেলে তিনি পড়ার খরচ দেবেন না; অবশ্য ওয়েলেসলি বা স্মিথ-এর যেকোনটা হলে তার আপত্তি নেই। কোনও ক্যাম্পাস সম্পর্কে আমারো কোনও ধারণা নেই, কারণ আমি কোনটাই দেখিনি। ক্যাম্পাসের ছবি দেখে, বিশেষ করে ছোট্ট লেক ওয়াবান যা আমাকে লেক উইনোলাকে মনে করিয়ে দেয়, আমি ওয়েলেসলিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমি সেই দু'জন শিক্ষকের প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ।

ওয়েলেসলিতে যায় এমন কাউকে আমি চিনতাম না। বেশিরভাগ বন্ধুরাই কাছের কলেজে পড়তো। আমার মা-বাবা আমাকে গাড়ীতে করে কলেজে নামিয়ে দিতে

www.pathagar.com

গেলেন। পরে মা আমাকে বলেছিলেন, ম্যাসাচুসেটস থেকে ইলিনয়ে ফেরার পথে সেই হাজার মাইল রাস্তা পুরোটা তিনি কাঁদতে কাঁদতে ফিরেছেন। এখন আমার নিজের মেয়েকে দূরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে; আমি এখন বুঝতে পারি আমার মার অনুভূতি তখন কি ছিল। কিন্তু সেই সময় আমি কেবল আমার সামনের জীবনের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম নিজের কথাই ভাবছিলাম।

www.pathagar.com

'৬৯-এর ক্লাস

১৯৯৪ সালে পি.বি.এস. টেলিভিশন সিরিজ ফ্রন্টলাইন-এ একটি ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়, যার বিষয় ছিলো ওয়েলেসলির ১৯৬৯ সালের ব্যাচ বা ক্লাস- 'হিলারির ক্লাস'। অনুষ্ঠানটির প্রযোজক র‍্যাচেল ড্রেটজিন বলেছিলেন কেন ফ্রন্টলাইনের মতো একটি সিরিজ আমাদের গ্র্যাজুয়েশনের ২৫ বছর পর এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে গেলো। তিনি বললেন, "নারীদের জন্য একটি বিশাল পরিবর্তন ও অভ্যুত্থানের সময়ের ভেতর দিয়ে তারা এমন একটি যাত্রা শুরু করেছে, যা অন্য কোনও প্রজন্ম করেনি।"

আমার সহপাঠীরা বলেছে যে আমরা যখন ক্লাস শুরু করি তখন ওয়েলেসলি ছিল একটা গার্লস স্কুল; আর আমরা যখন ছেড়ে আসি তখন সেটা মহিলা কলেজ।

ওয়েলসলিতে আমি আসি বাবার রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মার স্বপ্ন নিয়ে এবং এখানে শিক্ষাশেষে নিয়ে যাই নিজের বিশ্বাস ও স্বপ্ন। বাবা-মা চলে যাওয়ার পর খুবই একাকীত্ব অনুভব করি। মনে হলো অন্য জগতে চলে এসেছি। অন্যান্য মেয়েরা প্রাইভেট বোর্ডিং স্কুলে পড়ে এসেছে, বিদেশে থেকেছে, অন্য ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, স্কুলে স্কোর ভাল এবং তাদেরকে নবাগতদের শুরুর ক্লাস করতে হবে না। আর আমার বিদেশ বলতে নায়াগ্রা জলপ্রপাত কানাডার দিক থেকে দেখা। বিদেশী ভাষা বলতে হাইস্কুলের ল্যাটিন।

আমি গণিত ও ভূতত্ত্ব বিষয় দু'টো নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়ে গেলাম। ফলে ডাক্তার ও বিজ্ঞানী হবার আশা ছেড়ে দিলাম। আমার ফরাসি শিক্ষক খুব নরম করে বললেন, "ম্যাডাম, তোমার ট্যালেন্ট অন্য জায়গায়।" এক মাস স্কুল করার পর বাড়িতে ফোন করে বললাম, আমি বুঝতে পারিনি যে আমি ওখানে থাকার মতো ততটা স্মার্ট নই। বাবা বাড়ি চলে আসতে বললেন। মা বললেন, আমি এত সহজেই কিছু ছেড়ে দিচ্ছি এটা তিনি দেখতে চান না। একটা দুর্বল শুরুর পর সন্দেহ চলে গেলো এবং আমি বুঝতে পারলাম যে আমি আসলে বাড়িতে ফিরে যেতে পারতাম না; তাই এখানেই যতটা ভালো করা যায়।

আমার প্রথম বছরের বরফ পড়া এক রাতে কলেজের প্রিন্সিপাল আমাদের ডর্মে (হোস্টেল) অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হলেন। তিনি কিছু স্বেচ্ছাসেবক চাইলেন যারা বাইরে গাছের উপর জমে থাকা বরফগুলোকে ধীরে ধীরে নেড়ে ফেলে দিতে পারবে। নইলে গাছগুলো জমে-পড়া বরফের ভারে নষ্ট হয়ে যাবে। পরিষ্কার তারা ভরা আকাশের নীচে হাটু উচু বরফের মাঝে আমরা এক গাছ থেকে আরেক গাছে হেটে যাচ্ছি আর

www.pathagar.com

বরফ পরিষ্কার করছি। তিনি, শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে দিয়ে একইভাবে কাজ করিয়ে নিলেন। সেই রাতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি আমার ঠিক স্থানেই এসেছি যেখানে আমি থাকতে পারি।

মেডেলিন অলব্রাইট, যিনি জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত ও ক্লিনটনের সময় সেক্রেটারী অফ স্টেট ছিলেন, তিনিও আমার দশ বছর আগে ওয়েলেসলিতে ক্লাস শুরু করেছিলেন। তার সাথে প্রায়ই আমি আমাদের দুজনের সময়কার পার্থক্য নিয়ে কথা বলতাম। তিনি ও তার সময়ের মেয়েরা সেই পঞ্চাশ দশকের শুরুর দিকে একজন স্বামী খোঁজার কাজেই ব্যস্ত ছিল; বাইরের বিশ্বে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতো না।

আমার কাছে কলেজের যে বিষয়টি আজও মূল্যবান মনে হয় সেটা হলো মহিলা কলেজ হওয়ায় আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের মনের মত করে থেকেছি, একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করেছি। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বত্বা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। আমরা একে অপরের কথা শুনেছি, জেনেছি ও শিখেছি। কখনো ডর্মের ঘরে, কখনো বা দুপুরে লাঞ্চ খেতে খেতে বা চারদিকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা ডাইনিং হলে। আমার সেই কলেজের বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক এখনো অটুট আছে।

আমার সহছাত্রীদের লক্ষ্য ছিল পড়াশোনায় ভাল করা ও কলেজের অন্যান্য কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেওয়া যা হয়তো কো-এডুকেশন কলেজে পড়লে সম্ভব হতো না। ছাত্রীরা শুধু ছাত্র সংসদ, পত্রিকা বা ক্লাব পরিচালনা করতো না, তারা এখান থেকে শিখতোও। ভুল করতো অনেক সময় আবার সেখান থেকে শিক্ষাও নিতো।

আমাদের কলেজে ছেলে না থাকায় একটা বিশাল সুবিধা ছিল, তাহলো আমাদেরকে নিজেদের চেহারা নিয়ে ভাবতে হতো না। কোনও রকম ব্যাঘাত ছাড়াই আমরা আমাদের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারতাম। এবং ক্লাসে যাবার সময় আমাদেরকে দেখতে কেমন লাগতো সেটা নিয়ে মোটেও অস্থির থাকতে হতো না। আমরা ছেলেদেরকে ডর্মে আনতে পারতাম না, কেবলমাত্র ব্যতিক্রম রোববার দুপুর দুটো থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। তখন দরজা কিছুটা খোলা রাখতে হতো এবং বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হতো। প্রতিটি ডর্মের নিচে অভ্যর্থনা কক্ষ। সেখানে অতিথিকে পরিচয় দিতে হতো। তারপর ঘন্টা দিয়ে আমাদেরকে জানানো হতো। আমি ও আমার বন্ধুরা খুব বেশি লেখাপড়া করতাম এবং হার্ভার্ড ও অন্যান্য কলেজের সমবয়সী ছেলেদের সাথে বাইরে বেড়াতে যেতাম। যাদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে বন্ধুদের মাধ্যমে বা কোনো পার্টিতে। নাচের হলগুলোতে এমন উচ্চস্বরে গান বাজানো হয় যে, সেখানে কোনো কথা শোনা যায় না। একমাত্র বাইরে গেলেই তা পারা যায় এবং তখনই তা করা হয় যখন কাউকে ভাল লাগে। একদিন রাতে আমাদের ক্যাম্পাসের আলসুনি হলে এক যুবকের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টার নেচেছি। প্রথমে জানতাম যুবকটির নাম ফার্স, পরে জেনেছি ফার্স নয় ফরেস্ট। আমার দুইজন যুবক বন্ধুর সাথে একটু গভীর সম্পর্ক হয়েছিল, তারা আমার বাবা-মার সাথেও পরিচিত হয়েছিল। বাবা ছেলে বন্ধুদের সাথে আমার ডেটিং সামাজিক সম্পর্কের বেশি মনে করতেন না। এই দুই যুবক বেঁচে আছেন, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি যখন আমার মেয়ের বিশ্ববিদ্যালয় স্টানফোর্ডের ডর্মে হেঁটে যাবার সময় দেখি হলওয়েতে ছেলেমেয়েরা একসাথে শুয়ে বসে আছে, তখন আমি সত্যি অবাক হই, বর্তমান সময়ে একজন কী করে লেখাপড়া করতে পারে!

www.pathagar.com

আমি ওয়াশিংটন ডি.সি-তে ওয়েলেসলির ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রামে আবেদন করলাম। নয় সপ্তাহের সেই গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামে ছাত্রছাত্রীদেরকে বিভিন্ন এজেন্সি ও কংগ্রেস অফিসের অধীনে রেখে দেখানো হয়, কী করে সরকার কাজ করে। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম যখন প্রোগ্রামের ডিরেক্টর ও আমার থিসিসের উপদেষ্টা অধ্যাপক অ্যালেন স্কেশটার আমাকে ইন্টার্ন হিসেবে হাউস রিপাবলিকান কনফারেন্স-এ অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি জানতেন কলেজের ভর্তি হওয়ার সময় আমি একজন রিপাবলিকান থাকলেও ক্রমশ বাবার রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে সরে যাচ্ছিলাম। তিনি ভেবেছিলেন এই ইন্টার্নশিপ আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করবে। তাই আমার আপত্তি গ্রাহ্য হলো না। সংখ্যালঘু দলের নেতা জেরাল্ড ফোর্ডের কাছে রিপোর্ট করলাম। সে সময় তাঁর গ্রুপে আরও ছিলেন কংগ্রেসম্যান মেলভিন লেয়ার্ড এবং চার্লস গুডউইল। এদের সঙ্গে আমার বেশ সুসম্পর্ক হয়। তারা অনেক পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন। ইন্টার্নদের কংগ্রেসের সদস্যদের সাথে ছবি তোলার একটি বাধ্যবাধকতা আছে। পরবর্তিতে আমি যখন ফার্স্ট লেডী, তখন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে বলেছিলাম যে আমিও ছিলাম সেই হাজারো ইন্টার্নদের একজন। ফোর্ডসহ অন্যান্য রিপাবলিকান নেতাদের সাথে আমার সেই ছবি আমার বাবাকে খুব খুশি করে ছিল; তিনি যখন মারা যান সেই ছবি তার দেয়ালে তখনো ঝুলছিল। আমি সেই ছবি সই করে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে দিয়েছিলাম; সাথে ছিল ধন্যবাদ এবং প্রথম থেকেই সরাসরি কথা বলার জন্য ক্ষমা চাওয়া। আমি সিনেট অফিসে যখনই কোনও ইন্টার্ন দেখি, তখুনি আমার সেই প্রথম অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে।

অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে যায়। আমার বিশেষভাবে মনে আছে একটা অধিবেশনের কথা। আমরা অনেক ইন্টার্নি সেখানে হাজির ছিলাম। মেলভিন লেয়ার্ড আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে। যুদ্ধের ব্যয় চালাতে গিয়ে জনসন প্রশাসন কংগ্রেসের অনুমোদিত গণ্ডির বাইরে পা ফেলছে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও তিনি একজন কংগ্রেসম্যান হিসেবে আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধনীতির প্রতি জোরালো সমর্থন জানান। ইন্টার্নিদের সঙ্গে এই বৈঠকে তিনি যুদ্ধে আমেরিকার জড়িয়ে পড়ার পক্ষে নানান যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, ভিয়েতনামে আমেরিকার আরও সৈন্য পাঠানো উচিত। তিনি বক্তৃতা শেষে আমাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করলে আমি তাকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের একটি সতর্কবাণী স্মরণ করিয়ে দেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন সফল জেনারেল আইসেনহাওয়ার এশিয়ায় স্থলযুদ্ধে না জড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এক পর্যায়ে আমার সঙ্গে মেলভিন লেয়ার্ডের তীব্র বিতর্ক হয়। তার পরও তার প্রতি আমি উচ্চধারণা পোষণ করি। তরুণ প্রজন্মের কাছে নিজের অবস্থান সমর্থন ও ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে তার উৎসাহ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমাদের উদ্বেগের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা দেখান। পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সময়ে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন।

সিনেটর রবার্ট কেনেডি নিহত হওয়ার পর নিউইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলার পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রবার্ট কেনেডির স্থলে কংগ্রেসম্যান চার্লস গুডেলকে মনোনীত করেন। গুডউইল ছিলেন প্রগতিশীল রিপাবলিকান। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি এক ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রক্ষণশীল প্রার্থী জেমস বাকলের কাছে হারেন। ১৯৭৬ সালের সিনেট নির্বাচনে বাকলে আমার পূর্বসূরি ডানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহানের কাছে

www.pathagar.com

পরাজিত হন। ময়নিহান একটানা ২৪ বছর নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত সিনেটর ছিলেন। ২000 সালের সিনেট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আমি প্রচার চালানোর জন্য গুডেলের নিজের শহর জেমসটাউনে গিয়েছিলাম। কংগ্রেসম্যান গুডেলের সঙ্গে আমি ইন্টার্নি হিসেবে কাজ করেছিলাম জেনে সেখানকার লোকজন খুশি হয়েছিল। ইন্টার্নশিপের শেষদিকে গুর্ডেল কয়েকজন ইন্টার্নিসহ আমাকে মিয়ামিতে রিপাবলিকান কনভেনশনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। গভর্নর রকফেলার সে বছর দলীয় মনোনয়নের জন্য রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। গুডেলের ইচ্ছা ছিল রিপাবলিকান কনভেনশনে গিয়ে আমরা রকফেলারের পক্ষে কাজ করি। এই সুযোগ লুফে নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি ফ্লোরিডা চলে যাই।

রিপাবলিকানের কনভেনশনে যোগদান ছিল আমার প্রথম বড় রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। আমার কাছে অবিশ্বাস্যই লাগছিলো যে আমি কনভেনশনে যোগ দিচ্ছি। কিছুটা অস্থিরও হয়ে পড়েছিলাম। মিয়ামির বিচে ফনটেইন বিলাউ হোটেলে ছিল আমার প্রথম হোটেলে থাকার অভিজ্ঞতা। আমার বাড়ির সবাই আমাকে বলেছিল হয় যেন গাড়িতেই থাকি আর না হয় রাস্তার ধারে কোনো ছোট মোটেলে। এখানে আমি জীবনে প্রথম রুম সার্ভিস অর্ডার দেই। আমরা চারজন এক রুমে ছিলাম, তবে মনে হয় না আমরা কেউ রাতে ঘুমিয়েছি। আমাদের সেখানে কাজ ছিল প্রেসিডেন্ট পদে দলের মনোনয়ন প্রার্থী রকফেলারের ফোনে দেওয়া সংবাদ অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া বা অন্যদের সংবাদ তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। একদিন রাতে আমাদের একজন জানালেন আমরা যদি ফ্রাঙ্ক সিনাত্রাকে দেখতে চাই তা' হলে দেখতে পারি। আমরা কয়েকজন একটা পেন্টহাউজে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার সাথে হাত মিলাতে গিয়েছিলাম। তিনি খুব আন্ত রিকতার সাথে আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন।

যদিও আমি আমার এই নতুন অভিজ্ঞতা ও সেলেব্রেটিদের সঙ্গে সাক্ষাতে আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু জানতাম রকফেলার দলের মনোনয়ন পাবেন না। রিচার্ড নিক্সনের মনোনয়ন দলকে আরও দক্ষিণপন্থী পন্থার দিকে নিয়ে গেল এবং এটা ছিল মধ্যপন্থী আদর্শের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার বিজয়। পরবর্তী বছরগুলোতে রিপাবলিকান পার্টির অভ্যন্তরে রক্ষণশীলদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। দল ক্রমেই মধ্যপন্থা থেকে ডানদিকে সরে এসেছে। মডারেটরা হয়ে পড়েছে সংখ্যালঘু এবং কোণঠাসা। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি রিপাবলিকান পার্টি ছেড়ে দিইনি বরং রিপাবলিকান পার্টিই আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

রিপাবলিকান কনভেনশন শেষ হওয়ার পর আমি পার্ক রিজের বাড়িতে ফিরে আসি। গ্রীষ্মের বাকি সপ্তাহগুলো কীভাবে কাটাব তা নিয়ে আমার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমার পরিবারের লোকজন প্রতিবছরের মতো উইনোলা হ্রদে বেড়াতে যাবে। ফলে নিক্সন আর ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্ক করেই যে আমার সময় কাটবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমার বাবা আসলেই নিক্সনকে পছন্দ করতেন। তার বিশ্বাস ছিল, তিনি একজন চমৎকার প্রেসিডেন্ট হবেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে বাবা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে পড়া বিজ্ঞোচিত হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন না। তবে লম্বা চুলের হিপ্পিদের যুদ্ধবিরোধী মিছিল করতে দেখলেই তিনি ক্ষেপে যেতেন।

www.pathagar.com

ফ্রাঙ্কোর স্পেনে এক বছর পড়াশোনা করে আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বেটসি তখন সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছে। হাইস্কুল জীবনের পর আমাদের পোশাকে-আচরণে অনেক পরিবর্তন ঘটলেও বেটসির বন্ধুত্বের প্রতি আমি আগের মতোই নির্ভরশীল ছিলাম। রাজনীতিতে আমাদের আগ্রহও ছিল অভিন্ন। আমাদের দু'জনের কেউই শিকাগোতে অনুষ্ঠেয় ডেমোক্রেটিক কনভেনশনে যাওয়ার পরিকল্পনা করিনি। কিন্তু পুরনো শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর ভাবলাম ইতিহাসের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ হেলায় হারানো ঠিক হবে না। বেটসি ফোন করে প্রস্তাব দিল 'নিজেদের গরজেই আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।' আমি একমত হলাম।

জানতাম, আমরা কোথায় যাওয়ার মতলব এঁটেছি তা টের পেলে বাবা-মা আমাদের ডেমোক্রেটিক কনভেনশনে যেতে দেবেন না। সেদিন আমার মা পেনসিলভানিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। বেটসির মা রোজলিন কিছু কেনাকাটা আর দুপুরে খাওয়ার জন্য পুরনো শহরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। বেটসি তার মাকে বলল, "হিলারি আর আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি।" সে তার স্টেশন ওয়াগনে আমাকে তুলে নিল। তার গাড়িতে চড়ে আমরা বিক্ষোভের মূল কেন্দ্র গ্র্যান্ট পার্কে পৌঁছলাম। সেদিন ছিল ডেমোক্রেটিক কনভেনশনের শেষ রাত। সে রাতে গ্র্যান্ট পার্কে যেন নরক ভেঙ্গে পড়েছিল। পুলিশের সারি দেখার আগেই আমরা কাঁদানে গ্যাসের গন্ধ পেলাম। আমাদের পেছনে জনতার মধ্য থেকে কেউ একজন পুলিশকে লক্ষ্য করে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে। অল্পের জন্য সেটা আমার মাথায় লাগেনি। পুলিশ এরপর লাঠিচার্জ শুরু করলে সেখান থেকে পালিয়ে আসি।

বেশ কিছুদূর দৌড়ে এসে আমরা যেখানে বিক্ষোভকারীদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করা হচ্ছিল সেখানে আমার পরিচিত এক নার্সিংয়ের ছাত্রীর দেখা পেলাম। সে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে তাঁবুতে কাজ করছিল। সে আমাদের বললো, চোখের সামনে ঘটনাগুলো দেখে সে ক্রমে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে। তার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দেশে বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। গ্র্যান্ট পার্কে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশি বর্বরতা দেখে বেটসি আর আমি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। জাতীয় টেলিভিশনেও এ সংক্রান্ত ছবি দেখানো হয়েছিল। বিপ্লব বলতে আসলে কী বোঝায় এবং আমাদের দেশে বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে কিনা তা নিয়ে সে বছর গ্রীষ্মকালে আইরিশ- পোলিশ বংশোদ্ভূত শিকাগোবাসী ও কেনেডি পরিবারের ভক্ত আমার বন্ধু কেভিন ওকিফ আর আমার মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা বিতর্ক হয়। নানান ঘটনা ঘটে যাওয়ার সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জনে একমত হই যে, আমাদের দেশে বিপ্লব ঘটবে না। আর যদি ঘটেও, আমরা তাতে নিজেদের জড়াব না। আমি জানতাম, রাজনীতি সম্পর্কে আমার মোহমুক্তি সত্ত্বেও গণতন্ত্রই সমস্যা সমাধানের শান্তিপূর্ণ পন্থা। আমি কোনদিন নির্বাচনে লড়বো তেমন ভাবনা তখন আমার ধারেকাছেও ছিল না। তবে আমি একজন নাগরিক ও কর্মী হিসেবে নির্বাচনে আমার অংশগ্রহণ চাইতাম। আমি মনে করি অহিংস অসহযোগের মাধ্যমে সমাজে সত্যিকার পরিবর্তন আনার ব্যাপারে ড. মার্টিন লুথার কিং এবং মহাত্মা গান্ধী অনেক কিছু করেছেন। সে তুলনায় লাখ লাখ বিক্ষোভকারীর পাথর ছুঁড়ে মারা তেমন কোন ফল বয়ে আনেনি।

ওয়েলেসলিতে শেষ বর্ষে এসে আমি আমার বিশ্বাসকে আবার নতুন করে পরীক্ষা করার সুযোগ পেলাম। আমার থিসিস ছিল শিকাগোর একজন কমিউনিটি নেতা সল

www.pathagar.com

এলিনস্কীর কাজ বিশ্লেষণ করা। তার সাথে আমার নীতিগত মিল ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি সিস্টেমকে কেবলমাত্র বাইরে থেকে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু আমি তাতে বিশ্বাস করতাম না। পরে আমি পাস করার পর তিনি তার সাথে কাজ করার জন্য বলেন। আমি সেই চাকরি না নিয়ে আইন পড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। তিনি বলেছিলেন, আমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করবো। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত ছিল আমার বিশ্বাসের প্রকাশ– একটি সিস্টেমকে ভেতর থেকেই পরিবর্তন করা যায়। আমি আইন বিষয়ে পড়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা শুরু করলাম।

হার্ভার্ড এবং ইয়েল - দু'টো বিশ্ববিদ্যালয়েই আমার ভর্তির সুযোগ মিললো। কিন্তু আমি ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না, কোথায় ভর্তি হবো। একদিন হার্ভার্ড আইন স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার দাওয়াত পেলাম। হার্ভার্ড আইন স্কুলে আমার একটি ছেলেবন্ধু বিখ্যাত একজন অধ্যাপকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, "এই হলো হিলারি রডহ্যাম। ও সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে যে, আগামী বছর আমাদের এখানে আসবে নাকি আমাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর ওখানে যাবে।" সেই মহৎ ব্যক্তি আমার দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'প্রথমত, আমাদের কোনও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। দ্বিতীয়তঃ হার্ভার্ডে আমাদের আর মেয়ের দরকার নেই।' আমি এমনিতেই ইয়েলের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই ঘটনার পর আমার আর সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও সংশয় থাকলো না।

প্রথমে মনে হয়েছিল ওয়েলেসলিতে আমাদের গ্র্যাজুয়েশন প্রাপ্তি অনুষ্ঠান তেমন একটা ঘটনাবহুল কিছু হবে না। কিন্তু পরে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। আমার সহপাঠিনী এবং বান্ধবী এলিনর এক্সন প্রস্তাব দেয়, গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের পক্ষ থেকে একজনের বক্তৃতা করতে হবে। এলিনর বন্ধুমহলে এলডি নামে পরিচিত ছিল। সে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের আমলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন এক্সনের নাতনি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রথম বর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাসে। সেখানে আমাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক অবস্থান বর্ণনা করতে হয়েছিল। পরে বোস্টন গ্লোবে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এলডি বলেছিল, সে 'শুধু হিলারি নয় বরং আরও অনেক চটপটে মেয়েকে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক দেখে মর্মাহত হয়েছিল।' তবে এই আবিষ্কার তাকে 'হতাশ' করলেও 'এ থেকে বোঝা গিয়েছিল কেন রিপাবলিকানরা বারবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতে যায়।'

ওয়েলেসলিতে এর আগে কখনও গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে ছাত্রীরা বক্তৃতা করেনি। কলেজের প্রেসিডেন্ট রুথ অ্যাডামস নতুন করে এ নিয়ম চালুর বিরোধী ছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের ছাত্রদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে তিনি খুব স্বস্তিবোধ করতেন না। কলেজ ছাত্র সংসদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার সঙ্গে তার সাপ্তাহিক বৈঠক হতো। প্রায় সপ্তাহে তার অভিন্ন প্রশ্ন থাকত-'তোমরা মেয়েরা কী চাও?' সত্যি বলতে কি, আমরা যে আসলে কী চাই তা আমাদের অনেকে ঠিকমতো বুঝতাম না। আমরা বাতিল হয়ে যাওয়া অতীত আর অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মাঝখানে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। প্রায়ই আমরা অহংবোধ, অশ্রদ্ধা আর ছিদ্রান্বেষণের মনোভাব নিয়ে কর্তৃপক্ষ এবং বয়স্কদের সম্পর্কে মূল্যায়ন করতাম। তাই এলডি যখন অ্যাডামসকে বলল যে, তার নেতৃত্বে একদল ছাত্রীর ইচ্ছা হচ্ছে অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের পক্ষ থেকে একজনকে বক্তৃতার সুযোগ দিতে হবে, তখন এ ব্যাপারে নেতিবাচক সাড়া প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু এলডি এ ব্যাপারে চাপাচাপি করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে হুমকি দেয় যে, তার দাবি মানা না হলে সে

www.pathagar.com

পাল্টা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। তার অনুষ্ঠানে তার দাদা সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। ব্যাপারটা জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেলে আমি তার সাথে দেখা করে জানতে চাইলাম, "প্রকৃত বিরোধটা কোথায়?"

তিনি বললেন, "এটা কখনই করা হয়নি।"

আমি বললাম, "আমরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

তিনি বললেন, 'আমরা জানিনা, কাকে তারা বক্তৃতা করতে দেবে।'

আমি বললাম, 'তারা আমাকে বক্তৃতা করতে বলেছে।'

তিনি বললেন, 'আমি এটা ভেবে দেখবো।'

প্রেসিডেন্ট এডামস শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিলেন।

আমার বক্তৃতার ব্যাপারে বান্ধবীদের উৎসাহ আমাকে খানিকটা উদ্বিগ্ন করে তোলে। কারণ, ওয়েলেসলিতে আমাদের চারটি দুরন্ত বছরকে ফুটিয়ে তোলার মতো কি বলা যায়, তা এখনও আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি। বক্তৃতায় আমাদের অজানা ভবিষ্যতের সঙ্গে মানানসইভাবে সবাইকে যথাযথ বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পারব কিনা তা নিয়েও আমার মধ্যে সংশয় ছিল। ওয়েলেসলিতে আমি আর জোহানা ব্রেনসন হোস্টেলের তিন তলায় একটি বড় সুইটে থাকতাম। আমাদের হোস্টেলটি ছিল ওয়াবান হ্রদের তীর ঘেঁষে। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিছানায় বসে জানালা দিয়ে হ্রদের নিশ্চল পানির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। পারস্পরিক সম্পর্ক, ধর্মবিশ্বাস, যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ইত্যাদি হরেক ভাবনা আমার মনকে এলোমেলো করে দিত। চার বছর আমাদের মা-বাবারা ভিন্ন ভিন্ন এলাকার নানান স্বভাবের মেয়েদেরকে এখানে পৌঁছে দেয়ার পর যে সময়টুকু আমি আর আমার বন্ধুরা একসঙ্গে কাটিয়েছি, নানান অভিজ্ঞতার ভাগিদার হয়েছি, সেগুলো সততার সঙ্গে কিভাবে উপস্থাপন করা যায় আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে বান্ধবীরা দলে দলে আমার কামরায় আসতে লাগল। তারা কেউ তাদের প্রিয় কবিতা আর উদ্ধৃতি নিয়ে এলো, কেউ কেউ উপদেশ দিল আমার কোন্ কোন্ বিষয়ে বলা উচিত। নানাজনের নানা কথায় আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেলেও এসবের মধ্যে আমি আমার বক্তৃতার চমৎকার সব উপাদান পেয়ে গেলাম। গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানের আগের রাতে আমি আমার বান্ধবী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ডিনার খেলাম। এদের মধ্যে পরিবারের সদস্যগণসহ এলডি একসনও ছিল। সে তার দাদা ডিন একসনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এই মেয়ে কাল বক্তৃতা করবে।' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি তোমার বক্তৃতা শোনার অপেক্ষায় আছি।' তার কথা শুনে' আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। পরদিন কি বলব তার মাথামুণ্ডু কিছুই তখনও আমি গোছাতে পারিনি। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি দ্রুত হোস্টেলে চলে এলাম। সারা রাত জেগে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার মতো পরের দিনের জন্য তৈরি করলাম নিজেকে।

আমার বাবা-মা তাদের মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন প্রাপ্তি উৎসবে হাজির থাকার ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার তার ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ওয়েলেসলিতে তিনি যে উপস্থিত থাকতে পারবেন না সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাবাও একা আসতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

তবে আমি বক্তৃতা দেব শুনে বাবা আসার সিদ্ধান্ত নেন। আগের দিন গভীর রাতে তিনি বিমানযোগে বোস্টনে আসেন। তার পরনে ছিল রডহ্যাম পরিবারের ঐতিহ্যবাহী

www.pathagar.com

পোশাক। বিমানবন্দরের কাছে এক হোটেলে রাত কাটিয়ে তিনি ভাড়া করা গাড়িতে চড়ে ক্যাম্পাসে আসেন। গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে আমাদের সঙ্গে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করার পর তিনি বলতে গেলে একেবারে পত্রপাঠ বিদায় নেন। মা আসতে না পারায় আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নানান কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি যতটা না আমার ঠিক ততটাই আমার মায়ের। অবশ্য বাবার উপস্থিতি আমাকে কিছুটা হলেও হতাশামুক্ত করে।

১৯৬৯ সালের ৩১ মে সকালে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের গ্র্যাজুয়েশন প্রাপ্তি অনুষ্ঠান। দিনটি ছিল চমৎকার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিনেটর এডওয়ার্ড ব্রুক। তিনি তখন আমেরিকার একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর। ১৯৬৬ সালে রিপাবলিকান পার্টির নবীন সমর্থক হিসেবে আমি তার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিলাম। মূলত সারা রাত জেগে থাকার ফলে সেদিন আমার চুলের অবস্থা ছিল যাচ্ছেতাই। অনুষ্ঠানে আমার যেসব ছবি তোলা হয়েছিল সেগুলোতে নিজের চুলের বিশ্রী অবস্থা দেখে আজও আমি আঁৎকে উঠি।

সিনেটর ব্রুক তার বক্তৃতায় স্বীকার করেন যে, "আমাদের দেশে গুরুতর সামাজিক সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা নির্মূল করার জন্য সকল নাগরিককে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীদের পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।" তিনি তার ভাষায় 'উগ্র প্রতিবাদের' সমালোচনা করেন। সে সময় তার বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল যেন তিনি নিক্সন প্রশাসনের নীতিমালার সমর্থনে রাজনৈতিক ভাষণ দিচ্ছেন। আমাদের দেশ কোন্ পথে চলেছে সে সম্পর্কে আমেরিকার তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশের মনে যেসব বেদনাদায়ক প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, যেসব ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল সেসব প্রসঙ্গ তিনি এড়িয়ে গেলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, নাগরিক অধিকার, ড. কিং আর সিনেটর কেনেডির হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। আমার মনে হয় উপস্থিত চারশ' ছাত্রীর মানসিক গড়ন সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। তার জানা উচিত ছিল যে, এই অনুষ্ঠানের মূল শ্রোতারা সবাই চৌকস, সচেতন এবং অনুসন্ধিৎসু মহিলা।

আমি ভাবলাম তাঁর এ ভাষণের যথাযথ জবাব দিতে না পারলে আমাদের চার বছরের অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে হেয় করা হবে। লম্বা শ্বাস নিয়ে বক্তৃতার শুরুতেই আমি 'সমালোচনা করা এবং গঠনমূলক প্রতিবাদের অপরিহার্য দায়িত্বের' কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, "এখনকার চ্যালেঞ্জ হচ্ছে অসম্ভবকে সম্ভব করার শিল্প হিসেবে রাজনীতির চর্চা করা।" যে প্রত্যাশা নিয়ে আমরা কলেজে এসেছিলাম তার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার ব্যবধান সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার বিষয়টি আমি তুলে ধরেছিলাম। আমার সহপাঠিনীদের প্রায় সবাই পরিবারের সঙ্গে বসবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে কলেজে এসেছিল। কলেজে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং সমষ্টিগতভাবে যেসব ঘটনা আমাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে তাতে মাঝে মধ্যে সন্দেহ হয় আমাদের কলেজপূর্ব জীবনের আসলেই বাস্তব অস্তিত্ব ছিল কিনা। কলেজে আমাদের চার বছরের অভিজ্ঞতা ছিল মা-বাবার প্রজন্মের লোকজনের অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের পূর্ববর্তি প্রজন্মের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মহামন্দা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমরা প্রথমে কলেজের নীতিমালা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করি। ধীরে ধীরে শিক্ষার উদার ধরন, নাগরিক অধিকার, নারীর ভূমিকা, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের মনে আগ্রহ ও নানান প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রতিবাদ জানানোর অধিকারকে সমর্থন করে আমি

www.pathagar.com

বলেছিলাম, "এটা হচ্ছে বিশেষ বয়সে পরিচয় খোঁজার এবং মানবিকতার সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের প্রয়াস। এটা আমেরিকার অনন্য অভিজ্ঞতার অংশ। "এই যুগে এদেশে যদি প্রতিবাদের ভাষা কার্যকারিতা হারায় তবে দুনিয়ার কোথাও তা কাজে আসবে না।"

যখন আমি বান্ধবীদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন তোমরা আমার বক্তৃতার জন্য এমন চাপাচাপি করছ, তখন তারা প্রায় সমস্বরে বলেছিল, তোমাকে আস্থার কথা বলতে হবে, আমাদের প্রতি অন্যদের আস্থাহীনতা এবং অন্যদের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যে আস্থার অভাব রয়েছে তা তুলে ধরতে হবে। বক্তৃতায় আমি সরলভাবে স্বীকার করেছিলাম যে, "ভয় আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। আগের দিন এক সহপাঠিনীর মায়ের সঙ্গে আমার কথোপকথন আমি তুলে ধরেছিলাম।"

বলেছিলাম তিনি দুনিয়ার কোন কিছুর বিনিময়ে আমার মতো হতে চান না।

তিনি বর্তমানে এমনভাবে বাঁচতে চান না যাতে ভবিষ্যতের পানে তাকাতে হয়। কারণ তার ভয় লাগে। আমি বললাম, "ভয় সব সময় আমাদের সঙ্গী ছিল। কিন্তু আমরা কখনও ভীত হওয়ার সময় পাইনি। এখনও পাই না।"

আমি বলব না যে এটা আমার সেরা বক্তৃতাগুলোর অন্যতম ছিল। তবে এতে আমার সহপাঠিনীদের মনোভাব যথাযথভাবে ফুটে উঠেছিল বলে বক্তৃতা শেষে আমি তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাই। দুই হাজার শ্রোতার সামনে আমি আমাদের স্থান-কালকে প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরতে চেয়েছি মাত্র।

সেদিন বিকেলে আমি লেক ওয়াবানে শেষ সাঁতার কাটতে নামি। আমি নির্ধারিত স্থান ছেড়ে আমার ডর্মের কাছে যেখানে সাঁতার কাটা নিষেধ সেই স্থান দিয়ে নামার পরিকল্পনা করি। নিজের জিন্স, টি-শার্ট আর চশমা খুলে রেখে সাঁতারের কাপড় পরে নেমে গেলাম। আমি সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝখানে চলে গিয়েছিলাম। আমি যেহেতু দূরের জিনিস দেখতে পেতাম না, তাই চারদিক মনে হচ্ছিল একটি ঘোলাটে ছবির মতো। সেই সাঁতারই ছিল আমার শেষ বিদায়। তীরে ফিরে দেখি আমার জামা-কাপড় নেই।

নিরাপত্তার লোককে জিজ্ঞেস করাতে তিনি জানালেন যে, এডামস বাসা থেকে দেখেছেন আমাকে সাঁতার কাটতে। এবং তিনি আমার যাবতীয় জিনিসপত্র জব্দ করেছেন। ভেজা শরীরে আমি গার্ডকে অনুসরণ করে তার কাছে গেলাম আমার জিনিসপত্র উদ্ধার করতে।

আমার কোনও ধারণাই ছিল না যে, আমার সেই বক্তৃতা ক্যাম্পাসের বাইরে খুব সারা জাগিয়েছে। আমি বাড়িতে যখন ফোন করলাম, মা জানালেন যে তিনি প্রচুর ফোন পাচ্ছেন; পত্রিকা ও টেলিভিশন আমাকে খুঁজছে। আমি একটি স্থানীয় টিভি শোতে ইন্টারভিউ দিলাম। লাইফ ম্যাগাজিন আমার উপর ফিচার ছাপালো। আমার মা জানিয়েছিলেন যে, মতবাদ আমার পক্ষে-বিপক্ষে ছাড়িয়ে গেছে। কেউ বলছে, 'ও বর্তমান প্রজন্মের কথা বলেছে', আবার কেউ বলছে 'সে নিজেকে কী ভাবে'।

www.pathagar.com

ই য়ে ল

আমি ১৯৬৯ সালে যখন ইয়েলের আইন স্কুলে ঢুকি তখন ২৩৫ জন ছাত্রছাত্রীর ভেতর আমি হলাম ২৭ জন ছাত্রীর একজন। এখনকার হিসেবে এটা হয়তো একটা নগণ্য সংখ্যা বলে বিবেচিত হবে; কিন্তু সেই সময়ে এটা একটা বড় ধরনেরই ব্যাপার ছিল, যার অর্থ ছিল ভবিষ্যতে মেয়েরা ইয়েলে আর সংখ্যায় নামেমাত্র থাকছে না। ১৯৬০ সালের দিকে যখন নারীদের অধিকার একটা মাত্রা নিতে শুরু করেছিল, তখন অন্য আর সবকিছু যেন ধ্বংস ও অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়টা পেরিয়ে না থাকলে কারো পক্ষে চিন্তা করা কঠিন, আমেরিকার রাজনীতি কতটা মেরুকরণ হয়ে গিয়েছিল।

ইয়েল ঐতিহাসিকভাবে পাবলিক সার্ভিসে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদেরকে বেশি টেনে থাকে। যে সমস্ত ঘটনা দেশকে ছেয়ে ফেলছিল সেগুলো নিয়েই আমাদের ক্লাসের ভেতরে এবং বাইরে আলোচনা হতো। ইয়েল তার ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাসে শেখা থিওরীগুলো সারা বিশ্বে প্রয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করতো। নিউ হেভেন হত্যা মামলায় যখন ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টি-র আটজন সদস্যকে (তাদের নেতা ববি সিল সহ) বিচারের জন্য আদালতে নেয়া হলো, ১৯৭০ সালে এপ্রিল মাসের সেই বিশ্ব ও তার বাস্তবতা ইয়েলে মুখোমুখি আছড়ে পড়লো। হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষ ঝাকে ঝাকে রাজপথে নেমে এলো, তারা বিশ্বাস করতো যে এফ.বি.আই. এবং সরকারী আইনজীবীরা প্যান্থারদেরকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। মিছিল ক্যাম্পাসের ভেতরে এবং বাইরে ছড়িয়ে গেলো। পুরো ক্যাম্পাসে প্যান্থারদের সমর্থনে মে দিবসের বিশাল র‍্যালীর প্রস্তুতি চলছিল। ২৭ এপ্রিল রাতে আমি জানতে পারি, আইন স্কুলের নীচে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আইন লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। একদল শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রী আগুনের ফুলকি থেকে বইগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে; আমিও তাদের সাথে গিয়ে যোগ দিলাম। আগুন নিভে যাবার পর আইন স্কুলের ডিন লুইস পলাক সবাইকে বড় ক্লাসরুমটিতে জড় হতে বললেন। সেখানে তিনি আমাদেরকে পুরো বছর সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করতে বললেন।

এপ্রিলের ৩০ তারিখ, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঘোষণা করলেন যে, তিনি ভিয়েতনামের যুদ্ধকে আরো প্রসারিত করার জন্য কম্বোডিয়াতে সৈন্য পাঠাচ্ছেন। মে দিবসের সমাবেশ আরো বড় আকার ধারণ করলো– তার কারণ শুধু প্যান্থারদের নিরপক্ষে বিচার নিশ্চিত করাই নয়, আরো কারণ হলো নিক্সনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।

www.pathagar.com

তারপর ৪ঠা মে, ন্যাশনাল গার্ডের সৈন্যরা ওহাইও রাষ্ট্রে অবস্থিত কেন্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদরত ছাত্রদের উপর প্রকাশ্যে গুলী ছুঁড়ে। চারজন ছাত্র সেখানে মারা যায়। একটি তরুণ মেয়ে একটি লাশের পাশে হাটু গেড়ে বসে আছে– এই ছবিটি প্রকাশিত হয়, যা আমি ও আমার মতো অসংখ্য মানুষ আমাদের দেশে যা ঘটছে তার প্রতি ঘৃণার কথাই বলে দিয়েছিল। আমার মনে আছে, আমি কাঁদতে কাঁদতে দরজা দিয়ে দৌড়ে আইন স্কুল থেকে বাইরে চলে এসেছিলাম এবং দৌড়ে অধ্যাপক ফ্রিজ কেসলারের কাছে পৌছলাম। তিনি হিটলারের সময় জার্মানী ছেড়ে চলে এসেছিলেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন কী হয়েছে। আমি তাকে বললাম, যা ঘটছে তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তিনি আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন; বললেন, এগুলোর সাথে তার পরিচয় আছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে আমি মোকাবেলার পক্ষে ছিলাম; বিশৃংখলা সৃষ্টি বা বিপ্লবের পক্ষে নয়। ৭ মে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমি ওয়াশিংটন ডিসিতে লীগ অব উইমেন ভোটারসের পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত কনভেনশনে বক্তৃতা দিতে গেলাম। কলেজে গ্র্যাজুয়েশন প্রদান অনুষ্ঠানে আমার দেয়া বক্তৃতার সূত্র ধরে আমি এই আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। নিহত ছাত্রদের স্মরণে বাহুতে কালো ফিতা বেঁধে আমি সেই অনুষ্ঠানে যাই। বক্তৃতার এক পর্যায়ে আমি বলি যে, কম্বোডিয়ায় আমেরিকার ভিয়েতনাম-যুদ্ধ সম্প্রসারণ অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। এ ব্যাপারে যুক্তি দেখাতে গিয়ে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পরি। কোন পেক্ষাপটে এসব প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হচ্ছে এবং কেন্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর গুলীবর্ষণ ইয়েলে আইনের ছাত্রদের কতটা প্রভাবিত করছে আমি তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলাম। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং 'যে যুদ্ধ শুরু করাই উচিত হয়নি তার বিবেকবর্জিত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত'কে ধিক্কার জানাতে তিন শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হয়। ইয়েলের আইন বিভাগে এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছিল ২৩৯-১২ ভোটে। ভোটাভুটির জন্য অনুষ্ঠিত সেই সভা আমি পরিচালনা করেছিলাম। আমি জানতাম আমার সহপাঠীরা আইন মেনে চলা এবং নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে ছিল সমানভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেয়নি। তারা এবারকার ধর্মঘটের প্রশ্নে খুব ভেবেচিন্তে সবদিক বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

১৯৭০ সালে আমি আবার যখন ইয়েলে ফিরে এলাম দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস করতে, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আইন কীভাবে শিশুদের উপর প্রভাব ফেলে তার উপর জোর দেবো। ঐতিহাসিকভাবে শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনগুলো পারিবারিক আইনে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং সাধারণত সেগুলো মা-বাবার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। কিন্তু ১৯৬০ সালের শুরুর দিকে, কোর্ট কিছু পরিস্থিতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, যেখানে শিশুদের অধিকার তাদের পিতা-মাতাদের থেকে আলাদা (তবে অবশ্যই একটা সীমা পর্যন্ত)।

লীগ অব উইমেন ভোটারসের কনভেনশনে প্রধান বক্তা ছিলেন ম্যারিয়ান রাইট এডলম্যান। তার অনুপ্রেরণাতেই আমি আজীবন শিশুদের জন্য সেবামূলক কাজ করে আসছি। ম্যারিয়ান ১৯৬৩ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ওপর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন মিসিসিপি বারের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা আইনজীবী। তিনি ৬০-এর

www.pathagar.com

দশকের মধ্যভাগে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে নাগরিক অধিকার প্রসারের আন্দোলনে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়েও সক্রিয় ছিলেন। আমি ম্যারিয়ান সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি তার স্বামী পিটার এডলম্যানের কাছ থেকে। পিটার রবার্ট কেনেডির অন্যতম সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। সিনেটর কেনেডি যখন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ব্যাপকতার স্বরূপ উদঘাটনের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৬৭ সালে মিসিসিপি সফর করেন তখন পিটার তার সঙ্গী ছিলেন। সে সময় ম্যারিয়ান ছিলেন মিসিসিপিতে সিনেটর কেনেডির গাইড। এই সফরের পরও ম্যারিয়ান পিটারের সঙ্গে কাজ করেন। সিনেটর কেনেডি আততায়ীর গুলীতে খুন হওয়ার পর তারা বিয়ে করেন।

পিটারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে কলোরোডো স্টেট ইউনিভার্সিটির যুব ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক এক জাতীয় সম্মেলনে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছে সেসব কর্মীদের এই সম্মেলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় কর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তরুণদের আরও ইতিবাচকভাবে সরকার ও রাজনীতিতে জড়িত করার উপায় বের করার জন্য। আমরা আমন্ত্রিতরা বিশ্বাস করতাম যে, সংবিধান সংশোধন করে ভোটার হওয়ার সর্বনিম্ন বয়সসীমা ২১ থেকে ১৮ বছরে নামিয়ে আনা উচিত। আমাদের যুক্তি ছিল পরিষ্কার। ১৮ বছর বয়সী একজন নাগরিককে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট 'বড়' হয়েছে বলে মনে করা হলে সে ভোট দেয়ার মতো 'বড়' হয়েছে বলে গণ্য হবে না কেন? শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী পাস হয়। কিন্তু ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা আমাদের আশানুরূপ সংখ্যায় ভোটদানে আগ্রহ দেখায়নি। আমেরিকার বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যে এই গ্রুপের লোকজনের ভোট দেয়ার প্রবণতা এখনও সবচেয়ে কম। ভোট দেয়ার ব্যাপারে তাদের এই অনীহার কারণে আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে তরুণদের অভিব্যক্তির প্রতিফলন এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার ইস্যু গুরুত্ব পাচ্ছে না।

সেই সম্মেলনে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী ভার্নন জর্ডানের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সম্মেলনের বিরতির সময় আমি আর পিটার একটি বেঞ্চে বসে কথা বলছিলাম। এমন সময় সুবেশী দীর্ঘদেহী ভার্নন সেখানে এসে বললেন, 'পিটার, তুমি কি এই তন্বী মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না?' সেদিনই আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যাই। পরে আমার স্বামীর সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। তিনি এবং তার যোগ্য স্ত্রী অ্যান হচ্ছেন সব সময়ের ভাল সঙ্গী এবং প্রাজ্ঞ পরামর্শদাতা।

পিটার আমাকে ম্যারিয়ানের দারিদ্র্যবিরোধী কার্যক্রমের পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি অনুরোধ করেন আমি যেন যত শিগগিরই সম্ভব তার সঙ্গে দেখা করি। কয়েক মাস পর ম্যারিয়ান ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে আসেন। আমি তখন নিজের পরিচয় দিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করি। তিনি বললেন, কাজ দেয়া যাবে, কিন্তু পয়সা দেয়া যাবে না। আমার জন্য এটা ছিল সমস্যা। কারণ পড়ার খরচ চালানো এবং ঋণ শোধের জন্য ছুটির দিনে কিছু আয় করা আমার জন্য ছিল বাধ্যতামূলক।

মিনেসোটার সিনেটর ওয়াল্টার মন্ডেল (পরে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের আমলে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন) অভিবাসী কৃষি শ্রমিকদের জীবন ধারণ ও কাজের পরিবেশ নিয়ে তদন্ত চালানোর লক্ষ্যে সিনেটে শুনানি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৭০ সালে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এর দশ বছর আগে এডওয়ার্ড আর ম্যুরো 'হার্ভেস্ট অফ

www.pathagar.com

শেম' নামে টেলিভিশনে এক ডকুমেন্টারি সিরিজ করেছিলেন। সিরিজটি ১৯৬০ সালে মার্কিনিদের চিন্তার জগতে ঝড় তুলেছিল। এই ডকুমেন্টারিতে তুলে ধরা হয়েছিল অভিবাসী কৃষি শ্রমিকদের দুর্দশার বিভিন্নমুখী চিত্র। এই চিত্র প্রদর্শিত হওয়ার ১০ বছর পর ম্যারিয়ান আমাকে অভিবাসী শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর সমীক্ষা চালানোর দায়িত্ব দিলেন। অভিবাসী শিশুদের ব্যাপারে আগেই আমার সীমিত অভিজ্ঞতা ছিল। এ ধরনের কিছু ছেলেমেয়ে প্রতি বছর একটি প্রাথমিক স্কুলে কয়েক মাস পড়াশোনা করত। আমি সেখানে শিক্ষকতা করতাম। আমার বয়স যখন প্রায় ১৪ বছর সে সময় আমি আমার চার্চের তত্ত্বাবধানে দিনের বেলায় অভিবাসী শিশুদের দেখাশোনা করতাম। ফসল তোলার মৌসুমে প্রতি শনিবার সকালে কয়েকজন বন্ধুসহ আমি চলে যেতাম অভিবাসীদের ক্যাম্পে। সেখানে ১০ বছরের কম বয়সী শিশুরা আমাদের সঙ্গে থাকত। তার চেয়ে বেশি বয়সীরা মাঠে চলে যেত মা-বাবার সঙ্গে কাজ করতে।

আমি মারিয়া নামে একটা সাত বছরের মেয়েকে জানতাম, মেয়েটি তার প্রথম কমুনিওন সার্টিফিকেট পেতে যাচ্ছে। তার মা-বাবা তখন মেক্সিকো ফিরে গেছে ফসল উঠবে বলে।

কিন্তু সেই সার্টিফিকেট দেওয়ার অনুষ্ঠানে মেয়েটির সাদা জামা লাগবে যা মেয়েটির ছিল না– কেনার সামর্থ্যও নেই। আমি আমার মাকে কথাটা বললাম। মা আমাকে সাথে নিয়ে একটা সুন্দর জামা তার জন্য কিনে আনলেন। আমরা যখন তাকে জামাটা দিলাম মারিয়া আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু গেড়ে বসে মার হাতে চুমু খেলো।

মা লজ্জিত হয়ে বললেন, তিনি জানেন একটি ছোট্ট মেয়ের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ ওই অনুষ্ঠানটি। পরে বুঝেছি, আমার মা মারিয়ার সাথে তার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল।

যদিও এসব শিশুরা কঠিন কষ্টকর জীবনযাপন করে, কিন্তু তারা উজ্জ্বল, আশাবাদী এবং বাবা-মা'রা তাদের ভালবাসে। তাদের বাবা-মা'রা যখন কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে আসে তারা তখন যা কিছুই করতে থাকুক না কেন, রাস্তার ধারে ছুটে আসে। বাবা তাদের কাছ থেকে নতুন খবর শুনবে, মা তাদের জড়িয়ে ধরবে। এটা আমার প্রতিবেশীদের পরিবারেরই মত, যখন পিতারা শহর থেকে কাজশেষে ফিরে আসেন তখন এই ধরনের মুগ্ধকর দৃশ্যই ঘটে।

আমি একটা গবেষণা করেছিলাম, কৃষি শ্রমিকরা কিভাবে তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো থেকে বঞ্চিত, তারা এবং তাদের শিশুদের ভাল বাসস্থান ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। ১৯৬২ সালে শেজার সেভেজ ফার্ম ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন গঠনের ঝোঁকটা ক্রমশ বাড়তেই থাকলো।

১৯৭০ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সিনেট কমিটির শুনানিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। এতে কৃষি শ্রমিক, আইনজীবী ও খামার মালিকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সাক্ষীরা তথ্যপ্রমাণ দিয়ে জানান, ফ্লোরিডার বৃহৎ খামার মালিকরা অভিবাসী কৃষি শ্রমিকদের প্রতি এক দশক আগের মতো মন্দ আচরণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই শুনানিতে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র খামার মালিক কর্পোরেট হাউসগুলোর স্বার্থ দেখাশোনা করছিল। তারা তাদের মক্কেলের ক্ষুণ্ন হওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের উপায় সম্পর্কে আমার পরামর্শ চায়। আমি তাদের বলি, ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার একমাত্র পথ হচ্ছে কৃষি শ্রমিকদের সঙ্গে ভাল আচরণ করা।

www.pathagar.com

আমি প্রায়ই আমার মা'র কথা ভাবতাম, যিনি তার মা-বাবা ও দাদা-দাদী দ্বারা সবসময় অবহেলিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন; এবং কীভাবে অন্য যত্নবান মানুষেরা তার হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ করে দিয়েছিল। পরবর্তিতে সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য আমার মা স্থানীয় একটি গ্রুপ থেকে মেয়েদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। তিনি তাদেরকে সেই সুযোগটি দিতে চাইতেন, যা এক সময় তাকে দেয়া হয়েছিল।

তখন কে জানতো যে, প্রায় দুই দশক পরে ১৯৯২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচারাভিযান চলার সময় মেরিলিন কুয়ালে ও পেট বুকানান-এর মতো রক্ষণশীল রিপাবলিকানরা আমার সেই লেখার বক্তব্য পরিবর্তন করে প্রচার করবে, আমি নাকি পারিবারিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কোনও কোনও ভাষ্যকার এমনও প্রচার করলেন যে, আমি নাকি চেয়েছিলাম মা-বাবা তার সন্তানদেরকে আবর্জনাটা ফেলতে বললেও সন্তানরা মামলা করতে পারবে। আমার লেখা পরবর্তিতে গিয়ে এমন অসৎ ব্যাখ্যা হতে পারে সেটা আমি সেই সময়ে বুঝতে পারিনি; এটাও অনুমান করতে পারিনি ঠিক কোন পরিস্থিতিতে রিপাবলিকানরা আমাকে এভাবে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করতে চাইবে। এবং আমি অবশ্যই জানতাম না যে, এমন একজন লোকের সাথে আমার পরিচয় হতে যাচ্ছে যিনি আমার জীবনের মোড়কে ঘুড়িয়ে দিতে যাবেন, যা আমি আগে কখনো কল্পনাও করিনি।

আইন বিভাগের দু'জন অধ্যাপক জে কাঝ এবং জো গোল্ডস্টেইন এই বিষয়ে কাজ করার ব্যাপারে আমার আগ্রহকে সমর্থন জানালেন। তারা আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, ইয়েল চাইল্ড স্টাডি সেন্টারে একটি কোর্স করলে আমি শিশু উন্নয়ন বিষয়ে আরও অনেক কিছু শিখতে পারব। তাদের নির্দেশে আমি সেন্টারের ক্লিনিকের প্রধান ড. শেলি প্রোভেন্সের সঙ্গে দেখা করি। উভয়ে রাজি হলেন যে, আমি এক বছর এই সেন্টারের কেস স্টাডি দেখবো এবং ক্লিনিকের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করব। ড. সলনিট আর প্রফেসর গোল্ডস্টেইন 'বিয়ন্ড দি বেস্ট ইন্টারেস্ট অব দি চাইল্ড' নামে একটা গবেষণামূলক বই লিখছিলেন। এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করছিলেন মনোবিজ্ঞানের প্রবাদপুরুষ সিগমন্ড ফ্রয়েডের মেয়ে আনা ফ্রয়েড। তারা আমাকে তাদের গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করতে বলেন। আমি ইয়েল নিউ হ্যাভেন হাসপাতালের মেডিক্যাল স্টাফদের সঙ্গে শিশু নির্যাতন সমস্যা নিয়েও আলোচনা শুরু করি। এ সমস্যা তখন আমেরিকায় সবেমাত্র স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে। আমি সন্দেহজনক শিশু নির্যাতনের ঘটনা মোকাবিলায় হাসপাতালের জন্য লিগ্যাল প্রসিডিওরের খসড়া প্রণয়নেও সাহায্য করি।

এসব তৎপরতার পাশাপাশি আমার নিউ হেভেন লিগ্যাল সার্ভিসেস অফিসের কাজও সমানতালে চলতে থাকে। এক নবীন আইনজীবী পেন রডিন আমাকে শিখিয়েছিলেন, নিপীড়ন ও উপেক্ষার শিকার শিশুদের জন্য নিজস্ব আইনজীবী থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেন একজন মাঝবয়সী আফ্রিকান আমেরিকান মহিলার পক্ষে মামলা লড়ছিলেন। তিনি আমাকে এই মামলায় তাকে সাহায্য করতে বলেন। ওই মহিলা মিশ্র বর্ণের এক শিশুর দাই মা ছিলেন। জন্মের সময় থেকে দু' বছর ধরে তিনি শিশুটিকে লালন-পালন করছেন। মহিলার নিজের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। তিনি এখন দু' বছর বয়সী শিশুটিকে দত্তক নিতে চান। কিন্তু কানেকটিকাটের সোশ্যাল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের নীতি ছিল দাই মায়েরা কোনো শিশু দত্তক নিতে পারবেন না। এই

www.pathagar.com

ডিপার্টমেন্টের লোকজন শিশুটিকে ওই মহিলার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়। তারা তাকে একটা 'যথাযোগ্য' পরিবারে রেখে আসে। এই মামলায় পেনের যুক্তি ছিল, ছোট্ট মেয়েটি জন্মের পর থেকে দাই মাকে তার একমাত্র মা বলে জেনে এসেছে। সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নিলে মেয়েটির অপূরণীয় ক্ষতি হবে। প্রাণপণ লড়েও আমরা মামলায় হেরে যাই। কিন্তু এই ঘটনায় শিশুদের বিকাশের প্রয়োজন মেটানোর পথ খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমার জেদ বেড়ে যায়। আমি বুঝতে পারি আইনী ব্যবস্থার আওতায় শিশু অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। আমি যা করতে চাইছিলাম তা হচ্ছে, শিশুদের কথা শোনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৭৪ সালে হার্ভার্ড এডুকেশন রিভিউতে 'চিলড্রেন আন্ডার দি ল' শিরোনামে আমার প্রথম গবেষণাধর্মী নিবন্ধ ছাপা হয়। এতে শিশুরা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিগৃহীত বা অবহেলিত হলে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া বিচার বিভাগ বা সমাজের জন্য কতটা জটিল হয়ে দাঁড়ায় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। মা-বাবার সিদ্ধান্তের ফলে যখন একটি শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ অথবা স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন যে তার কী অপূরণীয় ক্ষতি হয় আমি তা তুলে ধরেছিলাম। লিগ্যাল সার্ভিসের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে আমি যা দেখেছি, ইয়েল নিউ হেভেন হাসপাতালের চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে সবই আমি তুলে ধরেছিলাম আমার লেখায়। একটি শিশুর আঘাত তার ওপর পরিচালিত নির্যাতনের ফল কিনা এবং এর জন্য শিশুটিকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সিস্টেমের অনিশ্চিত তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে কিনা সেসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আমি ডাক্তারদের পরামর্শ দিতাম। এই সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল ভীতিকর রকমের কঠিন। আমি যে পরিবারের মেয়ে সেখানে পারিবারিক বন্ধন ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। পারিবারিকভাবে আমরা বিশ্বাস করতাম, নিজের পছন্দমতো সন্তানদের বড় করে তোলার ব্যাপারে মা-বাবার স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু ইয়েলের নিউ হেভেন হাসপাতালে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আমার ছোটবেলার অভিজ্ঞতার একেবারেই বিপরীত।

পার্ক রিজেও হয়তো শিশু নির্যাতন ও পরিবারের অভ্যন্তরে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। তবে সেসব আমার চোখে পড়েনি। পক্ষান্তরে বাবা-মা পিটিয়েছে অথবা আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েছে এমন অনেক শিশু আমি নিউ হেভেনে দেখেছি। এসব শিশুকে দিনের পর দিন নোংরা এপার্টমেন্টে ফেলে রাখা হতো। তাদের চিকিৎসার কোনো সুযোগ দেয়া হতো না। আমার দৃষ্টিতে নির্মম সত্য হচ্ছে, কিছু সংখ্যক বাবা-মা অভিভাবক হিসেবে প্রাপ্ত অধিকারের এমন অপব্যবহার করে চলেছে যে, একটি শিশুকে তার স্থায়ী বাসায় ভালোবাসা নিয়ে থাকার সুযোগ দেয়ার জন্য অনেক সময় অন্য কাউকে এমনকি রাষ্ট্রকে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়।

www.pathagar.com

বিল ক্লিনটন

১৯৭০ সালের শরৎকালে বিল ক্লিনটনকে চোখে না পড়াটাই খুব কঠিন ছিল। তার ইয়েল আইন স্কুলে আসাটা ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভাইকিংদের মতো। তাকে মোটেও দুই বছর অক্সফোর্ডে থাকা একজন পন্ডিতের মতো মনে হচ্ছিল না। সে ছিল লম্বা এবং সুদর্শন, মুখে লাল দাড়ি। তার ভেতর একটা প্রাণশক্তি ছিল যা তার শরীরের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে বের হচ্ছে বলে মনে হতো। আমি যখন তাকে প্রথম ল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের লাউঞ্জে দেখি, তখন ছাত্ররা তাকে ঘিরে ছিল। আমি হেঁটে যেতে যেতে শুনলাম সে বলছে, '....এবং শুধু তাই নয়, আমরা পৃথিবীর সবচে বড় তরমুজও ফলাই!'

আমি আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কে?"

'ওহ, ও হলো বিল ক্লিনটন', সে বললো। 'সে এসেছে আরকানসাস থেকে, এবং এখন পর্যন্ত সারাক্ষণ সে ওই গল্পই করছে।'

ক্যাম্পাসে আমরা বেশ কয়েকবার মুখোমুখি হয়েছি, কিন্তু ইয়েলের আইন লাইব্রেরির সেই রাতের আগে মোটেই কথা হয়নি। আমি লাইব্রেরিতে লেখাপড়া করছিলাম, আর বিল বাইরে একজন ছাত্রের সাথে কথা বলছিল। ছাত্রটি বিলকে ইয়েলের আইন জার্নালে লেখার জন্য বলছিল। আমি খেয়াল করলাম, সে বারবার আমার দিকে তাকিয়েই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পরই সে ওই কাজটি করছিল। অগত্যা আমি ডেস্ক থেকে উঠে তার কাছে হেঁটে গেলাম এবং বললাম, 'তুমি যদি আমার দিকে তাকাতেই থাকো, আর আমিও ফিরে ফিরে তাকাতে থাকি, তাহলে আমাদের পরিচিত হওয়াই উচিত। আমি হিলারী রডহ্যাম।' ব্যাপারটি এই রকমই ছিল। বিল যেভাবে গল্পটা বলে, সে নাকি তার নিজের নাম মনে করতে পারছিল না।

১৯৭১ সালের বসন্তকালীন ক্লাসের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের আর কথা হলো না। আমরা অধ্যাপক থমাস এমারসনের 'রাজনৈতিক ও মানবাধিকার' ক্লাস থেকে একই সাথে হেঁটে বের হচ্ছিলাম। বিল জিজ্ঞেস করলো, আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি পরবর্তী সেমিস্টারের ক্লাস ঠিক করার জন্য রেজিস্ট্রার ভবনের দিকে যাচ্ছিলাম। ও বললো, সেও ওখানে যাচ্ছে। আমরা যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম, বিল আমার লম্বা ফুল-তোলা স্কার্টের প্রসংশা করলো। আমি তাকে যখন বললাম, আমার মা এটা বানিয়েছেন, তখন সে আমার পরিবার এবং কোথায় আমি বড় হয়েছি জানতে চাইলো। আমরা রেজিস্ট্রারের কাছে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত একটা লাইনে অপেক্ষা করছিলাম। রেজিস্ট্রার উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিল, তুমি এখানে কী করছো? তুমি তো ইতোমধ্যেই

www.pathagar.com

রেজিস্ট্রেশন করেছো।' ও যখন স্বীকার করলো যে আমার সাথে শুধু সময় কাটানোর জন্য এটা করেছে, তখন আমি হেসে ফেললাম। এবং আমরা অনেকটা পথ হাঁটলাম, যা আসলে আমাদের প্রথম ডেট-এ পরিণত হলো।

আমরা দু'জনই চাচ্ছিলাম ইয়েল আর্ট গ্যালারিতে একটি প্রদর্শনী দেখতে। কিন্তু শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে অনেকগুলো ভবন ও যাদুঘরটি বন্ধ ছিল। আমরা হেঁটে যেতে যেতে বিল বললো, গ্যালারির উঠানে যে আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলো পরিষ্কার করে দিলে সে আমাদেরকে গ্যালারির ভেতর নিয়ে যেতে পারে। এই প্রথম আমি তাকে দেখলাম, কোনও কাজে সে কেমন প্রণোদনা দিতে পারে। পুরো যাদুঘরটি আমাদের দেখা হয়ে গেলো। আমরা গ্যালারিতে রুথকো এবং বিংশ শতাব্দির আর্ট নিয়ে কথা বলছিলাম। এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, কোনও বিষয় সম্পর্কে ওর আগ্রহ এবং জ্ঞানের পরিধি আমাকে আশ্চর্য করেছিল এবং তা আরকানসাস থেকে আসা একজন ভাইকিং-এর মধ্যে থাকার কথা নয়। শেষে আমরা যাদুঘরের আঙ্গিনায় এসে বসলাম। আমি হেনরী মুরের একটি ভাস্কর্যের কোলের উপর বসেছিলাম। আমরা সন্ধ্যে বেলা পর্যন্ত কথা বললাম। আমি বিলকে আমার রুমমেট কান কান টান-এর পার্টিতে আমন্ত্রণ জানালাম। ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার খুশিতে সেই রাতে আমরা পার্টি দিয়েছিলাম। টান বার্মা থেকে ইয়েলে আইন পড়তে এসেছিল এবং সে বার্মীজ নাচে খুব পারদর্শী ছিল।

বিল আমাদের পার্টিতে এলো, তবে খুব কম কথা বললো। যেহেতু তাকে আমি ভালো করে চিনতাম না, আমি ভাবলাম সে নিশ্চই খুব লাজুক, সামাজিকতায় দক্ষ নয় বা স্বাচ্ছন্দ্যহীন। জুটি হিসেবে আমি আমাদের খুব একটা আশা দেখছিলাম না। তাছাড়া, তখন আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল এবং আমাদের উইক-এন্ডে শহরের বাইরে যাবার কথা ছিল। উইকএন্ড কাটিয়ে রোববার রাতে আমি যখন ইয়েলে ফিরে আসলাম, বিল আমাকে ফোন করলে আমার গলার কাশির শব্দ শুনতে পেলো, কারণ আমার বেশ ঠাণ্ডা লেগেছিল।

'তোমার গলা তো ভয়ংকর শোনাচ্ছে', ও বললো। এবং প্রায় ত্রিশ মিনিট পরে সে আমার দরজায় কড়া নাড়লো; সাথে চিকেন সুপ আর অরেঞ্জ জুস। সে ভেতরে এলো এবং কথা বলতে শুরু করলো। সে যেকোন বিষয়ে কথা বলতে পারতো - আফ্রিকার রাজনীতি থেকে দেশ এবং পশ্চিমা সঙ্গীত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেনো সেদিন আমার পার্টিতে সে অতো চুপচাপ ছিল।

'কারণ, তুমি ও তোমার বন্ধুদের সম্পর্কে জানতে আমি বেশি আগ্রহী ছিলাম', সে উত্তর দিল।

আমি বুঝতে শুরু করলাম যে, আরকানসাসের এই যুবককে প্রথমে যা মনে হয়েছিল সে তার থেকে অনেক বেশি জটিল। আজকে পর্যন্ত, সে তার চিন্তা ও কথার জাল দিয়ে আমাকে চমৎকৃত করে যাচ্ছে এবং সে এমনভাবে সবকিছু তৈরি করবে মনে হবে যেন সঙ্গীত। আমি আজও ভালোবাসি যে কোনও বিষয় সম্পর্কে তার চিন্তা এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিকে। বিলের অনেক কিছুর মধ্যে আমি যে বিষয়টি সবচে প্রথম খেয়াল করি সেটা হলো তার হাত। ওর হাতের কব্জি সরু এবং আঙ্গুলগুলোও সরু হয়ে এসেছে, যেন ওই হাত একজন পিয়ানো বাদকের, নয়তো সার্জনের। আমরা ছাত্র থাকাকালীন সময়ে যখন পরিচিত হই, ও বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে এটা দেখতে আমার ভালো

www.pathagar.com

লাগতো। এখন ওর হাতে বয়সের ছাপ পড়েছে– লাখো করমর্দন, গলফ খেলা ও মাইলের পর মাইল স্বাক্ষর দেয়া সেই হাতগুলো, তার মালিকের মতোই বিবর্ণ হয়েছে; কিন্তু আজও তা অভিব্যক্তিপূর্ণ, আকর্ষণীয় এবং ভেঙ্গে পড়ার মতো নয়।

চিকেন সুপ আর অরেঞ্জ জুস নিয়ে সে যেদিন আমাকে উদ্ধার করতে এলো, তারপর থেকে আমরা জড়িয়ে গেলাম। আমরা অনেক লম্বা সময় ধরে তার ওপেল স্টেশন ওয়াগন গাড়িতে ঘুরে বেড়াতাম - এ যাবত যত নোংরা গাড়ি তৈরি হয়েছে সেই গাড়িটি সত্যিই তার একটি। একরাতে একটি পার্টির মধ্যে আমরা রান্নাঘরে চলে আসি এবং পাশ করে আমরা কী করবো তা নিয়ে কথা বলতে থাকি। আমি তখনও জানতাম না কোথায় থাকবো এবং কী করবো, কারণ শিশুদের এডভোকেট এবং মানবাধিকার নিয়ে আমার আগ্রহ আমাকে কোনও বিশেষ পথে নিয়ে যায় না। বিল খুবই নিশ্চিত ছিল যে, সে তার বাড়ি আরকানসাসে ফিরে যাবে এবং নির্বাচনে দাঁড়াবে। আমার অনেক সহপাঠিই বলতো তারা পাবলিক সার্ভিসে যাবে, কিন্তু বিল ছিল একমাত্র মানুষ যে এই ব্যতিক্রমী সংকল্পে নিশ্চিত ছিল।

আমি বিলকে আমার গ্রীষ্মকালীন চাকরির কথা বললাম। ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড শহরে একটি ছোট ল ফার্মে চাকরি। সে জানালো, সেও আমার সাথে ক্যালিফোর্নিয়া যেতে চায়। আমি ভীষণ অবাক হলাম। আমি জানতাম, সে সিনেটর জর্জ ম্যাকগভার্নের রাষ্ট্রপতি পদে প্রচারাভিযানে নাম লিখিয়েছে।

"কেন?", আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "যে কাজটি করতে পছন্দ করো তার একটি সুযোগ তুমি আমার জন্য হাত ছাড়া করবে?"

"এমন কারো জন্য যাকে আমি ভালোবাসি, এটাই কারণ", সে বললো।

সে আমাকে বললো, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাকে পাওয়ার পর হারিয়ে যেতে দিতে পারে না, কারণ আমরা পরস্পর পরস্পরের গন্তব্যস্থল।

বিল আর আমি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে ক্যাম্পাসের (যেখানে ১৯৬৪ সালে ফ্রি স্পিচ মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল) কাছেই একটি ছোট এপার্টমেন্ট ভাড়া করলাম। আমি আমার বেশিরভাগ সময় কাটাতাম সেই ল ফার্মে। আর বিল চষে ফেললো বার্কলে, ওকল্যান্ড এবং সানফ্রান্সিসকো। যে জায়গাগুলো ও দেখে এসেছে সেখানে আমাকে উইকএন্ডে নিয়ে যেতো। তাকে টেনিস খেলা শেখানোর চেষ্টা করতাম। দু'জনেই আমরা এটা-ওটা রান্না করতাম। একদিন আমি তার জন্য আরকানসাস ঘরানার পিচ ফলের পাই রান্না করেছিলাম। যদিও আমি তখন পর্যন্ত সে রাজ্যে যাইনি। দু'জনে মিলে আমরা মুরগির মাংসের মোটামুটি সুস্বাদু এক ধরনের রান্না রপ্ত করে ফেললাম। কোনো অতিথি এলে তার পাতে এ ধরনের চিকেন কারি তুলে দেয়া যেতো। বিল বেশির ভাগ সময় কাটাতো বই পড়ে এবং তারপর আমার সাথে এডমুন্ড উইলন-এর 'টু দি ফাইনাল স্টেশন'-এর মতো বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতো। আমরা যখন লম্বা সময় ধরে হাঁটতাম, তখন সে গুনগুন করে গান গাইতো, বিশেষ করে এলভিস প্রেসলির গান, যা তার প্রিয়।

মানুষ বলে থাকে যে, আমি নাকি প্রথম দিন থেকেই জানতাম বিল একদিন প্রেসিডেন্ট হবে। বার্কলেতে একদিন এক রেস্টুরেন্টে অদ্ভুত অবস্থার মুখোমুখি হলাম। বিলের সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু আমি কাজে আটকা পড়ে গিয়ে দেরী হয়ে গেলো। এসে দেখি বিলের চিহ্নটি পর্যন্ত নেই। এবং আমি ওয়েটারকে বিলের

www.pathagar.com

বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তাকে দেখেছে কি না। পাশে বসে থাকা একজন কাস্টমার কথা বলে উঠলো, "সে এখানে অনেকক্ষণ ধরে বই পড়ছিল, এবং আমি তার সাথে বই নিয়ে কথা বলছিলাম। আমি তার নাম জানি না, তবে সে একদিন প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে।"

"হ্যা, ঠিক", আমি উত্তর দিয়ে বললাম, "কিন্তু আপনি কি জানেন সে কোথায় গেছে?"

গ্রীষ্মের শেষে আমরা নিউ হেভেনে ফিরে এলাম এবং মাসে পঁচাত্তর ডলার দিয়ে একটি এপার্টমেন্ট ভাড়া করলাম। সেখানে একটি ছোট বসার জায়গা, ছোট একটি থাকার ঘর এবং তৃতীয় আরেকটি ঘর যা আমাদের দু'জনের খাবারের ও লেখাপড়ার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হতো; আরো ছিল ক্ষুদ্র একটি বাথরুম ও রান্নাঘর। ভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বাতাস আসতো বলে আমরা খবরের কাগজ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। সবকিছুর পরেও আমি আমাদের প্রথম বাসাটিকে খুব পছন্দ করতাম। গুডেলে (পুরনো ব্যবহৃত জিনিসের দোকান) থেকে আসবাব কেনা হলো। এবং আমরা ছাত্রকালীন সময়ের সেই সাজসজ্জা নিয়ে বেশ গর্বিত ছিলাম।

আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট ছিল এলম স্ট্রিট ডাইনার রেস্টুরেন্ট থেকে এক ব্লক দূরে। রেস্টুরেন্টটি সারারাত খোলা থাকত। আমরা প্রায়ই সেখানে খেতে যেতাম। রাস্তার কিছুদূর গিয়ে ছিল যোগব্যায়াম শিক্ষার ক্লাস। আমি সেখানে ভর্তি হয়েছিলাম। বিলও আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়। তবে শর্ত থাকে যে, এ কথা কাউকে বলা যাবে না। সে ইয়েলের গথিক খেলাধুলার কেন্দ্র ক্যাথেড্রাল অব সুইটেও যেত। সেখানে সে আপন মনে দৌড়াতো। একবার দৌড় শুরু করলে আর থামতে চাইতো না। আমি অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠতাম।

আমরা গ্রীক রেস্তোরাঁ বাসেল'স-এ প্রায়ই খেতে যেতাম। যেতে ভালবাসতাম লিংকন নামে ছোট একটা সিনেমা হলে। এক সন্ধ্যায় বরফ পড়া সবে মাত্র শেষ হয়েছে এবং রাস্তাঘাট তখনো পরিষ্কার হয়নি। আমরা গেলাম সিনেমা দেখতে। হাঁটু পর্যন্ত বরফ মাড়িয়ে তীব্র ঠাণ্ডায়ও মনে হচ্ছিল আমরা প্রাণবন্ত এবং আমাদের ভালবাসা আরও।

ল স্কুলে পড়ার জন্য আমাদের দুইজনকেই ছাত্র-ঋণ নিতে হয়েছিল। আমাদের ঋণ শোধ করার জন্য কাজ করতে হতো, কিন্তু তারপরেও আমরা রাজনীতির জন্য সময় পেতাম। বিল নিজের টাকা দিয়ে একটা দোকান ভাড়া করে সেখানে ম্যাকগভার্ন-এর নির্বাচনী প্রচারণার কেন্দ্র বানানোর সিদ্ধান্ত নিলো। বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবকই ছিল ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক। কিন্তু স্থানীয় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান মি. বারবেরী ম্যাকগভার্নকে সমর্থন দিচ্ছিলেন না। বিল আমাদেরকে নিয়ে বারবেরীর সাথে একটা ইটালীয়ান রেস্টুরেন্টে দেখা করার ব্যবস্থা করলো। লম্বা সেই লাঞ্চ মিটিং-এ বিল দাবি করলো যে, তার কাছে আটশ' স্বেচ্ছাসেবক আছে যারা দলের কর্মকাণ্ডে গোলমাল লাগিয়ে দিতে পারে। বারবেরী শেষ পর্যন্ত ম্যাকগভার্নকে সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আমাদের স্থানীয় ইতালীয় ক্লাব মেলেবাসে দলীয় সভায় আসার আমন্ত্রণ জানান। ঠিক হয়, সেখানেই তিনি ম্যাকগভার্নের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করবেন। পরের সপ্তাহে আমরা গাড়ি করে এক অদ্ভুত-দর্শন ভবনের সামনে থামলাম। দরজা পেরিয়ে কয়েকধাপ সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সেখানে মাটির নিচে হলরুমে হাজির হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির স্থানীয় কাউন্টি কমিটির সদস্যরা। বারবেরী দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

বক্তব্য শুরু করলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিউ হ্যাভেন এলাকার যেসব ছেলেকে পাঠানো হয়েছে এবং যারা যুদ্ধে মারা গেছে তাদের নাম তিনি একে একে বলে গেলেন। তারপর তিনি বললেন, 'এই অর্থহীন যুদ্ধে আর একজন ছেলেও মারা যাক তা আমরা চাই না। সে কারণে আমাদের জর্জ ম্যাকগভার্নকে সমর্থন করা উচিত। তিনি আমাদের ছেলেদের দেশে ফিরিয়ে আনতে চান।' ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য সে সময়ে খুব একটা জনপ্রিয় ছিল না। তবে, রাত যত গড়িয়ে চলল তিনি তার বক্তব্যের সমর্থনে একের পর এক যুক্তি তুলে ধরতে থাকলেন। অবশেষে জর্জ ম্যাকগভার্নকে সমর্থনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বারবেরীর সমর্থনের প্রভাব নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছিল। আমেরিকার যে গুটিকয়েক এলাকায় জর্জ ম্যাকগভার্ন নিক্সনের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন নিউ হ্যাভেন তার অন্যতম।

আমাদের পরিবারের সাথে কয়েকটা দিন কাটাবে বলে ক্রিসমাসের পর বিল 'হট স্প্রিং' থেকে গাড়ি চালিয়ে পার্ক রিজ-এ চলে এলো। আমার মা-বাবা আগের গ্রীষ্মে বিলকে দেখেছিল। কিন্তু তারপরেও আমি খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম, কারণ আমার বাবা বরাবরই আমার বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে সমালোচনা করতে খুব বেশি অসংযত। আমার মা বলতেন যে, বাবার চোখে কোনও ছেলেই আমার জন্য উপযুক্ত মনে হবে না। বিল মা'কে থালা বাটি পরিষ্কার করতে সাহায্য করতো এবং মা এর খুব প্রশংসা করতেন। কিন্তু বিল তার মন জয় করেছিল যখন মা তার কলেজের একটি দর্শনের বই থেকে পড়ে শুনালেন এবং তা নিয়ে ঘন্টাখানেক তার সাথে আলোচনা করলেন। প্রথম দিকে আমার বাবার সাথে বিলের সম্পর্ক খুব ধীরে এগুচ্ছিল। কিন্তু বিল তাস খেলাতে তার সঙ্গী হওয়ায় বাবা খুব খোলামেলা হয়ে উঠলেন। বিল আমার ভাইদেরও নজর কাড়লো। আমার বন্ধুরাও তাকে পছন্দ করলো। আমি বিলকে আমার ছোটবেলার বন্ধু বেস্টি জনসন ও তার মা'র সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওদের বাড়ি থেকে বের হবার সময় বেস্টির মা আমাকে দরজার কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "আমি জানতে চাই না তুমি কী করবে, কিন্তু একে তো এভাবে চলে যেতে দেয়া যায় না। আমি যতদূর দেখেছি, সে হলো একমাত্র মানুষ যে তোমাকে হাসাতে পারে।"

১৯৭২ সালের বসন্ত কালে আমাদের স্কুল শেষ হয়ে গেলে, আমি মারিয়ান রাইটের সাথে কাজ করার জন্য আবার ওয়াশিংটনে চলে আসি। বিল ম্যাকগভার্নের প্রচারণা কাজে ফুলটাইম চাকরি নিলো।

১৯৭২-এর গ্রীষ্মে আমার প্রধান কাজ ছিল, দক্ষিণের প্রাইভেট স্কুলগুলোতে নিক্সন প্রশাসনের ট্যাক্স রেয়াত দেওয়া বিষয়ে অনুসন্ধান করা। এইসব প্রাইভেট স্কুলগুলো বেশির ভাগ দক্ষিণে সরকারি স্কুলগুলোর সমান্তরালে গজিয়ে উঠেছিল। বলা হতো এগুলো অভিভাবকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পাবলিক স্কুলগুলোকে একত্রিত ও একই নিয়মনীতিতে নিয়ে আসার কোর্টের রায়কে এভাবে পাশ কাটাতো। আমি আটলান্টায় যেয়ে সেখানে আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্যদের সাথে দেখা করি। তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাই।

তদন্তের একটা অংশ হিসেবে আলবোমার ডোথান-এ যাই। সেখানে ভাব দেখাই যে একজন যুবতী মা ওই এলাকায় বসবাস করতে আসতে চান এবং তার সন্তানকে অল-হোয়াইট একাডেমীতে ভর্তি করাতে চান। আমি প্রথমে 'কালো' এলাকায় আমার স্থানীয় যোগাযোগকারীর সাথে লাঞ্চ খেতে যাই। বার্গার ও আইস টি খেতে খেতে তারা

www.pathagar.com

আমাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। তারা জানায় সরকারি স্কুল-এর (পাবলিক স্কুল) বই ও যন্ত্রপাতি এসব তথাকথিত একাডেমীতে চালান করা হচ্ছে। তারা মনে করে এইসব একাডেমী সাদাদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করারই নামান্তর। আমি একটা প্রাইভেট স্কুলে যেয়ে আমার কাল্পনিক সন্তানের ভর্তির বিষয়ে জানতে চাই। সে সময় স্কুলের প্রশাসক আমাকে আশ্বাস দেন যে কোনও কালো ছাত্রকে ওই স্কুলে ভর্তি করা হবে না।

আমি যখন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছি বিল তখন মিয়ামিতে অনুষ্ঠেয় ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনে ম্যাকগভার্নের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করছিল। কনভেনশন শেষ হওয়ার পর গ্যারি হার্ট বিলকে টেক্সাসে গিয়ে ম্যাকগভার্নের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে বলেন। আমিও যাব কিনা বিল জানতে চায়। আমি বললাম, যেতে পারি, তবে আমাকে নির্দিষ্ট কাজ দিতে হবে। কানেকটিকাটের রাজনৈতিক কর্মী এনি ওয়েক্সলারকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। সে তখন এ রাজ্যে ম্যাকগভার্নের পক্ষে কাজ করছিল। সে আমাকে টেক্সাসে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। আমি কাজটি লুফে নিলাম। আগস্টে আমি যখন টেক্সাসের অস্টিন শহরে পৌছি তখন বিল ছাড়া সেখানকার স্থানীয় কাউকে চিনতাম না। অচিরেই আমি বেশ কয়েকজন চমৎকার বন্ধু জুটিয়ে ফেললাম। ১৯৭২ সালে ডালাস অথবা হিউস্টনের তুলনায় অস্টিন ছিল এক ঘুমন্ত শহর। শহরটি টেক্সাসের রাজধানী। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এ শহরে অবস্থিত। তার পরও মনে হয় শহরটি যেন টেক্সাসের অতীতকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের বাণী এ শহরে শ্রুতিগম্য ছিল না। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ নতুন নতুন কোম্পানির বদৌলতে শহরটি যে একদিন সমৃদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঝলমল করবে তা সেদিন কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

আমার মূল কাজ ছিল ১৮ থেকে ২১ বছর বয়সী নতুন ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় রেজিস্ট্রি করা। আমি কাজ করতাম স্পেনিশ ভাষাভাষী কালো ভোটারদের মধ্যে। এই কাজ করতে গিয়ে আমি কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহকর্মী পেয়েছিলাম। পরে ১৯৯২-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তারাই ছিল টেক্সাসে বিলের প্রচারাভিযানের মেরুদণ্ড। আমরা একসঙ্গে ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা কাজ করতাম। পরে চুটিয়ে আড্ডা দিতেও আমাদের অসুবিধা হতো না।

দক্ষিণ টেক্সাসের স্পেনিশ ভাষী লোকজন শিকাগো থেকে আসা সোনালী চুলের আমাকে সঙ্গত কারণেই সন্দেহের চোখে দেখত। আমি একবর্ণও স্পেনিশ বলতে পারতাম না। তার পরও দক্ষিণ টেক্সাসের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক সংগঠন এবং আইনজীবীদের মাঝে আমি অনেক বন্ধু খুঁজে পেয়েছিলাম। সীমান্ত এলাকায় আমার একজন গাইড ফ্রাংকলিন গার্সিয়া আমাকে সব এমন জায়গায় নিয়ে গেছে, যেসব জায়গায় আমি কিছুতেই একা যেতাম না। মেক্সিকান বংশোদ্ভূত মার্কিনিরা আমাকে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা ভেবে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। ফ্রাংকলিন বারবার আশ্বস্ত করার পরই কেবল তারা আমার সঙ্গে সহজ হয়। এক রাতে বিল ব্রাউনসভিলে ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছিল। সেখান থেকে ফ্রাংকলিন আর আমি তাকে গাড়িতে তুলে নিলাম। আমরা সীমান্ত পেরিয়ে ম্যাটামোরোসে চলে এলাম। ফ্রাংকলিন বলল, সে আজ আমাদের এমন খাবার খাওয়াবে যা আমরা জীবনে ভুলব না। আমাদের নিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

হল এক স্থানীয় রেস্টুরেন্টে। সেখানে এক ধরনেরই খাবার ছিল এবং সেটা আমাদের পরিবেশন করা হল। জানলাম পরিবেশিত খাবারের নাম কাবরিতো। এই খাবার আমি আগে খাওয়া দূরে থাক, কখনও চোখেই দেখিনি। এটি ছিল ছাগলের ঝলসানো মাথা। আসলেই এমন সুস্বাদু খাবার আগে খেয়েছি বলে মনে হয় না। বিল তো খেতে খেতে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি এত দ্রুত খেতে থাকলাম যেন খাবারগুলো আমার মুখে ঢুকেই হজম হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রতা বজায় রেখে যতটা খাওয়া যায় আমি তার কমতি হতে দিইনি। অবশেষে আমি যখন থামলাম তখন চেটেপুটে খাওয়ার জন্যও তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই।

পশ্চিম টেক্সাসে বেড়ে ওঠা বেটসি রাইট ভোটের প্রচারণায় হাল ধরতে এলেন। তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সংগঠক। তিনি খোলামেলাভাবে বলতেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সিনেটর ম্যাকগভার্নের জেতার সম্ভাবনা নেই। আমরা ব্যাপারটা বুঝলেও তেমন স্পষ্টভাবে বলতাম না। ভোটার রেজিস্ট্রেশনের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ৩০ দিন আগে বেটসি আমাকে সান আন্তোনিওতে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাতে বললেন। আমি সেখান গিয়ে কলেজের এক বন্ধুর সঙ্গে থাকতাম। এই সুন্দর শহরে দেখার, শোনার এবং খাওয়ার মতো যা কিছু ছিল তার কোনটাই আমি উপভোগ করতে বাদ রাখিনি। আমি সে সময় প্রতিদিন তিনবেলা মেক্সিকান খাবার খেতাম।

কোন অঙ্গরাজ্যে বা শহরে নির্বাচনী প্রচার চালানোর দায়িত্বে যারা থাকেন তারা চান প্রার্থীকে, কমপক্ষে দলের কোনো শীর্ষ নেতাকে নিজের এলাকায় হাজির করতে। সান আন্তোনিওতে আমরা ম্যাকগভার্নের পক্ষে উঁচুদরের নেত্রী হিসেবে একমাত্র চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শার্লি ম্যাকলিনকে পেয়েছিলাম। এমন সময় ঘোষণা করা হয় যে, ম্যাকগভার্ন নিজে আসছেন এক জনসভায় ভাষণ দিতে। এ জনসভাকে সফল করতে আমরা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, নির্বাচনী প্রচারণায় সদর দফতর থেকে আসা স্টাফদের জন্য স্থানীয় লোকদের সম্মান দেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাকগভার্নের সফরের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার জন্য তার নির্বাচনী প্রচার সদর দফতর থেকে একটি অগ্রবর্তী দল পাঠানো হয়। এই প্রথম আমি একটি অগ্রবর্তী দলের সদস্যদের কাজ করতে দেখি। আমি দেখলাম তাদের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। তারা চায় জনসভার জন্য ফোন, কপিয়ার, মঞ্চ, চেয়ার, মাইক ইত্যাদি যেন অন্তত একদিন আগে থেকে ঠিক থাকে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অথবা পরাজয় যেখানে নিশ্চিত সেখানে খরচাপাতি কে সামলাবে তা নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। অগ্রবর্তী দল যখনই এটা করুন ওটা আনুন বলে তাগাদা দিচ্ছিল প্রতিবারই তারা একথা জানাতে ভুল করেনি যে, এর জন্য দরকারী টাকা কখনও আসেনি। নির্দিষ্ট দিনে জনসভায় ম্যাকগভার্ন এক অসাধারণ ভাষণ দেন। সভা সংক্রান্ত খরচ মেটানোর জন্য আমরা পর্যাপ্ত অর্থ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। বলতে গেলে মাসব্যাপী নির্বাচনী প্রচারাভিযানে এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্যণীয় সাফল্য।

এসব কাজে সারা হেরম্যান ছিলেন আমার সহকর্মী। তিনি সিনেটর ম্যাকগভার্নের লেজিসলেটিভ স্টাফ ছিলেন। রাজনীতিতে অভিজ্ঞ এই মহিলা ছিলেন হাস্যকৌতুকে মুখর। সারার মধ্যে ছিল মাতৃহৃদয়ের উষ্ণতা আর অদম্য কর্মক্ষমতার সুন্দর সমন্বয়।

www.pathagar.com

তিনি কখনও শ্রোতাদের মন জুগিয়ে কথা বলতেন না। নিজের মতামত প্রকাশে তিনি ছিলেন ঠোঁট কাটা। তার প্রাণচাঞ্চল্য ছিল একজন উঠতি বয়সী মেয়ের মতো। এখনও তিনি সমান সতেজ। অক্টোবরে যখন আমি তার সঙ্গে প্রথম দেখা করি তিনি তখন সান আন্তোনিওতে কোমর বেঁধে প্রচার চালাচ্ছিলেন। বললাম, আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। দেখতে দেখতে যেন আমরা একে অপরকে দখল করে ফেললাম। সেই দিনগুলো স্মরণ করলে এখনও আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে। আমাদের বন্ধুত্বের সেই যে শুরু, তা এখন আরও গভীর।

এটা আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, নভেম্বরের নির্বাচনে নিক্সন ম্যাকগভার্নকে একেবারে কুপোকাত করে ফেলবেন। কিন্তু তখন আমরা জানতাম না যে, বিজয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিক্সন আর তার সহকারীরা বিরোধীদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য প্রচার তহবিলের টাকা অবৈধভাবে খরচ করছিলেন, বিভিন্ন সরকারি এজেন্সিকে এসব কাজে ব্যবহার করছিলেন, রিপাবলিকান পার্টির জয় নিশ্চিত করার জন্য নানান অপকৌশল খাটাচ্ছিলেন। ওয়াটার গেট কমপ্লেক্সে ডেমোক্রেটিক পার্টির কমিটি অফিসে ১৯৭২ সালের ১৭ জুন আঁড়ি পাতার যন্ত্র বসানো হয়েছিল প্রতিপক্ষের ভেতরের খবর জানার জন্য। এ ঘটনা পরে ফাঁস হয়ে গেলে রিচার্ড নিক্সনের পতন ঘটে। এসব ব্যাপার আমার জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছিল দারুণভাবে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পরবর্তী ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আগে বিল আর আমি মেক্সিকোর জিহুয়া তানেজো শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এটা ছিল প্রথমবারের মতো আমাদের একসঙ্গে ছুটি উপভোগের ঘটনা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত এই ছোট্ট শহরের জনজীবন তখন ছিল একেবারেই নিস্তরঙ্গ। সমুদ্রে সাঁতার কাটার ফাঁকে ফাঁকে আমরা সদ্যসমাপ্ত নির্বাচন আর ম্যাকগভার্ন শিবিরের প্রচারের ত্রুটিগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম। এ ধরনের সমালোচনা বিভিন্ন জায়গায় মাসের পর মাস চলছিল। অনেক বড় বড় ভুল হয়েছিল। ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনের ধরনও ছিল ত্রুটিযুক্ত। প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত মনোনয়ন পাওয়ার পর প্রথা অনুসারে মনোনয়ন গ্রহণ করে স্বীকৃতি ভাষণ দেয়ার জন্য ম্যাকগভার্ন মঞ্চে আসেন মধ্যরাতে। তখন টিভি পর্দায় রাজনৈতিক কনভেনশনের দৃশ্য দেখার জন্য গোটা আমেরিকায় কোনো মানুষ জেগে ছিল না। ম্যাকগভার্নের অভিজ্ঞতা থেকে বিল আর আমি বুঝতে পেরেছিলাম রাজনৈতিক প্রচার চালানোর ব্যাপারে আমাদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। টেলিভিশনের ক্ষমতা সম্পর্কেও আমাদের মনে নতুন উপলব্ধি জন্মে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনী কাজ ছিল আমাদের জন্য রাজনৈতিক অলিন্দে প্রথম অনুষ্ঠান।

১৯৭৩ সালের বসন্ত কালে আইন স্কুলের পালা শেষ হলে বিল আমাকে ইউরোপে নিয়ে গেলো। এটাই আমার প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ। আমরা লন্ডন পৌছুলে, বিল নিজেকে পাকা গাইড হিসেবে জাহির করে। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবি, ট্যাট গ্যালারি এবং সংসদ ভবন ঘুরে ঘুরে কাটালাম। আমরা স্টোনহেঞ্জের চারপাশে হেঁটে বেড়ালাম, ঘুরলাম ওয়েলসের সবুজে আচ্ছাদিত পাহাড়মালায়। ঠিক করলাম, যত বেশি সম্ভব ক্যাথেড্রাল আমরা ঘুরে দেখব। এর জন্য একটা গাইড বই কিনে ফেললাম। বইটিতে গ্রাম্য এলাকায় প্রতি বর্গমাইলের মানচিত্র ছিল এক একটি পৃষ্ঠায়। সেলিসব্যারি থেকে লিংকন, সেখান থেকে ডারহাম, তারপর ইয়র্ক, একে একে সব আমরা চষে

www.pathagar.com

বেড়ালাম। ক্রমওয়েলের সৈন্যরা যে উপাসনালয় ধ্বংস করেছিল তার ভগ্নাবশেষ আমাদের অনেকক্ষণ আবিষ্ট করে রাখল।

তারপর লেক এনারডেলের তীরে আলো-আঁধারিতে আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করলাম। বিল ঠিক সেই মুহূর্তে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলো।

আমি তাকে পাগলের মতো ভালোবাসতাম; তবে আমি আমার জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলাম। তাই আমি বললাম, "না, এখন নয়।" আমি যা বলতে চাইলাম তাহলো, "আমাকে আরেকটু সময় দাও।"

আমার মা'কে তার মা-বাবার বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য ভুগতে হয়েছিল এবং মা'র কষ্টকর একাকীত্ব ছোটবেলায় আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। আমি চাইতাম, আমি যখন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবো, সেটা নেব সারা জীবনের জন্য। সেই পেছনের সময় ও আমার নিজের দিকে তাকিয়ে এখন আমি বুঝতে পারি, সাধারণভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা– এবং বিশেষভাবে বিলের অপ্রতিরোধ্যতা, উভয়তঃই আমি কতটা শংকিত ছিলাম।

বিল ক্লিনটন নাছোড়বান্দা ছাড়া কিছুই নয়। সে বিভিন্ন রকমের গন্তব্য ঠিক করে; আমিও সেগুলোর একটি। সে আমাকে বার বার বিয়ে করার কথা বলতেই থাকে। আর আমি সব সময়ই বলতে থাকি, এখন নয়। সবশেষে সে বললো, "ঠিক আছে, আমি আর তোমাকে বিয়ের কথা বলবো না, এবং তুমি যদি কখনও মনে করো আমাকে বিয়ে করবে, তখন তোমাকেই সেটা বলতে হবে।" সে আমার জন্য অপেক্ষায় থাকলো।

www.pathagar.com

আরকানসাসের যাত্রী

ইউরোপ থেকে ফেরার পর-পরই বিল আমাকে আরেকটি স্থানে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলো। এই বার যেখানে নিয়ে যাবে, সেই জায়গাটা হলো তার বাড়ি।

জুনের শেষ দিকে বিল আমাকে লিটল রক বিমানবন্দরে স্বাগত জানালো। সে আমাকে গাড়িতে করে এমন রাস্তাগুলোতে নিয়ে গেলো যেখানে রয়েছে ভিক্টরিয়ান ধাঁচের দালানকোঠা, গভর্নরের প্রাসাদ এবং সেই রাজ্যের বিধানসভা। বিল তার পছন্দের জায়গা ও মানুষগুলোকে আমায় দেখালো। সন্ধ্যে নাগাদ আমরা হট স্প্রিং-এ পৌঁছলাম।

বিল ও আমার প্রথম সাক্ষাতের পর সে ঘন্টার পর ঘন্টা এই হট স্প্রিং-এরই গল্প করতো। গন্ধক মেশানো গরম পানির প্রাকৃতিক ঝরনাকে ঘিরে শহরটি গড়ে ওঠে । ইন্ডিয়ানরা শত শত বছর ধরে এসব ঝরনায় স্নান করত। ১৫৪১ সালে হেরনাডো ডি সোতো এগুলো 'আবিষ্কার' করেন। বিশ্বাস করা হতো যে, এগুলো হচ্ছে যৌবন প্রদানকারী ঝরনা। ঘোড়দৌড়ের চমৎকার মাঠ এবং অবৈধ জুয়া অনেককে এ শহরে আকৃষ্ট করে। বিলের ছেলেবেলায় শহরের অনেক রেস্তোরাঁয় জুয়ার মেশিন আর নাইট ক্লাব ছিল। এটর্নি জেনারেল থাকাকালে রবার্ট কেনেডি এসব অবৈধ জুয়া বন্ধ করে দেন। এর ফলে শহরের হোটেল ব্যবসায় মন্দা নেমে আসে। তবে হট স্প্রিং-এর সুন্দর আবহাওয়া, মনোরম প্রাকৃতিক শোভা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উদার মনোভাবের কারণে শহরটি অবকাশযাপনকারীদের স্বর্গ হয়ে ওঠে। বিলের মা ভার্জিনিয়ার জন্ম হয়েছিল আরকানসাসের বডকাও শহরে এবং তিনি হোপ নামের একটি শহরের কাছাকাছি বেড়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি লুসিয়ানাতে নার্সিং শিখতে যান। এবং সেখানেই তিনি পরিচিত হন তার স্বামী উইলিয়াম জেফারসন ব্লিথ-এর সঙ্গে। যুদ্ধের পর তিনি শিকাগো চলে যান। আমার মা-বাবা যেখানে থাকতেন তার থেকে বেশি দূরে ছিল না জায়গাটা। বিল যখন ভার্জিনিয়ার পেটে, তখন তিনি আবার হোপে ফিরে আসেন এবং বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। তার স্বামী তাকে দেখতে আসার পথে এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন। সেটা হলো ১৯৪৬ সালের মে মাসে। ১৯৪৬ সালের ১৯ আগস্ট বিলের যখন জন্ম হয় ভার্জিনিয়া তখন তেইশ বছর বয়স্কা একজন বিধবা। তিনি নার্স এনেসথেসিস্ট হওয়ার জন্য আবার নিউ অরলিয়ন্স যেতে মন স্থির করেন; কারণ তিনি জানতেন এনেসথেসিস্টদের উপার্জন বেশি যা দিয়ে তিনি তার খরচ চালাতে পারবেন ও সন্তান লালন-পালন করতে পারবেন। তিনি বিলকে

www.pathagar.com

তার মা-বাবার কাছে রেখে চলে গেলেন এবং যখন তার ডিগ্রী শেষ হয়ে গেলো, তিনি তখন আবার হোপে ফিরে এলেন।

১৯৫০ সালে তিনি একজন গাড়ির ডিলার রজার ক্লিনটনকে বিয়ে করেন। রজারের অতিরিক্ত মদ্য পানের বদঅভ্যাস ছিল। তারা ১৯৫৩ সালে হট স্প্রিং-এ চলে আসেন। রজারের মদ পানের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হতে লাগলো এবং তিনি ভার্জিনিয়ার গায়ে হাত তুলতেন। বিলের বয়স যখন পনেরো, তখন সে তার মা'কে রজারের হাত থেকে রক্ষা করতো। ক্যান্সারের সঙ্গে অনেক দিন যুদ্ধ করে রজার ১৯৬৭ সালে মারা গেলে ভার্জিনিয়া দ্বিতীয় বারের মতো বিধবা হন।

১৯৭২ সালে ভার্জিনিয়া যখন বিলকে দেখতে নিউ হেভেনে গিয়েছিলেন তখন আমার সাথে তার প্রথম পরিচয় হয়। ভার্জিনিয়া আসার আগ মুহূর্তে, টাকা বাঁচানোর জন্য আমি নিজেই আমার চুল কাটলাম, খারাপভাবেই। আমি মেক-আপ ব্যবহার করতাম না; এবং বেশির ভাগ সময় জিন্স ও শার্ট পরে থাকতাম। আমি মিস আরকানসাস বা তেমন সুন্দরী মেয়ে ছিলাম না, যা ভার্জিনিয়া আশা করেছিলেন তার ছেলের প্রেমে পরার যোগ্যতা হিসেবে। ভার্জিনিয়ার জীবনে যত কিছুই ঘটে যেতে থাকুক না কেন, তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন; চোখে নকল আইল্যাস লাগাতেন এবং খুব কড়া করে লিপস্টিক দিতেন। আমার স্টাইল তাকে হতাশ করেছিল; এবং তিনি আমার অদ্ভুত ইয়াংকি ধারণাগুলোও পছন্দ করলেন না।

ভার্জিনিয়ার তৃতীয় স্বামী জেফের সাথে আমার বেশ ভালো যেতো। তিনি আমাকে খুব সহযোগিতা করতেন। তার একটি বিউটি পার্লার ছিল এবং তিনি ভার্জিনিয়াকে রাণীর মতো রাখতেন। তিনি আমাকে খুব সাহায্য করতেন যেন বিলের মা'র সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়। জেফ আমাকে বলতেন, একটু সময় দাও, একসময় সে ঠিক হয়ে যাবে। তিনি বললেন, "ওহ্, ভার্জিনিয়াকে নিয়ে ভেবো না। তাকে তোমার সাথে মানিয়ে নিতে একটু সময় দাও। দু'জন ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীর একসাথে চলতে পারাটা বেশ কঠিন।"

শেষ পর্যন্ত ভার্জিনিয়া এবং আমি একে অপরের পার্থক্যগুলোকে শ্রদ্ধা করতে শিখলাম এবং একটা গাঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম। আমরা আবিষ্কার করলাম যে, আমাদের পার্থক্যটুকুর চেয়ে যা আমরা একসাথে করি সেটা অনেক বেশি মূল্যবান; আমরা দু'জনই একই মানুষকে ভালোবাসি।

বিল আরকানসাসে এসে ইউনিভার্সিটি অফ আরকানসাসের ল স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিল। আমি চলে গেলাম ক্যামব্রিজে মারিয়ান রাইট এডেলম্যানের সাথে শিশু রক্ষা ফান্ডে কাজ করতে। আমি একটি পুরনো বাড়ির উপরের তলা ভাড়া নিয়ে এই প্রথম একা থাকতে শুরু করলাম। কাজটি আমার পছন্দ হয়েছিল। আমাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হতো। শিশু-কিশোরদের নানান সমস্যার খোঁজ-খবর নিতে হতো। দক্ষিণ ক্যারোলিনায় কিশোর বন্দিদেরকে বড়দের সঙ্গে একই জেলখানায় রাখা হতো। আমি কিশোর বন্দিদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তে সাহায্য করি। আমি ১৪ থেকে ১৫ বছর বয়সী কয়েকজন কয়েদির সাক্ষাৎকার নিই। তাদেরকে লঘু অপরাধে সাজা দেয়া হয়েছিল। অন্যরা ছিল গুরুতর অপরাধে অভ্যস্ত। যাই হোক কোন অবস্থাতেই কিশোর বন্দিদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে একই সেলে রাখা ঠিক নয়। এতে কিশোর বন্দিরা নির্যাতিত হতে পারে অথবা বড় ধরনের অপরাধ করা শিখতে পারে।

www.pathagar.com

ম্যাসাচুসেটসের নিউ বেডফোর্ডে পরিসংখ্যানে গণ্ডগোলের উৎস খুঁজে বের করার জন্য আমি বাড়ি বাড়ি গিয়েছি। আমরা আদমশুমারির রিপোর্ট থেকে স্কুলে যাওয়ার বয়সী শিশুদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে স্কুলে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের তালিকা মিলিয়ে দেখতাম। প্রায়ই তাতে অসঙ্গতি পাওয়া যেত। এই 'হারিয়ে যাওয়া' শিশুরা কোথায় আছে আমরা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম। ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা বহু বেদনাদায়ক তথ্য পেয়েছি। অনেক শিশু অন্ধত্ব বা বধিরতার মতো শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে স্কুলে যায় না। আবার এমন কিশোরের সন্ধানও আমি পেয়েছি যারা মা-বাবা কাজে যাওয়ার পর ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে বলে স্কুলে যায় না। পর্তুগিজ-আমেরিকান জেলেদের পাড়ায় একটি বিকলাঙ্গ মেয়েকে আমি পেয়েছিলাম। মেয়েটি বাড়ির পেছনের ছোট বারান্দায় একটা হুইল চেয়ারে বসা ছিল। সে জানায়, তার স্কুলে যাওয়ার খুবই ইচ্ছা। কিন্তু হাঁটতে পারে না বলে সে কখনই স্কুলে যেতে পারবে না।

আমরা আমাদের সার্ভের ফলাফল কংগ্রেসে জমা দিলাম। দুই বছর পর শিশু রক্ষা ফান্ড ও অন্যান্য শক্তিশালী এডভোকেসির পর কংগ্রেস "বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য শিক্ষা অ্যাক্ট" প্রণয়ন করে। এর ফলে শারীরিক ও মানসিক বিকলাঙ্গ শিশুরা পাবলিক স্কুলে যাবার বাধ্যবাধকতার আওতায় আসে।

বিল আমাকে বলেছিল যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা খুব উপভোগ করছে। কিন্তু রাজনৈতিক ডাক উপস্থিত হলো। আরকানসাসের রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানের বিরুদ্ধে একজন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী খোঁজা হচ্ছিল। আর কোনও ভালো ডেমোক্র্যাট খুঁজে পাওয়া গেল না যে চারবার নির্বাচিত রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানের বিরুদ্ধে লড়বে। আমি অনুমান করতে পারছিলাম যে, বিল নিজেকে এই প্রতিযোগিতায় নামার জন্য ভাবতে শুরু করেছে। সে যদি তা করার সিদ্ধান্ত নেয়ই, তাহলে আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমাদের জন্য এর কী অর্থ দাঁড়াবে। আমরা ঠিক করলাম যে, আমি ১৯৭৩ সালের ক্রিসমাসের পর আরকানসাসে যাবো, এবং তখন দু'জন দেখবো আমরা কোন দিকে যাচ্ছি। অবশ্য আমি যখন নতুন বছরের ছুটিতে আসি, বিল কংগ্রেসে দাঁড়াবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আমরা বিশ্বাস করতাম যে, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর জন্য রিপাবলিকানরা বেশ নাজুক অবস্থায় থাকবে। বিল তার নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে খুবই উত্তেজিত এবং সে তার প্রচারণার যোগাড়যন্ত্রে নেমে গেলো।

আমি জানতাম, ওয়াশিংটনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হাউস-জুডিশিয়ারি কমিটি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ওয়ারগেট কেলেংকারি সংক্রান্ত বিষয়াদি তদন্ত করার জন্য জন ডোরকে ইমপিচমেন্ট কমিটির প্রধান মনোনীত করেছে। আমরা ইয়েলে ডোরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ১৯৭৩ সালের বসন্তকালে তিনি সেখানে এক নকল বিচারের 'বিচারক' ছিলেন। উইসকনসিন থেকে আসা ডোর একজন ধীরস্থির প্রকৃতির প্রাজ্ঞ আইনজীবী। ফেডারেল আদালতে বহু জটিল মামলা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ষাট-এর দশকে প্রচণ্ড সহিংস বিক্ষোভ চলাকালে মিসিসিপির জ্যাকসন শহরে একদিন তিনি ক্রুদ্ধ বিক্ষোভকারী আর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার এই সাহসী পদক্ষেপের ফলে শহরটি সেদিন অনাকাংক্ষিত রক্তপাত প্রত্যক্ষ করা থেকে রেহাই পেয়েছিল। আমি সংগঠিতভাবে আইন প্রয়োগে তার অদম্য সাহসের ভক্ত ছিলাম।

www.pathagar.com

জানুয়ারির প্রথম দিকে একদিন আমি আর বিল ওর রান্নাঘরে বসে কফি খাচ্ছি। তখন ফোন বেজে উঠলো। জন ডোরের ফোন, তিনি বিলকে তার ইমপিচমেন্ট কমিটিতে থাকার জন্য বললেন। তিনি বিলকে বললেন যে, তারা তাদের তদন্ত কমিটিতে নতুন কিছু আইনজীবীকে রাখতে চান। এবং সেখানে বিলের নাম সর্বপ্রথমে; তার সাথে ইয়েলের আরো তিনজন সহপাঠি: মাইকেল কনওয়ে, রুফুস কর্মিয়ার এবং হিলারি রডহ্যাম। বিল ডোরকে জানালো যে, সে কংগ্রেসের জন্য লড়তে যাচ্ছে; তবে সেই তালিকার অন্যদের হয়তো পাওয়া যাবে। তিনি আমাকে একটি স্টাফ পজিশন দিয়ে বললেন, কাজে বেতন হবে কম এবং কাজ করতে হবে লম্বা সময় ধরে; বেশিরভাগ কাজই হবে ক্লান্তিকর এবং একঘেয়েমিপূর্ণ এটা এমন একটি প্রস্তাব ছিল যা আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। আমেরিকার ইতিহাসে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশন আর কী হতে পারে আমার কল্পনায় ছিল না।

ম্যারিয়ানের শুভেচ্ছাকে সম্বল করে আমি বাক্সপ্যাটরা নিয়ে কেমব্রিজ থেকে ওয়াশিংটনে সারা এরম্যানের এপার্টমেন্টে এসে উঠলাম। এভাবে আমার জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলোর একটা অর্জনের পথে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ইমপিচমেন্ট তদন্তের কাজে ৪৪ জন এটর্নি যুক্ত ছিলেন। তারা সপ্তাহে সাত দিন কাজ করতেন। সবাইকে ক্যাপিটল হিলের কংগ্রেসনাল হোটেলে প্রায় বন্দি জীবন কাটাতে হচ্ছিল। আমার বয়স তখন ২৬ বছর। আমাদের ওপর যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম অত্যন্ত সচেতন। ডোর আমাদের সব স্টাফের প্রধান হলেও মূলত দু'দল আইনজীবী একসঙ্গে কাজ করছিল। একটি দল বাছাই করেছেন ডোর নিজে এবং এদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন কমিটির চেয়ারম্যান ডেমোক্রেট কংগ্রেসম্যান পিটার রডিনো। অন্য দলটিকে নিয়োগ দিয়েছেন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান এডওয়ার্ড হাটকিনসন। ডোরের তত্ত্বাবধানে সিনিয়র আইনজীবীরা তদন্তের প্রতিটি দিক তদারক করছিলেন। তবে আমরা বেশির ভাগই ছিলাম অল্প বয়সী আইনে স্নাতক। অস্থায়ী অফিসে দিনে ২০ ঘন্টা কাজ করতেও আমাদের আপত্তি ছিল না। আমাদের মূল কাজ ছিল বিভিন্ন দলিলপত্র খতিয়ে দেখা এবং টেপগুলো বাজিয়ে শোনা। বিল ওয়েল্ড আমার সঙ্গে সাংবিধানিক টাস্কফোর্সের ওপর কাজ করেছিল। সে পরবর্তী সময়ে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর হয়। ফ্রেড অল্টাশারের আইনী খসড়ার হাত ছিল চমৎকার। হোয়াইট হাউজ স্টাফদের রিপোর্টিংয়ের ধরন বিশ্লেষণে সে আমার সাহায্য চায়। প্রেসিডেন্ট আসলে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা জানার জন্য এই বিশ্লেষণ প্রয়োজন ছিল। আমি আর টম বেল একই কামরায় অফিস করতাম। টম ডোরের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের আইনজীবী। টম আর আমি আইনী ব্যাখ্যা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত তর্ক করতাম। তবে আমাদের মধ্যে হাসাহাসিও কম হতো না। সে কখনও খুব সিরিয়াস হতো না, আমাকেও সিরিয়াস হতে দিত না। এর আগে একমাত্র প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জনসনকে ইমপিচ করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদরা মোটামুটি একমত যে, কংগ্রেস ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে তাদের ওপর ন্যস্ত পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্বের অপব্যবহার করেছিল। আইনজীবী ও টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাগমার হ্যামিলটন ব্রিটেনের ইমপিচমেন্টের ঘটনাবলী নিয়ে গবেষণা চালান। আমি আমেরিকার এ সংক্রান্ত ঘটনাগুলো খতিয়ে দেখি। ডোর এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, আমাদের তদন্তের ফলাফল যাই হোক না কেন জনগণ এবং ইতিহাস যেন রায় দেয় যে নিরপেক্ষভাবে

www.pathagar.com

কাজটি করা হয়েছে। হাউস জুডিশিয়ারি কমিটিতে পেশ করার জন্য জো উডস আর আমি পদ্ধতিগত নিয়মাবলীর খসড়া প্রণয়ন করি। আমাদের তদন্তের বিষয়াদি আমরা কঠোরভাবে গোপন রাখতে পেরেছিলাম। মিডিয়া আকর্ষণীয় কোন না কোন খবর আমাদের কাছ থেকে বের করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমাদের টিমে মহিলা তেমন একটা ছিল না। ফলে যে কোন মহিলার উপস্থিতিই প্রচারযোগ্য খবর হিসেবে গণ্য হচ্ছিল। আমাকে এক রিপোর্টার একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'ইমপিচমেন্ট তদন্ত দলের জিল ওয়াইন ভলনার হয়ে কেমন লাগছে?' ভলনার স্পেশাল প্রসিকিউটর লিওন জারস্কির অফিসে কাজ করেছিলেন। তিনি এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ টেপের হারিয়ে যাওয়া সাড়ে ১৮ ইঞ্চি অংশ নিয়ে নিক্সনের প্রাইভেট সেক্রেটারি রোজমেরী উডসকে জেরা করেন। তার ওপর মিডিয়া কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা আমাদের জানা ছিল। ভলনারের আইনী দক্ষতা এবং আকর্ষণীয় চেহারা অনেক গল্পের জন্ম দেয়।

জন ডোর প্রচার একদম সহ্য করতে পারতেন না। তিনি কঠিন গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন আমরা কোনও ডাইরি না রাখি, কোনও স্পর্শকাতর কাগজপত্র যেন ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলি, ভবনের বাইরে কাজ নিয়ে যেনো কোনও কথা না বলি, আমরা যেন কারো নজর না কাড়ি এবং যাবতীয় সামাজিকতা (তারপরেও যদি আমাদের সময় থাকে) এড়িয়ে চলি। অনেক নিয়মতান্ত্রিকতার মাঝে, আমি রাষ্ট্রপতির ইমপিচমেন্টের আইনগত দিকগুলো নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করি। এবং একটা লম্বা মেমো লিখলাম, এবং শেষে সংক্ষিপ্ত আকারে বললাম ঠিক কী কী বিষয় রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করতে পারে, আর কোনগুলো পারে না।

ধীরে ধীরে ডোরের আইনজীবীদের টিমটি রিচার্ড নিক্সনকে ইমপিচ করার যাবতীয় দলিল ও প্রমাণপত্র যোগাড় করে। ডোর সবাইকে কড়া ভাবে বললেন সবকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত যেন আমরা কোনও কিছুর সমাপ্তি না টানি। আমরা যাবতীয় তথ্য সাজিয়ে রাখার জন্য ইনডেক্স কার্ড ব্যবহার করতাম এবং সেখানে ক্রস-রেফারেন্স লিখে রাখা হতো। তারপর আমরা সেখানে প্যাটার্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম। তদন্তের শেষ পর্যন্ত আমরা পাঁচ লক্ষেরও বেশি ইনেডেক্স কার্ড নিয়ে কাজ করেছিলাম।

১৯ জুলাই ১৯৭৪, ডোর রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ করার প্রস্তাবিত প্রমাণাদি পেশ করলেন। তারপর ৫ আগস্ট হোয়াইট হাউজ ১৯৭২ সালের ২৩ জুন ধারণকৃত টেপটি প্রকাশ করে - এই টেপটিকে প্রায়শই 'ধোঁয়াটে বন্দুক' বা স্মকিং গান বলা হয়ে থাকে। রিচার্ড নিক্সন বিশাল অংকের টাকা তার পুন-নির্বাচনের কমিটিকে অবৈধ কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন।

৯ আগস্ট ১৯৭৪, রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন পদত্যাগ করেন। ১৯৭৪ সালের নিক্সনের ইমপিচমেন্ট একটি দুর্নীতিবাজ সরকারকে গদি থেকে নামিয়ে দিতে বাধ্য করে এবং এটা আমাদের সংবিধান ও আইনগত ব্যবস্থার জন্য এক বিশাল বিজয়।

হঠাৎ করেই আমি কাজ ছাড়া হয়ে গেলাম। আমরা ঘনিষ্ট কয়েকজন আইনজীবী শেষ ডিনারে মিলিত হলাম। সবাই তাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের কথা বলছিল। আমিই ছিলাম কেবল সিদ্ধান্তহীন। বার্ট জেনার যখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কী করতে চাই, উত্তরে আমি বললাম, আমি তার মতো বিখ্যাত ট্রায়াল আইনজীবী হতে চাই। তিনি বললেন, সেটা অসম্ভব।

www.pathagar.com

"কেনো?", আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কারণ তোমার তো বউ থাকবে না।"

"তার মানে?"

বার্ট আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে, কারো যদি ঘরে বউ না থাকে যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করার, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রতিদিনকার চাহিদা (যেমন কোর্টে প্রতিদিন পরিষ্কার মোজা পড়ে যাওয়া) মেটানো সম্ভব নয়। সেই থেকে আমি এখনও নিশ্চিত নই যে, জেনার আমাকে তামাশা করে কথা বলেছিলেন নাকি সত্যি মনে করেই বলেছিলেন যে, মেয়েদের জন্য এটা একটা ভীষণ কঠিন কাজ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সেটা আর আমাকে বিচলিত করেনি; আমি আমার হৃদয়কে অনুসরণ করলাম, মাথাকে নয়। আমি আরকানসাসে ফিরে যাচ্ছিলাম।

আমার জন্য কোনটা সঠিক এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমাকে কোন কোন সময় আমার নিজের অনুভূতি নিয়ে রূঢ় কথা শুনতে হয়েছে। বাইরের মানুষ আর পত্রপত্রিকার কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব আর পরিবারের সদস্যরা যদি কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে অথবা এর উদ্দেশ্য নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে তবে মনের দিকে থেকে একেবারেই একাকী হয়ে যেতে হয়। ইয়েলে আইন পড়ার সময় আমি বিলকে ভালবেসে ফেলি। আমি তার সাথে থাকতে চেয়েছিলাম। আমি বুঝেছি একা থাকার চেয়ে বিলের সঙ্গে থাকলে আমি সবসময় বেশি খুশি হই।

সবসময় এটাও আমার ভাবনায় ছিল, যে কোন স্থানে আমার পক্ষে পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপন সম্ভব। এলিনর রুজভেল্ট বলেছিলেন, একজন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য আমাকে তা-ই করতে হবে যা করতে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। আমি বুঝেছিলাম এমন কাজ করার সময় আমার জীবনে এসে গেছে। সুতরাং আমি গাড়িতে করে এমন এক এলাকায় যাচ্ছি সেখানে আমি আগে কখনও থাকিনি, সেখানে আমার কোন বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের লোকজন নেই। কিন্তু আমার মন বলছিল যে, আমি সঠিক লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছি।

সিদ্ধান্ত নিলাম আমি আরকানসাস যাব। এ কথা জানানোর পর সারা এরম্যান বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কেন তুমি নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দেবে?' সেই বসন্তে আমি ফ্যাটিভিলে বিলের কাছে যাওয়ার জন্য ডোরের অনুমতি চাইলাম। তিনি ব্যাপারটি পছন্দ না করলেও শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন। এর আগে আরকানসাস সফরকালে আমি বিলের সঙ্গে এক সান্ধ্যভোজ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে বিলের আইন কলেজের সহকর্মী উইলি ডেভিসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি শিক্ষকতায় আগ্রহী কিনা। তার প্রস্তাব সম্পর্কে তখন আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলিনি। তার প্রস্তাবটি এখনও বহাল আছে কিনা জানার জন্য তাকে আমি ফোন করলাম। হ্যাঁ-বাচক উত্তর পেয়ে জানালাম, কয়েকদিনের মধ্যে আমি আসছি। আমার আরকানসাস যাওয়ার সিদ্ধান্ত হঠাৎ আকাশ থেকে ঝুপ করে পড়েনি। বিল আর আমি ডেটিং শুরু করার সময় থেকে আমাদের করণীয় নিয়ে ভাবতাম। আমরা বুঝেছিলাম, পরস্পরের জীবনসঙ্গী হতে হলে আমাদের একজনকে নিজের অবস্থান ছাড়তে হবে। ওয়াশিংটনে আমার কাজ অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি আমাদের সম্পর্ককে এবং সেই সঙ্গে আরকানসাসকে একটা সুযোগ দেয়ার মতো সময় পেয়ে গেলাম। আমার সিদ্ধান্তে খুশি না হলেও সারা আমাকে গাড়িতে করে এগিয়ে

www.pathagar.com

দেয়ার প্রস্তাব দিল। কয়েক মাইল পরপর সে জানতে চাইছিল, আমি যা করছি বুঝেশুনে করছি কিনা। প্রতিবার আমি একই উত্তর দিলাম,– না, তবে আমি আরকানসাস যাচ্ছি।'

আগস্ট মাসের এক গরমের সন্ধ্যায়, যেদিন আমি ফিরলাম, বিল একটা ভালো আকারের জনতার সামনে তার নির্বাচনী প্রচারণার বক্তৃতা করলো। আমি অভিভূত। এত বাঁধার সামনেও, হয়তো ওর একটি সম্ভাবনা আছে।

পরদিন আমি স্থানীয় হোটেলে আইন কলেজের নতুন ছাত্রদের জন্য ওয়াশিংটন কাউন্টি বার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অভ্যর্থনা সভায় যাই। আরকানসাসে পদার্পণের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আমি নতুন চাকরি পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি কলেজে ফৌজদারি আইন এবং মামলার শুনানি পরিচালনা শেখানোর দায়িত্ব পেলাম। পাশাপাশি আমাকে লিগ্যাল এইড ক্লিনিক এবং কারাগার সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোও চালাতে হবে। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিল বাসেট আমাকে রিসিপশনে উপস্থিত আইনজীবী ও বিচারকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চ্যান্সারি কোর্ট জজ টম বাটের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'মাননীয় বিচারপতি, ইনি হচ্ছেন আইনের নতুন মহিলা অধ্যাপক। তিনি ফৌজদারি আইন পড়াবেন এবং আইনি সহায়তা কার্যক্রম চালাবেন।'

বিচারক বাট আধবোজা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে পেয়ে আমরা আনন্দিত। তবে আপনার জানা উচিত আমার আইনি সহায়তার দরকার নেই। আমি কঠিন পাত্র।'

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া খুশির ব্যাপার।' মনে মনে ভাবলাম, এ আমি দুনিয়ার কোথায় এসে পড়েছি! পরদিন সকাল থেকে আমি ক্লাস নিতে শুরু করি। আমি এর আগে কখনও আইন কলেজে অধ্যাপনা করিনি। অধিকাংশ ছাত্রের চেয়ে বয়সে আমি সামান্য বড় ছিলাম। আমার চেয়ে বেশি বয়সী ছাত্রও ছিল কয়েকজন। আইন কলেজের শিক্ষকতায় আর মাত্র একজন মহিলা ছিলেন। তিনি এলিজাবেথ ওসেনবাগ। আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীতে পরিণত হই। আইন এবং জীবনের নানান সমস্যা নিয়ে আমরা আলাপ করতাম।

আমার সেমিস্টার কেবল শুরু হয়েছে। ভার্জিনিয়ার তৃতীয় স্বামী জেফ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন; তিনি তৃতীয় বারের মতো বিধবা হলেন। এটা ভার্জিনিয়ার জন্য ছিল সবচে বেশি হৃদয় বিদারক; এবং বিলের ছোট ভাই রজারের জন্যও। কারণ রজার জেফের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছিল। এটা আমাকে খুবই বিমোহিত করে যে, এতো কিছুর পরও ভার্জিনিয়া ভেঙ্গে পড়েননি। বিলের ভেতরেও একই গুণটি আছে। সে কিছুতেই ভেঙ্গে পড়ে না। এটা হয়তো তার কঠিন ছোটবেলা থেকে পেয়ে থাকবে। তার জীবনীশক্তি মানুষকে কাছে টেনেছিল। তার রাষ্ট্রপতির প্রচারাভিযানের সময়ই বিলের গল্পগুলো বাইরে প্রচার হয়ে যায়। তার আগ পর্যন্ত খুব কম লোক বিলের এই কষ্টের কথা জানতো।

বিল নির্বাচনী প্রচারণা ও জেফ-এর শেষকৃত্যশেষে ফিরে এলো। আমিও এই ছোট কলেজ শহরটি ঘুরে ফিরে দেখলাম। নিউ হেভেন এবং ওয়াশিংটনের ঘন লোকালয় ছেড়ে ফেটেভিলের হালকা জনারণ্য, আন্তরিকতা ও সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

একদিন আমি এ এন্ড পি'তে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, ক্যাশিয়ার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনিই কি কলেজের আইনের নতুন প্রফেসর?' আমি বললাম হ্যাঁ। সে

www.pathagar.com

বললো তার এক ভাগনে আমার ক্লাসে পড়ে এবং সে বলেছে শিক্ষক হিসেবে আমি মন্দ নই। একবার আমি অনুসন্ধানের জন্য ডায়াল করি, এক ছাত্র ক্লাসে আসছিলো না তার খোঁজ নেওয়ার জন্য। অনুসন্ধানের অপারেটরের কাছে তার নাম্বার জানতে চাইলে মহিলাটি বললেন, 'সে বাড়িতে নেই।'

'কি বলছেন।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'সে ক্যাম্পিং-এ গেছে,' মহিলাটি জানালেন। আমি কখনো এত ছোট স্থানে বসবাস করিনি। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। খুবই আন্তরিক। আমার খুবই ভালো লেগেছে।

বিল যখন এখানে থাকে, আমরা বন্ধুদের সাথে সন্ধ্যায় কাবাব (বার্বেকিউ) খেয়ে সময় কাটাতাম বা উইকএন্ডে আমাদের কলেজের সহকর্মী রিচার্ড রিচার্ডসের বাড়িতে ভলিবল খেলতাম।

ইউনিভার্সিটির একজন প্রশাসক কার্ল হুইলক এবং তার স্ত্রী মার্গারেট ল স্কুলের সামনের রাস্তার অপরদিকে হলুদ রঙের এক বড় বাড়িতে থাকতেন। তারা আমাকে নিমন্ত্রণ করেন এবং সেটাই আমার এই শহরে প্রথম নিমন্ত্রণ। তারা আমার বন্ধুতে পরিণত হন। মার্গারেটের আগে বিয়ে হয়েছিল। তার সেই স্বামী,– ছয় সন্তান যখন তার দশ বছরেরও কম– তাকে পরিত্যাগ করে। এটা সাধারণভাবে ভাবাই যায় না যে কোনো মহিলা যতই সুন্দরী কেন বা আকর্ষণীয় হোক না কেন কেউ ছয় ছেলেমেয়ে নিয়ে কোন স্বামী পরিত্যাক্ত মহিলাকে বিয়ে করবে। কিন্তু কার্ল এই মহিলার ভার গ্রহণ করেছিলেন। আমি একবার হোয়াইট হাউজে মার্গারেটকে এপি লেডারের সাথে পরিচয় করে দিয়েছিলাম। এপি লেডার মার্গারেটের কাহিনী শুনে বললেন, হানি, তোমার স্বামী তো সাধুসন্ত হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

এর মধ্যে একদিন ওয়াশিংটন কাউন্টির এটর্নী আমাকে ফোন করে জানালেন যে, ১২ বছর বয়সের একটি মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে আটককৃত একজন কয়েদী মহিলা আইনজীবী চাচ্ছে। তিনি জানালেন যে, ক্রিমিনাল কোর্টের জজ আমাকে নিয়োগ দিয়েছেন। আমি তাকে বললাম যে, এই ধরনের কেসে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। কিন্তু তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, জজের অনুরোধ আমি এভাবে ফেলে দিতে পারি না। আমি সেই কথিত ধর্ষণকারীর সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে গিয়ে জানতে পারি যে, সে একজন অশিক্ষিত এবং তার কাজ হলো মুরগী প্রসেসিংয়ের জন্য খামারবাড়িতে মুরগী ধরা। সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগকে অস্বীকার করলো। জানালো যে, মেয়েটি তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া এবং সে এই গল্পটা বানিয়ে বলছে। আমি এই মামলার একটা বিষদ তদন্ত করি এবং নিউইয়র্কে একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর মতামত নেই। তিনি কোর্টে দেয়া রক্ত ও বীর্য পরীক্ষা করে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। আমি বিষয়টিকে ধর্ষণ না বলে যৌন নিপীড়ন বলে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করি। দাবীটি পেশ করার জন্য আমি আমার মক্কেলকে নিয়ে যখন জজের সামনে হাজির হই, তিনি আমাকে কোর্ট রুম থেকে যেতে বলেন; কারণ সে সময়ে আমার দাবীটির যৌক্তিকতা তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। আমি তাকে বললাম, "জজ, আমি একজন আইনজীবী; আমি বাইরে যেতে পারি না।"

"ভালো কথা", তিনি বললেন, "আমি একজন মহিলার সামনে এই বিষয়ে কথা বলতে পারবো না।"

"জজ," আমি তাকে আবার মনে করিয়ে দিলাম, "আমাকে একজন আইনজীবী ছাড়া আর কিছুই ভাববেন না।"

www.pathagar.com

জজ বিবাদীর বক্তব্য শুনলেন এবং তাকে শাস্তি দিলেন।

আমার নতুন জীবনের কয়েক মাস পরের একটা ঘটনা। ফেয়েটেভিলের বেনটন কাউন্টি জেল-এর একজন মহিলা জেলার আমাকে ফোন করেন। তিনি বললেন, জনৈকা মহিলা বেনটোভিলের রাস্তায় 'ধর্মীয় (গোসপেল) প্রচার চালিয়ে শান্তি নষ্ট' করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে। তাকে আদালতে হাজির করা হবে এবং সম্ভাবনা যে তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হতে পারে। কারণ কেউ জানে না তাকে নিয়ে কি করা যায়। জেলার আমাকে সেখানে যাওয়ার অনুরোধ করে বললেন, মহিলাটির মাথা খারাপ নয়, তার 'ঐশ্বরিক শক্তি' রয়েছে।

আমি আদালতে যেয়ে জেলার এবং বন্দির সাথে দেখা করলাম। স্বজ্জন চেহারা, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোশাক ও হাতে একটি বাইবেল। সে আমাকে বললো যীশু খ্রিস্ট তাকে পাঠিয়েছে বেনটোভিলে ধর্ম প্রচার করার জন্যে এবং মুক্তি পেলে সে সেখানে ফিরে গিয়ে ওই কাজই করবে। যখন আমি জানলাম সে ক্যালিফোর্নিয়ার, আমি বিচারককে অনুরোধ করলাম তার ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে যাওয়ার একটা বাসের টিকেটের ব্যবস্থা করে দিতে এবং মহিলাটিকে বলে রাজি করালাম সেখানে ফিরে যেতে। তাকে বললাম, আরাকানস থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় তার প্রয়োজন বেশি।

এদিকে বিল জুন মাসে কংগ্রেসের প্রাথমিক রাউন্ডে জিতে গেলো। আমার বাবা এবং ভাই টনি মে মাসে কয়েক সপ্তাহ প্রচারণার জন্য আরকানসাসে এসে থাকে; তারা পোস্টার লাগাতো এবং টেলিফোনের উত্তর দিতো। এটা আমাকে এখনও বিস্মিত করে যে, আমার কট্টর রিপাবলিকান বাবা বিলের নির্বাচনে কাজ করেছিল। এটা থেকেই বোঝা যায়, তিনি বিলকে কতটা সম্মান করতেন ও ভালোবাসতেন।

লেবার ডে-র মধ্যেই বিলের প্রচারণা তুঙ্গে উঠে গেছে। রিপাবলিকানরা তাকে খুব নোংরাভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা শুরু করে। এটাই আমার প্রথম দেখা মিথ্যা ও তথ্যের ভুল উপস্থাপনার বহিঃপ্রকাশ।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন আরকানসাসের ফেয়েটেভিলে ১৯৬৯ সালের ট্রেক্সাস ও আরকানসাসের মধ্যে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিলেন। তখন একজন যুবক একটি গাছের উপর উঠে ভিয়েতনাম যুদ্ধের এবং ক্যাম্পাসে নিক্সনের উপস্থিতির প্রতিবাদ করে। পাঁচ বছর পরে ক্লিনটনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা দাবি করলো যে, বিল ছিল সেই গাছে চড়া সেই যুবক। এটা বিবেচনা করা হলো না যে, বিল ঠিক ওই সময়টাতে চার হাজার মাইল দূরে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করছিল। কয়েক বছর পরে আমি বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলে দেখেছি যে, তারা সেই অভিযোগটি বিশ্বাস করেছিল।

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। বিল যে চিঠিগুলো ভোটারদের জন্য ডাকযোগে পাঠায় সেগুলো পাঠানো হয়নি, পরে সেগুলো পোস্ট অফিসের পেছন থেকে উদ্ধার করা হয়। এই ধরনের আরো অনেক সাবোটেজ-এর খবর পেয়েছি; তবে অনেক কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। যখন সেই নভেম্বরে নির্বাচনের রাতটি এলো, ১,৭০,০০০ গৃহিত ভোটের মধ্যে বিল মাত্র ৬,০০০ ভোটে হেরে গেলো- শতকরা ৫২ ও ৪৮ ভাগ। রিপাবলিকান প্রার্থী মাত্র ৪% ভোট বেশি পেয়ে জিতে গেল।

স্কুল বর্ষ শেষ হলে, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম শিকাগো ও আমেরিকার পূর্ব তীরের স্থানগুলোতে লম্বা একটি ভ্রমণে যাবো - যে সকল মানুষ আমাকে চাকরি দিয়েছিল

www.pathagar.com

তাদের ও আমার বন্ধুদেরকে দেখার জন্য। বিমান বন্দরে যাবার সময়, বিল ও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি একটি লাল ইটের বাড়ি দেখি; যার সামনে টানানো ছিল 'বিক্রি হবে'। আমি সাধারণভাবে বললাম যে, এটি একটি সুন্দর ছোট বাড়ি। এবং তারপর ওটা নিয়ে আর ভাবিনি। কয়েক সপ্তাহের ভ্রমণের পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি আমার আরকানসাসের জীবনে ও বিলের কাছে ফিরে যাবো।

বিল আমাকে আবার যখন বিমান বন্দরে নিতে আসে, ফেরার সময় বললো, "তোমার কি সেই পছন্দের বাড়িটির কথা মনে আছে? যাকগে, আমি ওটা কিনে ফেলেছি, এখন তুমি আমাকে বিয়ে করে ফেলো, কারণ, আমি ওখানে একা থাকতে পারবো না।"

বিল বাড়িটির উঠোনে গাড়ি রাখলো; তারপর গর্বের সাথে আমাকে ভেতরে নিয়ে যায়। সেখানে বিল ইতোমধ্যেই রট-আয়রনের একটি খাট কিনেছে এবং ওয়ালমার্ট থেকে বিছানার চাদরও কিনে লাগিয়েছে।

এবার আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

১১ই অক্টোবর ১৯৭৫, লিভিং রুমে আমরা বিয়ে করে ফেললাম। একটা অনুষ্ঠানও হলো যেখানে আমার মা-বাবা ও ভাই, ভার্জিনিয়া ও রজার এবং আরো অনেক অতিথি ছিলেন।

এ যাবৎ যা ঘটে গেছে তারপর, আমি প্রায়শই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হই যে, বিল আর আমি কেন একসাথে ছিলাম। এই প্রশ্নটাকে আমি কখনই স্বাগত জানাই না, কিন্তু মানুষের যা স্বভাব, তাতে এই প্রশ্নটি বারবারই ফিরে আসবে। দশকের পর দশক ধরে যে ভালোবাসা গড়ে উঠেছে, আমাদের মেয়েকে মা-বাবার যৌথ স্নেহচ্ছায়ায় বড় করতে গিয়ে যা আরো বেড়েছে, জীবনেরতুল্য বন্ধুত্ব, একই সাধারণ বিশ্বাস এবং দেশের প্রতি একই রকম অঙ্গীকার– এ রকম প্রেমকে আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি! আমি শুধু এটা জানি যে, বিলের মতো আমাকে আর কেউ বুঝে না, এবং বিলের মতো করে আর কেউ আমাকে হাসাতে পারে না। এমন কি এতটা কাল পরেও, সে এখনও আমার কাছে সবচে' কৌতূহলী মানুষ, জীবনীশক্তি সম্পন্ন একটি জীবন্ত মানুষ।

বিল ক্লিনটন এবং আমি কথা বলতে শুরু করি ১৯৭১ সালের শরৎ কালে, এবং ত্রিশ বছরের বেশি সময় পরেও আমরা এখনও কথা বলি।

www.pathagar.com

লিটল রক

১৯৭৬ সালে আরকানসাসের এটর্নী জেনারেল হিসেবে বিল ক্লিনটনের বিজয় ছিল স্বাভাবিক। মে মাসে সে প্রাথমিক নির্বাচনে জিতে গেলো এবং তার বিরুদ্ধে কোন রিপাবলিকান প্রার্থীও ছিল না। সেই বছর সবচে বড় শো ছিল জিমি কার্টার ও জেরাল্ড ফোর্ডের ভেতর প্রতিযোগিতা।

একবছর আগে বিল ও আমি জিমি কার্টারের সাথে দেখা করেছিলাম, তখন তিনি ইউনির্ভাসিটি অফ আরকানসাসে বক্তৃতা করতে আসেন। তিনি বিলের প্রচারনার কাজে সাহায্যের জন্য তার দু'জন সেরা কর্মীকে ফায়েটেভিলে পাঠিয়েছিলেন।

কার্টার নিজেকে আমার কাছে এভাবে পরিচয় দিলেন, "হাই, আমি জিমি কার্টার এবং আমি প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছি।" এটা আমার নজর কাড়লো, তাই আমি খুটিয়ে দেখলাম এবং তার কথা শুনলাম। তিনি দেশের মেজাজটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী-উত্তর রাজনীতি ওয়াশিংটনের বাইরের কারো জন্য দুয়ার খুলে দিতে পারে। কার্টার সঠিকভাবে বক্তৃতা শেষ করতে গিয়ে বলেন যে, তার রাষ্ট্রপতি হবার সম্ভাবনা আর যে কারোর মতোই ভালো।

তিনি আরো অনুমান করেছিলেন যে, রিচার্ড নিক্সনের জন্য প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের ক্ষমা চাওয়া ডেমোক্র্যাটদের জন্য খুব ভালো ইস্যু হতে পারে। যদিও আমি বিশ্বাস করি, ফোর্ডের সেই ক্ষমা চাওয়াটা জাতির জন্য সঠিক ছিল, আমি আবার জিমি কার্টারের বিশ্লেষণের সাথেও একমত।

আমাদের মিটিং-এর শেষে, কার্টার জানতে চাইলেন তার জন্য আমার কোনও উপদেশ আছে কি না।

"যাই হোক, গভর্নর", আমি বললাম, "আমি আশেপাশের মানুষকে বলতে যাবো না যে আপনি প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন। সেটা কারো কারো জন্য একটু অপ্রস্তুতকর হতে পারে।"

"কিন্তু", তিনি সেই ট্রেডমার্কের হাসি দিয়ে বললেন, "আমি হতে যাচ্ছি।"

বিলের নির্বাচন করাটা নিশ্চিত হয়ে গেলে, জিমি কার্টার ডেমোক্র্যাটিক দলের নমিনেশন পাওয়ার পর আমরা উভয়েই তার প্রচারনায় যোগ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম। আমরা তার ষ্টাফদের সাথে কথা বলতে নিউ ইয়র্কের কনভেনশনে গেলাম।

ডেমোক্রেটিক কনভেনশনে যোগদান শেষে ছুটি কাটাতে দু'সপ্তাহের জন্য ইউরোপ সফরে যাই। সেই চমৎকার ভ্রমণের সময় আমরা স্পেনের বাস্ক অধ্যুষিত গুয়েরনিকা শহরেও গিয়েছিলাম। যে শহর পিকাসোর অমর সৃষ্টিকর্মকে উৎসাহিত করেছিল, সেটা

www.pathagar.com

দেখার আগ্রহ আমার দীর্ঘদিনের; এই গুয়েরনিকায় ১৯৩৭ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। স্পেনের ফ্যাসিবাদী একনায়ক ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর আহ্বানে হিটলারের বিমান বাহিনী প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে শহরটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। পিকাসো তার কালজয়ী চিত্রকর্মে এই ধ্বংসযজ্ঞের বিভীষিকা তুলে ধরেছিলেন। ১৯৭৬ সালে বিল আর আমি যখন গুয়েরনিকার রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম তখন আবার গড়ে তোলা শহরটিকে দেখাচ্ছিল অন্য যে কোনো পাহাড়ি জনপদের মতো। কিন্তু পিকাসোর শিল্পকর্ম ফ্রাঙ্কোর অপরাধকে আমার মনে একেবারে গেঁথে দেয়।

আমরা ফায়েটেভিলে ফিরে আসার পর, কার্টারের সহকর্মীরা বিলকে আরকানসাসের প্রচারনার প্রধান হতে বললেন এবং আমাকে ইন্ডিয়ানার ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর। ইন্ডিয়ানা ছিল রিপাবলিকান বহুল রাজ্য, কিন্তু কার্টার ভেবেছিলেন যে তার আদি নিবাস দক্ষিণাঞ্চলে এবং কৃষিকাজের পূর্বঅভিজ্ঞতা এমনকি রিপাবলিকান ভোটারদেরকেও কাছে টানতে পারে। আমি ভেবেছিলাম, ওটা অনেক লম্বা সময়ের জন্য সঠিক হতে পারে, কিন্তু আমি সেই খেলায় চেষ্টা করতে চাইলাম। আমার কাজ ছিল প্রতিটি এলাকায় প্রচারনা চালানো; তার মানে হলো স্থানীয় লোকদেরকে খুজে বের করে আঞ্চলিক কোঅর্ডিনেটরদের অধীনে কাজ করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমাদের প্রচারনা কেন্দ্রটি ছিল শহরের জেলখানাটির ঠিক উল্টোদিকে।

ইন্ডিয়ানা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম। একরাতে, কিছু প্রবীণ লোকের সাথে আমার ডিনার ছিল। তাদের দায়িত্ব ছিলো, ভোটের দিন ভোট-দিতে-চলো ধরনের প্রচারণা করা এবং মানুষকে ভোট দিতে নিয়ে যাওয়া। ওই টেবিলে আমি একমাত্র নারী ছিলাম। তারা আমাকে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলছিলেন না; তাই আমি তাদেরকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিলাম- তারা কতগুলো টেলিফোন কল, কতগুলো গাড়ি ইত্যাদি ব্যবস্থা করেছেন সেটা আমাকে জানানোর জন্য। হঠাৎ করেই একজন লোক টেবিলের ওই পাশ থেকে আমার কাছে এসে আমার ঘাড় ধরে বললো, "তুমি চুপ কর। আমরা বলেছি আমরা করবো, আমরা সেটা করে দেবো, কিন্তু কীভাবে করবো সেটা তোমাকে জানাবো না।" আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি জানতাম ওই লোক মদ্যপান করছিল, এবং এটাও জানতাম যে সবার চোখ আমার উপর। আমার হৃদকম্পন বেড়ে গেলো এবং আমি তার চোখের দিকে তাকালাম, তার হাতটি আমার ঘাড় থেকে সরিয়ে দিয়ে বললাম, "প্রথমত, আর কখনই আমাকে ছুবে না। দ্বিতীয়ত, তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমার হাত চালানোর মতো দ্রুত দিতে, তাহলে আমার কাজগুলো করার জন্য তথ্য আমি পেয়ে যেতাম। তখন আমি তোমাদেরকে রেখে চলে যেতে পারতাম - যা আমি এখন করতে যাচ্ছি।" আমার হাঁটু কাপছিল, কিন্তু আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং হেঁটে বের হয়ে এলাম।

যদিও কার্টার ইন্ডিয়ানাতে জয়লাভ করতে পারেননি, আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম যে তিনি জাতীয়ভাবে জয়লাভ করেছিলেন, এবং আমি নতুন প্রশাসনে কী হয় সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু বিল ও আমার কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে ভাবতে হলো। আমাদেরকে লিটল রক-এ চলে যেতে হবে। তার মানে হলো আমাদেরকে আমাদের বাড়িটি ছেড়ে যেতে হবে, যেখানে আমরা বিয়ে করে সংসার করছিলাম। লিটল রকে চলে আসার পর আমাকে শিক্ষকতার চাকরীটি ছেড়ে দিতে হলো— এতো দূর থেকে কাজটি করা যাচ্ছিল না। আমি একটি প্রাইভেট ল ফার্মে কাজ

www.pathagar.com

করার কথা ভাবতে শুরু করলাম, সেটা আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবেও সাহায্য করবে; যেহেতু এটর্নী জেনারেল হিসেবে বিলের বেতন হবে বার্ষিক ২৬,৫০০ ডলার।

আরকানসাস-এর সবচেয়ে নাজুক আইনি প্রতিষ্ঠান ছিল রোজ ল' ফার্ম। অবশ্য এটা ছিল সে সময় মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে সবচেয়ে পুরনো আইনি প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে লিগ্যাল এইড ক্লিনিক পরিচালনার সময় আমি এই ফার্মের একজন অংশীদার ভিন্স ফস্টারকে চিনতাম। ১৯৭৬-এর নির্বাচনের পর ভিন্স এবং এই ফার্মের অপর অংশীদার হার্বার্ট সি রউল আমার সঙ্গে দেখা করে চাকরির প্রস্তাব দেন। যথাযথ নিয়ম অনুসরণের ব্যাপারে ফার্মটির সুনাম দীর্ঘদিনের। আমাকে চাকরির প্রস্তাব দেয়ার আগেই তারা আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটা অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করেছিলেন যে, রাজ্যের এটর্নি জেনারেলের স্ত্রীকে আইনজীবী হিসেবে চাকরিতে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

রোজ ল' ফার্মের সব আইনজীবী অবশ্য তাদের মাঝে একজন মহিলা সহকর্মী পাওয়ার ব্যাপারে ভিন্স এবং হার্বার্টের মতো আগ্রহী ছিলেন না। এই ফার্মে আমার আগে আর কোনো মহিলা আইনজীবী স্থায়ীভাবে চাকরি করেননি। ১৯৪০-এর দশকে এই প্রতিষ্ঠান এলসিজান রয় নামের এক মহিলা ল' ক্লার্ককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছিল। এখানে কয়েক বছর কাজ করার পর তিনি একজন ফেডারেল বিচারকের স্থায়ী ক্লার্ক হিসেবে নিয়োগ পান। পরে প্রেসিডেন্ট কার্টারের আমলে তিনি আরকানসাসের ফেডারেল বেঞ্চের প্রথম মহিলা বিচারক নিযুক্ত হন। এই প্রতিষ্ঠানে মোট ১৫ জন আইনজীবী ছিলেন। আমাকে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অংশীদারদের ভোটে আমার নিয়োগ চূড়ান্ত হওয়ার পর ভিন্স আর হার্বার্ট আমাকে চার্লস ডিকেন্সের লেখা হার্ড টাইমস বইটি উপহার দেন। এই উপহার যে এমন যুতসই হবে তা তখন দাতা বা গ্রহীতা কেউই টের পাইনি।

আমি প্রতিষ্ঠানটির মোকদ্দমা শাখায় যোগ দিলাম। এই শাখার প্রধান ফিল ক্যারাল ছিলেন চমৎকার ভদ্রলোক। প্রথম সারির এই আইনজীবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানিতে যুদ্ধবন্দি ছিলেন। তিনি পরে আরকানসাস বার এসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছিলেন। আমি যে দু'জন আইনজীবীর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছি তারা হচ্ছেন ভিন্স আর ওয়েবস্টার হাবেল।

ভিন্স হচ্ছেন এ পর্যন্ত আমার দেখা অন্যতম সেরা আইনজীবী। তিনি আমার সেরা বন্ধুদের একজন। 'টু কিল এ মকিং বার্ড' ছবিতে আটিকাস ফিঞ্চের ভূমিকায় গ্রেগরি পেকের অভিনয় দেখা থাকলে ভিন্সের রূপ কল্পনা করা সম্ভব হবে। তাকে আসলেই এ ছবির নায়কের মতো দেখাতো। তার আচরণ ছিল ফিঞ্চের মতোই: স্থিতধী, কেতাদুরস্ত, চৌকস আর সহ্যশক্তিসম্পন্ন। এ ধরনের লোককেই বিপদের সময় পাশে চাওয়া যায়।

ল' ফার্মে ভিন্স আর আমার অফিস ছিল লাগোয়া। একজন সেক্রেটারি আমাদের দু'জনের কাজ করতেন। আরকানসাস-এর হোপ শহরে। তার বড় হয়ে ওঠা। ছেলেবেলায় তিনি যে বাড়িতে থাকতেন তার পেছনের অংশ আর বিলের দাদার বাড়ির পেছন ভাগ এক জায়গায় এসে মিলেছিল। বিল চার বছর বয়স পর্যন্ত তার দাদা-দাদীর সঙ্গে ছিলেন। শৈশবে বিল আর ভিন্স একসঙ্গে খেলাধুলা করেছে। অবশ্য ১৯৫৩ সালে বিল হট স্প্রিংসে চলে গেলে তাদের সম্পর্কে ছেদ পড়ে। বিল এটর্নি জেনারেল পদে প্রার্থী হলে ভিন্স ছিলেন তার জোরালো সমর্থক।

www.pathagar.com

ওয়েব হাবেল ছিলেন দশাসই দেহের সুন্দর মানুষ। আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাবেক ফুটবল তারকা গলফ খেলা নিয়ে মত্ত থাকতেন। গলফের মাঠেই তিনি বিলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। স্মৃতিচারণেও তিনি ছিলেন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আরকানসাস রাজ্যে গল্প বলা হচ্ছে জীবনচর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সব ক্ষেত্রে ওয়েবের অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ছিল পূর্ণ। তিনি পরে লিটল রকের মেয়র এবং আরকানসাস সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। তার সঙ্গে কাজ করা ছিল দারুণ মজার ব্যাপার।

ওয়েবকে দেখাতো বয়স্ক খোকার মতো। অথচ মামলা পরিচালনায় তিনি ছিলেন দারুণ সৃজনশীল। আরকানসাস-এর জটিল আইন-কানুন সম্পর্কে তার রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য শুনে খুব মজা পেতাম । তার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। একদিন ওয়েব আর আমি সারারাত অফিসে ছিলাম। পরের দিন একটা জটিল মামলার শুনানি হবে। আমরা মামলাটির নথিপত্র নিয়ে কাজ করছিলাম। ওয়েব তার পিঠ মাটিতে ঠেকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। সেভাবে শুয়ে তিনি ১৯ শতকের অনুরূপ মামলার বিবরণ একটার পর একটা আউড়ে যাচ্ছিলেন। আমার কাজ ছিল লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে মামলাগুলোর আরো বিশদ বর্ণনা খুঁজে বের করা।

আমি জীবনে প্রথম স্বাধীনভাবে যে মামলা পরিচালনা করি তাতে আমি ছিলাম বিবাদী পক্ষে। আমার মক্কেল ছিল একটি টিনজাত খাবার বিক্রেতা কোম্পানি। একজন এই কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, রাতে খাবারের সময় শূকরের মাংস ও সিমের একটা টিন খুলে তিনি টিনের তলায় একটি ইঁদুরের লেজ দেখতে পান। তিনি এই টিনজাত খাবার মুখে তোলেননি। কিন্তু তার দাবি হচ্ছে লেজ ইঁদুরের দেখেই তার নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। তিনি বমি করে ফেলেন। ফলে, সে রাতে তিনি তার প্রেমিকাকে চুমু খেতে পারেননি। শুনানি চলার সময় তিনি আদালতে বসে অনবরত রুমালে থুতু ফেলছিলেন। তাকে একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। নিঃসন্দেহে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টে কিছু একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোম্পানি বাদীকে ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে। কোম্পানির যুক্তি ছিল এতে বাদীর কোনো ক্ষতি হয়নি। তদুপরি অন্যান্য খাবারের সঙ্গে ইঁদুরের লেজও স্টেরিলাইজ করা হয়েছিল। বিশ্বের কোনো কোনো অংশে এটা সুস্বাদু খাবার হিসেবে বিবেচিত। জুরিদের সামনে আমি ছিলাম নার্ভাস। তারপরও আমি তাদেরকে নানান যুক্তি দিয়ে বুঝালাম যে আমার মক্কেলের অবস্থান সঠিক। জুরিরা বাদীকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়ায় আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বছরের পর বছর বিল আমাকে 'ইঁদুরের লেজ' মামলা নিয়ে ঠাট্টা করেছে। বাদীর ভঙ্গী নকল করে সে বলত, বারে বারে থুতু ফেলতে হচ্ছে বলে আমি প্রেমিকাকে চুমু খেতে পারছি না।

আইনের পেশায় নিয়োজিত থাকার পুরো সময়টায় আমি শিশুদের পক্ষ নিয়ে কাজ করেছি। এল ডোরাডোর এটর্নি এন্থনি আমাকে এক দম্পতির পক্ষে মামলা পরিচালনার অনুরোধ করেন। ওই দম্পতি আড়াই বছর ধরে একটা শিশু লালন-পালন করছিল। তারা এখন শিশুটি দত্তক নিতে চায়। আরকানসাস-এর হিউম্যান সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট আইনী ফ্যাকড়া তুলে এতে অসম্মতি জানায়। আইনের ছাত্রী থাকাকালে কনেকটিকাটে এধরনের একটা মামলা আমাকে আংশিকভাবে সামলাতে হয়েছিল। আমি আগ্রহের সঙ্গে মামলাটি নিলাম। মামলা চালানোর জন্য যথেষ্ট অর্থ আমাদের মক্কেলের ছিল।

www.pathagar.com

বেরিল এবং আমি আদালতে বিশেষজ্ঞদের অভিমত পেশ করলাম। তাতে দেখানো হয়েছিল জীবনের শুরুতে শিশুদের সার্বিক বিকাশে একক পরিচিতজনের স্নেহমমতা ও তদারকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বিচারককে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, পালক বাবা-মা দত্তক নেবে না মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করলেও যদি তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবে সেক্ষেত্রে এ চুক্তি প্রয়োগযোগ্য নয়। আমরা মামলাটি জিতেছিলাম। কিন্তু রাজ্য কর্তৃপক্ষ আপিল না করায় এ সংক্রান্ত আইন অপরিবর্তিত থেকে যায়। তবে আমাদের বিজয় একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় আরকানসাস রাজ্য কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে তাদের এ সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তিত করে।

এই মামলা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, শিশুদের অধিকার এবং স্বার্থের পক্ষে ওকালতি করার জন্য আরকানসাস-এ রাজ্যব্যাপী একটি সংগঠন প্রয়োজন। আমি ছাড়া আরও অনেকে বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলেন। আমরা কয়েকজন মিলে "আরকানসাস অ্যাডভোকেটস ফর চিলড্রেন এন্ড ফ্যামিলিস" নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। এই সংগঠন শিশু কল্যাণ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

রোজ ল' ফার্মে থাকাকালে বিভিন্ন মামলা পরিচালনা এবং শিশু বিষয়ক মামলা তদারকির পাশাপাশি আমি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশা এবং আকুতি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখছিলাম।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্ত্রীদের প্রতি সবসময় নজর রাখা হতো। ১৯৭৪ সালে গভর্নর ডেভিড প্রেয়রের স্ত্রী বারবারা প্রেয়র ছোট করে চুল ছাঁটার কারণে প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হন। আমি বারবারাকে পছন্দ করতাম। ভাবতাম,তার চুলের প্রতি সাধারণ মানুষের অতিআগ্রহ অশোভন। আমি ধরে নিয়েছিলাম, সন্তানের ব্যস্ত মা হিসেবে তিনি নিজের চুলের জন্য একটা সহজ স্টাইল বেছে নিয়েছিলেন। সংহতি প্রকাশের জন্য আমি আমার চুল বারবারার মতো করে ছাঁটার সিদ্ধান্ত নিলাম। চুলের ধরন পাল্টানোর জন্য আমাকে দু'বার বিশেষ ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করতে হয়েছিল। নতুন কোঁকড়ানো চুল নিয়ে বিলের সামনে হাজির হলে সে আমাকে দেখে আঁতকে উঠল! অবাক হয়ে মাথা নেড়েও কেন যে আমি আমার লম্বা চুলের এমন 'সর্বনাশ' করলাম তার কোনো কূলকিনারা সে পাচ্ছিল না।

ভিন্স আর ওয়েব যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমি যা সেভাবেই তারা আমাকে মেনে নিয়েছিলেন। প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে আমার আগ্রহ নিয়ে তারা মজা করতেন। ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করতেন কেন আমার কোন কোন ভাবনা কখনো কার্যকর হবে না। অফিসের বাইরে গিয়ে দুপুরের খাবার খাওয়া আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমরা প্রায় নিয়মিত এক ইতালীয় রেস্টুরেন্টে যেতাম। সেখানে খদ্দেরদের তেমন ভিড় থাকত না। আমরা খেতে খেতে চুটিয়ে আড্ডা দিতাম। এতে অনেকে ভ্রু কুঁচকাতে শুরু করে। সে সময়ে লিটল রকে মহিলারা নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে খেতে যেত না।

একজন রাজনীতিবিদের স্ত্রী এবং একজন আইনজীবী হিসেবে মানুষ আমাদেরকে নিয়ে কথা বলে, সেটা আমি যখন মাঝে মাঝে বাইরে বের হই তখন শুনতে পাই; বিশেষ করে মানুষ যখন আমাকে খুব একটা চিনতে পারে না। একবার আমি ও আমার একজন সহকর্মী এটর্নী একটা কেসে লড়ার জন্য আরকানসাসের হ্যারিসন নামের শহরে

www.pathagar.com

যেতে হলো - আমরা একটা ছোট বিমান ভাড়া করে রওয়া হলাম। বিমান থেকে নেমে আমরা কোনও ট্যাক্সি পাচ্ছিলাম না। একদল লোক জড়ো হয়েছিল, আমি তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেউ কি হ্যারিসনে যাচ্ছেন? আমাদেরকে কোর্টহাউজে যেতে হবে।"

একজন লোক বললো, "আমি। আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাবো।"

আমাদের সবাইকে সামনের সীটে বসতে হলো, কারন পেছনের সীটে যন্ত্রপাতি বোঝাই ছিল। এর মধ্যে রেডিওতে খবর হচ্ছিল। সেখানে বলছিল, "আজ, এটর্নী জেনারেল বিল ক্লিনটন বলেছেন যে তিনি অমুক অমুক বিচারকের খারাপ ব্যবহার করার বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন...."। হঠাৎ করেই আমাদের ড্রাইভার চিৎকার করে বলে বসলো, "বিল ক্লিনটন! তোমারা নিশ্চয়ই কুত্তার বাচ্চা বিল ক্লিনটনকে জানো?"

আমি নিজেকে একটু শক্ত করে বললাম, "হ্যা, আমি তাকে চিনি। সত্যি করে বললে, আমি তার সাথে বিবাহিত।"

আমার কথা লোকটির দৃষ্টি কাড়লো এবং এই প্রথমবারের মতো সে আমার দিকে তাকালো। "তুমি বিল ক্লিনটনের স্ত্রী? যাই হোক, তিনি হলেন আমার সবচে প্রিয় কুত্তার-বাচ্চা; আর আমি হলাম তার পাইলট।"

১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ ছিল আমার জন্য খুবই কঠিন, গৌরবের এবং হৃদয় বিদারক সময়। বিল অনেক বছর ধরে বলতো, কী করে আরকানসাসের উন্নতি করা যায়। শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ এলো। ১৯৭৮ সালে বিল আরকানসাসের গভর্নর নির্বাচিত হয়ে গেলো। রেসের ঘোড়ার মতো শক্তি নিয়ে সে দুই বছরের টার্ম শুরু করলো। সে নির্বাচনের প্রচারনার সময় ডজনখানেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল; এবং প্রথম দিন থেকেই বিল সেগুলো নিয়ে কাজ করতে শুরু করলো।

সব কিছুর পরেও মনে হচ্ছিল কি যেন নেই; বিল ও আমি একটা বাচ্চা নেয়ার জন্য চেষ্টা করছিলাম। আমরা দুজনই শিশু খুব পছন্দ করি। কিন্তু যাদের বাচ্চা আছে তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ফ্যামিলি শুরু করার সুবিধামতো সময় কখনই আসে না। বিলের প্রথম টার্মটি অন্য যে কারোর মতোই খুবই অসুবিধাজনক সময় ছিল। আমরা যতদিন না ছুটি কাটাতে বারমুডা গেলাম, তার আগ পর্যন্ত আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো না।

বিল এবং আমি বাচ্চা জন্ম দেওয়ার প্রস্তুতির জন্য ক্লাসে যেতাম। এটা যেন নতুন একটি অধ্যায় যা অনেক মানুষকেই চিন্তিত করলো, তাদের গভর্নর বাচ্চা জন্মানোর পরিকল্পনা করছিল। আমি যখন সাত মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা, কোর্টে একদিন বিচারকের সাথে এমনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, প্রতি শনিবার সকালে আমি আর বিল, সন্তান প্রসবকালে কী করতে হয় সেটা শিখতে ক্লাসে যাই।

"কি?", বিচারক বিস্ফোরিত হলেন। আমি সবসময় তোমার স্বামীকে সমর্থন করেছি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, বাচ্চা প্রসবের সময় সেখানে স্বামীদের কিছু করনীয় আছে!" তার কথা শুনে মনে হলো না যে, তিনি রসিকতা করছেন।

মার্চ মাসে আমার প্রসবের তারিখ এবং ডাক্তার বললেন যে, আমি এখন আর ভ্রমন করতে পারবো না। তার অর্থ হলো হোয়াইট হাউজে গভর্নরদের যে বাৎসরিক ডিনার পার্টি হয়, আমি সেটাতে যেতে পারবো না।

আমার যখন প্রসব বেদনা উঠলো, সেই সময়ে কী কী করতে হয় এবং কী কী হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় সেই তালিকাটি নিয়ে বিল দৌড়াদৌড়ি শুরু করলো। এই

www.pathagar.com

সময়ে একটি ছোট প্লাষ্টিকের ব্যাগে কিছু বরফ নিয়ে যেতে বলে। আমাকে যখন গাড়িতে উঠানো হচ্ছিল, আমি তখন দেখতে পেলাম একজন গৃহকর্মী উনচল্লিশ গ্যালনের একটি ব্যাগে বরফ ভরে ট্রাঙ্কে তুলে দিচ্ছে।

আমরা হাসপাতালে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমাকে সিজারিয়ান বাচ্চা নিতে হবে, যা আমরা আগে চিন্তা করিনি। বিল অনুরোধ করলো তাকে যেনো অপারেশন রুমে থাকতে দেয়া হয়, যা ছিল নজীরবিহীন। যেহেতু ও ছিল গভর্নর, তাই হাসপাতাল তাকে ভেতরে যেতে অনুমতি দিল। তারপর থেকে নিয়ম করে দেয়া হলো যে, সিজারিয়ান বাচ্চা হলে অপারেশনের সময় বাচ্চার বাবাকে সেখানে যেতে দেয়া হবে।

আমাদের মেয়ের জন্ম ছিল আমার জীবনে সবচে অলৌকিক একটি ঘটনা। বিল ও আমাদের পরিবারে খুশির বন্যা নিয়ে, নির্ধারিত সময়ের তিন সপ্তাহ আগেই ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, রাত ১১:২৪ মিনিটে চেলসী ভিক্টোরিয়া ক্লিনটন পৃথিবীতে আসে। আমি যখন সুস্থ হয়ে উঠছিলাম, বিল চেলসীকে কোলে নিত এবং বাবা ও মেয়ের সম্পৃক্তি যেন সারা হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়তো। সে তার মেয়ের জন্য গান গাইতো, দোল খাওয়াতো আর বলতো সে নতুন করে পিতৃত্বকে আবিষ্কার করেছে।

যে রাতে চেলসি জন্মালো, তার পরদিন সকালে আমার ল' পার্টনার জো গ্রিয়র আমাকে ফোন করলেন, 'অফিসে আসার জন্য গাড়ি পাঠাব নাকি?'জানতাম তিনি ঠাট্টা করছেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমি বারবার চেষ্টা করেও আমার ল' ফার্মকে ছুটির তালিকায় মাতৃত্বকালীন ছুটি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে রাজি করাতে পারিনি। গর্ভবতী হওয়ার পর দিন দিন আমার পেট ভারি হচ্ছিল। কিন্তু ল' ফার্মের অংশীদারগণ সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করতেই বেশি আগ্রহ দেখাতেন। অবশ্য চেলসি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তারা জানান, আমি যতদিন প্রয়োজন ছুটি নিতে পারি।

আমি আমার শিশু কন্যার সঙ্গে বাড়িতে থাকার জন্য চার মাস ছুটি পেয়েছিলাম। এতে অবশ্য আমার আয় কমে গিয়েছিল। ল' ফার্মের অংশীদার হিসেবে আমি নির্দিষ্ট অংকের মূল বেতন পেতাম। কিন্তু মক্কেলদের কাছ থেকে মামলার ফি হিসাবে পাওয়া অর্থ থেকে আমার আয়ের একটা বড় অংশ আসত। আমি কাজ করছিলাম না বলে স্বাভাবিকভাবেই সে টাকাও পাচ্ছিলাম না। আমি কখনও ভুলিনি যে অন্য অনেক মহিলার তুলনায় আমি ছিলাম ভাগ্যবতী। আমি আমার মেয়েকে সময় দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। অনেক মা তা পায় না। এই অভিজ্ঞতার ফলে বিল আর আমি সন্তানের জন্মকালে মা-বাবার সবেতন ছুটির প্রয়োজন গভীরভাবে উপলব্ধি করি। সব বাবা-মা যাতে ইচ্ছা করলে তাদের সদ্যোজাত সন্তানের সঙ্গে বাড়িতে থাকতে পারেন এবং ছুটি শেষে কাজে যোগ দেয়ার পরও সন্তানের যত্ন যাতে সঠিক হয় তার একটা সামাজিক পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য আমরা গভীরভাবে অনুভব করলাম। ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রথম যে বিলে সই করে সেটা হচ্ছে 'ফ্যামিলি অ্যান্ড মেডিকেল লিভ অ্যাক্ট।' এতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গিয়েছিলাম।

আগেই বলেছি, আমরা গভর্নরের প্রাসাদে থাকতাম। সে ভবনে শিশুদের সুবিধার জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এই ভবনের বাবুর্চির নাম এলিজা এশলে। সে কয়েক দশক ধরে এখানে বাবুর্চির কাজ করে আসছে। বাড়িতে একটা শিশুর আগমনে সে দারুণ খুশি। ক্যারলিন হুবারকে আমরা রোজ ল' ফার্ম থেকে নিয়ে এসেছিলাম ভবনটি

www.pathagar.com

দেখানোর জন্য। সে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল। চেলসি ছোটবেলায় ভাবতো সে তার খালা বা সেরকম কেউ হবে। চেলসিকে লালন-পালনের ব্যাপারে আন্তরিক সাহায্য করে সে আমাদেরকে চিরঋণী করে রেখেছে। তবে আমি কখনও ভালো সময়কে চিরস্থায়ী মনে করি না। বিল আর আমি সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় থেকেই আরও স্থিতিশীল আর্থিক পরিকল্পনা করি।

বিল ক্লিনটন যে টাকা কামানো বা সম্পত্তি অর্জনের বিরোধী ছিল তা নয়। তবে তার কাছে ব্যাপারটা কখনও অগ্রাধিকার পায়নি। বই কেনা, সিনেমা দেখা, ডিনার খাওয়া এবং ভ্রমণের জন্য টাকা হাতে থাকলে তার আর কিছু লাগত না। আরকানসাসের গভর্নর হিসেবে সে কখনও বছরে ৩৫ হাজার ডলারের বেশি বেতন পায়নি। এর থেকে করের অর্থ কাটা গেলেও আরকানসাসের জন্য এটা ছিল ভালো আয়। বেতন ছাড়াও আমরা যেসব সুবিধা পেতাম সেগুলো হচ্ছে সরকারি বাড়িতে থাকা এবং অন্যান্য সরকারি খরচাপাতি। এর মধ্যে খাওয়ার খরচও ছিল। ফলে আমাদের আয়ের হিসেবে খানাপিনা ভালই চলতো বলতে হবে। তবে সূচনালগ্ন থেকে রাজনীতি হচ্ছে এক অস্থিতিশীল পেশা। সুতরাং আমাদের বিকল্প কিছু একটা গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল। সেটা একটা পাখির বাসা হলে তাই সই।

আমি আর্থিক ব্যাপারে উদ্বেগের এই স্বভাবটি পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে। পরিচিত মহলে তার কৃপণ বলে কুখ্যাতি ছিল। তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে বিনিয়োগ করেছেন, ছেলেমেয়েদের ভালভাবে পড়িয়েছেন এবং শেষ বয়স কাটিয়েছেন স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখনই বাবা আমাকে শেয়ার বাজারের নানান খুঁটিনাটি বিষয় শিখিয়েছিলেন। তিনি বারবার আমাকে মনে করিয়ে দিতেন, 'গাছের ওপর তুলে রাখলে টাকা আপনা আপনি বাড়ে না।' কেবল কঠিন পরিশ্রম, সঞ্চয় এবং সুষ্ঠু বিনিয়োগের মাধ্যমে তুমি আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করতে পার। তারপরও আমি সঞ্চয় আর বিনিয়োগ নিয়ে তেমন একটা গা করিনি। কিন্তু এখন বুঝলাম আমাদের পরিবার বাড়ছে। এ সময় টাকা-পয়সার সংকট দেখা দিলে আমাকেই সেটা সামলাতে হবে। আমি কাজে লাগাতে পারি এমন সুযোগের সন্ধানে থাকলাম। আমার বান্ধবী ডায়ানা ব্লেয়ারের স্বামী জিম ব্লেয়ার ভোগ্যপণ্য বাজারের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বুঝত। সে তার এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কারও সঙ্গে কিছু একটা করতে চাইছিল।

১৯৭০-এর দশকের শেষ ভাগে ভোগ্যপণ্যের বাজার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। জিম ব্যবসার এমন এক ধারা গড়ে তোলে যা তার ভাগ্য খুলে দেয়। ১৯৭৮ সালের দিকে সে এতই ভাল করতে তাকে যে, তার আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের ব্যবসায় নেমে পড়ার জন্য খোঁচাতে শুরু করে। আমি এক হাজার ডলারের ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

ভোগ্যপণ্যের বাজার শেয়ার বাজারের মতো নয়। ওয়াল স্ট্রিটের (যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শেয়ার বাজার) চেয়ে বরং লাসভেগাসের (জুয়ার জন্য প্রসিদ্ধ শহর) সঙ্গে এর মিল বেশি। বিনিয়োগকারীরা কিছু কিনে এবং বিক্রি করে– এর অর্থ হচ্ছে তারা নির্দিষ্ট মূল্যে ময়দা, কফি, বাছুর ইত্যাদি কেনার বা বিক্রির প্রতিশ্রুতি দেয়। পণ্যগুলো বাজারে আসার পর যদি দাম বেড়ে যায় তবে বিনিয়োগকারী লাভবান হয়। কোনো কোনো সময় লোকজন এই ক্ষেত্রে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করে। পণ্যমূল্য ২ থেকে ৩ সেন্ট বেড়ে গেলে তাদের বিরাট মুনাফা হয়। আবার দাম কমে গেলে উল্টোটাও ঘটে। কয়েক মাসে

www.pathagar.com

আমি এই বাজারে লাভ এবং লোকসান দু'টিই শুনেছি। এভাবে মন্দ চলছিল না। কিন্তু ১৯৭৯ সালে চেলসি পেটে আসার পর আমি আর স্নায়ুর চাপ সইতে পারছিলাম না। তখন আমার মনে হল, আরে, অনেক টাকা জমে গেছে তো! এই টাকা আমি আমার সন্তানের লেখাপড়ায় খরচ করবো। আমি এই ব্যবসা শুরু করি ১০০০ ডলার দিয়ে। যখন ব্যবসা ছেড়ে দিই তখন আমি ১ লাখ ডলারের মালিক।

বিল প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আমার এই বিপুল মুনাফা নিয়ে তদন্ত হয়েছিল। তদন্ত কারীরা সিদ্ধান্ত দেন যে, সে সময়কার অনেক বিনিয়োগকারীর মতো ভাগ্য আমাকেও সাহায্য করেছে। একই সময় বিল আর আমি অন্য ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করেছিলাম। কিন্তু সেখানে আমরা ভাগ্যের সহায়তা পাইনি। হোয়াইট ওয়াটার এস্টেট নামের একখণ্ড জমি কিনে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট মেয়াদের প্রায় পুরো সময়কাল বিলকে এই বিনিয়োগ নিয়ে জটিল তদন্ত মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

১৯৮০ সালটি ছিল আমাদের জন্য একটি বিশাল বছর। আমরা মাত্র নতুন মা-বাবা হয়েছি, এবং বিল পুনঃনির্বাচনের জন্য দাড়াচ্ছে। এইদিকে সুদের হার বেড়ে যাচ্ছিল এবং অর্থনীতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যেতে শুরু করেছে। প্রশাসন বেশ কিছু আন্ত র্জাতিক সমস্যার কারনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ১৯৮০ সালের গ্রীস্ম ও শরৎকালে এর কিছু কিছু সমস্যা আরকানসাসকেও আঘাত করলো। শত শত কিউবান উদ্বাস্তু, যাদেরকে ফিদেল কাস্ট্রো জেল ও মানসিক হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন– নৌকায় করে আমেরিকাতে চলে আসে, তাদেরকে আরকানসাসে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। মে মাসের শেষের দিকে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে রায়ট শুরু হয়ে যায় এবং সেটা স্থানীয়দের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার প্রতিনিধিরা এবং সাধারন নাগরিকরা তাদের শটগানে গুলী ভরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গেলো, কারন পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর কোনও পুলিশী ক্ষমতা ছিল না, এমনকি বন্দীদেরকে জোর করে আটকে রাখার মতো ক্ষমতাও দেয়া হয়নি। কিউবানদের ধরে পরিস্থিতি ঠিক করার জন্য বিল স্টেট ট্রুপার ও ন্যাশনাল গার্ডম্যানদের পাঠালো। তারপর পরিস্থিতি দেখার জন্য সেখানে গেলো।

বিলের এই পদক্ষেপ অনেক জীবন বাঁচিয়েছিল এবং সহিংসতা আর ছড়াতে পারেনি। কিছুদিন পর বিল যখন আবার সেখানে গেলো পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা দেখার জন্য, তার সাথে আমিও গেলাম। তখনও বিভিন্ন স্থানে সহিংস পোস্টার লাগানো ছিল, যেমন একটি বাড়ির সামনে লেখা "আমরা কাউকে মারার জন্য গুলী করি"। হতাশ জেনারেল ড্রুমন্ড এবং হোয়াইট হাউসের কিছু প্রতিনিধির সাথে উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠক হলো যেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বন্দীদেরকে ধরে রাখার জন্য বিল ফেডারেলের সাহায্য চাইছিল, কিন্তু জেনারেল ড্রুমন্ড বললেন যে উপরের নির্দেশে তার হাত বাধা। হোয়াইট হাউসের কথা অনেকটা এইধরনের- "অভিযোগ করো না, যে বিশৃংখল পরিস্থিতি দেয়া হয়েছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করো"। বিল শুধু এটুকুই করেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করায় বিলকে পরবর্তিতে চরম মূল্য দিতে হলো।

জুনের রায়টের পর প্রেসিডেন্ট কার্টার বিলকে কথা দিয়েছিলেন যে, আর কোনও কিউবানকে আরকানসাসে পাঠানো হবে না। কিন্তু আগস্টে হোয়াইট হাউস সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো। উইসকনসিন ও পেনসিলভানিয়ার কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিয়ে

www.pathagar.com

আরো উদ্বাস্তু আরকানসাসে পাঠানো হলো। এই ঘটনা আরকানসাসে বিল ক্লিনটন ও জিমি কার্টারের অবস্থানকে দূর্বল করে ফেললো।

বিলের রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রাঙ্ক হোয়াইট নেতিবাচক বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করলেন। তারা কিউবান রায়টকে কাজে লাগিয়ে বলতে থাকলেন যে, "বিল ক্লিনটন আরকানসাসের চেয়ে জিমি কার্টারের প্রতি বেশি যত্নবান।" আমি সেটাকে প্রথমে খুব একটা গুরুত্ব দেইনি, কারন সবাই জানে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে বিল কত সুন্দর কাজ করেছিল। কিন্তু তখন আমি বিভিন্ন জায়গায় কিছু প্রশ্ন শুনতে পেলাম : "কেন গভর্নর কিউবান রায়ট চলতে দিলেন?" "কেন গভর্নর জিমি কার্টারের চেয়ে আমাদের প্রতি বেশি যত্নবান নন?" এগুলো নেতিবাচক সংবাদের ক্ষমতাকেই প্রকাশ করে। এই ধরনের বিজ্ঞাপন ১৯৮০ সালে খুব বেশি দেখা যাচ্ছিল। রিপাবলিকানরা একটি কমিটি তৈরী করে সারা দেশে এই ধরনের নেতিবাচক প্রচারনায় লিপ্ত হলো। অক্টোবরের জনমত জরীপে দেখা যাচ্ছিল, বিল যে এগিয়ে আছে সেটা আসলে সত্যি নয়, উপরন্ত বিল নির্বাচনে হেরে যেতে পারে। বিল ১৯৭৮ সালে নিউইয়র্কের একজন তরুন জনমত যাচাইকারী ডিক মরিসকে নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এবার তার অফিসের কেউ আর মরিসের সাথে কাজ করতে চাইলো না, তারা বিলকে নতুন টিম নিয়ে কাজ করতে বললো। আমি মরিসকে ফোন করে জানতে চাইলাম, কী হচ্ছে বলে তার মনে হয়। সে আমাকে বললো, বিল সত্যিকারের ঝামেলায় আছে এবং সে যদি নাটকীয় কিছু করতে না পারে তাহলে হেরে যাবে। বিল নিজেও অনিশ্চিত ছিল।

নির্বাচনের ঠিক আগ মূহুর্তে, ন্যাশনাল গার্ডের একজন অফিসারের সাথে আমাদের বিরক্তিকর একটি আলোচনা হয়। সে বিলকে জানালো যে, তার বৃদ্ধ চাচী ফ্রাঙ্ক হোয়াইটকে ভোট দিবে, কারন বিল কিউবান রায়টকে চলতে দিয়েছিল। যখন সেই অফিসার তার চাচীকে বুঝিয়ে বললো যে, এটা ঠিক নয়, বিল ক্লিনটন বরং রায়ট থামিয়েছিল; তখন তার চাচী বললো যে, নাহ এটা সত্যি হতে পারে না, কারন সে টেলিভিশনে দেখেছে কী হয়েছিল। ১৯৮০ সালে নেতিবাচক বিজ্ঞাপনের ক্ষমতার দাপটে সত্যকে মাথা নিচু করতে হয়েছিল। এবং ভোটারদেরকে বিপথগামী করেছিল। বিল ৪৮ ভাগ ভোট পেয়ে হেরে গেলো।

নির্বাচনের পরবর্তী দুঃখের মাসগুলোতে চেলসী ছিল একমাত্র উজ্জ্বল চিহ্ন। সে ছিল আমাদের পরিবারের একমাত্র নাতনী। তাই বিলের মা খুশি হয়েই বেবি-সিট করতো; একইভাবে আমার মা-বাবাও বেড়াতে আসতেন। একদিন বিল টেলিভিশনে বাস্কেটবল খেলা দেখছিল, ফোনে কথা বলছিল আর চেলসীকে ধরে রেখেছিল। চেলসী যখন বিলের নজর কাড়তে পারছিল না, তখন সে নাকে কামড় বসিয়ে দিল।

এদিকে আমি প্রথমবারের মতো বুঝতে পারি, আমার ব্যক্তিগত রুচি আমার স্বামীর রাজনৈতিক ভবিষ্যতে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। আমার মা-বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন মানুষকে তার ভেতরের গুনাবলী দিয়ে বিচার করতে, তারা কী ধরনের পোষাক পড়ছে বা কী টাইটেল ধারন করছে সেটা দিয়ে নয়। আমি খুব কঠিনভাবে শিখলাম যে, আরকানসাসের কিছু ভোটার খুবই বিরক্ত হয়েছিল কারন বিয়ের পর আমি আমার পারিবারিক নাম আমার নামের সাথে রেখেছিলাম।

নিজের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিষয়টি স্বীকার করা ভালো। যখন আমি বিলকে বিয়ে করে দু'জনে একসঙ্গে থাকবো বলে স্থির সিদ্ধান্ত নিই তখনও আমি নিজেকে 'আমি'

www.pathagar.com

হিসেবেই ভাবতাম। আমি বাস্তববাদী ছিলাম। আমরা বিয়ে করার সময় আমি হিলারি রডহ্যাম নামে শিক্ষকতা করতাম, মামলা পরিচালনা করতাম, লেখা ছাপাতাম এবং বক্তৃতা দিতাম। বিল রাজ্যের কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়ার পরও আমি আমার নাম অবিকৃত রাখি। এর আংশিক কারণ হচ্ছে এতে করে স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়ার বিষয়টি এড়ানো যাবে বলে আমার ধারণা ছিল। তখন বিলের পদবি গ্রহণ করলে অন্তত একটা মামলায় আমি হারতাম।

সেই মামলায় ফিল আর আমি বিবাদীর পক্ষে লড়ছিলাম। আমাদের মক্কেল ছিল একটি কোম্পানি। এই কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানির কাছে কিছু কাঠের স্লিপার বিক্রি করেছিল। এসব স্লিপার রেলপথে যথাস্থানে পাঠানো হয়। নামানোর সময় দুর্ঘটনাবশত স্লিপারগুলো মাল গাড়ি থেকে পড়ে গেলে আহত হয় ক্রেতা কোম্পানির কয়েকজন শ্রমিক। ফলে এই কোম্পানি আমাদের মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়। যে বিচারকের আদালতে মামলাটি চলছিল তার বিরুদ্ধে এজলাসে বসে অসদারচণের অভিযোগ ওঠে। তিনি খুব বেশি মদপান করতেন। আরকানসাসের আইন অনুযায়ী তার ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দায় বর্তায় এটর্নি জেনারেলের ওপর। সে সময় রাজ্যের এটর্নি জেনারেল ছিল আমার স্বামী। ওই বিচারক শুধু আমাকে 'মিস রডহ্যাম' নামে চিনতেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে মামলায় আমার যুক্তিগুলো শুনতেন। মাঝেমধ্যে ঠাট্টাও করতেন; বলতেন, 'তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।' 'আরেকটু কাছে আস, তোমাকে ভাল করে দেখি।' আমাদের মক্কেলের গাফিলতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে– প্রতিপক্ষ তা প্রমাণ করতে না পারায় আমরা মামলায় জয় লাভ করি। বিচারক আমাদের যুক্তি গ্রহণ করে আমাদের মক্কেলকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন। ফিল আর আমি খুশি হয়ে কাগজপত্র বগলদাবা করে লিটল রকে ফিরে আসি।

কয়েকদিন পর এই মামলার অন্য বিবাদীর একজন আইনজীবী আমাকে ফোন করেন। তিনি জানান, জুরিরা চলে যাওয়ার পর বিচারক আইনজীবীদের সামনে বিল ক্লিনটন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলছিলেন, বিল ক্লিনটন এমনভাবে তদন্ত চালাচ্ছেন যাতে তিনি ভীষণ অপমানিতবোধ করেন। এক পর্যায়ে একজন আইনজীবী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'মাননীয় বিচারপতি, ফিল ক্যারলের সাথে হিলারি রডহ্যাম নামের যে মহিলা আইনজীবী কিছুক্ষণ আগে এখানে উপস্থিত ছিলেন তাকে কি আপনি চেনেন? সে বিল ক্লিনটনের স্ত্রী।'' বিচারক উত্তেজিতভাবে টেবিলে ঘুষি মেরে চিৎকার করে বললেন, 'জাহান্নামে যাক, যদি আমি আগে তা জানতাম তাহলে তারা কিছুতেই আমার কাছ থেকে এমন রায় পেত না!'

গভর্নর পদে নির্বাচনে বিল পরাজিত হওয়ার পর শীতকালে একদিন আমাদের কয়েকজন বন্ধু আর সমর্থক এসে আমাকে নামের শেষে 'ক্লিনটন' পদবি ব্যবহারের অনুরোধ জানাল। এ্যান হেনরি বলল, গভর্নর ভবনের অনুষ্ঠানে 'বিল ক্লিনটন এবং হিলারি রডহ্যাম-এর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণপত্র পেয়ে অনেকেই রাগ করেছিল। চেলসির জন্ম সংক্রান্ত ঘোষণাতেও আমাদের নাম সেভাবেই গিয়েছিল। পরে জেনেছি, বিষয়টি নিয়ে রাজ্যজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। প্রথম সাক্ষাতে শ্বাশুড়ি আমার সঙ্গে যেরকম আচরণ করেছিলেন আরকানসাসবাসীর ব্যবহারও ছিল অনেকটা সেরকম। আমার পোশাক, উত্তরাঞ্চলীয় চাল-চলন এবং পদবির কারণে তাদের কাছে ছিলাম এক অদ্ভুত মহিলা।

www.pathagar.com

আমি জানতাম যে, আমার নিজের একটি প্রফেশনাল আগ্রহ আছে এবং আমি আমার স্বামীর পাবলিক ক্যারিয়ারে কোনও বিভ্রান্তি তৈরী করতে চাইনি; তাই আমি আমার নিজের নামটাই ব্যবহার করা ভালো মনে করেছিলাম। বিল তাতে কিছু মনে করিনি। কিন্তু আমাদের মা'রা মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। বিল এটা বলার পর ভার্জিনিয়া কেঁদে দিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের দিকে মেয়েদের পারিবারিক নাম তাদের নামের সাথে রেখে দেয়াটা প্রচলিত হয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু বেশিরভাগ এলাকাতেই ওটা বিরল। এবং তার মধ্যে আরকানসাসও একটি।

জিম ব্লেয়ার খুব মজা করে ব্যাপারটি বলতেন। বিল নাকি আমার গলা পা দিয়ে চেপে ধরে, আমার চুলের মুঠি ধরে বলবে, "মেয়ে, তুমি আমার শেষ নামটুকু নিয়ে নিবে এবং তারপর.."। পতাকা উড়বে, ঈশ্বরবন্দনা গাওয়া হবে এবং নামও পরিবর্তিত হবে।

ভার্নন জর্ডান আমাদের শহরে বক্তৃতা করতে আসলেন এবং আমার কাছে জানতে চাইলেন যে পরের দিন সকালে আমাদের বাসায় তিনি নাস্তা করতে আসতে পারেন কিনা। আমাদের ছোট রান্নাঘরে তিনি নাস্তা করলেন; তারপর আমাকে ঠিক কাজটি করতে বললেন : বিলের শেষ-নামটি ব্যবহার করতে শুরু করো। একমাত্র মানুষ যে আমাকে কখনও জিজ্ঞেস করেনি বা এটা নিয়ে কোনও আলোচনাও করেনি সে হলো আমার স্বামী। ও বললো আমার নাম আমার ব্যাপার, এবং সে মনে করে না যে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার এর উপর নির্ভর করছিল।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমার পারিবারিক নামটি ধরে রাখার চেয়ে বিলের আবার গভর্নর হওয়াটা বেশি জরুরী। তাই বিল যখন চেলসীর দ্বিতীয় জন্মদিনে আবার নির্বাচনে দাঁড়াবে বলে ঘোষণা দিল, আমি নিজেকে হিলারী রডহ্যাম ক্লিনটন বলতে শুরু করলাম।

১৯৮২ সালের নির্বাচনী প্রচারণা ছিল পারিবারিক প্রচেষ্টা। আমরা একটা বড় গাড়িতে চেলসীকে তার ডায়াপার ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ ভরে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছি। আমি ঘুরে বেড়াতে সবসময়ই পছন্দ করতাম। এটা মানুষকে জানার জন্য একটি ভালো শিক্ষা পদ্ধতি, আর নিজের জন্য তো বটেই। আমি ১৯৭৮ সালের নির্বাচনের সময়ও এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি এবং খুবই অবাক হয়েছি যখন কিছু মহিলা আমাকে জানিয়েছিলেন যে তাদের ভোট তাদের স্বামীরা দিয়ে দিয়েছিল; অনেক আফ্রিকান-আমেরিকানরা ভাবতো ভোট দিতে গেলে ট্যাক্স দিতে হয়।

১৯৮২ সালে ভোটারদের সাথে কথা বলার জন্য চেলসীকে আমি কোলে নিয়ে রাস্তার এই মাথা থেকে ওই মাথা হেটে বেরিয়েছি। ১৯৮২ সালের নির্বাচনে বিল জিতে গেলো এবং একজন আরো বিনয়ী ও পাকা গভর্নর হিসেব স্টেট হাউজে ফিরে এলো। এবং ওর জন্য অনেক কাজ সামনে গেলো। আরকানসাস একটি গরীব রাজ্য ছিল, অনেক কিছুতেই তার অবস্থান সর্বশেষ নইলে শেষের কাছাকাছি; কলেজ গ্রাজুয়েটের হার, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি। আমি বিলকে প্রথম টার্মে চিকিৎসা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে সাহায্য করেছিলাম - গ্রামের দিকে আরো বেশি ক্লিনিক, ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ দিয়েছিলাম। বিল এইবার ঘোষনা দিল যে, সে শিক্ষা মানের জন্য একটি কমিটি তৈরী করে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করবে, এবং আমাকে সেই কমিটির প্রধান করার কথা বললো।

www.pathagar.com

আমি গ্রাম্য স্বাস্থ্য কমিটির প্রধান ছিলাম। এবং বিল আমাকে শিক্ষা ব্যবস্থাটি ঠিক করে দিতে বললো এই জন্য যে, এই বিষয়ে সে কতটা আন্তরিক সেটা সবাইকে জানানোর জন্য। আমি এবং আরো অনেকেই এটাকে ভালো সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখলো না। কিন্তু বিল কোনও রকম "না" শুনতে চাইলো না। "এর ভালো দিকটি দেখো", বিল বললো, "তুমি যদি সার্থক হও, আমাদের বন্ধুরা অভিযোগ করবে যে তুমি আরো ভালো করতে পারতে। এবং আমাদের শত্রুরা অভিযোগ করবে যে তুমি খুব বেশি করে ফেলেছো। আবার তুমি যদি কিছুই করতে না পারো, আমাদের বন্ধুরা অভিযোগ করবে, 'তার এটা কখনই চেষ্টা করা ঠিক হয়নি'। আর শত্রুরা বলবে, 'দেখ, সে কিছুই করতে পারেনি'।" বিল তার নিশ্চিত ছিল যে, তার সিদ্ধান্তই ঠিক। এবং আমিও নরম হয়ে গেলাম।

রাজনৈতিকভাবে এটা আবারো একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। স্কুলগুলোর মান বাড়াতে হলে ট্যাক্সও বাড়াতে হবে - কিন্তু সেটা মোটেও কোনো জনপ্রিয় আইডিয়া নয়। পনেরো সদস্যের কমিটিও সুপারিশ করলো যে ছাত্রছাত্রীদেরকে একটি আদর্শ মানের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। কিন্তু তার সাথে সাথে শিক্ষকদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে। এটা শিক্ষক সমিতি ও মানবাধিকার সংঘগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুললো। যদিও এরা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য খুব বড় ধরনের ভুমিকা রাখে, কিন্তু তারপরেও এই সমস্যার আর কোনও সমাধান নেই। আমরা কীকরে আশা করি যে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয়ভাবে ভালো ফলাফল করবে, যেখানে তার শিক্ষকরাই মাঝেমাঝে সেটা পারে না।

এই পূনর্বিন্যাসের জন্য অনুদানের প্রয়োজন। সেটা নিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের ভেতর বিশাল হৈ চৈ শুরু হলো। শিক্ষকরা তাদের চাকরী হারাবার ভয় পেতে শুরু করলো। একজন সদস্য সংসদে বলে বসলেন, "দেখে মনে হচ্ছে, আমরা ভুল ক্লিনটনকে নির্বাচিত করেছি"। এটা শুনে আমি হেসে দিয়েছিলাম। শিক্ষাব্যবস্থার পূনর্বিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য আমি চিৎকার চেচামেচি করতেও ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

আমরা কিছু ভোট জিতলাম, কিছু হারালাম। আর শিক্ষক সমিতির সাথে কোর্টে লড়তে হলো। কিন্তু বিলের এই টার্ম শেষ হওয়ার আগেই,স্কুলগুলোর উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা আরকানসাসে হয়ে গেলো, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর তাদের শিক্ষার ভবিষ্যতটি বুঝতে পারার সুযোগ পেলো, এবং শিক্ষকদের বেতনও বাড়লো। আমি খুব খুশি হয়েছিলাম যখন প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের শিক্ষা সেক্রেটারী টেরেল বেল আরকানসাসের শিক্ষানীতির প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, শিক্ষাখাতে বিলের একজন সুদক্ষ নেতা রয়েছে।

শিক্ষাখাতে জনমনে সাফল্যের সাথে সাথে একটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হলো। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে বিলের "চীফ অফ ষ্টাফ"-এর কাছ থেকে একটি ফোন পেলাম। তিনি বললেন, বিল আমাকে দেখার জন্য রওনা হয়েছে। আমি মাত্র আমার কিছু বন্ধুদের সাথে দুপুরের খাবার শেষ করেছি। আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে দাড়ালাম। আমরা গাড়ির ভেতরে বসলাম। বিল আমাকে বললো যে, কিছুক্ষণ আগে রাজ্যের পুলিশ প্রধান তাকে জানিয়েছেন যে বিলের ছোট ভাই রজার উপর পুলিশের কড়া নজর রয়েছে। তাদের একজন সোর্সের কাছে ড্রাগ বিক্রি করেছে এবং সেটা ভিডিওটেপ করা হয়েছে। পুলিশ

www.pathagar.com

প্রধান বলেছেন যে, তারা এখুনি রজারকে এরেষ্ট করতে পারে, অথবা তাকে এভাবেই চলতে দিয়ে আরো কড়া নজর রেখে ও চাপ প্রয়োগ করে আসল সরবরাহকারীকে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে। রজার তার কোকেন নেশার জন্য ড্রাগ বিক্রি করেছিল। পুলিশ প্রধান বিলের কাছে জানতে চান তার কী করা উচিৎ। বিল তাকে জানালো যে, এখানে আর কোনও কথা থাকতে পারে না। রজারের বিরুদ্ধে কেস আইনের গতিতেই চলবে। একজন বড় ভাইয়ের জন্য এটা জানা খুবই কষ্টকর যে তার ভাই জেলে যাচ্ছে, নয়তো ড্রাগ নিয়ে নিজে নিজেই একদিন মারা যাবে।

রজারের এই অবস্থাটি আগে খেয়াল করিনি এবং তার জন্য কোনও সাহায্যও করতে পারিনি বলে আমরা নিজেদেরকে ভৎর্সনা করলাম। আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম যে, এই খবরটি তার মা'কে কতটা ব্যথিত করবে। অপেক্ষার পালা শেষ হলো। রজারকে কোকেন রাখা ও বিক্রির দায়ে পুলিশ আটক করলো। বিল তার মা ভার্জিনিয়া ও ভাই রজারকে খুলে বললো যে, সে রজারের ওপর নজরদারীর ব্যাপারটি জানতো এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কারনে তার মা ও ভাইকে এব্যাপারে কিছু প্রকাশ করা ঠিক হতো না। ভার্জিনিয়া খুবই কষ্ট পেলেন, যখন তিনি জানলেন যে আমি ও বিল বিষয়টি আগেই জানতাম যে রজার জেলে যাচ্ছে। আমি তার কষ্ট ও রাগের বিষয়টি বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু আমি এটাও বিশ্বাস করি, বিল তার পরিবারের কাছে কোনও রকম তথ্য ফাঁস না করে সঠিক কাজটি করেছিল। জেলে যাওয়ার আগে রজারও বিষয়টিতে একমত হয়েছিল। সে তখন বলেছিল, তার বাবাকে সে কতটা ঘৃনা করতো। বিল ও ভার্জিনিয়া এই প্রথম বুঝতে পারলো, রজার তার বাবার অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস দ্বারা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এটা ছিল আমাদের অনেকগুলো পারিবারিক সমস্যার একটি। যখন সমস্যা আসে তখন একটি শক্তিশালী বিয়েও খুব ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারে। সামনের বছরগুলোতে আমাদের জন্য আরো কঠিন পথ রয়ে গিয়েছিল এবং আমরা দৃঢ়পণ করেছিলাম যে সেই বাধা অতিক্রম করবই।

১৯৮৭ সালের শুরু থেকেই ডেমোক্র্যাটিক দলের কিছু নেতা বিলকে ১৯৮৮ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য নির্বাচন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তখন রোনাল্ড রিগানের দ্বিতীয় টার্ম শেষ হয়ে যাবার কথা। বিল এবং আমি দুজনই আশা করছিলাম সিনেটর ডেল বাম্পার্স নির্বাচনের জন্য দাঁড়াবেন। কিন্তু মার্চের শেষ দিকে, তিনি নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নেন। বিলের আগ্রহ বেড়ে গেলো এবং আমি কী ভাবছি সেটা জানতে চাইলো। অমি মনে করিনি, তার নির্বাচন করা উচিৎ এবং তাকে আমি সেটা বললাম। ব্যাপারটা এমন মনে হচ্ছিল যে, তৎকালীন ভাইস-প্রেসিডেন্ট বুশ প্রেসিডেন্ট রিগানের উত্তরসূরী হিসেবে নির্বাচন করবেন - অনেকটা যেন প্রতিনিধি হিসেবে রিগানের তৃতীয় টার্ম। আমি ভেবেছিলাম, বুশকে হারানো খুব কঠিন হবে। কিন্তু আরো কারনও ছিল। ১৯৮৬ সালে বিল চতুর্থ বারের মতো আরকানসাসের গভর্নর নির্বাচিত হয়েছে। সে তখনও ডেমোক্র্যাটিক লীডারশীপ কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনি; সে কেবলমাত্র ন্যাশনাল গভর্নরস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছে। তার বয়স মাত্র চল্লিশ। ওর মা তার নার্সের কাজে অনেক সমস্যায় পড়েছিল, এবং তার ভাই জেল থেকে বের হয়ে নতুন করে জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছিল। এগুলোও যদি অনেক মনে না হয় তাহলে, আমার বাবা সবেমাত্র স্ট্রোক থেকে বেচে গেছেন এবং আমার মা-বাবা লিটলরকে চলে

www.pathagar.com

আসছিলেন যেন আমি ও বিল তাদেরকে সাহায্য করতে পারি। আমি মনে করেছিলাম, ওটা আমাদের জীবনে একটা খারাপ সময় ছিল এবং আমি তাকে বলেছিলাম যে আমার মন সায় দিচ্ছে না।

একদিন বিল ভাবে, সে নির্বাচনে দাড়াবে; আবার পরের দিন বলার জন্য প্রস্তুত যে, নির্বাচন করবে না। পরিশেষে আমি বললাম যে একটা দিন ঠিক করতে হবে যার মধ্যে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যারা বিলকে চেনেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, বিলের জন্য একটা দিন-তারিখ ঠিক করে দেয়া দরকার। তা নাহলে সে ভালোমন্দ দিকগুলো নিয়ে খেলতেই থাকবে। সে জুলাই-এর ১৪ তারিখটি বেছে নিলো এবং ঘোষনা দেয়ার জন্য একটি হোটেলের একটি রুম ভাড়া করে রাখলো– ঘোষণাটি যাই হোক না কেন। আগের দিন, সারা দেশ থেকে ওর বেশ কিছু বন্ধু এসে জড়ো হলো। অনেকেই ওকে নির্বাচন করার জন্য চাপ দিচ্ছিল; আবার অনেকেই ভাবছিল এটা অপরিপক্ক এবং ওর অপেক্ষা করা উচিৎ। যতগুলো বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল বিল সবগুলো বিচার-বিবেচনা করে দেখলো। আমার মনে হয়েছে, এটা অর্থপূর্ণ যে সর্বসাধারনের সামনে ঘোষনা দেয়ার চব্বিশ ঘন্টা আগেও বিল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্ক করে যাচ্ছে। আমার কাছে সেটার অর্থ হলো, বিল নির্বাচন করার বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়।

নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তের পেছনে অনেক কারনই লেখা হলো, কিন্তু পরিশেষে সবকিছু একটি শব্দে এসে থেমে গেলো : চেলসী। দীর্ঘদিনের ডেমোক্র্যাটিক দলের কর্মী ও একমাত্র কন্যার পিতা কার্ল ওয়েগনার একদিন বিলকে বললেন যে, প্রকৃতপক্ষে বিল তার মেয়েকে এতিম বানিয়ে ফেলতে যাচ্ছে। একদিন চেলসী আসন্ন ছুটিতে আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিলকে প্রশ্ন করলো। বিল যখন বললো যে সে যদি প্রেসিডেন্টের জন্য নির্বাচন করে তাহলে ছুটি কাটাতে পারবে না, তখন তার দিকে তাকিয়ে চেলসী বললো, "তাহলে তোমাকে রেখে আমি আর মা যাবো।" সেটা বিলের সিদ্ধান্তকে আটকে দিল।

চেলসি তখন কেবলমাত্র বুঝতে শুরু করেছিল, জনসাধারনের চোখের সামনে একজন বাবা থাকার অর্থটি কী। চেলসী যখন ছোট আর বিল গভর্নর, তার কোনও ধারনা ছিল না বিল কী করে। ওর বয়স যখন চার, তখন একজন তাকে প্রশ্ন করলে চেলসী উত্তর দিতো, "আমার বাবা টেলিফোনে কথা বলে, কফি পান করে আর বক্তৃতা তৈরী করে।"

১৯৮৬ সালের গভর্নর প্রচারনার সময় চেলসীর প্রথমবারের মতো বুঝতে পারার বয়স হয়। সে খবর পড়তে ও দেখতে পারে। *অর্ভাল ফাওবাস* ছিলেন বিলের প্রতিপক্ষ পূর্ববর্তী একজন গভর্নর। তিনি ১৯৫৭ সালে কোর্টের একটি নির্দেশ ভঙ্গ করেন। এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার আইন প্রয়োগের জন্য সৈন্য পাঠান। আমার চিন্তা ছিল সেই ফাওবাস এবং তার কর্মীরা কী বলতে ও করতে পারে; তাই চেলসী তার বাবা এবং তার মা সম্পর্কে কী শুনতে পারে তার জন্য আমি ও বিল চেলসীকে প্রস্তুত করতে শুরু করি। আমরা গভর্নর হাউজে ডিনার টেবিলে বসে তাকে অভিনয় করে দেখাতে শুরু করি। আমরা তর্ক করার ভান করি, যেখানে আমাদের একজন হলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ যে বিলকে ভালো গভর্নর নয় বলে সমালোচনা করে। তার বাবাকে কেউ এমন খারাপ কথা বলতে পারে সেটা ভেবে চেলসীর চোখ বড় বড় হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

চেলসির মধ্যে জেদের লক্ষণ দেখে আমার ভাল লাগত। যদিও সবসময় তা সুখকর হতো না। ১৯৮৮ সালে খ্রিস্টমাসের সময় আমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিশিষ্ট শৈল্যচিকিৎসক ড. ফ্রাংক কাম্পুরিসের আমন্ত্রণে তার সঙ্গে হাঁস শিকারে গিয়েছিলাম। আরও কয়েকজন আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। লেক উইনোলার বাড়িতে বাবার সঙ্গে বসবাসের পালা শেষ হওয়ার পর থেকে আমি তেমন একটা গুলি ছুড়িনি। তারপরও আমি ভাবলাম এতে ভারি মজা হবে। কনকান ঠাণ্ডা পানিতে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম হাঁসের অপেক্ষায়। সূর্য ওঠার পর ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আমার গুলীতে বেশ কয়েকটা হাঁস পড়ে গেল। বাড়ি ফিরে দেখি চেলসি গাল ফুলিয়ে বসে আছে। ঘুম থেকে উঠে সে জানতে পারে যে আমি কয়েকটি হাঁসের বাচ্চার বাবা-মাকে খুন করার জন্য ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে গেছি। এতে তার ভীষণ রাগ হয়। আমি বুঝিয়ে-শুনিয়ে তার রাগ ভাঙানোর ব্যর্থ চেষ্টা করি। সারাদিন সে আমার সঙ্গে কথা বলেনি।

১৯৯০ সালে বিল যখন আবার গভর্নর হিসেবে নির্বাচিত হলো, তখন সারাদেশ থেকে ডেমোক্র্যাটরা বিলকে পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচন করার জন্য চাপ দিতে শুরু করলো। এই উৎসাহের পেছনে কারন ছিল, জর্জ বুশ বেশির ভাগ আমেরিকানদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। যদিও গালফ যুদ্ধের পর তার জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া, তবুও আমার মনে হচ্ছিল দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিশেষ করে অর্থনীতিতে তার দক্ষতা সুবিধাজনক ছিল না। ১৯৮৯ সালে শিক্ষা সামিটে আমি যখন বুশের সাথে কথা বলি, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমেরিকার অনেক সমস্যা সম্পর্কে তিনি কতটা অজ্ঞ। ডিনারের সময় প্রেসিডেন্ট বুশের ঠিক পাশের চেয়ারটিতেই আমি বসেছিলাম। আমরা আমেরিকার স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কথা বলেছিলাম। ওই সময়ে আমাদের শিশু মৃত্যুর হার জাপান, কানাডা ও ফ্রান্সসহ পৃথিবীর আঠারোটি শিল্পোন্নত দেশের চেয়ে বেশি ছিল। এ কথা তোলায় প্রেসিডেন্ট বুশ বললেন, "তোমার কথা ঠিক নয়।"

আমি তাকে বললাম, "এটা প্রমান করার জন্য আমি পরিসংখ্যান দিতে পারি।"

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আমার মতো যোগাড় করে নেবো।"

অবশ্য পরের দিন গভর্নরদের সাথে এক সভায় তিনি বিলকে একটি চিরকুট পাঠালেন। তাতে লেখা ছিল, "হিলারিকে বলো, সে ঠিক ছিল।"

এবার আমি মনে করেছিলাম যে, সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করে বিলের নির্বাচনে দাঁড়ানো উচিত। বিল ১৯৯১ সালের জুন মাসে ইউরোপে বার্ষিক বিল্ডারবার্গ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। এ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমাবেশ ঘটে। এতে বুশ প্রশাসনের কর্মকতারা নিজেদের গৃহীত নীতিমালার পক্ষে যেসব কথাবার্তা বলেন, তাতে সে চরমভাবে হতাশ হয়। আমাকে ফোন করে সে বলে, 'এগুলো স্রেফ পাগলামি। দেশকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে আমরা কিছুই করছি না।' আমার সঙ্গে তার টেলিফোন সংলাপ থেকেই আমি বুঝলাম, প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে প্রচারের সময় কী কী যুক্তি তুলে ধরবে সেগুলো সে এখন থেকে সাজাতে শুরু করেছে।

ন্যাশনাল গভর্নরস এসোসিয়েশনে তৎপর ভূমিকা পালন করায় দেশব্যাপী তার পরিচিতি বেড়েছিল। আরকানসাস-এর গভর্নর হিসাবে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সংস্কার সাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সে সফল হয়। তাই আগস্টে সিয়াটলে অনুষ্ঠিত

www.pathagar.com

গভর্নরদের বার্ষিক সম্মেলনে যখন ডেমোক্রোটিক দলীয় একাধিক গভর্নর তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য চাপাচাপি করেন। তখন আমি অবাক হইনি।

সম্মেলনের পর পরেই বিল, চেলসী ও আমি স্বল্পকালীন ছুটি কাটাতে কানাডার ভিক্টোরিয়া ও ভ্যাঙ্কুভারে গেলাম। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, বিলের কী করা উচিৎ সেটা নিয়ে কথা বলা। চেলসির বয়স তখন এগারো বৎসর এবং গত বছর আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক। সে নিজের মতামত দিতে শিখেছে। চেলসী ও আমি একমত হলাম : বিল একজন ভালো প্রেসিডেন্ট হতে পারে। বিল বিষয়টির ভালোমন্দ নিয়ে আমাদের সাথে কথা বললো; এবং চেলসীকে নিশ্চিত করলো যে, চেলসীর বিশেষ দিনগুলোকে (যেমন আরকানসাসে বার্ষিক ব্যালে প্রদর্শনী) বিবেচনায় রাখা হবে। আমি তখনও অনুমান করতে পারিনি যে, ওইসব সত্যিই ঘটবে, তবে আমি বিশ্বাস করেছিলাম দেশের জন্য যা করা দরকার এবং বিজয়ী হবার জন্য যে নির্বাচনী প্রচারনার দরকার তার জন্য বিল প্রস্তুত ছিল। আমরা ভাবলাম : আমাদের হারাবার কী আছে? যদি বিল হেরেও যায় তবুও এটা জেনে ওর সান্ত্বনা থাকবে যে সে চেষ্টা করেছিল। শুধু জেতার জন্য নয়, একটি ভিন্নতর আমেরিকার জন্য। সেই ধরনের একটি ঝুঁকি নেয়ারও মূল্য আছে বৈকি।

www.pathagar.com

প্র চা রা ভি যা ন

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় কী করে টিকে থাকতে হয় তার একটি ইঙ্গিত পেলাম ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে। লস এঞ্জেলসের বিল্টমোর হোটেলের হলওয়েতে বিখ্যাত টিভি প্রডিউসার ব্রুনোর সাথে আমার দেখা হলো। শরৎকালে অনুষ্ঠিতব্য ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির মিটিংয়ে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের খোঁজ-খবরের জন্য তিনি এসেছিলেন।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সবকিছু কেমন চলছে।

আমাকে নিশ্চয় খুব অপ্রস্তুত লাগছিল। "আমি জানি না। এই সব কিছু আমার কাছে নতুন। আপনার কোনও উপদেশ আছে?" বললাম আমি।

"কেবলমাত্র একটি", তিনি বললেন। "কাকে আপনি বিশ্বাস করছেন সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন। আগে যে সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, এটা তার থেকে আলাদা। এই বিষয়টি ছাড়া, অভিজ্ঞতাকে উপভোগ করার চেষ্টা করুন।"

এটা জ্ঞানী উপদেশ ছিল, যদিও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার মতো জটিল ও প্রচন্ড চাপের কাজে অনেক মানুষকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আমাদের কিছু বন্ধু এবং পেশাজীবী প্রচারণাকর্মীদের দিয়ে আমরা কাজ শুরু করি; আমরা জানতাম এদের উপর নির্ভর করতে পারি।

সেপ্টেম্বরে বিল যখন সিদ্ধান্ত নিলো যে নির্বাচনে দাঁড়াবে, নির্বাচনী প্রার্থীতা ঘোষনার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তখুনি সে কিছু উপদেষ্টার সাথে যোগাযোগ করলো। ১৯৯১-এর ২ অক্টোবর বিল-এর উপদেষ্টারা পরের দিন বিল যে তার প্রার্থীতা ঘোষণার বক্তব্য দেবে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য লিটিল রকে চলে এলো। বিলের প্রার্থীতা ঘোষণার বক্তব্যের খসড়া শেষ করার জন্য তাদের কেউ কেউ দিন রাত বিলের সাথে লেগে থাকলো। বিল অনেক ফোন কল করলো, তার পুরনো বক্তৃতাগুলো পড়লো এবং টেবিলের উপর রাখা খাবার গুলো সাবাড় করে ফেলল। ভোর চারটা নাগাদ বক্তৃতা প্রস্তুত হয়ে গেলো।

পরের দিন দুপুর বেলা, চেলসি ও আমাকে নিয়ে নব উদ্যোমে বিল ক্লিনটন লিটিল রকের পুরনো স্টেট হাউজের সামনে দাঁড়ালো; সামনে অসংখ্য মাইক্রোফোন ও টিভি ক্যামেরা। বিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার কথা ঘোষণা করলো। তার বক্তৃতায় তৎকালিন প্রেসিডেন্ট বুশ প্রশাসনের চরম সমালোচনা ছিল। "মধ্যবিত্ত মানুষেরা তাদের কর্মজীবনে বেশি সময় ব্যয় করছে, কম সময় ব্যয় করছে তাদের সন্ত ানদের সাথে, এবং তারা কম টাকা ঘরে নিয়ে আসতে পারছে স্বাস্থ্য সেবা ও ঘরবাড়ি

www.pathagar.com

আর শিক্ষার খরচ মেটানো জন্য। দরিদ্রতার হার উর্ধ্বগতিসম্পন্ন, গৃহহীনদের অবস্থা হচ্ছে বিশ্রীতর আর অধিকতর শিশুরা ভগ্ন পরিবারে বেড়ে উঠছে। আমাদের দেশ ভুল দিকে এগুচ্ছে, এবং দ্রুত। সবকিছু পেছনে পড়ে যাচ্ছে, সবকিছু তার পথ হারিয়ে ফেলছে, এবং ওয়াশিংটন থেকে আমরা যা পাচ্ছি তা হলো অবজ্ঞা আর স্বার্থপরতা... নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতা নয়।"

বিল এমন একটি প্রচারণা চালাতে চেয়েছিল যেখানে থাকবে স্লোগান নয়, থাকবে পরিকল্পনা। এবং যেখানে তুলে ধরা হবে, "নেতৃত্ব যা আমেরিকার স্বপ্নকে ফিরিয়ে আনবে, ভুলে যাওয়া মধ্যবিত্তদের জন্য লড়াই করবে, আরো বেশি সুযোগ তৈরি করে দিবে, আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আরো বেশি দায়িত্ব আশা করবে এবং আমাদের এই চমৎকার দেশটিতে শক্তিশালী একটি সমাজ তৈরি করবে।" প্রাথমিক প্রচারণায় ডেমোক্র্যাটিক ভোটারদেরকে বিল বুঝাতে চাইল যে, প্রেসিডেন্ট বুশকে হারানোর জন্য তার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রধান প্রধান মিডিয়াগুলো অবশ্য বিলকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি। তারা মনে করে ছেচল্লিশ বৎসর বয়স্ক বিলের অভিজ্ঞতা এই কাজের জন্য খুবই কম এবং অপরিপক্ক। তবে ওর বক্তৃতা সাধারণ ভোটারদের নজর কেড়েছিল বলে প্রেসগুলো বিল ও আমাকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করছিল।

আমার জীবনে প্রথম চুয়াল্লিশ বৎসর যদি হয় শিক্ষার, তাহলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার তের মাস ছিল প্রকাশের। অজস্র ভালো ভালো উপদেশ থাকা সত্ত্বেও, এতটা সময় বিল ও আমি রাজনীতির কাটানোর পরেও, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সাথে যে কঠিন রাজনীতি আসে তার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

বিলকে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে রক্ষা করতে দেশব্যাপী একটা নিরাপদ আবরণ তৈরি করতে হয়েছিল এবং জীবনের বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনার জন্য আমাদেরকে কঠোর শ্রম দিতে হযেছিল। আমাদেরকে পরিচিত হতে হয়েছিল জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর সাথে, যারা আমাদের সমন্ধে এবং আমরা কোথা থেকে এসেছি সে সমন্ধে খুব কমই জানত। জনগণের কাতারে তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা দিতে এবং ব্যক্তিগত প্রচারণায় আমাদের আবেগ সংযত করতে হতো। আমি আমার বন্ধু ও কর্মচারীদের উপর আস্থা রেখেছিলাম খারাপ ঘটনাগুলো পুষিয়ে নিতে। বিল কর্মঠ একটি দলকে একত্র করেছিল যার সাথে জেমস কারভাইল ও পল বেগালা যুক্ত ছিল। তাদের ১৯৯১ সালের পেনসিলভেনিয়ার উফোরডের সিনেট নির্বাচনের অভিজ্ঞতা ছিল। জেমস, একজন লুসিয়ানা কাজন ও প্রাক্তন মেরিন, শীঘ্রই বিলের সাথে যুক্ত হল। তারা তাদের দক্ষিণের অস্তিত্ব ও এর প্রতি মমত্ব আনুধারন করে। এবং তারা বুঝতে পারে যে প্রেসিডেন্সিয়াল রাজনীতি একটি যোগাযোগের খেলা।

বিল এবং আমি নির্ভর করেছিলাম আরাকানসাস থেকে আগত আন্তরিক দলের উপর যেখানে যুক্ত ছিল রডনি স্লেটার, ক্যারল উইলিস, ডাইয়ান ব্লেয়ার, এন হেনরি, মরিস স্মিথ, পেটি হাও ক্রাইনার, কারল ও ম্যার্গারেট হুইলক, বেটসি রাইট সেইলা ব্রনফম্যান, ম্যাক ও ডোনা ম্যাক লারটি এবং আরো অনেকে যারা আরাকানসাস হতে প্রথমবারে মতো একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে নিজেরা সবকিছু করেছিল।

বিল প্রার্থীতা ঘোষণা করার সাথে সাথেই আমি আমার নিজস্ব স্টাফ নিয়োগ করা শুরু করি। এটা সাধারণ প্রথার বাইরে ছিল; যেখানে প্রার্থীর স্টাফরাই তার স্ত্রীর বিভিন্ন

www.pathagar.com

কাজের সময়সূচি ও বার্তাগুলো ঠিক করে দেয়। আমি ছিলাম ভিন্নতর- যা পরবর্তী মাসগুলোতে আরো বেশি প্রতীয়মান হয়ে উঠলো।

সবার আগে আমি যার কাছে সাহায্য চাই সে হচ্ছে ম্যাগি উইলিয়ামস। সে তখন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিল। ১৯৮০-র দশকে সে আর আমি একসঙ্গে চিলড্রেনস ডিফেন্স ফান্ডে কাজ করতাম। নেতা এবং জনসংযোগকারী হিসাবে তার দক্ষতার আমি ভক্ত। আমি ভেবেছিলাম সে যে কোন পরিস্থিতি দৃঢ়তার সঙ্গে সামাল দিতে সক্ষম। ১৯৯২ সালের শেষ ভাগের আগে সে আমাদের জন্য পুরো সময় দিতে না পারলেও প্রচারাভিযানের গোটা সময় জুড়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছে।

এক সন্ধ্যায়, যখন আমি ও বিল নিউ হ্যাম্পশেয়ারে জ্বালাময়ী রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তখন বিল আমাকে একদল সমর্থকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। গত দুই দশক শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করার কথা উল্লেখ করে বিল কৌতুক করে বললো যে, আমাদের নতুন একটি শ্লোগান আছে : "একটি কিনলে আরেকটি ফ্রি"। বিল বুঝাতে চাইছিল যে, আমি তার প্রসাশনে একজন সক্রিয় সহযোগী হবো।

"একটি কিনলে আরেকটি ফ্রি", এই কথাটি বিল ও আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, আমাদের মন্তব্যগুলো বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গের বাইরে চলে যেতে পারে; কারন পুরো কথাবার্তাগুলো দেয়ার মতো সময় ও জায়গা নিউজ রিপোর্টারদের নেই। সরলতা ও সাহসিকতা হলো রিপোর্টারদের জন্য সবচে প্রয়োজনীয় বিষয়।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে ওয়াশিংটনে ভ্রমণকালে একটি সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রচার সম্পর্কে মন্তব্য করেন। "যদি কারো স্ত্রী খুব শক্তিশালী ও বুদ্ধিমতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তা স্বামীটিকে মেরুদন্ডহীন করে ফেলে।" তারপর তিনি তুলে ধরেন যে, ভোটাররা বিশপদের সেই মতবাদের সাথে একমত হবে : "নারীদের বুদ্ধিমত্তা শোভন নয়।"

নিক্সনের এই মন্তব্য নিউইয়র্ক টাইমসে দেখে আমি ভাবলাম, এ লোক তো বিনা মতলবে কোন মন্তব্য করেন না। ১৯৭৪ সালে তার ইমপিচমেন্ট তদন্তে আমার জড়িত থাকা ছাড়াও তিনি অন্যান্য রিপাবলিকানের চেয়ে ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট পদে বিল একজন বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করেছিলেন, স্পষ্টভাষী স্ত্রীর জন্য বিলকে হেয়প্রতিপন্ন করতে পারলে এবং সেই সঙ্গে আমাকে 'বেমানান' উপাধি দেয়া গেলে ভোটাররা আমাদের ওপর আস্থা হারাবে।

এর মধ্যেই বিলের পুরো জীবন মিডিয়ার মাইক্রোস্কোপের নিচে চলে এলো। ওকে আমেরিকার ইতিহাসে যেকোনও প্রেসিডেন্টের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। যদিও মূল ধারার মিডিয়াগুলো ভিত্তিহীন গুজব ছাপানো থেকে বিরত ছিল, কিন্তু টেবলয়েডগুলোতে আরকানসাসের কুৎসিত ঘটনাগুলো ছাপানোর জন্য টাকা দেওয়া শুরু হলো। টেবলয়েডে একটি গল্প তিমি মাছের চেয়েও বড় হয়ে বড়শিতে ধরা দিল।

আমি তখন আটলান্টাতে প্রচারাভিযানে ছিলাম। ২৩ জানুয়ারি বিল আমাকে ফোন করে একটি টেবলয়ডে আসন্ন গল্পটি সম্পর্কে সতর্ক করে দিল। জেনিফার ফাওলার নামের এক মহিলা দাবি করেছেন যে তার সাথে বিলের বারো বছর যাবৎ পরকীয়া প্রেম রয়েছে। বিল আমাকে বলেছিল, ওটা সত্যি নয়।

www.pathagar.com

প্রচারকর্মীরা একটা ঘুর্নির মধ্যে পড়ে গেলো এবং আমি জানতাম যে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিলেন খেলা এখানেই শেষ। সবার সাথে কথা বলার জন্য আমি ডেভিড উইলহেমকে একটি কনফারেন্স কলের ব্যবস্থা করতে বললাম। আমি বললাম যে, আমরা সবাই প্রচার কাজে নেমেছি কারন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম বিল আমাদের দেশের জন্য একটি পার্থক্য তৈরি করতে পারবে; এবং আমরা সফল হবো কিনা সেই সিদ্ধান্ত ভোটাররাই নিবে।

"তাই, চলো আমরা কাজে ফিরে যাই।" আমি এই বলে কথা শেষ করলাম।

অনিয়ন্ত্রিত ভাইরাসের মতো ফাওলারের গল্পটিও টেবলয়েড স্টার-থেকে সম্মানিত নিউজ শো নাইটলাইন-এর মতো মিডিয়ার বিভিন্ন প্রজাতিতে ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমরা যদিও পরিশ্রম করছিলাম কাজ চালিয়ে নিতে, কিন্তু দিনের পর দিন মিডিয়ার বিরূপ কভারেজের ফলে জরুরী বিষয়ে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আবার এক সপ্তাহের ভেতরই নিউ হ্যামশায়ারের প্রাইমারী। আমাদের বন্ধু হ্যারী থম্পসন, মিকি ক্যান্টর, জেমস কার্ভিল, পল বেগালা এবং জর্জ স্টেফনোপলাস কী করা যায় তা নিয়ে বিল ও আমার সাথে পরামর্শ করলো। তারা পরামর্শ দিলেন যে, রবিবার রাতের টেলিভিশন শো "৬০ মিনিট"-এ আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। পরবর্তী রবিবারে "সুপার বল" খেলা প্রচারিত হবার পর সেই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে, তাহলে সবচে বেশি দর্শক আমাদের কথা শুনতে পাবে। এটা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল যে, এই ধরনের বহিঃপ্রকাশের বেশ কিছু ঝুঁকিও আছে, আমাদের প্রাইভেসি নষ্ট হতে পারে এবং পরিবারের উপর প্রভাব পড়তে পারে বিশেষ করে চেলসীর উপর। পরিশেষে আমি অনুধাবন করলাম যে, এই ধরনের পরিস্থিতি যদি জনসম্মুখে মোকাবেলা করা না হয়, তাহলে একটি ভোট পড়ার আগেই বিলের প্রচারনা শেষ হয়ে যাবে।

"৬০ মিনিট" অনুষ্ঠানটির রেকর্ডিং হলো ২৬ জানুয়ারি সকাল ১১-০০ থেকে বোস্টনের একটি হোটেলে। রুমটিকে সাময়িকভাবে সেট বানিয়ে ফেলা হলো এবং যেখানে আমি ও বিল বসেছিলাম তার চারপাশে অনেক খুঁটি, বসিয়ে সাময়িক লাইট দেয়া হলো। সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে একটি বিশাল খুঁটি লাইটগুলো নিয়ে আমার উপর পড়ছিলো। বিল সেটা পড়তে দেখে এবং আমাকে সজোরে টান মেরে সরিয়ে আনে। সেই খুটিটি ঠিক আমার বসার জায়গাটির উপর পড়লো। আমি কেঁপে উঠেছিলাম, বিল আমাকে শক্ত করে ধরে বার বার বলতে থাকে, "আমি তোমাকে পেয়েছি। ভয় পেয়ো না। তুমি ঠিক আছো। আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

সাক্ষাৎকারগ্রহনকারী স্টিভ ক্রফট আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ও আমাদের বিয়ের বর্তমান অবস্থা নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিল ব্যভিচার করেছে কি না, এবং আমরা আলাদা থাকছি কি না কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের কথা চিন্তা করছি কি না। আমরা আমাদের ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করলাম। কিন্তু বিল স্বীকার করলো যে, সে আমাদের বৈবাহিক জীবনে কষ্ট বয়ে এনেছে এবং এটা তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অযোগ্য করে কি না সেটা নির্ধারনের দায়িত্ব ভোটারদের উপর ছেড়ে দিবে।

www.pathagar.com

ক্রফ্‌ট : আমি মনে করি, বেশির ভাগ আমেরিকান একমত হবে, এটা খুবই প্রশংসনীয় যে আপনারা একসাথে রয়েছেন, আপনারা আপনাদের সমস্যাকে সমাধান করেছেন, আপনারা এক ধরনের বোঝাপড়া ও সমঝোতার মধ্যে পৌছেছেন।

এক ধরনের সমঝোতা? এক ধরনের বোঝাপড়া? ক্রফ্‌ট হয়তো আমাদেরকে প্রসংশা করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু আমাদের বিয়েকে তার মতো করে ক্যাটাগরী করাতে বিল অবিশ্বাসী হয়ে উঠলো। তার সাথে আমিও।

বিল ক্লিনটন : একটু দাঁড়ান। আপনি দুটো মানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন যারা পরস্পরকে ভালোবাসে। এটা কোনও বোঝাপড়া বা সমঝোতা নয়। এটা হলো বিয়ে। সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

আমি তাকে শেষ কথাটি বলতে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন আমার কথা বলার পালা। এবং আমি সেটা করলাম।

হিলারি ক্লিনটন : আপনি জানেন, ট্যামি ওয়াইনেটের সেই ছোট একটি মহিলা যে তার মানুষটির পাশে এসে দাঁড়ায়, আমি এখানে সেই কারণে বসে নেই। আমি এখানে বসে আছি কারণ আমি তাকে ভালোবাসি এবং আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এবং সে যেসব অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, আমরা যেসব অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি সেগুলোকে সমর্থন করি। এবং আপনি জেনে রাখুন, এই সব যদি মানুষের জন্য যথেষ্ঠ মনে না হয়, তাহলে তাকে ভোট দেয়ার দরকার নেই।

যদিও সাক্ষাৎকারটি ৫৬ মিনিট ধারণ করা হলো, কিন্তু সিবিএস চ্যানেলে সেটা প্রচার করা হলো মাত্র দশ মিনিট। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই কেটে দিলো। আমরা জানতে পারিনি, কী আকস্মিকভাবে তারা আমাদের শব্দগুলো কেটে দিবে। আজও আমি হাফ ছাড়ি যে, সেটা শেষ হয়ে গেছে। বিল ও আমি এটা ভেবে ভালো অনুভব করি, আমরা কীভাবে উত্তরগুলো দিয়েছিলাম। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়েছিল যে, বেশিরভাগ আমেরিকান আমাদের মূল যুক্তির সঙ্গে একমত হয়েছিল : নির্বাচনটি ছিল তাদের জন্য, আমাদের বিয়ের জন্য নয়। তেইশদিন পর, নিউ হ্যাম্পশেয়ার প্রাইমারীতে শক্তিশালী দ্বিতীয় অবস্থান বিলকে "কাম ব্যাক কিড" নামে পরিচিত করে তুললো।

সেদিন নিউ হ্যাম্পশায়ারে অনুষ্ঠিত দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের রাজ্যস্তরের নির্বাচনে তার অবস্থান দ্বিতীয় থাকলেও প্রাপ্ত ভোটের বিচারে সে প্রথম হওয়া প্রার্থীর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছিল। সাক্ষাৎকারে আমার বলা কিছু কথা নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয়। আমি ট্যামির প্রসঙ্গ যেভাবে উল্লেখ করেছিলাম তা অনেকের ভাল লাগেনি। আমি অবশ্যই ট্যামি ওয়াইনেটের বিখ্যাত গান "স্ট্যান্ড বাই ইওর ম্যান"-এর কথা বুঝাতে চেয়েছিলাম; ব্যক্তিগতভাবে তাকে বুঝাতে চাইনি। কিন্তু আমি আমার শব্দ চয়নে ততটা সাবধান ছিলাম না এবং আমার সেই মন্তব্য প্রচন্ড ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দিল। যেভাবে বিষয়টি চলে এসেছিল তার জন্য আমি অনুতপ্ত ছিলাম; এবং ব্যাক্তিগতভাবে আমি ট্যামির কাছে ক্ষমা চাইলাম। পরে আরেকটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জনসমক্ষেও ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু ক্ষতি তো যা হবার হয়ে গিয়েছিল। এবং আরো কিছু আসার জন্য তৈরি ছিল।

মার্চ মাসের শুরুর দিকে, যখন ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রাথমিক নির্বাচন মৌসুম তুঙ্গে, তখন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর ও ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেরী ব্রাউন বিলের প্রতি আক্রমনাত্মক অবস্থানে চলে গেলেন; তিনি আমার আইন চর্চা ও রোজ ল

www.pathagar.com

ফার্মকে (যেখানে আমি ১৯৭৯ সাল থেকে পার্টনার হিসেবে কাজ করছিলাম) তুলে ধরলেন। ১৯৮৩ সালে বিল পুনরায় গভর্নর নির্বাচিত হলে, আমি আমার ল পার্টনারদেরকে আমার লভ্যাংশের শেয়ার বুঝিয়ে দিতে বলেছিলাম; তবে অবশ্যই অন্যান্য পার্টনাররা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কোনও এজেন্সি থেকে যে পরিমান টাকা উপার্জন করেছে সেগুলো বাদ দিয়ে হিসাব করতে বলেছিলাম। রোজ ল ফার্ম দশক কাল ধরে আরকানসাস সরকারকে সেবা দিয়ে যাচ্ছিল। তাতে কারো কোনও স্বার্থ ক্ষতি হবার কথা নয়। কিন্তু তারপরেও আমি একজনের উপস্থিতি এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম। ফার্মটি আমার কাজের পৃথক হিসেব করতে রাজি হলো এবং তার থেকে যা ফ্রি এসেছিল তাও। ১৯৮৬ সালে আরকানসাসের গভর্নর নির্বাচনের সময় ফ্রাঙ্ক হোয়াইট এটাকে যখন একটি ইস্যু বানানোর চেষ্টা করছিল, তখন আসল তথ্য বের হয়ে এলো যে বিল গভর্নর থাকাকালীন সময়ে অন্যান্য ল ফার্মগুলো রাষ্ট্র থেকে অনেক বেশি পরিমাণ ব্যবসা পেয়েছে। তাতে তিনি লজ্জায় পড়েছিলেন।

ইলিনয়স ও মিশিগানে ১৭ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক নির্বাচনের দুই দিন আগে জেরী ব্রাউন একই অভিযোগটি আবার তুলে আনেন। ব্রাউন দাবী করেন যে, বিল রোজ ল ফার্মকে বেশি কাজ দিয়েছিল, যেন তাতে আমার উপার্জন বেড়ে যায়। এটা ছিল মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত অভিযোগ যার কোনও ভিত্তি নেই। এবং এটাই সেই কুখ্যাত "কুকি ও চা" ঘটনার জন্ম দিয়েছিল।

বিল ও আমি শিকাগোর "বিজি বী" কফি শপে ছিলাম, ঝাঁক ঝাঁক ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন সেখানে আমাদের অনুসরণ করছিল। ইলিনয়ের প্রাথমিক নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে রিপোর্টাররা বিলকে ব্রাউনের অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন ছুড়তে থাকে। তখন একজন রিপোর্টার আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমাদের বিরুদ্ধে ব্রাউনের অভিযোগ সম্পর্কে আমি কী ভাবি। আমার উত্তরটি ছিল দীর্ঘ এবং অসংলগ্ন :

"প্রথমত, আমি মনে করি সেই মন্তব্যটি দুঃখজনক ও বেপরোয়া, এবং আরো মনে করি এটা কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ এই ধরনের ঘটনা ঘটেই থাকে... নারীদের জীবনে বিশেষ করে তাদের যদি একটা ক্যারিয়ার থাকে এবং তাদের নিজস্ব জীবন থাকে। এবং আমি মনে করি, এটা লজ্জাজনক, কিন্তু আমার অনুমান এটা এমন একটা বিষয় যা নিয়েই আমাদেরকে বাঁচতে হবে। যারা আমাদের মতো চেষ্টা করেছে এবং যাদের ক্যারিয়ার আছে- যাদের স্বাধীন জীবন আছে এবং যারা একটা পার্থক্য তৈরী করতে পারে... এবং অবশ্যই আমার মতো যার বাচ্চা আছে... আপনারা জানেন আমি আমার জীবন যাপনের জন্য সবচে ভালো যা করতে পারতাম তাই করেছি, কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি এটা আক্রমনের একটা বিষয়। কিন্তু এটা সত্যি নয় এবং এটা আমার জন্য দুঃখজনক- আমি জানিনা এছাড়া আর কী বলা যেতে পারে।"

তারপর রিপোর্টার তার ফলো-আপ প্রশ্ন করলেন, যখন আমার স্বামী গভর্নর ছিলেন তখন আমি কোনও ধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে যেতে পারতাম কি না।

"আমি চাই সেটা সত্যি হোক", আমি উত্তর দিলাম। "আমি ধরে নিচ্ছি, আমি বাসায় থাকতে পারতাম এবং কুকি বানাতে ও চা খেতে পারতাম, কিন্তু আমি আমার প্রফেশনকে পরিপূর্ণতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যা আমি আমার স্বামীর পাবলিক জীবন শুরু হবার আগেই অর্জন করেছিলাম। এবং আমি যতটুকু যত্নবান থাকা সম্ভব তার জন্য খুব কঠিনভাবে কাজ করেছি। এটুকুই আমি আপনাদেরকে বলতে পারি।"

www.pathagar.com

আমি খুব বাক পটুতার সাথে কথাগুলো বলিনি। আমার বলা উচিত ছিল, "দেখুন, ল ফার্মের পার্টনারশিপ ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরে বসে থাকতে পারতাম, স্বার্থের দ্বন্দ্বকে এড়ানোর জন্য এর চেয়ে আর বেশি কিছু আমি করতে পারতাম না। এর সাথে, আমি সারাদিন ধরে অনেক কুকি বানাতে পারতাম আর চা করার কাজও করতে পারতাম বলার কোন প্রয়োজন ছিলনা।

আমার সহযোগীরা বুঝতে পেরেছিল যে, 'কুকি ও চা' বিষয়ে আমার মন্তব্য মিডিয়ায় ঝড় তুলবে। এ বিষয়ে আমি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছি তা সাংবাদিকদের ডেকে পুণরায় বিস্তারিত বলার জন্য তারা পরামর্শ দিল। সাথে সাথেই আমি একটি ছোটখাটো প্রেস কনফারেন্স করলাম। কিন্তু তার খুব কম প্রভাব পড়লো। আমি উত্তরগুলো দেয়ার ১৩ মিনিটের মাথায় এসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) তার বেয়ে একটি গল্প ছড়িয়ে গেলো। সিএনএন দ্রুততার সাথে আরো একটি গল্প বাতাসে ছাড়লো, এবং বিকেলের সেগমেন্টে প্রথম প্রশ্নটির রেফারেন্স দেয়া হলো - স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং রোজ ল ফার্ম- এবং আমি যা বলেছিলাম তার সবকিছু সংক্ষিপ্ত করে এভাবে প্রকাশ করলো, "আমি তার চেয়ে ঘরে বসে থাকতে পারতাম এবং কুকি বানাতে পারতাম ও চা খেতে পারতাম।" সেইদিন বেশিরভাগ নিউজ প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখ্য বিষয়বস্তু ছিল যে আমি খুব মারাত্মক একটি রাজনৈতিক ভুল করে ফেলেছি।

আমি আমার অবস্থান এবং আমার মত যে সকল মেয়েদের ক্যারিয়ার থাকে তাদেরকে জীবনে যে মাসুল দিতে হয় এই কথা বলার জন্য আমি একটি আনাড়ি পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। যে সকল মা'রা বাড়িতে থাকেন, পুরো বিষয়টি তাদের বিপক্ষে চলে গেলো। কিছু কিছু রিপোর্টার "চা ও কুকি" এবং "ট্যামী ওয়াইন্যাটের মতো আমার মানুষের পাশে দাঁড়ানো"– এদুটো মন্তব্যকে একত্র করে ফেললো, যেনো আমি দুটো কথাই এক নিঃশ্বাসে বলেছিলাম– একান্ন দিনের ব্যবধানে নয়। রিপাবলিকান পার্টির নেতারা আমাকে "কট্টর নারীবাদী", "জঙ্গি নারীবাদী আইনজীবী" এবং এমনকি "ক্লিনটন-ক্লিনটন প্রশাসনের ভাবাদর্শগত নেতা যিনি কট্টর নারীবাদী এজেন্ডাকে চাপিয়ে দিবেন " বলে আখ্যায়িত করলো।

আমি "কুকি ও চা" বিষয়ে শত শত চিঠি পেলাম। নারীদের ব্যাপক পছন্দকে সমর্থন করে কথা বলার জন্য সমর্থকরা আমার প্রশংসা করে এবং তাদের উৎসাহ প্রকাশ করে। সমালোচনাকারীরা ছিলেন বিদ্বেষপূর্ণ। একটি চিঠি আমাকে খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধচারী বলে মন্তব্য করে এবং আরেকটি বললো আমি আমেরিকান মাতৃত্বকে অবমাননা করেছি। আমি প্রায়শই চিন্তিত থাকতাম চেলসী এইসবে কতটা মনোযোগী হচ্ছে এবং কতটা ডুবে যাচ্ছে। তার বয়স তখন আর ছয় নয়।

কিছু কিছু আক্রমণ, যেমন আমাকে একজন নারী, মা ও স্ত্রী হিসেবে খারাপ করে দেখানোর চেষ্টা কিংবা বিভিন্ন ইস্যুতে আমার অবস্থান ও কথাকে পরিবর্তিত করে তুলে ধরা– এগুলোর সবই ছিল রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতিত্বমূলক এবং আমার লাগাম টেনে ধরার জন্য তৈরী করা। আমাদের দেশে নারীদের ভূমিকা যে পরিবর্তিত হতে চলেছে এবং সমাজ তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে যাচ্ছে, অন্য প্রতিবাদগুলো সেটারই হয়তো বহিঃপ্রকাশ। আমি আমার মন্ত্র শিখে নিয়েছিলাম: সমালোচনাকে আন্তরিকভাবে নাও, ব্যাক্তিগতভাবে নয়। সমালোচনায় যদি সত্যি ও মেধা থাকে, তাহলে সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করো। তা নাহলে সেটাকে তোমার থেকে দুরে রাখ।

www.pathagar.com

আমি আমার সময়ের নারীদের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছিলাম। যে কারণে আমি যা বলি বা করি এমনকি যা পরিধান করি– সবকিছুই বিতর্কের গরম বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

আমার এই সমস্যা থেকে মুক্তির প্রথম বিষয়টি ছিলো চুল ও ফ্যাশন। আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় আমি পোশাকের প্রতি খুব কম নজর দিয়েছি। আমি হেডব্যান্ড পছন্দ করতাম। কিন্তু প্রচারাভিযান চলার সময়, আমার কিছু বন্ধু আমার বাহ্যিক বেশভূষা পরিবর্তন করার একটা মিশন হাতে নিল। পড়ে দেখার জন্য তারা র‍্যাক ভর্তি কাপড় নিয়ে এলো এবং আমাকে বললো যে হেডব্যান্ডটি ফেলে দিতে হবে।

তারা যে বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল, আমি তা পারছিলাম না, আর সেটা হলো- ফার্স্ট লেডীর বেশভুষার গুরুত্ব। আমি আর নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করছি না। আমি আমেরিকার মানুষকে বলছিলাম, আমাকে তাদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিতে- সেটা গ্লামার থেকে মায়ের সান্ত্বনা পর্যন্ত।

আমি নির্বাচন সংক্রান্ত যত চিঠি পাচ্ছিলাম সেগুলোর উত্তর দেয়ার জন্য আমি কিছু লেটার হেড অর্ডার করলাম। আমি নেভি ব্লু রঙের অক্ষর দিয়ে ক্রিম রঙের কাগজের ঠিক উপরে দিকে আমার নাম হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন পরিষ্কার করে ছাপিয়ে দিতে বললাম। আমি বাক্সটি খুলে বুঝতে পারলাম অর্ডারটি পরিবর্তন করা হয়েছে, কারন সেখানে লেখা ছিল হিলারি ক্লিনটন। ক্লিনটনের কোনও একজন ষ্টাফ হয়তো ভেবেছে যে, “রডহ্যাম” শব্দটি ফেলে দেয়াই রাজনৈতিকভাবে ভালো হবে, যেন ওটা কখনই আমার পরিচিতিতে ছিল না। আমি সেই অর্ডার ফেরত দিয়ে নতুন করে আবার ছাপাতে দিলাম।

জানুয়ারির ২ তারিখে বিল ক্যালিফোর্নিয়া, ওহাইয়ো এবং নিউ জার্সিতে প্রাথমিকভাবে জিতে গেলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার নমিনেশন নিশ্চিত হয়ে গেলো, কিন্তু নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত নয়। এতো নেতিবাচক প্রচারনার ফলে বিলের অবস্থান ছিল তৃতীয় স্থানে, প্রেসিডেন্ট বুশ ও রস পেরোর পেছনে।

সে আমেরিকাবাসীর সামনে নিজেকে নতুনভাবে হাজির করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠানে হাজির হতে শুরু করে। প্রচারাভিযানে আমাদের অন্যতম উপদেষ্টা ম্যান্ডে গ্রুনওয়াল্ডের পরামর্শে বিল একটা টিভি অনুষ্ঠানে সেক্সোফোন বাজায়। তিনি আমাকে পিপল নামের এক জনপ্রিয় সাময়িকীতে সাক্ষাৎকার দিতে বলেন। আমি প্রথমে তেমন উৎসাহ দেখাইনি। তিনি বললেন, এই সাময়িকীর প্রচ্ছদে আমার আর চেলসির ছবি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ আমেরিকার অনেকে জানেই না আমাদের সন্তান আছে। আমি দোটানায় পড়লাম। একদিকে আমি এ ভেবে খুশি ছিলাম যে, চেলসিকে আমি রাজনীতির নোংরা আক্রমণ থেকে দূরে রাখতে পেরেছি। আবার অন্যদিকে সন্তানের মা হওয়াকে আমি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মনে করি। যদি লোকজন এটা জানতে না পারে তবে নিশ্চয়ই তারা আমাদের ঠিকমত বুঝতে পারবে না। সাময়িকীর নিবন্ধটি চমৎকার হয়েছিল। তবে এরপর আমি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য আবারও বললাম, চেলসির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা পাওয়া উচিত। যে কোন শিশুর বেড়ে ওঠা এবং নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নেয়ার জন্য এটার প্রয়োজন আছে। তাই বিল আর আমি একটা নীতিমালা ঠিক করলাম। পরিবারের একজন হিসেবে চেলসি যখন আমাদের সঙ্গে থাকবে, বিল বা আমার সঙ্গে কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবে, তখন মিডিয়ার দৃষ্টি নিশ্চিতভাবেই তার ওপর বেশি নিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তাকে নিয়ে আর

www.pathagar.com

কোন নিবন্ধ বা সাক্ষাৎকারের বিষয়টি আমি অনুমোদন করব না। আমি মনে করি বিল আর আমি মিলে এই একটা চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ৮ বছর হোয়াইট হাউজে থাকাকালে আমরা এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। আমি কৃতজ্ঞ যে, গুটিকয়েক ব্যতিক্রম বাদ দিলে পত্রপত্রিকাগুলো তার একান্ত জীবনকে সম্মান দেখিয়েছে। চেলসি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করা পর্যন্ত তারা তাকে নিয়ে ঘাঁটিঘাঁটি করেনি।

বিল ও টেনেসি রাজ্যের গভর্নর আল গোরকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা দেয়ার জন্য ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নিউ ইয়র্কে কনভেনশন ডাকলো। নিউইয়র্ক হলো বিল ও আমার পছন্দের শহর। আল গোর ও তার স্ত্রী টিপারের সাথে আমাদের ১৯৮০ সালে একবার পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু তেমন ভালো করে জানতাম না।

১৭ জুলাই সকালে আমরা একত্রে বাসযোগে নির্বাচনী প্রচার শুরু করি। অনেকে এটাকে আমাদের 'ম্যাজিক্যাল বাস ট্যুর' বলত। আমি বলতাম, 'বিল, আল গোর, হিলারি এবং টিপারের চমৎকার রোমাঞ্চকর যাত্রা।' বাসে করে প্রচার চালানোর ধারণাটা এসেছিল ডেভিড উইলহেম আর সুশান থমাসেসের মস্তিষ্ক থেকে। ডেভিড ছিলেন আমাদের কেম্পেইন ম্যানেজার। সুশানকে বিল আর আমি চিনতাম ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। আইনজীবী সুশান আমাদের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। নির্বাচনী প্রচারণায় সময়সূচি প্রণয়ন এবং তা সঠিকভাবে অনুসরণের গুরুত্ব সে বুঝত। সে বলত, ভোটারদের বুঝতে দিতে হবে যে, ভোটের দিন কেন সে তোমার পক্ষে টিক চিহ্ন দেবে। সুশান আমাদের নির্বাচনী প্রচারের সময়সূচি নির্ধারণের বিষয় তদারক করার জন্য স্বামী আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে লিটল রকে এসেছিল। সে এবং ডেভিড মনে করেছিল, যেসব রাজ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কথা সেগুলোর মধ্য দিয়ে বাসযাত্রা করা হলে বিল এবং আলগোরের পার্টনারশিপ যে এক পরিবর্তিত প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে সে কথা জনগণের কাছে ভালভাবে পৌছে দেয়া যাবে। এই বাস প্রচারের মূল কথা হবে, 'জনগণ সবার আগে'।

বাসে চড়ে এভাবে প্রচারের ফলে আমরা সবাই পরস্পরকে আরও ভালভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিল, আল গোর, টিপার আর আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেদের মধ্যে কথা বলেছি, এক সঙ্গে খেয়েছি, বাসের জানালা দিয়ে লোকজনের উদ্দেশে হাত নেড়েছি, বাস থামিয়ে বিভিন্ন পথসভায় যোগ দিয়েছি। আল সব সময় হালকা মেজাজে থাকত। সে এক বা দুই বাক্যে চমৎকার মন্তব্য করত। সে দ্রুত বুঝে ফেলেছিল, যেকোন সময় যেকোন জায়গায় রাস্তার ওপর কিছু লোককে জড়ো হতে দেখলেই বিল বলবে, বাস থামাও। এভাবে চলতে চলতে ভোররাত ২টার দিকে পেনসিলভানিয়ার এরিতে আমরা কয়েকশ' সমর্থকের এক সমাবেশে হাজির হলাম। সেখানে আল গোর চমৎকারভাবে বক্তৃতা করল। সে বলল, 'এখন স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এবং সুদের হার বেশি, এগুলো কমাতে হবে। মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং প্রত্যাশা কম, এগুলো বাড়াতে হবে। আমাদের দিক পরিবর্তন করতে হবে।' এ কথার পর সে বিলকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমার মনে হয় দু'জন ভেতরে বসে কফি খাচ্ছে। চল তাদেরকে দেখে আসি।' তার বলার ভঙ্গিতে বিলও সায় দিল। আসলে আমরা তখন চোখ খোলা রাখতে পারছিলাম না।

টিপার আর আমি ঘণ্টার পর ঘন্টা কথা বলতাম। রাজনীতিবিদের স্ত্রী হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের ছেলেমেয়ে এবং বিল আর আল গোর দেশের সমস্যা

www.pathagar.com

কতটা সমাধান করতে পারবে সেসব থাকত আমাদের আলোচনার বিষয়। ১৯৮৫ সালে হিংসাত্মক ও অশালীন লিরিকের সমালোচনা করে টিপার বিতর্কিত হয়েছিল। এ বিষয়ে সুদির্নিষ্ট অবস্থান নিয়ে সে যে সাহস দেখিয়েছিল আমি তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গৃহহীন এবং মানসিক রোগীদের জন্যও সে প্রশংসনীয় কাজ করেছে। সে দুর্দান্ত ছবি তোলে। আমাদের প্রচার অভিযানের সময় তার ক্যামেরা বিশ্রাম পেত না বললেই চলে।

এক সন্ধ্যায় আমরা স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা ও খাওয়া দাওয়া সাড়ার জন্য ওহাইও রিভার ভ্যালি গ্রামে জেন ব্রানস্টোলের খামারে থামলাম। সেখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় ব্রানস্টোল জানান, কয়েক মাইল দূরে এক চৌরাস্তার মোড়ে কিছু লোক অপেক্ষা করছে। আমাদের সেখানে থামা উচিত। গ্রীষ্মের রাতটি ছিল চমৎকার। লোকজন তাদের ট্রাক্টরের ওপর বসে পতাকা দোলাচ্ছিল। শিশুরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল মাঠের কিনারায়। তারা আমাদেরকে বিজয় চিহ্ন দেখাচ্ছিল। তারা যেসব ব্যানার নিয়ে এসেছিল সেগুলোর মধ্যে একটা আমার খুব পছন্দ হয়। তাতে লেখা ছিল, 'আমাদেরকে ৮ মিনিট সময় দাও, আমরা তোমাদের ৮ বছর উপহার দেব।' আবছা আলোয় আমরা অবাক হয়ে দেখলাম হাজার হাজার মানুষে বিশাল মাঠ ভরে গেছে।

ভ্যানডালিয়া, ইলিনয়স, সেন্ট লুইস মিসৌরী, কর্সিকানা, টেক্সাস, ভালদোস্তা, জর্জিয়া সর্বত্র এ ধরনের বিশাল জনসমাবেশ আমাদের বরণ করে নিয়েছিল। রাজনীতিতে আনন্দের এমন ব্যাপক বিচ্ছুরণ এর আগে আমি কখনও কোথাও দেখিনি।

লিটল রকে ওল্ড আরকানসাস গেজেট ভবনের বিশাল তিন তলার পুরোটা ছিল ক্লিনটনের প্রচারাভিযানের সদর দফতর। এখানে গণমাধ্যম, রাজনীতি ও গবেষণাবিষয়ক কাজ একই সঙ্গে চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই প্রথাবিরুদ্ধ উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। এতে তথ্য ও ভাবনা-চিন্তার অবাধ প্রবাহ উৎসাহিত হয়েছিল। প্রতিদিন সকাল ৭টা ও সন্ধ্যা ৭টায় পর্যালোচনা বৈঠক বসত সারা দিনের প্রকাশিত খবর খতিয়ে দেখে সেগুলোর ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। বুশ-শিবির থেকে পরিচালিত আক্রমণগুলোও বিবেচনা করা হতো। আমাদের লক্ষ্য ছিল বিলের বিরুদ্ধে পরিচালিত যেকোন আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে। যে কক্ষে বসে এসব করা হতো তার নাম দেয়া হয়েছিল 'ওয়ার রুম।'

এক রাতে লিটল রকের হেডকোয়ার্টারে প্যাট্টি সলিস-এর ফোনটা বেজে উঠলো। আরেকজন প্রচারনা সহযোগী স্টিভ রবিনোইজ্ঞ খুব দ্রুত ফোনটা তুলে, কোনও রকম কারন ছাড়াই বললো: "হিলারীল্যান্ড!" ফোনের অপর প্রান্তে আমার গলা শুনে সে লজ্জা পেয়েছিল : কিন্তু আমার মনে হলো সে একটি চমৎকার ডাকনাম তৈরি করেছে। পেট্টিও সেটা খুব পছন্দ করলো। এবং তার ডেস্কের পেছনের দেয়ালে একটি সাইন টানিয়ে দিল, যেখানে লেখা "হিলারিল্যান্ড"। নামটি পাকাপোক্ত হয়ে গেলো।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্বাচনে বিলের নিশ্চিত বিজয় সম্পর্কে আমার আস্থাও জোরদার হচ্ছিল। আমেরিকানরা নতুন নেতৃত্ব চাচ্ছিল। বার বছরের রিপাবলিকান শাসনে জাতীয় ঋণের পরিমাণ চার গুণ বেড়ে গিয়েছিল। বিপুল অঙ্কের বাজেট ঘাটতি প্রতিবছর আগের তুলনায় বর্ধিত হচ্ছিল। অর্থনীতি এতটা স্থবির হয়ে পড়েছিল যে, অনেকে চাকরি হারাচ্ছিল, অনেকে ভাল চাকরি পাচ্ছিল না। অনেকে নিজের এবং ছেলেমেয়েদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, বীমার প্রিমিয়াম শোধ করতে পারছিল না। প্রেসিডেন্ট বুশ পারিবারিক ও চিকিৎসা ছুটি অধ্যাদেশের ওপর দু'বার ভেটো দেন

www.pathagar.com

এবং নারী অধিকার খর্ব করেন। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত থাকাকালে এবং টেক্সাস থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান থাকার সময় বুশ পরিবার পরিকল্পনার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি এর প্রবল বিরোধিতা শুরু করেন। বুশের আমলে অপরাধ, বেকারত্ব, সমাজকল্যাণ তহবিলের ওপর নির্ভরতা আর গৃহহীনের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন বুশ প্রশাসন এসবের কোন খবর রাখে না।

বিল আর আমার দৃষ্টিতে এ সময়ের সবচেয়ে বড় ইস্যু হচ্ছে আমেরিকায় স্বাস্থ্যসেবা সংকট। যেখানেই গেছি সেখানেই আমরা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা নিয়ে একের পর এক কাহিনী শুনেছি। স্বাস্থ্যবীমা করা নেই এবং নগদ অর্থে চিকিৎসা করার সামর্থ্য নেই বলে ক্রমেই অধিকসংখ্যক মানুষ বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছে।

নিউ হ্যাম্পশায়ারে বিল আর আমি রনি এবং রোন্ডা ম্যাকোসের দেখা পাই। তাদের ছেলে রনি জুনিয়র হৃদযন্ত্রে গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে জন্মেছিল। রনির চাকরি চলে গেলে তার স্বাস্থ্যবীমাও বাতিল হয়ে যায়। ফলে তার ছেলের চিকিৎসা খরচ বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে সে চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। গোর দম্পতি আমাদের বলেছে জর্জিয়ার ফিলপট পরিবারের কথা। এই পরিবারের সাত বছরের ছেলে ব্রেট একই হাসপাতালে একই রুমে তাদের ছেলে আলবার্টের সঙ্গে চিকিৎসাধীন ছিল। আল গোর আর টিপার প্রায়ই বলত, ছেলের চিকিৎসা চালাতে গিয়ে ফিলপটরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। আমরা এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখেছি এবং শুনেছি। তবে এটা নিশ্চিত যে, এ ধরনের হাজার হাজার ঘটনা আমাদের অজানা রয়ে গেছে। আমি মনে করি না বিল ভেবেছিল যে স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের বিষয়টি তার প্রচারের মূল ইস্যু হয়ে উঠবে। আমাদের সামগ্রিক প্রচার ছিল অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সমস্যাটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে বিল দেখল, স্বাস্থ্যবীমা সংস্কার সাধন এবং আকাশচুম্বি চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করা না গেলে অর্থনীতিতে স্থিরতা আনা যাবে না। জনগণের জরুরি চিকিৎসার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া অত্যাবশ্যক। তাই বিল বার বার তার স্টাফদের বলতে লাগল, 'স্বাস্থ্যসেবার কথা ভুলে যেও না।' তারা এ ব্যাপারে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ শুরু করল। ইরা ম্যাগাজিনার থেকেও গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করা হলো। তাকে আমি প্রথম জেনেছিলাম ১৯৬৯ সালে আমাদের কলেজের অভিষেক অনুষ্ঠানের বক্তৃতা লাইফ ম্যাগাজিনে প্রকাশের সময়। বিলও সেই বছরই তার সাথে পরিচিত হয়েছিল যখন সে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে রোডস স্কলার হিসেবে এসেছিল।

নির্বাচনে জিতলে স্বাস্থ্যসেবার সমস্যাগুলো কিভাবে মোকাবিলা করা হবে তা ঠিক করার জন্য বিল একটা উপদেষ্টা দল তৈরি করে ফেলল। তার সংস্কার কর্মসূচির রূপরেখার মধ্যে ছিল স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমানো, বীমা কোম্পানিগুলোর লালফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করা, প্রেসক্রিপশনে যেসব ওষুধ দেয়া হয় সেগুলো সহজলভ্য করা এবং আমেরিকার সব নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চিত করা। আমরা জানতাম, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় সংস্কার করতে গেলে বিরাট রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। তবে আমরা বিশ্বাস করতাম, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ভোটাররা যদি বিল ক্লিনটনকে বেছে নেয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে তারা এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন চায়।

www.pathagar.com

অ ভি ষে ক

১৯৯২ সালের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে শেষ চব্বিশ ঘন্টাও বিল আর আমি দেশের এমাথা থেকে ওমাথা করেছি, কয়েকটি জায়গায় শেষ মুহুর্তের জন্য থেমেছি- পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া, ওহাইও-র ক্লিভল্যান্ড, মিশিগানের ডেট্রয়েট, মিসৌরীর সেন্ট লুইস, কেন্টাকীর পাদুকাহ, টেক্সাসের ম্যাকএলান ও ফোর্ট ওয়ার্থ এবং নিউ মেক্সিকো রাজ্যের আল বুকার্কি। আমরা কোলোরাডো রাজ্যের ডেনভার শহরে সূর্যোদয় দেখেছি এবং লিটল রকে আবার ফিরে এসেছি সকাল সাড়ে দশটায়, এয়ারপোর্টে চেলসি আমাদের সাথে দেখা করেছে। কাপড় পরিবর্তন করার জন্য আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য থেমে, তিনজন গিয়েছি আমাদের ভোট কেন্দ্রে, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বিলকে গর্বের সাথে ভোট দেওয়ার জন্যে। আমরা সারাটা দিন গভর্নর হাউজে পরিবার ও বন্ধুদের সাথে সময় কাটাই, সারা দেশে সমর্থনকারীদেরকে ফোন করি। রাত ১০:৪৭ মিনিটে টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ঘোষনা করলো যে, বিল জিতে গেছে।

যদিও আমি বিজয় আশা করছিলাম, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। নির্বাচনের ফলাফল স্বীকার করে নিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ বিলকে ফোন করার পর, বিল ও আমি আমাদের শোয়ার ঘরে গেলাম, দরজা বন্ধ করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম - তিনি বিলকে এই দারুন সম্মান ও দায়িত্ব নেয়ার জন্য সাহায্য করেছেন। তারপর আমরা পুরোনো স্টেট হাইজে যাওয়ার জন্য সবাইকে একত্রে জড় করলাম, যেখান থেকে তের মাস আগে প্রচারাভিযান শুরু হয়েছিল। উচ্ছ্বসিত আরকানসাসবাসী এবং আমেরিকার আনাচে কানাচে থেকে আসা সমর্থনকারীদের বিশাল জনতার সামনে আমরা গোর পরিবারের সাথে মিলিত হই।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই, গভর্নর ম্যানশনের রান্নাঘরের টেবিলটি হয়ে উঠলো ক্লিনটনের পরিবর্তনের কেন্দ্রে। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে সম্ভাব্য কেবিনেট প্রার্থীরা আসা যাওয়া করলেন, সারাক্ষন ফোন বেজেই চললো, আর গাদা গাদা খাবার শেষ করা হলো। বিল ওয়ারেন ক্রিস্টোফারকে এই ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার প্রধান হতে অনুরোধ করে এবং মিকি কেন্টর ও ভার্নন জর্ডানের সাথে একত্রে বসে প্রধান প্রধান পদগুলোর জন্য প্রার্থীদের যোগ্যতা খুটিয়ে দেখতে বলে। তারা প্রথমেই অর্থনৈতিক টিমের উপর মনোযোগী হলো, কারন ওটাই ছিল বিলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। অর্থনৈতিক টিমটি বিলের সাথে বসে অর্থনৈতিক নীতিমালা ঠিক করলো, যা সরকারের ভেতর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করে এবং এর ফলে প্রাইভেট সেক্টরেও অভাবিত রকমের উন্নতি সাধিত হয়।

www.pathagar.com

আমরা অন্যান্য পরিবারের চাকুরী ও বাসস্থান পরিবর্তনের চেয়ে বেশি অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলাম। নতুন প্রশাসন গঠনের সাথে সাথে আমাদেরকে গভর্নর ম্যানশন ছেড়ে দিতে হয়। এটাই একমাত্র বাড়ি যা চেলসী মনে রেখেছে। আর যেহেতু আমাদের নিজেদের কোনও বাড়ি ছিল না, তাই আমাদের সাথে সবকিছুই হোয়াইট হাউজে নিয়ে আসতে হয়েছিল। প্রতিটি রুমে বিভিন্ন রকমের বাক্স পেটরাগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য বন্ধুরা আঁটঘাট বেধে কাজে নেমে গেলো। এরিজোনা রাজ্য থেকে আসা আমার বন্ধু লরেটা এভান্ট, যে কনভেনশনের পর আমার সাথে প্রচারাভিযানে যোগ দিয়েছিল, সে সারা পৃথিবী থেকে আসা উপহারগুলোকে গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব নিল। আমাদের নিচতলার একটা বিশাল অংশ সেগুলো স্থান দখল করে নিয়েছিল। লরেটা একটু পর পরই সিঁড়িতে চিৎকার করে উঠতো, "এইমাত্র যেগুলো এসেছে সেগুলো দেখার জন্য চলে এসো।" আমি নিচে গিয়ে হয়তো দেখলাম, লাল ভেলভেট কাপড়ের উপর ঝিনুক দিয়ে তৈরি বিলের একটি পোট্রেট সে শক্ত করে ধরে আছে।

চেলসির জন্য আমাদেরকে ওয়াশিংটনে একটি স্কুল খুঁজে বের করতে হলো। সে তখন প্রায় তরুনী এবং তার জীবন ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনার জন্য সে সুখি ছিল না। বিল ও আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, কী করে হোয়াইট হাউজের ভেতরে চেলসীর একটি স্বাভাবিক ছোটবেলা নিশ্চিত করা যায়, যেখানে চব্বিশ ঘন্টাই সিক্রেস সার্ভিসের লোকরা পাহারা দিয়ে রাখছে। আমরা ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমাদের বিখ্যাত সাদা-কালো বিড়ালটিকে হোয়াইট হাউজে নিয়ে আসবো, যদিও আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে সেই বিড়াল মুক্তভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবে না এবং মরা পাখি ও ইদুরও ধরতে পারবে না। কারন, হোয়াইট হাউজের বেড়াগুলোয় অনেক বেশি ফাঁক যার ভেতর দিয়ে বিড়ালটি রাস্তায় গিয়ে গাড়ির তলায় পড়তে পারে। আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বিড়ালটি বাইরে গেলে তাকে সবসময় গলায় দড়ি পড়িয়ে রাখা হবে।

আমি নির্বাচনী প্রচারভিযানের সময় কাজ থেকে বিনা বেতনে ছুটি নিয়েছিলাম এবং এখন আইন ব্যবসা থেকে পদত্যাগ করলাম। আমি ফার্ষ্ট লেডির অফিসের জন্য ষ্টাফ নিয়োগ দেয়ার প্রস্তুতি নিলাম এবং বিলকে যতটা সাহায্য করা যায় তা করতে থাকলাম। আর আমার ভূমিকা কী হবে সেটা নির্ধারণের জন্য আমরা দুজনই চেষ্টা করছিলাম। আমার একটি অবস্থান থাকছে কিন্তু সেটা পুরোমাত্রার চাকরী নয়। এই অবস্থানটিকে আমি কীভাবে ব্যবহার করে আমার স্বামীকে সাহায্য করতে পারি এবং আমাদের দেশের জন্য কাজ করতে পারি, যেখানে আবার আমার নিজস্ব স্বকীয়তাও হারিয়ে যাবে না?

ফার্স্ট লেডীর জন্য কোনও ট্রেনিং ম্যানুয়াল নেই। আপনি কাজটি পেয়েছেন কারণ আপনি যাকে বিয়ে করেছেন সেই ব্যাক্তিটি প্রেসিডেন্ট হয়েছে। আমার পূর্ববর্তী ফার্স্ট লেডীরা সবাই তাদের নিজস্ব অনুভূতি ও প্রত্যাশা, পছন্দ ও অপছন্দ, স্বপ্ন ও সন্দেহ হোয়াইট হাউজে নিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেকের আচরনেই তাদের নিজস্ব আগ্রহ, স্টাইল প্রকাশ পেয়েছে যা তার স্বামীর চাহিদা, পরিবারের ও দেশের চাহিদাগুলোর মধ্যে একটি ভারসাম্যতা পেয়েছে। আমারো তাই করা উচিৎ। আমার পূর্বের প্রতিটি ফার্স্ট লেডীর মতো আমাকেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমি যে সুযোগ ও দায়িত্ব পেয়েছি সেটা দিয়ে আমি কী করতে চাই।

www.pathagar.com

বছরের পর বছর, ফার্স্ট লেডীর ভূমিকাকে বৃহত্তরভাবে প্রতিকী হিসেবে দেখা হয়েছে। তার কাছে আশা করা হয়, তিনি একটি আদর্শ- বৃহত্তরভাবে পৌরানিক- আমেরিকান মাতৃত্বের ধারনাটির প্রতিনিধিত্ব করবেন। অনেক ফার্স্ট লেডী তাদের কাজগুলো সাফল্যের সাথে করেছেন, কিন্তু তারা তাদের জীবনে কী করেছেন তার সঠিক গল্পগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে, ভুলে যাওয়া হয়েছে এবং চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আমি যখন দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরী হচ্ছিলাম, ততদিনে ইতিহাস বাস্তবতার কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে 'স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ আমেরিকান হিস্ট্রি' জনপ্রিয় কিছু ফার্ষ্ট লেডির রাজনৈতিক ভূমিকা এবং পাবলিক ইমেজকে পুনর্বিবেচনা করে সংশোধন করলো এবং সেগুলো প্রদর্শনীতে রাখলো। গাউন পরিহিত বারবারা বুশের সেই ছবির পাশাপাশি ডেজার্ট ষ্ট্রর্ম যুদ্ধের সময় বারবারা বুশ তার স্বামীর সাথে সৈন্যদের দেখতে গেলে যে জ্যাকেট পরেছিলেন সেটাও রাখা হলো। মার্থা ওয়াশিংটনের একটি উক্তিও শোভা পেলো : "অন্য যেকোনও কিছুর চেয়ে আমি আসলে একজন রাষ্ট্রীয় কয়েদী"। ইতিহাসকে পুনরায় লেখা এবং ফার্ষ্ট লেডিদের "ফ্যামিলি ভ্যালু"-কে ছোট করার জন্য যাদুঘরের প্রধান পরিচালক ইডিথ মায়ো এবং স্মিথসোনিয়ান-কে সমালোচনা করা হয়।

হোয়াইট হাউজের পূর্ববতী অধিবাসীদের মতো, বিল ক্লিনটন ও আমি আমাদের সম্পর্কটিকে তৈরি করেছিলাম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে, আকাঙ্খা ও সাফল্যের উপর, জয় ও পরাজয়ের উপর। নির্বাচনের জন্য সেটা পরিবর্তিত হওয়ার মতো ছিল না। সতেরো বছর বিয়ের পরেও, আমরা পরস্পর পরস্পরের আনন্দদানকারী, কঠিনতম সমালোচনাকারী এবং বন্ধু।

এই পার্টনারশীপ ক্লিনটন প্রসাশনে কীভাবে মানানসই হবে সেটা তখনও পরিস্কার ছিল না। বিল চাইলেও আমাকে সে কোনও দপ্তর দিতে পারবে না। জন. এফ. কেনেডি তার ভাই ববিকে এটর্নী জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর থেকে স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে আইনটি বলবত রয়েছে। কিন্তু বিল ক্লিনটনের বিনাবেতনভুক্ত পরামর্শক এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে আমার ভূমিকা চালিয়ে যাওয়াকে কোনও আইন দিয়েই ফেরানো যায় না। আমরা একসাথে এতটা সময় কাজ করেছি যে বিল জানতো, সে আমার উপর বিশ্বাস করতে পারে। আমরা সবসময়ই জানতাম যে, আমি আমার স্বামীর প্রশাসনে ভূমিকা রাখবো। কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতাম না, আমার সেই ভূমিকাটি কী হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিল আমাকে তার স্বাস্থ্য সেবার উদ্যোগটি দেখাশুনা করতে বললো। বিল হোয়াইট হাউজে অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলো কেন্দ্রিভূত করার কাজ করছিল এবং সে একই রকম একটি নীতিমালা স্বাস্থ্য সেবাতেও চাইছিল। আরকানসাসে বিল আমাকে গ্রামীন স্বাস্থ্য সেবা ও পাবলিক শিক্ষা ব্যবস্থার কমিটিগুলোর প্রধান করে দিয়েছিল এবং এটা মানুষের মাঝে কী ধরনের সমালোচনা তৈরি করবে সেটা নিয়ে আমরা খুব একটা চিন্তিত ছিলাম না। কিন্তু বিষয়টি যখন রাজনৈতিক স্বামী-স্ত্রীর হিসেবে চলে এলো, তখন আমরা আশা করিনি যে জাতীর রাজধানী আরকানসাসের চেয়েও রক্ষণশীল হবে।

১৯৯৩ সালের ১৬ জানুয়ারি আমরা লিটল রক ছেড়ে আসার সময় অনেকটা দেরী করে ফেলেছিলাম। লিটল রকের বিমানবন্দরে হাজার হাজার বন্ধু ও সমর্থনকারীরা একটি হৃদয়বিদারক বিদায়ের জন্য ভিড় করেছিল। আমাদের সামনের কথা ভেবে আমি

www.pathagar.com

উত্তেজিত ছিলাম, কিন্তু আমার প্রবল উৎসাহে কেমন একটা বিষন্নতা টুং টাং শব্দ করে বাজছিল। সেই শুভানুধ্যায়ী জনতার সামনে বিল যখন একটি গানের কথা আবৃত্তি করলো, তখন সে কেঁদে ফেলল : "আরকানসাস রয়েছে আমার হৃদয়ের গভীরে এবং সেটা সর্বদাই থাকবে"। হাজারো কোলাকুলি আর হাত নাড়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের চার্টার্ড বিমানে উঠে পড়লাম। আমরা যখন বিমানে এবং আরকানসাসের বাতিগুলো মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেলো, তখন সামনের দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

আমরা উড়ে ভার্জিনিয়া রাজ্যের চারলটেসভিল শহরে এলাম। এখান থেকে বাসে করে ওয়াশিংটন যাওয়া হবে; ১৮০১ সালে থমাস জেফারসন ১২১ মাইল লম্বা এই রাস্তা ধরে গিয়েছিলেন। আমরা তার সেই একই রাস্তাকে অনুসরন করবো। আমি ভেবেছিলাম, উইলিয়াম জেফারসন ক্লিনটনের প্রেসিডেন্সি শুরু করার এটাই সবচে ভালো পথ।

পরের দিন সকালে আমরা আল গোর ও টিপারের সাথে মিলিত হলাম। এবং জেফারসনের বানানো সেই মহৎ বাড়িটি আমরা ঘুরে দেখলাম। তারপর আমরা আরেকটি বাসে চড়ে উত্তরের পথে ওয়াশিংটনের দিকে যাত্রা শুরু করলাম, এই কিছুদিন আগেই নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় আমাদের এমন ভ্রমনই ছিল। রাউট-২৯ রাস্তাটির দুই দিকে হাজারো লোক জমা হয়েছিল, তারা আমাদের দিকে আনন্দধ্বনি করছিল, পতাকা নাড়ছিল, বেলুন ও ব্যানার ধরে ছিল। আমাদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য, শুভেচ্ছা দেয়ার জন্য বা কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য কেউ কেউ ঘরে বানানো ব্যানার-ফেস্টুন ধরে দাড়িয়েছিল : "আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছি", "তোমার প্রতিশ্রুতি রেখো- এইডস অপেক্ষা করবে না", "তুমি একজন সমাজতন্ত্রী, বোকা"। আমার সবচে পছন্দেরটি ছিল পরিষ্কার, হাতে লেখা দুটি শব্দ : "মার্জিত, করুণাময়"।

আকাশ তখনও পরিষ্কার ছিল, কিন্তু আমরা যতই ওয়াশিংটনের দিকে যাচ্ছিলাম, তাপমাত্রা ততই কমে যাচ্ছিল। প্রথম অফিশিয়াল ঘটনার ঠিক পাচ মিনিট আগে আমরা লিংকন মেমোরিয়ালে পৌছলাম।

আমি আগে কখনও বুলেট প্রুফ কাঁচের দেয়ালের ভেতর বসিনি। তাপমাত্রা কমেই যাচ্ছিল এবং আমি কৃতজ্ঞ যে তারা পায়ের কাছে একটা ছোট হিটার দিয়েছিল। পপ সংগীত তারকা ডায়ানা রস চমৎকার করে গাইলেন "গড ব্লেস আমেরিকা"। বিল তার বক্তৃতায় বললো, "চলুন আমরা একুশ শতাব্দির আমেরিকান বাসস্থান তৈরি করি, যেখানে টেবিলের পাশে প্রত্যেকের জন্য জায়গা থাকে, এবং একটি শিশুও পিছিয়ে না থাকে। আজকের পৃথিবীতে এবং ভবিষ্যতের পৃথিবীতে, আমাদের সবাইকে হয় একসাথে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, নইলে একটুও নয়।"

যখন বিল, চেলসি এবং আমি হাজারো আন্দোলিত ও সঙ্গীতমুখর উৎসবকারীদের মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল।

আমরা পটোমাক নদীর অন্য তীরে এসে থামলাম। সেখানে 'মুক্তির ঘন্টা' বাজানো হলো; একই সাথে সারা দেশে হাজারটা 'আশার ঘন্টা' বাজলো, এমনকি মহাশূন্যযান এন্ডেভারও সেই ঘন্টা একই সাথে বাজালো যা সারা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছিল। রাজধানী রাতের আকাশে আতশবাজি পুড়ানোর ঘনঘটায় আমরা একটু দেরী করে ফেললাম। তারপর সেখান থেকে আরেকটি অনুষ্ঠানে, তারপরেও আরেকটি।

www.pathagar.com

অভিষেককালীন সপ্তাহে, আমাদের পরিবার ও ব্যক্তিগত স্টাফরা ব্লেয়ার হাউজে আমাদের সাথে অবস্থান করছিল। প্রথাগতভাবে অতিথিরা যারা রাষ্ট্রের প্রধান বা নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে দেখতে এসেছিল তারাও সেখানে ছিল। ব্লেয়ার হাউজ এবং এর পেশাদার কর্মচারীরা যারা বেনেডিক্ট ভ্যালেন্টেনিয়ার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, যিনি সবার কাছে মিসেস ভি হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং তার সহকারী রেনডি বামগ্রাডনার অত্যন্ত বিলাসবহুল ম্যানশনে স্বাগতম জানিয়েছিল যা সপ্তাহের শেষের দিকে মরুদ্যানে পরিণত হয়েছিল। ব্লেয়ার হাউজ যেকোন জরুরি প্রয়োজনে সমন্বয় সাধনে তাদের সামর্থ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

সেই সপ্তাহে বিল অনেকগুলো বক্তৃতা দিল। কিন্তু তখনও তার জীবনের সবচে বড় বক্তৃতাটি লিখা হয়নি : উদ্বোধনী বক্তৃতা। বিল হলো একজন চমৎকার লেখক এবং স্রষ্টা প্রদত্ত বক্তৃতা-প্রস্তুতকারী যার বক্তৃতা শুনলে খুব সহজ মনে হয়, কিন্তু তার বারবার কাটাকাটি করা এবং শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনগুলোর জন্য স্নায়ুশক্তির দরকার। আমি তার এই বারবার কেটেকুটে ঠিক করার অভ্যাসের সাথে অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তারপরেও সময় যত ঘনিয়ে আসছিল আমার দুশ্চিন্তা বাড়ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু সময় পাচ্ছিল, বিল তখনই তার খসড়ার উপর কাজ করছিল।

শেষ পর্যন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঘন্টা খানিক আগে ভোর বেলা বিল তার বক্তৃতাটি লেখা ও রিহার্স্যাল দেয়া শেষ করলো।

কেপিটলে আমরা পশ্চিম অংশে দাঁড়ালাম, সেখান থেকে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট ও লিংকন স্মৃতিস্তম্ভের নৈসর্গিক দৃশ্য চোখে পড়ছিল। স্মৃতিস্তম্ভের নীচে বিশাল জনতার ঢল।

প্রথানুযায়ী বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন দল বাদ্য বাজালো; তারপর কয়েক মিনিট পরেই আবার নতুন প্রেসিডেন্ট-এর জন্য। সেই বাদ্যযন্ত্রে আমি সবসময়ই সচল হয়ে উঠতাম, কিন্তু সেই সঙ্গীত যখন আমার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বাজানো হচ্ছিল সেটা শুনে আমি এতই বিমোহিত হলাম যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। চেলসি ও আমি বাইবেল ধরে থাকলাম এবং বিল তার শপথ নিল। তারপর সে চেলসি ও আমাকে তার বাহুর ভেতর নিয়ে নিলো, আমাদের দুজনকেই চুমু দিল এবং বিড়বিড় করে বললো, "আমি তোমাদের দুজনকেই খুব ভালোবাসি।"

আমরা যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ করে, প্রথমেই হেঁটে গেলাম হোয়াইট হাউজে-যেখানে আমাদের নতুন বাসস্থান। আমি মনে করতে পারি, অতিথি হিসেবে এই বাড়িটিতে যখন এসেছি কী মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছি। কিন্তু এখন এটাই আমার বাড়ি। হোয়াইট হাউজের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, সিড়ি দিয়ে উঠে যাবার সময় বাস্তবতা আমাকে নাড়া দিল, আমি আসলে ফার্স্ট লেডী, যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিবাহিত স্ত্রী।

হোয়াইট হাউজের প্রায় একশ' স্থায়ী কর্মচারী আমাদের অভ্যার্থনা জানাতে 'গ্র্যান্ড ফয়ারে' অপেক্ষা করছিল। হোয়াইট হাউজের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে ছিল- প্রকৌশলী, কাঠমিস্ত্রি, পানির মিস্ত্রি, মালী, বাবুর্চি, গৃহপরিচারীকা, খানসামা। হোয়াইট হাউজের সম্পূর্ণ কার্যকলাপ 'আসার'-রা তত্ত্বাবধান করতো, যা ছিল প্রশাসনিক কর্মচারীর উনিশ শতকের পরিভাষা। আমি ২০০০ সালে আমার তৃতীয় গ্রন্থ 'এ্যান ইনভাইটেশন টু দ্যা হোয়াইট হাউজ' রচনা করি, যা ছিল স্থায়ী সদস্যদের নিয়ে রচিত।

www.pathagar.com

আমাদের তৃতীয় তলায় নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে বাড়ির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব-সাজ-সজ্জা ঘর, যা প্যাট নিক্সনের নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল। চেলসি, তার চার বান্ধবী, আমার মা, আমার শ্বাশুরী ও আমার ননদ বল অনুষ্ঠানের জন্য সিন্ডারেলার মতো সাজাতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

বিল চেয়েছিল এগারটি অভিষেক বলে অংশ নিতে, শুধুমাত্র প্রথাগতভাবে পাঁচ মিনিটের জন্য উপস্থিত থেকে হাত নাড়িয়ে অভিন্দন জানাতে নয় বরং সে চেয়েছিল উৎসব করতে। চেলসি ও আরকানাসাসের চার বান্ধবী এম.টি.ভি বল সহ অনেকগুলো অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। ওয়াশিংটন কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত আরকানসাস বল ছিল সব চেয়ে বড় এবং আনন্দের, কেননা সেই অনুষ্ঠানে আমাদের বন্ধু-বান্ধব, সমর্থক ও আত্নীয়-স্বজনসহ বার হাজার অতিথির সমাগম হয়েছিল। বেন ই. কিং বিলকে একটি স্যাক্সোফোন দিল এবং জনতা সমস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

বিলের মা, ভার্জিনিয়ার মত কেউ মজা করতে পারে নি। তিনি সেখানে একজন বিশেষ বন্ধু বারবারা স্ট্রেইসেন্ডের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। বিল ও আমি কেউই সেই স্মরণীয় রাতটি শেষ হয়ে যাক, তা চাইনি। কিন্তু শেরাটন হোটেলের মিডওয়েস্টার্ণ বলের বাদকদল যখন তাদের বাদ্যযন্ত্র গোছাতে শুরু করেছিল, তখন বিলকে আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম। আমরা সেদিন রাত দু' টায় হোয়াইট হাউজে ফিরে এসেছিলাম।

বিলের প্রচারাভিযানের প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল, 'প্রথমেই জনগণ'। তাই হোয়াইট হাউজে আমাদের প্রথম কার্যদিবসে হাজার হাজার লোককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তারা আমাদের ও গোর পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য সূর্যোদয়ের আগে হতেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের সাথে দেখা করতে এত সময় লাগবে তা আমরা বুঝতে পারি নি। আমাদের খুব খারাপ লাগছিল অপেক্ষমান জনতাকে বলতে যে, তাদের সবার সাথে আমরা দেখা করতে পারছিনা।

আমাদের অন্যান্য কার্যসূচী শেষ হওয়ার পর বিল এবং আমি ঘরে পরার পোশাক পরিধান করলাম ও আমাদের নতুন বাড়িটিকে ঘুরে দেখার সুযোগ পেলাম। আমরা প্রথম দিকের এই 'দিন-রাতগুলো' আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্নীয় স্বজনের সাথে কাটাতে চেয়েছিলাম।

সপ্তাহব্যাপী অভিষেক অনুষ্ঠানের পর আমাদের অনেক বছরের চেনা পরিজনদের সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগছিল। সন্ধার পর আমরা ওয়েষ্ট সিটিং হলের রান্নাঘরে হানা দেই। হ্যারি ও বিল ক্যাবিনেট খুলে আর আমি ও লিন্ডা রেফ্রিজারেটর খুলি, কিন্তু একটা আধা-বোতল ভদকা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। তাই দিয়ে আমরা নতুন প্রেসিডেন্ট, দেশ এবং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য টোস্ট করেছিলাম।

সারাদিনের ব্যস্ততাশেষে আমার মা-বাবা এবং চেলসি ও বন্ধুরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। এর আগেরদিন রাতে অভিষেক বল থেকে মেয়েরা একটু আগেই চলে এসেছিল এবং কিউরেটর ও আসারদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এক 'স্ক্যাভেঞ্জার হান্ট' দারুন উপভোগ করেছিল। আমি ভেবেছিলাম চেলসির নতুন পরিবেশের সাথে পরিচিত হতে এটি একটি ভাল পথ। কিউরেটর কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখালেন, যেমন 'হলুদ পাখির সাথে চিত্রকর্ম' এবং 'সেই বিশেষ ঘর যেখানে মাঝে মাঝে ভুত দেখা যায়'। (দি লিংকন

www.pathagar.com

বেডরুম, যেখানে অতিথিরা বলেছেন যে তারা ঠান্ডা বাতাস অনুভব করেছেন এবং বর্নালী আকৃতি দেখছেন।)

আমি ভুতে বিশ্বাস করিনা। কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা অনুভব করেছি যে হোয়াইট হাউজে অপার্থিব সত্বা ঘুড়ে বেড়ায়। পূর্ববর্তী প্রসাশনের আত্মা সর্বত্র। এমনকি মাঝে মাঝে তারা চিরকুটও রেখে যায়। হ্যারী ও লিন্ডাকে সেই রাতে লিংকন বেডরুমটি দেয়া হলো। যখন তারা লম্বা রোজউড কাঠের তৈরী বিছানায় চড়ে বসলো, তখন তারা বালিশের নীচে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ পেলো।

“প্রিয় লিন্ডা, এখানে আমি প্রথম ছিলাম, এবং আমি আবার ফিরে আসবো,” চিরকুটটিতে লেখা।

এবং সেখানে সই করেছেন “রাশ লিমবাগ”।

www.pathagar.com

ইস্ট উইং, ওয়েস্ট উইং

হোয়াইট হাউজ হলো প্রেসিডেন্টের অফিস ও বাসস্থান, এবং জাতীয় যাদুঘর। আমি তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি যে, এর কাঠামোগত প্রচলন হলো মিলিটারী ইউনিটের মতো। বছরের পর বছর, কিছু কিছু বিষয় একটি নির্দিষ্ট পথে করা হয়ে আসছে, বিশেষ করে কয়েক দশক ধরে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়মনীতি অনুযায়ী, যারা হোয়াইট হাইজকে নিখুঁতভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন করে চলেছেন। প্রধান বাগানরক্ষক ইর্ভ উইলিয়ামস কাজ শুরু করেন সেই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সময় থেকে। স্থায়ী স্টাফরা জানেন যে, তারাই একটি 'ফার্স্ট' পরিবার থেকে আরেকটি পরিবারের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই এক প্রশাসন থেকে পরবর্তী প্রশাসন পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রেসিডেন্সিকে এরাই বহন করে থাকে। আমরা হলাম অস্থায়ী বাসিন্দা মাত্র। বিলের প্রথম টার্মে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যখন তার অফিশিয়াল পোর্ট্রেট উন্মোচন করতে আসেন, তখন তিনি পঁচিশ বছর ধরে কর্মরত বাটলার জর্জ ওয়াশিংটন হ্যানিকে দেখে বলেন 'জর্জ, তুমি এখনও এখানে আছো?'

প্রবীণ বাটলার উত্তর দিল : "জ্বী স্যার। প্রেসিডেন্ট আসে আর যায়। কিন্তু জর্জ সবসময়ই এখানে থাকে।"

অনেক পুরনো প্রতিষ্ঠানের মতো হোয়াইট হাউজেও পরিবর্তন ছিল খুব ধীর গতির। টেলিফোন সিস্টেম ছিল পেছনের জগতে ঠেলে দেয়ার মতো একটি বিষয়। বাড়ি থেকে বাইরে ফোন করতে হলে, আমাদেরকে রিসিভারটা তুলে ধরে থাকতে হতো এবং বেশ কিছুক্ষণ হোয়াইট হাউজের অপারেটরের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। তিনি তখন ডায়াল করে দিতেন। অবশেষে আমি সেই ব্যবস্থার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম, এবং সুইচরুমে যে অপারেটররা কাজ করেন তাদের ধৈর্য্যের প্রসংশা করতাম। তারপর যখন পুরো টেলিফোন সিস্টেম নতুন প্রযুক্তি দিয়ে উন্নত করা হলো, আমি তখনও সেই অপারেটরদের মাধ্যমে টেলিফোন করা অব্যাহত রাখলাম।

আমি জানতাম, আমাদের শোয়ার ঘরের দরজার বাইরেই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট নিয়োগ করাটা আমি মেনে নিতে পারবো না। পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টদের জন্য এটা ছিল একটি মানদণ্ড। এবং সিক্রেট সার্ভিস প্রথমে এটা তুলে নিতে চাইছিল না।

আমি যখন একজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টকে আমাদের দরোজার ওখানে না থেকে নীচতলায় থাকার কথা বললাম, তখন সে জিজ্ঞেস করলো, "মধ্যরাতে যদি প্রেসিডেন্টের হার্ট অ্যাটাক হয় তা'হলে কী হবে?"

www.pathagar.com

"তার বয়স ছেচল্লিশ এবং তার স্বাস্থ্য ভালো", আমি বললাম। "তার হার্ট এটাক হবে না।"

সিক্রেট সার্ভিস আমাদের চাহিদা মতো নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছিল, আমরাও তাদের প্রয়োজনমতো, সব কিছুর পরেও তারাই হলো আমাদের নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। আমাদের কেবল তাদেরকে কাজ করতে দেয়ার পাশাপাশি আমাদেরকে আমাদের মতো থাকার একটি ব্যবস্থা তৈরি করে নিতে হয়েছিল। বিল, চেলসি ও আমি সেই এজেন্টদের সাহস, দৃঢ়তা এবং প্রফেশনাল দক্ষতার প্রশংসা না করে পারি না। যারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে সেই এজেন্টদের সাথে এখনো আমাদের বন্ধুত্ব থাকার জন্য আমরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করি।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সময় থেকেই ফার্স্ট লেডী এবং তার স্টাফরা কাজ করতো হোয়াইট হাউজ ভবনের পূর্ব অংশে (ইস্ট উইং), যেখানে রয়েছে অফিসের জন্য দুটো তলা, অতিথিদের জন্য বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষ, হোয়াইট হাউজের মুভি থিয়েটার, লম্বা কাচের স্তম্ভের সারি যা পূর্ব দিকের বাগানের ধার ঘেঁষে চলে গেছে। লেডি বার্ড জনসন এটাকে জ্যাকি কেনেডির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। বছরের পর বছর ফার্স্ট লেডীদের দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় তারা তাদের অফিসের জায়গা ও স্টাফ বাড়াতে থাকেন। জ্যাকি কেনেডি হলেন প্রথম ফার্স্ট লেডী যার নিজস্ব প্রেস সেক্রেটারি ছিল। লেডী বার্ড জনসন তার স্টাফদেরকে ভবনের পশ্চিম অংশের (ওয়েস্ট উইং) কর্মকর্তাদের মতো করে সাজান। রোসালিন কার্টারের স্টাফ ডিরেক্টর স্টাফদের প্রধান হিসেবে কাজ করতেন এবং প্রেসিডেন্টের ষ্টাফদের সাথে প্রতিদিন মিটিং-এ যোগ দিতেন। ন্যান্সি রিগান তার স্টাফের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন।

ওয়েস্ট উইং হলো ভবনের সেই পশ্চিম অংশ যেখানে ওভাল অফিস অবস্থিত। আরো আছে রুজভেল্ট রুম, কেবিনেট রুম, সিচুয়েশন রুম (যেখানে সবচে' গোপনীয় সভাগুলো হয়ে থাকে এবং গোপনীয় যোগাযোগ বার্তাগুলো পাঠানো ও গ্রহণ করা হয়), হোয়াইট হাউজের মেস (যেখানে খাবার পরিবেশন করা হয়) এবং প্রেসিডেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অফিস।

অভিষেকের কিছুদিন পর ২৬ জানুয়ারি হাড়কাঁপানো শীতের সকালে আমি সাধারণ বিমানে চড়ে নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। এটাই ছিল হোয়াইট হাউজে থাকাকালীন আট বছরে আমার একমাত্র বাণিজ্যিক বিমানে ভ্রমন। কারণ যে পরিমাণ নিরাপত্তা প্রয়োজন এবং তার জন্য অন্যান্য যাত্রীদের যে পরিমাণ ভোগান্তি হয়, তাতে আমি সিক্রেট সার্ভিসের সাথে একমত হলাম যে, আমি আমার পুরনো জীবনকে বাদ দেব। সরকারীভাবে নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম শিশুদের বিষয়ে আমার কাজের জন্যে লুইস হাইনে পুরস্কার গ্রহণ করতে। কিন্তু আমি একটা ব্যক্তিগত কাজও সেরে ফেলেছিলাম— সেটা হলো জেকুলিন কেনেডি ওনাসিস-এর সাথে তার ফিফথ এভিনিউতে অবস্থিত সুন্দর এপার্টমেন্টে দুপুরের খাবার খাওয়া।

জ্যাকির সাথে আমার আগে কয়েকবার দেখা হয়েছে এবং ১৯৯২ সালের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় তার সাথে একবার দেখা করি। তিনি বিলের প্রথমদিকের সমর্থনকারী এবং নির্বাচনী কাজে অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছেন। তিনি এমন একজন অনুপ্রাণিত হবার মতো ব্যক্তিত্ব যাকে আমি সবসময়ই শ্রদ্ধা করতাম। জ্যাকি কেনেডি শুধু একজন চমৎকার ফার্স্ট লেডীই ছিলেন না যিনি হোয়াইট হাউজে নতুন স্টাইল,

www.pathagar.com

মহানুভবতা এবং বুদ্ধিমত্তা যোগ করেছিলেন, তিনি নিজের ছেলেমেয়েদেরকে গড়ে তোলার ব্যাপারে অসাধারণ কাজ করেন। মাসাধিক কাল আগে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী করে জনগণের হাজারো চোখের সামনে ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে হয়। তার সাথে আমার এই সাক্ষাতে, আমি তার কাছ থেকে জানতে চাই, হোয়াইট হাউজের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির সাথে কীভাবে তিনি লেনদেন করেছিলেন। তিনি হোয়াইট হাউজ ছেড়ে গেছেন ত্রিশ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মনে হয় তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি।

সিক্রেট সার্ভিস আমাকে ঠিক দুপুরের কিছু আগে তার এপার্টমেন্টে নামিয়ে দিয়ে গেলো এবং জ্যাকি আমাকে পনেরো তলায় লিফটের সামনে স্বাগত জানালেন।

১৯৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যুর পর তিনি জনগণের চোখের সামনে থেকে কয়েক বছর আড়ালে থাকেন এবং গ্রীসের বিশাল জাহাজ ব্যবসায়ী এরিস্টটল ওনাসিসকে বিয়ে করেন। পরবর্তিতে নিউ ইয়র্কের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলেন। যে বিষয়টি আমি তার এপার্টমেন্টে প্রথমেই খেয়াল করি সেটা হলো উপচে পড়া বই। বইগুলো চারদিকে স্তূপ করে রাখা হয়েছে - টেবিলের নীচে ও উপরে, চেয়ার ও সোফার আশেপাশে। তার পড়ার ঘরে বইগুলো এমন করে স্তূপ করে রাখা হয়েছে যে, তিনি সেগুলোর উপর থালা রেখে খাবার খেতে পারতেন। তিনি হলেন আমার পরিচিত একমাত্র মানুষ যিনি তার এপার্টমেন্টটিকে বই দিয়ে সাজিয়েছেন। বিল ও আমার যত বই ছিল সেগুলো দিয়ে আমি জ্যাকির এপার্টমেন্টের নকল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা কখনই তার মতো রুচিশীল হয়নি।

আমরা তার বসার ঘরের কোনার টেবিলে বসলাম। আমার প্রাইভেসি হারানোর বিষয়টি কীভাবে লেনদেন করবো সে ব্যাপারে জ্যাকি আমাকে অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন; এবং তিনি বলেছিলেন কীভাবে তার সন্তান ক্যারোলিন ও জনকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, চেলসিকে একটি স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করা বিল ও আমার জন্য সবচে' বড় চ্যালেঞ্জ হবে। প্রেসিডেন্টের মেয়ে হিসেবে তার চারদিকে প্রতিনিয়ত যে নিরাপত্তা দেয়াল থাকবে, তার ভেতর আমাদের চেলসিকে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। তিনি আরো বললেন যে, তার নিজের সন্তানদের ভাগ্য ভালো ছিল কারণ তাদের ছিল অনেকগুলো মামাতো-চাচাতো ভাইবোন, স্বাভাবিক খেলাধুলার সাথী ও বন্ধু। তিনি মনে করেছিলেন যে, একমাত্র সন্তানের জন্য সেটা অনেক বেশি কঠিন হবে।

জ্যাকি বললেন, "যে কোনও মূল্যে তোমাদেরকে চেলসিকে সুরক্ষা করতে হবে। ওকে বন্ধু ও পরিবার দিয়ে ঘিরে রাখ, কিন্তু নষ্ট করো না। কখনই বুঝতে দিবে না যে, সে বিশেষ কোনও ব্যক্তি। যদি পারো, প্রেসকে ওর থেকে দূরে রাখবে, এবং কেউ যেনো তাকে ব্যবহার করতে না পারে।"

ইতোমধ্যেই, বিল ও আমি চেলসির উপর যেনো জনসাধারণের আগ্রহ না থাকে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। আমরা তাকে কোন স্কুলে পাঠাবো সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও ভেতরে বাইরে বিতর্ক শুরু হলো। আমরা যখন চেলসিকে প্রাইভেট স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন পাবলিক স্কুলের পক্ষে যারা কাজ করেন, তারা ক্ষেপে গেলেন। চেলসি যদিও আরকানসাসে পাবলিক স্কুলে পড়েছে, তারপরেও আমি তাদের হতাশার কারণ বুঝতে পারি। কিন্তু বিল ও আমার সিদ্ধান্ত একটি সত্যের উপর নির্ভর করছিল : প্রাইভেট স্কুল হলো প্রাইভেট সম্পত্তি, তাই মিডিয়ার লোকদের সেখানে সীমাবদ্ধতা

www.pathagar.com

থাকবে। পাবলিক স্কুলগুলো তেমন নয়। আমরা যে জিনিসটি চাইছিলাম তা হলো, টেলিভিশন ক্যামেরা ও রিপোর্টাররা আমাদের মেয়ের স্কুল চলাকালীন সময়ে যেনো তার পেছনে ঘুড়ঘুড় না করে, যা হয়েছিল জিমি কার্টারের মেয়ে এমি যখন পাবলিক স্কুলে পড়ছিল।

আমাদের বিবেচনা ও জ্যাকির পরামর্শ চেলসির জন্য ভালই কাজ করেছিল। যদিও চেলসি আরকানসাসের তার বন্ধুদেরকে মিস করছিল, কিন্তু তারপরেও সে তার নতুন স্কুলে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে যেতে শুরু করলো, যেমনটা আমরা আশা করছিলাম।

প্রেসিডেন্টের ছেলেমেয়েরা সিক্রেট সার্ভিস ও অতিরিক্ত নিরাপত্তার মুখোমুখি হয় তা নিয়ে জ্যাকি ও আমি কথা বললাম। তিনি আমার ভাবনাকে সমর্থন করে বললেন যে, যে এজেন্টরা চেলসিকে প্রতিদিন নিরাপত্তা দেবে চেলসির উচিত হবে তাদের প্রতি সম্মান দেখানো। আমি দেখেছি যে, গভর্নরের ছেলেমেয়েরা চারদিকে মাতুব্বরী করে বেড়ায় এবং তাদের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত মধ্য-বয়সী স্টেট ট্রুপারদের প্রতি অসম্মান দেখায়। জ্যাকি বললেন যে, একবার একটি বড় বাচ্চা জন-এর সাইকেল নিয়ে গিয়েছিল এবং সে তার নিরাপত্তা কর্মীকে বলেছিল সেটা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। জ্যাকি যখন বিষয়টি জানতে পারেন তখন তিনি জনকে বলেছিলেন, তাকে নিজের কাজ নিজের করতে হবে। চেলসির নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত এজেন্টরা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন– চেলসির একটি স্বাভাবিক তরুণীর মতো জীবন প্রয়োজন।

সিক্রেট সার্ভিস প্রত্যেকের জন্য একটি করে কোড দিয়ে থাকে, এবং একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নাম শুরু হয় একই বর্ণ দিয়ে। যেমন বিল হয়ে গেলো ঈগল (Eagle), আমি হয়ে গেলাম এভারগ্রীন (Evergreen) এবং একইভাবে চেলসিকে ডাকা হতো এনার্জী (Energy)। কারো কারো কাছে মনে হতে পারে, এই কোড নামগুলো কোনো রকম বিবেচনা ছাড়াই দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা এক কঠিন বাস্তবতার মুখোশ পড়ে থাকে, কেননা প্রতিনিয়ত হুমকি প্রতিহতের জন্য সতর্কতা প্রয়োজন।

জ্যাকি খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন, শক্তিশালী রাজনীতিবিদরা নিজেদের বিপদ ডেকে আনেন। তিনি বলেছিলেন, বিল হলেন কেনেডির মতো, যিনি মানুষের মাঝে প্রচণ্ড অনুভূতি তৈরি করতে পারেন। তিনি যদিও বলেননি, তবে বুঝাতে চাইছিলেন যে, বিলও একটি টার্গেট হতে পারে। 'তাকে খুবই সতর্ক হতে হবে', তিনি বলেছিলেন, 'খুবই সতর্ক।'

আমাদের কথাবার্তা দু' ঘন্টা পর্যন্ত গড়ালো।

'এখন আমাকে উঠতে হবে।'

জ্যাকি বললেন, 'ফোন করবেন বা যোগাযোগ রাখবেন আর যখন মনে করবেন কিছু আলাপ বা পরমর্শ করা দরকার তা নির্দ্বিধায় করবেন।'

ক্যান্সারে তার অকাল মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমাকে উপদেশ ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমি ফার্স্ট লেডী হিসেবে নিউইয়র্ক টাইমস-এর মারিয়ান বুরোসকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হই। পত্রিকাটি প্রতিটি নতুন প্রশাসনের প্রথাগত ব্লাকটাই ডিনারের প্রতিবেদন করে আসছে। বুরোস-এর প্রশ্ন ছিল সাধারণত সেই ডিনারে ফুল দিয়ে সাজানো, খাওয়া ও আনন্দদানের নানা অনুষ্ঠানের বিষয়কে ঘিরে। আমি এই সুযোগটি নিয়ে হোয়াইট হাউজকে কিভাবে আমেরিকার খাদ্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে গড়ে তুলবো সে' বর্ণনা তুলে ধরি তার কাছে।

www.pathagar.com

একজিকিউটিভ ম্যানসনের তিনটি বসার ঘরের মধ্যে একটি লাল রুম নামে পরিচিত, সেখানে বসলাম। এই ঘরে প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসনের স্ত্রী ডলি ম্যাডিসনের গিলবার্ট স্টুয়ার্ট-এর আঁকা বিখ্যাত প্রতিকৃতিটি টাঙ্গানো ছিল। আমি কথা বলতে বলতে বার বার প্রতিকৃতিটির দিকে তাকাচ্ছিলাম। ১৮১২ সালের যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যরা যখন ওয়াশিংটনের দোরগোড়ায় তখন তিনি সারাদিন প্রেসিডেন্ট মেডিসন ও তাঁর সামরিক উপদেষ্টাদের জন্য রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত থাকেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে ওই স্থান ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখনো তিনি ব্রিটিশ সেনারা হোয়াইট হাউজের দোরগোড়ায় না আসা পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। তিনি যখন পালিয়ে যান তাঁর সাথে ছিল জামাকাপড়, প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র ও প্রাসাদের মূল্যবান কিছু দ্রব্য। তার শেষ কাজটি ছিল গিলবার্ট স্টুয়ার্টের আঁকা জর্জ ওয়াশিংটনের প্রতিকৃতিটি ফ্রেম থেকে খোলানো এবং রোল করে নিরাপদ স্থানে চালান করে দেওয়া। তার হোয়াইট হাউজ থেকে পালিয়ে যাবার পর পরই অ্যাডমিরাল ককবার্ন ও তার সৈন্য সামন্তরা হোয়াইট হাউজে লুটতরাজ চালায়, তার রান্না করা খাবার খায় এবং প্রাসাদটিকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

আমি বুরোসকে বললাম, হোয়াইট হাউজে আমরা পূর্ববর্তী প্রথম দম্পতিদের মত নিজেদের মত একটি ছাপ রাখতে চাই। যেমন এখন আমেরিকান খাবার এখানে তৈরি হচ্ছে। কেনেডি প্রশাসন থেকে পরবর্তীতেও হোয়াইট হাউজের কিচেনে ফ্রেঞ্চ খাবারের প্রাধান্য ছিল। আমি জানি কেন জ্যাকি হোয়াইট হাউজে খাবার থেকে সাজশয্যা পর্যন্ত উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। সেটা ছিল তখনকার কথা। এখন তা বদলাতে হবে। আমেরিকার খাবার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ রাধুনি ওয়াল্টার শিবকে নিয়োগ করা হয়- আমেরিকান নানা রকমের নতুন খাবার যোগ করা হয়, যোগ করা হয় স্থানীয় আনাজপাতি ও দেশী মদের।

অল্প-বিস্তর ত্রুটি ছাড়া ডিনারটি খুবই ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সকলে সুনামও করেছিল। ২ ফেব্রুয়ারি বুরোস-এর লেখাটি নিউইয়র্ক টাইমস-এ ছাপা হয়। লেখাটির সাথে হাতাবিহীন কাধ খোলা কালো পোশাক পরা আমার ছবি। এই রিপোর্টটি নিয়েও নানা কথাবার্তা হয়। হোয়াইট হাউজের গণসংযোগ কর্মকর্তাদেরও রিপোর্টটি পছন্দ হয়নি। তারা ভেবে পায়নি হোয়াইট হাউজের রাজনীতির বদলে আমি এসব হালকা বিষয়ে কেন ইন্টারভিউ দিলাম। কিছু সমালোচক মনে করলেন আমি বোধহয় আমার ইমেজকে একটু নরম করতে চাচ্ছি- প্রথাগত মহিলার ভূমিকা দেখাতে চেয়েছি। আবার কারো কারো প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে আমি যেখানে নিরলস তৎপর সেখানে আবার এসব বিষয়ে কেন আমি মনোযোগ দিচ্ছি। আমি কি পিছু হটছি। আমি এখানে কি আভাস দিচ্ছি?

এটা পরিষ্কার যে কিছু মানুষ আছে যারা আমাকে কোন একটি শ্রেণীতে ফেলতে চায়, হয় এদিক নয় ওদিক। কেউ উগ্রবাদী নারী আন্দোলনকারী, কেউবা প্রথাগত চিরায়ত নারী হিসেবে আমাকে ভাবতে চায় তারা কেউই আমার বিষয়ে সন্তুষ্ট হবেন না।

১৯৯২ সালের জুলাই মাসে ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনের পর নিরাপত্তা দলের আওতায় যখন চলে এলাম তখন থেকে আমাকে অনবরত তাদের সাথে মানিয়ে চলতে হয়। মাঝে মধ্যেই সানগ্লাস ও বেসবলের ক্যাপ পরে হোয়াইট হাউজের বাইরে চলে যেতাম। শপিংমলে হাঁটা বা মনুমেন্ট দেখা বা জর্জ টাউনের সিঅ্যান্ডও খালের পাশ

www.pathagar.com

দিয়ে সাইকেল চালানো আমার ভাল লাগতো। নিরাপত্তা লোকদের বুঝিয়ে আমার সাথে সাধারণ পোশাকে মাত্র একজন নিরাপত্তা কর্মীকে সাইকেলে আমাকে অনুসরণ করতে রাজি করাই। কিন্তু পরে জেনেছি কালো ট্রাক ভর্তি নিরাপত্তা কর্মীরা আমার কাছাকাছিই অবস্থান করতো- যদি প্রয়োজন হয়। এক সকালে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের কাছে বেড়াতে আসা এক পরিবার আমাকে তাদের ছবি তুলে দিতে বললো। আমি সাথে সাথেই রাজি হলাম এবং মনুমেন্টের সামনে এক সাথে ওদের ছবি তুললাম। আমি যখন ফিরে যাচ্ছি তাদের একটা বাচ্চা বলে উঠলো, 'মা, মহিলাটি চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে আমাদের বন্ধু হলিউডের চিত্রাভিনেত্রী ও একাডেমী অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী ম্যারি স্টিনবার্গেন-এর চল্লিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের রাতে খাবারের নিমন্ত্রণ করি। ম্যারি আরকানসাস থেকে আমাদের বন্ধু। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ভিন্স ফস্টার, হোয়াইট হাউজের কাউন্সিল'স অফিসের ব্রুস লিন্ডসে ও অ্যাসোসিয়েট এটর্নি জেনারেল ওয়েব হাবেল। ম্যারি, ব্রুস, ভিন্স এবং ওয়েব আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। আমরা কয়েক ঘণ্টা প্রত্যেকে মন খুলে কথা বললাম। ওয়াশিংটনে আমাদের সময়ের কথা, দুশ্চিন্তার কথা আমাদের সন্তানদের কথা, স্কুল, সিনেমা, রাজনীতি। আমার চোখ বন্ধ করে এখনো দেখতে পাই ভিন্স টেবিলের পাশে বসে আছে, পরিশ্রান্ত কিন্তু খুশি ভাব তার মুখে, হাসি হাসি মুখ নিয়ে ঝুঁকে কথা শুনছে। সে সময় কল্পনাও করা যায়নি ওয়াশিংটনে রাজনীতির জগতে নবাগত হিসেবে স্নায়ুর চাপ সে কতটা সহ্য করেছিল।

www.pathagar.com

হেলথ কেয়ার

জানুয়ারির ২৫ তারিখ। বিল আমাকে ও আরো দু'জন অতিথিকে ওভাল অফিসের সাথেই প্রেসিডেন্টের ছোট পড়ার ঘরে লাঞ্চের জন্য দাওয়াত দিল। তাদের একজন হলেন ক্যারল রাসকো যিনি হোয়াইট হাউজের আভ্যন্তরীণ পলিসি অ্যাডভাইজার হিসেবে নতুন নিয়োগ পেয়েছেন এবং তিনি এক সময় আরকানসাসে বিলের প্রশাসনেও কাজ করেছেন। আরেকজন হলেন আমাদের পুরনো বন্ধু ইরা ম্যাগাজিনার যিনি একজন সফল বিজনেস কনসালট্যান্ট এবং হেলথ কেয়ারের উপর তার যথেষ্ঠ লেখাপড়া আছে।

বিল হেলথ কেয়ার টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রসঙ্গটি তোলে এবং বলে যে তার সরকারের প্রথম একশ দিনের কর্মসূচির মধ্যেই নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। হোয়াইট হাউজের খুব কম কর্মকর্তাই জানতেন যে, বিল আমাকে সেই টাস্ক ফোর্সের প্রধান করার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং ইরা প্রেসিডেন্টের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে নিত্য দিনকার কাজগুলো দেখবেন। শপথ গ্রহণের মাত্র দশদিন আগে ইরা তার এই নতুন দায়িত্বের কথা জানতে পেরেছিল।

বিল ও ইরা হেলথ কেয়ার রিফর্ম প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিল। ইরা তার বুদ্ধিদৃপ্ত ও সৃজনশীল মানসিকতায় উদ্ভাবনী শক্তিতে দক্ষতার সাথে বিষয়ের প্রতি নজর দিতে পারে। তার প্রাইভেট সেক্টরের অভিজ্ঞতাও ছিল। কেননা রোড আইল্যান্ডে তার নিজস্ব কনসালটিং বিজনেস ছিল যা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে কিভাবে অধিক উৎপাদন ও মুনাফা করা যায় তার পরামর্শ দিত।

হোয়াইট হাউজের মেস থেকে নেভির স্টুয়ার্ড আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করলো। তারপর ইরা আমাদেরকে কিছু সমস্যাসংকুল খবর পরিবেশন করলো। যেমন, ক্যাপিটল হিলের কিছু প্রবীণ লোক তাকে সাবধান করে দিয়েছে যে, একশ দিনের মধ্যেই হেলথ কেয়ার নীতিমালা পরিবর্তন করাটা বাস্তবসম্মত নয়। পেনসিলভ্যানিয়ার ডেমোক্র্যাটিক দলের নতুন সিনেটর হ্যারিস উফোর্ড হেলথ কেয়ার নিয়ে নির্বাচনী প্রচারনা করেছিলেন। জনতার উদ্দেশে তার একটি কথা আমাদেরকে খুবই উৎসাহিত করতো; সেটা হলো, 'যদি একজন ক্রিমিনালের আইনজীবী পাবার অধিকার থাকে, তাহলে প্রতিটি খেটে খাওয়া আমেরিকানের একজন ডাক্তার পাবারও অধিকার আছে।'

ইরা তার স্যান্ডউইচটি স্পর্শ না করেই বললো, 'তারা মনে করছে যে, এর ফলে আমরা মারা পরবো। সবকিছু একটি প্যাকেজ হিসেবে তুলে ধরতে আমাদের অন্তত চার থেকে পাচ বছর সময় দিতে হবে যা কংগ্রেস পাস করবে।'

www.pathagar.com

আমি বললাম, 'আমার কিছু বন্ধুরাও একই কথা বলছে।' বিল ও আমি রাজনীতিতে আসার অনেক আগের থেকেই আমি এটা নিয়ে চিন্তা করতাম এবং আমি বিশ্বাস করতাম যে, ভালো স্বাস্থ্য সেবা আমেরিকার প্রতিটি নাগরিকের অধিকার যা নিশ্চিত করা উচিৎ। আমি জানতাম, ইরাও একইভাবে চিন্তা করে। তাই বিল যখন টাস্ক ফোর্সের প্রধান হিসেবে আমাকে নিয়োগ করার বিষয়টি আলোচনায় তুললো, আমি চিৎকার করে ঘর থেকে বের হয়ে যাইনি। সেইদিন বিলের সীমাহীন প্রত্যাশা এবং তার দৃঢ়তা আমাকে আমার চেয়ারে বসিয়ে রেখেছিল।

'আমিও একই রকম কথা শুনতে পাচ্ছি,' বিল বললো। 'কিন্তু আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে শুধু এটাকে কাজে পরিনত করতে হবে।'

হেলথ কেয়ার বিষয়টিকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়ার যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল। বিল যখন প্রেসিডেন্ট হলো, তখন তিন কোটি সত্তর লাখ শ্রমজীবী আমেরিকান ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবার জন্য বীমা ছিল না। তারা স্বাস্থ্যগত জটিলতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তার দেখাতে পারতো না। এমনকি সাধারণ স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্য তাদেরকে জরুরী বিভাগে যেতে হতো, যেখানে চিকিৎসা করা আরো বেশি ব্যয়সাপেক্ষ।

দ্রুত বেড়ে যাওয়া স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে ফেলছিল যা আমেরিকানদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব কমিয়ে দিয়েছিল, নিম্নগামী শ্রমিক মজুরি, উর্ধ্বগামী ব্যক্তিগত দেউলিয়াত্ব এবং জাতীয় বাজেট ঘাটতির স্ফীতির সৃষ্টি করেছিল। জাতিগতভাবে যেকোন শিল্পোন্নত দেশের চেয়ে আমরা সবচে' বেশি হেলথ কেয়ার খাতে ব্যয় করি যা আমাদের জিডিপি'র শতকরা ১৪ ভাগ। ১৯৯২ সালেই ৪৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে মাত্র হেলথ কেয়ার সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজে; ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল ইত্যাদি খাতে সেই টাকা খরচ হয়নি।

ঐতিহাসিকভাবেই এই সমস্যাটি সমাধান করা বিলের পক্ষে কঠিন ছিল। পূর্বের অনেক প্রেসিডেন্টই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার ডেমোক্র্যাটদের ভেতরই এই পূনর্বিন্যাস নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু বিল অনুভব করছিল, জনগণ ও কংগ্রেসকে সে দেখাতে চায় যে এই সমস্যা সমাধানে সামনে এগিয়ে যেতে তার রাজনৈতিক ইচ্ছা রয়েছে এবং হেলথ কেয়ার সম্পর্কে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সে দ্রুত কর্মকান্ড দেখতে চায়।

বিল, ইরা, ক্যারল ও আমি ওভাল অফিস থেকে হেঁটে বের হয়ে একটি সরু করিডোর পার হয়ে রুজভেল্ট রুমে এলাম। এখানে কেবিনেট সেক্রেটারি, হোয়াইট হাউজের সিনিয়র কর্মকর্তারা এবং সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছিলেন। তারা টাস্ক ফোর্স মিটিং-এর অফিসিয়াল সময়সূচিগুলো জানতে চাচ্ছিলেন।

রুজভেল্ট রুমে প্রবেশ করা মানেই হলো আমেরিকার ইতিহাসে ফিরে যাওয়া। সেই ঘরের চারদিকে ইউ.এস আর্মড ফোর্সের প্রতিটি ডিভিশনের ব্যানার ঝুলছে, ফ্রাঙ্কলিন ও থিওডোর রুজভেল্টের প্রোট্রেট, রুশ-জাপান যুদ্ধে শান্তি প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতা করার জন্য ১৯০৬ সালে থিওডোর রুজভেল্টের পাওয়া নোবেল প্রাইজের মেডেলটিও ঝুলছে। হোয়াইট হাউজে আমাদের সময়ে আমি ইলিনর রুজভেল্টের একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি সেখানে যোগ করেছি, যেন তার চাচা ও স্বামীর নামে নামাঙ্কিত এই ঘরটিতে 'রুজভেল্ট' হিসেবে তার প্রতিদানগুলোও স্মরণযোগ্য হয়।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক এই ঘরে, বিল ঘোষণা দিল যে তার প্রশাসন একশ' দিনের মধ্যেই কংগ্রেসকে হেলথ কেয়ার পূনর্বিন্যাসের কর্মসূচি দেবে, যা আমেরিকার হেলথ কেয়ার খাতে খরচ কমানোর জন্য শক্তিশালী ভূমিকা নেবে এবং একই সঙ্গে সকল আমেরিকার নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার কাজ শুরু করবে।

তারপর বিল ঘোষণা দিল যে, আমি সেই টাস্ক ফোর্সের প্রধান হিসেবে কাজ করবো। বিল বললো, 'হেলথ কেয়ার খাতে খরচ কমানোর জন্য এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমাদেরকে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি কৃতজ্ঞ যে, হিলারি টাস্ক ফোর্সের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে রাজি হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে সে কেবল কিছু উত্তাপ সহ্য করবে যা আমি আশা করছি, এরই মধ্যে সে তৈরিও হবে।'

উত্তাপ এলো সব দিক দিয়েই। হোয়াইট হাউজ এবং ফেডারেল এজেন্সির কাছে এই ঘোষণা ছিল একটি চমক। বিলের কয়েকজন স্টাফ ধরে নিয়েছিল যে, আমাকে আভ্যন্তরীণ নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা করা হবে (যা আমি ও বিল কখনই আলোচনা করিনি)। অন্যরা ভেবেছিলেন যে, আমি হয়তো শিক্ষা বিষয়ে কাজ করবো নয়তো শিশু স্বাস্থ্য। এর একটি বড় কারণ হলো এই সব বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। হয়তো আমাদের আরো বেশি কিছু স্টাফদেরকে বিষয়টি জানানো উচিৎ ছিল, কিন্তু স্পর্শকাতর আভ্যন্তরীণ খবরগুলো খুব দ্রুত হোয়াইট হাউজের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এবং বিল নিজেই সেই গল্পের কাহিনী সবার সামনে উন্মোচন করতে চাইলো এবং প্রথম প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলোও সে নিজে দিতে চাইলো।

হোয়াইট হাউসের অনেক সহকর্মী মনে করতেন এটা একটা চমৎকার ধারণা। জাতীয় ইকনমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রবার্ট রুবিনও এবং বিলের প্রধান প্রধান কর্মকর্তারা আন্তরিকভাবে বিষয়টি সমর্থন করেন। প্রশাসনে আমার প্রিয় ব্যক্তিদের একজন বব, যে ছিল অবিশ্বাস্য রকমের স্মার্ট এবং সফল কিন্তু প্রচারবিমুখ। পরে তিনি নিজের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি তামাসা করে বলেছিলেন, আমার এই নিয়োগ যে এত গভীর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটাবে তিনি আগে ভাবেননি। আমিও এরূপ প্রতিক্রিয়ায় আশ্চর্য হয়েছিলাম।

আমাদের কিছু বন্ধু সামনের পদক্ষেপের ব্যাপারে হালকাভাবে সাবধান করেছিলেন।

নিউইয়র্কের গর্ভনর মারিও কুমো, হোয়াইট হাউজে সফরের সময় আমাকে বললেন, 'কি করে আপনার স্বামীকে আপনার প্রতি এতটা অনুরক্ত করলেন?'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?'

'ওয়েল', মারিও উত্তর দিলেন 'যে কাজের কোন স্বীকৃতি নেই সে ধরনের কাজের বোঝা আপনার কাঁধে চাপিয়ে দিতে নিশ্চই তার খুব বিরক্ত লেগেছিল।'

আমি সাবধান বাণীটি শুনলাম, কিন্তু তখনো পুরোপুরি আমাদের কাজের গভীরতার বিস্তৃতি বুঝিনি। আরকানসাসে গ্রামীণ হেলথ কেয়ারে টাস্ক ফোর্স পরিচালনা এবং আরকানসাস এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ডস কমিটি নিশ্চয়ই হেলথ কেয়ার রিফর্মের সমপর্যায়ে পরে না। কিন্তু দু'টো উদ্যোগই সাফল্যজনক বলে মনে করা হয়। এসব সাফল্যই আমাকে এই হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট হাতে নিতে সাহসী করে তুলেছিল। বিলের বেঁধে দেয়া সময়সূচিকে আমার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে হয়েছে। তিন প্রার্থীর প্রতিযোগিতায় বিল নির্বাচনে অল্প ভোটে জয়লাভ করেছে। সে ভোট পেয়েছিল শতকরা

www.pathagar.com

৪৩ ভাগ। সে এই কারণে কোনক্রমেই তার রাজনৈতিক গতি কমাতে চায়নি। আমাদের বন্ধু ও উপদেষ্টা এবং আমেরিকার মেধাবী রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারক জেমস কারভিল বিলকে সাবধান করে বললেন, বিরোধীদের তাদের অবস্থানে অটুট থাকতে বা শক্তি সঞ্চয় করতে সময় দেবেন না। সময় পেলেই আপনার পরিকল্পনার ওপর তারা চড়াও হবে এবং ধ্বংস করার বেশি সুযোগ পাবে।

কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাট সদস্যরাও কাজটি দ্রুত করার জন্য বলে। বিলের ঘোষণার কয়েকদিন পর হাউজের মেজরিটি লিডার ডিক গেপহার্ডট আমার সাথে দেখা করতে চান।

ক্যাপিটাল হিলে তিনি পরিচিত ছিলেন, তার মিড ওয়েস্টার্ন সত্তা, অনুভূতি এবং বাজেট ইস্যুতে তার জোড়ালো বক্তব্যের জন্য। জনগণের প্রতি সহানুভূতি তার কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়েছিল। কয়েক বছর পূর্বে তার ছেলের ক্যান্সারে মৃত্যু হেলথ কেয়ার রিফর্মে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

অবস্থান ও অভিজ্ঞতার কারণে হাউজে হেলথ কেয়ার বিষয়ে যেকোন আলোচনায় তার একটা জোড়ালো ভূমিকা থাকত। ৩ ফেব্রুয়ারি গেপহার্ডট ও স্বাস্থ্যবিষয়ক তার প্রধান সহকারী আমার ওয়েষ্ট উইং অফিসে কৌশল নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য আসেন। কিছু সময় ধরে আমরা গেপহার্টর্ড-এর হেলথ কেয়ার রিফর্মের বিষয়ে মতামত ও উদ্বেগ শুনলাম। এটা ছিল একটা গভীর আলোচনা।

গ্রেপহার্ডটের প্রধান উদ্বেগ ছিল যে, আমরা ডেমোক্র্যাটদের সংঘবদ্ধ করতে পারিনি যদিও তারা গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে খুব কমই ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন। হেলথ কেয়ার রিফর্ম এই অনৈক্যকে বৃদ্ধি করবে।

এ বিষয়ে উইল রাজার্সের একটা কৌতুক আমার মনে পড়ে, 'আপনি কি কোন সংগঠিত রাজনৈতিক দলের সদস্য?'

'না। আমি একজন ডেমোক্র্যাট।'

অন্তর্নিহিত বিভাজনের কথা আমি জানতাম, তবুও আশা করছিলাম যে কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটরা প্রেসিডেন্টের চারদিকে জড়ো হবে এটা দেখাতে যে ডেমোক্র্যাটরা দেশের জন্য কিছু করতে পারে।

হাজারো বাধার মুখে আমরা যখন এগুচ্ছি, তখুনি ২৪ ফেব্রুয়ারি আমরা এমন একটি ঘটনার মুখোমুখি হলাম যা আমরা কখনই ভাবিনি। হেলথ কেয়ার শিল্পের সাথে জড়িত তিনটি গ্রুপ টাস্ক ফোর্স গঠনের বিরুদ্ধে মামলা করে দিল। তারা দাবি করলো যে, আমি যেহেতু সরকারী চাকুরীজীবী নই (ফার্স্ট লেডী কোনও বেতন নেন না), তাই আইনগতভাবে আমি কোনও টাস্ক ফোর্সের প্রধান হতে পারি না, এমনকি টাস্ক ফোর্সের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে উপস্থিতও থাকতে পারি না। যদিও শত শত মানুষ এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হচ্ছিল এবং কোনও কিছুই গোপন ছিল না, তারপরেও প্রেস (যাদেরকে মিটিং-এ ডাকা হয়নি) এই বিষয়টি নিয়ে মাতামাতি শুরু করলো। মামলাটি দাবি করলো যে, যদি আমাকে গোপন বৈঠকে যেতে দেয়া হয়, তাহলে সেই বৈঠকটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়াই উচিৎ এবং সাংবাদিকদের তো বটেই। আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিকভাবে সাজানো ঘটনা ছিল। এবং আমরা কোন ধরনের গোপন মিটিং করছি, এই ধরনের একটি ধারণা মানুষ ও মিডিয়ার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এটা করা হলো।

www.pathagar.com

এমন আরো খারাপ খবর আসতেই থাকলো। সিনেটররা পিছু হটতে শুরু করলো।

এমন একটি পরিবেশে আমরা মনে করলাম যে, আমাদের মতো করে কোনও সাফল্য এখানে আসবে না। মার্চের মাঝামাঝি দিকে, কংগ্রেস বিলের অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ প্যাকেজ অনুমোদন করে দিল। আমার স্টাফ ও আমি আমাদের ছোটখাটো একটি অনুষ্ঠান উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। ১৯ মার্চ, প্রায় বিশ জনের মতো আমরা হোয়াইট হাউজের মেসে সমবেত হলাম। আলোচনা করার মতো আমার যত বিষয় ছিল সেখানে আমি প্রাণ খুলে সেটা করার সুযোগ পেলাম। যখনই আমি সেই ঘরে প্রবেশ করলাম, আমি বুঝতে পারলাম আমার মনটা হালকা হয়ে আসছে এবং সেই দিনগুলোতে এই প্রথম নিজেকে একটু নিরুদ্বেগ মনে হলো।

দুপুরের খাবার এলো। আমরা হোয়াইট হাউজে আমাদের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ঘটনাগুলো সবার সাথে আলোচনা করছিলাম। তখনই আমি দেখলাম ক্যারলিন হিউবার ঘরে ঢুকলেন। তিনি অনেকদিন ধরে আমাদের সহকারী এবং আরকানসাস থেকে আমাদের সাথে ওয়াশিংটনে এসেছেন। ক্যারোলিন আমার চেয়ারের কাছে হেঁটে এসে মাথা নিচু করে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার বাবার স্ট্রোক করেছে। তিনি এখন হাসপাতালে আছেন।'

www.pathagar.com

কোন কিছুর সমাপ্তি

আমি হোয়াইট হাউজের মেস ছেড়ে উপরে দোতালায় উঠে এলাম লিটল রকে আমার বাবার ডাক্তার ড্রিও কুম্পুরিসকে ফোন করতে। তিনি নিশ্চিত করলেন যে, বাবার একটি সাংঘাতিক স্ট্রোক করেছে এবং তাকে এ্যাম্বুল্যান্সে করে সেন্ট ভিনসেন্ট হাতপাতালে নেয়া হয়েছে। এবং সেখানে তিনি ইন্টেসিভ কেয়ার ইউনিটে অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছেন। ড্রিও বললেন, 'তোমাকে এখুনি আসতে হবে।' আমি তড়িঘড়ি করে বিলকে জানালাম এবং কিছু কাপড় ব্যাগে ভরে নিলাম। চেলসি, আমার ভাই টনি এবং আমি ঘন্টাখানিকের মধ্যেই আরকানসাসের পথে একটি বিমানে উঠে পড়লাম। বাড়ির পথে সে এক লম্বা কষ্টকর যাত্রা।

সেই রাতে লিটল রকে বিমান থেকে নামার কথা কিংবা গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার কথা কিছুই আমার মনে নেই। মার সাথে আমার দেখা হয় ইন্টেসিভ কেয়ার ইউনিটের সামনে। তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখাচ্ছিল, কিন্তু আমাদেরকে দেখে অনেকটা শান্ত হলেন।

ড. কুম্পুরিস আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে আমার বাবা এখন কোমা-তে আছেন। আমরা তাকে দেখতে যেতে পারি, তবে তিনি সেটা নাও বুঝতে পারেন। প্রথমদিকে চেলসিকে ভেতরে তার নানার কাছে নিয়ে যাবো কিনা সে ব্যাপারে একটু বিচলিত ছিলাম। কিন্তু চেলসি যেভাবে জেদ ধরলো, তাতে আমি তাকে নিয়েই ভেতরে ঢুকলাম চাইলাম, কারন আমি বুঝতে পারছিলাম চেলসি তাকে কতটা কাছাকাছি অনুভব করছিল। আমরা যখন ভেতরে ঢুকলাম, তাকে শায়িত দেখে আমি নিজেকে হালকা অনুভব করলাম। তার শরীরের সাথে নানা রকম টিউব বা মনিটরযুক্ত করা ছিল না। যা সাধারণত একজন বাইপাস করা রোগীর থাকার কথা। তার বাইপাস হয়েছিল এক যুগ আগে। ডাক্তাররা এসব করেনি কারণ স্ট্রোকে ক্ষতিগ্রস্ত মাথায় অপারেশন করার মত তার শারীরিক অবস্থা ছিল না। তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য একটি যন্ত্র ও তার শরীরে ড্রিপ দেওয়া হচ্ছিল। চেলসি ও আমি তার হাত ধরলাম; আমি তার মাথায় চুল ঠিক করে দিচ্ছিলাম ও কথা বলছিলাম; মনে মনে একটি ক্ষীণ আশা যদি তিনি চোখ মেলেন নয়তো আমার হাতটি চেপে ধরেন।

চেলসি তার পাশে বসে পড়লো এবং তার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বললো। বাবার অবস্থা দেখে চেলসিকে বিচলিত মনে হলো না। চেলসি শান্তভাবে পুরো পরিস্থিতিটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ায় আমি সত্যিই অবাক হয়েছি।

সে রাতে মায়ামী থেকে হিউ এলো এবং বাবার ঘরে আমাদের সাথে মিলিত হলো। হিউ আমাদের পারিবারিক গল্প বলা এবং গান গাইতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে টনি ও

www.pathagar.com

হিউ দুজনেই বাবার দুপাশে দাড়িয়ে গান গাইতে শুরু করলো– মনে আশা, যদি বাবার কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়– বলে ওঠে 'বন্ধ করো এই হৈ চৈ'– যা তিনি আমাদের ছোটবেলায় বলতেন। তিনি যদি সে রাতে আমাদের কথা শুনেও থাকেন, তিনি তা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, কোনওভাবে তিনি জানুন যে আমরা তার পাশে এসেছি, ঠিক যেমনটি ছোটবেলায় তিনি ছিলেন আমাদের পাশে।

২১ মার্চ রবিবার বিল এলো। তাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। ও ডাক্তারের সাথে কথা বলার দায়িত্ব নিলো। এবং গত দুই দিনে এই প্রথম আমি একটু ভারমুক্ত অনুভব করলাম। বাবার চিকিৎসার বিভিন্ন বিকল্প দিক নিয়ে ও আমার সাথে কথা বললো এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করছিল।

ক্যারোলিন হিউবার ও লিসা ক্যাপুটো আমাদের সাথে ওয়াশিংটন থেকে এসেছিল। ক্যারোলিন আমার মা-বাবার খুব কাছের মানুষ। তার সাথে আমার পরিচয় রোজ ল' ফার্মে। সেখানে তিনি অফিস প্রশাসক হিসেবে কাজ করছিলেন। বিলের প্রথমবারে আরকানসাসের গভর্নর ম্যানসনের ব্যবস্থাপনা দায়িত্বে ছিলেন এবং পরে তাকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হোয়াইট হাউজে আসার আমন্ত্রণ জানাই। আর লিসা কনভেনশনের পর থেকেই আমার প্রেস সেক্রেটারি। লিসা ও আমার বাবা যখন পরিচিত হন, তখন তারা আবিষ্কার করেন যে তারা পেনসেলভানিয়ার একই জায়গা থেকে এসেছেন। তখন বাবা খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'হিলারি, তুমি সত্যিকারের একটি ভালো কাজ করেছো। তুমি স্রষ্টার দেশ থেকে একজনকে নিয়োগ দিয়েছো।'

ওয়েস্ট কোস্ট থেকে হ্যারি থম্পসন এলেন। এবং তিনি বিলের মা ভার্জিনিয়া ও তার স্বামী ডিক কেলীর আসার ব্যাবস্থা করে দিলেন। তারা শহরের বাইরে ছিলেন এবং রবিবার রাতে হাসপাতালে এসে পৌছলেন। বিল ও আমি ভেবেছিলাম, তারা তাদের প্রিয় জায়গা লাস ভেগাসে ছিলেন। কিন্তু হ্যারি বিল ও আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে আরো মর্মান্তিক খবর দিল। সে যতটা শান্তভাবে সম্ভব আমাদেরকে জানালো যে, ভার্জিনিয়া ও ডিক ছুটি কাটানোর জন্য নাভাদার লাসভেগাসে যায়নি। তারা আসলে গিয়েছিলেন ডেনভারে; সেখানে ভার্জিনিয়া ক্যান্সারের জন্য পরীক্ষামূলক চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। দু'বছর আগে ক্যান্সারের জন্য তার স্তন কেটে ফেলার পর সেই ক্যান্সার আবার ফিরে এসেছে এবং ছড়িয়ে গেছে। ভার্জিনিয়া চান না যে, তিনি কতটা অসুস্থ সেটা আমরা জেনে যাই। এবং হ্যারি জানালো যে, আমরা যদি ভার্জিনিয়াকে কিছু জিজ্ঞেসও করি তাহলে ভার্জিনিয়া সবকিছু অস্বীকার করবে। হ্যারি তাদেরকে খুজে বের করেছে এবং সে মনে করেছে যে এই বিষয়টি আমাদের জানা উচিৎ। বিল ও আমি হ্যারিকে তার সৎ বিবেচনা ও উন্নত হৃদয়ের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তারপর ভার্জিনিয়া ও ডিকের কাছে ফিরে এলাম। তারা তখন আমার মা ও ভাইদের সাথে কথা বলছিলেন। আমরা ভার্জিনিয়ার ইচ্ছাকে সাময়ীকভাবে সম্মান দেখালাম; তার অসুস্থতা নিয়ে কথা বলিনি তাছাড়া ভাবলাম আমার বাবার বিষয়টি এখন ভাবা উচিত। একবারে একটি পারিবারিক সমস্যা সমাধান করা সবচে ভালো।

ঠিক পরের দিনই বিলকে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হলো। সৌভাগ্যক্রমে চেলসিকে স্কুল কামাই দিতে হলো না, কারন তখন শরৎকালীন ছুটি চলছিল। চেলসি আমার সাথে লিটল রকে রয়ে গেলো এবং তার শান্ত ও ভালোবাসার সাহচার্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যখন দিনগুলোও যেতে শুরু করলো, তারপরেও বাবার অবস্থা

www.pathagar.com

সেই সংকটময় অবস্থায় রয়ে গেলো। সারা দেশ থেকে আমাদের বন্ধুরা ও পরিবারের সদস্যরা সান্ত্বনা জানাতে শুরু করলো।

আমি ফার্স্ট লেডীর দায়িত্ব পালনে মন বসাতে পারছিলাম না। আমি লিসাকে বলে দিলাম যে, আমাকে ছাড়াই যেন অন্যান্য কাজগুলো বাকীরা চালিয়ে নেন। টিপার ও আল গোর সেসময় আমার অনেক কাজে নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। আমি কোনভাবেই মা-বাবাকে ছেড়ে আসতে পারছিলাম না। সাধারনত এক সাথে আমি অনেক কিছু সামলাতে পারি; কিন্তু আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না যে এটাই আমার স্বাভাবিক জীবন। আমি জানতাম, বাবাকে এখন যে লাইফ সাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়েছে সেটা সড়িয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আমাদের পরিবারকে সেটার মুখোমুখি হতে হবে।

হয়তো আমার অনুভূতিকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়ার জন্য আমি হাসপাতালে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছি ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিষ্ট, হাসপাতালের প্রসাশন এবং অন্যান্য রোগীদের পরিবারের সদস্যদের সাথে বর্তমানের হেলথ কেয়ার সিষ্টেম নিয়ে কথা বলে। হাসপাতালের একজন ডাক্তার আমাকে বললেন, তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসা রোগীদের প্রেসক্রিপশন লিখতে তার খুব খারাপ লাগে যখন সে জানতে পারে যে তারা এটার ব্যয়বহন করতে পারবে না। কিছু রোগী তাদের প্রেসক্রিপশনে উল্লেখিত ওষুধের সামান্যই কিনতে পারে। অনেক সময় এসব রোগী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষের পূর্বেই ফিরে যায়। হেলথ কেয়ার পলিসির সমস্যাগুলোর প্রতি আমরা দৃঢ়ভাবে লেগেছিলাম যা ওয়াশিংটনে আমার দৈনন্দিন কাজের অংশ ছিল।

২৮ মার্চ রবিবার, বিল আবার লিটল রকে ফিরে এলো। এবং আমরা সবাই মিলে ডাক্তারের সাথে বললাম। ডাক্তার আমাদেরকে জানালেন যে, হিউ রডহ্যাম আসলে ব্রেইন-ডেড, তাকে শুধু মেশিন দিয়ে বাচিয়ে রাখা হয়েছে। সারাটা জীবন তিনি সুস্থ জীবন যাপন করেছেন এবং আমাদের প্রায়ই বলতেন যে, তিনি অসুস্থ হয়ে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকার চেয়ে মরে যেতে চান। যদিও তিনি এখন তার বর্তমান অবস্থাটি জানেন না, কিন্তু সেটা ছিল তার চিন্তার থেকেও ভয়াবহ। আমাদের পরিবারের সবাই সিদ্ধান্ত নিলো যে, সেই রাতে আমাদের শেষ-বিদায়ের পর বাবার কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রটি খুলে নেয়া হবে এবং স্রষ্টা তাকে চির শান্তির ঠিকানায় নিয়ে যাক। ডা. কুম্পুরিস বললেন যে, বাবা হয়তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই মারা যাবেন।

যাইহোক, প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় ও বক্সারের আত্মা তখনও চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। লাইফ সাপোর্ট খুলে নেয়ার পর বাবা নিজের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করলেন। এবং তার হার্ট নিজের মতো চলতে শুরু করলো। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিল আমাদের সাথে থাকলো, কারন তারপর তার কিছু পূর্ব নির্ধারিত কাজে যোগ দিতে হলো। চেলসি ও আমি শেষ পর্যন্ত ওখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি যখন যাবতীয় পাবলিক কর্মকান্ড বাতিল করে দিচ্ছিলাম, তখন একটি কাজ আমি কোনওভাবেই ফেরাতে পারলাম না। লিজ কার্পেন্টার ছিলেন লেডি বার্ড জনসনের প্রাক্তন প্রেস সেক্রেটারি। তিনি তার অনেক কর্মকান্ডের মধ্যে তখন অষ্টিনের ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসে একটি বক্তৃতার সিরিজ করছিলেন। অনেক মাস আগে, ৬ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য তার সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার দাওয়াত আমি গ্রহণ করেছিলাম। আমার বাবা যখন জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দুলছেন, তখন আমি তাকে ফোন করে সেটা

www.pathagar.com

বাতিল বা পুনরায় তারিখ দিতে বললাম। লিজ হলো একজন তেজী মহিলা এবং সে কোনও কিছুর উত্তরে 'না' শুনতে রাজী নয়। সে বললো যে, অনুষ্ঠানটি আমার মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় নিবে এবং সেটা আমার বাবার অবস্থা থেকে আমার মনকে সড়িয়ে নেবে। সে এমনকি লেডি বার্ডকে দিয়ে ফোন করালো। লিজ জানতো, একজন মহীয়ষি নারী ও দক্ষ ফার্স্ট লেডী হিসেবে লেডি বার্ড জনসনকে আমি কতটা শ্রদ্ধা করতাম। পরিশেষে, ক্রমাগত 'না' বলার থেকে সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে বক্তৃতা করতে রাজী হওয়াটাই সহজ মনে হলো।

৪ এপ্রিল, রবিবার পর্যন্ত আমার বাবা তখনও জীবন যুদ্ধে বেঁচে আছেন। কোনও রকম কৃত্রিম সাপোর্ট বা খাবার ছাড়াই তিনি এক সপ্তাহ বেঁচে ছিলেন। হাসপাতাল বাবাকে ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে অন্য সাধারন ঘরে সড়িয়ে ফেললো; কারন অন্য রোগীদের জন্য সেখানে জায়গা দরকার। তখন তিনি সাধারণ কক্ষে, বিছানায় শুয়ে। তাকে দেখে মনে হবে, তিনি এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই উঠে যাবেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাকে অবশ্য বিরাশি বছরের চেয়ে অনেক কম বয়স্ক দেখাচ্ছিল। হাসপাতালের প্রসাশন আমাকে ও মাকে জানালো যে, তার শরীরে যে খাবারের নল কৃত্রিমভাবে বাইরে থেকে ঢুকানো হয়েছিল সেটা তারা শিঘ্রই বের করে নিবেন। তারপর তিনি নার্সিং হোমে চলে যেতে পারবেন।

চেলসিকে তার স্কুলে ফিরে যেতে হবে; তাই আমরা ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনে ফিরে এলাম। দুই দিন পরে আমি বিমানে চড়ে অষ্টিনে গেলাম। যেহেতু আমি এই বক্তৃতা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি, তাই আমাকে একটা বক্তৃতা লিখতে হবে। এবং আমি যখন বিমানে উঠি, তখনও আমি জানি না আমি কী বলতে যাচ্ছি। আমার মনে হয় কেউ যদি শোকে কাতর থাকে তখন তার হৃদয় থাকে নরম আবার নানা নতুন চিন্তা তার সহজে উদয় হয়। আমি জানি না বাবার মৃত্যু আমার মধ্যে কতটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল কিন্তু অনেক বিষয় দীর্ঘদিন ধরে ভেবেছি তা আবার নতুন করে স্রোতের মত আমাকে ভাবিয়ে তুললো। যে বক্তৃতা আমি দ্রুত লিখলাম তা খুব পরিশীলিত ও স্বচ্ছ না হলেও তা ছিল আমার বিশুদ্ধ মনের কথা, যা তখন আমি ভাবছিলাম।

অষ্টিনে বক্তৃতার শেষে, আমি লিজ কার্পেন্টার, গভর্নর এন রিচার্ড ও লেডি বার্ড জনসনের সাথে কোলাকুলি করলাম। তারপর আমি ওয়াশিংটনে ফিরে আসার জন্য বিমানবন্দরের দিকে পা বাড়ালাম। আমাকে আমার মেয়ে ও স্বামীর সাথে দেখা করে আবার ছুটতে হবে বাবাকে নার্সি হোমে নিয়ে যাওয়ার মত কঠিন কাজে মাকে সাহায্য করার জন্য।

আমি বক্তৃতাটি করে অনেকটা হালকা হলাম এবং ভেবেছিলাম ওটা সেখানেই শেষ হবে। কিন্তু না, সপ্তাহখানেক পরেই আমার কথাগুলোকে নিয়ে তামাশা করে *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকা তাদের প্রচ্ছদে ছেপে দিল "ঋষি হিলারী"। আমি আমার বক্তৃতায় আমাদের জীবন ও সমাজের অর্থ নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং অনেকেই প্রশংসা করে ফোন করেছিলেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

অষ্টিনে বক্তৃতা করার পরের দিন, আমার বাবা মারা গেলেন।

সময়ের সাথে সাথে বাবার সাথে আমার সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছিল সেটা নিয়ে ভাবনা আমি থামাতে পারলাম না। আমি যখন ছোট্ট বালিকা, তখন আমি তাকে পাগলের মতো ভালোবাসতাম। আমি জানালা দিয়ে তার কাজ থেকে ফিরে আসা দেখার

www.pathagar.com

জন্য তাকিয়ে থাকতাম; আর যখন তিনি আসতেন তখন দৌড়ে রাস্তায় নেমে আসতাম। তার অনুপ্রেরণা ও শিক্ষার কারনে আমি বেসবল, ফুটবল ও বাস্কেটবল খেলতে শিখেছিলাম। তার মন পাওয়ার জন্য আমি বাড়িতে স্কুল থেকে ভালো গ্রেড নিয়ে আসতাম। কিন্তু যখন আমি বড় হতে থাকলাম, তার সাথে আমার সম্পর্ক পরিবর্তিত হতে থাকলো।

সাম্প্রতিককালে, আমার ওয়েলেসলী ও ইয়েলে থাকাকালীন সময়ে তার লেখা পুরনো চিঠিগুলো আবার পড়েছি। তার ভালোবাসা, উপদেশ আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

ঠিক পরের দিন খুব সকালে বিল, চেলসি ও আমি আমাদের কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পারিবারিক সদস্যসহ লিটল রকে চলে গেলাম। আমাদের সাথে ছিল আমার ভাই টনি ও তার হবু স্ত্রী নিকোলে বক্সার, আমার প্রিয় বন্ধু ডিয়ানে ব্লেয়ার, ব্রুস লিন্ডসে, ভিন্স ফস্টার ও ওয়েব হাববেল। আমি অভিভূত হয়েছি যখন আল ও টিপার বিলের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাকল্যারিকে নিয়ে বিমানে চলে আসলেন। তাদের সাথে ম্যাকের স্ত্রী ভোনা। সেখানে মেমোরিয়াল সার্ভিস হলো। যে বাড়িটিতে বাবা বড় হয়েছিলেন সেই বাড়িটির সামনের গীর্জায় দ্বিতীয়বার আরেকটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হলো। বিল ভালোবাসামিশ্রিত উচ্চ প্রশংসাসূচক একটি বক্তৃতা দিল যেখানে তার সৌজন্যতা ও একাগ্রতা ফুটে উঠেছিল :

'১৯৭৪ সালে আমি যখন প্রথম রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেই, আমি এমন একটি কংগ্রেস জেলা থেকে দাড়িয়েছিলাম যেখানে বেশিরভাগই ছিল রিপাবলিকান। এবং আমার হবু শ্বশুর ইলিনয়ের লাইসেন্স প্লেটের একটি ক্যাডিলাক গাড়ি চালিয়ে চলে এলেন; এবং তিনি কখনও একটি জীবিত প্রানীকে বলেননি যে, আমি তার মেয়েকে ভালোবাসি। তিনি শুধু মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'আমি জানি তোমরা রিপাবলিকান, আমিও তাই। আমি মনে করি, ডেমোক্র্যাটরা সমাজতন্ত্র থেকে কেবলমাত্র একধাপ নিচে, কিন্তু এই ছেলেটি ঠিক আছে।'

বাবাকে ওয়াশবার্ন্ সিমেট্রিতে সমাহিত করা হলো। দিনটি ছিল বর্ষণ শিক্ত ও শীতার্ত এপ্রিল, আর আমি ছিলাম বিষাদে ভারাক্রান্ত নানা অস্পষ্ট চিন্তায় আছন্ন। তখন মিলিটারী বিউগলে বিদায়ের করুণ সুর বাজছিলো। সমাহিতশেষে বাবার পুরোনো বন্ধুদের সাথে স্থানীয় এক রেস্তোরায় গেলাম, সেখানে আমরা সবাই বাবার বিষয়ে স্মরণ করলাম।

বাবার জীবনকে আমাদের সেলিব্রেট করার কথা। কিন্তু তিনি এখন যা হারাচ্ছেন সেটা ভেবে দুঃখে আমি ভারাক্রান্ত হই। আমি ভাবি, তিনি কতটা খুশি হতেন যখন দেখতেন তার জামাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশের সেবা করছে; এবং চেলসি কীভাবে বড় হচ্ছে সেটা তিনি কতটাই না দেখতে চাইতেন। বিল যখন বিমানে চড়ে তার প্রশংসাসূচক বক্তৃতা লিখছিল, তখন আমরা সবাই এই কথাগুলো তাকে বলছিলাম। চেলসি মনে করিয়ে দিল, তার পপ-পপ (নানা) সারাক্ষণ বলতো যে চেলসি যখন কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করবে তখন তিনি বিশাল একটি লিমুজিন ভাড়া করে সাদা পোশাক পরিহিত চেলসিকে তুলে আনবেন। বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল যা বাস্তবে রূপ নিবে না। কিন্তু যে জীবন, সুযোগ এবং স্বপ্ন তিনি আমার মাঝে রেখে গেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

ভিন্স ফস্টার

বিল, চেলসি ও আমি ক্যাম্প ডেভিডে ইস্টারের ছুটি কাটাতে যাই। আমরা আমাদের নিকটতম আত্মীয় ও বন্ধুদেরও সেখানে আসার আমন্ত্রণ জানাই। বাবার অন্তেষ্টিক্রিয়া ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ দীর্ঘ দুশ্চিন্তার পর কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার জন্য আমাদের নিজেদের কিছুটা সময় প্রয়োজন ছিল। ক্যাম্প ডেভিড হলো এমন একটি স্বর্গ যেখানে আমাদের একটু স্বস্তি ও প্রাইভেসি ছিল। জ্যাকি কেনেডি ওনাসিস আমাকে চারিদিকে বন-জঙ্গল দিয়ে ঘেরা মেরিল্যান্ডের ক্যাটকটিন পাহাড়ের এই নিরাপদ নির্জন স্থানে পুরো পরিবারকে কিছুটা সময় বিশ্রাম নেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমার একটু সান্ত না ছিল যে, বাবা আমাদের শপথ গ্রহণের পর এই স্থানটিতে এসেছিলেন। সেই পুরনো কেবিনগুলোতে আমরা বাবার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিলাম। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তার নাতী ডেভিড-এর নামে এই স্থানটির পুনঃনামকরণ করেছিলেন। এখন আমরা বাবার নাতনী চেলসিকে নিয়ে তার বিয়োগে শোক প্রকাশ করতে এখানে এসেছি।

ইস্টারের উইকএন্ডটি ছিল প্রচন্ড ঠান্ডা এবং বৃষ্টি, যা আমার মনের অবস্থার সাথে খুব মিলে গিয়েছিল। গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে আমি মার সাথে লম্বা সময়ের জন্য হাঁটতে বের হলাম, এবং মাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি আমাদের সাথে হোয়াইট হাউজে থাকতে চান কি না। তিনি তার স্বভাবজাত স্বাধীনচেতা ভঙ্গিতে বললেন যে তিনি কিছুদিন থাকতে পারেন, তবে বাবার মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় ঝামেলাগুলো শেষ করার জন্য বাড়িতে ফিরে যেতে চান। তিনি ডিলার্ড ডেনসন এবং ল্যারি কার্বোকে ক্যাম্প ডেভিডে নিমন্ত্রণ করায় আমাকে ধন্যবাদ জানান। তার একাকী জীবনে তারাই মূল্যবান বন্ধু হবেন।

ক্যাম্প ডেভিডে আমি ও আমার ভাইদের ঘিরে বাবার স্মৃতি রোমন্থন আমার মনে এক অনাবিল প্রশান্তি এনে দিয়েছিল। আমি আরো কিছুদিন সেখানে বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবছিলাম। তখন ইরা আমাকে হেলথ কেয়ার কার্যক্রম উদ্যোগের সঙ্গে বাজেট দ্বন্দ্বের কথা জানালো এবং চেলসির স্কুল ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার তাগিদ দিল। বিল, চেলসি, আমি ওয়াশিংটনে ফিরে এলাম।

রোববার রাতে যখন আমি আমাদের থাকার ঘরে প্রবেশ করতে যাবো, তখুনি খেয়াল করলাম কিছু একটা ঠিক নেই। আমি আমাদের সুটকেসগুলো খোলার সময় বুঝতে পারলাম যে, কয়েকটি আসবাবপত্র আগের জায়গায় নেই। বিছানার পাশের টেবিলের জিনিসপত্রগুলো সরানো হয়েছে। আমি পশ্চিম দিকে বসার হলঘরেও গিয়ে

www.pathagar.com

দেখি সেখানকার আসবাবগুলো যেখানে ছিল সেখানে নেই। আমি প্রধান আশার (যিনি যাবতীয় আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখেন) মি. গ্যারি ওয়াল্টার্সকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যখন ছিলাম না তখন কী হয়েছিল। তিনি জানালেন যে, একটি নিরাপত্তা দল আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র খুজে দেখেছে সেখানে কোনও ধরনের গোপনীয় যন্ত্র বসানো আছে কী না যা দিয়ে দূরে বসে কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনতে পারে। সে আরো বললো যে, এটা আমাকে জানাতে তিনি ভুলে গেছেন।

আমার স্টাফ কিংবা প্রেসিডেন্টের স্টাফদের কেউই এই অপারেশন সম্পর্কে জানতো না। লিটল রক থেকে আগত আমাদের বন্ধু হেলেন ডিকে সে রাতে তিন তলায় ছিলেন এবং হট্টগোল শুনে নিচে নেমে আসেন। কালো পোষাক পরিহিত অস্ত্রসজ্জিত নিরাপত্তা ব্যাক্তির সাথে তার বচসা হয়। তিনি হেলেনকে সেই স্থান থেকে চলে যেতে আদেশ করে।

আমার হঠাৎ করেই সেই রাশ লিমবাগ-এর চিরকুটের কথা মনে হলো যা লিংকন-বিছানার নিচে হ্যারি ও লিন্ডা পেয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু উদ্ভট গল্পের উৎস দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম; একজন নাম-প্রকাশে-অনিচ্ছুক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের বরাত দিয়ে ছাপা হয়েছে যে, আমি নাকি আমার স্বামীর প্রতি বাতি ছুড়ে মেরে ছিলাম। এটা হাস্যকর যে, একটি প্রধান সাময়িকী এই ধরনের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার করছে যার কোন ভিত্তি নেই।

পত্রিকায় আমাকে নিয়ে ভালো খারাপ যত যাই লেখা হয়েছে, তার মধ্যে আমার সেই 'বিখ্যাত মেজাজ' নিয়ে গল্পটাও ছিল অতিরঞ্জিত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি স্বীকার করি যে, ঘরের ওই অবস্থা আমার সত্যিই মাথা গরম হয়েছিল। আমি বিলের ষ্টাফ প্রধান ম্যাক ম্যাকল্যার্টি এবং হোয়াইট হাউজের ব্যবস্থাপনা ও প্রসাশন ডিরেক্টর ডেভিড ওয়াটকিন্সকে ডেকে বিষয়টি জানালাম এবং সে সম্পর্কে আমি কী মনে করি সে কথাও বললাম। আমি নিশ্চিত করতে চাইছিলাম যে, আমাদের অগোচরে আর যেনো এই ধরনের ঘটনা না ঘটে।

ম্যাক ও ডেভিড আমাকে শান্ত হবার জন্য একটু সময় দিল। বিষয়টি পরীক্ষা করে তারা জানালো যে, আশার-এর অফিসের মাধ্যমেই এটা করা হয়েছে। ম্যাক এরপর আদেশ দেয় যে, প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ছাড়া এবং তাকে না জানিয়ে যেনো এই ধরনের কাজ আর করা না হয়।

আমি আমার বাবার মৃত্যুতে যখন শোকে কাতর ঠিক সে সময়ই আমার প্রাইভেসির উপর আক্রমণ হলো। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে বাড়িটিতে আমরা বাস করছি সেটা আমাদের জাতির। এখানে যারা বসবাস করে তাদের নিজস্ব কয়েকটি ঘর এখানে থাকে। আমাদের বেলায় সেটা থাকলো না। আমার মনে হয় যে শোকে মূহ্যমান আমার পরিবার কোথাও একা শান্তিতে থাকতে পারবে না।

আমার সে রাতে ভাল ঘুম হলো না। খুব অল্পক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। ভোর পাঁচটা থেকেই সাউথ লন ইস্টার মানডে গেটের বাইরে বাবা-মা ও ছেলেমেয়েরা লাইন দিয়ে বার্ষিক ইস্টার এগ রোল-এর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সকাল ৮টার দিকে জানালা দিয়ে তাকালাম হাজার হাজার ছেলমেয়ে চামুচ হাতে বিভিন্ন রংবেরং-এর ডিম নিয়ে মাঠের ঘাসে গড়িয়ে দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমার ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতে তাদের আনন্দ যেন নষ্ট না হয়, তাই জামা-কাপড় পড়ে সূর্যের আলোয় বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

www.pathagar.com

শিশুদের হাসি ও আনন্দ সবুজ প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এসে আমার হৃদয়কে স্পর্শ ও মনকে সজীব করলো।

গত কয়েক মাস আমি ওয়াশিংটনে দয়ামায়াহীন এক কঠিন সময় পার করেছি। পেছনে ফিরে যখন তাকাই তখন অনুভব করে হোয়াইট হাউজে থাকাকালীন সময় টিকে থাকতে পেরেছি আমার পরিবার, বন্ধু এবং বিশ্বাসের কারণে। আমার ধর্মীয় বিশ্বাস সব সময় আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার বাবা তার স্ট্রোক হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত প্রতি রাতে তার বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতেন। আমি প্রার্থনার শক্তি ও গুরুত্বের প্রতি তার বিশ্বাসকে সঠিক মনে করি। আমি হোয়াইট হাউজে অনেককে বলেছি আমি যদি ১৯৯২ সালের আগে প্রার্থনায় বিশ্বাস না করতাম, তাহলে আজকে আমি হোয়াইট হাউজে থাকতাম না।

আমার বাবার স্ট্রোক হওয়ারও আগে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিন্ডা ল্যাডার ও তার স্বামী ফিল এক ধর্মীয় সভায় আমাদের আমন্ত্রণ জানায়। ১৯৮৩ সাল থেকে প্রতি নববর্ষে বিল, চেলসি ও আমি তার সে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আসছি।

মহিলা প্রার্থনা গ্রুপের মধ্যাহ্নভোজে লিন্ডা আমাকে ও টিপারকে আমন্ত্রণ করে। সেখানে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা সকলেই ছিলেন। ছিলেন প্রথম বুশ প্রশাসনের সেক্রেটারি অফ স্টেট-এর স্ত্রী সুসান বেকার, রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য জ্যাক ক্যাম্পের স্ত্রী জোয়ানে ক্যাম্পসহ অন্যান্যরা।

একশ' দিন প্রায় শেষ হয়ে আসলেও প্রশাসন হেলথ কেয়ার প্যাকেজের কাজ শেষ করতে পারলো না। এটা এ কারণে নয় যে আমি দু' সপ্তাহ লিটল রকে সময় কাটিয়েছি। এ বিষয়ে প্রতিটি আলোচনা, সিদ্ধান্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকায় বিরোধী কংগ্রেস সদস্যরা এই বিষয়ে পদক্ষেপ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জেনে যেতো। কোন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আগেই আমাদের আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হতো।

মানুষ কী করে এতো নির্দ্বিধায় চুরি করে সাংবাদিকদের তথ্য সরবরাহ করে সেটা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, তারা ঘটনাটিকে প্রভাবিত করছেন; আবার অন্যরা হয়তো নিজেদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি ভাবতে চান, যদিও তাদেরকে 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' হিসেবে ছাপা হয়।

প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় বসনিয়ান সার্বরা জাতিগত নিপীড়নের নামে সেব্রেনিকার মুসলমানদের হত্যা করে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক অপশক্তির জন্য ধর্মীয় বিচ্ছেদকে অপব্যবহারের এটি ছিল একটি উদাহরণ। গণমাধ্যমগুলো ইউরোপে নাৎসীদের নির্মমতা, গণহত্যা, যুদ্ধবন্দীদের ভয়ানক ছবি পাঠাতে থাকলো। পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হতে থাকলো, কেননা মৃতের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো এবং মুসলমান জনগণকে রক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতায় আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম।

এই পরিবেশে ১২ এপ্রিল ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজে 'হলোকাস্ট মিউজিয়ামে'র স্মরণে বিল ও আমি ১২ জন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর একটি সম্মেলনের আয়োজন করলাম। এদের মধ্যে অনেকেই বসনিয়ায় গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এদের মধ্যে ছিলেন এলি উইসেল, যিনি ছিলেন নাৎসী হত্যাযজ্ঞে জীবিত ব্যক্তি ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। তিনি বিলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'মি. প্রেসিডেন্ট... আমি প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ায় গিয়েছিলাম।...

www.pathagar.com

আমি এখন যা দেখছি, তাতে আমি ঘুমাতে পারছি না। একজন ইহুদী হয়েও আমি এ কথা বলছি। ...রক্তপাত বন্ধ করতে এখনই আমাদের কিছু করা উচিত।'

আমি এলির কথা সমর্থন করলাম এবং আমার মনে হলো সীমিত আকারে সার্বিয়ান লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা করা ছাড়া এই গণহত্যা বন্ধের আর কোন পথ নেই। আমি জানতাম বিল ইউরোপের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত ছিল। শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের বিষয়ে বিল তাঁর পরামর্শকদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হলেন।

দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আমি যতই ব্যস্ত থাকি না কেন বিল ও আমি চেলসির বাবা-মা হিসেবে তার প্রতি বাধ্যবাধকতাকে আমরা কখনই ভুলে যাইনি। আমরা তার স্কুলের প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতাম, এবং হোমওয়ার্ক করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে জেগে থাকতাম। বিল চেলসির অষ্টম শ্রেনীর এলজেব্রা করতে সাহায্য করতো, এবং বিল যখন শহরের বাইরে থাকতো তখন চেলসি তার সমস্যাগুলো ফ্যাক্স করে দিত এবং তারা ফোনে সমাধানগুলো নিয়ে কথা বলতো। মিডিয়া ও বিলের কিছু স্টাফদেরকে হতাশ করে আমরা চেলসির প্রাইভেসি যথারীতি বজায় রাখতে থাকি। একবার হোয়াইট হাউজ প্রেস অফিস বিলকে রাজী করালো এন.বি.সি-র একটি অনুষ্ঠানের চিত্র ধারণ করার জন্য। অনুষ্ঠানটি হলো প্রেসিডেন্টের 'এ ডে ইন দি লাইফ', যেখানে টিভি ক্যামেরা সারাক্ষণ বিলকে অনুসরণ করবে। এবং অনুষ্ঠানটি মে মাসের শুরুর দিকে প্রচারিত হবে। আমি নিজেও সেখানে অংশগ্রহণ করতে রাজি হলাম, তবে বলে দিলাম চেলসিকে নেয়া যাবে না। বিলের স্টাফরা আমাকে বুঝাতে থাকে যে, চেলসির সাথে সকালে নাস্তার টেবিলে কিংবা হোমওয়ার্ক নিয়ে কথা বলা অবস্থায় কিছু চিত্র থাকলে সেটা আমাদের ইমেজের জন্য ভালো হবে। সেটা যখন কাজে লাগলো না, তখন অনুষ্ঠানটির প্রযোজক আমাকে রাজি করাতে চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক টম ব্রকো ফোন করেন। টমকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক যখন বললাম 'কোনভাবেই সম্ভব নয়', তখন তিনি আমার সিদ্ধান্তকেও সম্মান জানালেন।

আমরা তখন আমাদের থাকার অংশ নিজের মত করে সাজিয়ে নিচ্ছিলাম, যেন নিজের বাড়ির মত অনুভব করি।

রং করছিলাম, ওয়াল পেপার লাগাচ্ছিলাম, বুক সেলফগুলো বিভিন্ন স্থানে বসাচ্ছিলাম। ধুলোবালি, রং এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে চেলসি ভয়ঙ্কর রকমের শ্বাসকষ্টে পীড়িত হয়। এটা হলো ইস্টারের পরেই। আমি আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি চেলসির পাশে থাকতে চাইলাম। আমরা তার অসুস্থতার খবর গোপন রাখলাম এবং খুব কম লোকই জানে যে আমি কত শঙ্কিত ছিলাম।

এ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণের পর চেলসি সুস্থ হয়ে উঠলো। মনকে উৎফুল্ল করার জন্য আমি তাকে নিউইয়র্কে আমেরিকান ব্যালেট থিয়েটারে 'স্লিপিং বিউটি' দেখাতে নিয়ে গেলাম।

সে সময় আমি আমার চুল নিয়ে আরও বেশি সমস্যায় পড়েছিলাম। সুশান থমাসেস আমাকে বললেন আমি বিখ্যাত হেয়ার স্টাইলিস্ট ফ্রেডরিক ফেককাইয়ের কাছে আমার চুল ঠিক করাতে পারি। আমি খেলার ছলে তাকে বললাম আমার হোটেল ওয়ালডর্ফ-অ্যাসটোরিয়ায় আমি রাতে বাইরে যাওয়ার আগে তিনি আসতে পারেন কিনা। তাকে আমার পছন্দ হলো এবং টিভি সাংবাদিক ডিয়ানে স্যায়ের-এর মত করে আমার চুল কাটতে বললাম। নিশ্চয়ই আমার চুলে অনেক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। প্রধান আন্ত

www.pathagar.com

র্জাতিক খবর হলো। আমার প্রেস সেক্রেটারি লিসা কাপুটো রাতে কাপরিসিয়া মার্শালে নিউইয়র্ক থেকে ফোন করার পর আমার চুল কাটার খবর জানতে পারে।

লিসার জন্য তৎক্ষণাৎ কোন সমস্যা ছিল না- তবে তাকে আমার চুল সংক্রান্ত নানাবিধ খবরকে দেখতে হয়, অন্যান্য বিষয় থেকে এই বিষয়টি কঠিন ও গোলমেলে। আমার স্টাফরা এক সময় মনে করেছিল মে'তেই হেলথ কেয়ার বিষয়টি তোলা হবে, আমি কোটি কুরিকে তার টুডে প্রোগ্রামের জন্য ইন্টারভিউ দিতে রাজি হয়েছিলাম। ইন্টারভিউ বসে দেওয়ার আগে তারা আমার হোয়াইট হাউজের ভেতর হাঁটা চলাচলের ফ্লিম করলো। এনবিসি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কাঁধ পর্যন্ত ছবি তুলেছে কিন্তু যখন লাইভ ইন্টারভিউ নেবে তখন আমার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আবার নতুন করে ম্যুভিতে আমার ছবি তোলার কোন সম্ভাবনা নেই। আমাকে একই ইন্টারভিউতে দু' রকম লাগবে।

কেটি হোয়াইট হাউজে এসে আমাকে নতুন চুলের ফ্যাশনে দেখে অবাক, তার চোখের পলকও পরলো না। আমার গোলাপী স্যুটের জন্যও সে কোন অভিযোগ করেনি যা তার পোশাকের সাথে মানানসই ছিল না। তাকে আমি টিভিতে দেখতে পছন্দ করতাম এবং বাস্তব জীবনে তিনি একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন এবং টিভিতেও।

আমি তখনও নতুন নতুন করে আবিষ্কার করছিলাম আমেরিকার ফার্স্ট লেডী বলতে কি বুঝায়। একজন গভর্নরের স্ত্রী থেকে প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর পার্থক্য অনেক। হঠাৎ করে আশপাশের মানুষ ও পরিচিতজন তোমাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া শুরু করবে। যারা তোমাকে জানে না তারা ভুল বুঝবে। যা তুমি বলবে তার বহু গুণে প্রচার হবে। কি চাও বলতেও সাবধানে বলবে, না হলে ওই জিনিসটা গাদা গাদা আসা শুরু করবে।

আমি একবার ফার্স্ট লেডী হিসেবে একা বাইরে গিয়েছিলাম। তখন এক তরুণ সাহায্যকারী জিজ্ঞেস করে আমি আমার হোটেল স্যুটে কি পান করতে চাই। আমি তাকে বললাম ডায়াট ড. পিপার এর পর থেকে বছরের পর বছর আমার হোটেল স্যুটের ফ্রিজ ড. পিপারে ভর্তি পেতাম। লোকেরা ওই পিপারের ঠাণ্ডা গ্লাস নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াতো। মিকি মাউজের সেই বিখ্যাত ফ্যানটাসির ওই শিক্ষানবিশের চরিত্রটির কথা আমার মনে পড়ে। আমি ড. পিপার-এর মেশিন আর বন্ধ করতে পারছি না। এটা তো একটা ভদ্রতা বা সৌজন্যতার বিষয় কিন্তু এর অর্থ বেশি দূর গড়াতো না। আমাকে মনে রাখতে হতো কে আমাকে কিভাবে খুশি করতে চায় এবং কত গুরুত্বের সাথে আমি কি বলতে বা বোঝাতে চেয়েছি তার কত ভুল অর্থ করছে।

হোয়াইট হাউজে আসার আগে বিল, আমি কিংবা আমাদের নিকটস্থ স্টাফদের কেউই জানতো না যে, হোয়াইট হাউজে ট্রাভেল অফিস নামে একটি বিভাগ আছে। ট্রাভেল অফিস বিমান ভাড়া করে, হোটেল রুম বুকিং দেয়, খাবার অর্ডার করে, এবং সাধারনত প্রেসিডেন্টের সাথে যে সাংবাদিকরা ভ্রমন করে তাদেরকে তদারকি করে। কে.পি.এম.জি-এর একটি অডিট আবিস্কার করে যে, ট্রাভেল অফিসের ডিরেক্টর একটি বাড়তি লেজার বই রক্ষা করেন এবং সেখানে ১৮,০০০ ডলার ঠিক মতো দেখানো হয়নি। হোয়াইট হাউজ কাউন্সিল এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ট্রাভেল অফিসের স্টাফদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এক আভ্যন্তরীণ তদন্তের পর গণমাধ্যমকে পুরোপুরি বিষয়টি জানানো হয়। ম্যাক ম্যাকলারটি, ওয়াটকিন্‌স এবং কেনেডিসহ চারজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বিষয়টি

www.pathagar.com

পরিচালনায় দুর্বলতার জন্য সরকারিভাবে তিরস্কার করা হয়। কিন্তু এর পূর্বে হোয়াইট হাউজ, মহাহিসাবরক্ষক অফিস, এফ.বি.আই এবং কেনেথ স্টারের 'ইনডিপেনডেন্ট কাউন্সিল'-এর কমপক্ষে সাতটি পৃথক তদন্তে কোন অবৈধ কার্যকলাপ, কোন ভুল অথবা প্রশাসনের কারও সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি খুঁজে পায়নি। এবং তারা ট্রাভেল অফিসের হিসাবপত্রের সঠিকতা সম্বন্ধেও নিশ্চিত করেছিল। তবে 'ইনডিপেনডেন্ট কাউন্সিল' তদন্ত করে বের করে যে, ট্রাভেল অফিসের রাজনৈতিক স্টাফদের চাকরিচ্যুত করা আইনানুগ ছিল এবং সেখানে আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম ছিল। কিন্তু জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট ট্রাভেল অফিসের প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে তহবিল আত্মসাতের এবং দোষী সাব্যস্ত করার যথেষ্ট প্রমাণ পান।

এই ঘটনা আগুনের ঝড় বইয়ে দেয়। ট্রাভেল অফিসের এই ঘটনার ফলে ভিন্স ফস্টারকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন অতি যত্নবান, ভদ্র ও সম্মানিত মানুষ। এটা নিয়ে এতো হইচই হয়েছে যে, তিনি ভাবতে শুরু করলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট, বিল কেনেডি, ম্যাক ম্যাকলার্টি এবং আমাকে ছোট করে ফেলেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে শেষ ঝড়টি আসে ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নালের কয়েকটি অশুভ সম্পাদকীয় থেকে, যেখানে ক্লিনটনের শাসনামলে আরকানসাসের যাবতীয় আইনজীবিদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও যোগ্যতাকে আক্রমন করা হয়। ১৯৯৩ সালের ১৭ই জুন, একটি সম্পাদকীয়ের টাইটেল ছিল, 'ভিন্স ফস্টার কে?' যেখানে দাবি করা হয় যে, সেই প্রশাসনে সবচে 'বিরক্তিকর' যে বিষয়টি ছিল তা হলো 'আইনকে পালন করার অনিচ্ছা'। পরের মাস পর্যন্ত ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল একই রকম সম্পাদকীয় প্রকাশ করতে থাকে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ক্লিনটনের হোয়াইট হাউজ এবং রোজ ফার্মের আমার সহকর্মীরা আসলে দুর্নীতিবাজ গুপ্তচক্র।

বিল ও আমি হয়তো হোয়াইট হাউজে আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলাম, কিন্তু রাজনীতির অমসৃণ ভুবনের সাথে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা জানতাম যে, আক্রমণকে দূরে সড়িয়ে রাখতে হবে এবং আমাদের বাস্তবতার উপর নজর দিতে হবে। ভিন্স ফস্টারের সে ধরনের কোন প্রতিরক্ষা ছিল না। তিনি এই সংস্কৃতিতে নতুন ছিলেন এবং তিনি যাবতীয় সমালোচনাকে নিজের উপর নিয়েছিলেন। যদিও আমরা কেউ জানিনা জীবনের শেষ সপ্তাহগুলোতে তার মনের ভেতর কী ঘটছিল, তবে আমি বিশ্বাস করি তিনি যাবতীয় অভিযোগকে হজম করেছিলেন এবং তিনি গভীর বেদনা ও হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি খুবই একান্তব্যক্তি ছিলেন, এবং তার স্ত্রী লিসা, বা তার কাছের সহকর্মী এমন কি তার বোন শিলা যার সাথে তিনি যথেষ্ঠ কাছাকাছি ছিলেন, কেউই তার সেই হতাশার কথা জানতে পারেননি।

শেষবার আমি ভিন্সের সাথে কথা বলি জুনের মাঝামাঝি, ফাদার্স ডে-র আগের দিন শনিবার। বিল একটি সমাবর্তনে বক্তৃতা করার জন্য শহরের বাইরে। তাই আমি ওয়েব হিউবেল, তার স্ত্রী সুজি, ফস্টার পরিবার ও আরকানসাসের আরো কিছু পরিবারের সাথে ডিনারে যাবার পরিকল্পনা করি। আমরা হিউবেলের বাড়িতে সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার ভেতরে পৌছে যাবার পরিকল্পনা করি।

আমি যখন হোয়াইট হাউজ থেকে বের হতে যাবো ঠিক তখুনি লিসা ক্যাপুটো ফোন করে বললো যে, আগামীকালের ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকার 'স্টাইল' সেকশনে প্রধান লেখা থাকবে বিল ক্লিনটনের জন্মদাতা বাবা উইলিয়াম ব্লিথের উপর। সেই লেখায় বলা

www.pathagar.com

হবে যে, বিলের মা'কে বিয়ে করার আগে বিলের বাবা কম পক্ষে আরো দুবার বিয়ে করেছিলেন- যা পরিবারের কেউ জানতো না, এবং সেখানে একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হবে যিনি বিলের সৎ ভাই বলে দাবি করছেন। শুভ ফাদার্স ডে।

বিলের প্রেস অফিস বিলকে ফোন করে বিষয়টি জানাতে আমাকে অনুরোধ করে। এরপর বিল ও আমাকে ভার্জিনিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হলো এবং তার নিজেরও স্বামীর অতীত সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। আমি একটু চিন্তিত ছিলাম কারণ ভার্জিনিয়ার ক্যান্সার খারাপের দিকে চলে যাচ্ছিল এবং এই বিষয়টি তাকে বাড়তি চাপের মধ্যে ফেলবে।

আমি যখন ওয়েবের বাড়িতে দাওয়াত বাতিল করার জন্য ফোন করি, তখন ভিন্স ফোনটি ধরেন। আমি তাকে জানালাম, কেনো আমি আসতে পারছি না।

'আমাকে বিলকে খুজে বের করতে হবে, এবং তারপর তার মা ভার্জিনিয়াকে।' আমি বললাম। 'সেই একমাত্র ব্যাক্তি যে তার মাকে জানাতে পারে লেখাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে'।

'ওহ, আমি সত্যিই খুব দুঃখিত', ভিন্স বললো।

'আমিও তাই। তুমি জানো, আমি এইসবে অসুস্থ্য হয়ে পড়েছি।'

যতদূর আমার মনে পড়ে, সেই হলো ভিন্সের সাথে শেষ কথা।

মাসের শেষ দিনগুলো ও জুলাই পর্যন্ত ভিন্স হোয়াইট হাউজের মন্ত্রণাদাতা বার্নি নাসবামের সাথে সুপ্রিম কোর্টের নতুন বিচারপতি ও এফ.বি.আই-এর প্রধান প্রার্থীদের খুটিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কাজে ব্যস্ত থাকলো। আমি ব্যস্ত থাকলাম হেলথ কেয়ার পূনর্বিন্যাস নিয়ে। পাশাপাশি আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, ফার্স্ট লেডী হিসেবে প্রথম বিদেশ সফরের জন্য। বিল ব্যস্ত ছিল জুলাই মাসে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য সাতটি শিল্পোন্নত দেশের বৈঠক জি-৭ সম্মেলনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিয়ে। সাথে আমিও যাচ্ছিলাম। এর পূর্বেও আমি জাপান সফরে নিয়েছিলাম, তখন বিল আরসানসাসের গভর্নর ছিল। জাপানের রাজ প্রাসাদ, এর বাগান এবং রাজা-রানীর দেওয়া ভোজসভা এখনও আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমার মা আমাদের সাথে যাওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, এটা তাকে আমার বাবার মৃত্যু শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। তিনি আমাদের সাথে জাপান ও কোরিয়াতে চমৎকার সময় কাটালেন। তারপর মা ও আমি চেলসির সাথে হাওয়াইতে সাক্ষাৎ করি। সেখানে আমি হাওয়াই রাজ্যের সার্বিক হেলথ কেয়ার নিয়ে একটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। ২০ জুলাই, চেলসি ও আমি আরকানসাসে উড়ে যাই মাকে নামিয়ে দেয়া ও কিছু বন্ধুদের সাথে দেখা করার জন্য। সেই রাতে, আটটা থেকে নয়টার ভেতর, ম্যাক ম্যাকলার্টি মার বাড়িতে আমাকে ফোন করেন এবং একটি দুঃসংবাদ দেন ভিন্স ফোষ্টার মারা গেছেন, দেখে মনে হচ্ছে আত্মহত্যা।

আমি এতটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে, সেই রাতের ঘটনাগুলোর ক্রমবিন্যাস আমার মনে নেই। তবে মনে আছে, আমি কাদছিলাম এবং ম্যাককে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম। আমি কোনও ভাবেই সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কোনও ভুল হয়নি তো, সে কি নিশ্চিত? ম্যাক বললো ভিন্সের লাশ পার্কে পাওয়া গেছে এবং সাথে পিস্তলটিও। ম্যাক আমার কাছে জানতে চাইছিল, কখন প্রেসিডেন্টকে খবরটি জানানো যায়। বিল তখন হোয়াইট হাউজ থেকে সি.এন.এন-এর ল্যারি কিং লাইভ অনুষ্ঠানে অংশ

www.pathagar.com

নিচ্ছিলো এবং সবে মাত্র আরো বর্ধিত ত্রিশ মিনিট সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছে। ম্যাক আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, বিলের অনুষ্ঠান শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি না। আমি ভাবছিলাম, ম্যাক সাক্ষাৎকারটি সংক্ষিপ্ত করে দিক, যেন সে বিলকে খবরটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানাতে পারে। লাইভ টিভি অনুষ্ঠানে বিলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যুর খবরটি বিলকে জনানো ঠিক হবে না।

ম্যাক ফোন ছেড়ে দেয়ার পর, আমি মা ও চেলসিকে খবরটি দেই। তারপর আমি চারিদিকে ফোন করতে থাকি, যদি কেউ আমাকে কোন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে- কীভাবে এবং কেনো এমনটি হলো।

আমি অক্সিজেনের মতো তথ্য খুজতে থাকি। আমি খুবই উত্তেজিত ছিলাম, কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম না, কী এমন ভুল হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমি বিলের সাথে দেখা করি। তাকে শেল মারার মতো আহত মনে হলো এবং সারাক্ষণ বলতে থাকলো, 'এটা কীভাবে হতে পারে?' এবং 'আমার এটা কোনওভাবে ফেরানো উচিৎ ছিল'।

ভিন্সের অন্তেষ্টিক্রিয়া লিটল রকের সেন্ট অ্যান্ড্রু ক্যাথাড্রেলে সম্পন্ন হয়। ভিন্স ক্যাথোলিক ছিলেন না, কিন্তু লিসা ও তার সন্তানরা ছিলেন। সেন্ট অ্যান্ড্রু ক্যাথেড্রেল-এ অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে অনেক বড় ছিল। বিল এই চিরচেনা বিশেষ মানুষটি সম্পর্কে সব সময় কথা বলতো।

তার আত্মহত্যার দুদিন পর, বিচার বিভাগ ও এফ.বি.আই-এর প্রতিনিধি নিয়ে বার্নি নাসবাম ভিন্সের অফিসে গেলো, যদি কোনও চিহ্ন বা ডকুমেন্ট পাওয়া যায় যা থেকে তার আত্মহত্যার কারন মিলতে পারে।

ভিন্সের ব্রিফকেসের তলায় সাতাশ টুকরো করে রাখা কিছু নোটপ্যাড পাওয়া গেলো।

তিনি লিখেছেন, 'ওয়াশিংটনের পাবলিক লাইফের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার মতো চাকরীর জন্য আমি নই। এখানে একজন মানুষকে ধ্বংস করে দেওয়াটাকে খেলা হিসেবে দেখা হয়।'

'...জনগণ কোনদিন ক্লিনটন প্রসাশন ও তার স্টাফদের সততাকে বিশ্বাস করবে না..'

"ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সম্পাদকরা পরিণতি না ভেবেই মিথ্যা কথা বলে।'

কথাগুলো আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে দিল। ভিন্স ফস্টার ছিলেন একজন ভালো মানুষ এবং তিনি দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিটল রকে, আরকানসাসের বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আইন পেশা চালিয়ে যেতে পারতেন এবং তাকে এতো কটু কথাও শুনতে হতো না। কিন্তু তিনি 'হোপ' থেকে 'ওয়াশিংটনে' তাঁর বন্ধুর সাথে কাজ করতে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর 'টাইম ম্যাগাজিনে'র এক কলামিস্ট ভিন্স ফস্টারের ভাষাতেই বলেছিলেন, 'আমরা এখানে আসার আগে ভাবতাম, আমরা সবাই ভালো মানুষ।' তিনি শুধু তাঁর নিজের জন্যই কথাগুলো বলেননি। তিনি আরকানসাস থেকে আগত সবার জন্যই কথাগুলো বলেছিলেন।

www.pathagar.com

দি ডেলিভারি রুম

লেবার ডে-র ছুটির এক সপ্তাহ আগে বাজেটের বিজয় নিয়ে আমরা ওয়াশিংটনে ফিরে এলাম। হোয়াইট হাউজকে পুরোমাত্রায় হেলথ কেয়ার পুনর্বিন্যাসের কাজে মনোযোগী হওয়ার এখনই সময়। অথবা বলা যেতে পারে, আমি তেমনটি ভাবছিলাম। বিলের একশ দিনের প্রতিশ্রুতির অনেকটাই পার হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট এবং তার অর্থনীতিবিদ ও আইন প্রণেতারা এতোদিন বাজেট ঘাটতি পূরনের জন্য কর্মসূচি ঠিক করার কাজে খুব ব্যস্ত থাকায় হেলথ কেয়ার-এর ব্যাপারটি মাসখানিক স্থগিত রাখা হয়েছিল। গ্রীষ্মকালীন সময়টাতে আমি কংগ্রেসের সদস্যদের ফোন করে বিলকে তার অর্থনৈতিক কর্মসূচি পাস করাতে সাহায্য করেছিলাম, এটাই ছিল সবকিছুর চাবিকাঠি যা বিল প্রত্যাশা করেছিল দেশের জন্য অর্জন করতে। কিন্তু আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত বাজেট বিজয় থাকতেও হেলথ কেয়ারকে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নকারীর সাথে।

ট্রেজারি সেক্রেটারি লয়েড বেন্টসেন আগেই সন্দেহ প্রকাশ করে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে হেলথ কেয়ার সিস্টেম পুনর্বিন্যাস বিল পাস দু'বছরের আগে হবে না। আগস্ট মাসের শেষদিকে, বেন্টসেন, স্টেট সেক্রেটারি ওয়ারেন ক্রিস্টোফার এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বব রবিন হেলথ কেয়ার পুনর্বিন্যাস বাতিল করে দেয়ার জন্য একগুয়ে আচরণ শুরু করলেন এবং 'নর্থ আমেরিকা মুক্ত বানিজ্য চুক্তি' (নাফটা নামে পরিচিত) নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাইলেন। তারা মনে করেন যে, দেশের অর্থনীতিকে ফিরিয়ে আনতে মুক্ত বাণিজ্য একটি সংকটপূর্ণ বিষয়। উত্তর আমেরিকাতে অবাধ বানিজ্য জোন তৈরি করলে- যা এই বিশ্বের বৃহত্তম অবাধ বাণিজ্য জোন- আমেরিকার রপ্তানি বাড়বে, চাকরির সুযোগ তৈরি করবে এবং গ্লোবালাইজেনশন বোঝা না হয়ে সুবিধাই বয়ে আনবে। যদিও লেবার ইউনিয়নগুলোর কাছে অজনপ্রিয়, বর্ধিত বাণিজ্য সুবিধা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক লক্ষ্য। এখন প্রশ্ন হলো হোয়াইট হাউজ কী একই সাথে দুটো আইনগত বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে? আমি তর্ক করলাম যে, এটা হোয়াইট হাউজের পক্ষে করা সম্ভব এবং আপাতত হেলথ কেয়ারকে স্থগিত করা হলে সেটা বাস্তবায়ন করা আরো ক্ষীণ হয়ে যাবে। এদিকে নাফটার আইন পাশ করার যেহেতু একটি সময়সীমা ছিল, তাই বিল সিদ্ধান্ত নিল যে নাফটাকেই অগ্রাধীকার দেয়া হবে।

হেলথ কেয়ার পুনর্বিন্যাসকে আবারো অপেক্ষা করতে হলো।

www.pathagar.com

বিল যখন তার উপদেষ্টাদের সাথে অর্থনীতি চাঙ্গা করার কাজে ব্যস্ত, তখন আমি সারাদেশ ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। মানুষের ডাক্তারী খরচ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে ফলে যে কষ্ট হচ্ছে তাদের সেই কথা শুনতে শুরু করলাম।

আমেরিকার নাগরিকদের সাথে মিলিত হবার পর আমার প্রত্যাশার পরিধি বেড়ে গেল। একদিন ক্যাপিটল হিলে আমি হেলথ কেয়ার পূনর্বিন্যাস নিয়ে বক্তৃতা করতে গেলাম, দেখি একটি ছোট বালক সামনের সাড়িতে হুইল চেয়ারে বসে আছে। তার মিষ্টি মুখে একটা সুন্দর হাসি ফুটে উঠেছিল। এবং আমি আমার চোখকে সড়িয়ে নিতে পারছিলাম না। বক্তৃতা শুরু করার ঠিক আগ মুহূর্তে আমি তার কাছে গেলাম। আমি যখন হ্যালো বলার জন্য মাথা নিচু করেছি, তখুনি সে তার দুটো বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম এবং আবিষ্কার করলাম যে তার সারা শরীরে ব্রেস লাগানো যার ওজন হবে চল্লিশ পাউন্ড। আমি তাকে কোলে নিয়ে জনতার সামনে বক্তৃতা করলাম। এভাবেই আমি নাব্রাস্কার সাত বছরের রায়ান মুরকে চিনি, যে দূর্লভ বামনত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার সার্জারী ও চিকিৎসার খরচ আদায় করার জন্য তার পরিবার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে বিল মধ্য প্রাচ্যে শান্তি চুক্তির জন্য ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন এবং প্যালেস্টাইনের নেতা ইয়াসির আরাফাতের আগমন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ হোয়াইট হাউজের দক্ষিণ লনে সেই ঐতিহাসিক বৈঠক সম্পন্ন হয়। নরওয়ের অসলোতে মাসের পর মাস আলোচনার পর এই চুক্তিতে দুই পক্ষ রাজি হয়।

সেই ঐতিহাসিক দিনে বিল আইজাককে পীড়াপিড়ি করেন সে যেন শান্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তার সদিচ্ছা প্রকাশের জন্য আরাফাতের সাথে হাত মেলান।

আরব রীতি অনুযায়ী আলিঙ্গন ও চুমু খাওয়ার অনুরোধ না থাকায় আইজাক অন্তত এইটুকু করতে রাজি হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিল ও আইজ্যাক হাত মেলানোর মহড়া দিল- বিল সেখানে আরাফাত হলো। কিভাবে তারা আলতোভাবে হাত মেলাবে। হাত মেলানো হবে বটে কিন্তু অন্তরঙ্গতা বোঝানো যাবে না তার অনুশীলন চললো।

সেই চুক্তি ও করমর্দনকে অনেক ইসরায়েলি ও আরবরা তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি তিরস্কার বলে মনে করলো এবং পরবর্তীতে সেটা সংঘাতে রূপ নিলো এবং রবিন আততায়ীর দ্বারা নিহত হন।

বিল এই ধরনের বিভিন্ন কঠিন বিষয়ে ব্যস্ত থাকলেও, হেলথ কেয়ার পূনর্বিন্যাসের একটি রূপরেখা দেয়ার জন্য ২২শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার কথা ঘোষনা করে যা টেলিভিশনেও প্রচার করা হবে।

এটা ছিল একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা এবং আমরা আর কোনও বাধা চাইছিলাম না।

প্রস্তাবের পক্ষের ও বিপক্ষের ব্যাক্তিরা ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের প্রচারণা শুরু করলো। ক্রেতা, পরিবার, শ্রমজীবী, বুড়ো মানুষ, শিশুদের হাসপাতাল ও শিশু চিকিৎসক ইত্যাদি সবাইকে পুনর্বিন্যাসের পক্ষে আনা গেলো। কিন্তু ব্যবসায়ীমহল, বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ীরা, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বিশাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো

www.pathagar.com

এই পুনর্বিন্যাসকে তাদের জন্য হুমকি মনে করলো। ডাক্তাররাও পুনর্বিন্যাসের কিছু কিছু বিষয়ের বিরোধীতা করলো।

২০শে সেপ্টেম্বর, বক্তৃতার দুদিন আগে বক্তৃতা লেখার টিমের কাছ থেকে পাওয়া ড্রাফটটি বিল আমাকে পরীক্ষা করতে দিল। দ্রুত কিছু পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই মনে হলো বক্তৃতাটি প্রস্তুত নয়; অথচ হাতে আছে মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা। আতঙ্কিত হলাম। আমি ফোনটি তুলে হোয়াইট হাউজের অপারেটরকে বললাম, ম্যাগীকে সংযোগ দিতে। সে ঝড়ের মধ্যেও শান্ত থাকতে পারে। ম্যাগী সেই সন্ধ্যাতেই হেলথ কেয়ারের উচু পর্যায়ের উপদেষ্টা ও স্ক্রীপ্ট লেখকদের নিয়ে বৈঠক ডাকলো। বিলের ক্রমাগত কাটাকুটি ও পুনরায় লেখালেখির পর শেষতক বক্তৃতা একটি রূপ ধারন করলো।

প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করে থাকেন। সেটা ছিল প্রথাগত অনুভূতিতে পূর্ণ একটি সন্ধ্যা। যখনি প্রেসিডেন্ট হল ঘরে প্রবেশ করেন, তখন সার্জেন্ট-এট-আর্মস ঘোষনা দেন : "দি প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাটেড ষ্টেটস।" উপস্থিত ব্যক্তিরা উঠে দাড়ান এবং প্রেসিডেন্ট উভয় দলের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান। প্রথাগত নিয়মে, দুই দল দুইপাশে বসে থাকে। প্রেসিডেন্ট তখন মঞ্চে উঠে উপস্থিত মানুষের মুখ করে দাড়ান। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও স্পিকার ঠিক তার পেছনে বসেন।

উপস্থিত সূধীমন্ডলী বসে গেলে বিল তার বক্তৃতা শুরু করে। তার প্রতি বিশাল আস্থার কারণে, আমি একটুও বুঝতে পারিনি যে বিলের বক্তৃতায় কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, একজন সাহায্যকারী টেলিপ্রম্পটারে ভুল বক্তৃতা রেখেছিল- অর্থনীতি বিষয়ক এক পুরনো বক্তৃতা যা বিল কয়েকমাস আগে দিয়েছিল। বিল হলো উপস্থিত বক্তৃতায় ওস্তাদ- কিন্তু এই বক্তৃতাটি ছিল অতিশয় দীর্ঘ এবং অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। এর পুরোটাই না দেখে বলা খুব ঝুকিপূর্ণ। সাত মিনিটের মাথায় তার ষ্টাফরা সেটাকে সংশোধন করলো। কিন্তু সেই স্নায়ুবিক চাপের সাত মিনিট বিল তার স্মরনশক্তি থেকে বক্তৃতা করে যাচ্ছিল।

অনুরাগ, প্রজ্ঞা এবং বিষয়বস্তুর সঠিক মিশ্রণে সেটা ছিল একটা চমৎকার বক্তৃতা। সেই রাতে ওর জন্য আমার প্রচন্ড গর্ব হয়েছিল। এটা ছিল একজন নতুন প্রেসিডেন্টের জন্য সাহাসী পদক্ষেপ। ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট সোসাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা চালু করে আমেরিকার বৃদ্ধ নাগরিকদেরকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করেছিলেন; হেলথ কেয়ার পূনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বিল কোটি কোটি আমেরিকান নাগরিকের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে চেয়েছিল। সেখানে প্রতিটি আমেরিকান নাগরীকের জন্য লাল, সাদা ও নীল রঙের 'স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কার্ড' প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়, যার মাধ্যমে কমমূল্যে ভালো স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে।

বিল দেশবাসীকে বললো, 'আজ রাতে আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি আমেরিকার নতুন অধ্যায় রচনা করতে। যুগ যুগ ধরে ভুল পথে চলার পর এখন আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ঠিক করতে হবে, আমেরিকার প্রত্যেক নাগরিককে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা যা কখনো আর ফিরিয়ে নেওয়া হবে না; স্বাস্থ্য সেবা যা সব সময় তাদের জন্য থাকবে।'

বিল যখন তার বায়ান্ন মিনিটের ভাষণ শেষ করে তখন উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে সমর্থন করে। যদিও কতিপয় রিপাবলিকান এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন তুলে।

www.pathagar.com

বক্তৃতাশেষে আমরা গাড়ির বহর নিয়ে হোয়াইট হাউজে ফিরে আসি। আমরা স্টেট ফ্লোরে বক্তৃতা পরবর্তী একটা পার্টির পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম, তারপরও আমরা আগে গেলাম ওল্ড একজিকিউটিভ অফিস বিল্ডিংয়ে, সেখানে ১৬০ নম্বর রুমে হেলথ কেয়ারের কর্মচারীরা গাদাগাদি করে দিনরাত কাজ করেছে। বিল ও আমি ধন্যবাদ জানালাম স্বাস্থ্যসেবা পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাত দিন কাজ করার জন্য। আমি একটি চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে সকলের হাসি ও আনন্দধ্বনির মধ্যে ঘোষণা দিলাম, এই রুম থেকেই হেলথ কেয়ার বিল জন্ম নিতে যাচ্ছে। এখন থেকে এই রুমের নাম হবে 'দি ডেলিভারি রুম'।

যদিও একমাসের মধ্যে বিলটি পাঠানো হবে না, তবুও আমি পুনর্বিন্যাস কমিটির কাছে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য অধীর আগ্রহী ছিলাম। বিলের বক্তৃতার ছয় দিন পর ২৮ সেপ্টেম্বর আমার সুযোগ এলো। যে কমিটি পূনর্বিন্যাসটি পরীক্ষা নিরিক্ষা করছে তাদের সামনে আমার সাক্ষ্যটি ছিল প্রধান কোন আইন পাসের জন্য প্রথমবারের মতো কোনও ফার্স্ট লেডীর সাক্ষ্য প্রদান। অন্যান্য ফার্স্ট লেডীকেও কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্য দিতে হয়েছে, বিশেষ করে, ইলিনর রুজভেল্ট ও রোজালিন কার্টারকে ১৯৭৯ সালে মানসিক রোগীদের সহযোগিতা করা ও চিকিৎসা সুবিধা পেতে সমর্থন করার জন্য সিনেট সাব কমিটির সামনে বক্তব্য দিতে হয়েছে।

আমার সাক্ষ্য-প্রমাণের পর সিরিজ আকারে কিছু বক্তৃতার আয়োজন করা হলো যাকে হোয়াইট হাউজ বলে 'রোল-আউট'; এবং যেখানে প্রেসিডেন্ট সেই পলিসির পক্ষে সমর্থন তৈরীর কাজে কথা বলে থাকেন। বিল অক্টোবরের প্রথম অংশে রোল-আউট করার সময়সূচি ঠিক করলো এবং সে কারনে ৩ অক্টোবর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বৈঠক শুরু হবে। বিল যখন ক্যালিফোর্নিয়ার পথে, তখন তার সাহায্যকারীরা হোয়াইট হাউজের 'সিচুয়েশন রুম' থেকে জরুরী ফোন কল পেলো। সোমালিয়াতে দুটো 'ব্লাক হক' হেলিকপ্টার গুলি করে ফেলে দিয়েছে। বিস্তারিত পরিস্কার ছিল না, তবে এটা বুঝা গেল যে আমেরিকান সৈন্য মারা গেছে এবং সংঘর্ষ চলছে। সেখানে শান্তি রক্ষার জন্য পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট বুশ সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।

প্রতিটি প্রেসিডেন্টকেই যেকোনও ক্ষতিকর ঘটনার জন্য তড়িৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে হয় : তিনি সব কিছু বন্ধ করে জনসমুক্ষে সেই সমস্যা সমাধান করতে লেগে যেতে পারেন, অথবা সরকারি কর্মসূচিগুলো ঠিক রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন। বিল ক্যালিফোর্নিয়াতে রয়ে গেলো, কিন্তু তার জাতীয় নিরাপত্তা দলের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ থাকলো। তারপরের সংবাদটি আরো খারাপ রূপ ধারন করলো : একজন আমেরিকান সৈন্যের লাশ মগাদিশুর রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমালিয়ার যুদ্ধসম্রাট জেনারেল মোহাম্মদ আইদীদ এই ধরনের একটি মর্মান্তিক বর্বরতা ঘটিয়েছিলেন।

বিলকে রাশিয়া সম্পর্কেও সাংঘাতিক দুঃসংবাদ দেয়া হয়। প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলসিনের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে। ৫ অক্টোবর, ক্যালিফোর্নিয়ার কালভার শহরে টাউন হলে হেলথ কেয়ার নিয়ে বৈঠক সংক্ষিপ্ত করে ওয়াশিংটনে ফিরে আসে। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ, বিল, মিডিয়া এবং পুরো জাতিকে ঘিরে থাকলো সোমালিয়া ও অস্থির রাশিয়া। এবং হেলথ কেয়ার পুনর্বিন্যাস আবারো পেছনের সারিতে পড়ে গেলো।

www.pathagar.com

এতো কিছু ঘটছে যে, এর মধ্যে ২৬ অক্টোবর আমি আমার নিজের জন্মদিনটিও ভুলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার স্টাফরা ফূর্তি করার জন্য কোনও সুযোগ ভুলে যায় না। হিলারিল্যান্ডের বাহিনী একশ'র বেশি আমাদের পারিবারিক সদস্য ও বন্ধুদের দাওয়াত করেছে, যারা সারা দেশ থেকে হোয়াইট হাউজে আসবে আমাকে না জানিয়ে, আমার ছিচল্লিশতম জন্মদিন পালন করতে। সিনেটর ময়নিহান ও সিনেটর বারবারার সাথে বৈঠক করে সন্ধ্যে নাগাদ বাড়িতে ফিরেই মনে হয়েছে কিছু একটা হচ্ছে।

সারা বাড়ির সব আলো নেভানো। আমাকে বলা হলো, বিদ্যুৎ চলে গেছে। সেটাই ছিল আমার প্রথম সংকেত; কারণ হোয়াইট হাউজে কখনও বিদ্যুৎ যায় না। আমাকে বলা হলো একটি কালো পরচুলা ও হুপ-স্কার্ট পড়তে- দেখতে লাগে ঔপনিবেশিকদের মতো, অনেকটা ডলি মেডিসনের মতো সাজার চেষ্টা। আমি নিচে নেমে এলাম। সাদা পরচুলা পরিহিত একডজন স্টাফ আমাকে শুভেচ্ছা জানালো; সেই পরচুলাতে তারা এক ডজন হিলারী সেজেছে- হেডব্যান্ড হিলারি, কুকি-বানানো হিলারি, হেলথ কেয়ার হিলারি ইত্যাদি। সাদা পরচুলা পরে বিল প্রেসিডেন্ট জেমস মেডিসনের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। আমি সেজন্য তাকে ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু আমি খুশি ছিলাম যে আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবনযাপন করছি। স্যুট পড়লে তাকে অনেক ভালো দেখায়।

www.pathagar.com

১

১. আমার মা ডরোথি হাওয়েল ১৯৪২ সনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বাবা হিউ রডহ্যাম জুনিয়রের সাথে। তখন তিনি নৌবাহিনীতে ছিলেন। তার শৈশব অভিজ্ঞতা হতভাগ্যদের প্রতি তার হৃদয়কে প্রসারিত করে এবং সামাজিক ন্যায়পরায়নতার অনুভূতি তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, যা প্রভাবিত হয় আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে। আমি আমার বাবার সেই মন ভোলানো হাসি পেয়েছি, যা সবার নজর কাড়তো।

২

২. আমার মাতামহ হান্নাহ জোন্‌স রডহ্যাম তার তিনটি নামই ব্যবহারের উপর জোর দিতেন। তিনি ছিলেন কঠিন প্রকৃতির। আমার পাঁচ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমার পিতামহ হিউ সিনিয়রের মত তার কথা তেমন মনে পড়ে না। আমার পিতামহ ছিলেন মহানুভব এবং ধৈর্য্যশীল। আমার বাবা হান্নাহকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রায়ই বলতেন কিভাবে তিনি প্রতিকূলতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন।

www.pathagar.com

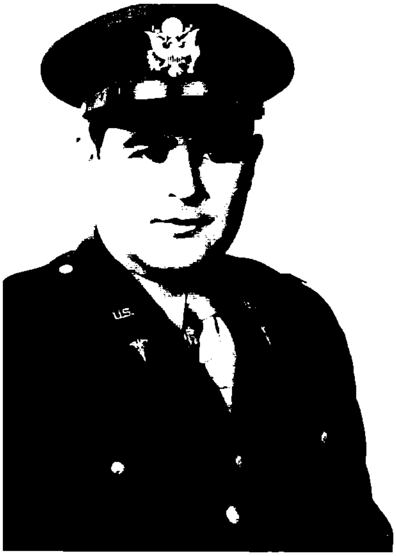

৩

৪

৩. আমার বয়স যখন সাত কি আট মাস তখন আমার চাচা রাসেল রডহ্যাম আমাদের সাথে থাকতে আসেন। তিনি যখন চিকিৎসাপেশা ত্যাগ করেন, তিনি মজা করে বলেছিলেন, আমিই তার সর্বশেষ রোগিনী।

৪.আমার সৎ-পিতামহ, ম্যাক্স রোজেনবার্গ, ছিলেন ইহুদী। আমি যখন দশ বছর বয়সে মিডওয়েস্টে বড় হয়ে উঠছিলাম তখন লাখ লাখ নিরপরাধী মানুষকে শুধুমাত্র তাদের ধর্মের জন্য মেরে ফেলা হচ্ছে জেনে খুবই ভীত হয়েছিলাম। যখন আমি ফার্স্টলেডি হিসেবে আউসউইৎসে যাই, মনে পড়ে আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, মানবজাতি কতটা ভয়ঙ্কর এবং কেন যুক্তরাষ্ট্রকে নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

৫

৫. যুদ্ধের পর আমার বাবা পশমী কাপড়ের একটি ছোট ব্যবসা শুরু করেন। যখন আমরা তাকে ছাপানোর কাজে সাহায্য করার মত বড় হয়েছি, তিনি আমাদের সবাইকে কাজে লাগিয়েছেন। তার সাফল্য আমাদের নিয়ে আসে পার্ক রিজ, ইলিনয়েসে; যা একেবারে নরম্যান রকওয়েল স্থাপনার কাছে অবস্থিত। এখানে আমরা আমাদের বেড়াল আইসিস-কে নিয়ে ১৯৫৯ সালে ইস্টার ফাইনারি-তে আসি।

৬

৬. প্রতি গ্রীষ্মে আমরা আগস্টের বেশীর ভাগ সময়টাই পিতামহ রডহ্যামের কটেজে কাটাতাম, যা ছিল পোকোনো পর্বতে, স্ক্রান্টনের উত্তর-পশ্চিমে উইনোলা লেইকের ধারে।

www.pathagar.com

৭

৭. পার্ক রিজে আমি বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং দাতব্য উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য সংগঠিত করতাম। আমার বারো বছর বয়সে ইউনাইটেড ওয়ের জন্য সংগৃহীত অর্থ প্রদান কালে আমার ও আমার বন্ধুদের ছবি স্থানীয় সংবাদপত্রে ছাপা হয়।

৮ ও ৯. ডন জোন্স, একজন মেথোডিস্ট যুব মন্ত্রী আমাকে ১৯৬১ সালে পার্ক রিজে 'ইউনিভার্সিটি অব লাইফ' - এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং আমাকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস চর্চার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এখানে আমি আমার বন্ধুদের সাথে স্মরণীয় এক ভ্রমণে আছি।

৯

৮

১০

১০. আমি ছোটবেলা থেকেই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। আমি একজন সক্রিয় যুব রিপাবলিকান ছিলাম। কিন্তু হাই স্কুলে নির্বাচনী বিতর্কে অংশগ্রহণের সময় আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি।

১১

১১. প্লুরালিজম, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া ইত্যাদি আমেরিকান মুল্যবোধ সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণা হয় 'কালচারাল ভ্যালুস্ কমিটির' মাধ্যমে। আমাদের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের প্রতিনিধিদের সম্মেলন স্থানীয় টি.ভি. স্টেশনে প্রচারিত হয়। আমি প্রথম টেলিভিশনে আবির্ভূত হই।

১২

১২. ওয়েলেসলিতে এলেন স্ক্যাচার ছিলেন আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং থিসিসের পরামর্শক। তিনি আমাকে আমার কর্মজীবনের শুরুতে শিক্ষানবিস হিসেবে নির্বাচন করেন।

www.pathagar.com

১৩

১৩. ১৯৬৫ সালে আমি ওয়েলেসলিতে আসি। এখন হয়তো অনেকেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের মানসিক যাতনাকে উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু আমার তেমন কিছু মনে পড়ে না।

১৫

১৪

১৫. ওয়েলেসলিতে, ১৯৬৯ সালের প্রজন্ম সেকেলে ধারণা আর পরিবর্তিত ভবিষ্যতের মাঝে আটকে পড়েছিলাম। সমাবর্তনের পুর্বে কখনই ছাত্রদের মধ্য থেকে কেউ বক্তৃতা করেনি। আমার বক্তৃতার প্রশংসা এবং সমালোচনা এক নতুন দিক উন্মোচন করে।

১৬. প্যাটি হাউ ক্রাইনার (বামে) এবং কলেজ রুমমেট, জোয়ানা ব্রানসন আমার আজীবন বন্ধু। ১৯৭৫ সালে আরকানসাসে, আমার বিয়ে উপলক্ষে ওরা বাবাসহ এসেছিল। আমার বাবার ছিল চিন্তার দৃঢ়তা কিন্তু প্রয়োজনে পরিবর্তনে নমনীয়।

১৪. ১৯৬৮ সালে আমি ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে হাউজ রিপাবলিকান সম্মেলনে কাজ করি, যার নেতৃত্বে ছিলেন জেরাল্ড ফোর্ড (আমার বামে) এবং আরও ছিলেন সেলডিন লেয়ার্ড ও চার্লস গুডওয়েল (একেবারে ডানে), দু'জনই ছিলেন আমার বন্ধুপ্রতীম ও উপদেষ্টা । নেতৃস্থানীয় রিপাবলিকানদের সাথে আমার এই ছবি বাবার মৃত্যুকালে তার শয়নকক্ষে দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল।

১৬

www.pathagar.com

১৭

১৭. আমি শাসন ব্যবস্থার ভিতর থেকে পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং সে জন্য আইন বিষয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেই, যেখানে আমি বিলের সাথে মক ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করি।

১৮

১৯

১৯. হাউজ অব জুডিশিয়ারি কমিটি দ্বারা প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে নিন্দা প্রস্তাব জ্ঞাপনের তদন্তের প্রধান হিসেবে মনোনীত জন ডোয়ার (বায়ে), আমাকে এ বিষয়ের আইনগত ভিত্তির উপর গবেষণার প্রস্তাব দেন। আমি জো উডস্-এর নেতৃত্বে কাজ করি। এখানে আমি যা শিখেছি তা পরবর্তীতে অনেক কাজে এসেছিল।

১৮. বিল ক্লিন্টন ১৯৭০ সালে হারিয়ে গিয়েছিল বলে শোনা যায়। তাকে অক্সফোর্ড ফেরৎ রোডস্ মেধাবীর মত নয় বরং ভাইকিংদের মত মনে হতো। ১৯৭০ সালের শরতে আমাদের প্রথম কথা হয় এবং প্রায় ৩০ বৎসর পরেও, এখনো সে আমার সবচেয়ে ভাল সঙ্গী।

২১. ১৯৭১ সনে ম্যাকগভার্নের জন্য দক্ষিণাঞ্চলকে সংগঠিত করার দায়িত্ব বিলকে দেয়া হয়। সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারাভিযানের কেন্দ্রে থাকতে পারতো, কিন্তু বিল গ্রীষ্মের বেশীর ভাগ সময় আমার সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় কাটিয়েছিল।

২০

২০. ম্যারিয়ান রাইট এডেলম্যানের দৃষ্টান্ত আমাকে পরবর্তীতে শিশু ও মানবাধিকারের উপর কাজ করতে সহায়তা করেছিল।

২১

www.pathagar.com

২২

২২. ও ২৩. আমি বিলের কর্মস্থল আরকানসাসে ছুটে যাই। সেখানেই আমরা আমাদের প্রিয় খেলা ভলিবল আর প্রণয় জীবন উপভোগ করেছি। ১৯৭৫ সনের ১১ই অক্টোবর ফেইভিলের বাড়ির লিভিং রুমে আমরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হই।

www.pathagar.com

২৪

২৫

২৬

২৭

২৪. ১৯৭৬ সালে কার্টার প্রচারাভিযানে ইন্ডিয়ানার সমন্বয়কারী হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কার্টার এই রাজ্যে হেরে যায়, কিন্তু আমি তা থেকে বড় শিক্ষা অর্জন করি।

২৮

২৫, ২৬ ও ২৭. বিল ১৯৭৯ সালে আরকানসাসের গভর্নর পদে শপথ গ্রহণ করে। সে পরবর্তীতে শিক্ষা মান পরিষদ গঠন করে এবং আমার নাম সভাপতি পদে পেশ করে। আমি যখন বাধ্যতামূলক শিক্ষক পরীক্ষণের প্রস্তাব করি, তখন তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হই।

২৯

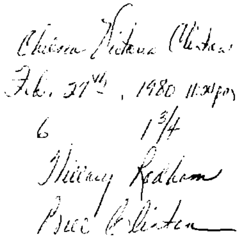

২৮ ও ২৯. চেলসির জন্ম আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। তার নাম রাখা হয় 'চেলসি মর্নিং' গানের স্মরণে। ১৯৮৭ সালে আমরা যখন লন্ডনের চেলসি জেলায় অবকাশ যাপন করছি তখন তার বাবা এই গানটি গেয়েছিল।

www.pathagar.com

৩০

৩০. ১৯৮০ সালের বড়দিনের উৎসবের কঠিন সময়েও আরকানসাসের বয়েজ কয়ের বিল, ক্যারলিন হুবার ও আমাকে স্তুতি বাণী শোনাচ্ছিল। বিল পুনর্নির্বাচনে হেরে গিয়েছিল এবং আমরা গভর্নর ভবন ত্যাগ করছিলাম। কিন্তু আমরা বেশী দিনের জন্য যাচ্ছিলাম না।

৩

৩১. আমার ১৩ বৎসর বয়স থেকে একমাত্র হোয়াইট হাউজে থাকাকালীন আট বৎসর আমি কোনো কাজের সাথে জড়িত ছিলাম না। আমি লিট্‌ল রকের রোজ ল ফার্মের প্রথম মহিলা অংশীদার হই এবং এতে নতুন দিক উন্মোচিত হয়।

৩২

৩২. চেলসির জন্মদিনে দেখা যাচ্ছে রোজ ল ফার্মের দু'জন আইনবিদ, ভিনস্‌ ফস্টার (বায়ে) ও ওয়েব হাবেল, যাদের সাথে আমি সব চাইতে বেশী কাজ করেছি। আমি ওয়েবকে একজন ন্যায়পরায়ন ও সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে দেখেছি। ভিন্‌স আমার দেখা সব চাইতে চৌকস আইনবিদ এবং আমার কাছের বন্ধুদের একজন। আমি সব সময় তার সমস্যাগুলো বুঝতে চাই এবং সহোযোগিতা করি।

৩৩

৩৩. আমি এটর্নি জেনারেলের সহধর্মিনী হিসেবে আমার জীবনযাত্রা থেকে বের হয়ে আসতে পারতাম কিন্তু আরকানসাসের ফার্স্টলেডী হিসেবে আমি কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসি। আমি প্রথমবারের মত বুঝতে পারলাম যে, আমার ব্যক্তিগত পছন্দ আমার স্বামীর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের উপর কতটা প্রভার বিস্তার করতে পারে। আরকানসাসের অনেক ভোটার আমার 'রডহ্যাম' নাম ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিল। পরে আমি 'ক্লিন্টন' নাম যুক্ত করি।

www.pathagar.com

৩৪

৩৪. আমার বিশ্বাস সব সময়ই দৃঢ়, যদিও গভীর ভাবে আমার ব্যক্তিগত জীবন এবং আমার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। যখন আমি মেথোডিস্ট চার্চে নিশ্চিত হলাম, আমি জন ওয়েসলির কথা স্মরণ করলাম, "যত পারো তত ভালো কর, যেভাবে পারো . . . যতদিন পারো।"

৩৭

৩৮

৩৫

৩৫. টিপার ও আল গোর ১৯৯২ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আমাদের সাথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যখনই আমরা একজনের বেশী মানুষ দেখেছি, বিল তখনই বাস থামিয়ে কথা বলতে চেয়েছে।

৩৬

৩৬. ১৯৯২ সালের প্রচারাভিযানে কুকির চাইতে ব্রোকোলিতে আমার ভাগ্য খুলেছিল বেশী। আমি যা বলেছি, করেছি বা যেভাবে চুল বেঁধেছি সব কিছু নিয়েই ছিল তুমুল বিতর্ক।

৩৭ ও ৩৮. নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আমার ভাই হিউ ও টনি এবং বাবা যোগ দেন। আমার জীবনের প্রথম চুয়াল্লিশ বৎসর যদি শিক্ষা হয়, তবে ১৩ মাস দীর্ঘ প্রচারাভিযান তার অন্যতম সময়।

www.pathagar.com

৩৯

৩৯. ১৯৯২ - এর ৩রা নভেম্বর লিট্‌ল রকের ওল্ড স্টেট হাউজে নির্বাচনের রাত। বিল ক্লিনটন যখন প্রেসিডেন্ট হয়, তখন আমাদের সম্পর্ক, পারস্পরিক স্বপ্ন, প্রাপ্তি, ভালোবাসা, সমর্থন সবই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

৪০. নির্বাচনে জয়লাভের পর আমরা হ্যারি থমসনের জন্মদিন তার সহধর্মিনী লিন্ডা বাডওয়ার্থ থমসনের সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় উদ্‌যাপন করি। প্রিয় বন্ধু হ্যারি ও লিন্ডা টেলিভিশনে প্রচুর অনুষ্ঠান রচনা ও প্রযোজনা করেন। কিন্তু তাদের হৃদয় কোনদিনো ওজার্কস ছেড়ে যায়নি। ১৯৯২ সালে আমি আমার প্রিয় লীগ টিমের টুপি পরে আছি।

৪০

www.pathagar.com

৪১

৪১. আমি সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি যে, নারীদের নিজের ভালোর জন্য যেকোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ এবং আমি মনে করি ফার্স্টলেডীদের জন্যও এটা সত্য। আমি কখনও মনে করিনি কিছু ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন আরকানসাসের চেয়েও রক্ষণশীল।

৪২

৪২. বিল চেয়েছিল ১১তম উদ্বোধনী বলে অংশগ্রহণ করতে। প্রথাগতভাবে পাঁচ মিনিটের জন্য গিয়ে হাত নাড়িয়ে অভিনন্দন জানাতে নয়, আমরা উৎসব করতে চেয়েছিলাম। আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে ব্যাক স্টেজে নাচের অনুশীলন করছিলাম।

৪৩

৪৩. ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখ আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রনায়ক দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমাদের পরিবারের জন্য নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ফার্স্টলেডী হিসেবে আমি ছিলাম প্রতীকের মত, আমার জন্য যা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা।

www.pathagar.com

৪৪

৪৪ ও ৪৫. আমি এমন একজনকে পেলাম যিনি আমার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তা সবার চেয়ে বেশী বুঝতে পেরেছিলেন। জ্যাকি কেনেডি ওনাসিস আমার জন্য হয়ে উঠলেন উৎসাহ আর উপদেশের উৎস। জ্যাকি বলেন, "চেলসিকে তোমার সব রকম উপায়ে রক্ষা করতে হবে।"চেলসিকে স্বাধীনভাবে বড় হতে দিতে হবে, তিনি আমার এ ধারণা সমর্থন করলেন।

৪৫

www.pathagar.com

৪৬

৪৭

৪৮

৪৬, ৪৭, ৪৮ ও ৪৯. ওয়েস্ট উইং - এ কোন ফার্স্টলেডীর অফিস ছিল না। কিন্তু আমরা জানতাম, আমার কর্মচারীরা হোয়াইট হাউজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। খুব কম সময়ে তারা 'হিলারিল্যান্ড' নামে পরিচিতি পেল। এক অসাধারণ কর্মী হুমা এবাডিন (বামে) আমার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। প্রথমবারের কর্মী প্রধান ম্যাগী উইলিয়ামস্ ছিলেন অত্যন্ত চৌকস, সৃজনশীল আর আমার দেখা সবচেয়ে পরিশীলিত।

৪৯

৫০

৫০. ১৯৯৩ সালের ১৪ই নভেম্বর এক ভোজ সভায় আমাদের প্রার্থনার দল । সময়ের সাথে সাথে এই মহিলারা নিরবে আমার কঠিন সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যদিও অনেকেই ছিলেন রিপাবলিকান। আমি তাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে উর্ধ্বে রেখে সহযোগিতার মনোভাবকে প্রসংশা করি। আমরা একে অপরের মঙ্গল কামনা করতাম।

www.pathagar.com

৫১

৫১. হিলারিল্যান্ড ছিল হোয়াইট হাউজের মধ্যে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। আমাদের নিজেদের পৃথক নীতি ছিল। আমার কর্মীরা তাদের নৈতিকতা, বিচক্ষণতা আর অসাধারণ বন্ধুত্ব নিয়ে গর্বিত ছিল।

৫২

৫২. প্রথম দিকের সপ্তাহগুলোতে যাদের অভাব আমি সব চাইতে বেশী অনুভব করেছি, তারা হলেন আরকানসাসের পুরোনো বন্ধুরা, যারা এখন বিলের প্রশাসনে কাজ করে। আমরা তাদের আরকানসাসের ম্যারি স্টিনবার্জেসের ১৪তম জন্মদিনের একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে ভিন্স ফস্টারের আত্মহত্যার পূর্বে সেটাই শেষ আনন্দঘন রাত।

৫৩

৫৩. আমার বাবা তাকে হারানোর বেদনা ছাড়া জীবনের আর সব পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত করেছিলেন। আমি আর মা যখন হাসপাতালে আমার বাবার শয্যাপার্শ্বে সময় কাটাতাম, তখনই আমার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের বিষয়ে আমার ধারণা বদ্ধমূল হয় এবং জীবনবোধ আরও গভীর হয়।

www.pathagar.com

৫৪. বিল ঘোষণা করলো যে, আমি পলিসি ডেভেলপমেন্টের সিনিয়র উপদেষ্টা ইরা ম্যাগজাইনারকে সাথে নিয়ে নবগঠিত জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা পুনর্গঠন বিষয়ে প্রেসিডেন্টস্ টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্ব দেব। ইরার বেসরকারী খাতে অভিজ্ঞতা আর একই সাথে তার সৃজনশীলতা তাকে বিলের প্রধান উপদেষ্টায় পরিণত করে। বিলের এই ঘোষণা হোয়াইট হাউজের ভিতর ও বাহির হতে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

৫৪

৫৫

৫৫. ১৯৯৩ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের এক সম্মিলিত অধিবেশনে বিলের অর্থনৈতিক নীতি উন্মোচনের পর তা বাস্তবায়িত হয়, যা দেশটিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিক নির্দেশনা দেয়। বিল প্রতিশ্রুতির তিন বৎসর পুর্বেই বাজেট পেশ করে।

৫৬

৫৬. ১৯৯৩ - এর সেপ্টেম্বরে স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপনের পর ওল্ড এক্সিকিউটিভ অফিস ভবনে উৎসবের আয়োজন করা হয়। আমরা একটি দীর্ঘ পথের সূচনা করি, যাকে এক সাংবাদিক বলেছিলেন "সামাজিক নীতির এভারেস্ট"।

www.pathagar.com

হোয়াইটওয়াটার

১৯৯৩ সালে হ্যালোইন দিবসে সানডে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় দেখি যে, আরকানসাসের পুরনো লোকসানী রিয়েল স্টেট কারবারের ওপর প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। বুঝলাম, ঝামেলায় ফেলতে চাইছে। গোপন সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে খবর– ঋণ খেলাপী তদন্তকারী সংস্থা 'দ্যা রেজ্যুলেশন ট্রাস্ট কর্পোরেশন' আমাদের অংশীদার জিম ম্যাকডগালের মেডিসন গ্যারান্টি সেভিংস অ্যান্ড লোন কোম্পানির বিষয়ে দুর্নীতি বিষয়ক তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, ম্যাকডগাল ও তার পত্নী সুসান আমাদের হোয়াইটওয়াটার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির অংশীদার থাকলেও মেডিসন গ্যারান্টি প্রতিষ্ঠানটির সম্পূর্ণ আলাদা। ওরা চার বছর আগে জমি কিনে এটি তৈরি করেছিলেন। ১৯৯২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সংবাদপত্রে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, বিল আরকানসাসের গভর্নর থাকায় ম্যাকডগাল বিশেষ আনুগত্য পেয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে আর তেমন কথাবার্তা হয়নি। কিন্তু এই গুজবটি মিলিয়ে গেল যখন আমি ও বিল প্রমাণ করি যে, বিল গভর্নর থাকা অবস্থায় হোয়াইটওয়াটারে বিনিয়োগ করে আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হই এবং আরসানসাস সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট ফেডারেল রেগুলেটরি সংস্থাকে অনুরোধ করেছিল যেন তারা ম্যাকডগালকে অপসারণ করে এবং ম্যাডিসন গ্যারান্টি বন্ধ করে দেয়।

এখন ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকা তার খবরে অভিযোগ আনে যে, ম্যাকডগাল রাজনৈতিক প্রচারণা চালানোর জন্য এসএন্ডএল ব্যবহার করে অর্থ অবৈধভাবে কাজে লাগায় এবং ১৯৮৬ সালের গভর্নর পুনর্নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ক্ষেত্রেও নাকি অনুরূপভাবে অর্থ ব্যয় করে। আমার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, এ থেকে অশুভ কিছু ঘটবে না। কেননা বিল ও আমি ম্যাডিসন গ্যারান্টিতে কোন অর্থ জমা রাখিনি বা ঋণও নেইনি এবং আরকানসাস রাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারণায় নির্বাচনে ১৫০০ ডলারের বেশী কেউ খরচ করতে পারবে না এরূপ কড়া নির্দেশও বিল সমর্থন করেন।

হোয়াইটওয়াটার-এর বিষয়ে আমরা তেমন সজাগ ছিলাম না। এটার রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝতেও আমরা ব্যর্থ হই। এই কারণে জনগণের মাঝে আমাদের সম্পর্ক বিরূপ ধারণা জন্মায়। এই হোয়াইটওয়াটার-ই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ে আসে তদন্ত আর তদন্ত। এর পেছনে ইনডিপেন্টডেন্ট কাউন্সেলের তদন্ত খরচ হয় ৭০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী। বিল ও আমি তদন্ত কাজে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করেছি। যখনই কোন অভিযোগ আনা হয়, তখনই আমরা আমাদের কাগজপত্র দেখতাম, আমরা কোন ভুল করেছি কিনা। একটার পর একটা অভিযোগ আসার কারণে আমাদেন মনে

www.pathagar.com

হল আমরা যেন আয়নায় প্রতিফলিত ভূতের ছবি দেখছি। আর যতই তদন্ত করা হোক না কেন হোয়াইট ওয়াটার-এর কোন অভিযোগ সত্যের বিপক্ষে যাবে না- যাবে না; কারণ এতে আমাদের মিথ্যা কিছু জড়িত ছিল না।

এরূপ তদন্তের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের সুনাম ক্ষুণ্ন করা। প্রশাসনও বিল-এর উজ্জ্বল সাফল্যে কলঙ্ক লেপন করা ছিল এর উদ্দেশ্য। কি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে এটা কোন বড় বিষয় নয়, বড় বিষয় হল যে তদন্ত করা হচ্ছে। আমরা অন্যায় 'করিনি' এটা কোন বিষয় নয়- বিষয়টা হলো জনগনের মধ্যে ধারণা দেয়া হয়েছে আমরা অন্যায় করেছি। তদন্তের কারনে জনগনকে যে হাজার হাজার ডলার কর দিতে হচ্ছে; এটা কোন বিষয় নয়, বিষয়টি হলো যে আমাদের জীবনে ও রাষ্ট্রপতির কাজে বারবার ব্যাঘাত ঘটানো। হোয়াইটওয়াটার রাজনৈতিক যুদ্ধে এক নতুন কৌশলের পূর্বাভাস বহন করে। এটা রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনার এক অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে। হোয়াইটওয়াটার প্রথম থেকেই ছিল, একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ যা ক্লিনটনের প্রেসিডেন্সির ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। আর ওই সময় হোয়াইটওয়াটার আমার কাছে মনে হত এটা যেন পুরাতন গল্পের একই চরিত্রের সমাবেশে নতুন রূপ-এটা ভীতির চেয়ে বরং অর্থহীন বলেই মনে হতো।

যা হোক ওয়াশিংটন পোষ্টের হ্যালোইন প্রবন্ধ এবং নিউইর্য়ক টাইমস-এর একই রকম খবরের আলোকে আমরা চিন্তা করতে শুরু করলাম যে, আমাদের ব্যক্তিগত একজন আইনজীবী দরকার।

আমাদের ব্যক্তিগত কৌসুলি বব বারনেট নিজেকে হোয়াইট ওয়াটার থেকে দূরে রেখেছিলেন তার পত্নী রিটা ব্রেভারের কারণে, যিনি ছিলেন সিবিএস-এর হোয়াইট হাউজ সংবাদদাতা। বব ছিলেন পুরনো ডেমোক্র্যাট এবং মনোনীত ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্সিয়াল ও ভাইস- প্রেসিডেন্সিয়ালদের একজন জনপ্রিয় বিতর্কে অংশীদার। বব ১৯৯২ সালে আমার কাউন্সেল ও উপদেষ্টা হন এবং আমি এ রকম ভালো বন্ধু ছাড়া আর কাউকে এই প্রস্তাবটি দিতে পারিনি।

এই বব ছিল একজন ডেমোক্র্যাট এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের প্রার্থী ছিলেন। ১৯৯২ সালে বব আমার পরামর্শদাতা হন। হোয়াইট ওয়াটার বিষয়টাকে দেখার ভার তার সহকর্মী ডেভিড কেনডাল এর হাতে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেন বব। আর বহু আগে থেকে ডেভিডকে আমরা চিনতাম। সে ছিল আমাদের কয়েক বছরের বড়, তবে আমরা একই সাথে ইয়েল ল' স্কুল থেকে আইন ডিগ্রি অর্জন করি। বিলের মত ডেভিডও ছির রোডস স্কলার। আমার মত ডেভিডও ইন্ডিয়ানার এক গ্রামীণ জীবনে বড় হওয়ার কারণে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক গাঢ় হয় এবং সে আমাদের জীবনের উদ্ধারকর্তা রূপে আবির্ভত হয়।

ডেভিড ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত ছিল। বিচারপতি বায়রন হোয়াইটের অধীনে সে সুপ্রীম কোর্টের কেরানীর দায়িত্ব পালন করে এবং কর্পোরেট ও গণমাধ্যম আইন বিষয়ক বিভিন্ন মোকদ্দমায় অভিজ্ঞ ছিল। ১৯৮০ এর দশকের এস এন্ড এল তদন্তে তিনি মক্কেলদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাই স্বভাবতই ওই বিষয় সম্পর্কে তার অনেক কিছুই জানা ছিল। অন্যান্য ভালো আইনজীবীর মত, সেও বিশৃংখল ও অসংযুক্ত তথ্যকে যথার্থ আইনী লড়াইয়ের উপযোগী করে তুলতে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ ছিলেন। আর হোয়াইটওয়াটার-এর ঘটনাটি পুনর্নির্মাণ করা ছিল তার নৈপুণ্যের পরীক্ষা। প্রথমে সে ভিন্স ফস্টারের

www.pathagar.com

অফিস থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করে, তারপরে ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে হোয়াইটওয়াটার প্রপার্টির নিকটবর্তী আরকানসাসের ফ্লিপ্পিন পর্যন্ত নথিপত্র খুঁজে বের করার পদক্ষেপ নেয়।

ডেভিড হোয়াইট হাউজে প্রতি সপ্তাহে সাক্ষাৎ করত। হোয়াইটওয়াটার ও ম্যাকডগাল-এর অস্বাভাবিক বিনিয়োগের মধ্যে কি ফাঁক ছিল এবং সে কি জানতে পেরেছে, তা শুনতে শুনতে আমি বিমোহিত হয়ে যেতাম। ম্যাকডগাল-এর কাগজপত্র উদ্ধার করার চেষ্টা করা মানে ধুয়া তাড়ানোর মত কঠিন ব্যাপার বলে ডেভিড মনে করেন। বিল কিংবা আমি কখনই হোয়াইট ওয়াটার প্রপার্টিতে যাইনি, আমরা শুধু ছবিতেই দেখেছি। ব্যাপারটা পুরোপুরি জানার জন্য তাকে হোয়াইটওয়াটার প্রপার্টি যেটা মিউশোরীতে অবস্থিত সেখানে যেতে হয়েছিল। তদন্ত করতে গিয়ে দেখেন যে, এখানে সেখানে বিক্রয় হবে সাইন বোর্ড ঝুলে আছে, তবে কোন লোকই ওখানে ছিল না। ঘটনাক্রমে ডেভিড একজন স্থানীয় লোকের সাক্ষাৎ পায়। তার নাম ছিল ক্রিস ওয়ার্ড। আমরা ১৯৮৬ সালে জানতাম না যে ম্যাকডগাল কোম্পানির বাকী ২৪ লভ্যাংশ ওয়েড-এর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমরা তখন অংশীদার থাকা সত্ত্বেও ম্যাকডগাল আমাদেরকে ব্যাপারটা জানাননি এমনকি আমাদেরকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেননি। এর বিনিময়ে ম্যাকডগাল যে করপোরেট প্লানটি পেয়েছিল, তাও আমরা জানতাম না।

ম্যাকডগাল ১৯৮২ সালে ম্যাডিসন গ্র্যান্টি এর কিছু অংশ কিনে নেন এবং তড়িঘড়ি করে একটি ক্যাশ স্মিগাট খোলেন। সে একজন প্রখ্যাত ব্যাংকার হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। এই সম্পর্কে তার জ্ঞানও ছিল প্রখর। এই থেকে ডেভিড মনে করেন যে, তার অধিকাংশ চুক্তিই প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ডেভিডের ভাষায় ম্যাকডগাল সফলতার সাথে বিনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে তাকে পিটারের কাছ থেকে ধার নিয়ে পলের টাকা পরিশোধ করতে হয়। এমনকি আমাদের অজ্ঞাতসারে, তিনি নাকি হোয়াইটওয়াটার ডেভেলপমেন্ট প্রপার্টিকে কাজে লাগিয়ে লিটল রকের দক্ষিণে ট্রেইলর পার্কে একটি সম্পত্তি কিনেছিলেন এবং এর নাম দিয়েছিলেন ক্যাসল গ্রান্ড এস্টেটস!

মেডিসন গ্র্যান্টি অন্যান্য হাজার হাজার এসএন্ডএল এর ন্যায় ক্ষুদ্র গৃহ বন্ধকী ঋণ দিয়ে এর যাত্রা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২ সালে রিগ্যান প্রশাসন যখন সঞ্চয় ও ঋণ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে— তখন ম্যাকডগাল-এর ন্যায় অনেক ব্যবসায়ী প্রথাগত ঋণ প্রণালীর বাইরে বিরাট ঋণ পেতে সক্ষম হয় এবং ম্যাডিসন গ্র্যান্টিসহ তারা তাদের তাই শিল্পকেই মারাত্মক আর্থিক সংকটে ফেলে দেয়।

প্রেফার্ড স্টক প্রদানের মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়, যা তারা কেন্দ্রীয় আইনের অধীনে করতে পারে। স্টেট রেগুলেটরি অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে।

১৯৮৫ সালে রোজ ল ফার্মের তরুণ আইনজীবী রিক ম্যাসি ম্যাকডগাল কে ম্যাডিসন গ্যারান্টির জন্য এমন একটি পরামর্শ দেন। আইনী কাজের জন্য ম্যাকডগাল রোজ ফার্ম ম্যাসিকে বেতন দেয়া বন্ধ করে দেন। আমার অংশীদারগণ আমাকে বিলিং পার্টনার হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান, কারণ জুনিয়র এসোসিয়েট হিসেবে ম্যাসি নিজেই ক্লায়েন্টকে বিল দিতে পারে না। তবে আমি নিজেকে তেমনভাবে জড়াইনি। আরকানসাসের রেগুলেটররা স্টক প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন করেনি। এবং এসএন্ডএল রেগুলেটররা ম্যাকডগালকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়

www.pathagar.com

এবং ম্যাকডগাল স্ব-প্রণোদিত চুক্তিতে জড়িত থাকার অভিযোগে এসএন্ডএল-এর লেনদেনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়।

১৯৮৬ সালে ম্যাকডগাল আমাদের সাথে দেখা করেন এবং হোয়াইট ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির ৫০ ভাগ শেয়ারে স্বাক্ষর করব কিনা তা জানতে চান। আমি মনে করলাম এটা খুবই ভালো বড় ধারণা। আট বৎসর আগেই আমরা বিনিয়োগ করি এবং এতে শুধু আমাদের ক্ষতিই হয়েছে। তবে শেয়ার সমর্থন করার আগে ম্যাকডগালকে বন্ধকী থেকে আমাদের নাম প্রত্যাহার করে নিতে বলি এবং এর বিনিময়ে কোম্পানির বাকী স্টক শেয়ারের শতভাগ পাওয়ার জন্য বাকী ঋণ প্রত্যাহার এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যত দ্বায়-দায়িত্বের অব্যাহতিও চেয়েছিলাম। এগুলো করতে সে যখন অস্বীকৃতি জানায়, তখন থেকেই আমার মাথায় বিপদ সংকেত বাজতে থাকে। ১৯৭৮ সাল থেকে পার্টনার হওয়ার পর প্রথম বারের মত হিসাবের বই দেখার দাবী করি। কেন আমি আগে পরীক্ষা করে দেখিনি এবং কিভাবে ম্যাকডগালের কীর্তি কলাপ সম্পর্কে আমি অবহেলা করেছি তা জানতে চাওয়া হয়েছে। আর এই প্রশ্ন আমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি।

আমি শুধু এটা ভাবলাম যে, আমাদের মন্দ বিনিয়োগ হয়েছে এবং রিয়াল এষ্টেট ক্রয় করার জন্য আমাদেরকে অর্থ দিতে হবে। আমরা একজন হারা পার্টির পাল্লায় পড়েছি এবং আশা করেছি বাজার পট পরিবর্তনে হয়তো বা আমাদের ক্ষতি পুষিয়ে যাবে।

ম্যাকডগাল যখন যে অজুহাত দেখিয়ে যা চেয়েছেন আমি তাই দিয়েছি। আমার একাউন্টটেন্ট একবার যখন হোয়াইট ওয়াটার-এর নথিপত্র বিশ্লেষণ করে, তখন আমি বুঝতে পারি যে হিসাবে গোলমাল রয়েছে এবং হোয়াইট ওয়াটার ছিল একটি কলংকের ফল তাও জানতে পারি। বিল ও আমি ম্যাকডগালের কাছ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম।

হোয়াইটওয়াটার আর কখনও লাভের মুখ দেখেনি, তবে এখনও তাকে কর দাখিল করতে হয়। ম্যাকডগাল সাম্প্রতিক সময়ে কর দেয়া থেকে বিরত রয়েছে। সে সম্পত্তি কর দিতে ব্যর্থ হয় যদিও সে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে সে ট্যাক্স দেবে। কর রিটানর্স দাখিল করার জন্য হোয়াইট ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির একজন অফিসারের স্বাক্ষর তখন আমার দরকার। যেহেতু স্বাক্ষর টাইটেলটা ছিল ম্যাকডগালের, তাই ম্যাকডগালের কাছ থেকে অ্যাটোর্নির ক্ষমতা পাওয়ার চেষ্টা করি যাতে করে রিটার্নস দাখিল করতে পারি, ট্যাক্স দিতে পারি এবং এভাবে ঋণটা পরিশোধ করতে পারি। ইতোমধ্যে, ম্যাকডগালের জীবন উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যেতে শুরু করেছে। তার স্ত্রী সুসান ১৯৮৫ সালে তাকে ছেড়ে চলে যান এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে বাস করছে। পরের বৎসর তিনি স্ট্রোকে ভোগেন। ম্যাকডগালের সাথে আমার দেখা করার কোন ইস্যু ছিল না, তাই ১৯৯০ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে সুজানের সাথে দেখা করে আমি আমার অভিমত জানাই। সে করপোরেট সেক্রিটারী হিসেবে স্বাক্ষর দেবে কিনা তা জানতে চাই। তিনি রাজি হন এবং স্বাক্ষর দিয়ে আমার কাছে ফেরত দেয়। ম্যাকডগাল যখন জানতে পারলেন, তখন ফোনে সুজানকে হুমকি দেন এবং আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তিনি আমার শত্রু হয়ে যান।

ম্যাকডগাল আরো বেশী ক্ষিপ্ত ও ভয়ঙ্কর রূপধারণ করেন যখন তাকে ষড়যন্ত্র, খেলাফী, মিথ্যা বিবরণ প্রদান ও মিস লিডিং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা ঠুকে

www.pathagar.com

দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে তার বিচার শুরু হওয়ার আগে তিনি মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। প্রধান সাক্ষী হওয়ার জন্য সে বিলকে অনুরোধ জানান, তবে আমি বিলকে বাঁধা দেই। বিল তার যে কোন পুরাতন বন্ধুক সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত; তবে আমি ভাবতে পারছিলাম না যে সে ম্যাকডগালের সাক্ষী হতে পারে।

জুরিগন তাকে বেকসুর খালাস দেয়ার পর, তিনি আবার আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেন। এবারে সে হোয়াইট ওয়াটার কর রিটার্ন-এর দাখিল করার জন্য ব্যয়কৃত অর্থ আমার কাছে থেকে আদায় করে নিয়ে ছাড়বে বলে হুঁশিয়ারি করে দেন। এবং প্রকৃত পক্ষে তিনি তা করেও ছিলেন। এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা শেফিল্ড নেলসন। এই নেলসন ১৯৯০ সালে আরকানসাসের গভর্ণর নির্বাচনের বিলের বিপক্ষে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী ছিলেন। তিনি যা চেয়েছিলেন তা পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন এবং এখন তার পরাজয়ের গ্লানিকে কাঁটিয়ে উঠার লক্ষ্যে বিলের রাজনৈতিক জীবনকে তছনছ করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

যখন বিল ঘোষণা দেয় যে, সে ১৯৯১ সালে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে, ঠিক তখনই নেলসন বুশকে পরিস্কার জানিয়ে দেয় যে বিলকে পরাজিত করার জন্য যে কোন ভাবে সাহায্য করার জন্য সে সদা প্রস্তুত।

আর সে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ম্যাকডগালের যত কুরুচিপূর্ণ কিংবা অদ্ভুত অভিযোগ থাকুক না কেন- তা বিলের বিরুদ্ধে আনার জন্য অনুরোধ জানান নেলসন। এর ফল হিসেবে, ১৯৯২ সালে মার্চ মাসে সানডে নিউইয়র্কে টাইমস পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় হোয়াইটওয়াটার এর ওপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ওই লেখায় ম্যাকডনালের উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল আর অধিকাংশই ছিল মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তথ্যের সমাহার। লেখক আমাদের পার্টনারশিপের জটিল ও বিরূপ ছবি এঁকেছেন এবং তা লিখেছেন যে, ম্যাকডগাল আমাদেরকে টাকা দিয়েছেন এবং বিনিময়ে নিয়েছেন বিশেষ সুযোগ। আর লেখাটির শিরোনাম ছিল-

'ক্লিনটনের অজার্ক রিয়াল ষ্টেটের এস এন্ড এল আপারেটরে যোগদান।' তবে সত্য কথা হলো যে জিম এস এন্ড এল ক্রয় করার চার বছর আগেই আমরা ম্যাকডনালের সাথে বিনিযোগ করি। শেষে আমরা ডেনভারের শ্রদ্ধেয় অ্যাটোর্নি জিম লিওনকে নিয়োগ করি। তিনি হোয়াইটওয়াটার-এর বিনিযোগ ব্যাখ্যা ও আসেম্বল করার জন্য একজন হিসাব পরীক্ষককে নিয়োগ করেন।

তিন সপ্তাহে রিপোর্টটি শেষ হয় এবং এতে খরচ হয় ২৫০০০ ডলার। রিপোর্টটি প্রমাণ করলে হোয়াইট ওয়াটার ভুমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে প্রকৃত ঋণের জন্য ম্যাকডনালের সাথে বিল ও আমি সমানভাবে দায়বদ্ধ। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, ঐ বিনিয়োগে আমাদের হাজার হাজার ডলারের ক্ষতি আর চূড়ান্ত অঙ্ক ছিল ছেচল্লিশ হাজার ডলারের চেয়েও বেশী।

১০ বছর পরে ২০০২ সালে ইনডিপেনডেন্ট কাউন্সেলের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় যা লিয়ানের রিপোর্টের সাথে মিলে যায়। রেজুলেশন ট্রাষ্ট কর্পোরেশন-এর একটি পৃথক তদন্তেও এই একই ফল বেরিয়ে আসে। লিয়ানের রিপোর্ট ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হলে পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে নাক গলানো বন্ধ হয়ে যায়। তবে কিছু রিপাবলিকান ও তাদের মিত্ররা এত সহজে ছেড়ে দিতে চাননি। ১৯৯২ সালের আগস্টে রেজুলেশন ট্রাষ্ট কর্পোরেশনের নিম্ন পর্যায়ের তদন্তকারী এল জোন লুইস বিল ও আমার বিরুদ্ধে মেডিসন

www.pathagar.com

বিষয়ে একটি অপরাধী মামলা ঠুকে দেন। লিটল রকের রিপাবলিকান দলের অ্যাটর্নি চাক ব্যাংকস বুশের বিচার বিভাগের চাপের মুখে এ বিষয়ে তৎপর হন এবং এতে আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার কথা ফলাও করে প্রকাশ করেন। ম্যাকডগালের বিষয়ে তিনি যখন তিন বছর আগে তদন্ত করছিলেন তখন রেজুলেশন ট্রাস্ট কর্পোরেশন তার কাছে এই রিপোর্ট পাঠায় নি। তাই বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি আমাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুটা আশ্চর্যজনক ভাবে নির্বাচনের ঠিক সপ্তাহখানেক আগে 'অক্টোবর সারপ্রাইজ' সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বুশ প্রশাসনের জড়িত থাকার প্রকৃত নথিপত্র বের হয়ে আসে- হোয়াইট ওয়াটার এর চূড়ান্ত রিপোর্টে। এতে অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়ামসই শুধু জড়িত ছিল না; রেজুলেশন ট্রাস্ট কর্পোরেশন এর রেফারেন্স দিয়ে অপরাধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ হাজির করার জন্য হোয়াইট হাউস কাউন্সেল মি. বডেন গ্রেও চেষ্টা করেন।

নভেম্বরের মাঝামাঝিতে ডেভিড যখন তথ্য অনুসন্ধান অভিযানে ব্যস্ত, হোয়াইট হাউস-এ দি ওয়াশিংটন পোষ্ট তখন হোয়াইট ওয়াটার ও ম্যাকডগাল সম্পর্কে এক বিশাল প্রশ্নের তালিকা পেশ করে। পরের কয়েক সপ্তাহে, পত্রিকার অনুরোধে কিভাবে সাড়া দেয়া যায় তা নিয়ে হোয়াইট হাউজের প্রশাসনের মাঝেই দেখা দেয় অনেক বিতর্ক। আমরা কি প্রশ্নের উত্তর দেব? তাদেরকে কি নথিপত্র দেখাব? আর যদি বা দেখাই, তবে কোনটি দেখাব জর্জ ষ্টেফেনোপলস ও ম্যাজি উইলিয়ামসসহ আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টাগণ গণমাধ্যমে কাছে সব কিছু তুলে ধরতে রাজি। নিক্সন হলেন ফোর্ড ও রিগ্যান-এর প্রশাসনের কর্মী যিনি পরবর্তীতে বিলেরও হোয়াইট হাউসে কর্মচারী, সেই ডেভিড গারজেনও একে সমর্থন দেন। গারজেন ব্যাখ্যা করে জানান যে যতক্ষন না তাদেরকে তথ্য না জানানো হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবে না এবং একবার যখন এর নাগাল পাবে, তখন অন্য কোন বিষয়ে ব্যস্ত থাকবে। যে লুকানোর কিছুই নেই, তাই তাদের প্রতি সাড়া দিতে দোষ কোথায়? খবরটা কিছু সময়ের জন্য ব্যাঙের ছাঁতার মতো চারদিকে ছড়াবে এবং পরক্ষণেই তা হারিয়ে যাবে।

তবে বাদ সাধে ডেভিড কেনডেল, বারনি নাসবা ও ব্রুস লিনডেসে এরা সবাই যুক্তি দেখান যে, প্রেসকে নথিপত্র প্রদান করা মানে পিচ্ছিল পথে পা' বাড়ানো। কারণ রেকর্ড ছিল আংশিক এবং হয়তো বা কখনও শেষও হবে না। তাছাড়া ম্যাকডগাল ও তার ব্যবসাগত বিষয়ে আমরা বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর এখনও জানতে পারিনি। আর পত্রিকা এতে সন্তুষ্ট হবে না; কিছু না কিছু লুকানো হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ তুলবে। আইনবিদ হিসেবে আমি তাদের যুক্তিকে মেনে নেই। বিল এ ব্যাপারে তেমন বেশী উদ্বিগ্ন নয়, কারণ গভর্ণর হিসেবে ম্যাকডগালকে সে সাহায্যও করেনি- করেননি এমন কিছু যা বেআইনী। রাষ্ট্রপতির ঝামেলায় ব্যস্ত থাকায় সে আমাকেই ডেভিডের সাথে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দেয়।

১৯৭৪ সালে নিক্সনের ইমপিচমেন্টের অভিজ্ঞতা থাকার কারণে বারনি ও আমি বিশ্বাস করি যে সরকারী তদন্ত কাজে আমাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে, যাতে করে কেউ-ই যেন দায়ী করতে না পারে যে আমরা বাধা দিচ্ছি কিংবা নির্বাহী সুবিধা দাবী করছি। কাজেই ডেভিডকে আমি বললাম যে, গ্রান্ড জুরিকে তদন্তের কাজে সহযোগিতা করার জন্য স্বেচ্ছায় যা প্রয়োজন তা বলতে বা দিতে আমরা রাজি।

www.pathagar.com

এমন কি বিচার বিভাগের আদালতে হাজির হওয়ায় আদেশ সম্বলিত নির্দেশ দেয়ার আগে ডেভিডের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি যে, অনিতিবিলম্বে আমরা হোয়াইট ওয়াটার-এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন ডকুমেন্ট দিয়েও সহযোগিতা করতে রাজী। এমনকি ব্যক্তিগত আইনজীবী হিসেবে ভিন্স পোষ্টার যা আমাদের জন্য করে গিয়েছেন তাও প্রদান করতে রাজী। তখন অবাধ দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে এই মিথ্যা হইচইয়ের ডামাডোল কেটে যাবে, ঠিক নির্বাচনী প্রচারণার সময় যেমনটা হয়েছিল। এরই সুযোগে থ্যাংকগিভিং এর জন্য ক্যাম্প ডেভিডে যাত্রা করি।

সপ্তাহের শেষে দুইজন পুরাতন বন্ধু আমাদের অবকাশ যাপন কেন্দ্র ক্যাম্প ডেভিড-এ তাদের সন্তানসহ সাক্ষাৎ করতে আসে। আমরা হোয়াইট ওয়াটার সম্পর্কে বেশী আলোচনা করিনি। বরং বিগত বৎসরগুলোতে স্মৃতিচারন করি। দেশের ভবিষ্যতের জন্য আগের চেয়ে বেশী আশাবাদী ছিলাম। আমরা ব্যক্তিগতভাবে জটিল একটি বছর ফেলে আসলাম, তবে বিলের কথায়, এটা ছিল ফলদায়ক। দেশে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা কাঁটিয়ে উঠছে এবং ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকারত্ব হার ৬.৪ শতাংশে কমে এসেছে; এটা ছিল ১৯৯১ সালে প্রথম থেকে সবচেয়ে কম; নতুন গৃহ ক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে; সুদের হার ও মুদ্রাস্ফীতি কমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যা অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জরুরী। তা ছাড়াও বিল নিউ সার্ভিস এ্যাক্ট, পরিবার এবং স্বাস্থ্য ছুটি আইন অনুমোদন করেন যা প্রেসিডেন্ট বুশ দুইবার ভেটো দিয়েছিলেন।

অবকাশ যাপন করে আমরা ফিরে আসলাম কিছুটা সতেজ হয়ে। ১৯৯৩ সালে ৩০ নভেম্বরে মাদক আইনে স্বাক্ষর করার জন্য বিলের প্রতি আমি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। পরিবার এবং স্বাস্থ্য ছুটি আইনের মত এই বিলেও বুশ বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিলটা পাশ করা সম্ভব হতো না জেমস ও সারাহ্ ব্রাডি-এর ঐকান্তিক ও ক্লান্তিকর কঠোর পরিশ্রম ছাড়া। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে ১৯৮১ সালে হত্যা করার জন্য গুলি ছুড়লে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জিমের মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক জখম হয়। সে ও তার স্ত্রী অপরাধী ও সাময়িক রোগীর হাত থেকে অস্ত্র মুক্ত করার জন্য নিজেদের নিয়োগ করেন। ২৫ বছরের ইতিহাসে অস্ত্রনিয়ন্ত্রন আইনের মত গুরুত্বপূর্ণ আইনের স্বাক্ষর করে বিল আর সারাহ্ আনন্দে ফেটে পড়ে। সেই থেকে কোন বৈধ অস্ত্রধারী তার অস্ত্র হারাননি, তবে ছয় হাজার দুর্বৃত্ত বন্দুক কেনা থেকে বিরত থাকে।

নাফটা ১৯৯৩ সালের ৮ ডিসেম্বরে বলবৎ হয়- এর অর্থ প্রশাসন স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের দিকে পূর্ণ নজর দিতে পারবে আর, এটার গতিকে বাঁধা মুক্ত করার জন্য ডঃ কুপ ও আমি আবারো জোরালো ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। ২ ডিসেম্বর নিউ হ্যাম্পশায়ারের হ্যানোভারে ত্রিদেশীয় রুরাল হেলথ কেয়ার ফোরামের যোগ দিয়ে ৮ হাজার ডাক্তার ও সাস্থ্য প্রফেশনালদের সৌজন্যে আমরা বক্তৃতা দেই।

ড. কুপ আমাকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা পরিকল্পনার পরম কৌতুহলী সমর্থকে পরিণত হয়। তিনি যখন কথা বলেন, তখন যেন মনে হয় তিনি ওল্ড টেষ্টামেন্টর কথা বলছে। তিনি বলতেন, 'আমরা মেডিসিনে অনেক বিশেষজ্ঞতই পেয়েছি; পাইনি যথেষ্ট পরিমাণে জেনারেল প্রাকটিশনার।' আর বিশেষজ্ঞগণ তো তার সাথে একমত পোষণ করে মাথানত করেন।

দ্য নিউ হ্যাম্পশায়ার ফোরাম টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়, কাজেই এটা আমাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করার এক সক্ষম সুযোগ এনে দেয়। আমি আলোচনায় আত্মনিয়োগ করি।

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনে ফিরে হোয়াইট হাউজে ক্রিসমাসের আচার-অনুষ্ঠানের যাবতীয় আয়োজন পুরোদমে চলছে। আমি ক্রিসমাসকে ভালবাসি; তবে এ নিয়ে ভাবনার আসল বিষয় হলো সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এটা আমার পরিকল্পনার স্টাইলে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের সূত্রপাত করে। আমরা গড়ে তিন সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন একটি অভ্যর্থনা কিংবা পার্টির আয়োজন করি। আমি খাদ্য তালিকা নির্বাচন পছন্দ করতাম এবং কি কি করতে হবে তাও নির্ধারণ করতাম।

ক্রিসমাস সবসময়ই ক্লিনটন পরিবারের জন্য একটা বড় ঘটনা। বিল ও চেলসি ছিল কৌতূহলী বাজারকারী, উপহার সামগ্রী ডাকজারি ও বৃক্ষ সাজানোর বাতিকগ্রস্ত মানব-মানবী। তাদের বৃক্ষ সাজানোর দৃশ্য দেখতাম। এই বছরেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

এদিকে হোয়াইট ওয়াটার নিয়ে পত্রিকাগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাদের সংবাদ পরিবেশন করে চলছে। ছুটির দিনগুলোতেও এর পিছনে নিউইর্য়ক টাইমস, দ্যা ওয়াশিংটন পোষ্ট ও নিউজ উইক তো ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রিপাবলিকানগণ বিশেষ করে, সিনেটর বব ডোলী হোয়াইট ওয়াটারের স্বাধীন পর্যালোচনা করান জন্য অনুরোধ জানান। সম্পাদকীয় লেখকদ্বয় তাদের কর্তৃত্ব জাহির করে পরামর্শকরূপে। ওয়াটারগেট কেলেংকারীর পর আইনের মাধ্যমে যে 'ইনডিপেনডেন্ট কাউন্সেল এ্যাক্ট' আইন পাশ করা হয় তা ইতোমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়ে। এর অর্থ 'তদন্ত এখন একজন অ্যাটর্নি জেনারেলের অধীনে চলবে'। এ ব্যাপারে চাপ দিন দিন বেড়ে চলছে।

ভিন্স ফষ্টারকে তার কবরের বাইর থেকে যেন খোঁজা হচ্ছে ক্রিসমাসের এক সপ্তাহ আগে। পত্রিকা রিপোর্ট করে যে হোয়াইটওয়াটার-এর ডকুমেন্টসহ তার কিছু ফাইল বারনি নাসবাম গায়েব করে ফেলেছেন। বিচার বিভাগ ভালোভাবেই জানে যে বিচার বিভাগ ও এফবিআই-এর এজেন্টদের উপস্থিতিতিতে তার অফিস হতে ব্যক্তিগত ফাইলগুলো উদ্ধার করা হয়েছে এবং আমাদের আইনজীবীদেরকে হস্তগত করা হয়েছে। আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এই খবর ফাঁস হলে ধুমায়িত আগুনে নতুন করে জ্বালানি ঢেলে দেয়ার মত অবস্থায় দাঁড়ায়।

এরপরে আমরা দলীয় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ি। ১৮ ডিসেম্বর শনিবারে হলি ডে রিসিপশনের আয়োজন করার সময় ডেভিড কেনডেলের কাছ থেকে ফোন আসে। সে বলেন, 'হিলারী আমি তোমাকে একটা খারাপ খবর দেবো।" আমি শোনার জন্য বসে পড়লাম। ডানপন্থী মাসিক পত্রিকা আমেরিকান স্পেকটেটরে যে প্রবন্ধটা প্রকাশিত হবে তার সম্পর্কে সে বলে। এই পত্রিকাটি প্রশাসনকে সব সময়ই আক্রমন করতো। ওই প্রবন্ধের লেখক হলেন ডেভিড ব্রোক। এই ব্যক্তি এমন সব কুরুচিপূর্ণ খবর প্রকাশ করেন যা অভিজ্ঞ ট্যাবলয়েডকেও হার মানায়। তার প্রবন্ধে রসদ যোগায় বিলের চারজন প্রাক্তন বডি গার্ড। বিল গভর্ণর থাকা সময়ে এরা নাকি তার জন্য মহিলা যোগাড় করে দিত। বছর খানেক পরে ব্রোক তার অসভ্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা বিষয় প্রত্যাহার করা দুরূহ ছিল। তবে কিছু ঘটনার ফাঁক-ফেকর সহজেই বের করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, প্রবন্ধে দাবী করে যে, বিলের যৌন সম্পর্কিত কীর্তি-কলাপ বন্ধ করার জন্য আমি নাকি গভর্ণরের ম্যানসনের দরজা বন্ধ করে দেয়ার আদেশ করতাম। তবে, সত্য কথা বলতে কি, এটা কখনোই আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে, এটা আমাকে আঘাত দেবে। পরের রাত্রে ক্রিসমাস পার্টিতে এ নিয়ে অনেক কথাই ওঠে। লিজা কাপতু আমাকে জানান যে, তাদের মধ্যে দুইজন সৈন্য সিএনএন-এ তাদের গল্পগুলো প্রকাশ করবে এবং সেনাদের বক্তব্য লসএঞ্জেলস টাইমস তাদের নিজস্ব সংস্করণে তা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এটা ছিল অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি।

যে বিল দেশের জন্য এত করছে শেষ পর্যন্ত তা আমাদের পরিবারে মাথা ব্যথার উৎস হবে কিনা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। এর কারণে আমাদের স্বজনদেরকে হয়তো বা অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে। আমি যতটা অনুভব করেছিলাম ঠিক ততটায় যেন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। এদিকে বব বার্টেন আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমরা নিব তা পরের দিন জানানো হবে বলে তাকে জানিয়ে দিলাম। উপর তলায় বিলকে ডেকে নিয়ে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করলাম। বিল হলের মধ্যে ছিল, বব আমাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসছিলেন, আর আমি দেয়ালে হেলান দেয়া চেয়ারে বসে পড়ি। বড় আকারের চশমা ও মিষ্টি চেহারার জন্য ববকে প্রত্যেকের জনপ্রিয় আংকেলের মত দেখাচ্ছিল। তারপরে, সে মিষ্টি সুরে কথা বলে যাচ্ছেন- এই বছর যা কিছু ঘটেছে তা সত্ত্বেও আমরা অপর একটি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারব কিনা তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে অনুরোধ জানান।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম যে, 'আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' তিনি মাথা ঝাঁকালেন। তাঁকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হয়েছে, আর দেশের স্বার্থে ও পরিবারের কারণে আপনাকে (আমাকে) সঙ্গে থাকতে হবে। এটা যতই খারাপ দেখাক না কেন, আমাকে তার সাথে লেগে থাকতে হবে।" আমি জানি না এমন কিছু সে বলেন নি, আর এই প্রথমবারের মত আমাকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে না। আমার কার্যকলাপ ও কথাবার্তা বিলের রাষ্ট্রপতিত্বকে শক্তিশালী করুক কিংবা তার অবনতি ঘটাক, তাকে কিছু যায় আসে না। আমি বলতে চেয়েছিলাম, "বিলকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়েছে, আমাকে নয়।" স্বভাবতই বুঝতে বাকি রইল না যে বব সঠিক কথাই বলেছেন এবং আমার যা শক্তি অবশিষ্ট ছিল তা পাওয়ার জন্য সাহায্য কামনা করলাম।

এটাও বুঝতে পারলাম যে, আমাদের সুনামে আক্রমনের ফলে বিল দেশের মঙ্গলের জন্য যা কিছু করতে মনোনিবেশ করেছে তা ব্যাহত হতে পারে।

আমি পত্রিকায় কয়েকটি সাক্ষাৎকার দেই। ২১ ডিসেম্বরে, হোয়াইট হাউসের প্রেস বিভাগের ডিন হেলেন থামস-এর কাছে সাক্ষাৎকার ধারাবাহিকভাবে দিতে থাকি। স্বভাবই তারা স্পেকটেটরে প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কেই বেশী জানতে আগ্রহী। আমি তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে রাজনৈতিক সাফল্যকে পর্যবসিত করার অভিপ্রায় ঐরূপ ধোঁকাবাজি কাল্পনিক কাহিনীর অবতারনা করা হয়েছে।

ডেভিড ব্রোক জনগণের দ্বারা ১৯৯৮ সালে জনরোষের শিকার হয় এবং জনসমক্ষে বিল ও আমার কাছে ক্ষমা চান। তার স্মৃতিচারণ মূলক বই ব্লাইন্ডেড বাই দ্য রাইট ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি লিখেন- যে কোন মিথ্যা প্রকাশ করার জন্য তাকে অর্থ জোগান দেয়া হত। তিনি শুধু একাই ছিলেন না অন্যরা এর মধ্যে ছিলেন। নিউট গিনরিচের ঘোর সমর্থক শিকাগোর এফ. পিটার স্মিথ হলেন অর্থ যোগানদাতা, তার উদ্দেশ্য ছিল বিলের চারিত্রিক ব্যাপার গুলো সম্পর্কে সন্দেহের বীজ বপন করা।

www.pathagar.com

ক্রিসমাস ও নববর্ষের সন্ধিক্ষণের এক কুয়াশাছন্ন সকালে ম্যাগি ও আমি বাড়ির সবচেয়ে পছন্দের স্থান ওয়েস্ট সিটিং হলের সামনে বসে কফি খাচ্ছিলাম। আমরা কথা বলছিলাম। আমরা কথা বলছিলাম ও খবরের পাতা উল্টে চলছি। অধিকাংশেরই প্রথম পাতায় শুধু হোয়াইট আর হোয়াইট ওয়াটার।

হঠাৎ করে ম্যাগি ইউএসএ টুডের এক কপি তুলে আমাকে দেখান। এতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশংসিত ব্যক্তি। আমি হাসব না কাঁদব তা ভাবতে পারছিলাম না। আমি যা করেছিলাম তা হলো আমেরিকার জনগণ যেন সৎ ও মঙ্গল ইচ্ছা পোষণ করে– তার জন্য প্রার্থনা; যা আমার করতে বেগ পেতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল

রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় টেলিফোনে রিং বেজে উঠা পৃথিবীর সবচেয়ে বিরক্তিদায়ক জিনিসগুলোর অন্যতম। ৬ জানুয়ারি ১৯৯৪, ডিক কেলী বিলকে ডেকে বললেন– তার মা এই মাত্র ঘুমের মধ্যেই মারা গেছেন। রাতের বাকী অংশ আমরা জেগে থাকলাম। বিভিন্ন জনের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছি। বিল দু'বার তার ভাই রজারের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছে। আমরা ক্লিনটনের বাল্যকালের সহপাঠী প্যাটি হোয়ে ক্রিনার এর সাথে কথা বললাম এবং তাকে ডিকের সাথে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনের জন্য অনুরোধ করলাম। আল গোরকে ভোর রাত তিনটায় আমাদের বাসায় ডাকলাম। এরপর আমরা কন্যা চেলসিকে ডেকে আমাদের বেড রুমে এনে তার দাদীর মৃত্যুর সংবাদ বললাম, যাকে সে জিঞ্জান বলে ডাকত। এটা ছিল তার জন্যে খুবই দুঃখজনক। কারণ এর ফলে সে তার দাদা-দাদী দুজনকেই হারালো।

ভোর হওয়ার আগেই হোয়াইট হাউজের গণসংযোগ বিভাগ ভার্জিনিয়ার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে এবং আমরা টেলিভিশণ পর্দায় দেখতে পেলাম 'দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভোগার পর প্রেসিডেন্টের মাতা মারা গেছেন।' আমরা সাধারণত সকালের খবর শুনি না, কিন্তু তখন টিভির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আমাদের চিন্তা থেকে মুক্ত করার আবহাওয়া তৈরি করছিলো।

টেলিভিশনে তখন 'টু ডে' অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করেছিলেন বব ডোল নিউট জিনগিরিচ। প্রথম সংবাদটার পরেই উপস্থাপক বললেন, 'এখন আমি হোয়াইট ওয়াটার সম্পর্কে বলব। আমার কাছে মনে হচ্ছে ক্লিনটনের যৌন কেলেংকারী তদন্তের জন্যে অতিসত্ত্বর একটি স্বাধীন কাউন্সেল গঠন করা প্রয়োজন।' ডোলের এ কথার পর আমি বিলের মুখের দিকে তাকাতেই মনে হলো বিল প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। দুঃখ ভারাক্রান্ত ভাবে বিল বলেছিল 'মা আমাকে বলতেন, কেউ যখন বিপদে থাকে, তাকে আঘাত করোনা, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তখন তাকে আক্রমণ করোনা।' কয়েক বছর পর এ দুঃখজনক কথাটা যে কেউ একজন ডোলকে বলেছিল- পরে ডোল ক্ষমা চেয়ে প্রেসিডেন্টের নিকট একটি চিঠিও লিখেছিলেন।

এরপর প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্টকে বললেন মিলওয়াকিতে সেদিন বিকেলে তার যে বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল সেটা সম্ভব নয়, কারণ তাকে আরকানসাস যেতে হবে, গোর যেন সে সভায় তার বদলে যায়। এদিকে আমি পরিবারের ও অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে আরকানসাস যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। পরের দিনই আমরা চেলসিসহ হট স্প্রিং-এ পৌছলাম। সেখানে আমাদের পারিবারিক ও অন্য বন্ধুদের সাথে একত্রিত

www.pathagar.com

হলাম। চেলসির দাদা-দাদীর বাড়িটি ছিল হ্রদের নিকটবর্তী এক মনোরম জায়গায়। আমরা কফি খেলাম এবং আরো অন্যান্য খাবার যা সাধারণত আরকানসাসে মৃত্যুর পর বিতরণ করা হয়। আমরা চেলসির দাদী ভার্জিনিয়ার জীবন সম্পর্কে বলছিলাম এবং আমার মনে হলো তার আত্মজীবনী লিভিং উইথ মাই হার্ট– সত্যিই একটি অনবদ্য গ্রন্থ। তিনি হয়ত এর প্রকাশটা দেখে যেতে পারলেন না কিন্তু এটা সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্যও মহৎ গ্রন্থ। আমার ধারণা– যদি তাঁর জীবিত থাকা অবস্থায় এ বইটি প্রকাশ পেত তাহলে এটি একটি অন্যতম বেষ্ট সেলার বই হত। এটা শুধু বেস্ট সেলারই হতো না বিলকে বুঝতে অন্যদের সাহায্য করতো।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো বাড়ীটি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। যেন ইষ্টার সানডে, কিন্তু ভর্জিনিয়ার অনুপস্থিতিতে সব কিছুই যেন দুঃখ আর বেদনায় ভরে যাচ্ছে।

হট স্প্রিং-এ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গির্জা ছিলনা, যেখানে এত লোকের জায়গা হতে পারে। তবে শহরের পাশে একটা সাধারণ খোলা জায়গা ছিল যেখানে কিছু মানুষের একত্রিত হওয়া সম্ভব। ক্লিনটন বলল, আবহাওয়া ভালো থাকলে আমরা ওকালন রেস ট্র্যাকটি ব্যবহার করব– কারণ আমার মা ঐ স্থানটা খুব পছন্দ করতেন। আমি হাসলাম, কারণ ঐ স্থানটা এর আগেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে।

হট স্প্রিং-এ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হলো এবং লোকজন রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানালো। এরপর আমরা ভার্জিনিয়ার কবরের জন্যে একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করলাম। যার পাশেই ছিল ক্লিনটনের পিতা ও ভার্জিনিয়ার স্বামী বিল ব্লাইথের কবর।

এয়ারফোর্স ওয়ান আমাদেরকে ওয়াশিংটন নেওয়ার জন্যে এসে হাজির হলো। কিন্তু, গতকালই তার মা মারা গিয়েছে- যে কারণে বিল বিধ্বস্ত মন নিয়ে ওয়াশিংটন যেতে রাজি হল না। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারাও ক্লিনটনের সাথে থেকে গেলেন।

যাইহোক সেখানে একজন বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হবে কিনা, এ নিয়ে নানা বিতর্ক চলছিল। ইতোমধ্যে ক্লিনটন স্থির করলেন তিনি ব্রাসেলস এবং প্রাগে যাবেন ন্যাটো-এর পূর্বমুখী বিস্তৃতির সম্পর্কে কথা বলার জন্যে এবং একই সাথে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিনের সাথেও এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে দেখা করবেন। কিন্তু বিল এস্থানটি ত্যাগ করার আগে যে কথাটি আমাকে বললেন, তা হলো যেকোন মূল্যেই যেন হোয়াইটওয়াটারের বিষয়টি সমাধান করা হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ক্লিনটনের সাথে ১৩ জানুয়ারি মস্কোয় রাষ্ট্রীয় সফরে যোগ দেওয়ার আমি পরিকল্পনা করলাম। ভার্জিনিয়ার অন্তোষ্টিক্রিয়ার সময় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি চেলসিকে আমার সাথে নিয়ে যাব, কারণ এ রকম একটা দুঃখ জনক সময়ে আমরা চেলসিকে একা রেখে যেতে চাইনি।

ততক্ষণে আমি জানতে পারলাম যে, আমরা হট স্প্রিং ত্যাগ করার আগেই একজন বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটা ডেমোক্রেটিক দলের নেতাদের অনেকের মতামতের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সেই রোববারে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ডেমোক্র্যাট নেতারা টক শোতে ওই দাবিই করেন। তবে এ বিষয়ে তারা পক্ষে-বিপক্ষে কোন যুক্তিটি দেখাতে পারেননি, বরং প্রেসের চাপকেই তারা বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, এসব বিষয়ে আমার কোন মতামতের জন্যেও কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেননি।

অনেকেই ওয়াটার গেট কেলেংকারীর উদাহরণ দিয়েছিলো। কিন্তু আমার মতামত ছিল বিশেষ প্রসিকিউটর তখনই দেয়া হয়, যখন অপরাধের কোন প্রাথমিক প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে তো তখনও কোন প্রাথমিক প্রমাণও পাওয়া যায়নি, তবে কেন বিশেষ প্রসিকিউটর।

কিন্তু প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টারা বললেন, এতে আমরা যদি রাজি নাও হই তাহলেও আমাদের উপর বিশেষ প্রসিকিউটর দেয়া হবে, যে কারণে আমাদেরকে রাজি হওয়াই ভাল।

শুধুমাত্র ডেভিড কেন্ডেল, বার্নি নুসবাম এবং ডেভিড জোরগেন আমার সাথে একমত হলেন যে কোন মূল্যে আমরা স্পেশাল প্রসিকিউটর নিয়োগ প্রতিহত করব।

আমি বিশ্বাস করতাম, আমাদের মতামতের পক্ষেই আমার শক্তিশালী যুক্তি দেয়া উচিৎ এবং এ মতকে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, প্রেসের চাপে বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগ সঠিক হতে পারে না। কিন্তু, আমি আমার যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না।

৩ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হ্যারল্ড ইকস নামের এক ভদ্রলোককে ডেপুট চিফ অফ স্টাফ নিয়োগ দিলেন এবং তাকে বললেন, প্রেসিডেন্টের আসন্ন হেলথ্ কেয়ার বিষয় প্রচার কো-অর্ডিনেট করতে। একই সাথে হেরেল্ড 'হোয়াইটওয়াটার রেসপনস টিম' গঠনের অনুমতি পেলেন- যেখানে থাকবে প্রেসিডেন্টের প্রভাবশালী উপদেষ্টা ও কাউন্সেলারগণ। হ্যারল্ড হোয়াইটওয়াটর বিতর্ককে সাধ্যানুযায়ী নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেন, যেদিন আমরা হট স্প্রিং থেকে ওয়াশিংটন আসলাম, যে দিনই হ্যারল্ড আমাকে বললেন আমাদের উচিত একজন বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগ করা।

১১ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমরা ওভাল অফিসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ক্লিনটনসহ আলোচনায় বসলাম। একদল সরাসরি প্রসিকিউটর নিয়োগের পক্ষে বললেন, আর অপরদল এ বিরোধিতা করলেন।

ইউরোপে তখন ছিল মধ্যরাত। প্রাগে অবস্থানকালে ক্লিনটন আমাকে জানালো এখানে কোন প্রেসই তাকে ন্যাটো-এর সম্প্রসারণ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাস করছেনা, বরং তারা হোয়াইটওয়াটার সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করছে। মা মারা যাওয়ার কারণে তিনি ছিলেন বিধ্বস্ত, কিন্তু প্রেস সে দিকে কোন নজরই দিল না, এসব কারণে বিলের প্রতি আমার বেশ সমবেদনা হল।

ডেভিড কেন্ডেল ও বার্নি বললেন প্রেসিডেন্ট রাজি না হলে অ্যাটর্নি জেনারেল একজন বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগ করবেন। আমি ফোনে বিলের সাথে আলাপ করলাম, সে এতে রাজি কিনা। যাহোক পরবর্তীতে অ্যাটর্নি জেনারেল একজন বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগ করলেন। ডেভিড আর বার্নি-ই ঠিক বলেছিলেন। পরবর্তীতে জেমারি টবিন এটাকেই রাজনৈতিক সিস্টেমকে অপরাধীকরণ করা হয়েছে বলে বর্ণনা করেন।

বিলের কঠিন ইতিবাচক মনোভাব তাঁকে চলতে সাহায্য করেছে, আমাকে উৎসাহিত করেছে এবং আমেরিকাতে তাঁর বেশিরভাগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করেছে। যাহোক, সবটাই এখন ভবিষ্যতের বিষয়, আমি আর চেলসি বিলের সাথে রাশিয়ায় যাত্রা করতে বিমান চড়লাম।

মস্কোতে অবতরণ ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। বিমান থেকে যখন আমি নামছিলাম তখন কিছুটা বমি বমি ভাব লাগছিল। চেলসি, ক্যাপ্রিসিয়া মার্শালের সাথে গাড়িতে উঠলো আর আমি আমাদের রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত থমাস পিকারিংয়ের পত্নী এ্যালিস স্টোভার

www.pathagar.com

পিকারিংয়ের সঙ্গে সরকারি লিমুজিনে উঠলাম। টম পিকারিং পরবর্তীতে কৃতিত্বের সাথে ম্যাডেলিন অলব্রাইটের রাজনৈতিক বিষয়ে 'আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট' হিসেবে কাজ করেন। নাইনা ইয়েলৎসিনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি যখন শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি কিছুটা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হই; কিন্তু গাড়ি না থামিয়েই আমরা স্পাসো হাউজে পৌঁছলাম। সেটা হচ্ছে আমাদের রুশ দূতাবাসের অফিস। সেখানে গিয়ে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার জামা-কাপড় পালটালাম এবং দাঁতমাজা ও অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম সেরে কর্মসূচি অনুযায়ী আমার কাজ করতে শুরু করলাম।

আমি মিসেস ইয়েলৎসিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। তার সাথে আমার গত বছর জাপানের টোকিওতে দেখা হয়েছিল। পেশায় নাইনা একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন সেখানে তাঁর স্বামী ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান। তাঁর কৌতুকবোধ প্রখর ছিল, একদিন আমরা বাইরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও ভোজে প্রচুর হেসেছিলাম।

রাশিয়াতে আমাদের এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল প্রেসিডেন্টে ইয়েলেৎসিনের সঙ্গে বিল ক্লিনটনের সম্পর্ক বৃদ্ধি করা, যাতে তারা পূর্বদিকে ন্যাটোর সম্প্রসারণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পারমাণবিক শক্তি হ্রাসের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারেন। যখন ক্লিনটন ও ইয়লৎসিন এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন আমি এবং নাইনা মস্কোতে বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করছিলাম। হাসপাতালের ডাক্তারা আমাকে বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করেন এবং আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যে বেশ আগ্রহ দেখালেন। আমাদের দেশের ওষুধের গুনের প্রশংসা করলেন, কিন্তু আমরা যে সর্বস্তরের লোকদের স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারিনি, তার সমালোচনা করলেন।

ওইদিন রাতে আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়েলেৎসিনের সাথে সেন্ট ভ্লাদিমির হলে ডিনারে মিলিত হলাম। ডিনার হলটা ছিল অসম্ভব সুন্দর। চতুর্দিকে আয়না দেওয়া। আমি এত সুন্দর হল পৃথিবীতে আর কোথাও দেখিনি। ডিনার শেষ হওয়ার পর চেলসিসহ প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ক্রেমলিনে গেলাম এবং তা অত্যন্ত আশ্চার্যভাবে আমাদেরকে মুগ্ধ করল।

পরের দিন সকালে যখন আমাদের বিরাট গাড়ির বহর ক্রেমেলিন ত্যাগ করে, চেলসি ও ক্যাপরিসিয়া কি কারণে জানি পেছনে পড়ে গেল, তারা একজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ও বিলের ভ্যালেট-এর সাথে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলো। যখন শেষ গাড়িটিও চলে গেল এবং দু'জন লোক যখন লাল গালিচা তুলে নিচ্ছে তখন তারা ঘটনাটি বুঝতে পারে। ক্যাপরিসিয়া ও এজেন্ট একটা সাদা পিকআপ ভ্যান দেখে দৌড়িয়ে থামায়। ড্রাইভার ইংরেজি জানতো। যখন সে বিষয়টি বুঝতে পারে সে তার ভ্যানের পেছনে চারজনকে তুলে নিয়ে দ্রুত বিমানবন্দরের দিকে ছুটে। কিন্তু তারা আসলো বটে কিন্তু ওদের ভেতরে ঢুকতে দেবে না। রাশিয়ার সিকিউরিটি চেলসিকে চিনতে পারলেও বুঝতে পারছিলো না সে ভেতরে নয় কেন। তার যখন ধাঁধার মধ্যে ছিল তখন চেলসি ও অন্যান্যরা তাদের ব্যাগ নিয়ে টার্মিনালের ভেতরে দৌড়ে ছুটে গেল। আমি জানতেই পারিনি চেলসি তখনও এসে পৌঁছেনি এবং আমরা প্লেনে ওঠার জন্য তৈরি হচ্ছি তখন তারা দৌড়ে হাপাতে হাপাতে উপস্থিত হলো। এখন ভাবতেও বিষয়টি অবাক লাগে কিন্তু একটু আগেও বিষয়টি একেবারেই বুঝতে পারিনি। ভ্রমণের বাকি সময় চেলসি ও ক্যাপরিসিয়িাকে চোখে চোখে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

www.pathagar.com

আমাদের পরবর্তী স্থান ছিল বেলারুসের মিনসক। আমার দেখার দেখার সবচেয়ে বিষাদ দৃশ্য একটা স্থান। এর স্থাপত্য সেই সোভিয়েত স্টাইলের শূন্যতা এবং কমিউনিজমের কর্তৃত্বাদের চরিত্রের ললিত প্রতিচ্ছবি। আবহাওয়া ছিল বৃষ্টি ও ধুসর। আমাদের কর্মসূচিতে স্ট্যালিনের সিক্রেট পুলিশের হাতে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, আমরা কুরোপেটি মেমোরিয়ালে ফুল দিলাম। এখানে প্রায় তিন লাখ লোক নিহত হয়েছিল।

আমরা চেরনোবিলে আণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের কারণে ক্যান্সারে অসুস্থ শিশুদের দেখতে হাসপাতালে গেলাম। এখানে যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘটনাটি লুকিয়ে রাখে। ভ্রমণের এত নিরানন্দ স্থানের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় স্থান ছিল স্টেট অ্যাকাডেমিক গ্রেট অপেরায় কাবমিনা বুরানা ব্যালে দেখতে যাওয়া। অপূর্ব অনুষ্ঠান ছিল সেটি- চেলসি ও আমি আমাদের বসার চেয়ারের অগ্রভাবে বিমোহিতভাবে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করি।

অবশেষে ২০ জানুয়ারি ১৯৯৪তে প্রশাসনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে জেনেট রিনো স্পেশাল প্রসিকিউটর হিসেবে রবার্ট ফিসকের নাম ঘোষণা করলেন, যাকে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড একসময় নিউইয়র্কের দক্ষিণ ডিষ্টিক্টের এ্যাটর্নি হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। ফিসকে অতিসত্বর এবং জরুরি ভিত্তিতে একটি তদন্ত করে রিপোর্ট দিবেন বলে জানালেন। আমরা এতে বেশ আশস্ত হলাম।

এর কিছুদিন পর প্রেসিডেন্ট তার স্টেট ইউনিয়ন ভাষন দিলেন। তিনি তার ভাষণে স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের উন্নয়নের নানামুখী চমকপ্রদ বিষয়ের উল্লেখ করলেন। আমরা আশা প্রকাশ করলাম এর দ্বারা তার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

এক সপ্তাহ নানা ধরনের টেনশনে থাকার পর আমরা ১৯৯৪ এ নরওয়েতে অনুষ্ঠিত শীতকালীন অলিম্পিক দেখার জন্যে আমন্ত্রণ পেলাম। আমি যেতে রাজি হলাম এবং চেলসিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। কারণ এ সময়ে চেলসি ছিল মানসিকভাবে বেশ বিধ্বস্ত কারণ তার দাদা-দাদী দুজনেই মারা যাওয়ার কারণে তার মনটা খুবই খারাপ ছিল। তাছাড়া তার এক বন্ধুও জেট স্কি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। এছাড়াও ভিন্স ফস্টারের স্ত্রী লিসা, যে তাকে সাঁতার শিখিয়েছিল, সেও মারা যায়।

নরওয়ের লিলেহেমার গ্রান্ট অলিম্পিকের জন্যে একটি অতিসুন্দর স্থানে পরিণত হয়েছিল। সেখানে আমরা একটি খুব সুন্দর হোটেলে উঠলাম। পরের দিন খেলা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আমরা মাঠে পৌছলাম। সেখানে ইউরোপের অনেক নেতাদের সাথে আমাদের পরিচয় হলো।

সেখানে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ব্রান্টল্যান্ড আমাদেরকে পরের দিনে ব্রেকফাস্টের জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। ক্লিনটন ছাড়া এটাই ছিল দেশের বাইরে আমাদের প্রথম সফর। সে কারণে সকল আলোচনাতে আমরাই ছিলাম মধ্যমনি। ব্যান্টল্যান্ড ছিল পেশায় একজন ডাক্তার। তিনি আমাদের বললেন, ক্লিনটনের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সিনেট ভাষণটি আমি পড়েছি এবং এটা আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছে। আমি তার একথাটি শুনে আশ্চার্যান্বিত হলাম যে, তিনি সে ভাষণটি পড়েছেন। ব্রান্টল্যান্ড পরবর্তীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান হিসাবে নরওয়ের রাজনীতি ত্যাগ করেন।

বিশেষ সরকারি কৌসুলি নিয়োগদানের পর হোয়াইটওয়াটার বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন কথা হয়নি। কিন্তু কিছুদিন পরই নতুন অভিযোগ ও নতুন গুজব মাথা চাড়া দিয়ে

www.pathagar.com

উঠলো। নিউট গিনরিচ ও নিউইয়র্কের রিপাবলিকান সিনেটর আল ডিআমানটো হাউজ ও সিনেটে হোয়াইটওয়াটার অভিযোগ তদন্তে ব্যাংকিং কমিটির শুনানির দাবি তুলেছিল।

রবার্ট ধীরে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বললেন-এটা তার তদন্তকে প্রভাবিত করা হচ্ছে। যাহোক অবশেষে ফিস্কি ২০০২ এ রিপোর্ট প্রকাশ করলেন- যা পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

১৯৯৪ সালের এক সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি নিউইয়র্ক পোস্টে একটা লেখা দেখতে পেলাম যেখানে বলা হয়েছিল হোয়াইটওয়াটার কেলেংকারী যতটা ধারণার সৃষ্টি করেছে তাতে মনে হয় সেখানে নানা ধরনের দুর্নীতির বিষয় জড়িয়ে আছে। মধ্য মার্চে আমি আবার ওয়াশিংটন পোস্টে দেখতে পেলাম লেখা হয়েছে, আরকানসাসের সিনিয়র এক আইজীবী হিলারিকে অনেক মুনাফা লাভে সহায়তা করেছে।

এসব সংবাদে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমি চিফ অব ষ্টাফ সেজিয়াকে ডেকে বললাম, আমি এর প্রতিবাদে একটি প্রেস কনফারেন্স করব। কনফারেন্স করার আগে আমি প্রেসিডেন্ট, ডেভিড কেন্ডেল ও সেজিয়ার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম। এরপর আমি প্রেস কনফারেন্স করলাম, তারা আমাকে এ বিষয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করল। আমি নির্দ্বিধায় এসব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। প্রেস কনফারেন্সের পর আমি যখন ফিরে আসলাম আমার ষ্টাফরা সবাই আমার প্রশংসা করল।

ফেব্রুয়ারিতে পলা জোনস নামের আরেক মহিলা অভিযোগ করল যে, প্রেসিডেন্ট তাকে বিশেষ সুবিধা দেয়ার নাম করে তার কাছে যৌন আবেদন জানিয়েছিলেন। আমরা ভাবলাম স্ক্যান্ডালটিও অন্যান্য স্ক্যান্ডালের মত বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু, ৬ মে, '৯৪-তে পলা জোন্স প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে ৭,০০,০০০ ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবী করে মামলা দায়ের করায় টেবলয়েড পত্রিকাগুলো থেকে বিষয়টি আদালতে চলে গেল।

এপ্রিল ২২ তারিখ সকালে হোয়াইট হাউজ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে ফার্স্ট লেডী বিকেলে রাষ্ট্রীয় ডাইনিং রুমে হোয়াইটওয়াটার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর দেবেন।

সেই বিকেলে আমি কালো রঙের স্কার্ট ও গোলাপী রঙের সোয়েটার পরেছিলাম। সাংবাদিকরা আমার এই আটষট্টি মিনিটের সম্মেলনকে 'পিঙ্ক প্রেস কনফারেন্স' নামে আখ্যায়িত করলো। ডাইনিং রুমটি সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

আমি সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানালাম এবং বললাম যে, দেশব্যাপী ভ্রমণ করে আমি অনেক প্রশ্ন শুনেছি এবং উত্তর দিয়েছি। তথাপি আমি ভেবেছি বিষয়টি সবার কাছে পরিষ্কার হোক।

সাংবাদিকরা আমাকে ইচ্ছেমত প্রশ্ন করলেন। আমি সাংবাদিকদের সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। খুঁটিনাটি প্রশ্নের জন্য সাংবাদিকদেরকে ধন্যবাদ জানাই কেননা, তাদের প্রশ্নমালা আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে আদি-অন্ত বলার সুযোগ দিয়েছিল, যে কথাগুলো বলার প্রয়োজন অনুভব করে আমি প্রথম থেকেই ভেতরে ভেতরে জ্বলছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিল যে, যদি কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বিরক্তিবোধ করি তা হলে ধারণা হবে আমি কোনও কিছু লুকাতে চাই।

আমি সাংবাদিকদের বললাম আমি আপনাদের কথা শুনবো, কারণ কোনো কিছু গোপন করা আমার পছন্দ নয়। তবে একটা কথা শুনুন, আমার বাবা-মা আমাকে হাজার বার বলতেন যে, তুমি অন্যের কথায় কান দিও না, অন্য মানুষের কথায় চলো না, তুমি

www.pathagar.com

তোমার মতই চলবে। সন্দেহ নেই এই উপদেশগুলো উত্তম। আমার চিন্তা ও মূল্যবোধটা হলো আমি ব্যক্তিগত প্রাইভেসিতে বিশ্বাস করি, যা আমাদের দাম্পত্য জীবনেও সমান সত্য। পাশাপাশি চিন্তা করি তথ্য জানার ব্যাপারে প্রেসের অধিকার ও জনগণের স্বার্থের দিকে।

সেই রাতে রিচার্ড নিক্সন ৮১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করলেন। ১৯৯৩ সালের শরতের প্রথমদিকে নিক্সন বিলকে রাশিয়ার বিষয়ে তার দূরদর্শী কিছু পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলেন এবং বিল সেটি পড়ে শোনানোর সময় আমাকে বলেছিল নিক্সন অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিল নিক্সনকে হোয়াইট হাউজে রাশিয়ার বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং চেলসি ও আমি তাকে অভিবাদন জানাই। তিনি চেলসিকে বলেছিলেন যে, তার মেয়েরাও চেলসির স্কুল 'মিডওয়েল ফ্রেন্ডস'-এ পড়তো। তিনি এরপর আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি জান, আমি ২০ বছরেরও আগে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে ঠিক করতে চেষ্টা করেছিলাম। এটা কিছুদিনের মধ্যেই করতে হবে।'

আমি বলেছিলাম, 'আমি জানি, আপনার প্রস্তাবটি যদি সফল হতো, তবে আমরা আজকে অনেক ভালো থাকতাম।'

www.pathagar.com

ডি - ডে

ওয়াশিংটন আনুষ্ঠানিকতায়পূর্ণ শহর এবং এর সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হচ্ছে বার্ষিক গ্রিডিরন ডিনার। এ অনুষ্ঠানে ওয়াশিংটনের শীর্ষ স্থানীয় সাংবাদিকরা সৌন্দর্যমণ্ডিত রুচিশীল পোশাক পরে চলমান প্রশাসন, প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডীকে নিয়ে কৌতুকময় গান গেয়ে উদযাপন করে। ক্লাবের ষাটজন সদস্যসহ তাদের সহকর্মী, উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক ব্যবসায়িক ও সাংবাদিকতা জগতের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এ অনুষ্ঠানের অতিথি। গ্রিডিরন ক্লাব সময়ের সাথে খুব ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মহিলাদেরকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হতো না। (ইলিনর রুজভেল্ট, সাংবাদিক দম্পতি ও মহিলা সাংবাদিকদের উপস্থিতি না থাকার কারণে এর নামকরণ করেন গ্রিডিরন উয়িডোওস) ১৯৯২ সালে হোয়াইট হাউসের রিপোর্টার হেলেন থমাস প্রথম মহিলা সভাপতি নির্বাচিত হন। ক্লাবের সদস্য অল্প সংখ্যক ব্যক্তি থেকে বিশেষভাবে মনোনীত করা হয় এবং এর বসন্তকালীন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেতে শহরবাসী গভীরভাবে প্রত্যাশা করতো। প্রেসিডেন্ট ও তার পত্নী সব সময়ই এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতেন এবং বলরুমে বিশেষ মঞ্চে আসন গ্রহণ করতেন। তাদের সম্বন্ধে বলা তুচ্ছ বিষয়টিও মজাদার কৌতুকে পরিণত হতো।

যখন ১৯৯৪ সালের মার্চে ১০৯তম গ্রিডিরন ডিনার এগিয়ে আসছিল, বিল এবং আমি জানতাম আমরা হেলথ কেয়ার পরিকল্পনাকে যথেষ্ট স্পষ্ট ও সরলভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি, যেন জনগণের সমর্থন বৃদ্ধি পায় বা কংগ্রেসকে তেমন অনুপ্রাণিত করা হয়নি যাতে তারা আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত বিরোধীদের মুখোমুখি হতে পারে। আমেরিকার হেলথ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন উদ্বিগ্ন ছিল যে এই পরিকল্পনা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লাভ ও অগ্রাধিকার হ্রাস করবে। হেলথ কেয়ার রিফর্মের বিষয়ে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে বিরোধী পক্ষ হ্যারি ও লুইস নামক প্রতিবেদনকে কেন্দ্র তাদের দ্বিতীয় দফা প্রচারণা শুরু করলো। কিচেন টেবিলে বসে হ্যারি ও লুইস নিজেদের মধ্যে হেলথ কেয়ার পরিকল্পনা বিষয়ে চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্ন করত এবং উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করত এর জন্য তাদের কতটা মূল্য দিতে হবে। এই প্রতিবেদন প্রচারের ফলে একটা ভীতিকর অবস্থা তৈরি করলো, এতে ৮৫% আমেরিকান যারা ইতোমধ্যে ইন্স্যুরেন্স করেছেন তারা মনে করলেন তাদের এ সুবিধা হয়তো প্রত্যাহার করবে।

বিল এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম গ্রিডিরন ডিনার অনুষ্ঠানে ইন্স্যুরেন্স লবির টিভি অনুষ্ঠানটির একটি প্যারোডিতে অভিনয় করব যেখানে বিল হবে হ্যারি এবং আমি লুইস-এর ভূমিকায়। এতে আমরা বিরোধীদের ভয় দেখানোর কৌশলকে সবার কাছে ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করার সুযোগ পাব আর মজাও হবে। ম্যান্ডি গ্রান ওয়াল্ড এবং কমেডিয়ান আল ফ্রাঙ্কেন স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দিলেন, বিল এবং আমি এর লাইনগুলো মুখস্থ করি এবং কয়েকবার রিহার্সেল দিয়ে আমাদের হ্যারিও লুইস-এর কথোপকথনটি ভিডিও টেপে রেকর্ড করা হলো।

বিষয়গুলো এমন– বিল এবং আমি একটা সোফায় বসে, ওর পরনে পশমী সার্ট, কফি খাচ্ছে আর আমার পরনে নীল রঙের সোয়েটার এবং স্কার্ট, হাতে অনেকগুলো কাগজ পরীক্ষা নীরিক্ষা করছি যা হেলথ সিকিউরিটি অ্যাক্ট বোঝানো হচ্ছিলো।

বিল: হাই লুইস, দিন কাল কেমন চলছে?

আমি: এখন পর্যন্ত ভালই চলছে হ্যারি।

বিল: লুইস তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে ভূত দেখেছো।

আমি: বিষয়টি তার চেয়ে খারাপ, আমি ক্লিনটনের হেলথ সিকিউরিটি প্লানটা পড়েছি মাত্র।

বিল: হেলথ কেয়ার রিফর্মকে চমৎকার মনে হয়।

আমি: ভাল, আমি জানি, কিন্তু এর কিছু অংশ আমাকে ভীত করেছে।

বিল: কেমন?

আমি: উদাহরণ হিসাবে মনে করো, এর ৩৭৬৪ পাতায় বলা হয়েছে ক্লিনটনের হেলথ সিকিউরিটি প্লানের আওতায়, আমরা অসুস্থ হতে পারি।

বিল: এটা খুবই ভয়ানক।

আমি: আমারও তাই মনে হয় এবং এখানে দেখ এটা আরও ভয়ানক। ১২৭৪৩ পৃষ্ঠায়... না আমি সেটা ২৭৬৫৫ পৃষ্ঠায় দেখেছি, এখানে আছে যে পরিণামস্বরূপ আমরা সবাই মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি।

বিল: ক্লিনটনের হেলথ প্লানের কারণে? তুমি বলতে চাচ্ছি বিল এবং হিলারি সকল আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কর আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পরও আমরা সবাই বেঁচে আছি!

আমি: এমনকি লিয়ন প্যানেটাও।

বিল: ওয়াউ, এটা আসলেই ভয় পাওয়ার মতো, আমার জীবনে এমন ভয় কখনো পাইনি।

আমি: আমিও না।

বিল ও আমি একসাথে: এর থেকে বাঁচার অন্য কোন ভাল উপায় আছে?

নেপথ্য ঘোষণাকারী: তোমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য কোয়ালিশনকে এর শাস্তি পেতে হবে।

এটা আমাদের অসাধারণ অভিনয় ছিলো এবং দর্শকরা এটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। গ্রিডিরন ডিনারে উপস্থিত সাংবাদিকরা সাধারণত এ সম্পর্কে কিছু লিখে না। কিন্তু গান- কৌতুক নাটকের জমাট খবর সাধারণ নিয়মে পরের দিন পত্রিকায় এসে যায়। আমাদের ভিডিও টেপ পারফরম্যান্স দারুণ সাড়া ফেলে এমনকি কয়েকটি চ্যানেলের রোববারের সকালের খবরে তা দেখানো হয়। যদিও কোন কোন পণ্ডিত বোদ্ধাদের মতে আমাদের ভিডিও টেপ আসলো 'হ্যারি ও লুইসের মত এত সাড়া

www.pathagar.com

জাগাতে পারেনি; কিন্তু আমরা খুশি ছিলাম আমরা ইন্স্যুরেন্স লবির প্রচারণার মূল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পেরেছি তাদের দাবির অযৌক্তিকতাকে তুলে ধরতে পেরেছি।

যখন আমাদের ছোট্ট কৌতুকাভিনয় ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক ও সাংবাদিকদের হাসির খোরাক হচ্ছিলো, আমরা জানতাম হেলথ কেয়ার রিফর্ম নিয়ে জনতার সাথে সম্পর্কের যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি। এমনকি বিলের মত জনপ্রিয় একজন প্রেসিডেন্টের প্রচারণার শক্ত একটা ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের ইস্যুকে বিতর্কিত করতে নেতিবাচক ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এবং অন্য কোনভাবে যে শত মিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছিলো আমরা সামাল দিতে পারছিলাম না। আমরা ওষুধ কোম্পানির ক্ষমতার সম্মুখীন হচ্ছিলাম, যারা ভয় পাচ্ছিলো নির্দেশিত ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ তাদের মুনাফা কমিয়ে দেবে এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোও তাই ভাবছে যারা আমাদের ইন্স্যুরেন্সের সর্বজনীন, আওতার বিরুদ্ধে উৎসাহ হারাচ্ছিলো। কারণ এতে তাদের সব প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি। সর্বোপরি সংস্কার সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব উত্তরাধিকার সূত্রে জটিল ছিল- ঠিক যেমন হেলথ কেয়ার সমস্যা নিজেই জটিল এবং যা সাধারণ জনতার কাছে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উৎসাহী সকল পক্ষই আমাদের প্লানের কোনো না কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছেই।

আমরা হেলথ কেয়ার রিফর্মের কিছু প্রতিপক্ষ আবিষ্কার করলাম, যেমন হোয়াইট ওয়াটার রাজনৈতিক যুদ্ধের এমন একটা অংশ, যেটা বিল অথবা আমরা যে ইস্যু নিয়ে কাজ করছি তার চেয়ে বড়। আমরা ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে ক্রমবর্ধমান শত্রুভাবাপন্ন আদর্শিক যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনে অবস্থান করছিলাম যেটা সরে এসে আরো নিকটবর্তী হচ্ছে। আমেরিকান গভর্নমেন্ট ও গণতন্ত্র ভাবনা ছিলো হুমকির মুখে এবং দেশের সঠিক কর্মসূচি নিয়ে মনস্থির করতে অনেক বছর লেগে যেতে পারে। আমরা শীঘ্রই জানতে পারলাম যে, কোন কিছুই এই যুদ্ধের বাইরে নয়। আমাদের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার- অর্থ, মিডিয়া এবং সাংগঠনিক দক্ষতায় সমৃদ্ধ।

কয়েকমাস আগে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে রিপাবলিকান ট্রাজেডি মেকার এবং লেখক উইলিয়াম ক্রিস্টল যিনি ছিলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাল কোয়েলের চিফ স্টাফ এবং প্রজেক্ট ফর দ্য রিপাবলিকান ফিউচারের চেয়ারম্যান, কংগ্রেসের রিপাবলিকান লিডারদের কাছে হেলথ কেয়ার রিফর্মকে হত্যা করতে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে তিনি যা লিখেছেন তা হল হেলথ কেয়ার রিফর্ম রিপাবলিকান পার্টির জন্য মারাত্মক হুমকি এবং এর সফলতা প্রেসিডেন্টের জন্য অবিস্মরণীয় প্রত্যাবর্তন হয়ে উঠবে। সে হেলথ কেয়ার প্লানটির ভালো দিককে উদ্দেশ্য করে কিছু লিখেননি তিনি শুধুমাত্র আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। রিপবলিকানদের জন্য তার নির্দেশনা হলো বিলটির ব্যাপারে কোন আলোচনা বা সমঝোতা না করা। ক্রিস্টলের মতে সবচেয়ে ভালো পরিণতি হলো প্লানটিকে সরাসরি হত্যা করা। স্মারকলিপিতে শত মিলিয়ন ইন্স্যুরেন্স বঞ্চিত আমেরিকানদের কথা চেপে যাওয়া হয়েছে।

ক্রিস্টলের স্মারকলিপির সাথে সাথে জ্যাক কেমো এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগানের কেবিনেট সদস্য উইলিয়াম বেনেট সিওবিকে সাহায্য করেছিল যাতে হেলথ কেয়ার রিফর্মের বিরুদ্ধে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারণা চালানো যায়। আমি যে শহরে

www.pathagar.com

আমাদের প্লান সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে যাব– সেখানেই রিফর্মের সমালোচনামূলক প্রচারণায় ভাসিয়ে দেয়া হবে।

ক্রিস্টলের স্মারকলিপি রিপাবালিকান কংগ্রেসনাল লিডারদের আশানুরূপ প্রভাবিত করেছিলো। ১৯৯৪ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন, যেটা নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তা কংগ্রেসের যে সকল রিপাবলিকানরা রিফর্মের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো তারা প্রশাসনের এই প্লান থেকে দূরে সরে পড়তে শুরু করলো। সিনেটর ডোল যিনি সত্যিকারেই হেলথ কেয়ার রিফর্ম সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু ১৯৯৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও করতে ইচ্ছুক তাই তিনি আর ক্ষমতাসীন ক্লিনটনকে আর কোন সাফল্যের সুযোগ দিতে চাইলেন না বিশেষ করে বাজেট বিষয়ে ব্রাডি বিল এবং নাফটা বিলের সাফল্য তাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। আমরা ডোলকে একটা যৌথ বিলের প্রস্তাব দিয়েছিলাম যার সাফল্যের যৌথ দাবিদার হবো, কিন্তু ডোল বলল আগে বিল প্রস্তাব করতে হবে তারপর বিষয়টি ভাবা হবে। এটা আর সম্ভব হয়নি এবং ক্রিস্টলের ট্র্যাজেডিই জয়ী হলো।

আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা এক পা এগিয়ে দুই পা পিছিয়ে যাচ্ছি। দু'টি বড় ব্যবসায়ী সংগঠন দি চেম্বার অফ কমার্স এবং ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ ম্যানুফ্যাকচারার ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইরাকে বলল যে তারা বিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশের সাথে একমত সেটা হলো এমপ্লয়ার ম্যান্ডেট। এ ম্যান্ডেট অনুসারে ৫০ জনের অধিক শ্রমিক থাকলে সে প্রতিষ্ঠানকে তাদের কর্মীদের ইন্স্যুরেন্স সুবিধা দিতে হবে। এই ব্যবসায়ী গ্রুপটি জানত বেশিরভাগ বড় কোম্পানি ইতোমধ্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স সরবরাহ করেছে এবং এই ম্যান্ডেট অনুযায়ী যারা দেয়নি তাদের অন্তর্ভুক্ত করবে। ১৯৯৪ সালের মার্চের শেষে হাউস ওয়েজ এন্ড মিন্স কমিটির সাব-কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ভেটো এমপ্লয়ার ম্যান্ডেট ৬-৫ ভোটে হেরে যায়। তখন রিপাবলিকান ও রিফর্ম বিরোধীদের চাপে ঐ দুটি গ্রুপ তাদের অবস্থান থেকে সরে পড়ে। এই ম্যান্ডেট ছিল স্পষ্টতই বিতর্কিত এবং বিল কংগ্রেসের সাথে ছাড় ও সমঝোতার বিষয়ে আলোচনা শুরু করল। যদিও তিনি যেকোন আইন যাতে সর্বজনীন আওতাভুক্তকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবেনা সে আইনের বিরুদ্ধে ভেটো দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে তিনি কিছুটা নমনীয় হতে রাজি। এটা ছিলো সংসদীয় যুক্তিতর্কের সময় পারস্পরিক দেয়া এবং নেয়ার বহুল প্রচলিত চিত্র এবং এটা এমন একটা পথের উন্মোচন করেছে যাতে সিনেট-এ ১০০ ভাগ আমেরিকানদের পরিবর্তে ৯৫ ভাগ লোকদের আওতাভুক্ত করার প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে পারে। সিনেটের প্রতিনিধিত্ব করছিলো সিনেটর ময়নিহানের অধীনে ফিন্যান্স কমিটি। এই ছাড় দেয়ার পরও আমরা আশানুরূপ সহযোগিতা অর্জন করতে পারিনি। প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের কিছু কট্টরপন্থী সমর্থক হারিয়েছি– যারা মনে করলেন ১০০ ভাগ আওতার ক্ষেত্রে আমাদের এই ছাড় আমাদের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছে।

বসন্তে ডান রসটেনকাওস্কি গভর্নমেন্টকে প্রতারিত করার ষড়যন্ত্র করার জন্য ১৭ কাউন্টে অভিযুক্ত হলে আমরা আমাদের একজন মুল সহযোগীকে হারলাম এবং সে অভিযুক্ত হয়ে পদত্যাগ করলো। এই ঘটনার সাথে আরো একটি হতাশাব্যঞ্জক খবর যুক্ত হলো যে, সিনেটের মেজরিটি লিডার জর্জ মিশেল নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নিয়েছে, এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে সিনেটে ডেমোক্র্যাটের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং আমাদের প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার একজন অন্যতম সহযোগীকে হারালাম।

আমরা আরো দেখলাম যে হেলথ কেয়ার রিফর্ম, কংগ্রেসের বেশীর ভাগ সদস্যদের জন্য একটি কঠিন শিক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। তাদের ভোটের জন্য যে খসড়া তাদের সরবরাহ করা হয়েছিলো বেশীর ভাগ সদস্য সেই খসড়ায় তাদের কমিটির কাজের সাথে আইনগত সম্পর্কের বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলো; কিন্তু এর প্রত্যেকটি ইস্যুর জটিল বিষয়গুলো নিয়ে তাদের ভাবনার কোন সময় ছিলো না। কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম যখন দেখলাম কংগ্রেসম্যানদের একজন ছাড়া কেউ মেডিকেয়ার ও মেডিকেইডের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছেন না।

নেলসন মেন্ডেলার রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিষেক অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য বিল তার পক্ষ হতে আল গোরকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে বলে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে টিপার ও আমি আলের সাথে যোগ দেই। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। ১৯৮০ সালের দিকে আমি দক্ষিণ আফ্রিকাকে বয়কট করা সমর্থন করি এই আশা করে যে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বর্ণবাদ রাজত্ব মাথা নিচু করতে বাধ্য হবে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেলসন মেন্ডেলা যখন জেল থেকে বের হয়ে আসেন, সেই নাটকের শেষ দৃশ্য একসাথে দেখার জন্য বিল চেলসিকে ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে ডেকে তোলে।

গাদাগাদি করা উড়োজাহাজে ষোল ঘন্টা উড়ে আমি জোহেন্সবার্গে পৌঁছলাম। আমার সঙ্গীরা সারা রাত তাস খেলে, গান শুনে এবং আমরা যে ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন দেখতে যাচ্ছি সেই বিষয়ে পরমানন্দে কথা বলে কাটিয়ে দিলো। দক্ষিন আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে গোপন পরিকল্পনা করার দায়ে সাতাশ বছল জেল খাটার পর প্রথম আন্তবর্ণ নির্বাচনে নেলসন মেন্ডেলা প্রথম কালো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। দক্ষিন আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম আমেরিকার মানবাধিকার আন্দোলনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং আফ্রিকান আমেরিকান নেতৃবৃন্দ দ্বারা সমর্থিত হয়েছিলো। সেই নেতাদের অনেকেই নেলসন মেন্ডেলাকে সম্মান জানাতে আমাদের সাথে যাচ্ছিলেন।

আমরা জোহেন্সবার্গের এক প্রান্তে অবতরণ করলাম।

আমাদের প্রতিনিধি দলটি রাজধানীর উত্তরদিকে প্রিটরিয়াতে গাড়ি চালিয়ে গেলো। নতুন প্রেসিডেন্টের অভিষেকের পূর্বে যেহেতু ক্ষমতা হস্তান্তর হয় না, তাই প্রেসিডেন্টের ভবনে তখনও এফ. ডবলিও. ডিক্লার্ক অবস্থান করছিলেন। পরের দিন সকালবেলা আল গোর যখন ডিক্লার্ক ও তার মন্ত্রীদের সাথে দেখা করতে গেলো, টিপার ও আমি তখন মিসেস মারিকে ডিক্লার্ক ও অন্যান্য বিদায়ী ন্যাশনাল পার্টির অফিসারদের স্ত্রীদের সাথে সকালের নাস্তা করতে গেলাম। বিশাল এক গোলটেবিলে জ্যাম, রুটি, বিস্কুট ও ডিম দিয়ে সাজানো ক্লাসিক্যাল ডাচ ব্রেকফাস্ট। যদিও আমরা খাবার, শিশু ও আবহাওয়া নিয়ে সাধারণ কথাবার্তা বললাম, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটি কথাই বলতে চাইছিলো, আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই, যে বিশ্বে এই নারীরা বাস করতো সেটা চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

পঞ্চাশ হাজার মানুষ সেই অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলো। যেদেশে বর্ণ-বৈষম্যের ভয় ও ঘৃণা ছিলো সেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর উপভোগ

www.pathagar.com

করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিমানগুলো যখন আকাশ দিয়ে উড়ে গেলো, আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্য কলিন পাওয়েল আবেগে কেঁদে ফেললেন। বিমানগুলো আকাশে নতুন পতাকার লাল, কালো, সবুজ, নীল, সাদা ও সোনালী রঙ ছড়িয়ে দিলো। কয়েক বছর আগেই এই বিমানগুলো বর্ণবাদীদের শক্তির প্রতীক ছিলো; কিন্তু এখন সেই বিমানগুলোই পাখাগুলো নাড়াচ্ছে তাদের নতুন কালো নেতাকে সম্মান দেখানোর জন্য।

মেন্ডেলা তার বক্তৃতায় জনসম্মুখে বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্যের নিন্দা করেন; এই দুটো বিষয় আফ্রিকা এবং বাকী পৃথিবীর বেশিরভাগ স্থানেই দুরাগ্রস্থ। আমরা যখন অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম জেসি জেকসন আনন্দে চোখের পানি ফেলছেন। তিনি আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, "আপনি কী কখনও ভেবেছেন যে, আমাদের কেউ জীবিত অবস্থায় এই দিনটি দেখে যেতে পারবো?"

পরিবর্তন দেখার জন্য আমরা মোটরযানে করে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ফিরে আসি। সামনের সবুজ চত্তরে একটু আগেই যেখানে সশস্ত্র সেনাবাহিনী দাড়িয়ে ছিলো, সেখানে এখন সারা আফ্রিকা থেকে উজ্জল রঙের পোশাক পরিহিত ড্রামবাদক ও নর্তকীরা এসেছে। পরিবেশটি ছিলো হালকা ও উৎসবমুখরিত, যেন বিকেলের বাতাস নিজ থেকেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বাড়ির ভেতরে আমাদেরকে আসন পেতে দেয়া হলো, যেনো আমরা বিভিন্ন দেশের প্রধান ও তাদের প্রতিনিধিদের সাথে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। সেই বিকেলে আমার অন্যান্য চ্যালেঞ্জের ভেতর একটি ছিলো ফ্রিডেল ক্যাস্ট্রো। ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে আগেই বলে দেয়া হয়েছিলো যে, কাস্ট্রো আমার সাথে দেখা করতে চান। যেহেতু কিউবার সাথে আমাদের কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, (আর বানিজ্য নিষেধাজ্ঞার কথা নাই বা বললাম) তারা আমাকে বলে দিয়েছিলো যে কোনও উপায়েই হোক তাকে এড়িয়ে যেতে হবে।

তারা আমাকে বলে দিলো, 'আপনি তার সাথে করমর্দন করতে পারবেন না। আপনি তার সাথে কথা বলতে পারবেন না।' এমনকি আমি যদি দুর্ঘটনাবশত তার সাথে সামনাসামনি হয়ে যাই, তাহলে ফ্লোরিডার ক্যাস্ট্রো বিরোধীরা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হবে।

জনতার ভিড়ে তার ঘন সাদাপাঁকা দাড়ি দেখার জন্য আমি ঘনঘন আমার কাধের উপর দিয়ে তাকাচ্ছিলাম। সুইজারল্যান্ডের রাজার সাথে অন্তরঙ্গ কথা বলার ফাকে আমি হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম ক্যাস্ট্রো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এবং আমি ঘরের দূরের এক কোনার দিকে পালিয়ে গেলাম। এটা ছিলো হাস্যকর, কিন্তু একটি ছবি, ঘটনাক্রমে একটি বাক্য অথবা অপ্রত্যাশিত মুখোমুখি হওয়া একটি খবরের জন্য দিতো।

একটি বিশাল সাদা প্যান্ডেলে দুপুরের খাবার দেয়া হয়েছে। মেন্ডেলা তার অতিথিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তার ধীর ও গম্ভীরভাবে কথা বলা খুব পছন্দ করি। তার কথায় আচারনিষ্ঠতা ও ভালো রসিকতা থাকে। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানাতে প্রত্যাশিত মন্তব্য করলেন। তারপর তিনি এমন কিছু বললেন যা আমার ভেতর শ্রদ্ধা মিশ্রিত সম্মানবোধ তৈরি করলেন– তিনি যখন এতো সম্মানিত অতিথিরদের আপ্যায়ন করে ধন্য হচ্ছেন, তখন তিনি সেখানে রোবেন দ্বীপের জেলখানার তিনজন জেল-কর্মকর্তাকে উপস্থিত পেয়েও ধন্য বোধ করছেন। বন্দিজীবনে এরা তার সঙ্গে সম্মানের সাথে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাদেরকে উঠে দাড়াতে বললেন, যেন তিনি তাদেরকে জনতার সামনে পরিচিত করে দিতে পারেন।

www.pathagar.com

তাঁর উদারতা ও বিনয় ছিলো অনুকরণীয়। মাসের পর মাস আমি হোয়াইট হাউজের হিংস্রতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আক্রমনে জর্জরিত ছিলাম। কিন্তু এখানে ছিলেন মেন্ডেলা, যিনি এমন তিনজনকে সম্মান দেখাচ্ছেন যারা তাকে বন্দি করে রেখেছিলো।

আমি যখন মেন্ডেলাকে আরো ভালো করে জানলাম, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, তরুন বয়সে তার খুব বদমেজাজ ছিল। বেঁচে থাকার জন্য জেলখানায় তিনি তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেন। জেলখানার বছরগুলো তার হৃদয়কে গভীরভাবে দেখার এবং কষ্টগুলোকে নিয়ে বোঝাপড়ার সময় ও প্রেরণা দিয়েছিল। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, কৃতজ্ঞতা ও ক্ষমার জন্য (যেগুলো প্রায়শই কষ্ট ও ভোগান্তির ফলাফল) প্রয়োজন প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা। যেদিন তার বন্দিজীবন শেষ হলো, সে সম্পর্কে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'যখন আমি দরোজা পার হয়ে গেটের দিকে হেঁটে গিয়েছিলাম, যা আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আমি জানতাম যে আমি যদি আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ঘৃণাকে পেছনে ফেলে না যাই, তাহলে আমি তখনও জেলখানাতেই থেকে যাবো।'

মেন্ডেলাকে অনুসরণ করে যে রাতে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসি; সে রাতেই জাতীয় উদ্যান উৎসবে পাঁচ প্রাক্তন ফার্স্ট লেডীদের সাথে মিলিত হলাম। ইউ.এস বোটানিক গার্ডেন তখন রাস্তাঘাটে আরো নতুন উদ্যান গড়ে তোলার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। আমি সেই উদ্যোগের সম্মানিত চেয়ারপারসন ছিলাম। এই উদ্যান প্রকল্প সমসাময়িক আটজন ফার্স্ট লেডীর স্মরণে উৎসর্গ করা হয়।

সেখানে লেডী বার্ড জনসনকে দেখে আনন্দিত হই। আমি হোয়াইট হাউজে থাকাকালীন, আমাদের দু'জনের মধ্যে চিঠিপত্র বিনিময় হতো। তার চিঠি ছিল সব সময় উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি ফার্স্ট লেডী থাকাকালীন হাইওয়েতে জংলী ফুলগাছ লাগানোর এক কর্মসূচি চালু করেন। তারই প্রচেষ্টায় হাজার হাজার মাইল হাইওয়েতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। লেডী বার্ড-এর অনুপ্রেরণায় ও চেষ্টায় সে সময়ে মানুষ পরিবেশ ভাল রাখতে অনুপ্রাণিত হয়। তিনি গরিব বা স্কুলে যেতে অক্ষম শিশুদের প্রাথমিক পড়ালেখার ব্যবস্থারও উদ্যোগ নেন। হোয়াইট হাউজে তার সংকটকালীন সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে, প্রেসিডেন্ট হওয়ার রাজনীতিতে একনিষ্ঠতা ও ত্যাগ এই দুটোই লাগে। তার বুদ্ধি ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধের কারণে তিনি লিন্ডন জনসনের পাহাড়সম ব্যক্তিত্বের ছায়ার তলে ঢাকা পড়েননি। ওয়াশিংটনের হাতাশায় আমি তার কষ্টার্জিত চিন্তাধারাকে সম্মান করি।

সেই উৎসবে আমরা যারা এক সাথে ছবি তুলেছিলাম, লেডী বার্ড, বারবারা বুশ, ন্যান্সি রিগান, রোজালিন কার্টার, বেটি ফোর্ড এবং আমি। এটা একটা স্মরণীয় দৃশ্য, সকল জীবিত ফার্স্ট লেডীরা এক সাথে মঞ্চে দাঁড়ানো- শুধু একজন বাদে।

কয়েক মাস আগে জ্যাকি কেনেডি ওনাসিস-এর ক্যান্সার ধরা পড়েছে, খুব মারাত্মক ধরনের না হলেও অনেক সময় ওই ধরনের ক্যান্সার মারাত্মক হয়ে উঠে। এই কারণে তিনি আসতে পারেননি। আমরা জেনেছিলাম তার অপারেশন হয়েছে, কিন্তু এত দ্রুত তার শরীর খারাপ হচ্ছিলো তা আমরা জানতাম না। তার স্বভাব অনুযায়ী এই বিষয়টিও তিনি আড়ালে রেখেছিলেন- জীবনকে যেমন মৃত্যুকেও তা-ই।

জ্যাকি মারা যান ১৯৯৪ সারে ১৯ মে, তার মৃত্যু শয্যার পাশে ছিল ক্যারেলিন, জন ও মরিস। পরের দিন সকালে হোয়াইট হাউজের জ্যাকুলিন কেনেডি গার্ডেনে সাংবাদিক,

www.pathagar.com

কর্মচারী ও বন্ধুদের মাঝে তাকে স্মরণ করি। আমি তার সন্তান ও নাতি-নাতনিদের গড়ে তোলার বিষয়ে তার মনোযোগ, গুরুত্বদান ও পরিবারের প্রতি সময় দেওয়ার বিষয়ে বলি। আমি বললাম, 'তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, তুমি যদি তোমার সন্তানদের মানুষ করতে গিয়ে নিজের সব কিছু বাদ দাও তাহলেও অনেক করা হবে। আমার জানা নেই– এর চেয়ে অন্য কোন কিছু তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে!

আমি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার জন্য নিউইয়র্কে যাই এবং বিমানে তার আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-ঘনিষ্ঠদের সাথে করে ওয়াশিংটনে ফিরে আসি। বিল বিমানবন্দরে আমাদের নিতে আসে এবং আমাদের সাথে কবরস্থানে যায় যেখানে জন এফ কেনেডিকে সমাহিত করা হয়েছিলো। তার পাশেই জ্যাকিকে সমাহিত করা হয়।

১৯৯৪ সালের জুনের প্রথমদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নরম্যান্ডি আক্রমণের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আমরা ইংল্যান্ডে যাই। মহামান্য রাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয় আমাদের তার রাজকীয় প্রমোদতরী এইচ.এম.এস ব্রিটিনিয়ায় তাদের সাথে রাত কাটানোর আমন্ত্রণ জানান। রাজপরিবারকে অত্যন্ত কাছ থেকে জানার সুযোগ ঘটবে ভেবে পুলকিত হই। এক বছর আগে আল গোরের দেওয়া এক পার্টিতে প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বেশ আমুদে, কৌতুকপ্রিয় এবং নিজেকে নিয়েও তামাসা করেন। প্রিন্স ফিলিপ ও রাণীমাতা আমাদের সংবর্ধনা প্রদান করেন এবং পানীয় আপ্যায়ন করেন। রাণীমাতার সঙ্গে আমার সফর পরিচালক কেলি ফ্রেইগহেডকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাদের অবাক করে দিয়ে তিনি তাকেও প্রমোদতরীতে থাকতে এবং তার ও রাণীর তরুণ সামরিক সাহায্যকারীদের সাথে খেতে আমন্ত্রণ করেন। কেলি রাণীমাতাকে জানালো যে, সে এই আমন্ত্রণে আনন্দিত কিন্তু তাকে দেখতে হবে সে সময় সে ছুটি পাবে কিনা। কেলি আমার কেবিনে এসে জিজ্ঞেস করলো, সে কি করবে। আমি তাকে বললাম সে নিশ্চয়ই থাকবে। অন্য কেউ রাণী ও প্রিন্স ফিলিপের দেওয়া ডিনারে তার স্থান পুরণ করবে। সে ছুটে গিয়ে সামরিক সহয়তাকারী একজনকে জানাতে গেল যে, সে থাকবে। কিন্তু মন খারাপ করে ফিরে আসলো এ কথা জেনে যে তাকে ডিনারে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে হবে। তার কালো প্যান্টস্যুট এই ডিনারে চলবে না। আমি আমার সমস্ত জামা-কাপড় বের করলাম, কেলির জন্য রাণীমাতার ডিনারে যাওয়ার উপযুক্ত পোশাক বের করতে।

রাজকীয় নৈশভোজে আমি বসেছিলাম প্রিন্স ফিলিপ ও প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের মাঝখানে। টেবিলটি বেশ বড় যেখানে সমস্ত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং রাজা-রাণীরা বসেছিলেন। উঁচু মঞ্চে অবস্থিত আমাদের টেবিল থেকে বিশাল ঘরভর্তি মানুষের দিকে তাকাই। পাঁচশ'র বেশি অতিথি ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিজয় তথা ডি-ডে বার্ষিকী উদযাপন করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। মেজরের সাথে সহজে কথা বলা যায়। ওখানে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে তার সাথে কথা বলে আনন্দ পেয়েছি এবং তার কাছ থেকে শুনলাম তরুণ বয়সে নাইজেরিয়ায় কাজ করার সময় কিভাবে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন। মাসের পর মাস বিছানায় শায়িত ছিলেন এবং কি কষ্টকর ছিলো সে সময়।

বিলের পাশে বসেছিলেন রাণী, চক চকে হীরার মুকুট পরে। রাণী যখন বিলের সাথে কথা বলছিলেন, মাথা দোলাচ্ছিলেন ও বিলের কথায় হাসছিলেন তখন তার মাথার মুকুট থেকে হীরার আলো ঠিকরে পড়ছিলো। চেলসির বয়স যখন নয় বছর তাকে

www.pathagar.com

আমরা এক সংক্ষিপ্ত ছুটিতে লন্ডনে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার একমাত্র ইচ্ছা ছিলো রাণী ও প্রিন্সেস ডায়ানাকে দেখা। তখনকার সময় আমাদের সেই ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিলো না। তবে তাকে আমি রাজা-রাণীদের ইতিহাস সম্পর্কে এক প্রদর্শনীতে নিয়ে যাই। চেলসি প্রদর্শিত বিষয়গুলোর লেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে রাজাদের সম্পর্কে জানে। তার যখন দেখা শেষ হয় তখন সে আমাকে বললো, 'মাম্মি রাজা-রাণীদের জীবন খুব কষ্টকর।'

ডিনারের পরের দিন সকালে প্রিন্সেস ডায়ানার সাথে প্রথমবারের মত দেখা হলো ড্রামহেড সার্ভিসে– যেসব সেনারা যুদ্ধে নিবেদিত এবং যাদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাহার করা হবে না এবং শেষতক যারা লড়বে সেই 'দ্যা ফোর্সেস কমিটেড' সেনাদের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি রয়াল নেভীর মাঠে উদযাপিত হলো, যার চারদিকে বাগান আর এটা শেষ হয়েছে সমুদ্র উপকূল বরাবর। ডায়ানার তখনও চার্লসের সাথে ডিভোর্স হয়নি তবে তারা পৃথক জীবনযাপন করছিলেন। তিনি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন একা। আমি দেখছিলাম কিভাবে তিনি তার ভক্তদের অভিবাদন করছিলো। তার উপস্থিতি ছিল নজরকাড়ার মতো। অসাধারণ সুন্দরী, অভিব্যক্তি প্রকাশে তিনি চোখকে ব্যবহার করতেন। কাউকে স্বাগত জানাতে মাথা সামনে ঝুকাতেন এবং চোখ উপরে তুলতেন। যদিও তখন তার সাথে কথা বলার সময় খুব কম ছিলো; তবে তার সম্পর্কে জেনেছি এবং তাকে পছন্দ করি।

তিনি তার জীবনে কিছু ভাল কাজ করতে চেয়েছেন– এইডসের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি বা স্থলমাইন অপসারণ ছিল অতি সাম্প্রতিক। তিনি একজন নিবেদিত মা ছিলেন। যখনই দেখা হয়েছে, আমাদের আলোচনার বিষয় ছিলো আমাদের সন্তানদের নিয়ে। কিভাবে ওদের সবার কৌতুহল থেকে রক্ষা করে বড় করা যায়– এই বিষয়টি সব সময় প্রাধান্য পেতো।

সেদিন বিকেলে ব্রিটিনিয়া জাহাজে করে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে রওয়ানা দিলাম। সেখানে এক লম্বা জাহাজ বহরের সাথে যোগ দিলাম। পরে আমরা ফরাসি সমুদ্রতীরে ইউ.এস.এস জর্জ ওয়াশিংটন ক্যারিয়ার জাহাজে স্থানান্তরিত হলাম। এই প্রথম আমি জীবনে কোন ক্যারিয়ার জাহাজে চড়লাম। বিল তার বক্তৃতা লিখছিলো, আমি এই ফাঁকে জাহাজটি ঘুরে দেখি। এটি যেন একটি ভাসমান নগর, ছয় হাজার সেনা এখানে কর্মরত।

বিলের সামরিক বাহিনীর সাথে সম্পর্ক এখন ভালোর দিকে; যদিও শুরুটা ভাল ছিলো না; তাই তাকে ডি-ডে'র বক্তৃতা ভাল করে তৈরি করতে হয়। আমার মতো সেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো। আমরা মনে করতাম এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা ছিল ভুল এবং এখানে জয়লাভ করা যাবে না। বিল কলেজে থাকার সময় সিনেট ফরেন রিলেসন্স কমিটির সিনেটর ফুলব্রাইটের সাথে কাজ করার সময় যা জেনেছে সেসব এখন আমরা জানছি। যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমাদের অবস্থান, ভিয়েতনামে আমাদের মিত্রদের শক্তি, টোন ফিনের ঘটনা, সামরিক পরিকল্পনার সাফল্য, হতাহতের সংখ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়ে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করেছে।

বিল ১৯৯৪ সালে ভিয়েতনামের সাথে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং পরবর্তীতে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। ভিয়েতনাম সরকার নিখোঁজ মার্কিন সেনাদের সম্পর্কে সন্ধান ও খোঁজ-খবর দেওয়ার অঙ্গীকার করে। ১৯৭৫ সালে ইউ.এস.এ'র সেনারা ভিয়েতনাম ত্যাগ করার পর বিলই প্রথম প্রেসিডেন্ট যে ২০০০ সালে ভিয়েতনামের মাটিতে পা রাখে।

www.pathagar.com

অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে তার বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো তার নির্বাচনী ওয়াদা, গে ও লেসবিয়ানদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা। আমি আমার সাধারণ জ্ঞান থেকে বিশ্বাস করি যে সামরিক বাহিনী সেনাদের আচরণগত বিষয়ে শক্তভাবে তার নিয়ম-কানুন প্রয়োগ করবে কিন্তু তার যৌন অভ্যাসের বিষয়ে নয়।

মাত্র তিন বছর আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে সমকামী সৈনিকদের পাঠানো হয়েছিলো অথচ যুদ্ধশেষে তাদের সামরিক বাহিনী থেকে বাদ দেওয়া হলো। এটা যুক্তিহীন বলে আমার মনে হয়েছে।

বিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নরম্যান্ডিতে অংশগ্রহণকারী আমেরিকান যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে নরম্যান্ডিতে আমেরিকান সমাধিস্থলে বক্তৃতা করে।

'আমরা তোমাদের ত্যাগের সন্তান' সে বললো, 'এই সাহসী আমেরিকানরা গ্রেটবৃটেন, নরওয়ে, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক ও অন্যান্য দেশের প্রতিরোধ বাহিনীর এক সাথে নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের মধ্যে যে বন্ধনের সৃষ্টি করেছে- পঞ্চাশ বছর পরও এখনো তা টিকে আছে।'

এই ভ্রমণটি আমার জন্যও আবেগময় ছিলো। বিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাফল্য চাইতাম শুধুমাত্র এজন্য নয় যে, সে আমার স্বামী এবং তাকে আমি ভালবাসি বরং তার সাফল্য চেয়েছি এই কারণে যে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি এবং মনে করি বিংশশতাব্দীর শেষার্ধে সেই সঠিক ব্যক্তি যে এ দেশকে ঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবে।

www.pathagar.com

মধ্যবর্তী বিরতি

ইন পারফরম্যান্স কনসার্ট সিরিজের অংশ হিসেবে হোয়াইট হাউজে অনুষ্ঠিত এক কনসার্টে আর্থা ফ্রাঙ্কলিন জুনের এক অবিস্মরণীয় রাতে তাঁর সুরের মূর্ছনায় রোজ গার্ডেন মাতিয়ে তুলেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। সুর মূর্ছনায় মুগ্ধ অতিথি পরিবেষ্টিত টেবিলের মাঝ দিয়ে তিনি রাণীর মতো হাঁটছিলেন আর লু রলসের সাথে তাল মিলাচ্ছিলেন। তিনি এরপর তন্ময় হয়ে থাকা বিলের খুব কাছে গিয়ে গাইলেন, 'স্মাইল, হোয়াট্স দ্য ইউজ অফ ক্রাইং ...'।

দশদিন পরে রবার্ট ফিস্ক খুব দ্রুতগতিতে হোয়াইটওয়াটার তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। প্রথমত, হোয়াইট হাউজ অথবা ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেজারীর কেউই আরটিসি তদন্তকে প্রভাবিত করেনি। দ্বিতীয়ত, ফিস্ক এফবিআই এবং পার্ক পুলিশের সাথে একমত প্রকাশ করেন যে, ভিন্স ফস্টারের মৃত্যু ছিলো আত্মহত্যাজনিত। তিনি আরও যোগ করেন যে, তার আত্মহত্যা হোয়াইটওয়াটারের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়।

অনেক দক্ষিণপন্থী রিপাবলিকানদের হতাশ করে ফিস্ক তাঁর রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। কেউ কেউ ভিন্সের মৃত্যু নিয়ে জলঘোলা করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু ফিস্কের রিপোর্টে তার কোনো প্রতিফলন নেই। কিন্তু সিনেটর ফেয়ারক্লথ, ফিস্কের অপসারণ চাইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ফিস্ক যেদিন জনসমক্ষে তার রিপোর্ট প্রকাশ করেন, আমার স্বামী সেদিন অজান্তে কংগ্রেস প্রদত্ত ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল অ্যাক্ট রিনিওয়াল বিলে সই করে ফিস্কের অপসারণের পথকে সুগম করে তোলে। এটা ছিলো তার প্রতিশ্রুতি এবং সে তার কথা রক্ষা করে।

ফিস্কের প্রতি রিপাবলিকানদের তীব্র সমালোচনার মুখে আমি এই আইনে সইয়ের বিরুদ্ধে তর্ক করতে থাকলাম যতক্ষণ না তাঁর নিয়োগ এই বিলে সুস্পষ্ট করা হয়। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, বিচার বিভাগে রিপাবলিকান এবং তাদের সহযোগীরা; যার নেতৃত্বে ছিলেন চিফ জাস্টিস উইলিয়াম রেনকুইস্ট, এমন একটা উপায় বের করবেন যাতে ফিস্ককে অপসারণ করা যায়, কারণ সে পক্ষপাতহীন এবং তাঁর দ্রুত কাজ করার মানসিকতা ছিলো। আমি লয়েড কাটলারের সাথে আমার আশংকার ব্যাপারে কথা বললাম, যিনি হোয়াইট হাউস কাউন্সেল হিসেবে বারনি নুসবমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট কার্টারের কাউন্সেল এবং অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক নেতাদের উপদেষ্টা ছিলেন। আমেরিকার অন্যতম প্রেস্টিজিয়াস ল'ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমি যখন তাঁকে আমার আশঙ্কার কথা জানালাম, তিনি আমাকে আশঙ্কামুক্ত থাকতে

www.pathagar.com

বললেন। লয়েড ছিলেন একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক এবং তিনি এরকম বিষয় নিয়ে অনেক কাজ করেছেন।

নতুন কার্যকরী আইন অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্টের চিফ জাস্টিস কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন ফেডারেল বিচারক নিয়ে গঠিত প্যানেল "স্পেশাল ডিভিশন" ইন্ডিপেনডেন্ট কাউন্সেল গঠন করবে। রেনকুইস্ট নর্থ ক্যারোলিনার অতিরক্ষণশীল রিপাবলিকান ডেভিড সেন্টেলকে স্পেশাল ডিভিশনের প্রধান নিযুক্ত করলেন।

সংবাদভাষ্য মতে, মধ্য জুলাইয়ে বিচারক সেন্টেল ফেয়ারক্লথ এবং সিনেটর জেসি হেলম্‌স্ (বিলের আরেকজন কট্টরপন্থী সমালোচক) একসাথে লাঞ্চে মিলিত হয়েছিলেন। এটা একটা দৈব ঘটনা হতে পারে। সেন্টেল দাবি করলেন যে তাঁরা ছিলেন তার পুরোনো বন্ধু এবং তাঁরা প্রষ্টেট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কিন্তু লাঞ্চের কয়েক সপ্তাহ পরে আগষ্টের ৫ তারিখে স্পেশাল ডিভিশন একজন নতুন ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল নিয়োগ করার ঘোষণা করেন। রবার্ট ফিস্ক বাদ পড়লেন এবং কেনেথ স্টার তার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

আটচল্লিশ বছর বয়স্ক কেনেথ স্টার ছিলেন রিপাবলিকানদের ঘরের লোক। তিনি ছিলেন আপিল কোর্টের সাবেক বিচারক, যিনি প্রথম বুশ প্রশাসনের সলিসিটর জেনারেল হওয়ার জন্য তার পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি কার্কল্যান্ড অ্যান্ড এ্যালিস-এর অংশীদার ছিলেন, যে ল' ফার্মটি তামাক কোম্পানি রক্ষার লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলো। স্টার ছিলেন কট্টরপন্থী রক্ষণশীল ঠিক ফিস্কের বিপরীত। তিনি কখনো প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করেননি। তিনি পলা জোন্সের মামলার জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। টিভি পর্দায় উপস্থিত হয়ে তিনি জোন্সের অধিকার আদায়ে প্রেসিডেন্টের কাছে মামলা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার আর্জি জানিয়েছিলেন। তিনি জোন্সের পক্ষে রায় দেয়ার জন্য কোর্টে তার এক বন্ধুকেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এসব স্বার্থান্বেষী ঘটনার প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমেরিকান বার এ্যাসোসিয়েশনের পাঁচজন সাবেক প্রেসিডেন্ট স্টারকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল থেকে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য স্পেশাল ডিভিশনের প্যানেলভুক্ত তিনজন বিচারকের বিষয়েও তারা প্রশ্ন রেখেছিলেন।

স্টারের নিয়োগ হোয়াইটওয়াটার ইনভেস্টিগেশনের গতিকে দারুণভাবে কমিয়ে দিলো। ফিস্কের বেশীর ভাগ স্টাফ স্টারের সাথে কাজ করার পরিবর্তে পদত্যাগ করলো। দায়িত্ব পালন করার সময় ফিস্ক যেমন ল'প্রাকটিসে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন, স্টার তা করেননি, যার ফলে ইনভেস্টিগেশনে তার দায়িত্ব হয়ে গেল পার্টটাইমভিত্তিক। ক্রিমিনাল ল' সম্বন্ধে স্টারের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। তাই কাজের মাধ্যমে শিখছিলেন। ফিস্ক ১৯৯৪ সাল শেষ হবার পূর্বেই ইনভেস্টিগেশন শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্টারের শুরুটা দেখে মনে হচ্ছিলো। তিনি ১৯৯৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত ইস্যুটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান।

এই ধরনের স্বার্থান্বেষী বিবাদ এবং প্রাথমিক হুমকির চিহ্ন থেকে এটা প্রতীয়মান যে, ইন্ডিপেনডেন্ট ইনভেস্টিগেশন অব্যাহত রাখতে স্টারকে ফিস্কের স্থলাভিষিক্ত করা হয়নি বরং তা করা হয়েছে অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। আমি তখনই বুঝতে পারলাম আমরা ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছি। আমি আরো বুঝতে পারলাম যে এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই। আমাকে আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং ভালো কিছুর আশা করতে হবে।

www.pathagar.com

পার্টিজান পলিটিক্স ওয়াশিংটনে নতুন কিছু নয়। কিন্তু এটি ছিলো ব্যক্তিগত ধ্বংসাত্মক রাজনীতি। নগ্নতা, নীচু ধ্যান-ধারণার প্রচার ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দিচ্ছে- দেশের জন্য যা খুবই খারাপ ও হতাশাব্যাঞ্জক।

সমস্ত বসন্ত ও গ্রীষ্মজুড়ে ডানপন্থী রেডিওগুলো শ্রোতাদেরকে হোয়াইটওয়াটার সম্পর্কে ওয়াশিংটনের খবরগুলোকে এমনভাবে প্রচার করছিলো যে তাদের মনে এ ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার হয়। রাস লিমবাগ তাঁর ২০ মিলিয়ন শ্রোতাদেরকে অনবরত বলে যেতে লাগলেন যে 'হোয়াইটওয়াটার' হেলথ কেয়ার সংস্কারের সাথে জড়িত এবং অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম যে, হ্যাঁ, এটা ছিলো তাই। ফিস্কের রিপোর্ট হোয়াইটওয়াটার ইনভেস্টিগেশনের অগ্রযাত্রাকে যেকোনো উপায়ে এর ব্যাহত করা হচ্ছিলো। লিমবাগ এবং অন্যান্যরা হেলথ সিকিউরিটি অ্যাক্টের কোনো অংশ অথবা ডেমোক্র্যাটদের উত্থাপিত অন্যকোন পলিসি সম্পর্কে কদাচিৎ সমালোচনা করতেন। কেউ যদি ১৯৯৪ সালের রেডিওতে প্রচারিত সব কথা বিশ্বাস করতো। তবে সে ভাবত প্রেসিডেন্ট একজন কম্যুনিষ্ট, ফাস্ট লেডী একজন খুনী এবং তারা একসাথে এমন একটা ষড়যন্ত্র করছে যে তারা তোমার বন্দুক কেড়ে নেবে এবং সোশালিষ্ট হেলথ কেয়ার সিস্টেমের জন্য তোমার পারিবারিক ডাক্তারকে বর্জন করতে চাপ প্রয়োগ করবে।

জুলাই এর শেষ দিকে এক বিকেলে, হেলথ সিকিউরিটি প্রচারণা করতে আমি সিয়াটল শহরে প্রবেশ করলাম। ষাট সালের প্রথম দিকে অভিন্নতা ও একতার আহ্বান জানিয়ে ফ্রিডম রাইডাররা সমগ্র দক্ষিণে যে বাস ভ্রমণ করেছিলো, আমি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হেলথ রিফর্ম সমর্থকদের নিয়ে ১৯৯৪ সালের গ্রীষ্মে সারাদেশে বাস ভ্রমণের আয়োজন করি। উদ্দেশ্য ছিলো তৃণমূল পর্যায়ে হেলথ কেয়ার প্লান ছড়িয়ে দেয়া এবং পশ্চিম তীর থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত জনতাকে প্রভাবিত করা- যাতে বিলটির প্রতি তাদের সমর্থন রয়েছে; একথা যেন কংগ্রেস বুঝতে পারে।

আমরা ওরিগনের পোর্টল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, যেখানে আমরা রাইডারদের প্রথম দলটি পাঠিয়েছিলাম। এটা ছিলো চমৎকার একটা বিষয়, যদিও সেখানে রেকর্ড পরিমাণ গরম পড়ছিলো এবং তাদের চারপাশেই বিরোধীরা তাদের শ্লোগান অব্যাহত রাখছিলো। একটি ব্যানার বহন করছিলো তাতে লেখা ছিলো "অসত্য প্রচারণা থেকে সতর্ক থাকুন।" এটা কোনো সস্তা চমক ছিলো না।

পুরো সপ্তাহজুড়ে স্থানীয় ও জাতীয় বেতারগুলো বিরোধীদেরকে উত্তেজিত করছিলো। তাদের মধ্যে একটি-তাদের শ্রোতাদেরকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করলো। 'হিলারিকে দেখিয়ে দাও'। এই আহ্বান ছিলো শত শত কট্টরপন্থী ও অস্ত্রবাজদের প্রতি, মিলিশিয়া সমর্থকদের প্রতি, কর বিরোধীদের প্রতি, ক্লিনিক অবরুদ্ধকারীদের প্রতি। সিয়াটলে আমার বক্তৃতা শুনতে আশা ৪৫০০ জন শ্রোতার মধ্যে অন্তত: অর্ধেক ছিলো বিরোধীদলীয়।

সিক্রেট সার্ভিস আমাকে সতর্ক করে বললো যে, আমার বিপদ হতে পারে। সেবারই প্রথম আমি বুলেট প্রুফ পোশাক পরতে রাজী হয়েছিলাম। আমি সেই পরিস্থিতিতেই আমার সাথে সিকিউরিটিদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। সিক্রেট সার্ভিসের পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে কথাবার্তা হতো। মাঝে মাঝে মনে হতো তারা আমার পরিবার বা কোনো ঘনিষ্ট বন্ধুর চেয়েও আমার সম্বন্ধে

www.pathagar.com

বেশী জানে। তারা আগেই আমাকে কোনো কোনো জায়গা এড়িয়ে যেতে বলত অথবা নিরাপদ পোশাক পরতে বলতো। তখনই সর্বপ্রথম আমি তাদের সতর্কতায় মনোযোগ দিয়েছিলাম। এটা ছিলো সেই সময়, যখন আমি শারীরিক আক্রমণের আশঙ্কা করছিলাম। সভা চলার সময় বিরোধীদের চিৎকারে আমি খুব কমই আমার নিজের গলা শুনতে পেতাম। বক্তৃতা শেষ হবার পর আমরা যখন স্টেজ থেকে নেমে 'লিমুজিনে' উঠলাম তখন শত শত বিরোধী মৌমাছির ঝাঁকের মতো আমাদের গাড়িটি ঘিরে ফেললো। গাড়ির ভিতর থেকে আমি যেসব মুখ দেখছিলাম তাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে। আমি কখনো তাদের চোখের ভাষা এবং বাঁকানো মুখের কথা ভুলতে পারবো না। যখন তারা চিৎকার করছিলো, সিক্রেট এজেন্টরা তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়। সিক্রেট সার্ভিস সেদিন বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিলো এবং জনতার মধ্যে লুকানো দু'টি বন্দুক ও একটি ছুরি উদ্ধার করেছিলো।

এটা কোনো স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিবাদ ছিলো না। সাংবাদিক ডেভিড ব্রোডার এবং হেইন্স জনসনের মতে এটা ছিলো আমাদের হেলথ কেয়ার রিফর্ম প্রচারণা বিঘ্নিত করা এবং আমাদের বক্তব্যকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সংঘবদ্ধ অপচেষ্টার একটি অংশমাত্র। এই প্রতিবাদ কর্মকান্ডকে সরাসরি মদদ দিচ্ছিলো একটি রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী গ্রুপ- সিটিজেন্স ফর এ সাউন্ড ইকোনোমি (সিএসই)। রিপোর্টাররা পরে এদের মূল উদ্দেশ্য উন্মোচন করে যে, সিএসই নিউট গিনগ্রিচের ওয়াশিংটন অফিসের সহযোগী হয়ে কাজ করছে। ব্রোডার এবং জনসন 'দ্য সিষ্টেম' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন যে, এই গ্রুপের পিছনে একজন লোক টাকা ঢালছিলেন, তিনি হলেন ডানপন্থী বিলিয়নিয়ার রিচার্ড মেলন স্কেইফ। আরকানসাস প্রজেক্টেও তার অর্থায়ন ছিলো।

বাস যাত্রা শেষ হওয়ার পর ওয়াশিংটনে ফিরে কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের সাথে রিফর্মের বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। রোড আইল্যান্ডের সিনেটর জন চ্যাফির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিলো, তার নৈতিক অবস্থান এবং শালীন ব্যবহারের জন্য। তিনি ছিলেন রিফর্মের প্রথম দিকের একজন সমর্থক এবং ইউনিভার্সেল কাভারেজের প্রতিও তার সমর্থন ছিলো। সিনেটর চ্যাফি এ ব্যাপারে তার গঠনমূলক প্রস্তাব নিয়ে তার রিপাবলিকান সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেছিলেন এবং আশা করছিলেন যে আমাদের প্লানের সাথে তার প্লান একীভূত করে তিনি বিলটি পাশ করাতে যথেষ্ট পরিমাণ দলীয় সমর্থন সংগ্রহ করতে পারবেন। চ্যাফি তার এই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা দ্বারা রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে দূরত্ব কমাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সংস্কার নিয়ে তার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো। যতক্ষণ না তিনি রিফর্ম নিয়ে সংগ্রামরত একমাত্র রিপাবলিকানে পরিণত হয়েছিলেন তার আগ পর্যন্ত তিনি রিফর্ম নিয়ে লড়াই করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিও সরে দাঁড়ালেন। রিপাবিলকানদের একজনেরও সমর্থন না পাওয়ায় হেলথ কেয়ার রিফর্মের অবস্থা হয়েছিলো রোগীকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টার মতো।

আমরা রিপাবলিকানদের সাথে কিছু কিছু বিষয়ে সমঝোতার জন্য শেষ চেষ্টা করেছিলাম। সিনেটর কেনেডি চ্যাফিকে আবারও অনুরোধ করে ব্যর্থ হলেন, হোয়াইট হাউজে এক উত্তপ্ত মিটিং-এ বিলের উপদেষ্টারা বিলকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে রিপাবলিকানরা কিভাবে সংস্কার কর্মসূচিকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করছে তা বর্ণনা করা উচিত বলে অভিমত দিলেন। তিনি একটি সাধারণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সাথে কথা

www.pathagar.com

বলতে পারেন এবং ডোল, গিনগ্রিচ এবং অন্যান্যদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন– কেন তারা আলোচনায় বসতে ইচ্ছুক নয়। তার এই আহ্বান তার কাজ সম্পন্ন করতে কংগ্রেসের প্রতি প্রেসিডেন্সিয়াল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আরেক দল বললো যে, বিলটিকে কোনো আলো বাতাস দেখার পূর্বে হত্যা করা হলো বিচক্ষণতার পরিচয়। তারা ভাবছিলেন নির্বাচনকে সামনে রেখে আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই এবং আশঙ্কা করছিলেন, এ বিষয়ে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য তার রাজনৈতিক ব্যর্থতার দিকেই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আমি ভাবছিলাম দেশবাসী দেখুক প্রেসিডেন্ট লড়াই করছেন। এমনকি সে যদি ব্যর্থও হয়; তাহলেও সিনেট নির্বাচনে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। ফিনান্স কমিটির সমঝোতা প্রস্তাব কমিটির ভোটে বাতিল হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা হিসেবে সিনেটর মিশেল এটাকে সরাসরি হাউজে উপস্থাপন করতে পারতেন। যদিও এই কৌশল নিলে রিপাবলিকানদের কেউ আইনটি পাস করাতে বাধা দেবে বলে আমাদের কেউ কেউ ভাবছিলেন। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এটা আমাদের পক্ষেও আসতে পারে। কংগ্রেসের সদস্যরা নভেম্বরের নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের নির্বাচনী এলাকার প্রতি আরও দায়িত্বশীল হবেন। যার ফলে ডেমোক্র্যাটদের খুব খারাপ অবস্থায় পড়ার সুযোগ থাকবে না। কেননা, রিপাবলিকানদেরও সংস্কারের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার সুযোগ থাকবে না এবং ডেমোক্র্যাটদেরকেও নতুন আইন পাসে ব্যর্থ হতে হবে না। রক্ষণশীল কৌশলটিই গ্রহণযোগ্য হলো এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়টি কোনো সাড়াশব্দ ছাড়াই অতল গহ্বরে মিলিয়ে গেলো। আমি এখনও মনে করি সেটা ভুল ছিলো। শেষবারের মতো চেষ্টা না করে বিষয়টি থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে ডেমোক্র্যাটরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যার ফলে বিরোধীরা আবার ইতিহাস রচনার সুযোগ পেলো।

বিশ মাস পরে আমরা পরাজয় মেনে নিলাম। আমরা জানতাম যে, বিরাট সংখ্যক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং পেশাজীবিদের মধ্যে এ বিষয়ে আমরা বিভাজন সৃষ্টি করেছি। আমাদের কিছু আইনপ্রণেতা সহযোগীদের মধ্যেও বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা বিপুলসংখ্যক আমেরিকানদের প্রভাবিত করতে পারিনি, যারা স্বাস্থ্য বীমা ভোগ করেছে এবং তারা সুবিধা বঞ্চিত আমেরিকানদের জন্য তাদের সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করবেন। আমরা তাদেরকে আরো অনুপ্রাণিত করতে পারিনি যে, সংস্কার কর্মসূচি তাদেরকে বীমা সুবিধা নিশ্চিত করবে এবং ভবিষ্যতে তাদের স্বাস্থ্যসেবা আরো সহজলভ্য করবে।

বিল এবং আমি হতাশায় নিমজ্জিত হলাম। আমি জানতাম আমাদের ব্যর্থতায় আমার ব্যর্থতা আছে। এর কারণ হলো আমার ভুল পদক্ষেপ এবং ফার্স্ট লেডী হিসেবে পলিসি মিশনের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অবমূল্যায়ন করা। ইরা'র জন্যও আমার খারাপ লাগছিলো। সে বিপুল সমালোচনার স্বীকার হয়েছিলো– যেগুলো ছিলো খুবই বিশ্রী এবং অপ্রত্যাশিত। বিল তার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করলেন এবং ই-কমার্স সংক্রান্ত প্রশাসনিক ওয়ার্কিং গ্রুপ পরিচালনা করতে বললেন। ইলেকট্রনিক ই-কমার্স উৎসাহিত করার জন্য সরকারের পদক্ষেপকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইরা অসাধারণ অবদান রাখলেন এবং শীঘ্রই ব্যবসায়ী মহলে তার অন্তর্দৃষ্টির জন্য তাকে 'ইন্টারনেট সম্রাট' উপাধি দেয়া হয়। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় ভুলটি ছিলো অনেক বেশী দ্রুত করার চেষ্টা করা।

www.pathagar.com

আমি এখনো বিশ্বাস করি আমরা সঠিক পথে চেষ্টা করছিলাম। ১৯৯০ এর দশকে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক চিকিৎসা সেবা ও ওষুধের দাম বৃদ্ধি প্রতিরোধে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সালে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছিলোম; যার জন্য কিছু অর্থনীতিবিদ এটাকে 'হিলারি ফ্যাক্টর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলো। এজন্য সিনেটর কেনেডি এবং আরকানসাসের রিপাবলিকান সিনেটর ন্যান্সি কাসেমের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাই। দেশ এখন শ্রমিকদের এই আইনী চিশ্চয়তা দিচ্ছে যে তারা চাকরি বদল করলেও আর ইনস্যুরেন্স সুবিধা হারাবে না। আমি গঠনে কেনেডির পেছনে থেকে কাজ করেছিলাম যেটা ২০০৩ সালের মধ্যে ৫ মিলিয়ন শিশুকে কাভারেজ দিয়েছিলো, যাদের কর্মরত পিতা-মাতা মেডিকেইড বিষয়ে প্রাইভেট ইনস্যুরেন্স পেতে অক্ষম। ১৯৬৫ সালে চিকিৎসা সহায়তা পথ ধরে শিশু স্বাস্থ্য বীমা সবচেয়ে বেশী চিকিৎসা সহায়তা দিতে শুরু করে এবং এটা বার বছরের মধ্যে প্রথমবারের মত হেলথ বীমা বঞ্চিত আমেরিকানদের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করলো।

যে কাজগুলোতে আমার সম্পৃক্ততা ছিলো-সন্তান জন্মদানের পর চব্বিশ ঘন্টারও অধিক সময় হাসপাতালে থাকার অনুমোদন সংক্রান্ত আইন, ম্যামোগ্রাফি ও প্রোস্টেট স্ক্রীনিং, ডায়াবেটিস নিয়ে গবেষণা বৃদ্ধি এবং শিশুদের টিকা সম্প্রসারণ, যাতে বার বছরের মধ্যে নব্বই ভাগ শিশু প্রথম বারের মত শিশুদের ভয়ঙ্কর রোগগুলো থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। বিল একের পর এক বিলে সই করতে লাগলো।

বিল তামাক কোম্পানিগুলো সম্পর্কে এবং এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে দেশে এবং বাইরে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাতে লাগলো। সে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার তালিকাভূক্ত পঁচাশি ভাগ আমেরিকান ও তাদের সন্তানদের যারা চিকিৎসা সহায়তা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতাভুক্ত তাদের অধিকার বৃদ্ধিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রাধিকার খাটাতে লাগলো। এই কাজগুলোর কোনোটিই স্বাস্থ্য নিরাপত্তা আইন অনুসারে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেনি। কিন্তু সম্মিলিতভাবে এই স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনার ছোট ছোট সংস্কার অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছিলো।

অন্যদিকে আমার ধারণা সমগ্র ব্যবস্থার পুনর্গঠনে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ২০০২ সালে আবার অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলো, ফলে স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সম্পর্কিত সেবাখাতের জন্য সঞ্চয়ে ভাটা পড়ল। স্বাস্থ্য সহায়তা বীমার দাম আবার বেড়ে গেলো। বীমা বঞ্চিতদের সংখ্যা বেড়ে গেলো এবং মেডিকেয়ারের সুবিধাপ্রাপ্ত লোকেরা 'প্রেসক্রিপশন ড্রাগ কাভারেজ' পাচ্ছিলো না। হ্যারি ও লুইসের প্রচারণায় যারা অর্থায়ন করেছিলো, তারা হয়ত এবার সবচেয়ে খুশি হয়ে থাকবে। কিন্তু আমেরিকানরা খুশি ছিলো না। একদিন আমরা পুরো ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু আকার দিতে পারব। আর যখন সেটা পারব, সেটা হবে পঞ্চাশ বছর ধরে হ্যারি ট্রুম্যান, রিচার্ড নিক্সন, জিমি কার্টার, বিল এবং আমার প্রচেষ্টার ফল। হ্যাঁ, আমি খুশি যে আমরা এখনও চেষ্টা করছি।

১৯৯৪ সালের মধ্যবর্তী কংগ্রেসনাল নির্বাচনে ব্যালটে বিলের নাম থাকবে না কিন্তু আমরা উভয়েই জানি তার প্রেসিডেন্সি নির্বাচনী হিসাব-নিকাশের একটা অংশ হবে এবং স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ফলাফরের উপর প্রভাব ফেলবে। অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো যে আমেরিকান রাজনীতিতে একটা প্রবণতা চলে আসছে, যে পার্টি হোয়াইট হাউজ নিয়ন্ত্রণ করে তারা সাধারণত মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসে আসন হারায়। এটা

www.pathagar.com

ভোটারদের একটা বদ্ধমূল চিন্তার প্রতিফলন যে তারা ওয়াশিংটনে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে চায়– প্রেসিডেন্টকে কখনও এমন কর্তৃত্ব দেয়া উচিত নয়– যাতে তিনি রাজার মতো আচরণ করতে পারেন। এ জন্য একটা উপায় হলো কংগ্রেসে তার সমর্থন কমানো। অর্থনৈতিক মন্দা বা অন্য কোনো কারণ যখন প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা হ্রাস করে তখন মধ্যবর্তী ক্ষতি আরও বেড়ে যায়।

আমেরিকার রাজনীতিতে প্রার্থী এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ জনমত জরিপের উপর নির্ভর করে, কিন্তু এ কথা অনেকেই স্বীকার করে না। কেননা তারা ভয় পায় যে গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করার দায়ে জনগণ তাদের অভিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু জনমত জরিপ কখনই কোনো পলিসি গ্রহণে বা সিদ্ধান্ত নিতে রাজনৈতিকদের প্রভাবিত করতে পারে না, তা শুধু বিভিন্ন পলিসি গ্রহণে একটি দিক নির্দেশনা দিতে পারে মাত্র। ডাক্তাররা যেমন স্টেথিস্কোপের মাধ্যমে হৃদস্পন্দন অনুভব করেন, তেমনি রাজনীতিকরাও জনমত জরিপের মাধ্যমে ভোটারদের মতামত শোনেন। প্রচারাভিযানের সময় জনমত জরিপ প্রার্থীদের সামর্থ্য ও দুর্বলতা নির্ধারণে সহায়তা করে। একবার যখন নির্বাচিতরা তাদের কার্যালয়ে বসেন, তারা জরিপের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হন। পরিসংখ্যান, মনোবিজ্ঞান ও আলকেমির সমন্বয়ে সবচেয়ে ভাল জরিপ পরিচালিত হতে পারে। ভোটারদের প্রতিনিধিদের সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসাই তাদের থেকে উত্তর পাওয়ার সঠিক উপায়।

যেহেতু আমরা নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছিলাম, তখন বিলের রাজনৈতিক উপদেষ্টাগণ আমাদেরকে নিশ্চিত করেন যে ডেমোক্র্যাটরা তুলনামূলক ভালো অবস্থানে আছে। কয়েক সপ্তাহ পর আমি যখন ডেমোক্র্যাট সদস্যদের জন্য নির্বাচনী প্রচারণায় দেশব্যাপী ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আমি জনগণের অনুভূতির সঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচনী কৌশলগুলোকে মেলাতে পারছিলাম না। আমি সন্দেহ করছিলাম ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা ভালো অবস্থায় নেই। কারণ, আমেরিকার রাজনীতিতে বিরোধী পক্ষের চলমান কট্টরপন্থী মনোভাব আমাদের সমর্থকদের নৈতিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় তথ্য হচ্ছে ভোটারদের মনের অবস্থাটা জানার চেষ্টা করা। অধিকাংশ ভোটার বলতে পারে যে তারা অস্ত্র নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করে কিন্তু তারা সংখ্যালঘু ভোটারদের মত এতটা হতাশ নয়, যারা যেকোন প্রকার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিরোধিতা করে। ব্যাপক সংখ্যক ভোটার প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষেও থাকতে পারে, এটা নির্ভর করবে ভোটারদের শ্রমের মজুরীর ব্যাপারে প্রার্থীর অবস্থানের উপর। অধিকাংশ ভোটার অন্যান্য বিষয়কে অতটা গুরুত্ব সহকারে দেখে না অথবা মোটেই ভোট দেয় না। আমি জানতাম প্রশাসনিক সংস্কার চেতনার বিষয়টি একটি ইস্যু তৈরি করতে পারে। অধিকাংশ রিপাবলিকান ভোটাররা ঘাটতি কমানোর জন্য বেশী অর্থ উপার্জনকারীর উপর কর বৃদ্ধি, ব্যাডি বিল এবং অ্যাসল্ট অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ যা ১৯৯৪ সালে পাশ করা হয়েছিলো এবং ১৯ প্রকারের অত্যাধুনিক বিপজ্জক অস্ত্র তৈরী, বিক্রি এবং প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। জাতীয় রাইফেল সমিতি, ধর্মীয় অধিকার এবং এন্টি-ট্যাক্স প্রবক্তারা এই ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলো।

আমি আরও জানতাম যে, কিছুসংখ্যক ডেমোক্র্যাট সমর্থক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংস্কারের ব্যর্থতা অথবা নাফটা-তে প্রশাসনের সাফল্যজনক প্রবেশের কারণে তারা

www.pathagar.com

নিজেদেরকে প্রতারিত ভাবছিলো। এবং এটা আমাদের প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের সকল দিক ও ডেমোক্র্যাট নেতৃবৃন্দের সফলতাকেও ম্লান করে দেয়। ভোটের জন্য ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে কোনো ব্যস্ততা দেখা গেলো না। নিরপেক্ষ এবং ভাসমান ভোটারদের নিকট অর্থনীতির উন্নয়ন অথবা সুদের হার কমানোর সুফল ও কাজের সংস্থান-এর সাফল্যগুলো তুলে ধরার সময় তখনও হয়নি।

অক্টোবরে আমি ডিক মরিসকে ডাকলাম আমাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে বাইরের মতামত জানার জন্য। বিল এবং আমি মরিসকে একজন দক্ষ নির্বাচনী কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচনা করতাম। তিনি একজন মেধাবী কৌশলি। তিনি এলেন, কিন্তু অনেক দাবী নিয়ে। প্রথম কথা হচ্ছে, কোনো বিষয়ের দুই দিকের কোনো দিকেই তার কাজ করার ব্যাপারে কোনো বিবেক যন্ত্রণা ছিলো না এবং সব ইস্যুতেই তিনি কাজ করতে অভ্যস্ত। যদিও তিনি বিলকে পাঁচটি আসন থেকে জিতে আসতে সহায়তা করেছেন। তারপরও তিনি কট্টরপন্থী রিপাবলিকান সিনেটর মিসিসিপি'র ট্রেন্ট লট এবং নর্থ ক্যারোলিনার জেসি হেলমসকে সাহায্য করেছেন। মরিস-এর দক্ষতা ছিলো ভাসমান ভোটারদের চিহ্নিত করতে পারা, যারা দুই দলের কোনোটিকে সমর্থন দেবে সে বিষয়ে দোদুল্যমান। অনেক সময় তার উপদেশ ছিলো অফ দ্য ওয়ালের মতো, আপনার ভিতরের প্রয়োজনীয় ভাবনাগুলো তিনি চালুনি দিয়ে ছাঁকতে পারবেন। তার জনগণকে সজারুর কাঁটা দিয়ে বিদ্ধ করার ক্ষমতা ছিলো। শুধু তাই নয়, আমার ধারণা ছিলো মরিসের ব্যাখ্যা উপদেশমূলক হবে। যদি আমরা তাকে সতর্কভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। জনগণ এবং রাজনীতি সম্পর্কে তার বুদ্ধির ঝুড়ি বিলের জীবনে একটি বড় সম্বল ছিলো। যেখানে বিল প্রতিটি মেঘে একটি রূপালি দাগ দেখতে পেতো, সেখানে মরিস প্রচন্ড ঝড়ের পূর্বাভাস দেখতেন।

১৯৭৮ সালের শুরু থেকে মরিস বিলের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার কাজ করেছিলেন শুধুমাত্র একটি বাদে, ১৯৮০ সালে যে নির্বাচনটিতে বিল হেরেছিলো। কিন্তু ১৯৯১ সালে মরিস ও আরো কয়েকজন রিপাবলিকান প্রার্থীর জন্য কাজ করে, তাই ডেমোক্র্যাটদের কেউ তাকে পছন্দ বা বিশ্বাস করতো না। বিলের উপদেষ্টাগণ বিলকে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনী প্রচারণায় মরিসকে ব্যবহার না করার জন্য বোঝালেন। আমি তাকে ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে ফোন করি।

আমি বললাম 'ডিক, এই নির্বাচনটা আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে না।' আমি তাকে বললাম যে আমি পজিটিভ নির্বাচনে বিশ্বাস করিনি, এবং তার কাছে জানতে চাইলাম, 'যদি বিল আপনাকে ডাকেন, আপনি কি বিলকে সাহায্য করবেন?'

মরিস বললেন, 'হিলারি, আমার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা একেবারেই আমি পছন্দ করি না।' তিনি নিউইয়র্ক উচ্চারণে দ্রুত কথাগুলো বললেন।

'আমি জানি, ডিক। কিন্তু জনগণ আপনাকে সমস্যা মনে করে।' আমি তাকে নিশ্চয়তা দিলাম যে, তিনি শুধু বিল এবং আমার সঙ্গে কথা বলবেন এবং আমরা ভোটারদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছিলাম, যা ডেমোক্র্যাটরা করতে চেয়েছিলো। মরিস এই আর আপত্তি করতে পারলেন না। তিনি শান্তভাবে জাতীয় মনোভাব বোঝার জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করলেন এবং তার নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন যা করতে তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও বিল যে বড় অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলো যেমন ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসা, হাজার হাজার লোকের

www.pathagar.com

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সফল হওয়া, কিন্তু তারপরও জনগণ বিশ্বাস করতে পারছিলো না। অনেক লোক ছিলো যারা ডেমোক্র্যাটদের এই সব প্রাপ্য কৃতিত্ব দিতে চাচ্ছিলো না। মরিস আমাদের বললেন, দল একটি দারুণ সমস্যায় আছে। তিনি পরামর্শ দেন যাতে ডেমোক্র্যাটরা ব্যাডি বিল, পারিবারিক ছুটি এবং আমেরিকোর-এর মতো বিষয়গুলোতে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যুক্তি দেখান যে, এসব করলে হয়তো ভোটারদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে পারে। যেসব কাজ চলছিলো সেসবের পরিবর্তে ডেমোক্র্যাটরা তাদের সম্পাদিত কাজগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে পারে। বিল রাজী হয় এবং সে কংগ্রেসের নেতাদের এসব বিষয়গুলো মেনে চলার জন্য রাজী করায় যে, তারা অনেক কিছু করেছে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে বিল এবং আমি মধ্যবর্তী নির্বাচন বিষয় থেকে নিজেদের বিরত রাখি এবং আমরা মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাই, যেখানে বিল ইসরাইল-জর্ডান শান্তি চুক্তিতে উপস্থিত থাকে। আমি আমার ৪৭তম জন্মদিন উদযাপন করি তিনটি ভিন্ন দেশ- মিশর, জর্ডান এবং ইসরাইলে। অক্টোবরের ২৬ তারিখ সকালের আলোয় আমি গির্জার পিরামিড দেখি এবং যখন বিল মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক ও ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সাক্ষাৎ করে তখন প্রেসিডেন্ট মোবারকের স্ত্রী, সুজানা একটি জন্মদিনের পার্টির আয়োজন করে। জন্মদিনের কেকটি ডাইনিং টেবিলের উপর থেকে দেখতে স্ফিংকস-এর (মিশরের পিরামিড সংলগ্ন বিরাট পাথরের মূর্তি, এর দেহ সিংহের মতো মাথা মানুষের মতো) মতো মনে হয়েছিলো।

হোসনী মোবারক এবং সুজানা মোবারক ছিলেন বেশ উচ্ছাসিত দম্পতি। সুজানার সমাজবিজ্ঞানের উপর মাস্টার্স ডিগ্রি ছিলো এবং মিশরের নারী ও শিশুদের শিক্ষা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নের ব্যাপারে তার অনেক পরিশ্রম ছিলো, তা সত্ত্বেও বিরোধী ইসলামী মৌলবাদীদের নিকট থেকে তার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। মোবারকের আদব-কায়দা ও চেহারা ছিলো প্রাচীন ফারাওদের মতো এবং এখনও তাকে তাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তিনি ১৯৮১ সালে আনোয়ার সা'দাতের হত্যার পর থেকে ক্ষমতায় আছেন। এই সময়ে তিনি মিশরকে শাসন করার চেষ্টা করছেন। যখন মুসলিম চরমপন্থীরা তাকে কয়েকবার হত্যা চেষ্টা করেছে এবং তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করেছেন, আমার দেখা অন্যান্য আরব নেতার মতো তিনি দেশ শাসন করার সময় পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষিত ও আরবীয় সংস্কৃতি লালনকারী রক্ষণশীলদের মধ্যকার উত্তেজনা প্রশমন করার চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্যমুখীরা দেশকে আধুনিককরণের কথা বলে এবং রক্ষণশীলরা গতানুগতিক জীবনযাত্রার কথা বলে। ঝুলন্ত দড়ির উপর দিয়ে হেঁটেও তিনি এখনো জীবিত এবং প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যাচ্ছেন। মোবারক সম্পর্কে সমালোচনা হচ্ছে তিনি অতিমাত্রায় স্বৈরাচারী।

আমরা জর্ডান এবং ইসরাইলের মধ্যকার শান্তি চুক্তির জন্য কায়রো থেকে জর্ডানের গ্রেট ভ্যালিতে যাত্রা করলাম। এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে সরকারিভাবে পরিচালিত যুদ্ধ বন্ধ করে। আরব সীমান্ত অতিক্রমের সময় মরুভূমির পরিবেশ আমাকে 'দ্য টেন কমান্ডমেন্টস' ছবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তা ছিলো হলিউডের যেকোনো ছবির তুলনায় অনেক বেশী নাটকীয় এবং পটভূমি ছিলো বাস্তব। দুই দূরদর্শী নেতা

www.pathagar.com

শান্তির জন্য যেকোনো ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন এবং বাদশাহ হোসেন বিন তালাল ওই এলাকার জনগণের সুন্দর ভবিষ্যতের প্রচেষ্টা থেকে কখনো সরে দাঁড়াননি। বাদশা হোসেনের স্বভাবজাত মহত্বের জন্য শীঘ্রই তাঁর উপর একটি আঘাতের চিন্তা অনেকেই করেছিলো। যদিও তিনি দেখতে ছোটখাটো ছিলেন, কিন্তু তার নেতৃত্বের ক্ষমতা ছিলো। তার মধ্যে ভদ্রতা এবং ক্ষমতার এক অপূর্ব সমন্বয় ছিলো। তার বক্তব্যে তিনি সবাইকে 'স্যার' এবং 'ম্যাডাম' বলে সম্বোধন করতেন। যদিও তিনি তার জাতির জন্য ছিলেন একজন ভিন্ন মানুষ এবং প্রতিবেশীর শত্রুতা থেকেও তিনি জীবিত ছিলেন।

তার স্ত্রী রানী নূর, যার পূর্বনাম লিসা নাজীব হালাবি, একজন আমেরিকান বংশোদ্ভুত প্রিন্সটন গ্র্যাজুয়েট। তার পিতা ছিলেন প্যান আমেরিকান এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান। তার পিতা সিরিয়ান লেবানীজ বংশোদ্ভুত এবং মা ছিলেন সুইডিশ। রানী নূরের ডিগ্রি ছিলো স্থাপত্যবিদ্যা এবং নগর পরিকল্পনার উপর। যখন তিনি বাদশাহ হোসেনের সঙ্গে পরিচিত হন তখন তিনি জর্ডান রাজকীয় বিমানের পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তখন তিনি বাদশাহর প্রেমে পড়েন এবং বাদশাহকে বিয়ে করেন। তিনি বাদশাহর উপস্থিতিতে নিজ ভালোবাসা- স্নেহ দিয়ে সবাইকে বিমোহিত করেন। তিনি গভীরভাবে তার দেশের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন এবং আমেরিকা এবং অন্যান্য বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে নিয়ে যান। তিনি তার বুদ্ধিমত্তা সৌন্দর্য এবং তার স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় নারী এবং শিশুর বিভিন্ন ইস্যুতে আধুনিকায়নের দিকে নিয়ে যান। বিল এবং আমি যে কোনো ব্যক্তিগত সময়ে বাদশাহ এবং রাণীর নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করতাম।

ওইদিন রিফট ভ্যালিতে বিকেলে প্রচন্ড গরমে রানী নূর তার্কিজ পোশাক পরিধান করেন এবং তাকে যেন যে কোনো মডেলের চেয়ে সুন্দর লাগছিলো। তিনি বাদশাহের যে কোনো শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিচ্ছিলেন। আমি কিছুটা খুঁতখুঁতে মনোভাব নিয়ে তার্কিজ পোশাক পরেছিলাম, তখন ভীড়ের মধ্য থেকে একজন মহিলা মন্তব্য করলো 'এখনো আমরা জানি যে, শান্তির রঙ হচ্ছে নীল।'

এই অনুষ্ঠানের পর বিল এবং আমি বাদশাহ এবং রানীর সঙ্গে লোহিত সাগরের উপর দিয়ে অবকাশকালীন বাসভবনে গেলাম। নূর আমাকে আমার জন্মদিনের দ্বিতীয় কেক দিয়ে বিস্মিত করলেন, কিন্তু ঐ কেকের মোমবাতি পড়ে গেলো কিন্তু আমি নিভাতে পারলাম না। বাদশাহ আমাকে নিয়ে মজা করলেন এবং মোমবাতিটি ধরার জন্য লাফ দিলেন। তিনি ওটা ধরতে পারলেন না। তিনি তার চোখে দ্যুতি ছড়িয়ে বললেন 'অনেক সময় এমনটি হয়, রাজার নির্দেশও মানা হয় না।' আমি মনে করি, আমরা শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য একটি ভালো বিকেল কাটিয়েছিলাম।

বিলই প্রথম ব্যক্তি যে আম্মানে জর্ডানের সংসদে যৌথ অধিবেশনে কোনো আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাষণ দিলো। দিনের শেষে আমাদের বেশ ক্লান্তি পেয়েছিলো এবং ভ্রমণকালীন সব অনুষ্ঠানই বিরক্তিকর লাগছিলো। আমি বিলের ভাষণ শোনার জন্য গ্যালারিতে গিয়ে বসলাম, তখন ওখানকার সবাই আমাকে লক্ষ্য করছিলো এবং হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তা ও অন্যান্য লোকজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করছিলো। আমি নখ খুঁটে, তালু খুঁটে এবং হাতে চিমটি কেটে নিজেকে আড়াল করছিলাম। এসব আমাকে একজন গোয়েন্দা এজেন্ট শিখিয়ে দিয়েছিলো। আমি

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বার খাবার নিমন্ত্রণ পেলাম বাদশাহ'র এবং রাণীর আনুষ্ঠানিক ভোজসভায়। তারা খুব বড় আরামদায়ক একটি ঘরে থাকতেন যা ছিলো খুব সুন্দর এবং মার্জিতভাবে সাজানো। আমন্ত্রিত কক্ষের এক কোণে একটি ছোট গোল টেবিলে আমরা চারজন খেতে বসলাম। আমরা রাত যাপন করি আল-হাশিমিয়া প্রাসাদে। এটি শহরের উত্তর পশ্চিমে পাহাড়ের উপর একটি রাজকীয় অতিথি ভবন।

আমরা জর্ডান থেকে ইসরাইলে গেলাম, সেখানে আমার জন্য লিয়াহ রবিনের দেয়া তৃতীয় জন্মদিনের কেক অপেক্ষা করছে এবং বিল সেখানে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিলো। স্থানটি ছিলো জেরুজালেমে ইসরাইলের পার্লামেন্ট নেসেটের বিপরীতে। বাড়িতে ফেরার সময়, আমার মনে হলো যে, আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার খুব কাছাকাছি পৌঁছে ইসরাইল ত্যাগ করছি।

এই সফর বিলের পররাষ্ট্রনীতিতে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হলো। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য উত্তেজনা প্রশমনের অভিজ্ঞতা নিয়ে সে উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুগব্যাপী সমস্যার দিকে নজর দিচ্ছে। এবং তার পর কূটনীতির ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ একটা বছরের পর আমেরিকান সৈন্যরা হাইতিতে অবতরণ করে এবং হাইতির সামরিক জান্তা পদত্যাগ করে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জ্যাঁ-বারট্রান্ড আরিস্তিদ-এর নিকট ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়। ঐ সময়ের জন্য উত্তর-কোরিয়ার পরমাণু সমস্যা গণমাধ্যমে এবং লোকচক্ষুর অন্ত রালে চলে যায়, ফলে উত্তর-ক্যোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং দক্ষিণ-কোরিয়ার নিকট থেকে সাহায্যের বিনিময়ে তার ধ্বংসাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচী বন্ধ করতে রাজী হয়। যদিও আমরা পরে বুঝতে পারি যে, উত্তর-কোরিয়া ঐ সময় সামরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। ঐ চুক্তি বাস্তবায়ন না করে উত্তর কোরিয়া ২০০২ সালে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করেছে। অথবা প্লুটোনিয়াম কারখানা তৈরি করেছে।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বিশ্বব্যাপী বিলের কার্যক্রম নির্বাচনে বিশাল জনপ্রিয়তা এনে দেয় এবং তাকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের প্রচারণায় বের হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। সর্বদাই সে তার বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব, বিশ্বাসভাজন এবং বিভিন্ন উপদেষ্টাদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করে তা যাচাই করতো।

আমি অনুভব করি যে, আমেরিকার জনগণ যদি বিলকে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে না দেখে একজন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেখে তাহলে তার অত বেশী প্রচারণায় না যাওয়াই ভালো। কিন্তু সবশেষে বিল নির্বাচনী প্রচারণার টোপকে প্রত্যাখান করতে না পেরে দলের প্রধান প্রচারক হয়ে গেলো।

নির্বাচনী কাজকর্ম এবং হোয়াইট হাউসের কাজ-এ দু'টির জন্য ঐ সময়টা অস্বস্তি কর ছিলো। যেখানে একই সঙ্গে দু'টো ঘটনা ঘটে গেলো সেপ্টেম্বরে। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ পোর্টিকো-র প্রবেশ পথের ঠিক পশ্চিমেই একজিউটিভ ম্যানসনে এক ব্যক্তি বিমান দুর্ঘটনা ঘটায়। সৌভাগ্যবশত: ঐ রাতে আমরা ব্লেয়ার হাউসে ঘুমাচ্ছিলাম। কারণ বাসার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও তাপব্যবস্থা নতুন করে লাগানো হচ্ছিলো এবং আমরা আমাদের ব্যক্তিগত বাসভবনের বাইরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বিমানের পাইলট নিহত হয়েছিলো, কেউই বলতে পারেনি কেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছিলো। এছাড়া লোকটি বিষণ্নতায় ভুগছিলো এবং একটু স্বস্তি খুঁজছিলো। কিন্তু সে নিজেকে মারতে চায়নি।

www.pathagar.com

অক্টোবরের ২৯ তারিখে আমি সিনেটর ডায়ানা ফেইনস্টেইন-এর সঙ্গে সানফ্রান্সিসকোর ফাইন আর্টস প্যালেসে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময়। একজন গোয়েন্দা সদস্য আমাকে ছোট একটি রুমের ভিতর নিয়ে গেল। আমার প্রধান সহকারী জর্জ রজার্স আমাকে বললো যে, বিল ফোন লাইনে অপেক্ষা করছে এবং আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বিল বললো, 'আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। কিন্তু তোমাকে কোনোাতে চাচ্ছি যে, হোয়াইট হাউসে একজন লোক গুলিবিদ্ধ হয়েছে।' রেইনকোর্ট পরা একজন লোক যখন পেনসিলভেনিয়া সড়ক দিয়ে যেতে ইতস্তত: করছিলো, তখন হঠাৎ তার কোটের ভেতর থেকে একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বের করে গুলি করা শুরু করলো। অস্ত্র পুনরায় লোড করার পূর্বে কিছু পথচারী তাকে নিরস্ত্র করতে পেরেছিলো। আশ্চর্যজনক হচ্ছে যে, কেউই আহত হয়নি। ওইদিন ছিলো শনিবার এবং চেলসি ছিলো তার বন্ধুদের ঘরে আর বিল তখন উপরের তলায় টিভিতে ফুটবল খেলা দেখছিলো। ওদের জন্য কোনো বিপদ ছিলো না, কিন্তু ওই লোকটি গুলি করার পূর্ব মুহূর্তে তার সামনে অন্য লোক ছিলো যার মাথাভর্তি সাদা চুল ছিলো, তাকে দেখতে অনেকটা প্রেসিডেন্টের মতো মনে হয়েছিলো। গুলিবর্ষণকারী ছিলো ভারসাম্যহীন এবং সে সিনেটরদের উপর হুমকি সৃষ্টি করেছিলো কারণ সে ব্যাড়ি বিল এবং এ্যাসল্ট অস্ত্র নিষিদ্ধ আইন নিয়ে সিনেটরদের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলো। এই নতুন আইন মাসের প্রথম দিকে তাকে একটি পিস্তল কিনতে বাঁধা দেয়। ওই সময় উদ্বিগ্ন মনে হোয়াইট হাউসে ফিরলাম। প্রাসাদের বাইরের পশ্চিম প্রান্তের দেয়ালে কয়েকটি গুলির ছিদ্র ছাড়া সব কিছুই স্বাভাবিক ছিলো।

দিনের শেষে বিল এবং আমি আমাদের প্রধান শয়নকক্ষে স্পিকার ফেনেডিক মরিসের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি তার নির্বাচনী তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং এটা বের করেছেন যে, আমরা সংসদ এবং সিনেট উভয় নির্বাচনেই ব্যাপকভাবে হেরে যাচ্ছি।

আমি এই খারাপ সংবাদটি হজম করলাম। বিলও মরিসের এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করলো। আমাদের সাহায্য করার জন্য সে একটি জিনিসই করতে পারত তা হলো, আমদের নির্বাচনী প্রচারণা আরও জোরালো করে তোলা। ওই সপ্তাহে সে ডেট্রয়েট, ডুলুথ এবং পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে ঝড়ো অভিযান শুরু করলো।

নির্বাচনের দিন আমার কর্মসূচী অন্যান্য দিনের তুলনায় বাড়িয়ে দিলাম। আমি ফিনল্যান্ডের ফার্স্ট লেডী ইভা আহটিসারী এবং টিপার গোরকে শুভেচ্ছা জানালাম। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ফার্স্ট লেডী মারিক ডে ক্লার্কের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলাম, যিনি ওয়াশিংটন সফর করছিলেন। বিকেলের দিকে, হোয়াইট হাউসের করিডোরের পরিবেশ শোকাতুর ছিলো।

দ্বিতীয় তলায় ছোট্ট রান্না ঘরে বিল এবং আমি চেলসির সঙ্গে রাতের খাবার খেলাম। আমরা একটু একাকী থাকতে চাইলাম। নির্বাচনের পূর্বাভাস আমাদের জন্য পুরোপুরি বিপর্যস্ত ছিলো। যদিও সিনেটর ফেইন স্টেন অল্প ব্যবধানে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা সিনেটে আটটি আসন হারালো এবং হাউজে ৫৪ আসন। রিপাবলিকানদের এই বিজয় আইজেন হাওয়ারের প্রশাসন এরপর সবচেয়ে বড় বিজয়। ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীরা সর্বত্রই পরাজিত হয়েছিলো। ওয়াশিংটনের স্পিকার টম ফলি, নিউইয়র্কের গভর্নর মারিও ক্যুমো'র মতো বড় বড় নেতারা পুনরায় নির্বাচিত হতে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হন। আমার বন্ধু অ্যান রিচার্ডস টেক্সাসের গভর্নরশীপ হারান বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশের কাছে।

চেলসি প্রতিদিনের মতো তার স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি সারছিলো তার বেডরুমে। বিল ও আমি রান্নাঘরের টেবিলে বসে টেলিভিশনের পর্দায় নির্বাচনী ফলাফলের টালি দেখছিলাম। আমেরিকার জনগণ আমাদের জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা প্রেরণ করেছিলো। ভোটারের অংশগ্রহণ খুবই কম ছিলো, যা রেজিস্টার্ড ভোটারদের অর্ধেকের কম। তবে তুলনামূলকভাবে ডেমোক্র্যাট ভোটারদের চেয়ে রিপাবলিকান ভোটারদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বেশি ছিলো। আমাদের জন্য এতটুকুই আশার আলো ছিলো, তা হলো এত খারাপ পরিস্থিতিতেও রিপাবলিকানদের ভোট ইলেকটোরাল ভোটেরও এক-চতুর্থাংশ কম হবে।

ব্যাপারটা হচ্ছে, নিউট গিনগ্রিচ ক্যামেরার সামনে খুব উচ্চসিত ছিলেন। তিনি ইতোমধ্যে জানতে পেরেছেন সংসদের পরবর্তী স্পিকার তিনি হচ্ছেন। ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম একজন রিপাবলিকান এই পদে বসছেন। তিনি কংগ্রেসে চুক্তির মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে কাজ করার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। বিষয়টা খুব হৃদয়বিদারক ছিলো এই ভেবে যে, হাউজ এবং সিনেট উভয়ই রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত। এখন রাজনীতির যুদ্ধও অনেক কঠিন হবে, প্রশাসনিক যে বিষয়গুলো এতদিন দেশের জন্য গোপন ছিলো সে বিষয়গুলোও রক্ষা করা কঠিন হবে। আর এটা হলো লিনডন জনসনের সেই মন্তব্যের মতো ঃ 'ডেমোক্র্যাটরা আইন তৈরি করে আর রিপাবলিকানরা তদন্ত করে।'

আমি হতাশ হলাম যে, যখন আমরা নির্বাচনে হেরে গেলাম, তখন স্বাস্থ্য পরিচর্যার মতো একটি বিষয় নিয়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো, যেখানে আমি আমার সক্রিয় কর্মসূচী দেশের গ্রহণযোগ্যতার জন্য করেছিলাম। আমি অনেক কষ্ট করেও বুঝতে পারছিনা যে, কেন আমাকে জনগণের রোষানলে ফেলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বিলও কষ্ট পাচ্ছিলো– এটা ছিলো আমার জন্য খুব কষ্টের যে, আমি যাকে গভীরভাবে ভালোবাসি- তার কষ্ট হচ্ছে। বিল আমেরিকার জন্য যা সঠিক বলে ভাবতো তা করতে চেয়েছে, এবং সে জানতো যে, তার সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই তার বন্ধু এবং জোটকে পরাজিত করতে সহায়তা করেছে। আমি স্মরণ করলাম যে ১৯৭৪ ও ১৯৮০ সালের নির্বাচনে হেরে গিয়ে সে কি কষ্ট পেয়েছিলো, বর্তমান অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।

যদিও অনেক সময় লেগেছিলো, বিল এই নির্বাচনে কি ভুল হয়েছিলো এবং কিভাবে তার কার্যসূচিকে পরিবর্ধন, পরিমার্জন বা সংশোধন করবে, সে বিষয়ে সে স্থির ছিলো। প্রতিবারের মত আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম এবং সেটি মাসের পর মাস চলতো। বিল এরপর কি করবে সে বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমাদের বন্ধু ও উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলাম। আমি সব কিছুর চেয়ে বিলের প্রেসিডেন্সির সফলতা বেশি চাইতাম। আমি জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলাম। আমি আরও জানতাম আমি তার নীতির একজন সহায়তাকারী অংশীদার এবং একজন সক্রিয় সমর্থক, এটাই ছিলো আমার সারা জীবনের ভাবনা।

www.pathagar.com

এলিনরের সাথে কথোপকথন

চীন দেশে একটি প্রবাদ আছে যা আমাদের পরিবারের কৌতুকে পরিণত হয়েছিলো; আর সেই প্রবাদটি ছিলো এমন– 'তুমি আনন্দদায়ক সময় অতিবাহিত কর'। বিল এবং আমি একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'তুমি কি আনন্দঘন মুহূর্ত অতিক্রম করছ?' মধ্যবর্তী নির্বাচনের বিপর্যয়কর অবস্থার পরবর্তী সপ্তাহগুলো ছিলো আমার হোয়াইট হাউজ জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তের একটি। আমার সু-সময়ে এই পরাজয়কে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার উত্থান পতনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছি; এবং রাজনীতির মঞ্চে এটাকে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করেছি। আমার রাজনৈতিক দুঃসময়ে আমি স্বাস্থ্যসেবাখাতকে যেনতেনভাবে অবজ্ঞার সাথে নেয়া, বিরোধীদের উস্কে দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত বিষয়গুলো নিজের ত্রুটি হিসেবেই বিবেচনা করেছি। হোয়াইট হাউজের ভেতরে এবং বাইরে অনেক মানুষই ছিলো যারা অঙ্গুলি উদ্যত করতে প্রস্তুত ছিলো। তাদের অসন্তোষকে উপেক্ষা করা ছিলো কঠিন কাজ, কিন্তু বিল এবং আমি আমাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কি করতে পারি তার উপরই আলোকপাত করতাম। নতুন পরিবেশের জন্য আমাদের একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিলো।

নভেম্বর মাসের কোনো এক নিস্প্রভ সকালে ওভাল অফিসে বিলের সাথে সাক্ষাতের পর আমার অফিসের পাশে থামলাম এবং টেবিলের ওপর রাখা ফ্রেমে বাঁধাই করা এলিনর রুজভেল্টের ছবির দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। আমি ছিলাম মিসেস এলিনরের একজন দারুণ ভক্ত এবং তাঁর ছবি ও তাঁর ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর চিত্র আমি দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করেছি। তার দৃঢ় ও শান্ত মুখাবয়ব আমাকে তাঁর একটি বুদ্ধিদীপ্ত কথাকেই স্মরণ করিয়ে দিলো; মিসেস রুজভেল্ট বলেছিলেন 'একজন নারীকে এক প্যাকেট চা-পাতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে; এবং তুমি জান না সে কতটা শক্তিশালী, যতক্ষণ না তাকে গরম পানিতে মেশান হয়'। এটা ছিলো এলিনরের সাথে আর একবার কথা বলার মুহূর্ত।

আমি আমার বক্তৃতার মাঝে মাঝে ঠাট্টাচ্ছলে বলতাম যে, বিভিন্ন বিষয়ে তার উপদেশ-পরামর্শ চেয়ে মিসেস রুজভেল্টের সাথে আমি কল্পনায় কথা বলি। এটা সত্যিই সমস্যা বিশ্লেষণে একটি কার্যকরী মানসিক প্রক্রিয়া, যদি আপনি সঠিক ব্যক্তিকে-ই আপনার কল্পনায় দেখতে চান। এলিনর রুজভেল্ট ছিলেন একজন আদর্শ বা মডেল। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বিতর্কিত বা বহুল আলোচিত ফার্স্ট লেডীদের একজন হিসেবে আমি তাঁর ক্যারিয়ার অনুসরণ করছিলাম এবং কখনও কখনও তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। যেখানেই

www.pathagar.com

আমি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করতাম, আমার কল্পনায় তিনি সেখানেই আমার সামনে হাজির হতেন। আমি অনেক ধূলিময় শহর সফর করেছি; নিউইয়র্ক শহরের দারিদ্র্য পরিদর্শন করেছি। তিনি অনেক যুক্তিকেই সমর্থন করেছেন যা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেমন– নাগরিক অধিকার, শিশুশ্রম আইন, শরণার্থী ও মানবাধিকার। তাঁর সময়ে ফার্স্ট লেডীর ভূমিকা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি কিছু কিছু সরকারি কর্তাব্যক্তি ও সংবাদ মাধ্যমের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। একজন 'সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকারী' থেকে শুরু করে 'একজন বৃদ্ধা অনধিকার চর্চাকারী' হিসেবে বিভিন্ন সময় তাকে অভিহিত করা হয়েছে। তার স্বামীর প্রশাসনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার হ্যারল্ড ইকস (যিনি বিলের ডেপুটি চিফ অব স্টাফের পিতা)কে বৈরী বানিয়েছিলেন। ইকস বলেছিলেন 'তাঁর অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা উচিত এবং তাঁর নিজের কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত।' তিনি এফবিআই-এর ডিরেক্টর জে এডগার হুভারকে বরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত একরোখা সমালোচকেরা কখনই তার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে নি।

সুতরাং আমার বর্তমান দুর্দশা সম্পর্কে মিসেস রুজভেল্ট কি-ই বা বলতে পারতেন? আমার মনে হয় বেশী কিছু নয়। তাঁর মতে আমার বর্তমান বাঁধা বিপত্তি আর প্রতিবন্ধকতা নিয়ে দুঃখ করার কোনো যুক্তি ছিলো না। আমার উচিত দ্রুত সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং সেই পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়া।

এলিনর রুজভেল্টের কিছু ভালো বন্ধু ছিলো এবং যখন তিনি আত্মবিশ্বাসের অভাববোধ করতেন এবং রাজনীতির কূট মার-প্যাঁচে নিজেকে আবদ্ধ দেখতে পেতেন তখন সেই সব বন্ধুদের সমর্থন-সহযোগিতার জন্য তাদের উপর নির্ভর করতেন। অ্যাসোসিয়েট প্রেসের রিপোর্টার লোরেনা হিকক এবং ব্যক্তিগত সহকারী মালভিনা টমি টমসনের মতে এফডিআর ট্র্যাস্টের উপদেষ্টা লুইস হাও ছিলেন তার বিশ্বস্ত বন্ধু।

অনেক বন্ধু-বান্ধব আর একজন চমৎকার অনুগত সহকারী পেয়ে আমি ছিলাম ভাগ্যবতী। মিসেস রুজভেল্ট যেমন তার সহকারীর সাথে বকাঝকা করে মনের ঝাল মেটাতেন আমিও তাই করতাম। আরকানসাসে আমার বন্ধু ডায়না ব্লেয়ার এবং অ্যান হেনরি, যারা নির্বাচন পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে হোয়াইট হাউজ সফর করেছেন, তারা আমাকে ভালো করেই জানেন এবং আমাকে তাদের ব্যক্তিগত সমর্থন ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমাকে জানিয়েছেন। দেশের বাইরে থেকে এবং সারাদেশ থেকে আমার বন্ধু-বান্ধব দেখতে চাইছিলো আমি কেমনভাবে পরিস্থিতি সামাল দেই। আম্মান থেকে রাণী নূর আগ্রহী সংবাদ শ্রোতার মত আমেরিকার রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনের অব্যবহিত পরই আমাকে ফোন করে আমার মানসিক শক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন।

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, যখন তার পরিবার কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলো তখন তারা একে অন্যকে সাহসের সঙ্গে কাজ করার জন্য পরামর্শ দিত। তার সেই উক্তিটি আমার খুব ভালো লেগেছিলো। তাই আমার কর্মচারীদের অনুপ্রেরণা দিতে আমিও উক্তিটিই কাজে লাগিয়েছিলাম। যদিও মাঝে মাঝে আমার নিজেকেই উজ্জীবিত করতে বাক্যটির প্রয়োজন হয়।

নভেম্বরের শেষ দিকে এক সকালে ম্যাগী উইলিয়ামস দশজন মহিলাকে নিয়ে একটি মিটিং ডাকলেন, যাদের মতামতকে আমি বিশেষভাবে মূল্যায়ন করতাম। সেই

www.pathagar.com

দশজন ছিলেন আমার কর্মসূচি প্রণয়নকারী প্যাটি, হোয়াইট হাউজের সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত সেক্রেটারি; এ্যান প্রেস সেক্রেটারি; আমার বক্তব্য লেখক লিজা; আমার ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেলানি; দীর্ঘদিনের গণতন্ত্রীকর্মী ও সুচতুর রাজনৈতিক বিশ্লেষক ম্যান্ডি গ্রুনওয়াল্ড, সুসান টমাসিস এবং লুইস অ্যান যাঁরা মাঝেমধ্যে টিভি পর্দায় হাজির হয়ে আমার প্রশাসন ও কার্যক্রমের বর্ণনা ও তার সমর্থনে যুক্তি পেশ করতেন। এভেলিন লিবারম্যান যার দুর্দান্ত উপস্থিতি ছিলো হিলারিল্যান্ডে এবং যেখানে তিনি সৈন্য চলাচল ও তাদের অপারেশনের অহেতুক শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি হোয়াইট হাউজের প্রথম মহিলা ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে ম্যাডেলিন অলব্রাইটের অধীনে পাবলিক ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড পাবলিক স্টাফের সহকারী সেক্রেটারি অব স্টাফ নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সকল মহিলারা রাজনৈতিক কৌশল ও চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্য সপ্তাহে একবার মিলিত হতেন। এভেলিন তার স্বভাবসুলভ কৌতুকচ্ছলে সকল মহিলাসমাবেশকে 'চিকস মিটিংস' নামে অভিহিত করতেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন আনন্দোচ্ছল ও উদার এবং সম্পূর্ণরূপে অনানুষ্ঠানিক; আমার যখন সুযোগ হতো সেই বৈঠকে অংশ নিতাম।

বাসার দ্বিতীয় তলার ঐতিহাসিক ম্যাপ রুমে চিকস্‌বৃন্দ বৈঠকের জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। এটি হলো সেই রুম যেখানে দেয়ালে ঝুলানো সামরিক মানচিত্র অনুসারে সৈন্য অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে প্রেডিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি. রুজভেল্ট, উইনস্টন চার্চিলসহ মিত্রপক্ষের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনায় মিলিত হতেন। ৩০ বছর পর ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন হ্যাইপাং বন্দরে মাইন বসানোর নির্দেশ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ও যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ঐ ম্যাপ রুম-এ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ফোর্ড প্রশাসনের শুরুর দিকে সেই রুমটিকে একটি গুদামঘরে পরিণত করা হয়েছিলো।

যখন আমি এই রুমটির ইতিহাস উদঘাটন করলাম, তখন রুমটি ঘঁষে মেজে পরিচ্ছন্ন করে তার অতীত জঁমকালো অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিই। ১৯৪৫ সালে ইউরোপে মিত্রপক্ষের অবস্থান নির্ণয় করে– এমন একটি কৌশলগত ম্যাপ আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্টের তরুণ সামরিক সহকারী জর্জ এলসি মানচিত্র ভাঁজ করে তা সংরক্ষণ করেছিলেন এবং তিনি যখন জানতে পারেন যে আমি রুমটির ঐতিহ্য ও গুরুত্ব পুনরুদ্ধার করতে চাই তখন তিনি তার কাছে সংরক্ষিত সেই মানচিত্রটি হোয়াইট হাউজকে দান করেছিলেন। আমি ফায়ার প্লেসের ঠিক উপরে সেটিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেঁচে যাওয়া দর্শনার্থীদের জন্য মানচিত্রটি এক প্রকার আবেগময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। জার্মানীতে জন্মগ্রহণকারী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ইউই রেইনহার্ড যিনি আমাকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, যখন 'ম্যাপ রুমে' ওই মানচিত্রটি দেখছিলেন, তখন তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি যখন তরুণ তখন তার পিতাকে রুশ ফ্রন্টে যুদ্ধে পাঠানো হয় এবং তিনি ও তার মা জার্মানীতে প্রতারিত হলেন। প্রফেসর ইউই মানচিত্রে আমাকে দেখালেন যুদ্ধ এবং বোমাবর্ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোথায় তিনি এবং তার মা লুকিয়ে ছিলেন এবং কিভাবে আমেরিকান বাহিনী তাদের উদ্ধার করেছিলো। অন্য এক সময় বিল এবং আমি ম্যাপ রুমে চুল্লির সামনে বসে ডিনার করছিলাম। আমাদের সাথে ছিলেন হিলারি

www.pathagar.com

জোনস। ইতালির উত্তর ফ্রন্টে হিটলারের সেনা ইউনিট যে পথে যুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছিলো সে পথটিও তিনি আমাদেরকে মানচিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন।

রুমের ইতিহাস জানার পর মনে হল আমার কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্য এই ঘরে একটা মিটিং করা উচিত। ম্যাগি এই সব বৈঠক আহবান করতেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, হোয়াইট হাউজের প্রেসার কুকারে আমার একটি জায়গা থাকা দরকার যেখানে আমি নির্ভয়ে আমার মনের কথা বলতে পারি। তিনি ভেবেছিলেন সেই সব বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করতে এই বৈঠকগুলো আমাদের সকলকে সাহায্য করবে, যা আমাদের প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বশীলতার নিশ্চয়তা বিধান করে।

আমি যখন প্রবেশ করলাম, তখন মহিলাগণ একটি বড় বর্গাকার টেবিলের পাশে বসেছিলেন। আমার দুর্দশা ও হতাশার কথা জানতেন শুধুমাত্র ম্যাগি, যিনি আমার অনুভূতি বুঝতে পারতেন। কিন্তু এখন সকল কাহিনী বেরিয়ে এলো। আমি কোনো রকমে অশ্রু সংবরণ করলাম, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো এবং আমি দুঃখ প্রকাশ করলাম। এটা পুনরায় ঘটবে না। আমি তাদেরকে বললাম যে, আমি সক্রিয় রাজনীতি ও নীতি নির্ধারণী কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখার বিষয়টি বিবেচনা করছি। প্রধানতঃ এ কারণে যে আমি আমার স্বামীর প্রশাসনের কাছে একটি বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে চাইনি। জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্টপোষকতায় এবং আমার বন্ধু ঐতিহাসিক কার্ল স্কার্জা এ্যান্থনির পরিচালনায় ঐ দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত ফার্স্ট লেডীদের এক ফোরামে আমার উপস্থিতির বিষয়টি বাতিল করতে যাচ্ছিলাম। আমি সেখানে যাওয়ার মত কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। সবাই অত্যন্ত শান্তভাবে নীরবে আমার বক্তব্য শুনলেন। তখন একে একে ভদ্রমহিলাগণ ব্যাখ্যা করলেন কেন আমার অবস্থান ছেড়ে দেয়া বা সেখান থেকে পেছনে ফেরা সম্ভব নয়। তাদের মত অন্য অনেক লোকই বিশেষ করে অনেক মহিলাই আমার উপর নির্ভর করছিলেন।

লিসা মাসকেটিন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্লাশে দেয়া একটি লেকচারের বর্ণনা করলেন এবং সেখানে তিনি হোয়াইট হাউজের একজন বক্তৃতা রেকর্ডার হিসেবে নিজের চাকরির বর্ণনাও দিয়েছিলেন। তিনি ছাত্রদের বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট এবং আমি নিজে কর্মক্ষেত্রে নারী অধিকারের ব্যাপারে বক্তৃতা-বিবৃতি দেওয়ার চেয়ে বেশী কিছু করছি। হোয়াইট হাউজ তাকে চাকরিতে নিয়োগ দিয়েছিলো। যখন তিনি চাকরির আবেদন করেছিলেন এমনকি তখনও তিনি গর্ভবর্তী অবস্থায় ছিলেন। তিনি ছাত্রদের একথাও বলেছিলেন যে, যখন মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করে কাজে যোগ দিলেন তখন আমি তাকে গঠনমূলকভাবে কাজ করার প্রেরণা দিয়েছিলাম এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে বাসায় বসেও কাজ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম, যাতে তিনি তার শিশু সন্তানদেরকে সাহচর্য্য দিতে পারেন। ক্লাস শেষে এক ডজন তরুণী নানা প্রশ্ন করে তাকে ঘিরে ধরল এবং হোয়াইট হাউজে কর্মরত মেয়েদের বিষয়ে জানা তাদের জন্য কতটা প্রেরণাদায়ক হয়েছিলো, সেকথাও ছাত্রীরা তাকে (লিসা মাসকেটিন) বলল। তিনি বললেন, 'তরুণ সম্প্রদায় তাদের নিজের জীবনে দিকনির্দেশনার জন্য আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে।' তিনি আরও বললেন, 'আপনি যদি নিজেকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা থেকে বিরত রাখেন, তবে আগামী প্রজন্মের কাছে কোনো বার্তা আপনি রেখে যাবেন'?

বন্ধুদের সমর্থনে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি সদলবলে ঐ দিন সন্ধ্যায় মে ফ্লাওয়ার হোটেলে ফার্স্ট লেডীদের ফোরামে উপস্থিত হলাম। দর্শকদের আবেগ আর প্রবল

www.pathagar.com

উদ্দীপনা ছিলো সত্যিই আশাব্যঞ্জক। নির্বাচনের পরে এই প্রথমবারের মত আমি শক্তি ফিরে পেলাম এবং আশাবাদী হয়ে উঠলাম এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হলাম, বিশেষ করে যখন বিলকে রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস এবং তার স্পষ্টবাদী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করতে হবে। একদা এলিনর রুজভেল্ট বলেছিলেন, 'বিষণ্নতা যদি আমাকে পেয়ে বসে তখন আমি কাজে চলে যাই', সেই উক্তিটিই আজ আমার জন্য একটি সুপরামর্শ হয়ে কাজে লেগে গেলো।

নিউট গিনগ্রিচ আমাকে যেন সেই উপযুক্ত সুযোগটি হাতে তুলে দিলেন। প্রতিনিধি পরিষদের হবু রিপাবলিকান স্পিকার তার রাজনৈতিক পেশিশক্তি সম্প্রসারিত করতে আগ্রহী হলেন। অতিসত্বর তার অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা তার দলের জন্য বিপদের আশংকা হয়ে দেখা দিলো যখন কল্যাণমূলক সংস্কার ও অনাথ আশ্রমের ব্যাপারে তার মন্তব্য একটি ছোট্ট বিতর্কের সূত্রপাত করলো। তার ধারণানুসারে তিনি দু' ধরনের শিশুদের কল্যাণভাতা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন, সেইসব শিশু যাদের পিতৃত্ব নিরুপিত হয়নি আর সেসব শিশু যারা ১৮ বছরের নিচের কোনো মহিলার গর্ভে বিবাহ বর্হিভূতভাবে জন্মলাভ করেছে। তার প্রস্তাব অনুসারে সঞ্চিত টাকা বরং অনাথ আশ্রম নির্মাণ ও তার পরিচালনা এবং অবিবাহিত মায়েদের গ্রুপ হোমের জন্য খরচ করা উচিত।

১৯৯৪ সালের ৩০ নভেম্বর নিউইয়র্কের নারী সংক্রান্ত কর্মসূচির আগে এক বক্তৃতায় আমি গিনগ্রিচ ও তার রিপাবলিকান দলের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলাম যে, তারা যে আইন প্রণয়ন করছেন যা শিশুদের এমন একটি বিষয়ে শাস্তি দেবে যে বিষয় সম্পর্কে তাদের কোনোই ধারণা নেই। আমি বলেছিলাম অনাথ আশ্রমের ব্যাপারে তার মন্তব্য শুধু অযৌক্তিকই নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। আমি ভাবছি যে বিষয়টি কতটা পরিহাসমূলক। যে সকল পিতা-মাতা সন্তানের যত্ন ও দেখাশোনা করেন না বা করতে সামর্থ্য নন, সেই সকল অবহেলিত শিশুদের তাদের পিতা-মাতার কাছে থেকে সরিয়ে নেয়ার বিষয়টি আমি ১৯৯২ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময় সমর্থন করেছিলাম। আর তখন তারা আমাকে 'পরিবার-বিরোধী' বলে গালি দিয়েছিলো। আজ সেই রিপাবলিকানরাই সে সব শিশুদের পিতা-মাতা থেকে পৃথক রাখার প্রস্তাব করছেন শুধুমাত্র সামান্য কারণে যে, তারা হয় বিবাহ বহির্ভূত অবস্থায় বা গরীব মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে।

কয়েকদিন পর মিঃ গিনগ্রীচ এনবিসি টেলিভিশনের মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে হাজির হলেন এবং বললেন, 'আমি তাকে ব্লকবাস্টার গিয়ে বয়েজ টাউন (বা একটি অনাথআশ্রম) সম্পর্কিত মিকি রুনি ছবিটি ভাড়া করার আহবান করি। আমি সেই সব উদারপন্থীদের বুঝতে পারিনা যারা নিরাপদ কামরায় থেকে বড় বড় কথা বলেন'। আমি নিউজউইক পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে তার বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলাম। আমার সমাপনী বক্তব্য ছিলো এমন, 'এটাই নাগরিক জীবনে বড় ধরনের সরকারী হস্ত ক্ষেপের নিকৃষ্টতম প্রকাশ।'

নিউজউইক ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ অনাথ আশ্রম সম্পর্কিত বিতর্ক কিছুটা কমিয়ে দিলো; কিন্তু পুরো পরিবেশটি ঘোলাটে হয়ে উঠল যখন গিনগ্রিচ এর মা, কনি চুং এর সাথে এক টিভি সাক্ষাৎকারে জানালেন যে গিনগ্রীচ প্রতিনিয়তই আমাকে দুশ্চরিত্রা রমনী বলে গালি দেন, যদিও ভদ্রমহিলা ভেবেছিলেন যে তার দেয়া বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পাবে না।

www.pathagar.com

আমি এইসব বিতর্ক কোলাহল উপেক্ষা করে অন্যপথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি নিজ হাতে লেখা পত্রের মাধ্যমে গিনগ্রীচ কে সপরিবারে হোয়াইট হাউজে বেড়ানোর আমন্ত্রণ জানালাম। কয়েক সপ্তাহ পরে মি. গিনগ্রীচ তার তৎকালীন স্ত্রী মেরিয়েন, বোন সুজান এবং মাকে নিয়ে বেড়াতে এলেন। রেড রুম-এ চা খাওয়ার সময়ে এক সংক্ষিপ্ত আলাপ ছাড়া এই সফরের উল্লেখযোগ্য কোনো দিক ছিলো না। হোয়াইট হাউজের আসবাবপত্র, সাজসজ্জা পর্যবেক্ষণের সময় গিনগ্রীচ আমেরিকার ইতিহাস নির্ভুলভাবে বর্ণনা শুরু করলেন। শীঘ্রই তার স্ত্রী তার কথায় ব্যাঘাত ঘটালেন। মেরিয়েন বললেন, 'দেখুন তিনি যা বলছেন, তা তিনি জানেন আর না-ই জানেন, তিনি এভাবে একটানা বলে যেতে পারবেন'। গিনগ্রীচ এর মা তখন তার ছেলের পক্ষ সমর্থন করে বললেন, 'গিনগ্রীচ একজন ইতিহাসবেত্তা, সে যা বলে তা সম্পর্কে সে সর্বদাই পূর্ণ সচেতন'।

নির্বাচন পরবর্তী হইচই একদিকে আমার জন্য সহায়ক হয়েছিলো। কারণ ডান পন্থীদের কঠোর সমালোচনার জবাব দেয়ার জন্য আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি আরো শাণিত হয়েছিলো। আমি অনুভব করলাম যে, আমার নিজস্ব কাহিনী বইয়ের মাধ্যমে জনগণকে জানানো দরকার এবং নিজের মূল্যায়ন করা দরকার, যাতে করে কোনো প্রকার বিকৃত বা ভুলভাবে বিশ্লেষিত না হয়ে জনগণ কর্তৃক সরাসরি মূল্যায়িত হয়। নিউজউইক ম্যাগাজিনের প্রবন্ধটি লেখাই আমার বক্তব্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলো। আমি আরো বেশী ক্ষুরধার ও যুক্তিপূর্ণ লেখনীর ব্যাপারে চিন্তা শুরু করলাম। যে লেখা জনজীবনের উন্নতিকল্পে আত্মনির্ভরশীলতা ও সামাজিক সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আমার মতামত প্রতিফলিত করবে। আজকের দুনিয়ায় সন্তান লালন-পালনের জন্য একটি গ্রাম প্রয়োজন, এই ধারণার দিকে উদ্দীপ্ত করতে চাইলাম। আমি কখনও বই লিখি নি; কিন্তু যাঁরা বই লিখেছেন, শীঘ্রই তাদের সাথে পরিচিত হলাম এবং তারা সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনার প্রস্তাব দিলেন।

আমি ও বিল বেস্ট সেলিং লেখক ম্যারিয়ান উইলিয়ামসনের সাথে দেখা করি। বিলের বর্তমান মেয়াদের অবশিষ্ট দুই বছরের কর্মসূচি ও লক্ষ্য নিয়ে আলোচনার জন্য রাজনীতির বাইরের কিছু মানুষের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন। তার সাথে আমার মতামত মিলে গেলো এবং ডিসেম্বরের ৩০ ও ৩১ তারিখে ক্যাম্পডেভিডে একটি বৈঠক আহবান করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানালাম।

উইলিয়ামসনের অতিথি তালিকায় ছিলেন জাতীয় পর্যায়ে সর্বাধিক বিক্রিত বই 'এ্যাওয়াকেন দ্য জায়ান্ট উইদিন' এর লেখক টনি রবিনস এবং ব্যাপক জনপ্রিয় বই 'সেভেন হ্যাবিট অব হাইলি ইফেকটিভ পিপল', এর লেখক স্টিফেন কোভি। মেরি ক্যাথরিন বেটসন এবং জিন হিউজটনকেও উইলিয়ামসন আমন্ত্রণ করেছিলেন। একজন অধ্যাপক, লেখক নৃবিজ্ঞানী গ্রেগরি বেটসন ও মার্গারেট মীড সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও নারী-পুরুষ বিষয়টির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। আমি তার ১৯৮৯ সালের বই 'কম্পোজিং এ লাইফ'-এর আগ্রহী পাঠক ছিলাম আর এই বইটিতে তিনি বর্ণনা করেছেন, একজন নারী কীভাবে তার দৈনন্দিন জীবিকার বিভিন্ন উপাদান, তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজগুলো একত্রিত করে জীবন গড়ে। পছন্দ-অপছন্দ এখন আর চিরাচরিত্র প্রথা অনুযায়ী নারীর ভূমিকা নির্ধারণ করে না। আমরা শুধু পারি তাই না,

www.pathagar.com

অন্যান্য প্রতিভা আর সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভাবন করতে হবে।

মেরি ক্যাথরিন বেটসন নম্রভাষী যিনি মার্জিত জুতা ও কার্ডিগান পরতে পছন্দ করেন। অন্যদিকে হিউজটন উজ্জ্বল বর্ণের আস্তিনবিহীন জামা আর কাফতান ব্যবহার করেন। উচছল চটপটে ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হিউজটন রুমে পায়চারি করতে করতে সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন। তিনি হলেন একটি চলমান বিশ্বকোষ, যিনি এক নিঃশ্বাষে কবিতা আবৃতি, বৈজ্ঞানিক তথ্য, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আর বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম থেকে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে চলেন। তিনি ছিলেন হাস্যরস আর কৌতুকের কোষাগার আর যে কোনো ব্যক্তির হাসির খোরাক যোগাতে তিনি তার সেই ধনভাণ্ডারের রসাত্মক সম্পদ কাজে লাগান।

হিউজটন এবং ক্যাথলিন দু' টি বিষয়ের উপর দক্ষ ছিলেন, যা আমার কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তারা দু'জনেই প্রচুরসংখ্যক বই লিখেছেন এবং এরকম অভিজ্ঞ লেখকদের পরামর্শ ও সহযোগিতাই আমার দরকার। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টও আমাকে দক্ষিণ এশিয়ার এক সফরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার আহবান জানিয়েছিলো। এই সফর আমার কাছে এক যুগান্তরকারী ঘটনা এবং আমি সফরের প্রস্তুতিকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করতে আগ্রহী ছিলাম। হিউজটন ও মেরী ক্যাথরিন ঐ অঞ্চল ব্যাপকভাবে সফর করেছেন এবং সে জন্যই মার্চ মাসে দক্ষিণ এশিয়া সফরের পূর্বে ও সফর থেকে ফিরে আমার ও আমার স্টাফের সাথে মত বিনিময়ের জন্য তাঁদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম।

সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে কার্যক্রমে মনোনিবেশ করে আমি ফার্স্ট লেডী পদবীর অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার রোধ করেছিলাম। এ পদের সুযোগ নিয়ে এর অপব্যবহারে আমি বিশ্বাসী নই। বরং আমি বিশ্বাস করি, কর্ম ও তার ফলাফলের ভিত্তিতেই একজন মানুষের মূল্যায়ন হওয়া উচিত। একজন ফার্স্ট লেডী প্রতিনিধিত্ব মূলক একটি পদের অধিকারী, তার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা থেকে উদ্ভুত, স্বাধীন নয়। আমার ছোট্ট বয়স থেকেই নিজস্ব স্বকীয়তা আর ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে চলার জন্য কাজ করেছি। আমি আমার স্বামী ও দেশকে যত বেশী ভালবাসতাম, সার্বক্ষণিক প্রতিভূ হওয়াও আমার জন্য ততটা কঠিন ছিলো। ফার্স্ট লেডির ভূমিকা যে খুব বেশী পরিমাণে প্রতীকী, এই বিষয়টি আমাকে ভালোভাবে বুঝাতে সাহায্য করেছিলেন ওরা দুইজন। ঘরে ও বাইরে কেমনভাবে সেই ভূমিকা সঠিক উপায়ে পালন করা যায়, সে বিষয়টিও বুঝতে তারা আমাকে সাহায্য করেছিলেন।

মেরি ক্যাথরিন যুক্তি দেখালেন যে, প্রতীকী কার্যক্রম বৈধ এবং তা ফলপ্রদ হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, উদাহরণস্বরূপ, চেলসিকে সাথে নিয়ে ফার্স্ট লেডি হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার শুধুমাত্র একটি সফর চেলসির গুরুত্বকেই আরো জোরালো করে তোলে। আমি তার দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পেরে শীঘ্রই আমার মতামত পাল্টে দিলাম এবং বুঝলাম প্রতীকী কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে আমি ক্লিনটন প্রশাসনের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে পারি।

এক বছর পর বব উডওয়ার্ড রচিত ১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক প্রচারাভিযান সম্পর্কিত বই 'দ্য চয়েস' এর মাধ্যমে হিউজটন এর সাথে আমার বন্ধুত্বের বিষয়টি প্রকাশ পেলো। উডওয়ার্ড নাটকীয় আবেগে হিউজটনকে আমার আত্মিক উপদেষ্টা

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমাদের কাজ সম্পর্কে নতুন উপায়ে চিন্তা করতে সাহায্য করার জন্য তিনি আমার ও আমার স্টাফদের কাছে কিছু মৌখিক কর্মতৎপরতা শুরু করেছিলেন। হিউজটন যখন আমাকে এলিনর রুজভেল্টের সাথে একটি কথোপকথনের ব্যাপারে চিন্তা করার আহবান জানালেন, বিশেষ করে, সেই মুহূর্তে তিনি কথা বলার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। যেহেতু আমি আমার কথার মাঝে এলিনর-এর কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম এবং এমনকি আমি তার সাথে কাল্পনিক আলোচনার কথাও উল্লেখ করেছিলাম, আর হিউজটনের পরামর্শের জবাব দিতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি এবং এর মাধ্যমে কখনও আগ্রহ সৃষ্টির আশা করিনি। কিন্তু উডওয়ার্ডের বই থেকে অনুশীলন সম্পর্কিত একটি অনুচেছদ 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার প্রথম পৃষ্টায় ভিন্নভাবে ছাপা হয়েছিলো। ওই রাতে জীম এবং ডায়না ব্লেয়ার ট্রুম্যান ব্যালকনিতে আমাদের সাথে রাতের খাবার খাওয়ার সময় ভাবলেশহীনভাবে বললেন, 'হ্যাঁ বিল, আমার মনে হয়, এই এলিনর সংক্রান্ত আলোচনার পর হোয়াইটওয়াটার সম্পর্কে আর উদ্বিগ্ন হবার তেমন কারণ নেই।

'আপনি কি বুঝাতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, যদি তারা এখন আপনাকে অনুরসণ করে, আপনি হয়ত উম্মাদগ্রস্ততার অজুহাত তুলবেন'। 'পোস্ট' পিস্ দিবসের' পরদিন টেনিজিতে আল এবং টিপার গোর আয়োজিত এক বার্ষিক ঘরোয়া বৈঠকে আমি হাজির হলাম। 'আমি পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পূর্বেই এলিনর রুজভেল্ট-এর সাথে কথা হলো' তুমুল করতালি আর হর্ষধ্বনির মধ্যে আমি কথাগুলো বললাম। 'তিনি একে একটি চমৎকার ধারণাও মনে করেন।'

নিজে নিজে হাঁসা আমার জন্য ছিলো হতাশা দুর্দশার মধ্যে বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনীয় উপাদান, এবং আমি এটাকে বাংকারে ফিরে যাওয়ার মত বিকল্প উপায় হতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলাম। যদিও সেটা ছিলো কংগ্রেস ও সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে একটি প্ররোচনা।

বিল এবং আমি জানতাম যে, রিপাবলিকান কংগ্রেস কমপক্ষে আরও দুই বছর হোয়াইটওয়াটার সংক্রান্ত তদন্ত অব্যাহত রাখবে। নির্বাচনী ফলাফলে কেনেথ স্টার উজ্জীবিতই হয়েছিলেন বলে মনে হয়। নভেম্বরের শেষ দিকে ওয়েব হাবেল কেনেথ স্টার এর জালে আটকে গেলেন।

রোজ ল' ফার্মে গ্রাহকদের বিল সংক্রান্ত প্রতারণার অভিযোগের মোকাবেলার সময় ওয়েব জানালেন যে কোনো বিতর্ক এড়ানোর জন্য গত মার্চ মাসে বিচারবিভাগের চাকরি থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করার মত কোনো প্রমাণ রাখতেন না তিনি। এমনকি গত গ্রীষ্মে তিনি যখন বিলের সাথে গলফ খেলার জন্য ক্যাম্প ডেভিডে এসেছিলেন, তিনি তখন আমাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি নির্দোষ।

কিন্তু ১৯৯৪ সালের থ্যাংকস গিভিং দিবসে আমরা যখন ক্যাম্পডেভিডে ছিলাম, আমি তখন একটি রেডিও রিপোর্ট শুনতে পেলাম, আর রিপোর্টটি ছিলো এই যে- ওয়েব হাবেল এবং জিম গাই টুকার যিনি আরকানসাস এর বিলের পরবর্তী গভর্নর, তিনিও অভিযুক্ত হতে যাচিছলেন। এই সময়ের মধ্যে আমি ভুল তথ্য পাচ্ছিলাম। যদিও আমি সংবাদটি পেয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলাম। আমি ধারণা করছিলাম সংবাদটি ভুল হতে পারে। আমি এটাও জানতাম যে সংবাদটি সত্য হোক বা নাই হোক তা দাবানলের

www.pathagar.com

মত ছড়িয়ে পড়বে এবং ওয়েব বা তার আইনজীবীকে অতিসত্ত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিল এবং আমি তার বাসায় ফোন করলাম, তিনি সেখানে পাখি বা তুর্কি মোরগের মাংস ভাঁজায় ব্যস্ত ছিলেন। 'শুভ থ্যাংকস গিভিং' কামনা করে বিল ফোনটি আমার হাতে দিলেন।

আমি ওয়েবকে বললাম যে, 'আমি অভিযোগের ব্যাপারটি শুনেছি। আপনার উচিত যথাযথভাবে তা খন্ডন করা' আরও বললাম, 'এটা একটি ভয়ংকর ব্যাপার, আর তাই আপনি এই ভুল তথ্য ছড়াতে দিতে পারেন না'।

ওয়েব আমাকে জানালেন যে তিনি এখন পর্যন্ত অভিযোগকারীর আইনজীবীর তরফ থেকে অভিযোগপত্র পান নি। তখন হঠাৎ করেই তিনি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করলেন এবং ঐ রাতে তাদের ডিনারে কে আসছেন এবং তিনি ও তার স্ত্রী সুজি কি রান্না করছেন, তা বলা শুরু করলেন। তার উদাসীনতা দেখে আমি বিরক্ত হয়েছিলাম। হয় তিনি সংবাদটিকে গুরুত্বের সাথে নেননি, অথবা তিনি তা নিয়ে মাথা ঘামাচিছলেন না। ঐ থ্যাংকস গিভিং দিবসের ফোনটিই ছিলো তার সাথে আমার ও বিলের শেষবার কথা বলা। তার নিজস্ব আত্মজীবনী 'ফ্রেন্ডস ইন হাই প্লেসেস' এ ওয়েব বলেছেন যে তাঁর আইনজীবী আমার ফোনের আগের দিন একটা চিঠি হাতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ওয়েবকে থ্যাংকস গিভিং শুভেচ্ছা জানানো পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা স্বীকারও করেন যে, তিনি জর্জরিত ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার বৃথা চেষ্টায় ল' ফার্ম থেকে চুরি করেছিলেন এবং বিষয়টি তিনি আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪ এ স্টারের অফিস থেকে ঘোষণা করা হল যে, হাবেলকে ডাক ব্যবস্থার প্রতারণা ও কর ফাঁকির অপরাধ স্বীকার করতে হবে। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, ১৯৮৯ থেকে ৯২ সালের মধ্যে তার ব্যক্তিগত খরচপত্র মেটাতে রোজ ল' ফার্মএর গ্রাহক ও তার অংশীদারদেরকে প্রতারিত করে ৪ শ'রও বেশী জাল হিসাব জমা দিয়েছেন এবং তার পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৩৯৪,০০০ ডলার।

সংবাদটি শুনে আমি বেশ আঘাত পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত সহযোগী ও আরকানসাসের ব্যাপক প্রশংসিত নেতা। তিনি ছিলেন একজন প্রিয়বন্ধু। আমি কতটা সময় তার সাহচর্যে কাটিয়েছি তার কোনো হিসেব নেই। যিনি তার ঘনিষ্ঠজনদের এভাবে প্রতারণা করতে পারেন আর ভুল তথ্য দিতে পারেন, এই চিন্তাটি আমাকে প্রচণ্ড রকম বিপর্যস্ত করছিলো। তার অজুহাত হোয়াইটওয়াটার লড়াই নতুন করে তীব্রতর হওয়ার সংকেত দিয়েছিলো এবং তা গ্রহণ করা ছিলো দুরূহ।

ক্রিস্টমাসের সময় আমি দু' টি অনন্য উপহার পেলাম। একটি পাঠিয়েছিলেন আরকানসাস থেকে বন্ধুবর জনহিতৈষী এনি বার্টলি যিনি হোয়াইট হাউজে স্বেচছায় শ্রম দিতেন, অন্যটি দিয়েছেন ইলিন ব্যাক, যাকে আমি রেঁনেসা সপ্তাহগুলো থেকেই চিনতাম। তারা প্রত্যেকেই আমাকে হল্যান্ড যাজক হেনরি নুয়েন রচিত 'দ্য রিটার্ন অব দ্য প্রডিগাল সন' বইটি উপহার দিয়েছিলেন। নুয়েন যীশু বর্ণিত সেই রূপ-কাহিনী আলোচনা করেছেন। সে রূপকথাটি ছিলো কোনো ব্যক্তির দু'পুত্রের মধ্যে ছোটজন নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের জন্য তার পিতা ও ভাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত যখন সে ফিরে এলো, পিতা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং দায়িত্বশীল বড় ভাই তাকে তিরস্কার করলো। ১৯৯৩-৯৪ সালে আমার অশান্তির দিনগুলোতে আমি বাইবেল

www.pathagar.com

এবং ধর্মসংক্রান্ত অন্যান্য বই পেয়েছিলাম। পারিবারিকভাবে আমরা নিয়মিত ওয়াশিংটন শহরের প্রান্তে ফাউন্ডারি মেথডিস্ট চার্চে যোগদান করতাম এবং এই ধর্মসভায় সিনিয়র পাদ্রী ড. ফিল ওগাম্যান এর দেয়া হিতোপদেশ ও তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থন পেয়ে আমি যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছিলাম। সারা পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য মানুষ আমার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেছিলো, তেমনই আমার প্রার্থনাসংঘ আমার জন্য প্রার্থনা অব্যাহত রেখেছিলো। এ সবই আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু নুয়েনের বই এর একটি সাধারণ উক্তি 'দ্য ডিসিপ্লিন অব গ্র্যাজুয়েট' আমাকে ইপিফ্যানি উৎসবের মতই নাড়া দিয়েছিলো। এমন কি নির্বাচনী পরাজয়, স্বাস্থ্যসেবা খাতে সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা, বিভক্তি ও আইন-আদালতের ঝামেলা এবং সর্বোপরি আমার প্রিয়জন-নিকটজনদের মৃত্যুর মধ্যেও কৃতজ্ঞ হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ ছিলো। আমি যে কতটা আশীবাদপ্রাপ্ত ছিলাম তা স্মরণ করার জন্য আমার নিজেকে নিয়মানুবর্তী করার প্রয়োজন ছিলো।

www.pathagar.com

নীরবতা এখানে উচ্চারিত হয়নি

১৯৯৫ সালের মার্চের শেষ দিকের এক শীতার্ত বিকেলে প্রেসিডেন্টকে ছাড়াই আমি প্রথম এক লম্বা বিদেশ সফরে বের হই। আমার সাথে ৪১ জন যাত্রী। বিমান বাহিনীর এন্ড্রুস ঘাঁটি থেকে বারো দিনের সরকারী সফরে এশিয়ার পাঁচটি দেশে যাত্রা শুরু হলো। আমার সহযাত্রীর ভেতরে আছেন হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তা, ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সাহায্যকারী, মিডিয়ার সদস্য, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী পরিচালক ও আমার ওয়েলেসলি কলেজের বন্ধু জ্যান পিয়ার্সি এবং সবচে সেরা চেলসি। সফরটি তার শরৎকালীন ছুটির ফাকে পড়ে গিয়েছিলো। সে কেবল পনেরোতে পা দিয়েছে এবং একজন আত্মনিষ্ঠ চিন্তাশীল তরুনী হিসেবে ফুটে উঠছে। আমি তার ছোটবেলার শেষ কিছু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ভাগ নিতে চেয়েছিলাম এবং আমরা যে এক অসাধারন নতুন বিশ্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছি সেই বিশ্বে চেলসির প্রতিক্রিয়া কী সেটা লক্ষ্য করতে চাই, আমার নিজের চোখে দেখার পাশাপাশি ওর চোখ দিয়েও দেখতে চেয়েছিলাম।

সতেরো ঘন্টা উড়ার পর, সন্ধ্যার শেষভাগে মুষলধারে বৃষ্টির মাঝে আমরা পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবতরন করলাম। প্রেসিডেন্ট কিংবা ভাইস-প্রেসিডেন্ট কেউই শিঘ্রই এই এলাকা সফরে আসতে পারবেন না বলে, এই অঞ্চলের প্রতি প্রশাসনের অঙ্গীকারকে তুলে ধারার জন্য ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাকে এই উপমহাদেশ সফরে যেতে বলেছিলো। আমার এই সফরের মাধ্যমে এটাই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, বিশ্বের এই অংশটুকুও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এবং দক্ষিণ এশিয়ার নেতাদের প্রতি এই আশ্বাস দেওয়া যে, গনতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, মুক্তবাজারকে প্রসারিত করা এবং মানবাধিকার ও সহনশীলতাকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে নিয়োজিত নেতাদের প্রতি বিলের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এই অঞ্চলে আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতি উদ্যোগ ও অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো।

যদিও প্রতিটি দেশে আমাদের অবস্থানকাল ছিলো খুবই কম, তারপরেও আমি যত বেশি সম্ভব নারীদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম; নারীদের অগ্রগতি ও একটি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে তার যোগসূত্রটি দেখার চেষ্টা করছিলাম।

চীনের একটি প্রবাদ আছে- মেয়েরা আকাশের অর্ধেক ধারন করে। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই সেটা প্রকৃত অর্থে অর্ধেকের চেয়ে বেশি। নারীরা তাদের পরিবারের উন্নয়নে দায়িত্বের বড় অংশ পালন করে। তাদের সেই কাজ, পরিবারের ভেতরে এবং প্রথাগত অর্থনীতিতে কোনো মূল্য দেওয়া বা পুরস্কৃত করা হয় না। এটা দক্ষিণ

www.pathagar.com

এশিয়াতেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, যেখানে অর্ধ বিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে এবং যাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। দরিদ্র মহিলা ও কন্যা শিশুদের পৃথক করে রাখা হয়, বৈষম্য করা হয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সামাজিকভাবে লালিত হিংস্রতা দিয়ে আক্রমন করা হয়। স্ত্রীকে ধরে পেটানো, বউ-এর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া এবং মেয়ে শিশুহত্যা ইত্যাদি বিষয়ে আইন অন্ধ কোথাও মহিলা ধর্ষিত হলে, সেই ধর্ষণের বিচার না হয়ে মহিলাকেই ব্যাভিচারের দায়ে জেলে যেতে হয়। এই ধরনের সংস্কারের মাঝেই ভারতীয় উপমহাদেশে কিছু কিছু পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়, স্কুলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় মেয়েদেরকে ঋণ নেয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে যা তাদের উপার্জনক্ষম করতে সাহায্য করে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার অনেক সফল প্রকল্পে সাহায্য সহযোগিতা করেছে; রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস ও সিনেটে বৈদেশিক সাহায্য ক্ষেত্রে বড় ধরনের কাটা-ছাট করার চিন্তা করছিলো এবং তার পরিমাণ ছিলো ফেডারেল বাজেটের শতকরা ১ ভাগেরও কম। আমি দীর্ঘ দিন থেকেই ইউ.এস.এইড-কে সমর্থন দিয়ে আসছি এবং আমি চেয়েছিলাম উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প সমূহের বাস্তব সুফল ফার্স্ট লেডীর সাথে াকা গণমাধ্যমের মাধ্যমে তুলে ধরা। কিন্তু এই সাহায্যের কাঁটছাট নারী সমাজকে ভীষণভাবে ক্ষতি করবে; সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের এবং দরিদ্র দেশগুলোর কল্যাণে তার অনুসৃত নীতির বিরোধী। যখন নারী দুর্ভোগ পোহায় তাদের সন্তানরাও দুর্ভোগ পোহায়, অর্থনীতির চাকা স্থবির হয়ে যায় এবং চূড়ান্তভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত পণ্যের বাজারও দুর্বল হয়ে যায় এবং যখন নারী সমাজ কোনো পরিস্থিতির স্বীকার হয় তখন পরিবার, সমাজ ও জাতীয় স্থিতিশীলতা ক্ষয় হয় এবং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও উন্নয়ন হুমকির মুখে পড়ে।

যেসব দেশ আমার সফর করার কথা তার সবগুলোতেই সহিংসতা ও অস্থিরতা বিরাজ করছিলো। আমার পাকিস্তানে অবতরন করার তিন সপ্তাহ আগেই সেখানকার কট্টরপন্থী মুসলমানরা আমেরিকার দূতাবাসে বোমা ভর্তি একটি ভ্যান ঢুকিয়ে দেয়; তাতে দুই জন মারা যায়। ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার গোপন পরিকল্পনাকারী রামাজী ইউসুফকে পাকিস্তানে আটক এবং তার বিচারের জন্য আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিলো।

এই পরিস্থিতিতে আমার এই সফরে সিক্রেট সার্ভিস খুব ভয় পাচ্ছিল। তারা চেয়েছিলো আমি আমার সফর কেবলমাত্র সরকারী বাসভবনে ও নিরাপদ নিরিবিলি স্থানগুলোতে সীমাবদ্ধ রাখি। কিন্তু আমার সফরের উদ্দেশ্যই ছিলো গ্রামের মহিলাদের সাথে কথা বলা এবং একই সাথে শহরের মহিলাদের সঙ্গেও কথা বলা তাদের বিষয়ে জানা এবং সেভাবেই আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা আগের থেকে তৈরি হয়েছিলো। আমার ভ্রমণের অগ্রবর্তী দল ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা আমার প্রতিটি গন্তব্যস্থলের সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করেছেন। আমি ব্যথিত হৃদয়ে জানতে পারি যে আমার এই অপ্রথাগত স্থানে ভ্রমণ ও মানুষের সাথে কথা বলার পরিকল্পনা করতে গিয়ে আমাদের দূতাবাস ও নিরাপত্তা দলের কতই না হিমশিম খেতে হয়েছে এবং শ্রম দিতে হয়েছে। তাদের এই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা আমাকে স্মরণ করে দিয়েছিলো যেন আমার এই ভ্রমণ অর্থবহ হয় ও সুফল বয়ে আনে তার প্রচেষ্টার।

www.pathagar.com

মারগালা পাহাড়ের শীর্ষদেশে যখন সূর্য উঠল তখন আমি প্রথম বারের মত ইসলামাবাদ শহর দেখলাম। সবুজ ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা প্রশস্ত সব এভিনিউ এবং চারদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা মধ্য শতাব্দীর স্থাপত্য ও নব-বনায়নের এক প্রদর্শনীর মত। বিদেশী সাহায্যে ও স্ব-উদ্যোগে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে যেভাবে নতুন নতুন রাজধানী গড়ে উঠছে এই নগরীও ছিলো তারই এক প্রতিচ্ছবি। আমি যে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থান করছি প্রথমে আমার মোটেই এমনটি মন হয় নি। কিন্তু আমি যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমদ খান লেঘারীর স্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলাম তখনই আমার সেই ধারণা পালটে গেল।

খুবই রুচিশীল পোশাকে সজ্জিত মিসেস লেঘারী কিছুটা বিলেতি উচ্চারণে খুব ভালো ইংরেজী বলেন। তিনি কঠিন এক অন্তরীণ পরিবেশে বসবাস করেন, যার নাম "পর্দা'। তার নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কোনোও পুরুষ তাকে কখনও দেখতে পায় না। তাকে ঘরের বাইরে কোনোও অনুষ্ঠানে কদাচিৎ যেতে হলেও পুরোমাত্রায় সবকিছু ঢেকে যেতে হয়। তিনি তার স্বামীর অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, শুধু টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্টের বাসভবনের দোতলায় তার আবাসস্থলে আমাকে আমন্ত্রন করলেন, আমার সাথে কেবলমাত্র মহিলা সঙ্গী ও সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা যেতে পারলো।

মিসেস লেঘারী আমেরিকা সম্পর্কে আমাকে অনেক প্রশ্নে জর্জরিত করেন। আমিও তার জীবন সম্পর্কে একই রকম উৎসাহী ছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তিনি তার পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের কোনোও পরিবর্তন দেখতে চান কি না? আমি জানতে পারি যে, পরের রাতে লাহোরে আমাদের জন্য আয়োজিত বিশাল নৈশভোজে তার সদ্য বিবাহিত মেয়েও আমন্ত্রিত। আমি মিসেস লেঘারীকে এই বৈপরিত্যের কথা জিজ্ঞেস করি। 'সেটা তার স্বামীর ইচ্ছা,' তিনি বলেন। 'সে (মেয়েটি) আর এখন আমাদের ঘরের নয়। তাই স্বামী যা চায় সে তাই করে।' মিসেস লেঘারী তার মেয়ের অবস্থান ও চলাফেরা করার স্বাধীনতাকে মেনে নিয়েছেন, কারন মেয়েটির স্বামী তার হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মিসেস লেঘারীর ছেলের বউ আবার পর্দার ভেতরে অবস্থান করছেন, কারন তার ছেলে বাবার মতো প্রথাকে মেনে চলছে।

পাকিস্তানের বৈপরিত্য আমার আরো নজরে আসে, যখন আমার সম্মানে প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। সেখানে পাকিস্তানের কয়েক ডজন সফলকামী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এটা যেনো, সময়ের রকেটে চড়ে কয়েক শতক সামনে চলে যাওয়া। সেই সকল নারীর মধ্যে কেউ ছিলেন শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, এমনকি পাইলট, একজন গায়িকা, একজন ব্যাংকার এবং একজন পুলিশের ডেপুটি সুপারেনটেনডেন্ট। তাদের নিজেদের উচ্চাভিলাষ ও ক্যারিয়ার ছিলো। এবং সবচে বড় কথা হলো, আমরা সবাই পাকিস্তানের নির্বাচিত নারী নেত্রীর অতিথি ছিলাম।

পাকিস্তানের একটি খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী এবং অক্সফোর্ড ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভকারী প্রতিভাবান ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব বেনজির ভুট্টো, বয়স মধ্য চল্লিশ। তার পিতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন ৭০ এর দশকে পাকিস্তানের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী যিনি এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পরবর্তীকালে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। তার মৃত্যুর পর বেনজির কয়েক বছর গৃহবন্দী জীবন কাটান। ৮০' দশকের শেষে তিনি পিতার পুরনো দলের নেত্রী রূপে

www.pathagar.com

আবির্ভূত হন। বেনজির ভুট্টোই হলেন একমাত্র খ্যাতনামা ব্যক্তি যাকে দেখার জন্য আমি লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলাম। ১৯৮৯ সালের গ্রীষ্মে কোনো এক ছুটির দিনে আমি এবং চেলসি লন্ডনে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমরা রিজ হোটেলের বাইরে বিপুল সংখ্যক জনতাকে জড়ো হতে দেখলাম। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি তারা কেন দাঁড়িয়ে আছে। তারা জানাল যে বেনজির ভুট্টো এ হোটেলে অবস্থান করছেন এবং শিগগিরই এখানে এসে পৌঁছাবেন। তার মটর বহর না আসা পর্যন্ত আমি এবং চেলসি সেখানে অপেক্ষা করলাম। আমরা দেখলাম হলুদ রংয়ের মিহি সিল্ক পোশাক পরিহিত বেনজির তার লিমুজিন থেকে নেমে এলেন এবং ধীর পদক্ষেপে লবিতে এগিয়ে গেলেন। তাকে বেশ উজ্জ্বল, শান্ত ও একাগ্র দেখাচ্ছিল।

১৯৯০ সালে দুর্নীতির অভিযোগে বেনজিরের সরকার ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ৯৩ সালের নির্বাচনে তার দল পুনরায় জয়লাভ করে। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে পাকিস্তান ছিলো বিপর্যস্ত; বিশেষ করে করাচির পরিস্থিতি ছিলো আরও উদ্বেগজনক। উপজাতীয় কোন্দল ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কারণে খুন-খারাবির মাত্রা বেড়ে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অবনতিশীল করে তুলেছিলো। বেনজির ভুট্টোর স্বামী আসিফ জারদারী ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ছিলো।

তিনি আমার সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন এবং তার দেশের নারীদের পরিবর্তনশীল ভূমিকার ব্যাপারে আলোচনা করলেন এবং একজন রাজনীতিবিদ স্বামী হিসেবে তার স্বামীর অবস্থান সম্পর্কে একটি কৌতুকও তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বললেন, পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় বলা হয়, "কার্যত মি. জারদারীই দেশের প্রধানমন্ত্রী। আমার স্বামী আমাকে বলেন, ফার্স্ট লেডীই বলতে পারেন যে আসলে এটা সত্য নয়।'

বেনজির ভুট্টো একথা স্বীকার করেছিলেন যে, সমাজ জীবনে যেসব মহিলা প্রচলিত প্রথার গণ্ডি অতিক্রম করে নেতৃত্বের ভূমিকায় আসছেন তাদের অনেক বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমার হোয়াইট হাউস জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি এবং তার (বেনজিরের) নিজের অবস্থার তুলনা করলেন। তিনি তার আলোচনা সমাপ্তি টানলেন এভাবে যে, যে সকল মহিলা কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নতুন নতুন কাজে প্রবেশ করে। তাদের অজ্ঞানতা ও পশ্চাদপদতা থেকে বাধা প্রাপ্ত হতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী বেনজিরের সাথে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাতে আমরা এপ্রিলে তার আসন্ন ওয়াশিংটন সফর নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং আমি তার স্বামী ও তাদের সন্তানদের সাথে সময় কাটাই। কারণ আমি জেনেছিলাম যে তাদের বিয়েটা ছিলো পারিবারিকভাবে আয়োজিত এবং বিশেষ করে আমি লক্ষ্য করলাম যে তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়াটিও ছিলো চমৎকার। তারা সহজেই একত্রে ঠাট্টা-মসকরার মাধ্যমে একে অপরকে ঘায়েল করছিলেন। আমার সফরের কয়েক মাস পরই তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সেই পুরনো অভিযোগ বেশ জোরেসোরেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং ৯৬ সালে বেনজির ভুট্টো তার স্বামীকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করলেন। কিন্তু নভেম্বরের ৫ তারিখে বেনজির ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ-সম্পদ উপার্জনের অভিযোগে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আবারও ক্ষমতাচ্যুত হলেন। জারদারী দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত

www.pathagar.com

হয়ে কারাবন্দী হলেন; বেনজির গ্রেপ্তারীর হুমকির মুখে সন্তানদের নিয়ে দেশ ত্যাগে বাধ্য হলেন এবং ফেরার সুযোগ পান নি।

বেনজির ভুট্টো ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগও কোনো যায়। আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সেগুলো সত্যি নাকি মিথ্যা। তবে আমি এটা জানি, যে স্বল্পকালীন সময় আমি ওখানে ছিলাম, তখন আমাকে এক দুর্বোধ্য বৈপরীত্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। নাসরীন লেঘারী ও বেনজীর ভুট্টো একই সংস্কৃতি থেকে এসেছেন। প্রেসিডেন্ট লেঘারী তার স্ত্রীকে পর্দার ভেতর রাখেন, যেখানে জুলফিকার আলী ভুট্টো তার মেয়েকে হার্ভার্ডে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়েকে প্রকৃত আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা সবগুলো দেশই নির্বাচিত মহিলা প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী দ্বারা চালিত হয়েছে, অথচ এই অঞ্চলেই নারীদেরকে এতটা অবমূল্যায়ন করা হয় যে, সদ্যজাত মেয়ে শিশুকে মেরে ফেলা অথবা পরিত্যাগ করা হতে পারে।

আমার জানার আগ্রহ ছিলো যে পাকিস্তানের আগামী প্রজন্মের শিক্ষিত নারীদের ভবিষ্যৎ কি হবে। আমিও চেলসি পরদিন গেলাম, ইসলামাবাদ গার্লস কলেজে যেখানে বেনজির পড়াশোনা করেছিলেন। তাদের অনেক উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা ছিলো, আগ্রহী ও উদ্যোগী তরুণীদের মায়েদের কাছে পরিচিত বিষয়। তারা উদ্বিগ্ন ছিলো কেমন করে তারা তাদের সমাজকে পরিবর্তন করবে এবং উচ্চ শিক্ষিত মহিলা হিসেবে তারা কোথায় কোনো কাজের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে বলেছিলো 'আপনি ঠিক আদর্শ মানুষটিকে কোথাও পাবেন না, আপনাকে অনেক বেশী বাস্তবধর্মী হতে হবে।' তার এই কথাটি আমার মনকে নাড়া দিয়েছিলো। সে এমন এক পরিবেশ থেকে উঠে এসেছিলো যেখানে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি কদাচিত গুরুত্ব দেয়া হয়। তবুও সে সর্বক্ষেত্রে নারীর যে অনিশ্চিত বিকল্প রয়েছে তা অনুধাবনের জন্য আধুনিক জীবন বাস্তবতাকে বোঝার মত জ্ঞান তার যথেষ্টই আছে।

আমি যখন লাহোরে ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস পরিদর্শনে গেলাম, সেখানে মেয়েরা ব্যবসায় শিক্ষা পড়ছে, সেখানে নারীর পছন্দের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম। পাকিস্তানি আমেরিকানরা পরিকল্পনাটিকে সাহায্য করেছিলো। কারণ তারা জানে যে পাকিস্তানের মহিলারা যদি শিক্ষিত না হয় এবং সামজে সক্রিয় ভূমিকা না রাখে তবে পাকিস্তানের অর্থনীতি ও জীবনমান উন্নত হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশিয়ার অভিবাসীদের সাফল্য নিয়ে কেউই সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। তারা তাদের পেশায় ও ব্যবসায় উন্নতি লাভ করেছে।

আমাদের দেশে তাদের (পাকিস্তানি আমেরিকানস) সাফল্য সরকারের দুর্নীতিমুক্ত শাসন, মুক্ত বাজার, নারী ও কিশোরী সহ সকল মানুষের মতামতের মূল্যায়ন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সন্ত্রাস ও যুদ্ধমুক্ত পরিবেশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কেউ কেউ স্মরণ করিয়ে দেয়।

দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশই প্রয়োজনীয় এই সব শর্তগুলি অর্জন করতে পারেনি। যেসব নারী-পুরুষের তাদের নিজ দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখার কথা ছিলো তারা আমাদের দেশে (আমেরিকা) অবদান রাখছে। উদাহরণস্বরূপ শ্রীলংকা– যেখানে আমি আমার সফরের ইতি টেনেছিলাম এখানে নারী-পুরুষসহ শিক্ষার হার উচ্চ, কিন্তু দেশটি কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করছে। কারণ সেখানে চলছে সংখ্যাগরিষ্ঠ–

www.pathagar.com

সিংহলী-বৌদ্ধ জনগণ ও সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু তামিল টাইগারদের বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান। সন্ত্রাসের ভয়াবহ বিস্তার দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও বৈদেশিক বিনিয়োগকে ব্যাহত করছে।

আমরা এক গ্রামে গিয়েছিলাম যেখানে বিদ্যুৎ না থাকা স্বত্ত্বেও একটি সুবিধা ছিলো যে স্বাস্থ্য সেবার জন্য ক্লিনিক ও একটি স্কুল আছে– যেখানে মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হত। কংক্রিট নির্মিত ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার ও টেকনিসিয়ান ছিলেন যারা ঐ এলাকার ১৫০০০০ মানুষের স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্বে ছিলেন। যদিও তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির অভাব ছিলো, তাদের চেষ্টার কোনো কমতি ছিলো না। আমরা যেখানেই সফর করেছি সেখানে সাধ্যমত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের অনুদান নিয়ে গিয়েছি। রোগীরা বিশেষ করে মায়েরা তাদের সন্তান নিয়ে দেওয়ালের পাশে বসে ছিলেন। এক সাথে এত সংখ্যক আমেরিকানকে তাদের ছোট্ট গায়ে দেখে তারা কিছুটা অবাকই হলো। কিন্তু তারা চেলসি এবং আমাকে তাদের শিশুদের কোলে নিতে দিল এবং আমরা দোভাষীর মাধ্যমে তাদের নানা প্রশ্ন করলাম।

পাকিস্তান ছাড়ার আগে চেলসি ও আমি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মসজিদগুলোর একটি 'ফয়সাল মসজিদ' দেখতে গেলাম। সৌদি আরব এই মসজিদটি বানিয়ে দিয়েছে এবং ভূতপূর্ব সৌদি বাদশাহর নামে নামকরণ করা হয়েছে। আমরা জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করলাম, চারপাশে হাঁটাহাঁটি করে দেখলাম। সেখানে এক লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষের নামাজের জায়গা তৈরি করা হয়েছে। চেলসি স্কুলে 'ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির' বিষয়ের উপর পড়াশোনা করছিলো। সে আমাদের গাইডকে যাবতীয় জানা প্রশ্নগুলো করে। জুডো-ক্রিষ্টিয়ান বাইবেলের মতো কোরানেরও বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা করা যায়। এগুলো অন্য ধর্মালম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে উৎসাহিত করে। কিন্তু ইসলামের একটি নতুন ধারা 'ওয়াহিবিরা' সেটা করে না। আমি যখন ইসলামের মূল মন্ত্রকে সম্মান করি, তখনই ওয়াহিবিবাদ আমাকে চিন্তিত করে তোলে। কারন এটা নারীদেরকে সমাজের কর্মকান্ড থেকে পুরোমাত্রায় বাদ দেয় এবং এটা কট্টরপন্থী ইসলামের দ্রুত-বর্ধনশীল একটি রূপ। এরা ধর্মীয় অসহনশীলতাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং এর সবচে কট্টর রূপ হিসেবে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষকে প্রভাবিত করছে, যা আমরা ওসামা বিন লাদেনের মাঝে দেখতে পাই।

পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে প্লেনে রওয়ানা হই খুবই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে।' পাকিস্তানের প্রশাসন করাচি দূতাবাসের কর্মচারীদের হত্যা ঘটনায় ভীত হয়ে পড়েছিলো। বিমানবন্দরের পথে শত শত সৈন্য রাস্তার দু' পাশে দাঁড়িয়েছিলো। লাহোর ইসলামাবাদের মত আধুনিক নয় মোঘল স্থাপত্যে সমৃদ্ধ এক পুরনো নগরীর। আমাদের যাত্রার কারণে রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ঘনবসতি নগর জনমানবহীন নগরে পরিণত হয়। আমাদের যাওয়ার পথে হাইওয়েতে দু' পাশে নানা রঙের কাপড় দিয়ে বিভিন্ন বস্তি ঢেকে দেওয়া হয়। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে দেখেছি শিশু ও কুকুরেরা উচ্ছিষ্ট ও ময়লার স্তুপে নাড়াচাড়া করছে।

আমি আমার সাথে করে অনেকগুলো স্কার্ফ নিয়ে এসেছিলাম, যেন মসজিদে প্রবেশ করার আগে মাথায় বা কাঁধে পরে নিতে পারি। বেনজীর ভুট্টো যেভাবে মাথায় হালকা স্কার্ফ পড়েন, সেটা আমি খেয়াল করেছিলাম। স্থানীয় একটি পোশাক পরেছিলেন যাকে বলা হয় 'সালওয়ার কামিজ'। চেলসি ও আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরাও সেগুলো

www.pathagar.com

পরবো। সেই রাতে লাহোর ফোর্টে অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার সময় আমি লাল সিল্কের সালওয়ার কামিজ পরি আর চেলসি নেয় ফিরোজা রঙ।

পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং মধ্যযুগের মোঘল সাম্রাজ্যের সদর দপ্তর লাহোর লালকেল্লায় পাঞ্জাবের গর্ভণর ৫শ' অতিথি আমন্ত্রণ করেছিলেন। নির্মল তারকারাজি শোভিত সন্ধ্যায় আমরা যখন সেখানে পৌঁছুলাম এবং গাড়ী থেকে নামলাম তখন দৃশ্যটি ঠিক আরব্য রজনীর কোনো দৃশ্যের মতই মনে হচ্ছিল। আতশবাজী প্রদর্শনীর পর লাল-গালিচা বিছানো পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে নাট্য দলের বাদক ও নর্তকীরা আমাদের অভিবাদন জানাল। ঘোড়া এবং উটগুলোকে মুক্তাখচিত ঢিলা কাপড়ও পরান হয়েছিলো এবং বাজনার তালে তালে পরিচালনা করা হয়েছিলো। আমি এবং চেলসি অভিভূত হয়ে পড়ি এবং বিস্মিয়ে একে অপরের হাত চেপে ধরি। ভিতরের দূর্গের প্রবেশ পথে উর্ধ্বমুখী দুটি চূড়া দাঁড়িয়েছিলো যেখানে হাজার হাজার তেল বাতির মিটমিটে আলো চত্বর ও প্রবেশ পথকে আলোকিত করছিলো এবং গোলাপের সুগন্ধে বাতাস ছিলো সুরভিত। উজ্জ্বল সিল্ক পোশাক পরিহিত ও বিমোহিত এবং হঠাৎ বড় হওয়া কন্যার অনুভূতি ও প্রক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম এবং ভাবছিলাম বিলও যদি তা দেখার জন্য এখন উপস্থিত থাকত, তবে কতই না ভালো লাগত।

সেই সন্ধ্যায় আমাদেরকে খুব দ্রুত বিমান বন্দরে আসতে হলো এবং আমরা দিল্লীর পথে রওয়ানা হলাম। কলেজের সেই প্রথম বর্ষ থেকেই আমি ভারতে বেড়াতে যেতে চাইতাম। ওয়েলেসলি কলেজের সভাপতি মার্গারেট ক্ল্যাপ ভারতের মাদুরাই-এর একটি মহিলা কলেজের প্রধান হিসেবে চলে গিয়েছিলেন। তিনি চলে যাবার আগে আমাদের ডর্মে গিয়ে বলে এসেছিলেন, ভারতে তিনি কী করতে যাচ্ছেন। আমি কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলাম। ল স্কুলে পড়তে যাওয়ার আগে, আমি ভারতে গিয়ে লেখাপড়া এবং শিক্ষকতা করার কথা ভাবছিলাম। প্রায় পচিশ বছর পরে সেই আমি এই প্রথম ভারত সফরে যাচ্ছি, এবং সেটা আমার দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে। আমি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র দেখতে চেয়েছিলাম এবং তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন ও নারী অধিকার সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চেয়েছিলাম। কী দেখবো তা ভেবে আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম, যদিও আমি জানতাম আমার সময় কম এবং চলাফেরাও নিয়ন্ত্রিত।

আমার প্রথম দিনের সফর ছিলো মাদার তেরেসা-র প্রতিষ্ঠিত একটি অনাথ আশ্রম সেখানে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি; কারন পরিবারে ছেলেদেরকে যেভাবে মূল্য দেয়া হয়, মেয়েদেরকে সেভাবে দেয়া হয়না। মাদার তেরেসা তখন ভারতের বাইরে ছিলেন এবং সিষ্টার প্রিসিলা আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখালেন। আমরা কয়েকটি শিশুকে কোলে তুলে নিলাম। সিষ্টার প্রিসিলা বলছিলেন যে, অনেক অনাথ শিশুদেরকে রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে; বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মায়েরা শিশুকে অনাথ আশ্রমে রেখে যায়, কারণ তারা হয়তো তাদের ভরণ-পোষণ করতে পারবে না, নয়তো বলে থাকে যে শিশুটির বাবা তাকে চায় না। শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী কিছু শিশুও ছিলো, কারন তাদের মা-বাবা এতই গরীব যে তাদের চিকিৎসা করার মতো সামর্থ ছিলো না। যদিও ভারতের ভেতরেই এখন দত্তক নেয়া সাদামাটা ব্যাপার হয়ে গেছে, তারপরেও অনেক পশ্চিমের দেশ এখান থেকে দত্তক হিসেবে শিশু নিয়ে যায়। সিষ্টার প্রিসিলা আমাকে বললেন যে, আমার সফরের জন্য স্থানীয় সরকার নোংরা রাস্তাটি পাকা করে, যা একটি ছোটখাটো দৈব ঘটনা বলেই তিনি মনে করেন।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রদূতের বাসভবন রুজভেল্ট হাউসে আমি অন্য মহিলাদের সাথে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নিলাম এবং রাতে রাষ্ট্রপতি শংকর দয়াল শর্মার সাথে নৈশভোজ। পরদিন প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসীমা রাও এর সাথে সাক্ষাতের কর্মসূচী ছিলো। পাকিস্তানে আমি যা করেছি এখানেও তা করা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমি কোনো দেশকেই হতাশ করতে চাইনি এ কারণে যে আমি জানতাম প্রত্যেকে পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর উপর নজর রাখছে।

রাজিব গান্ধী ফাউন্ডেশনে নারী অধিকারের উপর বক্তৃতা করার জন্য আমি রাজী হই। কিন্তু লিখতে আমার খুব সমস্যা হচ্ছিল। আমি একটি পরিস্কার চিত্র খুঁজছিলাম, আমি যা বলতে চাই সেটা ফুটিয়ে তুলবে। মহিলাদের সাথে দুপুরের খাবার সময় শ্রী রাম মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মিনাক্ষী গোপিনাথ আমাকে হাতে লেখা একটি কবিতা উপহার দেন। তার এক ছাত্রী অনসূয়া সেনগুপ্ত সেটা লিখেছেন। কবিতার নাম, 'নীরবতা' এবং সেটা শুরু হয় এভাবে :

অগণন নারী
অসংখ্য দেশে
অভিন্ন ভাষায় কথা বলে
নিরবতা...

কবিতাটি চট করে আমার হাতের কাছে পেলাম না। যেহেতু সেই গভীর রাতে আমি বক্তৃতাটি লিখছিলাম, আমি অনুধাবন করলাম যে, আমার বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে ওই কবিতাটি আমি ব্যবহার করতে পারি।

যখন আমি বক্তৃতা করার জন্য তৈরী হয়েছিলাম তখন জেটলেগ ও ঘুমহীন রাত আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি পৃষ্ঠাগুলো কোনোরকমে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি আমার বক্তৃতাটি অনসূয়ার কবিতা দিয়ে শেষ করেছিলাম :

আমরা শুধু চাই দিতে কিছু শব্দ
যারা পারে না কোনোও কথা বলতে
(অগণন নারী
অসংখ্য দেশে)
আমি শুধু চাই ভুলে যেতে
আমার দাদীর যত দুঃখ
নিরবতার।

আততায়ীর হাতে নিহত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিধবা পত্নী মিসেস সোনিয়া গান্ধী তার স্বামীর নামে রাজিব গান্ধী ফাউন্ডেশনটি স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি আমাকে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী প্রিয়ংবদা সোনিয়া ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সুদর্শন রাজীব গান্ধীর প্রেমে পড়েন। সব দিয়েই সুখে-শান্তিতে সোনিয়া তার দুই সন্তানকে লালন-পালন করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক দুর্যোগ তাদের পরিবারের উপর পতিত হল। প্রথমে তার দেবর সঞ্জয়, যার ব্যাপারে অনেকেই মনে করতেন তিনি তার মা ও নানা জওহর লাল নেহেরুর উত্তরসূরী হিসেবে রাজনীতিতে আসবেন, বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন। এরপর ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা

www.pathagar.com

গান্ধী তার নিজের নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে নিহত হন। কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে আপাত উত্তরাধিকারী রাজীব গান্ধী তখন প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু ১৯৯১ সালে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় তামিল টাইগার গেরিলাদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় দুঃখজনকভাবে তিনিও নিহত হন। তামিলরা শ্রীলংকা সরকার এবং তাকে সমর্থনকারী ভারত সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলো। কংগ্রেসের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সোনিয়া গান্ধীকে টেনে আনা হলো। নিজের জীবনের ভয়ানক শোকবহ ঘটনার মাঝে তিনি তার জনগণের কণ্ঠস্বরকে খুঁজে পেলেন। যখন আমার বক্তৃতা দেয়ার কথা ততক্ষণে বিমান ভ্রমণের ক্লান্তিতে আমি একেবারেই চোখে দেখতে পারছিলাম না। অনসূয়ার কবিতার লাইন কয়টি দিয়ে শেষ করলাম।

কবিতাটি শ্রোতামণ্ডলীর অনেকের মতের সাথেই মিলে গিয়েছিলো। আবার কেউ কেউ কিছুটা হোচট খেলেন এই ভেবে যে আমি একজন স্কুল বালিকার চিন্তার মাধ্যমে সকল মহিলাদের অবস্থান বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম।

অনসূয়া, যে তার কবিতার প্রচারের মুখে ছিলো বিনয়ী ও লাজুক, বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিলো যখন সারা পৃথিবী থেকে মহিলারা তার কবিতায় কপির জন্য অনুরোধ করছিলেন।

তার কবিতার লাইনগুলি ওয়াশিংটনের সংবাদকর্মী যারা আমার সফর সঙ্গী ছিলেন তাদেরও নাড়া দিয়েছিলো। নারীর জীবন ও অধিকার বিষয়ে আমি যা বলছিলাম সে বিষয়ে তারা ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ছিলেন। সাংবাদিকরা আমাকে বক্তব্যদানের পরে প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন আমি তাড়াতাড়ি এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলছিনা, আমি তাদের প্রশ্নটি অনুধাবন করতে পেরেছিলাম যদিও আমি গত পঁচিশ বছর যাবত যুক্তরাষ্ট্রের নারী ও শিশুর মর্যাদা ও অবস্থান বৃদ্ধিতে কাজ করছিলাম। কিন্তু উপমহাদেশে একদিকে যেমন মহিলা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় আসা, অন্যদিকে পর্দা প্রথা– আর কন্যা শিশু পরিত্যাগ করার প্রথাও এখানে অবস্থান করছে, আমি যেমন এটাকে বড় ধরনের স্বস্তির বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছিলাম, সাংবাদিকরাও তাই করেছিলেন। স্বাস্থ্য পরিচর্যা খাতে সংস্কার, পরিবার বর্জন, বিশ্বব্যাপি গর্ভপাত নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আইন প্রত্যাহার করে নেয়া সবই ছিলো একই বিষয়ের অংশ। মানুষ যা পছন্দ করে সে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মানুষের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন আর এটা তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য যথার্থ। পৃথিবীর অর্ধেক পথ ভ্রমণ করে আমার এই ধারণাটি আরো স্পষ্ট হয়েছিলো। আর তার কারণগুলির অংশ বিশেষ ছিলো সাধারণ।

আমার সফর কাভার করার জন্য আগত সাংবাদিকগণ ছিলেন অবরুদ্ধ দর্শক। কিন্তু এটাও সত্য ছিলো যে দেশের সুনির্দিষ্ট কৌশলের ব্যাপারে আমার প্রস্তাবের কয়েকটি রাজনৈতিক বক্তব্য আমার বিদেশের বার্তাবহন করেছিলো।

সাংবাদিকদের সাথে আমার সম্পর্কের যে পরিবর্তন ঘটেছিলো তা ছিলো এই সফরের এক সুখবর ও বিস্ময়কর ঘটনা। সেনাবাহিনীর প্রবীন ও অভিজ্ঞ সৈনিকদের মত একে অপরের বিষয়ে সতর্কতার সাথে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু যখন দিন গড়াতে শুরু করলো তখন আমরা একে অপরকে ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করলাম।

ভারতে আমার সবচে উজ্জ্বল স্মৃতি তাজমহল নয়, গুজরাটের আহমেদাবাদের দুটি গ্রামে সফর। প্রথমটি ছিলো মহাত্মা গান্ধীর অতি সাধারণ একটি আশ্রম, যা ছিলো স্বাধীন ভারত তৈরির সূতিকাগার। তার যে ত্যাগ আমি দেখেছি, তার যে সাদামাটা

www.pathagar.com

জীবন দেখেছি, সেটা আমার যে অতিরিক্ত আছে সেই কথাই কেবল মনে করিয়ে দেয়। গান্ধীর অহিংসনীতিতে বিশ্বাস এবং সরকারী নীতির বিরুদ্ধে যেরকম বিশাল অবরোধ গড়ে তুলতে হয়, সেগুলো আমেরিকার মানবাধিকার আন্দোলনে প্রভাব ফেলেছিলো এবং মার্টিন লুথার কিং-এর বর্ণ বৈষম্য দূর করার জন্য প্রচারণা কাজে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিলো।

তার নিজের দেশে, গান্ধীর জীবন এবং আত্মনির্ভরশীলতা ও বর্ণ প্রথা বাতিল ইলা ভাট নামক একজন বিশিষ্ট মহিলাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো। গান্ধীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তিনি ১৯৭১ সালে সেলফ ইমপ্লয়েড ওইমেন এ্যাসোসিয়েশন (সেওয়া) প্রতিষ্ঠা করেন।

সিনেটর ময়নিহান এর অসাধারণ স্ত্রী লিজা ময়নিহান আমাকে ইলা ভাট এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং (সেওয়া) একবার সেখানে যাবার আমন্ত্রণ করে ছিলেন যাতে করে আমি নিজ চোখে দেখে আসতে পারি যে, একজন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মহিলা কি সৃষ্টি করতে পারেন।

একই সাথে ট্রেড ইউনিয়ন ও নারীবাদী আন্দোলনের সংগঠন সেওয়ায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজারের বেশী সদস্য আছে; তাদের মধ্যে আছে ভারতের কিছু অত্যন্ত দরিদ্র, অল্পশিক্ষিত আর কিছু একেবারেই পরিত্যক্ত মহিলা। এই মহিলারা পরিবার নির্ধারিত পাত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামীর বাড়ীতে তাদের শ্বাশুরীর সতর্ক দৃষ্টির মাঝে জীবন যাপন শুরু করে। কেউ কেউ স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত বা পঙ্গু বা পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পর্দার মধ্যে বাস করত এবং সকল বাঁধাবিপত্তির মাঝে বেঁচে থাকার জন্য তাদের পরিবারকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয়। সেওয়া তাদের ক্ষুদ্র ঋণ যোগান দিয়ে তাদের নিজস্ব উপার্জনের পথ করে দিয়েছিলো এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও ব্যবসায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলো। ইলা ভাট তার এক রুমের অফিসে রাখা বড় রেকর্ড বই দেখালেন সেখানে ঋণ প্রদান ও আদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে সেওয়া হাজারো মহিলাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে, নারীদের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের বদ্ধ ধারণাও পাল্টে দিয়েছে।

আমার সফরের কথা গুজরাটের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে গিয়েছিলো। প্রায় এক হাজার নারী দল বেঁধে সভার আসে, কেউ কেউ নয় দশ ঘন্টা সেই গরম, ধূলাবালিময় গাঁয়ের পথ হেঁটে এসেছে। আমি যখন দেখলাম তারা সবাই একটা বড় তাবুর নিচে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তখন আমার চোখে পানি চলে এলো। নীলা, পান্না ও চুনি রঙের তাদের শাড়ি হালকা বাতাসে উড়ে মানবীয় রংধনু তৈরি করেছিলো। তারা ছিলো মুসলমান ও হিন্দু, এমনকি অস্পৃর্শ্য হরিজনও। তাদের ভেতর ছিলো ঘুড়ি বানায় এমন মানুষ, কুড়োনী এবং সব্জি বিক্রেতা। তাদের মাঝখানে গিয়ে বসলো চেলসি।

একের পর এক নারীরা উঠে দাঁড়িয়ে তাদের কথা বলতে শুরু করে। তারা বললেন সেওয়া শুধুমাত্র ব্যবসায়ে সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার জন্য তাদের জীবনে অগ্রগতি হয়নি, তাদের জীবনের অগ্রগতি হয়েছে সংগ্রামী মহিলাদের একে অপরের প্রতি সংহতির কারণেও। এক মহিলা বললেন, তিনি আর তার শাশুড়িকে ভয় পান না, কারণ তিনি উপার্জন করতে পারেন। সেখানকার সংস্কৃতি অনুযায়ী কোনো মহিলার বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর সেই মহিলা স্বামীর মা'র কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলে আসেন। এক মহিলা বললেন- তিনি আর পুলিশকে ভয় পাননা, কারণ বাজারে সেওয়ার অন্যান্য বিক্রেতারা

www.pathagar.com

পুলিশি ঝামেলা থেকে তাকে রক্ষা করে। সবশেষে আমাকে সমাপ্তি মন্তব্য করতে বলা হলো। ইলা ভাট মাইক নিয়ে ঘোষণা দেন যে, আমেরিকা থেকে সফরে আসার জন্য মহিলারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। উজ্জ্বল আলোর আভায় তারা সবাই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গুজরাটি ভাষায় গাইতে শুরু করলো 'আমরা করবো জয়, নিশ্চয়ই, একদিন'। যে নারীরা তাদের নিজেদের কঠিন জীবন ও শত বছরের নিপীড়নকে কাটিয়ে উঠতে চাইছে, সেই নারীদের মাঝে থাকতে পেরে আমি অভিভূত ও উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার কাছে, তাদেরকে মনে হয়েছিলো মানবাধিকারের সপক্ষে জীবন্ত ও বলিষ্ঠ উক্তি।

পরদিন নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে যখন উড়ে যাই তখনও সেই সব মহিলাদের মুখচ্ছবি আর তাদের কথা মনে পড়ছিলো: হিমালয় পর্বতমালার মাঝে একটি ছোট্ট উপত্যাকায় সল্টলেক সিটির মতই সমুদ্র সমতল হতে ৪২০০ ফুট উঁচুতে কাঠমন্ডু শহরটি অবস্থিত। যেকোন আলোকজ্জ্বল দিবসে নগরীকে বেষ্টন করা তুষারাচ্ছাদিত পাহাড় চূড়ান্ত অপূর্ব সমাহার আপনি দেখতে পাবেন।

নেপালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম কিন্তু দেশটির লোকালয়গুলি অধিক জনবহুল। মনুষ্য মলমূত্র এখানে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পরিষ্কার পানি এখানে দুর্লভ। যেসব আমেরিকানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই নেপাল সফরের পর অসুস্থ হওয়ার কাহিনী আছে এবং ছিলো, সেটা সফরেরই যেন অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আমরা অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করলাম। তখন আমরা ছিলাম সফরের মাঝ পর্যায়ে এবং যদি একদিনের জন্যও অসুস্থ থাকি তবে পুরো কর্মসূচিই নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের আপ্যায়নকারী আমাদের উদ্বেগ উপশম করতে বের হয়ে চলে গেলেন। প্রথম দিনে হঠাৎ করে চমকে ওঠা চেলসি আমাকে বলল, 'মা তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা আমাকে কি বলেছেন। তারা বলেছেন হোটেলের পুলের পানি নিস্কাষণ করে তা বোতলের পানি দিয়ে ভরা হয়েছে।' আমি কখনই জানিনি এটি সত্য ছিলো কি-না; কিন্তু এতে আমি অবাক হয়নি।

রাজপ্রাসাদে এক সৌজন্য সফরের সময় আমি রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম ও রানী ঐশ্বরিয়া কর্তৃক বাঘের চামড়া বিছানো রুমে সাদরে অর্ভ্যথিত হয়েছিলাম। এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর সময় রাণী আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি আমার সাথে কথা বলতে চান। আমি আশা করেছিলাম যে, তার সাথে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নারী শিক্ষা নিয়ে আলোচনার একটি সুযোগ হয়ত আমি পাব। কিন্তু রাজাই সমস্ত আলোচনা করলেন। তিনি এমন একটি দেশ শাসন করছেন যা অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বহিঃবিশ্ব থেকে অবরুদ্ধ ছিলো। বর্তমানে দেশটি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য আর বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী। নেপালও তার গ্রামাঞ্চলে মাওবাদী গেরিলাদের থেকে সংঘর্ষ আর অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হচ্ছে। যাহোক, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ সংকট রাজার জন্য বিদ্রোহীদের হুমকি থেকেও বড় হয়ে দেখা দিল। এটা বিশ্বাসই করা যায় না মাত্র কয়েক বছর পর রাজা ও রাণী এবং তাদের পরিবারের আটজন সদস্য প্রাসাদের মধ্যে গুলিতে নিহত হন। সরকারি ভাষ্যমতে আততায়ী ছিলেন যুবরাজ স্বয়ং, তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ঘটনাটি ঘটিয়েছেন, কারণ তাকে তার প্রেমিকাকে বিয়ে করতে দেওয়া হয়নি।

www.pathagar.com

পরদিন খুব সকালে চেলসি এবং আমি শহরের উপরে পাহাড়ে দীর্ঘপথ হাঁটতে যাই। আমাদের দেখার জন্য রাস্তার পাশে অনেক মানুষ দাঁড়িয়েছিলো এবং দশ-এগার বছরের উজ্জ্বল চোখওয়ালা একটি মেয়ে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলো। মেয়েটি ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজিতে কিছু কথা বলল। বিশেষত নিউইয়র্ক সিটি আর ক্যালিফোর্নিয়া'র মত কিছু শহরের নাম যা সে 'বড়' বা 'খুশি' এমন কিছু বিশেষণ সহকারে বললো। এখন সে এমনভাবে মাথা নোয়াল বা হাসল যেন দীর্ঘ আলোচনার পর পরস্পর বন্ধু বনে গিয়েছিলাম। সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করেছিলো। তারপর আমরা যতবেশী পথ উপরে হেঁটে গেলাম আমি দেখলাম কিভাবে প্রতি ইঞ্চি জমি কাজে লাগান হয়েছে– বাড়িঘর স্তরে স্তরে কৃষি কাজ, রাস্তাঘাট বা বৌদ্ধমঠ; যা পাহাড়ের আশপাশে ছড়িয়ে আছে। আমি কাছের একটা মঠের ঘণ্টার টুং টাং ধ্বনি শুনতে পেলাম এবং দেখলাম মঠের চুঁড়ার উপরে সাদা পতাকা উড়ছে। যখন আমরা আমাদের গাড়ীর কাছে ফিরে এলাম, মেয়েটির বাবা সেখানে দাঁড়িয়েছিলো। তখন আমি জানলাম যে সে কখনও স্কুলে যায়নি। কিন্তু পর্যটক আর অভিযাত্রীদের সাথে থেকে কিছু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী আয়ত্ব করেছে। মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা আর আগ্রহের বিষয়ে তার বাবার কাছে আমি প্রশংসা করলাম কিন্তু আমি সন্দিহান যে, আমি কার্যকরভাবে তা করতে পেরেছি কিনা। যদিও আমি জানতাম যে টাকা হল কৃতজ্ঞতা আর উদ্বেগের এক অপ্রতুল নির্দশন, আমি চেয়েছিলাম যে আমি তার মেয়েটিকে সঠিক মূল্যায়ন করেছি এটি তিনি স্বীকার করুক। আমি আশা করেছিলাম যেন তার কর্ম, নৈতিক শক্তি আর উপস্থিত বুদ্ধি পরিবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং তার জন্য ভিন্ন জীবন পদ্ধতি পছন্দে প্রেরণা যোগাবে। আমি এখন মাঝে মাঝে ভাবি, সে এখন কি করছে!

ওই সকালের পরের দিকে আমরা নেপালে বসবাসকারী আমেরিকান মহিলাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহিলা স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিকে গেলাম। নেপালের মাতৃত্বকালীন ও শিশু মৃত্যুর হার বিস্ময়কর। প্রতি এক লাখ প্রসবকালীন মায়ের ক্ষেত্রে এই হার ৮৩০, যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই হার ৪০০ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৭ এরও কম, ইউ.এস. এইড সেভ দ্য চিলড্রেন, এবং নেপাল সরকারের যৌথ পরিচালনায় এই ক্লিনিকটি জনগণকে প্রতিরোধমূলক পরিচর্যা সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানদানে সক্ষম হয়েছে এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য নিরাপদ মাতৃত্ব সরঞ্জাম সরবরাহ নামক কর্মসূচি চালু করেছে। এইসব জিনিষপত্রের মধ্যে ছিলো একটি প্লাস্টিক সিট, এক খন্ড সাবান, এক টুকরা সুতা, মোমবাতি এবং একটি রেজর ব্লেড। নেপালে একটি প্লাষ্টিক শীট, একজন শ্রমজীবি মহিলার শয়নের জন্য, সাবান ধাত্রীর হাত ও তার জিনিসপত্র পরিস্কারের জন্য এবং সুতা নবজাতকের নাভির নাড়ি বাধা এবং পরিষ্কার ব্লেড তা কাটার জন্য- এইগুলি একজন মা ও তার নবজাত শিশু জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য নিরূপ করে দিতে পারে।

দক্ষিণ নেপালে রয়্যাল চিতন ন্যাশনাল পার্কে আমি আর চেলসি হাতির পিঠে চড়েছিলাম। সত্য বলতে কি আমি যদি না জানতাম যে ভবিষ্যতের জন্য আমার ছবি তুলে রাখা হবে, তবে আমি শুধুমাত্র এক জোড়া জিন্সের কাপড় পরে যেতাম। তার পরিবর্তে আমি খাকি রঙের শার্ট, স্কার্ট, এবং হ্যাট পরেছিলাম। চেলসি এবং আমার যে ছবি বিশ্বব্যাপী প্রদর্শিত হয়েছে তাতে দেখা যায় মা ও মেয়ে চতুস্পদী হাতির পিঠে বসে এশিয়ার বিরল প্রজাতির গন্ডার দেখছে। আমরা যখন ওয়াশিংটনে ফিরলাম জেমস কারভিল মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনি কি পছন্দ করেন নি? আপনি দুই বছর ধরে

www.pathagar.com

মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পাইয়ে দিতে কাজ করছেন আর তারা আপনাকে খুন করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে আপনি এবং চেলসি এক হাতির পিঠে চড়েছেন, এবং তারা আপনাদের পছন্দ করেছে।'

বাংলাদেশ হলো এই ধরনীর সবচে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সম্পদ ও দারিদ্র্যের উলঙ্গতম চিত্র আমি দেখেছি। ঢাকার হোটেল রুমের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, একটি বাঁশের বেড়া চলে গেছে, যার একদিকে রয়েছে ঝুপড়ি আর আবর্জনার স্তুপ, আর আরেকদিকে রয়েছে সুইমিংপুল ও ক্যাবানা যেখানে আমার মতো অতিথিরা- পানীয় উপভোগ করতে পারে ও সাতার কাটতে পারে। এটা যেনো পৃথিবীর অর্থনীতির ঠিক দুইপ্রান্তকে একসাথে দেখা যেখানে এসে তারা মিশে গেছে। এখানে কর্তৃপক্ষ উজ্জ্বল রঙিন কাপড় দিয়ে এই দৈন্য ঢাকার চেষ্টা করেনি। এই শহরে দেয়ালের সাথে দেয়াল পর্যন্ত মানুষ, প্রতি বর্গফুটে এতো মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি, সবাই ছোট গাড়িতে করে চলাফেরা করে যা রাস্তায় জট লেগে যায় অথবা বিশাল জনসমুদ্র সেগুলো পথঘাটে উপচে পড়ে। বেশ কয়েকবার আতঙ্কে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো যখন দেখেছি গাড়ি হুমড়ি খাওয়ার মত করে একদল মানুষের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। গরম আর সেঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে বাইরে হেটে যাওয়া যেনো বাষ্পায়িত 'সনা'-র ভেতর প্রবেশ করা।

কিন্তু এটা হলো আরেকটি দেশ যা আমি অনেক আগে থেকেই দেখতে চেয়েছিলাম, কারন এই দেশটি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত দুটো প্রকল্পের জন্মভূমি- ঢাকায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ (আই.সি.ডি.ডি.আর/বি) এবং ক্ষুদ্রঋণের অগ্রপথিক গ্রামীণ ব্যাংক। বিদেশী সাহায্যের ফলে যে ইতিবাচক ফলাফল হতে পারে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো আইসিডিডিআর/বি। পৃথিবীর এই প্রান্তে যেখানে পরিস্কার পানীয় জলের খুব অভাব, সেখানে ডায়রিয়া হলো মৃত্যুর জন্য একটি প্রধান কারণ, বিশেষ করে শিশু মৃত্যু। আইসিডিডিআর/বি তৈরি করেছে 'ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি', যা হলো লবন, চিনি ও পানি দিয়ে তৈরি একটি মিশ্রন যা তৈরি করা সহজ। এই মিশ্রণ লক্ষ লক্ষ শিশুকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। এই সহজ স্বল্প মূল্যের মিশ্রনটিকে মেডিক্যাল বিজ্ঞানে এই শতাব্দির অন্যতম একটি অগ্রগতি হিসেবে ধরা হয়। যে হাসপাতালটি এর অগ্রদূত সেটি আমেরিকার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে আমি জানতে পারি এক দশকেরও আগে যখন ব্যাংকটির প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে বিল ও আমি লিটল রকে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ক্ষুদ্র ঋণ আরকানসাসের কিছু দরিদ্র গ্রামীণ মানুষকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। গ্রামীণ ব্যাংক সে সকল দরিদ্র নারীদের ঋণ দিয়ে থাকে যাদের ঋণ নেয়ার অন্য কোনোও সুযোগ নেই। তাদেরকে গড়ে ৫০ ডলার ঋণ দেয়া হয়, যা দিয়ে তারা ছোটখাটো ব্যবসা যেমন পোশাক বানানো, সুতা বোনা এবং চাষাবাদ করা ইত্যাদি শুরু করে এবং তার পরিবারকে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। এই নারীরা কেবল মাত্র চমৎকার ঋণের ঝুঁকিই নেয়নি, তারা নিবেদিত সঞ্চয়ীও বটে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের হার হলো শতকরা ৯৮ ভাগ। এবং সেই নারীরা তাদের সঞ্চয় পুনরায় তাদের ব্যবসায় বা পরিবারে বিনিয়োগ করে থাকে। আমি আরকানসাসে একটি 'উন্নয়ন ব্যাংক' ও 'ক্ষুদ্রঋণ দান গ্রুপ' তৈরিতে সাহায্য করেছিলাম। ড. ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের মডেলটিকে অনুসরণ করে

www.pathagar.com

পুরো আমেরিকাতে আমি ক্ষুদ্রঋণ দান চালু করতে চেয়েছিলাম। সারা পৃথিবীতে একই ধরনের প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য তারা সহযোগিতা প্রদান করেছে; তারা বাংলাদেশ ও অন্যান্য স্থানে একচল্লিশ হাজারেরও বেশি গ্রামে ২.৪ মিলিয়ন সদস্যকে কোনোও রকম বন্ধকী ছাড়াই ৩.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে।

কিন্তু ভূমিহীন নারীদেরকে এভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার বিষয় গ্রামীণ ব্যাংককে ইসলামিক মৌলবাদীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। আমাদের ঢাকায় পৌছার দু'দিন আগেই, প্রায় দুই হাজার কট্টরপন্থী লোক রাজধানীতে মিছিল করে ধর্মনিরেপেক্ষ এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাতিল করার দাবি জানায়। তারা দাবি করে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো মেয়েদেরকে কোরআন অমান্য করতে প্ররোচিত করছে। আমাদের সফরের সেই মাসেই, গ্রামীণ ব্যাংক ও মেয়েদের স্কুলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের একজন অগ্রগামী লেখিকাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে।

নিরাপত্তার জন্য সবচে বিব্রতকর বিষয় হলো, সবচে বিপজ্জনক মুহূর্ত কোনোটি সেটা আপনি কখনই নির্ধারন করতে পারবেন না। সিক্রেট সার্ভিস কিছু তথ্য পেয়েছিলো যেখানে বলা হয়েছে যে, একটি কট্টরপন্থী দল আমার সফরে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। আমি যখন রাজধানীর বাইরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামগুলো দেখতে গেলাম, তখন ইউ.এস বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমানগুলো ব্যবহার করা হয়েছিলো এবং আমরা সারাক্ষণ সর্বোচ্চ সতর্কতার ভেতর ছিলাম। যশোরের একটি গ্রামে আমরা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখতে গেলাম, যেখানে সরকার একটি কর্মসূচি পরীক্ষা-নিরিক্ষা করছিলো- তাহলো যে পরিবার তার মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাবে তাদেরকে টাকা ও খাবার দেয়া হবে। প্রাথমিক স্তরে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করতে এটা একটি মহৎ উদ্যোগ মনে হলো - পরবর্তিতে তারা স্কুলেই থেকে যাবে। আমরা খোলা মাঠের মধ্যে অবস্থিত একটি স্কুলে গেলাম। আমি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সাথে কথা বলার জন্য ক্লাসরুমের ভেতরে গেলাম। আমি যখন ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলছিলাম, তখন বাইরে হইচই শুনতে পেলাম এবং সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদেরকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা গেলো। হাজার হাজার গ্রামবাসী সেখানে জড়ো হয়েছে। আমাদের কোনো ধারণা ছিলো না, তারা কোথা থেকে এসেছে, কিংবা তারা বলতে চায়। আমরা সেটা কখনও জানতে পারলাম না, কারন আমার এজেন্ট খুব দ্রুত আমাকে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে ফেললো। তারা ভয় পাচ্ছিল যে, এই জনতাকে তারা কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

দীর্ঘ ঝাঁকুনি খাওয়া রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে মাশিহাটা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক দেখতে যাওয়াটা ছিলো সত্যিই অমূল্য। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো দুটো গ্রাম দেখার জন্য- একটি হিন্দু প্রধান আরেকটি মুসলমান অধ্যুষিত। কিন্তু আমার সময়ের কারণে আমি দুটো গ্রামে যেতে পারছিলাম না। লক্ষ্যনীয়ভাবে, মুসলমান মেয়েরা সভা করার জন্য হিন্দু গ্রামে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

শিশুরা বাংলায় গাইলো, 'স্বাগতম, হিলারি, স্বাগতম, চেলসি"। আমার পুরনো বন্ধু ড. ইউনুস আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে ছিলেন। তার সাথে ছিলো কিছু কাপড় যেগুলো গ্রামীনের মেয়েরা ঋণ নিয়ে বিক্রির জন্য তৈরি করেছে। তিনি কিছু কাপড় আমাদের হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেগুলো চেলসি ও আমি পরেছিলাম। তাতে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। তিনি কিছু কথা বললেন যেগুলো আমার বক্তৃতারই প্রতিধ্বনি যেনো।

www.pathagar.com

'নারীদের সম্ভাবনা আছে,' তিনি বললেন। 'ঋণ গ্রহণের সুবিধা কেবল মাত্র দারিদ্র্যতা দূর করার একটি মাধ্যম নয়, এটা একটি মানুষের মৌলিক অধিকার।'

শুকনো খড় দিয়ে তৈরি একটি মন্ডপের নিচে আমি বসলাম; চারপাশে হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা। তারা আমাকে বলেছে, তারা কীভাবে মৌলবাদীদেরকে অমান্য করে একত্রিত হয়েছে। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এখানে এসেছি তাদের কথা শুনতে এবং কিছু শিখতে।

একজন মুসলমান মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমরা মোল্লাদের উপর ত্যক্ত বিরক্ত, তারা সব সময় মেয়েদেরকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে।'

আমি জানতে চাইলাম, কী ধরনের সমস্যায় তারা পড়েছে। তখন সে বললো, 'তারা হুমকি দিচ্ছে যে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে আমাদেরকে একঘরে করে দেবে। তারা বলে যে, ব্যাংক আমাদের সন্তানদেরকে চুরি করে নিয়ে যাবে। আমি তাদেরকে বলি, আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দাও। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ভালো জীবনযাপন দেয়ার জন্য চেষ্টা করছি।'

মেয়েরা আমার অভিজ্ঞতাকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য প্রশ্ন করতে থাকলো। 'আপনার বাড়িতে কি গরু আছে?', একজন জিজ্ঞেস করলো।

'না,' আমি উত্তর দিলাম। সফরসঙ্গী সাংবাদিকদের প্রতি একটি বাঁকা হাসি দিয়ে বললাম, 'যদি না আপনারা সাংবাদিকদের গননা করেন।' সাংবাদিকরা এতদিনে আমাদের এক বর্ধিত পরিবারের মতই হয়ে গিয়েছিলো।

আমারিকানরা আমার সেই সরস মন্তব্য শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিলো, কিন্তু বাংলাদেশীরা সেটার অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

'আপনার কি নিজের উপার্জন আছে?', কপালে দুই ভ্রু-র মাঝখানে লাল রঙের ফোটা দেওয়া একজন মেয়ে জানতে চাইলো। সেই ফোটাটিকে বলা হয় 'টিপ' এবং প্রথাগতভাবে এটাকে ধরে নেয়া হয় যে মেয়েটি বিবাহিত।

'আমার এখন নিজের উপার্জন নেই, কারন আমার স্বামী প্রেসিডেন্ট', আমি বললাম। এটাকে কীভাবে প্রকাশ করা যায় সেটা নিয়ে আমি একটু ভয়ে ছিলাম। আমি তাদেরকে বললাম যে, আমি আমার স্বামীর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করতাম। এবং আমি আবার আমার নিজের উপার্জনে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি।

গ্রামের শিশুরা আমাদের জন্য একটি নাটক পরিবেশন করলো। কয়েকজন মহিলা চেলসি ও আমার কাছে এসে দেখিয়ে দিচ্ছিলো কী করে আমরা নিজেরা টিপ ও শাড়ি পরতে পারি। এই দরিদ্র বিচ্ছিন্ন গ্রামের নারীদের ইতিবাচক উদ্দীপনা দেখে আমি একটি ধাক্কা খেয়েছিলাম; এরা জীবন যাপন করে বিদ্যুৎ ছাড়া, সাপ্লাইয়ের পানি ছাড়া, কিন্তু এদের আছে আশা। গ্রামীন ব্যাংকের কর্মসূচিকে ধন্যবাদ।

গাঁয়ের মেয়েদের দ্বারা কেবল মাত্র আমি একাই অভিভূত নই। একজন আমেরিকান সাংবাদিক যিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের আলোচনা কোনোর পর আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'নিরবতা এখানে উচ্চারিত হয়নি।'

www.pathagar.com

ও ক লা হো মা সি টি

'দুঃখিত, ফার্স্ট লেডী এই সন্ধ্যায় আপনাদের মাঝে থাকতে পারছেন না', বিল ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে ওয়াশিংটনে সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে এটা বললো। 'আপনারা যদি এটা বিশ্বাস করেন', বিল বলেই চললো, 'আরকানসাসে আমার কিছু জমি আছে– যেটা আমি আপনাদের কাছে বিক্রি করতে চাই।' সেটা ছিলো আরেকটি গ্রিডিরন ডিনার,অনুষ্ঠান কিন্তু ওইবার আমি থাকতে পারিনি, কারণ আমি তখন দক্ষিণ এশিয়া সফরে ছিলাম। তাই শো'র শেষে সম্প্রচারের জন্য আমি ফরেস্ট গাম্প ছবির পাঁচ মিনিট দীর্ঘ একটি প্যারডি পূর্বে ধারন করি।

টেপ যখন চলতে শুরু করলো, একটি সাদা পালক নীল আকাশে উড়তে উড়তে হোয়াইট হাউজের সামনের একটি পার্কের বেঞ্চের ধারে এসে পড়লো, যেখানে আমি হিলারি গাম্প, আমার কোলে এক বাক্স ক্যান্ডি নিয়ে বসেছিলাম।

'আমার মা সব সময় আমাকে বলতো, হোয়াইট হাউজ হলো এক বাক্স চকলেটের মতো', আমি অভিনেতা টম হ্যাঙ্কস-এর নকল করে বলতে থাকলাম। 'এটা বাইরে থেকে খুবই সুন্দর, কিন্তু ভেতরে অসংখ্য বাদাম।'

এই ক্ষুদ্র ব্যাঙ্গাত্মক নাটিকাটি রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন স্যাটারডে নাইট লাইভ (একটি টেলিভিশন শো) খ্যাত লেখক ও কৌতকাভিনেতা আল ফ্রাঙ্কেন। সেখানে আমার ছোটবেলা, কলেজ জীবন এবং রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের দৃশ্যগুলো সিনেমার দৃশ্যের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। ম্যান্ডি গ্রুনওয়াল্ড, পল বেগালা এবং টুনাইট শো-র উপস্থাপক জে লেনো বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া দেন। প্রত্যেকবার ক্যামেরা সেই বেঞ্চের উপর বসা আমার কাছে ফিরে আসে, আমি তখন বিভিন্ন রকমের পরচুলা পরছি, আমার পরিবর্তনশীল চুলের স্টাইল নিয়ে মজা করছি। রম্যনাটকের শেষ দৃশ্যে বিল প্রবেশ করে। সে বেঞ্চে আমার পাশে এসে বসে এবং আমার চকলেটের বাক্সটি নিয়ে নেয়। আমাকে একটি চকলেট ফেরত দিয়ে জানতে চায় সে– কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পেতে পারে কি না।

চেলসি ও আমি খোঁজ নেয়ার জন্য যখন বিলকে ফোন করলাম, সে জানালো যে অভিনয় দেখে সবাই খুব প্রশংসা করেছে। ওয়াশিংটন আমরা আরও কিছু করার চেষ্টা করছি– যা ভাল ভাবেই এগোচ্ছে।

এরি যুক্তি মধ্যে আমি ১৯৯৫ সালের 'মাদার্স ডে' থেকে মেডিকেয়ার মামোগ্রাফি সচেতনতা কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। পরবর্তী বছরগুলোতে, আমি চিকিৎসা সহায়তা কর্মসুচি সম্প্রসারণ করার কাজ করছিলাম, ফলে অনেক বেশি মহিলাকে বিনা খরচে

www.pathagar.com

বার্ষিক মেমোগ্রাম পরীক্ষার আওতায় আনা গেলো। এবং আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম, বিল যখন মেমোগ্রাম পরীক্ষার নিরাপত্তা ও মান ঠিক রাখার জন্য নতুন আদেশ জারী করলো। এটা ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয়, প্রতিরোধ ও চিকিৎসার গবেষণার জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে খুব সাহায্য করলো। তার ফলে ইউ.এস ডাক বিভাগ কর্তৃক একটি 'ব্রেস্ট ক্যান্সার' ডাক টিকিট প্রকাশ করা গেলো, যার আয়ের কিছু অংশ গবেষণা কাজে দেয়া হয়েছিলো।

আমি যখন আমেরিকার এই প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছি, আরেকটি হৃদয় বিদারক বিষয় আমার নজরে এলো, সেটা হলো গালফ-ওয়ার সিন্ড্রোম বা লক্ষণ। ১৯৯১ সালে অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম-এর সময় পার্সিয়ান উপসাগরে হাজার হাজার আমেরিকান নরনারী আমাদের দেশের হয়ে কাজ করেছে। তারা বিভিন্ন ধরনের অসুখে ভুগছে। সেই রোগের ভেতর রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী অবসাদ, পাকস্থলীতে গোলমাল, চামড়ার উপর ফুসকুড়ি, শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা ইত্যাদি। আমি অনেক প্রবীনযোদ্ধার কাছ থেকে চিঠি পাচ্ছিলাম, যারা আমাদের দেশের জন্য বিদেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং এই সকল অসুস্থতার কারণে তারা চাকরিটি রাখতে পারেননি এবং পরিবারকে সাহায্য করতে পারেননি। আমি কর্নেল হার্বার্ট স্মিথ নামের একজন প্রবীনযোদ্ধার দেখা পেলাম যিনি পারস্য উপসাগরে যাবার আগে খুবই ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম-এ কাজ করার সময় তার শরীরে গোটা তৈরি হয়, ফুঁসকুড়ি উঠে, অবসাদ ধরে বসে, শরীরের বিভিন্ন জোড়াতে ব্যথা ও জ্বর শুরু হয়। পারস্য উপসাগরে ছয় মাস কাজ করার পর তাকে জোর করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখনও ডাক্তার তার অসুখগুলো ধরতে পারেনি এবং কোনো চিকিৎসা দেয়নি।

আমি গালফ ওয়ার সিন্ড্রোমের বিষয়েএকটি বিশদ গবেষণার কথা বলি। সেখানে দেখা হবে যে, আমাদের সৈন্যরা কোনোও রাসায়নিক বা জৈবিক পদার্থের সংস্পর্শে এসেছিলো কি না, অথবা তেলের আগুণ, রেডিয়েশন বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলো কি না। আমি ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট, প্রবীনযোদ্ধা বিষয়ক বিভাগ, এবং স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে সরকারের করণীয় নিয়ে কথা বলি এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নিতে বলি।

এই ধরনের অভ্যন্তরিন বিষয়গুলো ১৯৯৫ সালের বসন্তকালের হোয়াইট হাউজ এজেন্ডাতে প্রাধান্য পাচ্ছিলো। তারপর, পুরো জাতির নজর গিয়ে পড়লো এক অতলস্পর্শী মর্মান্তিক ঘটনার উপর।

আমার জন্য ১৯ এপ্রিল দিনটি ছিলো বৈঠক ও সাক্ষাৎকার নিয়ে সাটা মাটা একটি দিন। সকাল ১১টার দিকে আমি ওয়েস্ট সিটিং হলে আমার প্রিয় চেয়ারটিতে বসে আছি, ম্যাগি ও প্যাটির সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমের দিন তারিখ ঠিক করছি, তখুনি ওভাল অফিস থেকে বিল জরুরীভিত্তিতে ডেকে পাঠালো। সাথে খবর পাঠালো যে, ওকলাহোমা শহরের আলফ্রেড পি. মুরাহ ফেডারেল ভবনে বোমা বিস্ফরণ ঘটেছে। আমরা তিনজনই তড়িঘড়ি করে রান্নাঘরে ছুটে গেলাম এবং ছোট টেলিভিশনটি ছাড়লাম। সেই টিভির পর্দায় ঘটনাস্থল থেকে সম্প্রচারকৃত বিভীষিকাময় ছবি ভেসে উঠলো।

পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় আমরা জেনেছিলাম যে, একটি ট্রাকভর্তি বোমা দিয়ে এই ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, তবে এর জন্য দায়ী কে সে বিষয়ে কারো কাছেই কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য তখনো নেই। জরুরী অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিল তৎক্ষণাৎ

www.pathagar.com

সেখানে ফেমা (ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি), এফ.বি.আই. এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের ওকলাহোমাতে পাঠালো। যেহেতু ফেডারেল ভবনটি ধ্বংস হয়েছে তাই সেখানে প্রচুর সরকারী ব্যক্তিবর্গ নিহত নয়তো আহত হয়েছেন। সেখানে পাঁচজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট মারা গিয়েছিলো, তাদের একজন এই মাত্র সাত মাস আগেই দায়িত্ব পালনের জন্য হোয়াইট হাউজ ছেড়ে ওকলাহোমাতে গিয়েছিলো। যে ১৬৮ জন নিরাপরাধ ব্যক্তি সেই বোমা হামলায় নিহত হয়েছিলো তাদের মধ্যে উনিশজন শিশু, যাদের বেশির ভাগই দোতলায় ডে-কেয়ার সেন্টারে ছিলো।

আমাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছিলো যে, সরকারী আমলারা যারা সর্বদাই সরকারবিরোধী মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত, তারা আমাদের প্রতিবেশী, বন্ধু নয়তো আত্মীয় হতে পারে।

মানুষের জন্য প্রথম যে বিষয়টি প্রয়োজন ছিলো তা হলো, বোমা হামলা সম্পর্কে তথ্য এবং তারপর তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া যে পুনরায় আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমি চিন্তিত ছিলাম শিশুদেরকে নিয়ে, কারণ তারা দিবা যত্ন কেন্দ্রে বিস্ফোরণের কথাটি জেনে গেছে এবং তারা হয়তো ভয় পাচ্ছে যে, তাদের নিজেদের স্কুলগুলো আর নিরাপদ নয়। আমরা চেলসির সাথে কথা বললাম, এবং কী করে তরুণ বাচ্চাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া যায় সে ব্যাপারে পরামর্শ চাইলাম।

শনিবারে টেলিভিশন ও রেডিওতে প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে বিল ও আমি একদল শিশুদের সাথে কথা বলি। আমরা মনে করেছি যে, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্তদের সাথে এই নির্মম ঘটনা নিয়ে মা ও বাবা হিসেবে আমাদের কথা বলাটা গুরুত্বপূর্ণ।

'এই রকম খারাপ কিছু দেখে ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক', ওভাল অফিসে একদল শিশুদেরকে বিল এই কথা বলছিলো। তখন তাদের মা-বাবারাও তাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলো।

'আমি চাই তোমরা জানো যে... তোমাদের মা-বাবারা তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদেরকে রক্ষা করতে তারা সবকিছু করবেন,' আমি বলছিলাম। 'এই পৃথিবীতে দুষ্ট লোকের থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় ভালো মানুষ রয়েছে।'

বিল তাদের উদ্দেশ্যে বললো যে, যারাই এই কাজটি করেছে তাদেরকে খুঁজে বের করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে। তারপর সে বাচ্চাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানালো।

'এটা খুবই হীন কাজ ছিলো', একটি শিশু বললো।

'যারা মারা গেছেন তাদের জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি', বললো আরেকটি শিশু।

একটি প্রশ্ন আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছিলো, এবং আমি তার উত্তর দিতে পারিনি। "শিশুদের জন্য এমন কাজটি কে করতে পারে, যাদের প্রতি শিশুরা কখনও কোনো অন্যায় করেনি?'

বাকি দেশটা বিলকে দেখছিলো- অন্যের কষ্টে একাত্ম হওয়ার অতুলনীয় ক্ষমতাধর একটি মানুষ, জটিল সময়ে মানুষকে একত্র করতে পারার অসীম ক্ষমতার অধিকারী একজন মানুষ। পরের দিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে দেখতে যাওয়া ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রার্থনা করতে যাওয়ার, আগে, তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দক্ষিণ উঠোনে আমরা একটি ডগউড গাছের চারা লাগালাম। বিল ও আমি কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সাথে

www.pathagar.com

ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলাম। তারপর মেমোরিয়াল সার্ভিসে বিল এবং বিলি গ্রাহাম বক্তৃতা করলেন। যখনি আমি দেখছিলাম, দুঃখে ক্রন্দনরত কোনো পরিবারের সদস্যকে বিল বুকে টেনে নিচ্ছে, ভগ্নহৃদয় কোনো বন্ধুর সাথে কথা বলছে অথবা মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, আমি আবার নতুন করে বিলের প্রেমে পড়ে গেলাম। তার সেই সহানুভূতি তার হৃদয়ের গভীর থেকে উত্থিত এবং এর ফলেই কষ্টে নিপীড়িত মানুষের খুব কাছাকাছি সে পৌঁছুতে পেরেছিলো।

আমরা যখন ওকলাহোমা শহরে পৌঁছলাম, একজনকে সন্দেহ করে আটক করা হয়েছে যার কট্টর এন্টি-গভর্নমেন্ট গ্রুপের সাথে সম্পর্ক আছে। এটা প্রতীয়মান হয়েছিলো যে, টিমোথি ম্যাকভে এই দেশকে আক্রমণ করার জন্য ১৯ এপ্রিল দিনটি বেছে নিয়েছিলো, কারণ ওটা ছিলো ওয়াকো শহরে বিভৎস আগুন লাগার দিন, যেখানে ব্রাঞ্চ ডেভিডিয়ানের অনুসারীদের আশি জনেরও বেশি সদস্য (শিশুসহ) পুড়ে মারা গিয়েছিলো।

মে মাসের শুরুর দিকে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিল সেই সকল ঘৃণা-উদ্বেগকারী এবং এন্টি-গভর্নমেন্ট মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় কথা বলে। 'নিজের দেশকে ঘৃণা করা, অথবা এমন একটি ভান করা যে তুমি নিজের দেশকে ভালোবাসতে পারো কিন্তু সরকারকে অবজ্ঞা করতে পারো, তার ভেতর কোনো দেশাত্মবোধ নেই।'

দেশ যখন ওকলাহোমা শহরের মর্মান্তিক ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলো, তখন ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল বিশ্রাম নিচ্ছিলো না। ২২ এপ্রিল শনিবার, ওভাল অফিসে শিশুদের সাথে বৈঠকের পর, কেনেথ স্টার ও তার সহকারীরা আমার ও প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে শপথ করিয়ে বিবৃতি নেয়ার জন্য হোয়াইট হাউজে এসে উপস্থিত হলো। সেই সাক্ষ্যাৎকারটি ডেভিড কেন্ডাল বা আমি কেউই হালকাভাবে নেইনি। আমি জানতাম, আমি যে প্রতিটি শব্দ বললো, সেগুলোকে চুল চেরা বিশ্লেষণ করা হবে।

বাড়ির দ্বিতীয় তলায় প্রেসিডেন্টের পড়াশুনা করার জায়গা ট্রিটি রুমে বিল সাক্ষাৎকারের জন্য চলে গেলো। একটি বিশাল লম্বা কনফারেন্স টেবিলের একপাশে স্টার ও আরো তিনজন আইনজীবী বসলেন। আমরা বসলাম অন্য পাশে।

বিল তার সাক্ষাৎকার থেকে বের হয়ে বললো যে, স্টারের সাথে তার বোঝাপড়া ছিলো সৌহার্দ্যপূর্ণ। কেনেথ স্টার ও তার সহযোগীদেরকে লিংকন বেডরুমটিতে একটি ট্যুর দেয়ার জন্য বিল জেন শেরবার্নকে বললো। চরিত্রগতভাবেই, আমি আমার স্বামীর মতো দয়াশীল হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। স্টারের সাথে লেনদেন করার ব্যাপারে বিলের স্টাইলের সাথে আমার ষ্টাইলের পার্থক্যের এটাই ছিলো প্রথম নিদর্শন। আমরা দু' জনই ছিলাম ঝড়ের সামনে, আমি যেন প্রতিটি দমকা বাতাসেই আঘাত পাচ্ছিলাম, যখন বিল পাল তুলে পাড়ি দিচ্ছিলো। কট্টর রিপাবলিকানরা দলগতভাবে আমাদের জীবনকে তছনছ করে দেবে, গত বিশ বছরে আমরা যতগুলো চেক লিখেছি সবগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, ঠুনকো কারণ দেখিয়ে আমাদের বন্ধুদেরকে হয়রানি করবে, এর সবকিছু আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো।

নিউ ইয়র্কের সিনেটর আল ডি'অ্যামেটো হোয়াইটওয়াটার তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক হয়ে এলেন এবং রিপাবলিকানরা তাতে নতুন সুযোগ উন্মোচন করলো। তারা অনেক নিরাপরাধ মানুষের মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

ডি'অ্যামেটো আমার বন্ধু সুজান টমাসিসকে মিথ্যুক বলে গালি দিয়েছিলেন, যখন সুজান তার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছিলো। এক দশক কালের উপর ধরে সে বিবিধ কঠিন রোগের সাথে যুদ্ধ করে স্মরণশক্তি নষ্ট করে ফেলেছিলো, তারপরেও সে ষাড়ের ন্যায় জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরগুলো দেয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। এই দুঃস্বপ্ন যাদেরকে আঁকড়ে ধরেছে তাদের কাউকেই আমি সান্ত্বনা পর্যন্ত দিতে পারছিলাম না, কারন এই বিষয়টি নিয়ে কারো সাথে কথা বললে সেটা তার সাথে দ্বন্দর বা কোচিং হিসেবে গণ্য হতে পারে। আমাকে সব ধরনের আলোচনা এড়িয়ে যেতে হচ্ছিলো এই জন্য যে, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমার সাথে কথা বলেছে কি না, তাহলে যেনো তারা উত্তরে 'হ্যা' বলতে না পারে।

দূরে দর্শক হয়ে, আমি আমার কোনোও বন্ধু বা সহকর্মীকে সমর্থন করার জন্য কথা বলতে পারছিলাম না অথবা তারা যে অন্যায় অবিচারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেই কথাটি পর্যন্ত বলতে পারছিলাম না। সেটা ছিলো আমার জীবনে সবচে' কঠিনতম বিষয়ের একটি। এবং এটা ভালো হবার চেয়ে আরো খারাপের দিকে চলে যেতে পারতো।

www.pathagar.com

নারীর অধিকার মানবাধিকার

চীন দেশে বিরুদ্ধবাদীদের ধরে জেলে পুরে দেয়া অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়। এবং হ্যারি উ কে যখন জেলে ঢোকানো হলো তখন মার্কিন গণমাধ্যম বোধ হয় কমই মাথা ঘামিয়েছে। কিন্তু সেবার উ'র গ্রেফতার হওয়ার সময়টি ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন হবে চীনে এবং ইউএস ডেলিগেশনের প্রধান হিসেবে আমার সে সম্মেলনে যোগ দেয়ার কথা। উ ছিলেন একজন মানবাধিকারকর্মী। চীনা লেবার ক্যাম্পে পঁচিশ বছর রাজবন্দী হয়ে কাটান পরে ইমিগ্রেশন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস শুরু করেন। ১৯৯৫ সালের ১৯ জুন প্রতিবেশী দেশ কাজাকাস্তান হয়ে জিনজিয়াং প্রদেশে প্রবেশ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পরেন। যদিও তাঁর কাছে চীন সফরের বৈধ ভিসা ছিলো, কিন্তু গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো হয়। তাতে রাতারাতি হ্যারি উ বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এদিকে মানবাধিকার গ্রুপসমূহ, চীনা-মার্কিন অ্যাক্টিভিস্ট ও কতিপয় কংগ্রেস সদস্য নারী সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তাদের দেখানো কারণের প্রতি আমারও সহানুভূতি ছিলো। আমি হতাশ হয়েছিলাম এটা ভেবে যে এতে করে নারী অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টাটি কিনা ভেস্তে যায়।

বিদেশনীতিকে সাধারণত: কোনো সরকার (যুক্তরাষ্ট্রসহ) কূটনীতি, সামরিক ও বাণিজ্য ইস্যুতে সীমাবদ্ধ রাখে। নারীর স্বাস্থ্য, মেয়েদের শিক্ষা, নারীর আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকারহীনতা কিংবা অর্থনৈতিকভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, এগুলো বিদেশনীতির আওতায় পড়ে না। তারপরেও এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো যে, নতুন বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একক দেশ ও অঞ্চলসমূহের জন্য তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে যদি তাদের নারীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসুস্থ ও নাগরিক অধিকার বঞ্চিত থাকে।

প্রত্যাশা করা হচ্ছিলো জাতিসংঘ নারী সম্মেলনে জাতিসমূহের জন্য মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, ক্ষুদ্রঋণ, অভ্যন্তরীণ সহিংসতা, মেয়েদের শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, নারীর ভোটাধিকার, সম্পত্তিতে অধিকার ও আইনগত অধিকার সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম গঠিত হবে। এছাড়াও দেশগুলোর জন্য ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা নির্দেশেরও একটা সুযোগ থাকবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবং আমি আশা করেছিলাম সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারলে নারী বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার ব্যক্ত করার একটি সুযোগ পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে আমি পঁচিশ বছর ধরে নারী ও শিশু ইস্যুতে কাজ করে আসছি। আমাদের দেশে নারীরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশকিছু অর্জন দেখালেও গোটা বিশ্বের নারীর অবস্থা মোটেই সুখকর নয়। এইসব নারীর পক্ষে কথা বলে কেউ মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, তেমনটাও এ পর্যন্ত দেখা যায় নি।

হ্যারি উ গ্রেফতার হওয়ার সময়টিতে আমি আমার সহকারীর সাথে সম্মেলনের পরিকল্পনার বিষয়ে খুব মনোযোগের সাথে কাজ করছিলাম। কিন্তু তখনই কংগ্রেসে গুঞ্জন উঠলো, আমেরিকার সম্মেলনে যোগ দেয়া উচিত কি না? কংগ্রেসম্যানদের মধ্যে জেসি হেলম্‌স ও ফিল গ্রামতো ঘোষণাই দিয়ে দিলেন- 'এ সম্মেলন পরিবার বিরোধী তথা আমেরিকা বিরোধী একটি উৎসব ছাড়া আর কিছুই হতে যাচ্ছে না।' কংগ্রেসে কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা জাতিসংঘের অর্থায়নে কিছু আয়োজন করা হলেই তা থেকে সরে দাঁড়ান। তাঁরাও চুপ থাকলেন না। গর্ভপাতের ব্যাপারে ভ্যাটিকানের বরাবরই বড় গলা, তাঁরা গলা মেলালেন কতিপয় ইসলামিক দেশের সাথে। বক্তব্য এই যে, এ সম্মেলন এমন একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম হতে যাচ্ছে যেখানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে এমন কিছু প্রতিষ্ঠা করা হবে যার বিরোধিতা তাঁরা করে আসছেন। আর বাদবাকি আমেরিকান বাম রাজনীতিকরা বলতে শুরু করলেন, সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণে খুশি হবার কিছু নেই, কারণ চীনা সরকার ইঙ্গিত দিচ্ছিলো যে মাতৃস্বাস্থ্য, নারীর জন্য সম্পত্তির অধিকার, ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য অনেক ইস্যুই সম্মেলনে আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে বাদ পড়বে। এমনকি চীনা সরকার সম্মেলনে যোগ দিতে ইচ্ছুক তিব্বতীদের ভিসা দিতে নারাজ ছিলো। এসব ছাড়াও আমার নিজের মনের ভেতরেও একটু দ্বিধা ছিলো। কারণ চীন সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড ছিলো খুবই খারাপ এবং 'এক শিশু নীতি'র নামে নারীদের ওপর জোরপূর্বক গর্ভপাতের বর্বরতা চালিয়ে আসছিলো তারা।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেও আমি চীন সফরের জন্য ডেলিগেশন সমন্বয় করছিলাম। বিল আমাকে বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট লোকেদের নাম দিলো যারা আমাদের জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। এদের মধ্যে ছিলেন রিপাবলিকান টম কিন, নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর, সিস্টার ডরোথি এ্যান কেলি, কলেজ অব নিউ রচেল এর প্রেসিডেন্ট এবং ড. লায়লা আল-মারাইয়াতি, মুসলিম উইমেন'স লীগ-এর ভাইস চেয়ার ম্যাডেলিন অলব্রাইট, সে সময়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ডেলিগেশন প্রধান।

মাসের পর মাস ধরে বৈঠক ও কৌশল নির্ধারণী আলোচনার পর হঠাৎ করে হ্যারি উ কে গ্রেফতার করার ঘটনায় পুরো আয়োজন ভেস্তে যেতে বসেছিলো। পরবর্তী ছ' সপ্তাহ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ডেলিগেশন পাঠানো ঠিক না বেঠিক এবং তাতে আমি থাকবো কি থাকবো না তা নিয়ে মন্তব্য ও উপদেশের কমতি ছিলো না। আমার ওপর ঝামেলা একটু বেশি ছিলো একারণে যে মিসেস উ আমাকে একটি পত্র লিখেছিলেন। তার ধারণা ছিলো বেইজিং সম্মেলনে আমার অংশগ্রহণ হ্যারি উ কে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে চীনা সরকারের ওপর একটি চাপ হিসেবে কাজ করতে পারে।

বিষয়টি নিঃসন্দেহে আমার, হোয়াইট হাউজ ও মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের উদ্বেগের সঙ্গত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আমি জানতাম সম্মেলনকে ব্যবহার করে চীন বিশ্বব্যাপী তার জনসংযোগ বাড়ানোর ধান্দা করছে। আমার তখন শাঁখের করাত অবস্থা। আমি চিনে গেলে তা চীনের জন্য সোনায় সোহাগা হবে আর আমি বয়কট

www.pathagar.com

করলে আমার বিরুদ্ধে চীনা লিডারশীপের প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ তৈরি হবে। হ্যারি উ'র গ্রেফতার ও আমার চীন যাত্রার মধ্যে একটা কূটনৈতিক সংযোগ সৃষ্টি হলো। মার্কিন সরকার বলতে শুরু করলো মি. উ জেলে থাকলে হিলারি কোনোক্রমেই এ সম্মেলনে যোগ দেবেন না। এ নিয়ে সমঝোতার কোনোই লক্ষণ যখন দেখা গেলো না তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি যাবো এবং একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে যাবো।

সবমিলিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে মার্কিন-চীন সম্পর্কের মধ্যে চরম জটিলতা দেখা দিলো। তাইওয়ান ইস্যু, পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি, পাকিস্তানের কাছে চীনের এম-১১ মিসাইল বিক্রি আর ক্রমাগত মানবাধিকার লঙ্ঘন, এসব নিয়ে সম্পর্কে আগে থেকেই টানাপোড়েন চলে আসছিলো। সম্পর্ক আরো খারাপ রূপ নিল যখন মধ্য আগস্টে চীন তাইওয়ানে সামরিক শক্তি ব্যবহারের পরাকাষ্ঠা দেখালো।

সম্মেলন শুরু হওয়ার তখনও একমাস বাকি, তখন চীন সরকার হ্যারি উ কে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেয়। এ অবস্থায় চীন এই শর্ত আরোপ করে যে, আমি যদি চীন সফর করি এবং সম্মেলনে আয়োজকদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন না করি তাহলে উ কে ছেড়ে দেয়া হবে। সে এক জটিল কূটনৈতিক মুহূর্ত, চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের এমন লেনদেনের সম্পর্ক কোনোকালেই ছিলো না। যাইহোক, এক পর্যায়ে উ'র মামলা নিষ্পত্তি করা হলো এবং হোয়াইট হাউজ ও পররাষ্ট্র দফতর সিদ্ধান্ত নিলো, আমি যাচ্ছি।

এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে উ আমার সমালোচনায় পঞ্চমুখ হলো। তার বক্তব্য, এ সফরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র চীনের ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের রেকর্ডকেই অনুমোদন দিচ্ছে। তাঁর কংগ্রেস সদস্য ন্যান্সি পেলোসি বললেন, আমার উপস্থিতি চীনের জন্য একটি পাবলিক রিলেশন ক্যু হতে যাচ্ছে।

তখন বিল ও আমি উয়োমিং জ্যাকসন হোলে ছুটি কাটাচ্ছিলাম। এসময় আমরা চীন সফরের খুঁটিনাটি সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। 'একদিন উ কে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেয়া হবে, কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনে চীন যে আচরণ করে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে হলে তাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলতে পারাটা অনেক বেশি কাজে দেবে।' আমার এই বক্তব্যের সাথে বিলও একমত হলো। পরে উয়োমিং-এ আমেরিকায় নারীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে সংবিধান সংশোধনীর ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনকালে বিল সকল সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলো, 'নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য এ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

আগস্টের শেষ নাগাদ আমরা পারিবারিক ছুটি কাটাচ্ছিলাম সিনেটর জে রকফেলার ও তার স্ত্রী শ্যারনের সাথে তাদের বিলাসবহুল পশ্চিমা ধাঁচের বাড়িতে। সেখানে বেশিরভাগ সময়ই আমি বইলেখার কাজে ব্যয় করলাম। বিল ও চেলসি তখন হাইকিং ও হর্স রাইডিং করে কাটাচ্ছে। চেলসির এর আগে ক্যাম্পিং-এর অভিজ্ঞতা ছিলো। পাহাড়ে চড়া, গাছের চূঁড়ায় আশ্রয় নেয়া, এসব তার শেখা। আমাদেরও ক্যাম্পিং-এ উৎসাহিত করছিলো সে। কলেজের পর আমি আর ক্যাম্পিং-এ বের হইনি। আর বিলের অভিজ্ঞতা ছিলো না বললেই চলে, একবার ঘরের বাইরে রাতভর গাড়িতে কাটানো ছাড়া। যাইহোক আমরা ক্যাম্পিং এর সিদ্ধান্ত নিলাম ও সিক্রেট সার্ভিসকে তা জানিয়ে দেয়া হলো। এরপর টেটনসে আমরা যখন ক্যাম্পে পৌঁছাই তখন সেখানে সিক্রেট

www.pathagar.com

এজেন্টরা টহল দিচ্ছিলো এবং যে তাবু বসানো হয়েছে তার মেঝে ছিলো কাঠের। এসব দেখে চেলসি খুব হাসাহাসি করলো।

আমরা হাওয়াই-এর উদ্দেশ্যে উয়োমিং ত্যাগ করলাম ২ সেপ্টেম্বর। পার্ল হারবার ও ন্যাশনাল মেমোরিয়াল সিমেট্রিতে বিলের ভি-জে দিবসের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিলো সেদিন। একটি মৃত আগ্নেয়গিরির মাঝে অবস্থিত এই সমাধিস্থলটি পাঞ্চবোল নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যাসিফিক থিয়েটার, পার্ল হারবার ও পরবর্তীতে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাণ হারানো তেত্রিশ হাজারেরও বেশি লোককে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয়া আমেরিকানদের সেই সমাধিস্থলে তাদের পরিবারবর্গ যখন শ্রদ্ধা জানাতে আসে তখন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাদের আত্মনিবেদন কখোনোই ভুলবার নয়।

আমি সারা রাত কানেওহ নৌ ঘাঁটিতে বসে আমার বই লেখার কাজে ব্যস্ত রইলাম। এছাড়াও বেইজিং সম্মেলনের জন্য বক্তৃতার খসড়া তৈরি করছিলাম। হ্যারি উ' নাটিকার বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আসন্ন সম্মেলন নিয়ে তখন তুখোড় আলোচনা চলছে। সকলের দৃষ্টি তখন বেইজিংয়ের দিকে। আমি জানতাম সকলের দৃষ্টি আমার দিকেও নিবদ্ধ। চীন সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন, জোরপূর্বক গর্ভপাত ও বাক স্বাধীনতা ও সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আমি কঠোর সমালোচনা করবো এটাই সকলের প্রত্যাশা। শিগগিরই আমি বেইজিংয়ের পথে চৌদ্দ ঘন্টার বিমানযাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু সেসময় আমার প্রিয় ভ্রমণ সঙ্গীটি আমার সাথে ছিলো না। চেলসিকে তার বাবার সাথে ওয়াশিংটনের পথ ধরতে হলো, স্কুল শুরু হয়ে যাবে বলে।

প্লেনে ডিনার শেষ করলে কেবিন লাইট বন্ধ করে দেয়া হলো। যখন আমরা প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছিলাম তখন যাত্রীদের অনেকেই কম্বলের নিচে আশ্রয় নিলো ঘুমোবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বক্তব্য প্রস্তুতকারী দল তখনও কাজ করে চলেছে। আমরা তখন বক্তব্যের ষষ্ঠ খসড়া প্রস্তুত করছি। এ খসড়া আমাদের আবাসিক পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চূড়ান্ত করতে হবে। হনুলুলুতে তিনি অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফকে সাথে নিয়ে আমাদের সঙ্গী হবেন। স্বল্প আলোয় ওয়ার্কটেবিলে খসড়া তৈরিতে তখন ব্যস্ত চীনে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত উইনস্টন লর্ড, ভদ্রলোক বলতে যা বুঝায় তিনি তাই। বিল যাঁকে পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার পররাষ্ট্র বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। আরো ছিলেন এরিক সোয়ার্টজ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের একজন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং ম্যাডেলিন অলব্রাইট। খসড়ায় আমার ভুলভ্রান্তি ঠিক করা এবং কূটনৈতিক ফাঁক ফোঁকড়গুলো সমন্বয় করার কাজ চলছিলো। সবাই চূড়ান্তভাবে সতর্ক, একটি সামান্য ভুল শব্দ পুরো কূটনৈতিক মহলে হইচই ফেলে দিতে পারে।

আমি জানতাম, তাদের পর্যালোচনা হবে দারুণ জটিল। সমালোচকের হাতে পড়ে গেলে খোচাখুচির চোটে যে কোনো ভালো বক্তৃতা জঞ্জালে পরিণত হয়, এমন একটি ভাবনা আমাকে উদ্বিগ্ন করেছিলো। যদিও এক্ষেত্রে সেরকমটি ঘটেনি।

ম্যাডেলিন গোড়াতেই আমাকে জিজ্ঞেস করে নিলেন, আমি মূলতঃ কি অর্জন করতে চাই। উত্তরে আমি বলেছিলাম নারীদের ও মেয়েদের পক্ষে যতটা ভালো কিছু করা যায় আমি তাই করতে চাই।

www.pathagar.com

ম্যাডেলিন, উইনস্টন ও এরিক তিনজনই মন্তব্য করলেন, আমি মানবাধিকার বিষয়টিতে খুবই জোর দিয়েছি এবং সম্প্রতি ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ক সম্মেলনে যেসব অধিকারের প্রতি সম্মতি জানানো হয়েছে তার উল্লেখ করেছি। এবিষয়ে তাদের পরামর্শ ছিলো এ অনুচ্ছেদটিতে নারীর ওপর যুদ্ধের প্রভাব, বিশেষ করে ধর্ষণের হার বৃদ্ধি এবং সহিংস সংঘাতের অনিবার্য ফল হিসেবে ব্যাপক সংখ্যক নারীর উদ্বাস্তু হয়ে ওঠার বিষয়গুলো যোগ করা প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, তারা সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন, একটি বক্তৃতার জোরের দিকটি হচ্ছে সেটি কতটা সহজ ও আবেগময়। তারা আমাকে বাড়তি কষ্ট দিতে নারাজ ছিলেন। আবার কোনো কিছুই না দেখে ছেড়ে দিতেও রাজি ছিলেন না।

আমার অগ্রবর্তী দলের প্রধান ব্র্যাডি উইলিয়ামসন, উইসকনসিনের আইনজীবী চীনা সরকারের তরফ থেকে বার বার তাগাদা পাচ্ছিলেন, তারা জানতে চান আমি আমার বক্তব্যে কি কি বলতে যাচ্ছি। তাঁরা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন, যখন তাঁরা আমাকে চীন দেশে আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছেন তখন আমার কোনো বক্তব্য নিয়ে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হোক সেটা তাঁরা চান না। এবং তাঁদের একান্তই আশা যে আমি চীনা আতিথেয়তার প্রশংসা করি।

এ ধরনের সফরের ক্ষেত্রে ঘুম এক দুর্মূল্য বস্তু। ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে মাঝে মাঝে ঘুমে মাথা হেলে পড়ছে এমনভাবে সভা, ডিনার কিংবা অন্য ইভেন্টে অংশগ্রহণের কথা ভাবাই যায় না। অবশেষে আমরা যখন বিদেশীদের জন্য চীনের অন্যতম বিলাসবহুল হোটেল চায়না ওয়ার্ল্ডয়ে পৌঁছালাম তখন মধ্যরাত। মঙ্গলবার সকালে আমার নির্ধারিত কর্মসূচির প্রথম কাজে বেরোবার আগে তখন আমার হাতে ঘুমোবার জন্য মাত্র ঘন্টা কয়েক বাকি। প্রথম কর্মসূচিটি ছিলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে আয়োজিত নারী স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি কথোপকথন। সেখানে আমি ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর নারীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবায় বিশাল ব্যবধানের দিকগুলো তুলে ধরি।

অবশেষে প্লেনারী হলে প্রবেশের সময় হলো। হলটি দেখতে ছোটখাটো একটি জাতিসংঘ ভবনের মতো মনে হচ্ছিলো। জীবনে হাজারো বক্তৃতা দিয়েছি আমি কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিন কিছুটা নার্ভাস লাগছিলো। বিষয় সম্বন্ধে আমার আন্তরিক উপলব্ধি ছিলো এবং নিজ দেশের একজন প্রতিনিধি হিসেবেই বক্তব্য রাখছিলাম। বিষয়টি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো- যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, সম্মেলনের জন্য, গোটা বিশ্বের নারীদের জন্য এবং আমার নিজের জন্য। এ সম্মেলন থেকে যদি কোনো কিছু বের হয়ে না আসে তা হবে নারীদের ও মেয়েদের উন্নয়নে কাজ করার আর একটি বৈশ্বিক সুযোগকে হাতছাড়া করা। আমার নিজের দেশ, আমার স্বামী কিংবা নিজেকে অস্বস্তিতে ফেলার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিলো না। এবং আমি নারীর অধিকার আদায়ের এই সুযোগটিও হাত ছাড়া করতে চাচ্ছিলাম না।

আমাদের ডেলিগেশনের সদস্যরা সম্মেলনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে অন্যান্য ডেলিগেশনের সাথে ভাষাগত সমঝোতায় পৌঁছার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ডেলিগেটদের কেউ কেউ নারী বিষয়ক মার্কিন এজেন্ডার প্রতি স্পষ্ট অসম্মতি জানালেন। সত্যি কথা বলতে কি নারী ইস্যুর মতো একটি আবেগঘন বিষয় আমার নির্ধারিত বক্তৃতা উপস্থাপনার কাজটি আরো কঠিন করে তুললো। স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার কর্মসূচি চলাকালে আমি শিখেছি, যে বিষয়ে আমার গভীর অনুভূতি সে বিষয়ে জনসমক্ষে বক্তৃতা করার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে খুব কমই সহায়তা করে। তখন আমাকে অন্তত এটা নিশ্চিত করতে হয়েছিলো যে, যেই ভঙ্গিমা ও স্বরে আমি কথাগুলো বলবো তা যেন মূল বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে না তোলে। আমার এ বক্তব্য কেউ পছন্দ করুক আর নাই করুক, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, 'কোনো নারী যখন জনসমক্ষে গভীর অনুভূতিপ্রবণ হয়ে কথা বলেন তখন তিনি সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবেনই।'

বিশাল দর্শকের দিকে তাকিয়ে আমি সেদিন সকল বর্ণের পুরুষ ও মহিলাদের দেখতে পেয়েছিলাম। পশ্চিমা পোশাকের কয়েকজন এবং বাকি অনেকেই নিজ নিজ জাতীয় ও সনাতনী পোশাক পরিহিত। অধিকাংশেরই হেডফোন লাগানো, তারা সরাসরি অনূদিত বক্তৃতা শুনতে চায়। এটা আমার ঠিক পছন্দের ছিলো না। আমি আমার বক্তৃতায় কত কবিতা বলবো ছড়া কাটবো কিন্তু তাঁরা তা সরাসরি শুনবেন না। আমার বক্তৃতায় কোথায় থামছি, কোথায় জোর দিচ্ছি তাও স্পষ্ট হবে না এই অনুবাদ যন্ত্রে।

যাইহোক সম্মেলনের মহা-সচিব গারট্রুড মঙ্গেলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শুরু করলাম যে, বিশ্ব নারীকূলের এই সম্মিলনের অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত।

আমি বললাম–

> জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর যে অবদান তার সেলিব্রেশনের জন্য এ এক অনন্য আয়োজন। মা, বোন, মেয়ে, শিক্ষার্থী, কর্মী, নাগরিক ও নেত্রী হিসেবে ঘরে, কর্মক্ষেত্রে, সমাজে নারীর যে অবদান তারই সেলিব্রেশন করতে এ সম্মেলন। আমাদের চেহারায়, উপস্থাপনায় ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এমন উপাদানের চেয়ে সংগঠিত করতে পারে এমন উপাদান বিস্তর। আমাদের সকলের ভবিষ্যত এক ও অভিন্ন। এবং আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এমন একটি সাধারণ ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে যা গোটা বিশ্বের নারী ও মেয়েদের জন্য সম্মান ও মর্যাদা স্থাপনে সহায়তা করবে। এবং তার মাধ্যমে তাদের শক্তি এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে।

আমি চাচ্ছিলাম বক্তব্যটি সহজ ও সাবলীল হোক, সবাই যেন বুঝতে পারেন কোথাও কোনো অস্পষ্টতা তৈরি না হয়। আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিলো নারীর অধিকার মানবাধিকার থেকে আলাদা নয় কিংবা তার সাবসিডিয়ারি কোনো বিষয়ও নয়। নারীর জীবনে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার গুরুত্ব কতটুকু তা বলতে চেয়েছি। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বজুড়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক স্বাধিকার, আইনগত অধিকার ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নারীরা কীভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে এবং তাদেরই নিজ জীবনে কতটা বৈষম্য ও অবিচার সইতে হচ্ছে তা তুলে ধরেছিলাম।

এই বক্তব্যের মাধ্যমেই নারীর প্রতি চীন সরকারের অবিচারের কথা তুলে ধরেছিলাম। চীনা সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেইজিংয়ে মূল সম্মেলনে তাদের ফোরামের অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত করেছিলো। যদিও আমি আমার বক্তব্যে চীন বা অন্য কোনো দেশের কথা নাম ধরে উল্লেখ করি নি। কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের এসব ইঙ্গিত বুঝতে না পারার কথা নয়।

আমি বিশ্বাস করি নতুন সহস্রাব্দের প্রাক্কালে, এখনই সময় আমাদের নিরবতা ভাঙ্গার। আজ এখানে বেইজিংয়ে আমাদের বলার সময় এসেছে যে, মানবাধিকার থেকে

www.pathagar.com

আলাদা করে নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করার আর সুযোগ নেই। ...দীর্ঘসময় ধরেই নারীর ইতিহাস এক নিরবতার ইতিহাস হয়ে থেকেছে। এমনকি আজো অনেকেই রয়েছে যারা আমাদের নিরব করেই রাখতে চায়।

আজ এই সম্মেলনে তুলে ধরা নারীর কণ্ঠস্বর অবশ্যই জোর ও স্পষ্টভাবে শুনতে পাওয়ার কথা। আমরা বলতে চাই শিশুকে যখন খাবার থেকে বঞ্চিত করা হয়, কেবল মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে তাদের ডুবিয়ে, শ্বাসরোধ করে অথবা মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে মেরে ফেলা হয়, তখন মানবাধিকার লজ্জিত হয়।

যখন নারী ও মেয়েদের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়া হয় তখন মানবাধিকার লজ্জিত হয়।

যখন বিয়ের যৌতুক না মেটানোর অপরাধে নারীকে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়ে মারা হয় তখন মানবাধিকার লজ্জিত হয়।

যখন নারী তার নিজ বাসভূমে কিংবা সমাজে ধর্ষিত হয় কিংবা যুদ্ধের কৌশলের অংশ হিসেবে কিংবা যুদ্ধজয়ের ভেট হিসেবে হাজার হাজার নারী ধর্ষণের শিকার হয় তখন মানবাধিকার লজ্জিত হয়।

যখন যুবতী মেয়েদের জোরপূর্বক বর্বরোচিতভাবে মারাত্মক বেদনাদায়ক অঙ্গহানী ঘটানো হয় তখন মানবাধিকার লজ্জিত হয়।

যখন নারীকে তার নিজ পরিবার পরিকল্পনায় বাধাগ্রস্ত করা হয়, জোরপূর্বক গর্ভপাত করানো হয় তখন মানবাধিকার লজ্জিত হয়।

আজ এই সম্মেলন থেকে যদি কোনো বক্তব্যকে সামনে তুলে ধরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করার সুযোগ থাকে তবে তা হোক 'নারীর অধিকারই মানবাধিকার... মানবাধিকার নারীর অধিকার' আজ এবং সব সময়ের জন্য।

আমি বক্তব্যে ইতি টানি এই আহবান জানিয়ে যে আমরা সম্মেলন শেষে নিজ নিজ দেশে ফিরে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যগত, আইনগত ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জন প্রচেষ্টায় নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবো। আমি যখন 'আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, ঈশ্বর আপনাদের, আপনাদের কাজের এবং তার উপকার যাঁরা ভোগ করেন তাঁদের সকলের মঙ্গল করুন' এই শেষ শব্দ ক'টি উচ্চারণ করলাম তখন এতসময় ধরে কঠিন ও পাথুরে মুখ করে বসে থাকা ডেলিগেটবৃন্দ তাঁদের আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন আমাকে তাৎক্ষণিক অভিনন্দন জানাতে। ডেলিগেটবৃন্দ ছুটলেন আমাকে স্পর্শ করার জন্য। আমার দিকে প্রশংসাবাণী ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন এবং আমাকে সম্মেলনে আসার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন। হলের বাইরে নারীরা সিঁড়ির স্তম্ভগুলো থেকে ঝুলে পড়ে এবং এসকেলেটর থেকে নামতে নামতে আমার হাত ধরার চেষ্টা করছিলেন। আমি খুবই আহ্লাদিত বোধ করছিলাম যে, আমার বক্তব্য সত্যিকারের অনুরণন সৃষ্টি করেছে এবং স্বস্তির বিষয় ছিলো এই যে, পত্রিকার খবরগুলোও ভালোই ছিলো। নিউইয়র্ক টাইমস-এর সম্পাদকীয় পাতায় লেখা হয়েছিলো যে, 'এ বক্তব্য দেয়ার সময়টি হয়তো তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ছিলো'। তবে সেই সময় আমি একটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলাম না যে, সেদিনের একুশ মিনিটের বক্তব্যটি গোটা বিশ্বের নারীর জন্য একটি ম্যানিফেস্টোতে পরিণত হবে। আজকাল আমি যখনই বিদেশ ভ্রমণ করি তখন অনেক নারীই আমার সাথে দেখা করতে এসে সেদিনের সেই বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করেন এবং আন্তরিক হয়ে অটোগ্রাফ চান।

www.pathagar.com

চীন সরকারের প্রতিক্রিয়া ততটা ইতিবাচক ছিলো না। পরে জানতে পেরেছিলাম, সম্মেলন হলে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় ধারণকৃত আমার বক্তৃতা সরাসরি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সরকার কিছু কিছু জায়গায় ব্ল্যাক আউট করেছে। যাইহোক সম্মেলন কেন্দ্র ছেড়ে যখন হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ মনে পড়লো হাওয়াই ছাড়ার পর থেকে কোনো খবরের কাগজই পড়া হয়নি। খুব ক্যাজুয়ালভঙ্গিতে একজন সহযোগীকে বললাম ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পেলে ভালো হতো। আমার বলার পরমুহূর্তেই দরজায় টোকা পড়লো। ট্রিবিউন হাজির। আমি ভীষণ অবাক হলাম, মনে হলো পত্রিকা নিয়ে দরজার সামনেই দাড়িয়ে ছিলো কেউ। অবাক হলাম এই ভেবে যে, কে ছিলো দরজার ওপারে আর সে জানলো বা শুনলো কীভাবে যে আমি হেরাল্ড ট্রিবিউন পড়তে চাচ্ছি।

চীন ছাড়ার আগে, পররাষ্ট্র দফতর ও সিক্রেট সার্ভিস আমাকে ব্রিফিং দিলো। তাতে গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য এবং প্রোটোকল ও কূটনৈতিক বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিলো। আমাকে সতর্ক করে দেয়া হলো আমি যা কিছু বলছি এবং করছি তা টেপ রেকর্ডেড হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে হোটেল কক্ষের সবকিছু।

চাওয়ামাত্র ট্রিবিউন হাতে পাওয়ার বিষয়টি একটি কো-ইনসিডেন্স বা চীন সরকারের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাব্যবস্থার উদাহরণ যাই হোক না কেন, বিষয়টি হাসির উদ্রেক করেছিলো। তবে আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের সকলের ওপরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে ও টেপ করে নেয়া হচ্ছে। তখন থেকে আমার সঙ্গীরা নানারকম মজা করতে লাগলো, টেলিভিশন দেখে সময় কাটানো, জোরে চিৎকার করে কখনো পিজা, কখনো স্টেক, কখনো মিল্কশেক চেয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদের ব্যস্ত রাখছিলেন তাঁরা।

বেইজিং বক্তৃতার পরের দিন আমি হোয়াইরু গেলাম। সম্মেলনে যোগ দিতে আসা বিপুল সংখ্যক এনজিও প্রতিনিধিদের মূল সম্মেলনে যোগ দিতে না দিয়ে সেখানে আটকে রাখা হয়েছিলো। সেসময় আমার সাথে গেলেন মার্কিন ডেলিগেশনের আরেক সদস্য প্রশাসনের স্বাস্থ্য ও মানবিক সেবা বিষয়ক আত্মনিবেদিত মন্ত্রী ডোনা শালালা। বিলের মন্ত্রীসভায় আট বছর কাজ করেছেন তিনি। আমেরিকানদের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে অঙ্গীকারের জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আকাশ ছিলো মেঘাচ্ছন্ন । আমরা বের হতেই ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামলো সাথে ঝাপটা বাতাস। আমরা একটি ছোট ক্যারাভ্যানে করে উত্তরের পথে চলছিলাম। দু'ধারে সমতলভূমি ও ধানক্ষেত। মূল সম্মেলন কেন্দ্র থেকে এই এনজিও কর্মীদের মাইল খানেক দূরে সরিয়ে রাখলেও হোয়াইরুতে সমবেত শত শত নারী কর্মীদের ব্যাপারে চীন কর্তৃপক্ষের কম উদ্বেগ ছিলো না। আর সেখানে আমার উপস্থিতি ঝুঁকি আর একটু বাড়িয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আগের দিন তাদের সরকারের বিরুদ্ধে আমার দেয়া বক্তব্যে তাঁরা ভীষণ অখুশী, তার ওপর এই আটকে দেয়া নারীদের মাঝে গিয়ে আমি কি না কি বলবো তা নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না।

বৃষ্টির কারণে কর্মীদের একটি পরিত্যক্ত সিনেমা হলে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। তিন হাজার লোকে হলটির তখন ঠাসাঠাসি অবস্থা। আমরা যখন পৌছাই তখন ধারণ ক্ষমতার চেয়ে দ্বিগুণ লোক হলটিতে অবস্থান করছে এবং শত শত লোক তার ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে। পুলিশ তাদের জোরপূর্বক বাইরে রাখার চেষ্টা করছে। আমি

www.pathagar.com

পৌছার সাথে সাথে পুলিশ প্রবেশপথ ফাঁকা করার জন্য লাঠিপেটা শুরু করলো। তাদের আচরণ ছিলো মারমুখী। পুলিশের ধাক্কায় অনেক কর্মী পিচ্ছিল কাদায় পড়ে গিয়েছিলো।

মেলানি আমার আগেই এসে পৌছেছিলেন, সাথে নীল ল্যাটিমোর, আমার প্রেস সেক্রেটারি। টোটকা কথায় তথ্য তুলে ধরা এবং গণমাধ্যমের সাথে আমার সম্পর্কটিকে শৈল্পিক নৈপূণ্যে চাঙ্গা রাখার জন্য তার খ্যাতি ছিলো। নীল হোয়াইট হাউজের অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি কাজে যুগপৎ পেশাদারিত্ব ও রসবোধের প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছিলেন। ভীড়ের ঠেলাঠেলিতে মেলানি যখন পিছিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সিক্রেট সার্ভিসের একজন লোকের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরেন এবং তাকে রক্ষা করার জন্য সামনে হাত বাড়িয়ে দেন। সেই হাত মেলানি শক্ত করে ধরে রাখেন এবং সত্যিকার অর্থেই তাকে টানতে টানতে ভেতরে ঢুকিয়ে নেন সিক্রেট সার্ভিসের কর্মীটি। কেলি ক্রেইগহেড তখন আরেক সিক্রেট সার্ভিস জওয়ানের সহায়তা নিয়ে ভেতরে ঢোকেন ততক্ষণে ডোনাসহ আমাদের দলের বাকি সদস্যদেরও হারিযে ফেলেছি আমি। যাই হোক সিক্রেট সার্ভিস জওয়ানদের কল্যাণে তাদের সকলকেই আবার একত্রিত করা গেলো। ততক্ষণে তাদের অনেকেই ভিজে একাকার হয়ে গেছে। নীল তখন প্রেস কনটিনজেন্ট সামলাতে ব্যস্ত। বাস থেকে সাংবাদিকদের গুণে গুণে নামাচ্ছিলেন। বৃষ্টির মাঝে জনতার ভিরের মধ্য দিয়ে তিনি সামনে এগুতে পারছিলেন না, তখন তিনি চীনা এক কর্মকর্তার সহায়তা চাইলেন। কিন্তু সে কর্মকর্তা ভিড়ের সবাইকে সমানে ঠেলতে শুরু করলো। ফলে নীল আর ভেতরে ঢুকতে পারলেন না। এবং তারা তাঁকে গাড়ির কাছেও দাড়াতে দিলো না। অবশেষে নিজে নিজে বেইজিং চলে গেলেন নীল। আমি যখন মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলাম তখন বাইরের এনজিও কর্মীদের ওপর চীনা পুলিশ তাদের ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে।

জনতার এই অনুভূতি দেখে আমি অভিভূত হলাম এবং তাদের বললাম যে, সুশীল সমাজ ও গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের ভূমিকা আমাকে আনন্দিত করেছে। এনজিওগুলো যে কাজ করছে তাতে সরকারিখাতসমূহ ও সরকারের নিজের কাজে কিছুটা হলেও সতর্কতা বেড়েছে নিজেদের সার্ভিস উন্নত করার লক্ষ্যে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা এনজিও কর্মীদের প্রতি চীন সরকার যে আচরণ করলো, তার বিরুদ্ধে এই নিরব প্রতিবাদ প্রয়োজন ছিলো। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসা নারীকর্মীদের সাহস ও কাজের প্রতি আত্মনিবেদনের প্রকাশ দেখে আমি আনন্দিত। নিজেদের গাঁটের পয়সা খরচ করে তাদের কণ্ঠস্বর উর্দ্ধে তুলে ধরতে এখানে ছুটে এসেছেন তারা। আজ হোয়াইরুতে যা দেখলাম অনেক বছর তা আমার মনে গেঁথে থাকবে।

চীনে আমার বিতর্কিত সফরের বিষয়টি যখন অনুমোদন পেয়েছিলো তখনই প্রশাসন অনুরোধ করেছিলো আমি যেনো মঙ্গোলিয়াতে একটি রাতযাপন করে আসি। সাবেক সোভিয়েত বলয়ভুক্ত দেশটি ১৯৯০ সালে প্রতিবেশী চীনা সমাজতন্ত্রের প্রতি না ঝুঁকে তার নিজের গণতন্ত্রের পথ খুঁজে পেয়েছিলো। কিন্তু সে গণতন্ত্র মোটেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলো না কারণ সোভিয়েত সাহায্য তখন বন্ধ এবং দেশটি জটিল অর্থনৈতিক দৈন্যে ভুগছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মঙ্গোলিয়ার জনগণের ও নির্বাচিত গণতান্ত্রিক নেতাদের পাশে দাঁড়ানো তখন খুবই প্রয়োজন ছিলো। এবং সে দেশে আমেরিকার ফার্স্ট লেডীর সফর সে সহযোগিতার পথ তরান্বিত করতে পারে।

www.pathagar.com

রাজধানী উলান বাটোর পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা রাজধানী শহর। এমনকি সেপ্টেম্বরের সেই গোড়ার দিকের সময়টিতেও বরফ পড়া অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু আমরা যেদিন পৌঁছালাম সেটি ছিলো রোদ ঝলমল একটি দিন। আমরা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বিমান যাত্রা করে মঙ্গোলিয়ার হাজার হাজার নোমাডিক পরিবারের একটিকে দেখার জন্য গিয়েছিলাম। এই পরিবারটি গত তিন প্রজন্ম ধরে দু'টি বড় তাবুর নিচে বসবাস করে আসছে। একজন দোভাষির মাধ্যমে কথা হচ্ছিলো। তার মাধ্যমে আমি জানলাম, এটি ছিলো তাদের গ্রীষ্মকালীন ঘর। শিগগিরই তারা গোবি মরুভূমি এলাকায় চলে যাবে শীতের সময় কাটাতে। পোষা গবাদি পশুর মাংশ ও দুধ খেয়ে তারা বেঁচে থাকে। ঠিক যেমনটা তাদের পূর্বপুরুষরা থাকতেন শত শত বছর আগে।

পরিবারের যুবক ছেলেরা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায়, একজন সুন্দরী মহিলা আমাকে দেখালেন কীভাবে ঘোড়ার দুধ দোয়ানো হয়। তাবুর ভেতরে প্রতি ইঞ্চি জায়গায়ই কোনো না কোনো কাজে লাগানো হয়। আধুনিক প্রযুক্তির একমাত্র চিহ্ন পাওয়া গেলো একটি পুরনো ময়লা জমে থাকা ট্রানজিস্টর রেডিও থেকে। মঙ্গোলিয়ায় রীতি অনুযায়ী আমাকে এক পেয়ালা ভেড়ার দুধ খেতে দেয়া হলো।

মুখে তুলে মনে হলো সদ্য দুইয়ে আনা কাঁচা দুধ। কিন্তু তার পরেও আমি ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগলাম। আমার সাথে আসা প্রেসের লোকেদের সাধা হলে তাঁরা কেউই নিতে রাজি হলেন না। পরের দিন আমাদের সফরসঙ্গী হোয়াইট হাউজ ফিজিশিয়ন যাকে আমি ড. ডুম নামে ডাকি তিনি আমার দুধপানের কথা জানতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং সাথে সাথে আমাকে কিছু এন্টিবায়োটিক ঔষধ খাওয়ার পরামর্শ দিলেন গবাদি পশু থেকে মারাত্মক যেসব রোগ হতে পারে তার প্রতিরোধের জন্য। বললেন , আপনি জানেন কি কাঁচা দুধ খেয়ে আপনার ব্রুসেলোসিস হয়ে যেতে পারে।

এইসব মানুষের জীবনযাত্রা আমাকে ব্যথিত করছিলো, ইচ্ছে হচ্ছিলো আরো কিছুক্ষণ তাদের সাথে থাকি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওচিরবাটের সাথে আমার দুপুরের খাবার খাওয়ার কথা ছিলো বলে আমাদের অখনই ফিরতে হলো। প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপের পর আমার সেখানকার একদল মহিলার সাথে চাপর্বে দেখা করার এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তৃতা করার কর্মসূচিও ছিলো।

উলান বাটোরে আমি আদিবাসি মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির কোনো চিহ্নও দেখতে পেলাম না। সোভিয়েতরা মঙ্গোলিয়ানদের পুরোনো ভবন ও স্মৃতিস্তম্ভগুলো ভেঙ্গে ফেলেছিলো। জনগণকে এমনকি চেঙ্গিস খান নামের সেই ঐতিহাসিক বীরের নাম উচ্চারণ করতেও দেয়া হয়নি, ত্রয়োদশ শতকে যিনি মঙ্গোলীয়দের এক সাহসী নেতা ছিলেন। আমরা যখন উলান বাটোর পৌঁছালাম তখন রাস্তার দু' ধারে জনগণ কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো আমাদের গাড়ির বহর দেখবে বলে। অন্যান্য অনেক দেশেই যেমন দেখেছি, জনতা রাস্তায় দাড়িয়ে হাত নাড়ে ও শ্লোগান দেয়, মঙ্গোলীয়রা তার কিছুই করছিলো না। শান্তভাবে তারা সম্মান দেখাচ্ছিলো। পরে আমি জেনেছিলাম আমার মতো আমাদের গাড়ির বহরটিও তাদের কাছে আকর্ষণের বিষয় ছিলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেয়ার সময় প্রতি অনুচ্ছেদ পর পর আমাকে থেমে থাকতে হয়েছে যখন তার অনুবাদ করে শোনানো হচ্ছিলো। আমি মঙ্গোলীয় জনগণ ও তাদের

www.pathagar.com

নেতাদের সাহসিকতার কথা বললাম এবং গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান জানালাম।

দেশে ফেরার পথে আমার ভাবনা জুড়ে ছিলো সেইসব নারী, যাদের সাথে এ যাত্রায় আমার দেখা হলো। আমি তাদের সকলকে নিয়ে বিশ্ব নারী সংহতির কথা ভাবছিলাম। হতে পারে এ ভাবনা থেকে আমি আমার রচনার শিরোনাম হয়তো খুঁজে পেলাম কিন্তু বিশ্বের যাবতীয় খারাপ দিকগুলোর বিরুদ্ধে এই নারীদের অবদানের প্রতি সম্মান বিশ্বকেই দেখাতে হবে।

www.pathagar.com

শাট ডাউন

চেলসিকে স্কুলে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম আর এজন্যই এশিয়া থেকে সময়মতো ফিরে আসি। আমার এসব মা সুলভ আবেগকে প্রশ্রয় দিলেও পনের বছরের চেলসি কিন্তু তখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইতো। সিক্রেট সার্ভিসের চালকের পেছনের সিটে বসে সবসময় কড়া নজরে থাকার চেয়ে সে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে গাড়ি চড়তে চাইতো আর বাধ্য হয়ে তা আমি মেনে নিতাম। আমি চাইতাম তার জীবনযাপন হোক টিপিক্যাল টিনেজারের মতো, যদিও আমরা দু'জনেই বুঝতাম তার জীবন আর যাই হোক টিপিক্যাল নয়। হোয়াইট হাউসে বসবাস করার জন্য কিছু পার্থক্যতো থাকেই কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবন স্কুল, বন্ধু-বান্ধব, গির্জা আর ব্যালে নাচের মধ্যে ঘুরপাক খেতো। সপ্তাহে পাঁচ দিনই স্কুল শেষে ঘন্টা কয়েট সে কাটাতো ওয়াশিংটন স্কুল অব ব্যালেতে নাচ শেখার জন্য। আর সেখান থেকে যখন হোয়াইট হাউসে ফিরতো তখন তার সামনে হোমওয়ার্কের পাহাড়। সামনেই যেহেতু কলেজে পড়তে হবে সেহেতু ওই সময়টায় তাদের বাড়তি কিছু চাপ নিতে হতো। এসবের মাঝে আমার উপস্থিতি চেলসির আর প্রয়োজন ছিলো না কিংবা সে চাইতোও না আমি থাকি। সুতরাং সেই সুযোগে আমি আমার 'ইট টেকস এ ভিলেজ' নামের বইটি লেখা শেষ করে ফেলি। সে সময় টানা দীর্ঘ সময় ধরে লিখতে পারতাম আমি।

অক্টোবরে আমি ল্যাটিন আমেরিকা যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম। পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলোর ফার্স্ট লেডিদের বার্ষিক সভায় সেটাই ছিলো আমার প্রথম অংশগ্রহণ। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে বিল ও আমি মিয়ামিতে এক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলোর কর্তাব্যক্তি ও তাঁদের স্ত্রীদের সাথে দেখা হয়েছিলো সেই সুযোগে। পুরো অঞ্চলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগরণে যুক্তরাষ্ট্র ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে এমন একটা প্রত্যয় কাজ করতো বিলের মধ্যে। যেহেতু কিউবা ছাড়া সবগুলো দেশই এখন গণতান্ত্রিক।

এটি এ অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো খবর ছিলো। তবে আমাদের সরকারকে তখন পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, অশিক্ষার হার হ্রাস এবং স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে সহায়তা করতে হতো। এছাড়াও দেশগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে তাদের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি করতে পারলে একদিন গোলার্ধের এই অংশে আর্কটিক পর্বতমালা থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনার শেষ পর্যন্ত এক চমৎকার জোট সৃষ্টির সুযোগ ছিলো। কিন্তু এ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে পর্বতপ্রমান খাটুনি দিতে হতো।

www.pathagar.com

সেবারের সফরে আমি দক্ষিণের দেশগুলোতে গিয়েছিলাম নারী ও শিশুদের জন্য মার্কিন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন দেখতে, যা সরাসরি জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটায়। আমার ইচ্ছা ছিলো দেশগুলোতে ফার্স্ট লেডিদের সাথে কাজ করে একটা কমন এজেন্ডা তৈরি করবো এবং তার বাস্তবায়ন করবো যাতে করে পুরো গোলার্ধে প্রসূতি মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা যায় ও হাম নির্মূল করা যায়। অতীতে এ অঞ্চলে বিদেশী সাহায্য পাঠানোর ক্ষেত্রে আমেরিকার নীতি ছিলো সামরিক জান্তাদের হাতে পয়সা তুলে দিয়ে কম্যুনিজম ও সোস্যালিজম প্রতিহত করা। কিন্তু এই দমনের নামে সামরিক জান্তারা তাদের সাধারণ জনগণের ওপরও অত্যাচার চালাতো। একের পর এক ক্ষমতায় আসা মার্কিন সরকারসমূহ এল সালভেডর থেকে চিলি পর্যন্ত সবগুলো দেশেই সাধারণ মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ শাসকদের সাহায্য করে আসছিলো। ক্লিনটন প্রশাসন ঘোষণা দিয়েছিলো এসব নির্যাতনের দিকগুলো এড়িয়ে যাওয়ার দিন গত হয়েছে। সাহায্যের নামে এসব নিপীড়ন চলতে দেয়া যায় না।

প্রথমে আমি থামি নিকারাগুয়ায়। চল্লিশ লাখ জনসংখ্যার দেশ। ১৯৭২ সালে রাজধানী ম্যানাগুয়ায় ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পে এবং গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি জনপদ। ভায়োলেটা ক্যামোরো নিকারাগুয়ার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট তখন সরকার চালাচ্ছিলেন। যে সরকারকে উচ্চাভিলাষী কিন্তু নড়বড়ে ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ১৯৯০ সালে ক্যামোরো অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই দেশের বিরোধী শক্তির প্রধান হিসেবে নির্বাচনে জিতে যান। সেটাই ছিলো নিকারাগুয়ার ইতিহাসে প্রথম আইন সম্মত গণতান্ত্রিক নির্বাচন।

ম্যানাগুয়ায় তার বাড়িতে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন ক্যামোরো। অনুষ্ঠানটিকে তিনি তার প্রয়াত স্বামী বিখ্যাত সংবাদপত্র সম্পাদক যাকে ১৯৭৮ সালে স্বৈরাচারী আনাস্টাসিও সোমোজার লোকেরা হত্যা করেছিলো, তার শোকানুষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। সামনের আঙ্গিনায় ঝুলানো ছিলো তার স্বামীর বুলেটবিদ্ধ গাড়িটির ছবি। আসলে কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে তার এই শাসনযন্ত্রে আসা তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছিলো এ আয়োজনে। বলতেই হয়, ব্যক্তিগত ট্রাজেডির জের ধরে একজন সাহসী নারীর গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামী হয়ে ওঠা এবং জবাবদিহিতাবিহীন জান্তার বিরুদ্ধে তার এই কঠোর অবস্থান আমাকে স্তম্ভিত করেছিলো।

ম্যানাগুয়ার একটি দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় আমি গিয়েছিলাম, সেখানে মাদারস ইউনাইটেড নামে একটি গ্রুপ ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের কাজ করতো। ইউএসএইড-এর অর্থায়নে প্রকল্পটি পরিচালনা করতো 'ফাউণ্ডেশন ফর ইন্টারনাশনাল কমিউনিটি এসিসট্যান্স'। আমেরিকার সাহায্য দিয়ে ভালো ও সফলতার সাথে কাজ করছে এমন উদাহরণগুলোর অন্যতম ছিলো এটি। সেখানকার মেয়েদের বানানো জিনিসপত্র আমি দেখেছিলাম, যে গুলো বিক্রি করে তারা আয় বাড়ায়। একজন মহিলার মুখে যখন শুনলাম সে আমাকে ভারতের আহমেদাবাদে সেবা (এসই ডব্লিউএ) নামক সংগঠনটির কার্যক্রম পরিদর্শন করার সময় টেলিভিশনে দেখেছে। আমি খুবই বিস্মিত হলাম তার এ প্রশ্ন শুনে– 'ভারতীয় নারীরা কি আমাদেরই মতো?' আমি তাকে বললাম ভারতের নারীরাও তোমাদেরই মতো তাদের উন্নতি চায়। তারা নিজেরা কামাই করে জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে চায় যাতে করে তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারে।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ফাণ্ড (সি ডি এফ আই) প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আইনি লড়াই লড়েছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র সমাজভিত্তিক ব্যাংকগুলোকে সহায়তা প্রদানই ছিলো এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। আমি একটি ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলাম ক্ষুদ্রঋণ ব্যক্তি পর্যায়ে কারো উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে কিন্তু অধিকাংশ দেশেরই প্রয়োজন জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা সুসংহত করা। চিলিতে এটা প্রকটভাবেই অনুধাবন হয়েছে, আমার সফরের পরবর্তী দেশ ছিলো ওটাই।

বছরের পর বছর ধরে চিলি স্বৈরশাসক অগাস্টো পিনোসের হাতে নিষ্পেষিত হয়ে আসছিলো। ১৯৮৯ সালে তার শাসনের অবসান ঘটে। পরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকার প্রধান এডোয়ার্ডো ফ্রেই'র হাতে দেশটি বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের মডেল হয়ে উঠেছিলো। ফ্রেই'র স্ত্রী মার্টা লারাচি ডি ফ্রেইকে আমার খুব ভালো লাগতো। একজন পেশাদার স্টাফকে সাথে নিয়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও শিক্ষার প্রসারে তার কর্মকাণ্ড চলতো। চিলির রাজধানী সান্টিয়াগোতে আমি মার্টার সাথে একটি ক্ষুদ্রঋণ সেন্টার পরিদর্শন করেছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম নারীরা তাদের ঋণের টাকা দিয়ে সেলাই মেশিন কিনে তা দিয়ে কাজ করছে ও অর্থ উপার্জন করছে। একজন মহিলা আমাকে বললো, 'এতদিন সে খাঁচায় বন্দী পাখি ছিলো এখন সে মুক্ত।' তখন আমার মনে আশার সঞ্চার হয়েছিলো এভাবেই নারীদের মুক্তি আনা সম্ভব।

ব্রাজিলের গল্প বলি। সেখানে ফার্নান্দো হেনরিক কারডোসো ১৯৯৪ সাল থেকে ক্ষমতায়। অস্থিতিশীলতার সময়কাল কাটিয়ে দেশের অর্থনীতিতে একটা টেকসই উন্নয়ন আনতে তার চেষ্টা ছিলো। তার স্ত্রী রুথ কার্ডোসো একজন সমাজবিজ্ঞানী। দরিদ্র ব্রাজিলিয়ানদের উন্নয়নে কাজ করতে তিনি স্বামীর সরকারে একটি অফিসিয়াল পদেও নিযুক্ত ছিলেন। আমি ব্রাসিলিয়ায় রাষ্ট্রপতির বাসভবনেই কারডোসোর সাথে দেখা করেছিলাম। সেখানে আমরা ব্রাজিলের নারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করি। সেখানে এক মিশ্র অবস্থা চোখে পড়ে। সেখানে শিক্ষিত নারীদের জন্য অপার সুযোগের দ্বার উন্মোচিত। আর যারা বঞ্চিত তারা একেবারেই বঞ্চিত। কারডোসো আমাকে বলেছিলেন তারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকেই পরিবর্তন করতে চান। কারণ বিদ্যমান ব্যবস্থায় সরকারীভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থাকলেও তা ছিলো দিনে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য। ফলে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগও সীমিত। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষায় যারা আসছে তারা পাচ্ছে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা, কিন্তু সেখানে কেবল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের ছেলেমেয়েদেরই দেখা যায়।

এল স্যাল ভেডরেও আমি ধনী দরিদ্রের এ বিস্তর ফারাক দেখেছি। তবে সেখানে একটি মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল পরিদর্শন করে আমার মনে হয়েছে দারিদ্র কতটা কঠোর হতে পারে। হাসপাতালের অর্ধেক রোগীই তাদের নবজাত শিশুদের নিয়ে চিকিৎসাধীন ছিলো, বাকিরা গাইনোকোলোজিক্যাল পেশেন্ট, যাদের অনেকেই শ্রেফ গর্ভপাত ঘটানোর জন্য হাসপাতালে এসেছে। সেখানে আমার সাথে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কারণ জানতে চাইলে জানালেন গর্ভপাতের বিরুদ্ধে দেশে আইন রয়েছে। কিন্তু এটাও বাস্তব যে, জন্ম নিরোধক ব্যবহারে দেশের বিত্তবানদের সুযোগ রয়েছে কিন্তু যারা গরিব তাদের এ সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে, তাদের গর্ভপাত ঘটানো ছাড়া উপায় থাকে না।

www.pathagar.com

সফরের এ অংশে তখন আমি প্যারাগুয়েতে অবস্থান করছি। সেখানে পশ্চিম গোলার্ধের সবগুলো দেশের ফার্স্ট লেডিদের সাথে বৈঠক হবে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বিদ্যমান তৃণমূল পর্যায়ের সংকটগুলো তখন আমার দেখা হয়ে গেছে। সম্মেলনে আমরা এ অঞ্চলের সব শিশুকে হামের টিকা দেয়া ও মেয়েদের স্কুলে পাঠানো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করি। সেসময়ই প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট হুয়ান কার্লোস ওয়াসমোসি ও তার স্ত্রী মারিয়া তেরেসা ক্যারাসকো ডি ওয়াসমোসি-এর দেয়া এক সম্বর্ধনায় যাচ্ছিলাম। বাসে উঠে সাদা চুলের এক মহিলার পাশের সিটে বসে পড়ি। মহিলাকে বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ মনে হচ্ছিলো এবং তাকে দেখে পরিচিত মনে হচ্ছিলো কিন্তু মনে করতে পারছিলাম না কে। কিছুক্ষণ কথোপকথনে জানতে পারলাম তিনি হচ্ছেন ফিদেল ক্যাস্ট্রোর শ্যালিকা যে কনফারেন্সে ক্যাস্ট্রোর স্ত্রীর পরিবর্তে অংশ নেবেন। ভাগ্যভালো সেবার কেউ আমার পাশের সিটে কিউবার প্রতিনিধিকে দেখে আমার বিরুদ্ধে কিউবা প্রীতির অভিযোগ তোলেন নি।

সফরটি যদিও ছিলো মোটে পাঁচ দিনের কিন্তু সে সফরই আমার পরবর্তী মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দেশগুলোতে সফরের নীল নকশা প্রস্তুতে সহায়তা করেছিলো। আর ব্যক্তিগত যোগাযোগ আমার ভবিষ্যত কর্মপন্থাকেও আরো সুগম করে তুলেছিলো।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রেক্ষাপটে আমি এ ধরনের সম্পর্কেও কার্যকারিতা ও গুরুত্ব ইতোমধ্যেই দেখেছি। ল্যাটিন আমেরিকায় আমার সফর শুরুর দিন কয়েক আগে জর্ডানের রাণী নূর, ইসরাইলের লিহ্ রবিন ও মিশরের সুজানে মোবারক, তারাও স্বামীদের সাথে ওয়াশিংটন এসেছিলেন পশ্চিম তীরের নির্দিষ্ট ক'টি শহরে ইসরাইলি দখলদারিত্বের অবসানের লক্ষ্যে একটি শান্তি চুক্তি সই অনুষ্ঠানে। ১৯৯৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিকতার আগে এক সুযোগে আমি মধ্যপ্রাচ্য নেতাদের স্ত্রীদের চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলাম। হোয়াইট হাউসের দোতলায় ইয়েলো ওভাল রুমে আমি লিহ, সুজানে ও নূর পুরোনো বন্ধুর মতো একে অন্যের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলাম। সেসময় আমরা আমাদের দলে আরেকজন নতুন মহিলাকে ভেড়ানোর খুব চেষ্টা করছিলাম। তিনি হচ্ছেন সুহা আরাফাত। তার ব্যাপারে আমার বেশ কৌতূহল ছিলো আমি জানতাম তিনি ফিলিস্তিনের এক বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে এবং তার মা রেমোণ্ডা তাওইল একজন বিখ্যাত কবি ও নিবন্ধকার। বিয়ের আগে সুহা পিএলও-র হয়ে কাজ করতেন। আরাফাতের চেয়ে তার বয়স ছিলো অনেক কম। সম্প্রতি তিনি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আমাদের আলোচনার একটা কমন গ্রাউণ্ডও ছিলো। আমরা সবাই মিলে তাকে আলোচনায় খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সুহা সেদিন সহজ হতে পারেন নি।

চলমান সমঝোতার প্রক্রিয়াটি নিয়ে আমি, সুজানে, লিহ ও নূর প্রায়ই কথা বলতাম। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার দিকগুলো বাদ দিয়ে আমাদের এ অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় মধ্যপ্রাচ্য সংকটের বিভিন্ন দিকই স্থান পেতো।

আলোচনা চলছিলো। ইয়াসির আরাফাত যখন তার দীর্ঘ বক্তব্য রাখছিলেন তখন আইজ্যাক রবিন তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'জানেনতো ইহুদিরা কথা শুরু করলে থামতে চায় না। সেদিক থেকে আপনি কিন্তু অনেকটা ইহুদিদের কাছাকাছিই চলে এসেছেন।' চুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে বাক বিতণ্ডা সেদিন কম হয় নি। কিন্তু আলোচনাশেষে

www.pathagar.com

যখন সবকিছু শান্ত তখন বাদশাহ হোসেন আমাকে বিস্মিত করলেন একটি ভিন্নরকমের বিষয়ের অবতারণা করে। তিনি আমাকে খুব ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন হোয়াইট হাউসকে ধূমপানমুক্ত করে তোলার উদ্যোগের জন্য। বলছিলেন– 'আমি আর প্রধানমন্ত্রী রবিন কিন্তু এবার ধূমপান করিনি।' এমন একটা চমৎকার উদ্যোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তাঁর এ কথায় আমার খুব ভালো লেগেছিলো।

'৯৫ সালের নভেম্বরের ৪ তারিখের কথা। ওপরের তলায় বসে আমি আমার বই লেখার কাজে ব্যস্ত এমন সময় বিল নিচতলা থেকে টেলিফোনে জানালো তেল আবিবে একটি শান্তি মিছিল শেষে ফেরার পথে রবিন গুলিতে নিহত হয়েছেন। হত্যাকারী কোনো ফিলিস্তিনি কিংবা কোনো আরবীয় নয় একজন ডানপন্থী ইসরাইলি। ফিলিস্তিনের সাথে সমঝোতায় যাওয়ার প্রচেষ্টা চালানোর জন্যই রবীনকে জীবন দিতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এলাম। বিল তখন উপদেষ্টাবেষ্টিত। সে কিছুটা ভেঙ্গে পড়েছে। রবিনের সাথে বিলের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও প্রগাঢ় ছিলো। পিতৃস্থানীয় একজন হিসেবেই বিল দেখতো তাঁকে। আমি বিলকে জড়িয়ে ধরলাম এবং দু'জনে শয়নকক্ষের দিকে গেলাম সবার থেকে আলাদা হওয়ার জন্য ও একান্তে শোক প্রকাশের জন্য। ঘন্টা দুয়েক পর বিল রোজ গার্ডেনে তার শাসনকালের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিলো রবিনের বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানাতে। সে বক্তৃতায় বিল বলেছিলো, যে মাটিতে আজ তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন সে মাটির জন্য তাঁর দরদ কতটা সে কথা আমরা অনুধাবন করতে পারবো মাত্র মাস খানেক আগে হোয়াইট হাউসে দেয়া তাঁর এক বক্তৃতায়। সেদিন রবিন বলেছিলেন, আমাদের মাটিতে দুগ্ধ কিংবা মধু প্রবাহিত হোক এটা হয়তো চাই না কিন্তু তার চেয়েও বেশি চাই না সেখানে রক্ত প্রবাহিত হোক। এ রক্তপাত যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে।' এছাড়াও মর্মস্পর্শী বিভিন্ন কথা সেদিন বিল বলেছিলো।

এরপর যখন আমরা রবিনের শেষকৃত্যে যোগ দিতে ইসরাইল পৌছলাম তখন রাস্তায় রাস্তায় বিলের কথাগুলো লেখা বিলবোর্ড ও বাম্পার স্টিকার দেখতে পেলাম।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে আমাদের সাথে গিয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ-এর চেয়ারম্যান ও ৪০ জন কংগ্রেস সদস্য। জেরুজালেম পৌছেই বিল ও আমি লিহ-এর সথে তার বাস ভবনে দেখা করলাম। তার জন্য কষ্টে আমার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিলো। জ্যাকুলিন কেনেডির মতো লিহও হত্যাকাণ্ডের সময় তার স্বামীর সাথে ছিলেন। সপ্তাহ কয়েক আগে হোয়াইট হাউজে তার যে চেহারা দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী বয়স্ক মনে হচ্ছিলো লিহ কে। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো ভাষা আমাদের ছিলো না।

হার হারজল সিমেট্রিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আরব দেশসমূহের বাদশাহগণ, প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টগণ শান্তির জন্য প্রান দেয়া এই বীরের প্রতি শেষ সম্মান দেখান। বিল যখন রবিনের প্রশংসার কথাগুলো বলছিলো তখন লিহ তাকে গভীর ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরেন। রবিনের নাতনী নোয়া বেন আরজি- পেলোসফ তার আদরের দাদুর উদ্দেশ্যে বলছিলো- 'দাদু, ক্যাম্পের সামনে তুমি ছিলে এক আলোকবর্তিকা তুমি চলে গেলে আর আজ আমরা এমন এক ক্যাম্পে বসে আছি যা কেবলই অন্ধকার আর ঠাণ্ডা।'

নিরাপত্তার কারণে আরাফাত সেদিনের শেষকৃত্যে অংশ নিতে পারেন নি। কিন্তু সেখানে বিলের সাথে প্রেসিডেন্ট মোবারক, বাদশাহ হোসেন ও সিমন পেরেজের কথা হয়। পেরেজ তখন ইসরাইলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী। এই পেরেজ ১৯৯৪ সালে

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে অসলো চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ইয়াসির আরাফাতের সাথে যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরুস্কার পেয়েছিলেন। সেবার রবিনের নাতনী আমাদের বার বার একটি কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো- তা হচ্ছে 'শান্তি হচ্ছে জ্বলমান দ্বিপিকা যার জন্য প্রতিমুহূর্তেই জ্বালানি প্রয়োজন নচেৎ একপর্যায়ে তা নিভে যাবে।'

সেবার জেরুজালেম থেকে দেশে ফেরার পথে দীর্ঘ বিমান যাত্রায় বিল প্রেসিডেন্ট কার্টার ও বুশকে এয়ার ফোর্স ওয়ান-এর কনফারেন্স কক্ষে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে অবদান রাখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কার্টার ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন আর জর্জ বুশ মাদ্রিদ কনফারেন্সে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথমবারের মতো শান্তি আলোচনায় নেতৃত্ব দেন। যাইহোক ফেরার পথে এয়ার ফোর্স ওয়ানের সেই দীর্ঘ যাত্রায় বিল ও আমি সফরসঙ্গীদের কারো যেন কোনো সমস্যা না হয় সে দিকে নজর রেখেছিলাম।

সেবারের বসন্তের শুরু থেকেই কেন্দ্রিয় বাজেট নিয়ে রিপাবলিকানরা একটি ঝামেলা করে আসছিলো। মার্কিন কংগ্রেসে তারাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা ব্যাপক হারে ট্যাক্স হ্রাস ও ভারসাম্যপূর্ণ বাজেটের প্রস্তাব করে আসছিলো। যা ছিলো গণিতের অইনে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শিক্ষাখাত, পরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ খাতে ব্যাপক হারে খরচ কমালেই কেবল তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কল্যাণমূলক খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে তারা এমন একটি সংস্কার প্রস্তাব দিলো যা মেনে নিলে আঠার বছরের নিচের বয়সি অবিবাহিত মায়েদের জন্য কোনো ভাতা দেয়ার সুযোগ থাকে না। এছাড়াও তারা মেডিক্যাল প্রিমিয়াম কমানোর একটি নির্ধারিত প্রস্তাবকেও বাতিল করতে বলছিলো।

বিল সবসময়ই চাইতো রিপাবলিকানদের সাথে নিয়ে কাজ করতে। কিন্তু বাজেট নিয়ে যে প্রস্তাব তারা দিয়েছিলো তা ছিলো পুরোটাই অগ্রহণযোগ্য। বিল স্পষ্ট বলে দিলো স্বাস্থ্যসেবাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, শিশুদের অধিকারে আঘাত হানবে কিংবা দরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যাহত করবে এমন কোনো প্রস্তাবই সে মেনে নেবে না। বাজেট নিয়ে এ লড়াই গ্রীস্মের শেষ নাগাদ চললো এবং ৩০ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থবছর শেষ হতে না হতেই সরকারের অপারেটিং তহবিলে টান পড়লো। কংগ্রেস এসময় প্রেসিডেন্টের সাথে একমত হলো অস্থায়ী বাজেট এক্সটেনশনের জন্য। কিন্তু বাজেট প্রণয়নের শেষ সময়সীমা যখন কাছাকাছি তখন আমিও আমার প্রকাশিতব্য বইয়ের জন্য নির্ধারিত ডেডলাইনের কাছাকাছি চলে এসেছি। পাগলের মতো উঠে পড়ে লাগলাম। এদিকে সরকারকে অচল করে দেয়ার রিপাবলিকান প্রচেষ্টাও চলছিলো।

গিংরিচকে মনে হচ্ছিলো এক রাজনৈতিক খেলায় মেতেছেন। বিল তখন রিপাবলিকানদের সাথে সমঝোতায় নিজেকে চব্বিশ ঘন্টার জন্য নিয়োজিত করেছে। সে জানতো স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় নিয়ে রিপাবলিকানদের দেয়া প্রস্তাব নিয়ে আমিও উদ্বিগ্ন। এসময় আমি বিলকে প্রস্তাব করি চাইলে সে জেনিফার ক্লেইন নামে আমার এক স্টাফকে সমঝোতা আলোচনায় তার সাথে রাখতে পারে, রিপাবলিকানদের প্রস্তাব দেশের স্বাস্থ্য সেবা খাতকে কতটা বিপদের মুখে ফেলবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারবেন জেনিফার। বিল রাজি হলো এবং বাজেট যুদ্ধের সময়টাতে জেনিফার প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক উপদেষ্টা ক্রিস জেনিংস-এর সাথে কাজ করেন।

www.pathagar.com

১৩ নভেম্বর, তখন সরকারের তহবিলে খরচ করার মতো সব অর্থই ফুরিয়ে গেছে। এবং নিয়ম মোতাবেক প্রেসিডেন্টকে তহবিল বন্ধ করে দিতে হলো। এটা ছিলো বিলের জন্য একটি যন্ত্রণাদায়ক সিদ্ধান্ত। এর নেতিবাচক প্রভাবের ব্যাপারে বিল ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলো। জনগণের জন্য সরকারের সকল দরজা তখন বন্ধ। আট লাখ সরকারি কর্মচারী কাজ হারা। জরুরী প্রয়োজন চালানোর জন্য প্রয়োজন এমন কর্মচারিরাই কেবল কাজে নিযুক্ত তাও আবার বেতন ভাতা ছাড়া। দেশের ছয় লাখ বৃদ্ধের জন্য খাবার ও গাড়ির সুবিধা দেয়ার যে কর্মসূচি চলছিলো তার জন্য তহবিল ছিলো না। ফেডারেল হাউজিং প্রশাসনের কাছে হাজার হাজার বাড়ি অবিক্রিত পড়ে আছে। প্রবীণ বিষয়ক অধিদফ্তর বিধবাদের ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের ভাতা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ইয়োলে স্টোন ন্যাশনাল পার্ক ও গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দর্শনার্থী টানছে না। পরিস্থিতি এতটাই সোচনীয় হয়ে উঠেছিলো যে সেবার বড়দিন উপলক্ষে ওয়াশিংটনকে সাজানোর জন্য কেনা দুই ট্রাক ক্রিসমাস ট্রি ওহাইয়োর পূর্ব দিকে কোনো এক স্থানে পড়েছিলো, ন্যাশনাল পার্ক-এর ফাণ্ড ছিলো না সেগুলো বয়ে এনে উৎসবের জন্য শহরে লাগিয়ে দেয়।

হোয়াইট হাউসে তখন এক অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। কর্মকর্তা কর্মচারিদের অনেককেই ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সিক্রেট সার্ভিসের লোকদের প্রয়োজন ছিলো কিন্তু সহকারী বা কর্মচারীদের নয়। এ ছিলো হোয়াইট হাউসের ইস্ট উইং-এর অবস্থা। ওয়েস্ট উইং-এর স্টাফ সংখ্যা ৪শ' ৩০ থেকে কমিয়ে মাত্র নব্বইয়ে আনা হয়েছে। আমার নিজের অফিসিয়াল স্টাফ কমিয়ে মাত্র চার জনে ঠেকেছিলো। এহেন পরিস্থিতিতেও যেসব কাজ করতেই হতো সেগুলো সম্পন্ন করতে স্বেচ্ছাসেবীদের নিযুক্ত করা হলো। তবে এসবই ছিলো সংকটের উপরিতল মাত্র। যদি কনটিনিউইং রেজুলেশনে পৌঁছা সম্ভব না হতো তবে বাস্তব সমস্যা শুরু হতো সে মাসের শেষের দিক নাগাদ। আমার খুব ভয় হচ্ছিলো, সে মুহূর্তে জাতীয় কোনও সংকট বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও ইস্যু সামনে চলে আসলে কি দুর্দশাই না হতো।

সরকারের এই অচলাবস্থার জন্য প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষকে দায়ী করতে লাগলো। তবে নভেম্বরের ১৫ তারিখে সাংবাদিকদের সাথে এক ব্রেকফাস্ট মিটিংয়ে গিংরিচ এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি জানালেন যে, তিনি বাজেট রেজুলেশনের বিষয়টি হোয়াইট হাউজে পাঠিয়েছেন, কারণ বিল ক্লিনটন তার সাথে খুবই বাজে আচরণ করেছেন। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের শেষকৃত্য থেকে দেশে ফেরার পথে বিল তাকে চরম অপমান করেছেন। গিংরিচ বললেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক, আপনি পঁচিশ ঘন্টা টানা বিমান যাত্রা করছেন অথচ কারো সাথেই কারো কথা হচ্ছে না। যাত্রা শেষে তারা আপনাকে পেছনের রাস্তা দিয়ে বের করে দিলেন। ...আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন, মানুষের আচরণবোধ আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে! কোথায় আপনার সৌজন্যবোধ!'

যাই হোক পরের দিন দ্য নিউইয়র্ক ডেইলিতে রিপোর্ট প্রকাশিত হলো বিশাল শিরোনামে 'ক্রাই বেবি', সাথে গিংরিচের ডায়াপার পড়ানো এক কার্টুন ইমেজ। সেদিন বিকেলে হোয়াইট হাউজ পত্রিকাগুলোকে একটি ছবি পাঠিয়ে দেয়। নিজস্ব ফটোগ্রাফার বব ম্যাকনিলির তোলা এ ছবিতে বিমান ডেকে গিংরিচকে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও মেজরিটি লিডার বব ডোলের সাথে আলোচনারত দেখা যায়।

ওই একটি সংবাদই গিংরিচের বিশ্বাসযোগ্যতা পাংচার করে দিয়েছিলো। দেশবাসীর ধারণাও পাল্টে গেলো ওদের প্রতি। তাতে অবশ্য বাজেট যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রটি পাল্টে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

সরকার ছয় দিনের জন্য অচল ছিলো। মার্কিন ইতিহাসে এটাই দীর্ঘতম অচলাবস্থা। উভয় পক্ষ আরেকটি কন্টিনিউয়িং রেজুলেশনে একমত হলো এবং সরকারকে ১৫ ডিসেম্বর অবধি অর্থ দিতে রাজি হলো। অনেক লোক তখন সীমাহীন দুর্ভোগ ও দারিদ্র্যে পতিত। কিন্তু দেশের বৃহত্তর ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ বিবেচনা করে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসার সুযোগ বিলের ছিলো না।

১৯৯৫ সালের শেষের মাস তিনটির সিডিউলের দিকে তাকালে আমি শিউরে উঠি কতগুলো জটিল বিষয় এই সময়কালে আমাদের সামাল দিতে হয়েছিলো। ক্যাম্প ডেভিডে বন্ধু ও পরিবার পরিজনদের থেকে আরেকটি থ্যাঙ্ক গিভিংস নিচ্ছিলাম আমরা সে সময়ই আমি আমার 'ইট টেকস এ ভিলেজ' বইটিতে শেষবারের মতো নজর বোলাই। এর পরই আসে বড়দিনের উৎসব। ততদিনে সরকার নতুন করে কাজ শুরু করায় ওহাইওতে আটকে পড়া সেই ক্রিসমাস ট্রিগুলো শহরে এনে প্রতিস্থাপন করার কাজটি শেষ করে ছিলো ন্যাশনাল পার্ক কর্তৃপক্ষ। ফলে, আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়নি ওয়াশিংটনবাসি।

নভেম্বরের ২৮ তারিখে আমি ও বিল ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, জার্মানি ও স্পেনের উদ্দেশ্যে সরকারি সফর শুরু করি। ইয়েল ল' স্কুলের লেখাপড়া শেষে বিলের সাথে আমি প্রথম ইংল্যান্ড যাই ১৯৭৩ সালে। তখন আমাদের হাতে প্রচুর অর্থ ছিলো না, ছাত্র হিসেবে সুবিধা নিয়ে কমদামি বিমানে যাত্রা, সস্তা হোটেলে রাত যাপন, সস্তা খাবার-দাবার কিংবা বন্ধুদের বিছানায় ঘুমিয়ে, তাদের পয়সায় খেয়ে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করতে হয়েছে। ১৯৯৫ সালে আমরা সেই ইংল্যান্ডেই যাই এয়ার ফোর্স ওয়ান নামে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিমানে এবং আর্মার্ড লিমুজিনে ছোটাছুটি করি ব্রিটেনের রাস্তাগুলোতে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের সাথে বিলের প্রাথমিক সম্পর্ক একটু ঠাণ্ডাই যাচ্ছিলো। কারণ তখন আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, জন মেজরের সরকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডে যুদ্ধবিরোধী কিছু কর্মকাণ্ডের সাথে বিল জড়িত ছিলেন এমন রেকর্ড উদঘাটনে আমেরিকার প্রথম বুশ সরকারকে সহায়তা করছে। এমন কোনো নথিপত্র বাস্তবে ছিলো না কিন্তু আমেরিকার রাজনীতিতে টরিদের এই নাক গলানোকে সহজ ভাবে নেয়া যায় না। সম্পর্ক আরো অবনতি ঘটে যখন ১৯৯৪ সালে বিল ক্লিনটন আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি'র রাজনৈতিক উইং- সিন ফেন-এর নেতা জেরি এ্যাডামসকে যুক্তরাষ্ট্র সফরের ভিসা মঞ্জুর করেন।

আমেরিকার কোনও প্রেসিডেন্টই কখনও আয়ারল্যান্ড সমস্যার মধ্যস্থতায় জড়াননি কিন্তু সমস্যাটির একটি সুষ্ঠু সমাধান দেয়ার ব্যাপারে বিল খুব দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলো। আইআরএ-এর সাথে এ্যাডামস-এর সম্পৃক্ততা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরও তাকে ভিসা দেয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের যুক্তি মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু আইরিশ সরকার বলছিলো বিল চাইলে শান্তি প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। বিল সব সময়ই বিশ্বাস করতো- 'আলোচনায় না বসে তুমি তোমার বন্ধুর সাথেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে না, শত্রুর সাথে শান্তি স্থাপনতো দূরের কথা।' অতএব এ্যাডামসকে ভিসা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে। এর সুফলও পেয়েছিলো। উত্তর আয়ারল্যান্ডে তখন যুদ্ধ বিরতি চলছিলো এবং আমরা তখন বেলফাস্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এ যুদ্ধ বিরতিকে সেলিব্রেট করতে।

www.pathagar.com

বিলের শাসনের আট বছর মেয়াদকালে আমাদের বিশেষ বিশেষ সফরগুলোর অন্যতম ছিলো এ সফরটি। মায়ের দিক থেকে আইরিশদের সাথে একটা সম্পর্ক থাকায় বিল খুব গৌরব বোধ করতো। দাদুর কাছে ছোট বেলায় আইরিশ লোকগাঁথাগুলো শুনে শুনে চেলসিও আইরিশদের প্রতি ভালবাসায় মজে ছিলো। ১৯৯৪ সালে রাশিয়া যাওয়ার পথে তার বিমান যখন ফুয়েল নিতে শ্যানন এয়ারপোর্টে নেমেছিলো, সেই মধ্যরাতে সেটাই চেলসি'র প্রথম আয়ারল্যান্ড দেখা। বার বার জানতে চাইছিলো সে কি বাইরে বেরুবার সুযোগ পাবে এবং আয়ারল্যান্ডের মাটি ছুঁয়ে দেখতে পারবে? পরে আমি দেখেছিলাম সে কিছু দূর্বা ঘাস তুলে নিয়ে একটি বাক্সে পুরে রেখেছিলো দেশে নিয়ে যাবে বলে। বিল ও চেলসি'র প্রিয় বইগুলোর মধ্যে একটি ছিলো থমাস কাহইল-এর 'হাউ দ্য আইরিশ সেভড্ সিভিলাইজেশন' নামের বইটি। বিল তার বন্ধু ও কলিগদের অনেককেই এই বইটি উপহার দিয়েছিলো। আসলে শ্যানন এয়ারপোর্টে কয়েকবারের যাত্রাবিরতি ছাড়া বিল এবং আমি এর আগে আয়ারল্যান্ডের কোথাও যাইনি।

বেলফাস্টে প্রথম আমরা যাই ম্যাকি প্লান্ট নামে একটি ফ্যাক্টরিতে। টেক্সটাইল মেশিনারি প্রস্তুত করে ফ্যাক্টরিটি। এর অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে এটি আয়ারল্যান্ডের অল্প কয়টি ফ্যাক্টরির একটি যেখানে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় অনুসারীরা একসাথে কাজ করে। ক্যাথলিক এক স্কুলছাত্রী ও প্রটেস্ট্যান্ট এক বালক এক সাথে হাতে হাত ধরে বিলকে শুভেচ্ছা জানালো। অনেক স্কুলেই উভয় গোত্রের শিশুরা একসাথে লেখা পড়া করে। এটা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

বিল যখন তার নির্ধারিত কাজগুলো নিয়ে ব্যস্ত তখন আমি শান্তি প্রক্রিয়ার সাথে কাজ করছেন এমন নারী নেত্রীদের সাথে দেখা করছি, কথা বলছি। ধর্মীয় বিভক্তি এড়িয়ে কমন গ্রাউণ্ডে আলোচনা করার এটা একটা সুন্দর সুযোগ ছিলো তাদের জন্য। ল্যাম্পলাইটার ট্রেডিশনাল ফিশ এণ্ড চিপস রেস্টুরেন্টে আমার কথা হলো পঁয়ষট্টি বছরে মহিলা জয়সি ম্যাক কার্টানের সাথে। ১৯৮৭ সালে তার সতের বছর বয়সি ছেলে এক প্রোটেস্ট্যান্টের হাতে নিহত হয়। শুধু তাই নয়, এ সহিংসতায় ডজন খানেক পারিবারিক সদস্যকে হারিয়েছেন তিনি। জয়সি ও অন্য কয়েকজন নারী মিলে একটি কেন্দ্র পরিচালনা করেন যেটি উভয় ধর্মের নারীদের একটি সম্মিলন কেন্দ্র। এখানে তারা একত্র হয়ে সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। দেশের বেকার সমস্যা প্রকট এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় নারীরা দেশের যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। টেবিল ঘিরে নয় জন নারী বসেছিলেন তারা ব্যাখ্যা করছিলেন তাদের স্বামী ও সন্তানেরা ঘরের বাইরে গেলে তারা কতটা উদ্বেগের সাথে সময় কাটান।

এই নারীরা আশা প্রকাশ করছিলেন যুদ্ধবিরতি চলমান থাকবে এবং এসময় সহিংসতা চির দিনের জন্য বন্ধ হবে। রেস্টুরেন্টে সাধারণ স্টেনলেস স্টিল টি পট থেকে তাদের চা ঢেলে খেতে দেখে আমি কৌতূহলি হয়ে জানতে চাইলাম এ পটে চা কিভাবে গরম থাকে। জয়সি আমাকে বললেন, একটি নিয়ে ব্যবহার করেই দেখুন না। এরপর আমার হোয়াইট হাউস রান্নাঘরে ওরকম একটি টি পট ব্যবহৃত হতো। আমাদের সফর শেষ হবার অল্প কিছুদিন পরে জয়সি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৯৭ সালে ইউনিভার্সিটি অব আলস্টারে জয়সি ম্যাককার্টন মেমোরিয়াল লেকচার-এর আয়োজন করা হলে তাতে যোগ দিতে আমি আবার বেলফাস্টে গিয়েছিলাম। তখন আমি সাথে করে ওই টি পটটি

www.pathagar.com

নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমি যখন জয়সির সাহসিকতার কথা বলছিলাম তখন মঞ্চে আমার সামনে ওই টি পটটি রেখে বলেছিলাম

'আমরা জয়সি'র মতো সাহসী নারীদের দেখতে চাই যারা নিজেদের রান্নঘরে চায়ের পটে চা গরম রাখার পদ্ধতি জানতেন এবং একই সাথে দেশের শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পথে কাজও করতেন।'

বেলফাস্ট থেকে হেলিকপ্টারে করে আমরা উত্তর আয়ারল্যান্ড উপকূলের ডেরিতে যাই। জন হিউমের জন্মভূমি এই ডেরি। উত্তর আয়ারল্যান্ড শান্তি প্রক্রিয়ার রূপকার হিউম ডেভিড ট্রিম্বলের সাথে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। হিউম ছিলেন স্যোসাল ডেমোক্রেটি এন্ড লেবার পার্টির নেতা। কয়েক দশক ধরে তিনি অহিংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিলেন। বিলের ইচ্ছা ছিলো হিউমের নিজের কমিউনিটিতে গিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার সেই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি জানায়। সে জন্যই আমাদের ডেরি যাওয়া। সেখানে পৌছলে রাস্তায় লাখো মানুষের মুখে শ্লোগান উঠেছিলো 'আমরা বিল ক্লিনটনকে চাই' বিল ও আমেরিকার প্রতি এ এক অসামান্য অনুমোদন। সেদিন আমার স্বামীর জন্য সত্যিই গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছিলো।

সেখান থেকে যখন বেলফাস্টে আবার ফিরে এলাম তখন সিটি হলে অপেক্ষা করছিলো বিশাল জনসমাবেশ। সেটি ছিলো ক্রিসমাসট্রিতে আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলন উৎসব। সেদিন বিশাল জনসমুদ্রের চেহারার দিকে তাকিয়ে বিল বলেছিলো, 'এতদিন এরাই একে অন্যকে খুন করতো, অথচ দেখুন তাদের চেহারায় কোনও পার্থক্য নেই আজ সবার চোখে মুখেই আনন্দ।'

আমি সেদিন বিশাল জনতার সামনে দাঁড়িয়ে শিশুদের লেখা চিঠির কিছু কিছু অংশ পড়ে শুনাচ্ছিলাম। তাতে শান্তির জন্য শিশুদের আকুতির কথা ছিলো, তাদের ভবিষ্যত জীবনের কথা ছিলো। এমন দুই শিশুকে দু'পাশে নিয়ে বিল সেদিন ক্রিসমাস ট্রিতে আলো জ্বালিয়েছিলো। এরপর বক্তৃতায় সে শান্তির প্রত্যাশার কথা বললো, এবং বললো আজ বেলফাস্ট, ডেরি এবং আয়ারল্যান্ডের সেসব স্মৃতি আমাদের মনে প্রতিস্থাপিত হলো তা আমাদের জীবনে চীব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমিও সমস্ত অন্তকরণ দিয়ে একথায় সম্মত হলাম।

সেই সন্ধ্যায় কুইন্স ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ সেক্রেটারি ফর নর্থ আয়ারল্যান্ড স্যার প্যাট্রিক মেহু'র দেয়া এক সম্বর্ধনায় যোগ দেই আমরা। সামাজের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন সেখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই প্রথম বারের মতো একই ছাদের নিচে একত্রিত হয়েছিলেন। ক্যাথলিক ও পোর্টেস্ট্যান্ট নেতারা একই কক্ষের দুই দিকে বসেছিলেন। হার্ডকোর প্রোটেস্ট্যান্ট নেতা ইয়ান পেইলি সেদিন অল্প সময়ের জন্য সেখানে হাজির হয়েছিলেন তবে তিনি বিরোধী পক্ষের কারো সাথে হাত মেলান নি, মনে হচ্ছিলো নতুন এ বাস্তবতা মেনে নিতে তার একটু কষ্ট হচ্ছে।

পরের দিন সকালে আমরা এলাম আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে। ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে অর্থনীতিবিদরা আয়ারল্যান্ডকে এর নতুন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সম্ভাবনার জন্য কেলটিক টাইগার নাম দিয়েছিলেন। আইরিশ ইমিগ্রান্টরা তখন দেশে ফিরে আসছিলেন। বিল ১৯৯৩ সালে আয়ারল্যাণ্ডে মার্কিন এম্বাসেডর করে পাঠান প্রেসিডেন্ট কেনেডির বোন জিন কেনেডি স্মিথকে। তিনি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করছিলেন। ডাবলিনে আমরা আয়ারল্যাণ্ডের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট ম্যারি রবিনসন ও

www.pathagar.com

তার স্বামীর সাথে সরকারি বাসভবনে দেখা করি। প্রেসিডেন্ট রবিনসন ও তার স্বামী মি. নিক উভয়ই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা বেলফাস্ট ও ডেরিতে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা খুব শুনতে চাচ্ছিলেন।

সেখান থেকে আমরা ন্যাশনাল গ্যালারিতে যাই। সেখানে উত্তর ও দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের নারীদের এক জমায়েতে বক্তৃতা করার জন্য। ন্যাশনাল আইরিশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত সে বক্তৃতায় আমি, শান্তির পক্ষে দাঁড়ানো আইরিশ নারীদের প্রশংসা করেছিলাম। আমি সেদিন আইরিশ টেলিভিশনে সম্প্রতি প্রচারিত এক অনুষ্ঠানের উদাহরণ তুলে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'কয়েকজন নারী আইনজীবীকে নিয়ে আলোচনায় বসে যখন প্রশ্ন করা হয় সন্তান লালন পালনে সময় দেন কি না, তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে টেলিভিশন চ্যানেলে পুরুষের উদ্দেশ্যে কবে এ ধরনের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়ার দিন কবে আসবে।' অতি সম্প্রতি অল্পের ব্যবধানে এক গণভোটে আইরিশ নারীরা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পেয়েছে। রোমান ক্যাথলিকরা এর বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি করে আসছিলো। সেদিনের সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারীরা ভালো করেই জানতেন এসব অগ্রগতি স্বত্তেও তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনেক বাধাই অতিক্রম করতে হবে।

ট্রিনিটি ইউনিভার্সিটির কলেজ গ্রিন-এর পাশে বিল, আমি ও অন্যান্যরা ইউ-২ ব্যান্ডের প্রধান ভোকাল বোনোসহ অন্যান্য সদস্যদের সাথে কিছু সময় কাটাই। এইচআইভি এইডস বিষয়ে আমরা বোনোর সাথে বিশ্বব্যাপী কিছু কাজ করেছিলাম। সেখানে সরু রাস্তার ওপর প্রায় লাখ খানেক লোক জমায়েত হয়েছিলো বিলের বক্তৃতা শোনার জন্য। বিল জনগণের প্রতি শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার আহবান জানায়। এরপর আইরিশ পার্লামেন্টে আরেকটি বক্তৃতা দেয় বিল। তার পরের সময়টুকু কাটাই কেনা কাটা করে ও আয়ারল্যান্ডের রাস্তাগুলোতে চক্কর ও ক্যাসিডিস পাব-এ। সন্ধ্যায় যাই এম্বাসেডর স্মিথের বাসভবনে। সেখানে দেখা হয় নোবেল পুরস্কার জয়ী কবি সিমাস হিনি ও তার স্ত্রীর সাথে। হিনি'র 'দ্য কিউর এট ট্রয়' কবিতাটি বিলের জন্য এক অনুপ্রেরণা। আর আমার জন্য আয়ারল্যাণ্ডই ছিলো এক অনুপ্রেরণা, সেখানকার যে অনুভূতি ও ভালোবাসা নিয়ে দেশে ফিরে আসি তা চির জাগরুক থাকবে।

www.pathagar.com

না বলা কথা

বেলফাস্টে জনগণের উদ্দেশ্যে দেয়া বিলের শান্তির বানী ওয়াশিংটনকে নাড়া দেয়নি। সেখানে দলীয় কোন্দল লেগেই ছিল। ৫ই ডিসেম্বর হোয়াইট হাউজে আয়োজিত নাচের অনুষ্ঠানে সেইসব কংগ্রেসম্যানদের দেখলাম, যাঁরা বাজেট নিয়ে এমন আচরণ করেছেন যেন বিল একজন কাঠগড়ার আসামী। কূটনীতিক অভ্যর্থনা কক্ষে আমাদের সাথে ছবি তোলার জন্য তাদেরকে রিসেপশনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। বিল অবশ্য সবাইকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু পরের দিনই এই অবস্থা পাল্টে গেল, যখন ১৯৯৬ সালের বাজেটের সমন্বয় বিলে ভেটো দিয়ে বিল রিপাবলিকান নেতাদের দেখিয়ে দিলো সে কতটা কঠিন।

ওই বিলে পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষা তহবিল, দুস্থ মহিলা, শিশু ও বয়স্ক লোকদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি খাতে রিপাবলিকানরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কাট ছাট করেছিল। ত্রিশ বছর আগে প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসন যে কলম দিয়ে স্বাস্থ্যসেবাকে আইনে পরিণত করার বিলে স্বাক্ষর করেছিলেন, বিল ঠিক ওই একই কলম দিয়ে ভেটোতে স্বাক্ষর করেছে। এ থেকে বিল আমেরিকার ভবিষ্যতে দু'টো পৃথকধারা নির্দেশ করেছে। সে জানতো যে প্রেসিডেন্টের এই ভেটো রুখে দেয়ার মত প্রয়োজনীয় ভোট রিপাবলিকানদের নেই, সে কারণে এই জটিলতা নিরসনে একটু নমনীয় হয়ে হোয়াইট হাউজের সাথে আপোশ করার জন্য রিপাবলিকানদেরকে অনুরোধ জানালো। কিন্তু গিনগ্রিচ এর বিপ্লবী তরতাজা তরুণেরা ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য আদর্শের লড়াই থেকে সরে আসতে অস্বীকার করল।

সরকারের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতার পুনরায় অবসান হলো, ডিসেম্বরের ১৬ তারিখের মধ্যরাতে। এই সময় সারাদেশে আংশিকভাবে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কিছু সংখ্যক ফেডারেল কর্মচারীকে সাময়িক ছুটি দেয়া হলো। অনেকেই বিনা বেতনে কাজ চালিয়ে গেলেন সরকারের ক্ষমতা ফিরে আসা অবধি। জনগণের উপর, বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে এই চরম দুর্ভোগ চাপিয়ে দেয়াটা ছিল খুবই মর্মান্তিক। এবং পরিস্থিতির আরো অবনতি হলো ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে, ঠিক বড় দিনের ছুটির মুখে যখন গিনগ্রিচের রিপাবলিকানরা আমূল জনকল্যাণ সংস্কার আইন পাশ করলো। এর ফলে লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ নারী ও শিশু আরো বিপদগ্রস্থ হলো।

নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকেই জনকল্যাণ সংস্কার নিয়ে বিলের কর্মীরা বাকবিতন্ডা করে আসছিল, সে সময়ে বিল জনকল্যাণ সংস্কার সম্পন্ন করার অঙ্গীকার করে। আমি এ বিষয়ে একমত যে, সিস্টেম ভেঙ্গে পড়েছে এবং এর অবসান হওয়া দরকার। কিন্তু আমি

www.pathagar.com

অনড় ছিলাম এই বলে যে, সংস্কার সম্পর্কে আমাদের যে কর্মসূচী আছে তা জনগণকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং সকলকেই কল্যাণ থেকে কর্মে প্রবুদ্ধ করবে। আমার যুক্তি ছিল যে, সংস্কার হোক, তাতে কর্মজীবী মায়েদের শিশু পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। আমার স্বামী ও সংস্কারের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের কাছে আমি বলিষ্ঠভাবে আমার বক্তব্য তুলে ধরেছি। যদিও প্রকাশ্য বিতর্কে আমি যাইনি। যতটুকু পেরেছি ঘরোয়াভাবে করেছি। এ ব্যাপারে বিলের সংকটটা আমি বুঝি। তবু আমি তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চেয়েছি।

অবশেষে রিপাবলিকানরা বাজেটীয় অচলাবস্থা ও সরকার অচল করার জন্য জবাবদিহিতার মধ্যে পড়ে যায়, এবং পরিণতিতে পার্টিতে ফাটল দেখা দেয়। জানুয়ারীতে সিনেটর বব ডোল যখন নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত, তার কণ্ঠে ছিল আপোষের সুর। গিনগ্রিচের আস্ফালন থেমে যায়। এবং আমি চিন্তামুক্ত হই এই ভেবে যে, সরকার সবল করা এবং কর্মচারীদের কাজে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হলো।

১৯৯৬ সালের ৩ জানুয়ারী ১০৪তম কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসল। গিনগ্রিচের তিনটি মাত্র ক্ষুদ্র বিল আইনে পরিণত হলো। বিলকে ১১টা ভেটো প্রয়োগ করে স্বাস্থ্যসেবায় সর্বনাশা কাটছাট রুখতে হলো এবং আমেরিকান সেনাবাহিনী ও আইনী সহায়ক সেবা কর্মসূচী অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করতে হলো। মাসের শেষের দিকে উভয় পক্ষ সমঝোতায় উপনীত হলো, যার ফলে তহবিল ছাড়ের চুক্তি হলো এবং সরকার সচল হলো।

সরকার অচল হলেও একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান নিরন্তর কাজ চালিয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে সিনেট ব্যাংকিং কমিটি, যার কাজ ছিল আমাদের বন্ধু-বান্ধব, উকিল ও আমাদের সাথীদের ত্রুটি বিচ্যুতি খোঁজার জন্য টানা হেঁচড়া করা। অথচ এই সময় ভার্জিনিয়ার হাসপাতালগুলোকে পর্যন্ত রোগীদের চিকিৎসা করতে বাধা দেয়া হয়েছে এবং সরকারী কর্মচারীদের বিনা বেতনে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছে।

নভেম্বরের ২৯ তারিখে আমরা যখন ইয়োরোপে, রিপাবলিকানদের প্রধান সাক্ষী জিন লুইসকে জেরা করেছেন মেরীল্যাণ্ডের সিনেটর পল সারবেন এবং ডেমোক্র্যাটিক পরামর্শক রিচার্ড বেন-ভেনিস্ট। ১৯৮৬ সালে বিলের পক্ষে ম্যাকডাওগালস ও অন্যান্যরা যে অর্থ সংগ্রহ করেছিল, সেটাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ১৯৯২ সালে জিন লুইস এফবিআইকে রিপোর্ট করে। জিন অস্বীকার করলেও ব্যাংকিং কমিটির সামনে বেন-ভেনিস্ট এর জেরার মুখে এটা প্রমাণিত হয় যে জিন লুইস রিপাবলিকান বিশেষ করে বুশের লোকজনের প্ররোচনায় এই নালিশ করেছে। ১৯৯২ সালে জিন লুইস টি-শার্ট ও মগে বিলকে বিদ্রুপ করে যে প্রচার চালিয়েছিল ডেমোক্র্যাটরা সেটাও প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। ২০০২ প্রকাশিত চূড়ান্ত হোয়াইট ওয়াটার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৯২ সালের নির্বাচনে বিলের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যই এই মামলা সাজানো হয়েছিল।

১৯৯৫ সালের শেষের দিকে কোন একদিন ডিক মরিস এলেন আমাকে একটা উদ্ভট খবর দেয়ার জন্য : আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে, কিন্তু অভিযোগটা কী, তা তখনও বোধগম্য নয়। কেনেথ স্টারের ঘনিষ্টজনদের পরামর্শ হচ্ছে,

www.pathagar.com

আমি যেন অভিযোগটি মেনে নিয়ে বিচারের আগেই বিলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার মনে হলো মরিস রিপাবলিকানদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন। তাই আমি খুব সতর্কতার সাথে বললাম, "স্টারের লোকদের বলবেন যে, আমি কোন অন্যায় করিনি, আমি এডওয়ার্ড বেনেট উইলিয়ামস এর সেই স্মরণীয় বাণী 'একজন আইনজীবী হ্যাম স্যাণ্ডউইচকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারেন, যদি তিনি ইচ্ছে করেন' মনে রেখেছি। এবং স্টার যদি তা করেন, তাহলে আমি কখনও ক্ষমা চাইব না। আমি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াবো আর স্টারকে বুঝিয়ে দেব তিনি কত বড় প্রতারক।"

"আপনি কি আমাকে সত্যিই একথা বলতে বলেন ?" মরিস জিজ্ঞেস করলেন। "আমার এক কথা।" আমি জবাব দিলাম।

বাজেট আর সরকার অচলের হাঙ্গামায় হোয়াইটওয়াটার তদন্তের ব্যাপারটা প্রায় সকলের অগোচরেই শেষ হলো। চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ পেলো ক্রিসমাসের ঠিক আগ মুহূর্তে। ৪৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, প্রায় দু'লাখ দলিলপত্র তৈরী করে, ৩.৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে তদন্তকারীরা শেষাবধি বিল ও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন সত্যতা খুঁজে পাননি।

একটা খবরে আমি খুবই উৎসাহিত হলাম। ১৯৯৬ এর জানুয়ারীর ৪ তারিখ সকালে আমি ডেভিড কেনডাল এর সাথে হোয়াইট হাউজে সাক্ষাৎ করলাম। এরকম সাক্ষাৎ প্রায়ই আমাদের হয়। ডেভিড সর্বদাই আমাদের আলাপটাকে হালকা কথায় মাতিয়ে রাখেন। যেমন, তাঁর প্রিয় কোন রাজনৈতিক কার্টুনের ফটোকপি বা চলতি কোন ট্যাবলয়েড ঘটনার ক্লিপিং দেখানো, যেমন ধরা যাক "হিলারী পালক সন্তান প্রসব করলেন" অথবা তাদের মনগড়া অন্য কিছু।

দোতলার বড় শয়ন কক্ষ ও হলুদ গোলাকার কক্ষের মধ্যবর্তী বসার ঘরে আমাদের দেখা হলো। বুশ ও রিগানের পরিবারের লোকেরা এখানে বিশ্রাম নিতেন। টেলিভিশন দেখতেন। হ্যারি ট্রুম্যান ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এটাকে শয়নকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আমরা এ ঘরটাকে একটা টেলিভিশন, একটা তাসের টেবিলের সাথে আরামদায়ক চেয়ার দিয়ে সাজিয়েছি। আলাপের মধ্যে একজন সহকারী দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে ডেভিডের হাতে একটা চিরকুট দিল। ডেভিড ভাঁজ করে সেটা পকেটে ঢুকালেন। আলাপ শেষে ডেভিড বিদায় নিলেন। পরদিন সকালে ডেভিড আবার দেখা করলেন।

"খবর কিছুটা ভালো", তিনি বললেন। ডেভিড ঘটনাটা খুলে বললেন, গতকালের চিরকুটটা ছিল ক্যারোলীন হুবার-এর। ক্যারোলীন তাকে ফেরার পথে তার পূর্ব কোণের অফিস হয়ে যেতে বলেছিলেন। ক্যারোলীন আমাদের দীর্ঘদিনের সহকারী, সেই আরকানসাস থেকে। হোয়াইট হাউজে আসার সময় যাবতীয় কাগজ, দলিলপত্র, পুরনো স্কুলের রিপোর্ট থেকে শুরু করে ছুটির সময়ে তোলা ফটোগ্রাফস, বক্তৃতা-বিবৃতি সবই শত শত বাক্সবন্দী করে এখানে স্টোরে রাখা আছে। ক্যারোলীনকে এখানে এসব গুছিয়ে ক্যাটালগ করে একটু শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্যে আনা হয়েছে। এসব কাগজ পত্র থেকে ইনডিপেণ্ডেন্ট কাউন্সিল নামক তদন্ত কমিটির চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র খুঁজে বের করার কাজ করছে ক্যারোলীন। ডেভিড পৌঁছুলে ক্যারোলীন তাঁর হাতে এক গাদা কাগজ তুলে দেন। ডেভিড বুঝতে পারেন। এগুলো সেই কাগজ, যেগুলো আমরা খুঁজে

www.pathagar.com

পাচ্ছিলাম না দীর্ঘদিন। ১৯৮৫-৮৬ সালে আমি যে রোজ ল'ফার্মে ম্যাডিসন গ্যারান্টী'র হয়ে কাজ করেছিলাম, এগুলো তার বিলিং রেকর্ড। আমার নির্দোষিতার সপক্ষে এগুলোর খুব প্রয়োজন ছিল। অবশেষে এগুলো ফিরে পাওয়াতে আমি স্বস্তি ফিরে পেলাম।

"এগুলো কোথায় লুকিয়ে ছিল?" আমি ডেভিডকে জিজ্ঞেস করলাম। "দেখুন, এগুলো পাওয়া গেছে এটা ভালো খবর। খারাপ খবর হচ্ছে, এগুলো সাংবাদিক ও আইনজীবিদের আবার নোংরা ঘাটার উপকরণ হবে।"

তাই-হলো। নিক্সনের সাবেক বক্তৃতা লেখক উইলিয়াম সাফায়ার নিউইয়র্ক টাইমসের একটা লেখায় আমাকে বললেন "স্বভাবজাত মিথ্যাবাদী।" নিউজউইক তার কভারে আমার ছবি ছেপে বললো, 'সাধু না পাপী?" আদালত পাড়ায় হোয়াইট ওয়াটার সাড়া ফেলে দিল। সম্ভবত: ১৯৯২ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময় রেকর্ডস এর কপি করা হয়েছিল, যাতে বিলের নির্বাচনী প্রচাররত লোকজন এবং রোজ ল'ফার্ম ম্যাডিসন গ্যারান্টি, জিম ম্যাকডাওগাল ও হোয়াইটওয়াটার সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারীর ৯ তারিখে বারবারা ওয়াল্টার্স্ এর সাথে সাক্ষাৎকার প্রচারের জন্য হোয়াইট হাউজের কর্মচারীদের সহায়তায় গ্রীন রুমকে সাময়িকভাবে টেলিভিশন স্টুডিওতে রূপান্তরিত করা হলো। সারাঘর এমন মোহনীয় আলোময় করে সাজানো হলো যে, ফায়ার প্লেস এর উপরে টানানো বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের ছবিটাতে যেন তারুণ্যের ছাপ পড়লো।

৯ তারিখের এই সাক্ষাৎকারের কর্মসূচী বহু আগেই নেয়া হয়েছিল, আমার বই ইট টেকস এ ভিলেজ এর প্রকাশনার পূর্ব মুহূর্তে এর প্রচার বাড়ানোর জন্যে। বারবারা, যাকে আমি খুব পছন্দ করি, তিনি এই সাক্ষাতে অন্যকিছু তুলবেন তা আশাতীত ছিল না। কিন্তু আমি সাম্প্রতিক অভিযোগের জবাব দেয়ার সুযোগ নিলাম। ক্যামেরা কাজ শুরু করতেই তিনি সরাসরি প্রশ্নে এলেন।

"আচ্ছা, মিসেস ক্লিনটন, আপনার নতুন বই বিষয় না হয়ে আপনি নিজেই বিষয় হয়ে গেলেন। আপনি কীভাবে এই ঝামেলায় জড়ালেন, আপনার সমস্ত অর্জনই তো আজ প্রশ্নবিদ্ধ?"

"হ্যা বারবারা, আমি প্রতিনিয়ত নিজেকে সে প্রশ্নই করছি", আমি বললাম "কারণ আমার কাছে এটা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি বিভ্রান্তিকর। কিন্তু আমি জানি এটাই দেশাচার এবং আমরা এর চর্চা করেই যাব শেষ পর্যন্ত।"

যখন বারবারা হারিয়ে যাওয়া দলিল সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমি বললাম, "আপনি জানেন, মাস খানেক আগেও লোকজন লম্ফঝম্ফ দিয়েছে, কারণ বিলিং রেকর্ডস হারিয়ে গেছে এবং তারা ভেবেছে কেউ বোধ হয় নষ্ট করে দিয়েছে। এখন দলিলপত্র পাওয়া গেছে এবং ঐ লোকেরাই এ ব্যাপারে লম্ফ ঝম্ফ করছে। আবার এগুলো পাওয়া গেছে বলে আমি খুব খুশী। দু'এক বছর আগে এগুলো পাওয়া গেলে আমি আরও খুশী হতাম, কারণ তারা পরীক্ষা করে দেখতে পেতেন, আমি শুরু থেকেই যা বলেছি, তাই ঠিক কিনা। পনের মাস ধরে সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে আমি কাজ করেছি। অবশ্যই, এটা আমার জন্যে বড় কোন কাজ নয়।"

দলিলপত্রগুলো খুঁজে পেতে এত বেগ পেতে হলো কী করে তা দৃশ্যবদ্ধ করা বারবারার জন্য একটা কঠিন কাজ।

www.pathagar.com

"দলিল পত্রগুলো দেখতে কেমন ?"

"খুবই বিশৃঙ্খল, এলোমেলো......"

"সেটা বুঝা কষ্টকর"

"কিন্তু আমি মনে করি জনগণের জানা দরকার যে, হোয়াইট হাউজে লক্ষ লক্ষ কাগজপত্র রয়েছে, এবং ইতোমধ্যে দু'বছরের বেশি হয়ে গেছে লোকজন সাধ্যমত খোঁজাখুঁজি করছে।"

হোয়াইট হাউজে আসার ব্যাপারটা কতটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঘটেছে তা কাউকে বুঝানো দুঃসাধ্য। আমরা এলাম ১৯৯৩ সালে, সাথে নিয়ে এসেছি অগোছালো কাগজ পত্র, সংসারের সমস্ত জিনিস শত শত বাক্সভর্তি করে। কারণ আমাদের কোন নিজস্ব বাড়ী ছিলনা, যেখানে এসব রাখা যেত। হোয়াইট হাউজে আসার পর দেখলাম তখনও ঘরদোর সংস্কারের কাজ চলছে। শীতাতপ যন্ত্রের মেরামত চলছে। সুতরাং বাক্সগুলোকে গাদাগাদি করে এঘর ওঘরে ঢুকাতে হলো। মেরামত শেষ না হওয়ায় প্রতি সপ্তাহেই বাক্সপত্র গুলোকে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে স্থানান্তর করতে হলো। এ যেন নির্মাণ কাজের এক ধাপ আগে আগে চলা।

১৯৯৫ সালের গ্রীষ্মে মেরামত কাজ শেষ হলে আমরা একটা গেস্ট রুম, রৌদ্র স্নানাগার, ব্যায়ামাগার, একটা লন্ড্রী আর কতকগুলো স্টোর রুম পেলাম। এর মধ্যে একটাতে কতকগুলো শেলফ বানিয়ে বই রাখার ব্যবস্থা করলাম। এতে বইয়ের স্তুপের একটা সুরাহা হলো। এই কক্ষ পেরিয়ে লন্ড্রী, ব্যায়ামাগার ও হোয়াইট হাউজের সাধারণ স্টাফদের চলাচলের জন্যে ব্যবহৃত একটা হলওয়ের দিকে অনেকগুলো দরোজা থাকায় দিন রাতের সারাক্ষণই এ ঘর দিয়ে লোকজন চলাচল করে। বইয়ের ঘরে কয়েকটা টেবিল বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। কাগজপত্রের বাক্সগুলো নিয়মিত গুদামঘর থেকে এনে এই টেবিলে রাখা হতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ক্যাটালগ করার জন্য। আবার সরিয়ে নেয়া হতো গুদাম ঘরে। গোছানো কাগজপত্র রাখার জন্য ক্যারোলীন হুবার কয়েকটা ফাইল কেবিনেট ব্যবহার করতেন। নির্মাণ কাজ চলার সময়ে একটু জটিল কাগজপত্র ও টেবিলগুলো প্রায়ই কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হতো, যাতে প্লাস্টার, ধুলো ময়লা থেকে রক্ষা করা যায়।

তদন্ত কমিটির চাহিদামত কাগজপত্র দিতে গিয়ে ক্যারোলীনের এই ক্যাটালগিং কাজ আরো জটিল হয়ে পড়ে। ডেভিড কেনডাল আমাদেরকে বললেন বইয়ের ঘরে একটা ফটোকপিয়ার দেয়ার জন্য, যাতে করে তদন্ত কমিটিকে কোন কাগজপত্র দেয়ার আগে কপি করে রাখা যায়। ক্যারোলীন পরে তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে ভাঁজ করা এক বাণ্ডিল কাগজ তিনি দেখেন টেবিলের উপর এবং ভাবেন যে এগুলো ফাইল করার জন্যেই রাখা হয়েছে। এর গুরুত্ব না জানা থাকায় তিনি অন্যান্য কাগজের সাথে সেগুলো একটা বাক্সে বন্দী করেন এই ভেবে যে, পরবর্তীতে সময় করে এগুলো সাজাবেন। কয়েক মাস পর যখন তিনি এগুলো পুনরায় বাছাই করতে যান, ভাঁজ খুলে দেখেন যে, এগুলো দীর্ঘদিনের সেই হারিয়ে যাওয়া বিলিং রেকর্ডস।

ক্যারোলীন ডেভিডকে ডেকে এই আবিষ্কারের কথা জানিয়ে যোগ্য কাজই করেছেন। ক্যারোলীন তাঁর সাধ্য অনুযায়ী এই বাছাই কাজ করেছেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে,

www.pathagar.com

কখনও কখনও এ কাজে সময় একটু বেশী লেগেছে। আমি বিলিং রেকর্ডস বা তদন্ত সম্পর্কে ক্যারোলীনের সাথে কখনও কোন আলাপ করিনি, কারণ আমি চাইনি আমার কথায় তাঁর সাক্ষ্য প্রভাবিত হোক। কিন্তু আমি তাঁকে বিশ্বাস করি এবং জানি যে, তাঁর চোখ এড়িয়ে যাওয়াটা একটা নির্দোষ ভুল, যা মেনে নেয়া যায়।

সিনেটর ডি, আমাতো'র তদন্ত কমিটি সাথে সাথেই বিলিং রেকর্ডস প্রাপ্তিতে কোন বাধা ছিল কিনা, শপথভঙ্গ হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার প্রমাণ খুঁজতে শুরু করেন, কিন্তু পান নি। শুনানী কমিটি অবিলম্বে অতিরিক্ত আরো দুই অথবা তিন মাস সময় এবং এর জন্যে আরো অর্থ চাইল। যদিও ইতোমধ্যে এ কাজে নয় লাখ ডলার করদাতাদের ঘইতে হয়েছে। কয়েক মাস পর, আরটিসি একটা সম্পূরক রিপোর্টে উল্লেখ করলো যে, বিলিং রেকর্ডসে আমার আইনী কাজকর্মের বিবরণের সমর্থন রয়েছে। আমার আসলেই এগুলো লুকোবার কোন কারণ ছিল না, বরং এগুলো আগে খুঁজে পাইনি বলে দুঃখ ছিল।

এভাবেই দিন পার হচ্ছিল। শুনানী এবং সংবাদ পত্রের প্রচার কাজ অব্যাহত ছিল। নতুন বই 'ইট টেকস্ এ ভিলেজ' সম্পর্কে যখনই কোন রেডিও বা সকালের টক শোতে অংশ নিয়েছি তখনই বিলিং রেকর্ডস সম্পর্কে কথা উঠেছে। শুধু সেই আনন্দময় মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে, যখন আমি এই সেদিন বইয়ের দোকানে, স্কুলে, শিশু হাসপাতালে এবং অন্যান্য শিশু ও মায়ের সহায়তামূলক কোন কর্মসূচীতে গেছি, ব্যাপক জনসমাগম হয়েছে এবং শ্রোতা-দর্শকরা সকলেই সহানুভূতিশীল মনে হয়েছে। এটা ওয়াশিংটন ও অবশিষ্ট জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ।

'ইট টেকস এ ভিলেজ' লেখার অন্যতম কারণ এই বিচ্ছিন্নতা। আমেরিকার শিশুদের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের কথা আমি যখন ভাবি, তখন আমি আঘাত পাই এই কারণে যে, শিশুরা যেসব সমস্যায় পড়ে, ওয়াশিংটনের দলবাজীর বাগাড়ম্বর সে সব সমস্যা সমাধানে দারুণভাবে নিষ্ফল।

শিশুরা ও তাদের পরিবারের ভালো-মন্দ সম্পর্কে আমার অনেক বিশ্বাসকে সহজেই কোন রাজনীতি বা আদর্শের শ্রেণীতে ফেলা যায় না। নতুন বইয়ের জন্য সারাদেশে যে ভ্রমণ করেছি, সেখানে প্রচুর লোকজন আমার এই মত সমর্থন করেছে। যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করেছে, তারা সম্প্রতি রাজধানীতে যে কলঙ্কের নাটক চলছে, সে সম্পর্কে কোন কথা বলেনি, তারা শিশুদের লালন-পালন, শিশুর যত্নের সমস্যার কথা, পরিবারের সাহায্য ছাড়া সন্তান বড় করে তোলার চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করবে, ছেলে-মেয়েদের বেয়াড়া আচরণ ও ভঙ্গুর মূল্যবোধ, ভাল স্কুলের গুরুত্ব, কলেজ ফী যোগানোর ক্ষমতা, সর্বোপরি আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে পিতামাতার যতসব দুশ্চিন্তা, সবই এসব আলোচনায় উঠে আসে। আমি এসব কথাবার্তায় ব্যথিত হই, এবং আশা করি যে, আমেরিকার শিশুদের মঙ্গলের জন্য একটা জাতীয় সংলাপের ক্ষেত্র তৈরীতে আমার বই যেন সহায়ক হয়। 'ইট টেকস এ ভিলেজ' বইতে পরিবার ও শিশুদের মধ্যে ভাবনা ও কর্মসূচীগত পার্থক্য বিস্তারলাভ করেছে, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সন্নিবেশ রয়েছে। আমার আশা অনুযায়ী আমি দশ লাখ ডলার শিশুদের কল্যাণে দিতে পেরেছি।

আমার বই এই বিষয়ক ভ্রমণ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে অনেক আনন্দের মুহূর্ত দান করেছে। জানুয়ারীর ১৭ তারিখে মিশিগানের অ্যান আরবারে দেখলাম কয়েক ডজন

www.pathagar.com

লোক 'হিলারি ফ্যান ক্লাব' খচিত টি-শার্ট পরেছে। রুথ ও জেন লাভ নামক অবসরপ্রাপ্ত এক দম্পতি ১৯৯২ সালে তাঁদের খাবার দোকানে এই ফ্যান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। সারাদেশে ও বিদেশের কয়েক জায়গায় এই ক্লাবের শত শত সদস্য রয়েছেন। লাভ দম্পতি, উপযুক্ত নামই বটে—আমাকে উৎসাহিত করার উপযুক্ত সময় কোনটি তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন, এ কারণে তাঁরা আমার চমৎকার বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। ভ্রমণকালে তারা ঐ সকল 'ফ্যান'-দেরকে হাসিমুখে টি-শার্ট নিয়ে এবং ঘরে তৈরী নানা নিদর্শনাদিসহ আমাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য পাঠিয়েছেন।

সান ফ্যান্সিসকোতে জেমস কারভিল তার সদ্য কেনা একটা রেস্টুরেন্টে আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি আমার ঘনিষ্ট বন্ধুদেরও ডাকেন মূলতঃ আমাকে উৎসাহিত করার জন্য। আমার একজন স্পষ্টভাষী বন্ধু সুজি বুয়েল বললো যে সে ওয়াশিংটনে যে নাটক চলছে, তাকে পাত্তা দেয়নি, কিন্তু আমাকে তার কিছু বলার ছিল তা হচ্ছে : 'তোমার হৃদয়কে আর্শীবাদ', এরকমই আমি শুনতে চেয়েছিলাম।

আমার এই বই বিষয়ক ভ্রমণের এক পর্যায়ে জানুয়ারীর ১৯ তারিখে ওয়েলেসলী কলেজে, আমি নিজে এই কলেজে পড়েছি,—বক্তৃতা করলাম। রাত যাপন করলাম এই কলেজের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট ডায়ানা চ্যাপম্যান ওয়ালশ-এর দর্শনীয় বাড়ীতে। ওয়াবান লেকের ধারে বাড়ী। ভোরে ঘুম থেকে উঠে লেকের চারদিকে দীর্ঘপথ হেঁটে ফিরে ডেভিডের ফোন পেলাম। কেনেথ স্টার হারিয়ে যাওয়া বিলিং রেকর্ডস সম্পর্কে গ্রাণ্ড জুরীর সামনে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আমার নামে সমন জারি করেছেন। আগামী সপ্তাহে হাজির হতে হবে। মেজাজটা বিগড়ে গেল। যদিও আমি আমার অনুভূতি একমাত্র বিল বা আমার উকিল ছাড়া আর কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবো না।

মেলানি জানতো এই 'বই ভ্রমণে' কত ধরনের সমস্যা হতে পারে, নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের চাপ থাকতে পারে, এ কারণে সে সাথে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। এই ধরনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্য আবেগ ও আর্থিক খেসারত দিতে হয় তাকে। এই রকম সংকটকালে আমার পাশে থেকে গাঁটের পয়সায় বিপদ উত্তরণ তাকে করতেই হয়। ওয়েলেসলীতে এই দিনটা কতটা দুঃসহ তা মেলানিকে বুঝাতে পারছি না। সংকট কালে সে আমার ভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে, আমার বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত করেছে। আমি তার পরোপকারিতা ও আনুগত্য কোনদিন ভুলব না।

প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে, বিব্রতচিত্তে হোয়াইট হাউজে ফিরে এলাম। শঙ্কিত হচ্ছিলাম এটা ভেবে যে, সর্বশেষ ঘটনা যে দিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে আমার এ পর্যন্ত যে সুনাম অর্জিত হয়েছে, তা ধুলিস্মাৎ হতে পারে। এবং এ ঘটনা প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিলের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, কে জানে। বিল নিজেও কিছুটা উদ্বিগ্ন আমার জন্যে। সে বারবার বলছে যে, আমার জন্যে কিছু করতে পারছে না বলে সে খুবই দুঃখিত।

চেলসিও আমার জন্য উদ্বিগ্ন। যে খুব কাছ থেকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ রাখছে। এ থেকে তাকে আমি দূরে রাখতে চেয়েছি, অপর দিকে সে আমাকে রক্ষা করতে চেয়েছে, আরামে রাখতে চেয়েছে। আমার অভিজ্ঞতার বোঝা থেকে তাকে দূরে রাখতে চাইলেও শেষাবধি আমি বুঝেছি, সে বড় হয়েছে। সে আমার অনুভূতিকে ভালোমত বোঝে।

কেনেথ স্টারের কৌশলীদের ডেভিড জোরালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে গ্রাণ্ড জুরীদের সামনে আমাকে তলব করাটা খুবই অন্যায় এবং এটা পরোয়ানা ক্ষমতার

www.pathagar.com

অপব্যবহার। পূর্বের মত আমাকে শপথ করিয়ে গোপনে জেরা করা যেত, এমনকি ভিডিও টেপেও এটা করা যেত। কিন্তু স্টার আমাকে কোর্টে হাজির করার জন্য জিদ ধরেছেন। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে সকলের সামনে অপদস্থ করা। কিন্তু আমি সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যাতে স্টার আমাকে নীতি বিচ্যুত না করতে পারেন। আমিই প্রথম একজন প্রেসিডেন্টের স্ত্রী, যাকে গ্রাণ্ড জুরীর সামনে জবানবন্দী দিতে হচ্ছে, কিন্তু আমি এটা আমার নিজের মতো করে মোকাবিলা করব। ডেভিড আমাকে বলেছিলেন, আমরা ইচ্ছে করলে সিক্রেট সার্ভিসের লিমুজিন নিয়ে বেজমেন্ট দিয়ে লিফটে তৃতীয় তলায় উঠে যেতে পারি এবং ফটোগ্রাফার ও টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানদের এড়াতে পারি। আমি এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করি। গোপনে কোর্টে হাজির হলে আমাকে দেখে মনে হবে যেন আমি কিছু লুকোচ্ছি।

জানুয়ারী ২৬ তারিখে দুপুর ১.৪৫ মিনিটে হাসিমুখে জনতার ঢেউ পেরিয়ে ফেডারেল কোর্ট হাউজে পৌছলাম। আমি জানতাম স্টার ও তার অবাস্তব অভিযোগ সম্পর্কে আমার সত্যিকার অনুভূতি গোপন করতে হবে। আমি গত এক সপ্তাহ ধরে এই মুহূর্তটির জন্যে নিজেকে মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রস্তুত করেছি। গভীর নিঃশ্বাসের সাথে মনে মনে নিজের সাথে বোঝাপড়া আর ঈশ্বরের সহায়তা চেয়ে প্রার্থনা করেছি।

গ্র্যাণ্ড জুরী কক্ষে প্রবেশের মুহূর্তে আমি আমার পরিশ্রমী কৌশলীদের ইঙ্গিতে বললাম "বাহ্! ফায়ারিং স্কোয়াডের মত মনে হয়!"

গ্র্যাণ্ড জুরীগণ মিলিত হয়েছেন তিনতলার বিশাল কোর্ট রুমে। ফেডারেল মামলায় কৌশলীদেরকে গ্র্যাণ্ড জুরী কক্ষে নেয়া যায় না। সেখানে আমার পক্ষে আমিই। বাইশ জন জুরীর মধ্যে দশজন মহিলা, অন্যরা আফ্রিকান আমেরিকান, দু'জন মাত্র অনুপস্থিত। সকলকেই মফস্বলের প্রতিনিধি মনে হলো। কেনেথ স্টারের ৮ জন পুরুষ ডেপুটিকে ঠিক তাঁর মত মনে হচ্ছে।

স্টার তাঁর একজন ডেপুটিকে দিয়ে প্রশ্ন করালেন। আমি সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম, তার মধ্যে অনেকগুলোরই বারবার উত্তর দিতে হলো। তিনবার বিরতির মধ্যে কোন একবার বাইরে বসেছিলাম। একজন জুরী পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আমাকে অনুরোধ করলেন 'ইট টেকস এ ভিলেজ' এ স্বাক্ষর দেয়ার জন্য। আমি ডেভিডের দিকে তাকালাম তিনি মাথা নাড়তেই আমি স্বাক্ষর দিলাম। পরে জেনেছি এই 'ঘটনার' জন্য ঐ জুরীকে প্যানেল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

চার ঘন্টা পরে জবানবন্দী শেষ হলো। বাইরে অপেক্ষমান রিপোর্টারদের সাথে কি বলব না বলব তা নিয়ে কৌশলীদের সাথে পরামর্শ করলাম। বাইরে বেরিয়ে লক্ষ্য করলাম কেউই ফিরে যায় নি। অনেক লোকই অপেক্ষা করছে আমাকে সমর্থন করে কিছু বলার জন্যে।

ইতোমধ্যে বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। তথাপি সংক্ষেপে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী হলাম। তারা আমার অনুভূতি জানতে চান।

"পুরো দিনটাই লেগে গেল" আমার জবাব।

"এ ছাড়া আজ আপনি অন্য কোথাও গিয়েছিলেন ?"

"ওহ্ তা লাখ খানেক জায়গায় হবে।"

যখন আমাকে হারিয়ে যাওয়া বিলিং রেকর্ডস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমি তাঁদের বললাম, 'সবার প্রশ্নই আমার ভালো লাগে, এতদিন পরে ঐ দলিলপত্র কিভাবে

www.pathagar.com

পাওয়া গেল সে উত্তরটা জানতে চাইছেন? আমি তাঁদের তদন্ত কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি।"

হোয়াইট হাউজে ফিরে যাওয়ার জন্য আমি দ্রুত লিমুজিনের মধ্যে ঢুকে গেলাম। কূটনীতিক অভ্যর্থনা কক্ষে ঢুকতেই দেখি, বিল ও চেলসি আমার জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে। জিজ্ঞেস করলো, কি কি ঘটলো। আমি তাদেরকে বললাম যে, আমি খুশী যে বিষয়টা শেষ করেছি।

পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে, প্রচলিত নিয়মমত, আমি নকশী কালো কোট পরলাম। একজন রিপোর্টার খেয়াল করলো যে কোটের পেছনে একটা সোনালী ড্রাগনের ছবি আঁকা আছে। সকলেই একবাক্যে জানতে চাইল এই ছবির অর্থ কি? এটা কি টোটেম? আমি কি ড্রাগন নারী? হোয়াইট হাউজ শেষাবধি এর ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হলো। কোটটা আমার বান্ধবী কনি ফেলস তৈরী করেছে কোন কিছু অর্থ না ভেবেই। আবার তথ্য অফিস থেকে জানানো হলো যে, কোটটা আমি ১৯৯৩ সালের অভিষেক এর সময় পরেছিলাম। তখন এই ডিজাইন সম্পর্কে কেউ কোন মন্তব্য করে নি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কোটটিকে শেষ পর্যন্ত 'ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক পরীক্ষা' পেরুতে হল—একজন সাংবাদিকের প্রতিবেদন। এসবই সত্যি। পরের রাতে ওয়াশিংটনের আর একটি প্রথাসিদ্ধ অনুষ্ঠান, যা আলফা-আলফা ক্লাব ডিনার নামে খ্যাত, সেখানে আমাকে বাধ্য হয়ে হাজির হতে হলো। এই ক্লাবের একটাই উদ্দেশ্য : বার্ষিক সাদা-টাই ডিনারের মাঝে প্রহসনমূলক প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন। ক্যাপিট্যাল হিলটন হোটেলের বলরুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে, মঞ্চে উপরে এক ঝাঁক কেবিনেট সেক্রেটারী ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের মাঝে আমার স্বামীর পাশে আমাকে বসতে দেয়া হলো। ঐ বছরের প্রহসনের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হলেন কলিন পাওয়েল। তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন এবং সমাগত সুধীবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানালেন ঃ 'ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, রিপাবলিকান চরমপন্থীগণ, ডেমোক্র্যাটস এবং অন্যান্য অকাজের ও সমনপ্রাপ্ত অতিথিবর্গ।" আসলে, আমার ধারণা, এই শ্রেণীতে আমাকেই ফেলা হলো। আমি হাত উঁচু করে হেসে উঠলাম, পাওয়েল আমার দিকে তাকিয়ে বক্রহাসি হাসলেন।

www.pathagar.com

ওয়ার জোন

আমেরিকার সাথে ফ্রান্সের দীর্ঘ ও জটিল সম্পর্কের গুরুত্ব মাথায় রেখেই ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ও তাঁর সহধর্মিনী বার্নাদেত এর জন্য রাষ্ট্রীয় নৈশভোজ আয়োজন করতে বিল ও আমি কিছুটা উদ্বিগ্নই ছিলাম। শিরাক, দ্য গলের দলের রক্ষণশীল রাজনীতিক, আঠার বছর যাবৎ প্যারিসের মেয়র ছিলেন। শিরাক ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলতে পারেন এবং যুবক বয়সে ব্যাপকভাবে আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন, তথাপি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ সর্বদা আমেরিকার নীতি সমর্থনে তাঁর সরকারকে প্রভাবিত করেনি। বিল ফ্রান্সের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। যেমন ১৯৯৯ সালে বিল কসোভোতে, জাতিগত সংঘাতের বিরুদ্ধে ন্যাটোর সাথে একত্রে বিমান হামলায় অংশ নিতে ফ্রান্সকে রাজী করাবার চেষ্টা করেন, যদিও এ ব্যাপারে জাতিসংঘের কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত ছিলো না।

কূটনীতি একটা দারুণ চাতুর্যের পেশা, এমনকি আমাদের মিত্রদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। আমাদের বিপ্লবের সময় থেকেই আমাদের বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও পারস্পরিক মর্যাদাবোধের সম্পর্ক বিদ্যমান, কিন্তু কখনও কখনও ফ্রান্স ও আমেরিকার নীতি একরকম হয়নি, সম্পর্কেরও টানাপোড়েন হয়েছে, যেমন সম্প্রতি ইরাক যুদ্ধে ফরাসী সরকার প্রচণ্ড ও উচ্চকিত স্বরে বিরোধিতা করেছে। কিন্তু নৈশভোজের ব্যাপারে আমাদের আমেরিকান বাবুর্চি অবশ্য সামান্যতম দ্বিধায় পড়েনি।

স্টেট ডাইনিং রুমের গোলাকার টেবিলগুলো ক্রীষ্টাল, রুপা আর গোলাপ দিয়ে সাজানো হলো। ওয়াশিংটনে মাঝশীতের বরফ পড়ছে, সমাগত কূটনীতিক, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, শিল্পী, চলচ্চিত্র তারকাদের জন্য লেবু রস মিশ্রিত গলদা চিংড়ি, ঝলসানো বেগুন গাছের সুপ, ভেড়ার মাংসের নির্যাস ও মিষ্টি আলুপুরির সাথে চমৎকার আমেরিকান মদ পরিবেশন করা হলো। এই ভোজ থেকেই আমরা আবিষ্কার করলাম, কূটনীতির জগৎ শুধু চাতুর্যের নয়, বিস্ময়েও পরিপূর্ণ। 'সত্যি বলতে কি, আমেরিকান বহুজিনিস আমার পছন্দ, তার মধ্যে আমেরিকান খাদ্য একটি', আমার ডান পাশে বসা প্রেসিডেন্ট শিরাক বললেন। 'আমি কিন্তু হাওয়ার্ড জনসন'স রেস্টুরেণ্টে কাজ করতাম।'

অনেক মতপার্থক্য সত্ত্বেও বিল ও আমি প্রেসিডেন্ট শিরাকের সাথে নিয়মিত সংলাপ চালু রেখেছিলাম। তাঁর সহধর্মিনী বারনাদেত খুবই মার্জিত, সংস্কৃতিমনা নারী, যিনি ১৯৭১ থেকে কোরেজ নির্বাচনী অঞ্চলের নির্বাচিত কর্মকর্তা ছিলেন। আমার জানা মতে, তিনিই একমাত্র প্রেসিডেন্টপত্নী যিনি নিজগুণে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করা এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের কারণে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালের মে মাসে তাঁর আমন্ত্রণে আমি তাঁর নির্বাচনী অঞ্চল কোরেজে এক চমৎকার ভ্রমণে যাই এবং সেখানকার লোকজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করি।

এরই মধ্যে আরেকটি পারিবারিক অনুষ্ঠান উদযাপনের সময় হয়ে এলো : চেলসীর ষোলতম জন্মদিন। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল, কত তাড়াতাড়ি আমাদের মেয়ে বড় হয়ে গেলো। আমার মনে হচ্ছিল, এই তো গতকাল সে নাচের প্রথম ক্লাসটি করলো, বই পড়ার জন্য আমার কোলের মাঝে হামাগুড়ি দিচ্ছে। এখন সে উচ্চতায় আমার সমান, এবং সে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে চাইছে। ওটাই আতংকগ্রস্থ হবার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর হলো : তার বাবা তাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে।

গলফ খেলার কার্ট চালানো ছাড়া সিক্রেট সার্ভিস বিলকে আর কোনও রকম গাড়ি কোথাও চালাতে দিতো না, এটা খুব ভালো কথা। এর অর্থ এই নয় যে, সে ড্রাইভিংএ দুর্বল। বিষয়টি হলো, ওর মাথায় সব সময় এতো বেশি ঝামেলা থাকে যে, কোন দিকে গাড়ি চালাচ্ছে সেটা খেয়াল থাকে না। কিন্তু সে তার পিতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার জন্য ক্যাম্প ডেভিডে সিক্রেট সার্ভিসের কাছ থেকে একটি গাড়ি ধার নিয়ে কাজে নেমে গেলো।

পেছনে চালানো এবং সমান্তরালভাবে পার্কিং বিষয়ে প্রথম দীক্ষা নেয়ার পর চেলসি ফিরে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভালো কথা, গাড়ী চালানো কেমন হলো?'

সে বললো, 'যাই বলো, আমার মনে হয়ে বাবাই বেশি শিখেছে।'

একজন প্রেসিডেন্টের মেয়ে হয়ে সর্বক্ষণ নিরাপত্তার ভেতরে থেকে পরিচয় হারিয়ে ফেলাটা এতো সহজ ছিলো না। এমনকি ও যখন বড় হয়ে উঠলো, তখন বিল ও আমি আমাদের সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম যে চেলসি যতটাসম্ভব সাধারণ জীবন যাপন করুক। আমরা খুব কষ্ট করে হলেও রাতের সময়টা খালি রাখতাম, যেনো চেলসির সাথে একসাথে ডিনার করতে পারি এবং একজন আরেকজনকে জানতে পারি, বুঝতে পারি। আমাদের পারিবারিক রান্নাঘরে আমরা ডিনার করতাম, উইকএন্ডে কী করবো সে পরিকল্পনা করতাম অথবা পারিবারিক কোনও সফরসূচি তৈরী করতাম। যতো কিছুই ঘটুক, আমি সবসময় চেষ্টা করতাম চেলসি ব্যালের ক্লাস থেকে ফিরে যেনো আমাকে তিনতলায় দেখতে পায়, কারণ তখন সে হয়তো আমার সাথে কথা বলতে চাইতে পারে। এবং আমিও, সে তার ঘরে চলে যাবার আগে একবার তাকে দেখতে চাইতাম।

আমরা আরো যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি যাবতীয় রূঢ় অনুসন্ধান ও মিডিয়া থেকে তাকে রক্ষা করতে। কিন্তু আমি নিশ্চিত, এসকল বাড়তি চাপ চেলসির জন্য হোয়াইট হাউজের জীবন আরো চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছিল। এই অবস্থা তাকে দ্রুত পরিপক্ক করে তুলেছিল এবং নানামুখী চরিত্র খুব দ্রুত বিশ্লেষণ করতে শিখিয়েছিলো। সে চাটুকারী ও নকল বন্ধুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারতো এবং সেগুলো এড়িয়ে যেতে শিখেছিল; সে সত্যিকারের বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক গড়লো, যারা আজও ওর ঘনিষ্ঠ হিসেবে রয়ে গেছে।

১৯৯৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আমরা চেলসির ষোলতম জন্মদিন উদযাপন করলাম। অনুষ্ঠানটি হলো জাতীয় থিয়েটারে, যেখানে 'লা মিজারেবল' মঞ্চায়িত হয়ে থাকে। তারপর বিল ও আমি বাসভর্তি চেলসীর বন্ধুদের ক্যাম্প ডেভিডে উইকএন্ড কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ জানালাম । ডিনারের পর বিশাল এক গাজরের কেক আনা হলো। তারপর আমরা মুভি দেখার জন্য আবার একত্র হলাম। মধ্যরাতের পরে কোনও একসময়, বিল ও আমি পরিশেষে মেনে নিলাম যে আমরা আর ষোলতে নেই।

www.pathagar.com

চেলসি ও তার বন্ধুরা ইতোমধ্যেই স্কুলের গন্ডীর বাইরে দৃষ্টি দিতে শুরু করেছিল। সে আমাদের সাথে আর বেশিদিন থাকবে না, এটা ভাবতেই আমার বুক ভেঙ্গে আসতো। তবে আমি আমার সেই অনুভূতি দিয়ে তাকে জর্জরিত করতে চাইনি। আমি শুধু মনে মনে চাইতাম আর প্রার্থনা করতাম যে, চেলসি ওয়াশিংটনের কাছাকাছি কোনও একটি ক্যাম্পাস পছন্দ করুক।

প্রতিবছর, সিডওয়েল ফ্রেন্ডস স্কুল জুনিয়র ছাত্র ও তাদের পিতামাতাদের জন্য 'কলেজ নাইট'-এর আয়োজন করে। বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধিদের কথা শুনার জন্য চেলসির সাথে বিল ও আমি গেলাম। তারা বলছিলো কীভাবে আবেদন করতে হয় এবং নির্বাচিত হওয়ার জন্য কি কি করতে হয়। হোয়াইট হাউজে ফেরার পথে চেলসি বেশ চুপচাপ ছিলো। তারপর হঠাৎ করেই সে বলে বসলো, 'আমি ভাবছি, আমি ষ্ট্যানফোর্ড দেখতে যাবো।'

আমি বিপরীত মনস্তত্ত্ব এবং মা-মেয়ের আন্তঃসম্পর্ক বুঝি। সবকিছু ভুলে গিয়ে আমি তরিৎ বলে বসলাম, 'কি! ষ্ট্যানফোর্ড তো অনেক দূর! তুমি এতো দূরে চলে যেতে পারো না। সেটা সেই পশ্চিম তীরে - তিনটি টাইম জোন দূরে। আমরা কখনই তোমাকে দেখতে পাবো না।'

বিল আমার বাহুতে চাপ দিয়ে চেলসিকে বললো, 'হানি, তুমি যেখানেই চাও, সেখানে যেতে পারো।' আমি জানতাম, চেলসি যদি ষ্ট্যানফোর্ডে যেতে চায় এবং সে যদি নির্বাচিত হয়, তাহলে তার জন্য আমার চিন্তা বেড়ে যাবে। আমি খুব মনে করতে পারি, আমার বাবা আমার পছন্দগুলো নাকোচ করে দিতো এবং বিল ও আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চেলসির ক্ষেত্রে আমরা সেটা করবো না। আমি খুব ঐকান্তিকভাবে চাইছিলাম যে সে ওয়াশিংটন টাইম জোনে থাকুক। কিন্তু আলোচনা আমাকে বাস্তবতার মুখোমুখি নিয়ে এলো : সে যেখানেই যাক, দেড় বছর পর সে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। চেলসি হয়তো প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম না। এবং আমি তার সাথে আরো বেশি সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম, অন্ততঃ সে যতটুকু সময় আমাকে দেয়।

ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাকে দূত হিসেবে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা যেতে বললো। নভেম্বরে স্বাক্ষরিত ডেটোন শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। ক্রোট-মুসলমানদেরকে আমেরিকা সাহায্য করছিলো। ন্যাটোর বিমান হামলার জন্য বিল সুপারিশ করেছিল এবং সার্বদেরকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করেছিলো। আমি অবশ্য জার্মানী ও ইটালীতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা ক্যাম্প দেখতে যাবো এবং তারপর তুরস্ক ও গ্রীসে সপ্তাহকাল কাটাবো। এ দুটো দেশ হলো আমেরিকা ও ন্যাটোর গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। কিন্তু তাদের মধ্যে সাইপ্রাস ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে কঠিন উত্তেজনাকর অবস্থা বিরাজ করছে।

বিল ও আমি ভাবছিলাম, চেলসিকে বসনিয়াতে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। নিরাপত্তার কথা ভেবে শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, আমরা যদি যথাযোগ্য সাবধানতা অবলম্বন করি, তাহলে চেলসি ও আমি নিরাপদেই থাকবো। তাছাড়া চেলসি এখন অভিজ্ঞতা থেকে শেখার মতো পরিপক্কতা অর্জন করেছে। তাছাড়া আমরা একটি নাট্যদলের সাথে ভ্রমণ করছি, যেখানে থাকছে সঙ্গীত শিল্পী শেরিল ক্রো ও কৌতুকাভিনেতা সিন্দাবাদ এবং দলের সবাই ঝুঁকি নিয়েই এই সফরে যাচ্ছে।

আমি ভেবেছিলাম বিল, সেক্রেটারী অফ ষ্টেট ওয়ারেন ক্রিষ্টোফার এবং তার বিশেষ বার্তাবাহক রাষ্ট্রদূত রিচার্ড হলব্রুক মিলে ডেটনে সার্ব, ক্রোয়েট ও মুসলমানদের নিয়ে

www.pathagar.com

এমন অলৌকিক কিছু একটা করবে যাতে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন একটি প্রশাসনিক কাঠামো তৈরীতে একমত হবে। যুদ্ধবাজ গ্রুপগুলোকে সরিয়ে নিয়ে মৌলিক নিরাপত্তা বিধান করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আঠারো হাজার শান্তিরক্ষাকারী সৈন্য পাঠিয়েছিলো, যারা অন্যান্য দেশ থেকে আগত চল্লিশ হাজার সৈন্যের সাথে কাজ করবে। প্রশাসন একটি ইঙ্গিত দিতে চাইছিলো যে, শান্তিচুক্তি জোরালোভাবে মানতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করা হবে। আমার ষ্টাফরা আমাকে খেপাতো, এই বলে যে ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের একটি নির্দেশ আছে : যদি জায়গাটি খুব বেশি ছোট, খুব বেশি বিপদজনক অথবা অতিরিক্ত গরীব হয়- তবে হিলারীকে পাঠাও। তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই, কারণ অশান্ত এবং বিপদসংকুল স্থানে প্রায়শই কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায়। বসনিয়ায় যেতে পেরে আমি গৌরবান্বিতবোধ করছিলাম।

২৪ মার্চ রোববার, আমাদের রূপান্তরিত বোইং ৭শ' ৭ জার্মানীর বমহোল্ডার এর কাছাকাছি রামসটেইন এয়ার বেইজে নামলো। এখানেই প্রথম আরমার্ড ডিভিশন স্থাপিত হয়, এখান থেকেই বসনিয়ায় অধিকাংশ আমেরিকান সৈন্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

দু'বছর আগে জার্মানীর একত্রীকরণ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে জার্মান জনগণ বিল ও আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। আমরা চ্যান্সেলর ও মিসেস কোহল এর সাথে ব্রানডেনবার্গ গেইট পর্যন্ত হেঁটে গেলাম এবং সেই স্থানে দাঁড়ালাম, যে স্থান ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানীর অংশ ছিলো। হেলমুট কোহল একজন আকর্ষণীয়, আবেগপ্রবণ ও ক্রীড়ামোদী মানুষ, বিলের বন্ধু ও রাজনৈতিক সহকর্মী হয়ে গেলেন। কোহল তাঁর দেশের ৪০ বছরের বিভক্তিরোধ এবং পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্রিত এক জার্মান জাতিতে পরিণত করার কাজে নিবেদিত ছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন, একক মুদ্রাব্যবস্থা গ্রহণ ও বলকান এলাকায় সংঘাত পরিসমাপ্তিতে আমেরিকান উদ্যোগকে সমর্থন করার কাজেও তিনি মূলভূমিকা পালন করেন। ইউরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে কর্মরত যুদ্ধোত্তর মিত্রজোট প্রকৃতপক্ষে তাদের দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

বমহোল্ডার পৌঁছানোর পর চেলসি ও আমি চার্চ সার্ভিসে যোগদান শেষে আমাদের সৈন্যদের পরিবারবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। এবং মেস হলে শিরীল ও সিন্দাবাদের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম। ৬.৩০ মিনিটের দিকে আমরা সবাই মিলে একটা সি-১৭ প্লেনে করে বসনিয়া-হারজেগোভিনার তুজলা সামরিক ঘাঁটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের সাথে চিত্তবিনোদনকারী ছাড়াও রয়েছে বাক্সভর্তি চিঠিপত্র ও সৈন্যদের জন্য উপহারসামগ্রী, আমেরিকান কোম্পানীগুলোর দানকৃত ২,২০০ লংডিস্ট্যান্স ফোন কার্ড এবং ৩০০ ভিডিও চলচ্চিত্র। হোয়াইট হাউজের উপহার দেয়া ছয় বাক্স এন অ্যান্ড এম, প্রত্যেক বাক্সে প্রেসিডেন্টের সীলমোহর করা।

বসনিয়ার যে সব শিশুরা বছরের পর বছর স্কুলে যেতে পারেনি, তাদের জন্য আমেরিকান কোম্পানীগুলোর দানকৃত পড়াশুনার উপকরণ ও খেলনাও সঙ্গে এনেছি আমরা। আমি এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট এই বিশাল যাত্রীবাহী প্লেনের ধাতব খোলের মধ্যে বেঞ্চের মত সিটে উপবিষ্ট ক্রু ও সাংবাদিকদের সাথে গল্প করে কাটালাম। বিমান বাহিনীর সি-১৭ চালানোর জন্য নিয়োজিত চার জন মহিলা পাইলটের মধ্যে একজন পাইলট ধীরগতিতে অনেক উঁচু দিয়ে বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চলের উপর দিয়ে, ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য এয়ার মিসাইল ও চোরাগুপ্তা গোলা এড়িয়ে প্লেনটাকে উড়িয়ে নিচ্ছেন।

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও বিপদ রয়ে গেছে, সে কারণে আমাদের প্রত্যেককেই প্লেনের মধ্যে আত্মরক্ষার জ্যাকেট পরতে হলো, যাতে বিমান ধ্বংস হলেও আত্মরক্ষা করা যায়, এবং ল্যান্ডিং এর সময় গোয়েন্দারা আমাকে ও চেলসিকে সশস্ত্র ককপীটে সরিয়ে নিলো। ভূমি থেকে সম্ভাব্য গুলি এড়াতে অবতরণ স্থলের উপরে গিয়েই ক্যাপটেন প্লেনের ডানা কাত করে খাঁড়া নীচের দিকে নামিয়ে দিলেন।

সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে, সম্প্রতি আবার অবনতির দিকে যাচ্ছে। বিমান বন্দরের আশপাশের পাহাড়ে চোরাগুপ্তা হামলার খবরে বিমান পোতে স্থানীয় শিশুদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করতে হলো। যদিও এই শিশুদের ও তাদের শিক্ষকদের সাথে দেখা করার এবং যুদ্ধের সময় নিরাপদ জায়গা খুঁজে খুঁজে ক্লাস অব্যাহত রাখার মত কষ্টকর কাজ তারা কীভাবে করলেন তা জানার জন্য আমাদের হাতে সময় ছিল। আট বছর বয়সী একটি বালিকা 'শান্তি' শিরোনামে লেখা তার একটা কবিতা আমার হাতে দিল। আমি ও চেলসি সাথে নিয়ে আসা লেখাপড়ার সামগ্রী প্রদান করলাম। বমহোল্ডার থেকে আনা সপ্তম গ্রেডের শিশুদের চিঠিপত্রগুলো ও এই সাথে হস্তান্তর করলাম, এগুলো ওই সব শিশুদের পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের উদ্যোগে সেখানে যে পেনপল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারই ফসল। এরপর আমরা তড়িঘড়ি করে তুজলার আমেরিকান শক্ত ঘাঁটিতে গেলাম, যেখানে দু'হাজারের অধিক আমেরিকান, রাশিয়ান, কানাডিয়ান, বৃটিশ এবং পুলিশ সৈন্যরা ক্যাম্প করে আছে, দেখে মনে হয় একটা বড় তাবুর নগরী।

শিরিল ক্রো, সিন্দাবাদ, চেলসি এবং আমি ব্লাক হক হেলিকপ্টারে চড়ে সেনাদের একটা অগ্রগামী দলকে দেখতে গেলাম। হেলিকপ্টার গানশীপের পাহারা নিয়ে যেতে হলো। শান্তিরক্ষার কাজ কতটা বিপজনক এটা তার একটা ইঙ্গিত। উত্তর বসনিয়ার সেনাছাউনি ক্যাম্প বেডরক ও ক্যাম্প অ্যালিসিয়ায় থামলাম। সৈন্যরা আমাদের দেখালো কীভাবে তারা মাঠ ও রাস্তা থেকে মাইন সরায়। এটা একটা মৃত্যুভয়াল মিশন এবং আমাদের সৈন্যরা কতটা অনিশ্চিত জীবন যাপন করে তার উদাহরণ। দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেকের তাগিদ থেকে বসনিয়ায় আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকের যুক্তি হচ্ছে যে, শান্তিরক্ষায় সৈন্যদের জড়িত হওয়া উচিৎ নয়, এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ ও কালে অসমশান্তি রক্ষার বিষয়টি আমাদের সামরিক বাহিনীর মিশনের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, যেমন ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির পর সিনাই মরুভূমিতে এবং কোরিয়ান যুদ্ধের পর ডি.এম.জেড.এ আমাদের সামরিকবাহিনীর ভূমিকা। অন্যদের যুক্তি হচ্ছে আমেরিকানদের নয়, ইউরোপিয়ান সেনাদের উচিৎ এই অঞ্চলের সীমান্তগুলোতে নিরাপত্তা রক্ষার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা। এই সব বিষয়ে সেনা ও তাদের অফিসারদের মতামত ও মিশন সম্পর্কে মূল্যায়ন শোনার জন্য আমি তাদের সাথে কথা বললাম। একজন লেফটেন্যান্ট আমাকে বললেন যে, তিনি বুঝতে পারেননি, বসনিয়া যেখানে নিজের জন্য কিছু করছে না, সেখানে আমেরিকার কি ভূমিকা থাকতে পারে।

'আমরা আসার আগে', তিনি বললেন, 'এখানে কি হচ্ছে তা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য ছিল।' তিনি বর্ণনা করলেন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠি শান্তিপূর্ণভাবেই একত্রে বসবাস করছিল, হঠাৎ তাদের ধর্ম নিয়ে তারা একে অপরকে খুন করা শুরু করে। 'আপনি গ্রামে গেলে এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে পাবেন', তিনি আমাকে বললেন। 'আপনি দেখতে পাবেন বাড়ির

www.pathagar.com

ছাঁদ উড়ে গেছে। আপনি দেখতে পাবেন যে, নিকটবর্তী পুরো জনবসতি বোমা মেরে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আপনি দেখবেন, বছরের পর বছর ধরে লোকজন না খেয়ে, খাবার পানি না পেয়ে কাটিয়েছে। কিন্তু এখন, যেখানেই আমরা যাই, শিশুরা হাসিমুখে আমাদের কাছে ভীড় করে', তিনি আমাকে বললেন। এখানে আসার এই কারণই 'আমার কাছে যথেষ্ট।'

প্লেনের ছোট জানালা দিয়ে আমি নিজ চোখে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখছি। দূর থেকে, ঘূর্ণায়মান সৌন্দর্যমণ্ডিত সবুজ গ্রামাঞ্চল দেখা যাচ্ছে, চিত্রময় ইউরোপের মত। কিন্তু নীচ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, খুব কম খামার বাড়ির ছাঁদ আছে, বুলেটে ঝাঁঝরা হয়নি এমন ভবন দুর্লভ। মাঠে চাষ হয়নি, সেগুলো গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত। এখন বসন্তকাল, কিন্তু কেউ চাষাবাদ করছে না, মাইন ও চোরাগুপ্তা আক্রমণের ভয়ে। জঙ্গল ও সড়ক পথ কোনটাই নিরাপদ নয়। ভোগান্তির মাত্রা এতবেশী যে তা দেখলে এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বসনিয়ার জনগণের সামনে এখনও কত কাজ বাকী তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

এই যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজকে গোছাতে আমেরিকান সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির একটা প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করে, আলাপ করে জানার জন্য সারায়েভো যাবার পরিকল্পনা ছিলো কিন্তু নিরাপত্তাজনিত আশংকায় আমি এই পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হই। কিন্তু এতে তাঁরা এতটা হতাশ হয়েছিলেন যে পঞ্চাশ মাইল বিপদসঙ্কুল রাস্তা পেরিয়ে তারা তুজলাতে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আমরা আমেরিকান সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরের দরবার হলে মিলিত হলাম। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রথম বসনীয় যাজক ও সার্ভ রিপাবলিকের অর্থোডক্স নেতাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে, কিন্তু তাঁরা কথা বলতে উদগ্রীব ছিলেন। তাঁরা বর্ণনা করলেন, তাঁরা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত একটা দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য কী কী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। তাদের দীর্ঘদিনের অনেক বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মী দীর্ঘদিন হলো তাঁদের সাথে কথা বলছেন না, কেউ কেউ সক্রিয়ভাবেই শত্রু হয়ে গেছেন, এটা অনুধাবন করে তাঁরা যে আঘাত পেয়েছেন, তার বর্ণনা দিলেন তাঁরা। যখন হিংস্রতা শুরু হলো, তখন থেকে বোমা, ও চোরাগুপ্তা হামলা জীবনের অংশ হয়ে গেছে। কসোভো হাসপাতালের ট্রমা ওয়ার্ডের বসনীয় প্রধান আমাদের জানালেন যে, বিদ্যুৎ চলে গেলে এবং সরবরাহ না থাকলেও হাসপাতাল খোলা আছে। কিন্ডারগার্টেনের ক্রোট শিক্ষয়িত্রী যিনি সারায়েভোর পতনের সময় তাঁর বারো বছরের ছেলেকে হারিয়েছেন, তিনি বললেন, শিশুরা তাদের পরিবারের সাথে পালিয়ে গেছে, স্কুলে আসা বন্ধ করেছে অথবা এই পরস্পর বিরোধী দাঙ্গায় আহত হয়েছে, এর ফলে তাঁর ক্লাস ছোট হয়ে গেছে। একজন সার্বিয়ান সাংবাদিক, যিনি বসনিয়ান মুসলমানদের রক্ষা করতে গিয়ে তার নিজ গোত্রীয় সার্বদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন এবং কারারুদ্ধ হয়েছেন, তিনি জানালেন যে, বাস্তব ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে মানসিক ক্ষত অনেক বেশি ক্ষতিকর। আমি যত জায়গা সফর করেছি, সর্বত্র জনগণের হৃদয়ে ও মনে যুদ্ধের ক্ষত এখনও বিদ্যমান, হয়ত শত বছরেও তা থেকে যাবে। যুদ্ধের পরে অবকাঠামো পুনর্গঠন করা এক জিনিস, জনগণের মধ্যে বিশ্বাস পুনর্গঠন করা সম্পূর্ণ আর এক জিনিস।

www.pathagar.com

যদিও মিডিয়া নিয়ম অনুযায়ী চেলসির কোন সাক্ষাৎকার বা ছবি নেয়ার কথা নয়, তবুও অন্যসময়ের চেয়ে চেলসি অনেক বেশি প্রাণবন্ত ছিল। সে তার বাবার মত স্বাভাবিকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং জনতার সামনে সহজ থাকতে পারে। ওই দিন শেষ বেলা যখন আমরা ইতালীর অ্যাভিয়েনোতে আমেরিকান সৈন্যদের দেখতে গেছি, চেলসি খুবই প্রাণোচ্ছল থেকেছে। বিমান বাহিনীর পাইলট ও মেকানিকদের সাথে ছবি তোলার পোজ দিতে আমার সাথে চেলসিও অংশ নিল। চলে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই পেছন থেকে একটা কণ্ঠ উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলো:

'চেলসি, তোমার ড্রাইভিং কেমন চলছে?'

'খুব ভালো,' সে হাসিমুখে বললো। একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো এবং উচ্চস্বরে বললো, 'ডি.সি.তে যদি আসো, সাবধান থেকো।'

মার্চের শেষ দিনে আমি ওয়াশিংটনে ফিরে এলাম, শরীর ক্লান্ত কিন্তু বিলকে জানাবার মত প্রচুর তথ্য ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। বসনিয়ায় যে সব সমস্যা আমি দেখেছি তার কাছে ওয়াশিংটনে চালু গল্প খুব ক্ষুদ্র ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তা হচ্ছে কেন স্টার সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে।

হঠাৎ করেই মার্চ মাসে স্টারের জন্য কিছু প্রতিকূল রিপোর্ট সংবাদপত্রে রেরুল, কিন্তু এর দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন ছাপ স্টারের উপর পড়েনি। দি নিউ ইয়র্ক টাইমস এর 'হোয়াইট হাউজের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর ফার্ম থেকে এবং সমস্ত মামলা পরিচালনা থেকে ছুটি নেয়া উচিৎ' এ সংক্রান্ত রিপোর্টকে পাত্তা দেননি তিনি।

আমি হতাশ হলাম যে, একটা দু'মুখো নীতি .স্টার ও তাঁর সাহায্যকারীকে জবাবদিহি থেকে রক্ষা করছে, রক্ষণশীলরা নির্দলীয় জুরীদেরকে বাদ দেয়ার খেলায় মেতেছে। একজন মূল বিশেষ কৌশলী, রবার্ট ফিস্ককে ১৯৯৪-এর আগস্টে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় স্টারের সুবিধের জন্য। ফিস্ককে যে কারণ দেখিয়ে সরানো হয়, তা স্টারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে কমিটিতে তাঁর নিয়োগই হতো না।

অন্য একটা মামলায় স্টারের বিরুদ্ধে রায় দেয়ায় একজন মর্যাদাসম্পন্ন জুরীকে সরিয়ে দেয়া হলো। এই কেসের সাথে আমার এবং বিলের কোন সম্পর্ক ছিলো না বা ম্যাডিসন গ্যারান্টি, ম্যাকডাওগালস বা হোয়াইট হাউজের সাথে সংশ্লিষ্ট কারো সাথেই ওই মামলার কোন সম্পর্ক ছিলো না। স্টার ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল হিসেবে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আরকানসাসের ডেমোক্র্যাট গভর্নর জিম টুকারকে টেকসাস ও ফ্লোরিডায় কেবল টেলিভিশন স্টেশন ক্রয়ে তঞ্চকতা ও ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করেন। এইভাবে ১৯৯৫-এ জুন মাসে বিল ও আমাকে সমর্থনকারী প্রায় সকলকেই স্টার ভয় দেখাতে শুরু করেন। জেলা বিচারক হেনরি উডসকে টুকার মামলার দায়িত্ব দেয়া হয়। তদন্ত করে উডস মন্তব্য করেন যে, বিষয়টি হোয়াইটওয়াটার সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় কিছু করার নেই। এই অবস্থায় স্টার বিচারক উডসকেও বাদ দেয়ার সুপারিশ করেন।

বিচারক উড্‌স একজন সাবেক এফ.বি. আই. এজেন্ট এবং আইনজীবী। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তাকে নিয়োগ দেন বিচারক হিসেবে। ৭৭ বছর বয়সে উডস যথেষ্ট সম্মানের সাথে, ন্যায়পরায়ণতার সাথে জুরির দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৫ বছরের বিচারক জীবনে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর রায় সচরাচর প্রত্যাখাত হয়নি-স্টারের এই কাজের আগে পর্যন্ত। পরে উডসকে অব্যাহতি দেয়া হয় স্টারের অনুরোধে, তবে স্টার যে অভিযোগ করেছেন সে জন্য নয়, সংবাদপত্রে বিষয়টি নিয়ে

www.pathagar.com

বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার জটিলতা এড়াতে। পরে বিচারক উডস লসএঞ্জেলস্ টাইম্‌সকে বলেন : 'আমি অ্যাংলো আমেরিকান ইতিহাসে একমাত্র বিচারক, যত দূর জানি, যাকে খবরের কাগজের বিবরণ, সাময়িকীর প্রবন্ধ ও টেলিভিশন প্রচারের উপর নির্ভর করে মামলা পরিচালনা থেকে সরিয়ে দেয়া হলো।'

হোয়াইটওয়াটারের জটিল বিষয়গুলো অবশেষে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আমি ওয়াশিংটনের বাতাসে পরিবর্তনের ছোঁয়া অনুভব করছি। ডেমোক্র্যাটরা তদন্তের অর্থ প্রদানে বাঁধা দেয়ার হুমকি দেয়ায় ক্যাপিটল হিলে সিনেটর ডি'আমাতো হোয়াইটওয়াটার তদন্তের শুনানী বন্ধ রেখেছেন। কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম আমার মনে আশার উদ্রেক হলো যে, হোয়াইটওয়াটার তদন্ত আমাদের পক্ষে যাবে।

এসব আশাব্যঞ্জক মুহূর্ত সত্ত্বেও, ১৯৯৬-এর বসন্তকাল আমাদের জন্য উৎসবময় হলো না। এপ্রিলের ৩ তারিখে, প্রচন্ড ঝড়ের কবলে পড়ে বিমানবাহিনীর টি-৪৩ জেট বিমান ক্রোয়েশিয়ার উপকূলে পাহাড়ের গায়ে ঠাক্কা খেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। যাত্রী ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী রন ব্রাউন, তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং আমেরিকার ব্যবসায়ীদের একটা প্রতিনিধিদল। যুদ্ধবিধবস্ত এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের যে কৌশল রয়েছে, তার অংশ হিসেবে রন গিয়েছিলেন বলকান এলাকায় বিনেয়োগ ও ব্যবসার প্রসারের কাজে। তিনি আন্তরিকভাবে বুঝেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সুবিধাদির প্রসারে কাজ করার অর্থ আমেরিকার কৌশলগত লাভ ও আমেরিকার ব্যবসা, দু'টোর জন্যই ভালো। রন এবং আরো বত্রিশজন আমেরিকান ও দু'জন ক্রোয়েশিয়ান এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

আমি খুবই ভেঙ্গে পড়লাম। রন ও তার স্ত্রী আলমা আমার কাছের বন্ধু। ১৯৯২-এর নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকে তাঁরা আমাদের সাথীদের মধ্যে অকৃত্রিম সুহৃদ। রন ওই সময় ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সক্রিয়ভাবে দায়িত্বপালন করেছেন। এমনকি একের পর এক আক্রমণের মুখে বিলের সম্ভাবনা যখন ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলো, রন তখনও অনড় ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ডেমোক্র্যাটরা যদি অদম্য থাকে তবে বিলের জিত অনিবার্য্য এবং তাঁর বিশ্বাস সঠিক ছিলো।

ব্যক্তিগত জীবনে রন খুবই আমুদে লোক ছিলেন। তাঁর মুখের একটা হাসি এবং বিরামহীন চোখের ঝিলিক যে কাউকে উল্লসিত করতে পারতো। আমি সবসময় তার এই গুণের সুবিধাভোগী। "নিন্দুকের কথায় ভেঙ্গে প'ড়ো না," তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিতেন।

এই খবর শুনেই, বিল এবং আমি আলমা ও রনের সন্তানদ্বয়, মাইকেল ও ট্রেসিকে দেখতে গেলাম। তাদের বাড়িটা পরিবারের লোকজন ও বন্ধুবান্ধব দিয়ে ভরা। পরে জেনেছি, বিধ্বস্ত প্লেনটি সপ্তাহখানেক আগে তুরস্কের উপরে আমাকে ও চেলসিকে বহন করেছে।

বিল ও আমি ডোভারে (ডেলাওয়ার) আমেরিকান বিমান বাহিনীর বয়ে নিয়ে আসা পতাকা ঢাকা তেত্রিশটা শবাধার দেখতে গেলাম। নিহতদের মধ্যে ছিলেন লরী পেইন, স্মার্ট ও উদ্যমী মানুষ, আমার অনেক সফরে সঙ্গে ছিলেন, অ্যাডাম ডারলিং, বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারী, ১৯৯২ সালের নির্বাচনী প্রচারে বিলের সমর্থনে স্বেচ্ছায় সাইকেলে সারাদেশ ঘুরেছেন। তখন থেকেই তিনি আমাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

বিমানবন্দরে বিল তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আমাদের মনে করিয়ে দিল যে এই দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, আমেরিকার সবচেয়ে মূল্যবান উপহার তাঁরা দেশের সেবায় দিয়ে গেলেন।

'আজ সূর্য অস্ত যাচ্ছে,' তার এই কথায় আমার চোখে পানি এলো। 'পরের দিন যখন সূর্য উঠবে, তখন হবে ইস্টার মর্নিং, একটা দিন যা ক্ষয় ও নিরাশা থেকে আশা ও মুক্তির পথ দেখায়, একটা দিন যা অনেক কিছুর চেয়ে বেশি মনে করিয়ে দেয় যে আমরা যা জানি, জীবন তারও চেয়ে বেশি... কখনও তা আমাদের সহ্যেরও বেশি। কিন্তু জীবন শাশ্বত...তখন সূর্য ছিল না, কিন্তু তাঁরা যা করেছেন সারাজীবন তা আমাদের সাথে থাকবে।'

www.pathagar.com

প্রাগ সামার

বিদেশীনীতির অংশ হিসেবে বিল ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণের পক্ষে কাজ করেছে। সে বিশ্বাস করতো, ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর সাথে আমেরিকার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা গেলে ইউরোপের ঐক্যের উপরও তার একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব থাকবে। আমেরিকার অভ্যন্তরে অনেকে ও রাশিয়া ন্যাটোর সম্প্রসারণের বিরোধী। রাশিয়া চায় না যে, ন্যাটো তার দোর গোড়ায় পৌঁছে যাক। এই অবস্থায় পূর্ব ইউরোপের কোন কোন দেশ ন্যাটোর সদস্য হতে পারে এবং এক্ষেত্রে আমেরিকার সমর্থন কি পরিমাণে প্রয়োজন হতে পারে তা খতিয়ে দেখার জন্য আমাকে ৪ জুলাই, ১৯৯৬ এর গ্রীষ্মে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণে যেতে হলো।

এই ভ্রমণে আমি সংগী করলাম জাতিসংঘে আমাদের রাষ্ট্রদূত ও পরবর্তী কালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে। তার পরিবার চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে নাৎসীবাদের সময় প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার কমিউনিজমের সময় দেশ ত্যাগ করে। পরবর্তীকালে এই পরিবার স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে।

আমার ভ্রমণ শুরু হলো রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট থেকে। বুখারেস্টের সৌন্দর্য কে একসময় প্যারিসের সাথে তুলনা করা হতো। ৪০ বছরের কমিউনিস্ট শাসনে সে সৌন্দর্য বিলীন হয়েছে। আমি একদা ঝলমলে সেইসব ক্যাফে ভবনগুলোর প্রতি নিদারুণ অবহেলা প্রত্যক্ষ করলাম। এখনও অবশ্য সর্বত্র, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত স্থাপত্যের চিহ্ন দৃশ্যমান।

একনায়ক নিকোলাই চচেস্কুর সময়কার ভয়াবহ অত্যাচার ও ভোগান্তির কথা সম্ভবতঃ সংখ্যায় বর্ণনা করা যাবে না। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে ক্ষমতাচ্যুত এই স্বৈরশাসককে সস্ত্রীক মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। আমার প্রথম বিরতি হলো বিপ্লব স্কোয়ারে যেখানে চচেস্কুকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলনের শিকার শহীদদের নামে মনুমেন্ট নির্মিত হয়েছে। এর পাদদেশে আমি পুষ্প অর্পন করলাম। ডিসেম্বর ২১ সমিতি। আন্দোলনের প্রথম দিনের নামে এই সমিতি, আন্দোলনের প্রথম দিনের নামে এই সমিতি এর নেতারা আন্দোলনের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। নগরীর এই প্রধান স্কোয়ারে হাজার তিনেক লোক এসেছেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। চারদিকের দেয়ালে অসংখ্য বুলেটের দাগ। আমি অবাক হলাম চারপাশে বহু আতর্নাদরত বেওয়ারিশ কুকুরের সমাবেশ দেখে। অন্য কোন শহরে আমি এমন দেখিনি। আমাদের গাইডকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেই সে জবাব দিল, সর্বত্র একই অবস্থা, লোকজনের আর কুকুর পোষার ক্ষমতা নেই, এগুলো প্রতিপালনের কোন ব্যবস্থাও নেই। রোমানিয়ার আরো বড় অবহেলার চিহ্ন এই কুকুরগুলো।

www.pathagar.com

কমিউনিষ্ট শাসনের কুফল হচ্ছে শিশু এইডস রোগী। চচেস্কু জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাত নিষিদ্ধ করেছিলেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সন্তানধারণ করতে হতো। প্রতিমাসে প্রত্যেক নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারী ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো হতো, তাতে কেউ সন্তান প্রতিরোধক ব্যবহার করতে না পারে। গর্ভবতী মা যেন সন্তান নষ্ট না করতে পারে সে জন্য তার দিকে নজর রাখা হতো। আমি যখনই সন্তান গ্রহণ সম্পর্কে মায়ের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলি, তখন আমি রোমানিয়ার উদাহরণ দেই, আর চীনের কথা বলি যেখানে সন্তান নষ্ট করে দেয়া হয়। আমি দু'টো ব্যবস্থারই বিরুদ্ধে। নারীদের একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছের উপর কারো, কোন সরকারের বা আইনেরই অধিকার নেই অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার। রোমানিয়ায় এভাবেই মাতার অনিচ্ছায় সন্তান এসেছে। লালন পালনে ব্যর্থ হলে এই সন্তানেরা রাষ্ট্রীয় অনাথ আশ্রমে লালিত হয়। অসুস্থ হলে বা পুষ্টিহীনতার শিক্ষার হলে রোমানিয়ায় এই সব শিশুদের দেহে রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয়। এভাবেই শিশুরা এইডসে আক্রান্ত হয়। আমি একটা অনাথ আশ্রমে গিয়ে দেখলাম অনেক শিশুর শরীর টিউমারে ভরা, কোন কোনটা পচাগলা অবস্থা, এইডসের মারাত্মক ছোবল। আমি ও আমাদের সঙ্গীরা ঘরের এক কোণে সরে এলাম, বহু কষ্টে চোখের জল রোধ করলাম। নতুবা ওই সব শিশুদের অসহায়ত্ব আরো বেড়ে যাবে। রোমানিয়ার নতুন সরকার বৈদেশিক সহায়তায় এসব শিশুদের কল্যাণে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের বাইরে যে সব পরিবার এসব শিশুদের দত্তক হিসেবে নিতে চায়, তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এখানেও দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। দত্তক নিতে ইচ্ছুকদের মধ্যে নিলাম করে সর্বোচ্চ দরদাতাদের মধ্যে শিশু বিক্রির কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রোমানিয়ার সমালোচনা করায় ২০০১ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে দত্তক গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে রোমানিয়া বহুলাংশে এইসব সমস্যা কাটিয়ে উঠেছে এবং একই সাথে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে পেরেছে।

১৯৯৬ সালে আমার সফরের সময় পোল্যাণ্ড অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-দিক দিয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। ১৯৮০ সালে পোল্যাণ্ডের বীর শ্রমিক নেতা লেচ ওয়ালেসা গদানস্কের লেনিন শিপইয়ার্ড থেকে আন্দোলন শুরু করেন। সলিডারিটি পোল্যাণ্ড থেকে কমিউনিজম পতনে মূল ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৩ সালে সলিডারিটি নেতা লেচ ওয়ালেসা নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। আমি ও বিল ১৯৯৪ সালে প্রথম যখন পোল্যাণ্ড সফর করি, তখন তিনি পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট। ১৯৯৫ এর নির্বাচনে লেচ ওয়ালেসার পার্টি হেরে যায়।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার কোয়াসনিউস্কী ভাল ইংরেজী জানেন। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে আসার আগে তিনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বেড়িয়েছেন। ১৯৯৫ সালে ক্ষমতাগ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪১ বছর। নতুন প্রেসিডেন্টের পত্নী জোনাতা কোয়াসনিউস্কী ক্রেকাউ শহরে আমার সাথে যোগ দিলেন। ইউরোপের সংরক্ষিত মধ্যযুগীয় শহরগুলোর মধ্যে ক্রেকাউ গোথিক চূঁড়া সমৃদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বহন করছে। আমরা একত্রে দু'জন বুদ্ধিজীবিকে দেখতে গেলাম। কমিউনিস্টরা তাঁদেরকে 'ভিন্নমতাবলম্বী' বলে আখ্যায়িত করেছিল। এঁদের একজন জার্জি টুরোইজ পঞ্চাশ বছর ধরে কমিউনিস্ট বাঁধার মুখে 'বন্ধ না করে দেয়া' পর্যন্ত একটা ক্যাথোলিক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন। অপরজন চেসল' মিলোজ মুক্তচিন্তা ও স্বাধীনভাবে কথা

www.pathagar.com

বলার অধিকার বিষয়ক 'দি সীজ অব পাওয়ার'ও 'দি ক্যাপটিভ মাইণ্ড' লিখে কমিউনিস্টদের বিরাগভাজন হন এবং ১৯৮০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আমাকে নাৎসীবাদ ও কমিউনিজমের সময় অত্যাচারিত অনেকের মুখোমুখী হতে হলো। আমি দেখলাম, ঘরভর্তি শিশুদের কাপড়-চোপড়, চশমা, জুতা, দাঁত ও মানুষের মাথার চুল নাৎসিদের অত্যাচারের সাক্ষ্য বহন করছে। লক্ষ লক্ষ শিশুদের ভবিষ্যৎ কি নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে ভেবে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রেল পথ ধরে গ্যাস চেম্বারের দিকে যেতে যেতে গাইড জানালো যে, মিত্র বাহিনী পোল্যাণ্ড মুক্ত করার প্রাক্কালে নাৎসীরা অত্যাচারের প্রমাণ নষ্ট করার জন্য ডিনামাইট দিয়ে মানুষ পোড়ানোর জায়গাটা উড়িয়ে দেয়।

আমার বয়স যখন দশ বছরের মত, আমি বাবার সাথে আমাদের বাড়ির কাছে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম। রেস্টুরেন্টের মালিকের হাতে উল্কি করে নম্বর দেয়া দেখে এ বিষয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে বাবা জানালো যে, ওই ভদ্রলোক যুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধবন্ধী ছিলেন। ইহুদী বলে তার হাতে নাৎসীরা এই রকম চিহ্ন দিয়ে দিয়েছিল এবং গ্যাস চেম্বারে নিয়ে মেরে ফেলতো। ঘটনাক্রমে তিনি বেঁচে গেছেন। আমি জানতাম আমার দাদীর স্বামী ম্যাক্স রোজেনবার্গ ইহুদী ছিলেন, আমি আতঙ্কিত হয়েছিলাম এইভেবে যে, শুধু ধর্মের কারণে তার মতো কেউ না কেউ খুন হয়েছেন।

রোনাল্ড এস. লডার ফাউণ্ডেশন ইহুদী কমিউনিটি সেন্টারে একটা মিটিং এ বিশজন লোককে দেখলাম, যাঁরা অতি সম্প্রতি জেনেছেন যে, তাঁরা ইহুদী। পঞ্চাশ বছরের এক লোককে দেখলাম, বিভীষিকা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার আসল মা অন্য এক মহিলার কাছে তাকে দিয়েছিলেন, এই পালিকা মাকে সে মা বলে জানে। একটা অল্পবয়স্কা মেয়ে পরে জেনেছে যে, তার নানা-নানী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যাবার ভয়ে তাদের ইহুদী পরিচয় গোপন করে সারাজীবন কাটিয়েছেন, এখন এই বালিকাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে ইহুদী কিনা। পুনরায় ফিরতি সফরে ১৯৯৯ সালে আমি এই ফাউন্ডেশনে গেছি, পোল্যাণ্ডে ইহুদিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে। পোল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে আমার বক্তৃতা সম্পর্কিত সংবাদ ফলাও করে প্রকাশের ফলে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদীরা ফাউন্ডেশনে যোগাযোগ শুরু করে। আমার সফরের পূর্বে তাদের অনেকেই মনে করত একমাত্র তারাই পোল্যাণ্ডে বসবাসকারী ইহুদী।

চেক রিপাবলিক সফরের সময় ম্যাডেলিন অলব্রাইটের সাথে আমার দেখা হয়। তাঁরও ওই একই রকম অভিজ্ঞতা। তিনি ক্যাথলিক পরিবারে বড় হয়েছেন। তাঁর জীবনী নিয়ে গবেষণারত একজন সাংবাদিকের মাধ্যমেই প্রথমে জানতে পারেন যে তাঁর পূর্বপুরুষের তিনজনকে নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তাঁর পরিবার প্রথমে ইংল্যাণ্ডে পরে ডেনভারে অভিবাসিত হয়। তিনি তাঁর ইহুদী উত্তরাধিকারের সংবাদে চমৎকৃত হয়েছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, সন্তানদের জন্য কি পরিমাণ নিরাপত্তাজনিত দুশ্চিন্তার বোঝা তার পিতামাতাকে বইতে হয়েছে সেটা তিনি উপলব্ধি করেন।

ম্যাডেলিন ও আমি প্রেসিডেন্ট ভ্যাস্লাভ হ্যাভেলের সাথে সাক্ষাৎ করি, যিনি একাধারে নাট্যকার ও মানবাধিকার কর্মী। ভিন্নমতাবলম্বী হিসেবে বছরের পর বছর তাঁর কেটেছে জেলখানায়। ১৯৮৯ এ ভেলভেট বিপ্লবের পরে হ্যাভেল প্রথম প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

মনোনীত হন। তিন বছর পর চেকোস্লোভাকিয়া যখন স্লোভাকিয়া এবং চেক রিপাবলিক, এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়, হ্যাভেল তখন চেক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে ওয়াশিংটনে হলোকাস্ট মিউজিয়ামের অনুষ্ঠানে হ্যাভেলের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ম্যাডেলিনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ম্যাডেলিনের শৈশব কেটেছে প্রাগে, চেক ভাষায় অনর্গল বলতে পারেন। ইতোমধ্যে হ্যাভেল আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। চেহারায় লজ্জা ও জৌলুসের মিশ্রন। ১৯৯৪ সালে প্রাগ সফরের সময় হ্যাভেল বিলকে একটা স্যাক্সোফোন উপহার দেন। একটা জ্যাজ ক্লাবে গেলে হ্যাভেলের অনুরোধে ট্যামবোরাইন এর তালে তালে হ্যাভেলের সাথে বিলকে গাইতে হয়। এই নাচ-গান সিডিতেও ধারণ করা হয়। এই স্মৃতি প্রাগে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রাণবন্ত নৈশভোজের পর হ্যাভেলের সাথে হাটতে হাটতে গেলাম নগরীর পুরোনো অংশে চার্লস ব্রীজ পার হয়ে। সংগীত প্রেমী, কমবয়সী ও পর্যটকদের প্রিয় স্থান। হ্যাভেলের কারাবাসের দিনগুলোতে ব্রীজ এলাকা ভিন্নমতাবলম্বীদের মিলনস্থানে পরিণত হয়। এখানে লোকেরা নাচ গান করতো এবং কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে গোপনে সংবাদ আদান-প্রদান করতো। গানের রেকর্ড ও টেপ কেনা-বেচা করতো। গানের মধ্যে বিশেষ করে আমেরিকান রক মিউজিক, যাতে ১৯৬৮'র সোভিয়েত আক্রমণের পর বেঁচে থাকার স্বপ্ন জাগরিত হতো। ১৯৭৭ সালে ফ্র্যাঙ্ক জাপ্‌পা'রনামে প্রতিষ্ঠিত চেকোস্লোভাকিয়ান রক ব্যাণ্ড "প্লাস্টিক পিপল্ অব দি ইউনিভার্স"কে আটক করে বিচার করার বিরুদ্ধে হ্যাভেল প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। 'চ্যাপটার সাতাত্তর' শিরোনামে একটা মানবাধিকার দলিলে স্বাক্ষর করার দায়ে কঠিন সশ্রম কারাদণ্ড হলে বেঁচে থাকার জন্য তিনি তাঁর সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে কারাভ্যন্তর থেকে তাঁর প্রয়াত পত্নী ওলগাকে লেখা চিঠিপত্রের সংগ্রহ চিরায়ত ভিন্নমতাবলম্বী সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

হ্যাভেল রাজনৈতিক প্রতীকতা বিষয়ে ভালো ধারনা রাখেন। সোভিয়েত সাম্রাজ্যে কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য আমেরিকা 'রেডিও ফ্রি ইউরোপ' নামে বার্লিনে একটা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর ইউরোপে এই বেতার কেন্দ্রকে নতুন ভূমিকা—গণতন্ত্রের প্রসারের দায়িত্ব পালন করতে হবে—হ্যাভেলের এই যুক্তি বিল ও কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে এবং ১৯৯৪ সালে 'রেডিও ফ্রি ইউরোপে'র সদর দপ্তর প্রাগে স্নানান্তর করা হয়। ১৯৬৮ সালে আক্রমণের সময় 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য সোভিয়েত ট্যাংকগুলো যেখানে রাখা হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক ওয়েনসলাস স্কোয়ারে অবস্থিত পুরোনো সোভিয়েত ধরনের পার্লামেন্ট ভবনে 'রেডিও ফ্রি ইউরোপ' এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হলো।

৪ঠা জুলাই আমি 'রেডিও ফ্রি ইউরোপ'এ ভাষণ দিলাম। ভাষণে আমি এই রেডিও ফ্রি ইউরোপে'র বিপ্লব পূর্ব ভূমিকার প্রশংসা করলাম। এবং হ্যাভেলের বিশ্বায়নের অন্ধকার দিক ও সংস্কৃতির একাকার সম্পর্কে সতর্কবাণীতে উৎসাহিত হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ঐক্য, যা একুশ শতকের অপরিহার্য্য প্রশ্নাবলীর সমাধানে সহায়ক হবে' বলে আশাবাদী বক্তব্য রাখলাম।

আমি বল্লাম যে গণতন্ত্র হচ্ছে একটা চলমান কাজ, একটা হচ্ছে আমাদের নিজ জাতি, দু'শো বছরেরও বেশী সময় ধরে চেষ্টা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত পূর্ণতা আসেনি।

www.pathagar.com

একটা মুক্ত সমাজ তৈরী করা ও টিকিয়ে রাখা অনেকটা তিন পায়া ওয়ালা টুলের মত। এক পায়া হচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক সরকার, দ্বিতীয়টা হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং তৃতীয়টা হচ্ছে সিভিল সমাজ-অর্থাৎ বিভিন্ন নাগরিক সমিতি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ, বেসরকারী সংস্থা এবং নাগরিকের নিজস্ব কাজকর্ম, সব মিলে গণতান্ত্রিক জীবনের অলঙ্করণ। সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে জনগণের হৃদয়ে, মনে ও নিত্যদিনের কাজকর্মে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্বাধীন নির্বাচন ও মুক্ত বাজারের মতই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সিভিল সমাজ।

আমি ম্যাডেলিনের কাছে শোনা এই ঘটনাটা বলে আমার ভাষণ শেষ করলাম। ম্যাডেলিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ৫০ বর্ষ পালন উপলক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে পশ্চিম চেক রিপাবলিকের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করেন যে, রাস্তার পাশে দন্ডায়মান জনগণ আটচল্লিশটি তারকা বিশিষ্ট পতাকা উড়িয়ে ম্যাডেলিনকে স্বাগতম জানাচ্ছে। এই পতাকাগুলো আমেরিকান সৈন্যরা অর্ধ-শতাব্দী আগে ফেলে গিয়েছিল এবং চেক জনগণ সোভিয়েত দখলদায়িত্বের পুরোটা সময় এগুলো সংরক্ষণ করেছে এই বিশ্বাসে যে একদিন স্বাধীনতা আসবেই।

১৯৯৫ সালে চীনে জাতিসংঘ নারী সম্মেলনে অংশ নেয়ার পর থেকে ম্যাডেলিনের সাথে আমার সময়টা খুব আনন্দে কেটেছে। তিনি এবং আমি বেইজিং ঘোষণা ও আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতিতে নারী সম্পর্কিত বিষয়াদি ও সমাজ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে একমত হয়ে কাজ করার সংকল্প করেছিলাম। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাবার পর আমরা নিয়মিত একত্রে দুপুরের খাবার ৮ম তলার বিদেশ দপ্তরে তাঁর ব্যক্তিগত খাবার ঘরে সেরে নিতাম। সাথে থাকতেন তাঁর মুখ্য সচিব এলেন শোকাস ও মেলানী।

ম্যাডেলিনের সংগে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাগে একত্রে তিন দিন কাটাবার ফলে এই সম্পর্ক আরো গভীর হয়।

ম্যাডেলিনের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতা কত বেশী তা এক মুহূর্তের স্মৃতি হয়ে রইল। প্রধানমন্ত্রী ভাস্লাভ ক্লসের সাথে সাক্ষাতের পূর্বমুহূর্তে কিছু গোপনীয় কুটনৈতিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়লো। কিন্তু কোন নিরিবিলি জায়গা খুঁজে না পেয়ে তিনি আচমকা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন দরজার দিকে। পরে টের পেলাম, আমরা একটা মহিলা বিশ্রামাগারে এসেছি। চমৎকার এমনই জায়গা পাওয়া গেল যে, দু'জন মহিলার ব্যক্তিগত আলোপের একমাত্র সুযোগ্য জায়গা।

স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাটিস্লাভোতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির মেসিয়ারের সাথে এক বৈঠকের প্রাককালে কতিপয় এন.জি.ও প্রতিনিধি আমাকে অনুরোধ করেন যে, তাদের একটা সমাবেশে যেন আমি উপস্থিত হই, যাতে প্রধানমন্ত্রী মেসিয়ারের এন.জি.ও বিরোধী মনোভাব দূরীভূত হয়। কনসার্ট হলে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে অংশগ্রহণকারীগণ আমার উপস্থিতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংখ্যালঘু অধিকার, পরিবেশ দূষণ, ক্রটিযুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি এবং এন.জি.ও. দের কাজকর্ম বিনাশ করার সরকারী চেষ্টাকে খোলামেলাভাবে সমালোচনা করেন।

যত বিশ্বনেতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন এমন আচরণ করেছেন যে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি: একজন রবার্ট মুগাবে, যিনি

www.pathagar.com

তার সহধর্মিনীর সাথে আমার আলাপের সময়ে অযথা হস্তক্ষেপ করেছেন এবং অপরজন মেসিয়ার, তার সাথে ঐ দিন সন্ধ্যায় সরকারী দপ্তরে আমি সাক্ষাৎ করি। তিনি একজন সাবেক মুষ্টিযোদ্ধা, বসেছিলেন ছোট সোফার একপাশে, আমি অপর পাশে। আমি মেসিয়ার কে বললাম যে আমি কনসার্ট হলে এন.জি.ও প্রতিনিধিদের কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়েছি এবং ওরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। তিনি আমার দিকে ঝুঁকে ধমকের সুরে বারবার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে বিকট আওয়াজে এন.জি.ও দের দ্বিমুখী ও রাষ্ট্রবিরোধী বলে হুঙ্কার দিলেন। বৈঠকের শেষদিকে তার ষাড়ের মত আরচণ, অসহিষ্ণু রাগান্বিত মনোভাব দেখে আমি সোফার এক কোণায় একেবারে সেঁটে গিয়েছিলাম। পরবর্তীতে এন.জি.ও গুলো এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ভোটারদের সংগঠিত করে, এর ফলে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে স্লোভাক জনগণ মেসিয়ারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

আমি যে সকল দেশ সফর করলাম, সে সব দেশে আমার আলোচনার বিষয় ছিল ন্যাটোতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কী হতে পারে এবং হাঙ্গেরীর প্রধানমন্ত্রী গীলা হর্ণ এর সাথে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ ন্যাটোর সম্ভাবনা নিয়ে কথা বললাম। আমি ন্যাটোর সম্প্রসারণের পক্ষে কথা বলেছি এবং সেভাবেই আমি অন্যদের দ্বারা উৎসাহিত হতে চেয়েছি। আমি হাঙ্গেরীর প্রেসিডেন্ট আরপাদ গঞ্জ এর সাথেও সাক্ষাৎ করেছি। গণতন্ত্রে উত্তরণের এই সময়ে হাঙ্গেরীর জনগণ তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে। গঞ্জ আমাকে এক বিশাল বাসগৃহে অভ্যর্থনা জানানোর সময়ে বললেন যে তিনি বুঝতে পারছেন না, এতগুলো ঘর নিয়ে তিনি কি করবেন। "এখানে আমি আর আমার স্ত্রী থাকি" তিনি বললেন। "আমরা শুধু একটা শয়নকক্ষ ব্যবহার করি। আমাদের উচিৎ আরও অনেককে ডেকে এনে এখানে থাকতে দেয়া।" গঞ্জ, দেখতে অনেকটা সেন্ট নিকোলাস এর মতো, মাথায় সাদা চুল এবং কৌতুকপ্রিয়। বলকান বিষয়ে কথা উঠলেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব নিয়ে দীর্ঘদিন যে সংগ্রাম ইউরোপ তথা পশ্চিমারা করছে, তার কণ্ঠে নেই একই আশংকা প্রকাশ পেল। তিনি ইসলামিক চরমপন্থীদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন এবং যুক্তি দেখালেন যে, ষোড়শ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্য যেমন বুদাপেস্টের দোড়গোঁড়ায় এসে গিয়েছিল, তেমনি মুসলমান মৌলবাদীরা যারা বর্তমান গণতন্ত্রের অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং অন্যের ধর্মবিশ্বাস ও নারী স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করছে, তারা একইরকম সম্প্রসারণবাদী অস্থিরতায় ভুগছে।

আমি যেখানেই গেছি আমার চারপাশে ছিল নিরাপত্তা রক্ষীরা, কিন্তু বুদাপেস্টে বিখ্যাত বুন্ডেল'স রেস্টুরেন্টে ব্যতিক্রমী পরিবেশে উদ্যানের মধ্যে জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলোয় বেহালার বাদ্য শুনতে শুনতে খাওয়া সারলাম। এবং একটা ঝলমলে বিকেলে স্বাধীনভাবে পায়ে হেঁটে কয়েক ঘণ্টা ধরে পুরোনো নগরীটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আমার সঙ্গীরা, মেলানী, লিসা, কেলি এবং একজন নাক উঁচু মহিলা পর্যটকের ছদ্মবেশে আমার চারপাশে ছিল। আমার সঙ্গী একমাত্র নিরাপত্তারক্ষী বব ম্যাকডোনাগও একই কাজ করেছে। হাঙ্গেরীয়ান সরকারের পীড়াপীড়িতে দু'জন ছদ্মবেশী নিরাপত্তারক্ষী রাখতে হয়েছে। রাস্তার ওপার থেকে একজন আমেরিকান পর্যটক আমাকে দেখে ফেলে 'হায়, হিলারি' বলে উঠলো। অমনি আশপাশের লোকজন অসহিষ্ণু অভিবাদন দিতে শুরু করলো। আমি হাত নেড়ে 'হ্যালো' বলে আরো কয়েকঘণ্টা হেঁটে চললাম।

www.pathagar.com

পরে একটি আমেরিকান দম্পতির অনুরোধে তাদের সাথে ছবির জন্য পোজ দিতে হল। ভদ্রলোক বসনিয়ায় কর্মরত, একজন সৈনিক। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বলতে চাইলেন, 'মন্দের ভালো।' তিনি আমেরিকান ঢঙে যা বোঝাতে চাইলেন তাতে আমার প্রেসিডেন্ট গঞ্জের ভয়মেশানো সতর্কবাণীর কথা মনে পড়ে গেল। একটা কন্টাকাকীর্ণ ভবিষ্যতের আশঙ্কা রয়েই গেল।

www.pathagar.com

খাবার টেবিল

আমি বড় কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের তাড়না অনুভব করতাম। ১৯৯৬ সালের ১৯ জুলাইয়ের আটলান্টার গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি যতটা ভালো হওয়ার কথা ছিল তাই হয়েছিলো। হর্ন ও সিমবালের ধ্বনির সাথে বিল খেলার উদ্বোধন করলো। তারপর অপেরার মতো করে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করা হলো যা হাজার হাজার ক্রীড়াবিদ ও দর্শকপরিপূর্ণ অলিম্পিক স্টেডিয়ামকে ছেয়ে ফেলেছিল। পারকিন্সরোগে আক্রান্ত মোহাম্মদ আলী তার ডান হাতটি শক্ত করে অলিম্পিক অগ্নিশিখায় আগুন ধরানোর জন্য একটি প্রজ্জলিত মশাল উঁচু করে ধরলেন। সারা বিশ্বের মানুষের জন্য এবং অসুস্থ মানুষের জন্য সেটা ছিল অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

এক সপ্তাহ পর সেই আনন্দোৎসব একটি ভৌতিক দৃশ্যে রূপ নিলো, যখন একটি পাইপবোমা সেন্টেনিয়াল অলিম্পিক পার্কে উচ্চশব্দে বিষ্ফোরিত হলো। দুর্ঘটনাটি ঘটলো খেলার খুব কাছে, একজন মহিলা মারা গেলেন এবং ১শ' ১১ জন মানুষ আহত হলেন। বিল বোমাবাজিকে 'সন্ত্রাসের শয়তানী কর্মকাণ্ড' হিসেবে ভর্ৎসনা করলো। পার্কের আক্রান্ত স্থানটির কাছাকাছি আমি ফুল রেখে এসেছিলাম।

বোমাবাজির জন্যে এফ.বি.আই রিচার্ড জুয়েল নামের একজন খন্ডকালীন নিরাপত্তা প্রহরীকে সন্দেহ করলো। পাইপবোমা উদ্ধার করার জন্য জুয়েলকে অবশ্য প্রথমে বীর ভাবা হয়েছিল। এবং সে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে খন্ডন করার চেষ্টা করছিল। দীর্ঘ একমাসব্যাপী দিনের প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ধরেই সে মিডিয়া দখল করে রাখলো। পরিশেষে অক্টোবরের শেষ দিকে জুয়েলকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়া হলো এবং বোমাবাজির জন্য ইরিক রুডল্ফ যুক্ত ছিলো বলে প্রমাণিত হলো। ইরিক হলো গর্ভপাত বিরোধী কট্টর কর্মী এবং দাবী করা হয় যে, সে এ্যাপালাচিয়ান জনমানবহীন প্রান্তরে পালিয়ে গিয়েছিলো এবং কখনও ধরা পড়েনি।

অলিম্পিকের বোমাবাজি গ্রীষ্মকালটিকে অস্থির করে তুললো, যার সাথে আরো কিছু মর্মান্তিক ঘটনাবলী যুক্ত হলো। তার একটি হলো ফ্লাইট-৮০০ ভূপাতিত হবার ঘটনা। এই যাত্রীবাহী বিমানটি নিউইয়র্কের কেনেডি বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর আটলান্টিকে নিমজ্জিত হয়। আরেকটি দুর্ঘটনা হলো সৌদি আরবের খোবার টাওয়ারে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর স্থাপনাতে সন্ত্রাসী হামলা, যার ফলে উনিশজন আমেরিকান মারা গেলো।

বিল বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিপদসংকেত শুনতে পেয়েছিল। আশির দশকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা হয়নি, যদিও সেই দশকে

www.pathagar.com

পাঁচশ'রও বেশি আমেরিকান সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নিহত হয়। ১৯৯৩ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও ১৯৯৫ সালের ওকলাহোমা শহরের বোমাবাজি বিলের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে প্রায়শই জনসম্মুখে ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বলতে শুরু করলো, সহজ চলাচল ব্যবস্থা, উন্মুক্ত বর্ডার এবং প্রযুক্তি কীভাবে সন্ত্রাসীদের প্রতিহিংসা কার্যকর করতে ও ভয় দেখাতে নতুন নতুন সুযোগ করে দিচ্ছে। সে এই বিষয়ে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলো এবং কেমিক্যাল ও বায়োলজিকাল যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করা শুরু করলো। সেই বৈঠকগুলোর কথা আমাকে বলার জন্য সে প্রায়শই বাসায় চলে আসতো। সে যতই এ বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করছিল, ততই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। ১৯৯৫ সালে সন্ত্রাস-বিরোধী একটি পূর্ণাঙ্গ আইন সে কংগ্রেসে পাঠালো, যেখানে ছিল সন্ত্রাসীদের বিচারকার্যের জন্য আইনকে আরো কঠিন করা, যে সমস্ত চাঁদার অর্থ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বা প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঠানো হয় সেগুলো বন্ধ করে দেয়া, এবং বায়োলজিকাল ও কেমিক্যাল অস্ত্র বানানোর রসদের উপর আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। ১৯৯৬ সালে আইনটি পাশ হলো, তবে সেখান থেকে মুল বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে দেয়া হলো। তাই বর্ধিত তহবিল ও টেলিফোনের কথাবার্তা গোপনে শোনার/ রেকর্ড করার ব্যবস্থা এবং কেমিক্যাল সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াসহ এই আইন কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতার জন্য বিল পুনরায় কংগ্রেসের শরণাপন্ন হলো। তবে সে যেসব কার্যক্রম চাইছিল তার প্রতি জনগণের নজর বা মূল কংগ্রেশনাল সাপোর্ট পাওয়া কঠিন ছিল।

গ্রীস্মকালীন রাজনৈতিক সম্মেলনের আগে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান উভয়ের এজেন্ডাতে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো প্রাধান্য পেলো। রিপাবলিকানরা তাদের প্রচলিত বিষয়গুলো নিয়ে হাতুড়ি পেটা শুরু করলো, তারা বড় ধরনের খরচ ও 'সোসাল ইঞ্জিনিয়ারিং' (সমাজকল্যাণ, গর্ভপাতের অধিকার, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ রক্ষা) বন্ধ করে দিতে চায়। অথচ বিলের পুনঃনির্বাচনের প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুই ছিল সরকারী নীতিমালা কেন্দ্রিক, যেগুলো বিলের মতে, সমাজ গঠনে সাহায্য করবে, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করবে, দায়িত্ব বাড়াবে এবং সাহসী উদ্যোগকে পুরস্কৃত করবে।

আমি ভাবছিলাম, আমার ধ্যান-ধারণাগুলো কীভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং জনগণের চাহিদার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায়। অগণিত পরিবারের লোকেরা (আমার পরিবারসহ) স্কুল বা কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে তাদের দিনের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করে, বিশেষ করে প্রায়শই খাবার টেবিলের চারপাশে বসে কথাবার্তা বলে। আমি ডেমোক্র্যাটিক দলের ইস্যুগুলোকে 'খাবার টেবিলের ইস্যু' বলে বর্ণনা করতে শুরু করলাম, যা প্রচারকার্যে স্লোগান হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু খাবার টেবিলের আলোচনাকে ওয়াশিংটনের কিছু কিছু পন্ডিত 'রাজনীতির মেয়েলীকরণ' বলে উপহাস শুরু করলো। এমনকি তারা এটাকে পারিবারিক ছুটি বা বৃদ্ধাদের বর্ধিত ম্যামোগ্রাম কভারেজ বা বাচ্চা প্রসবের পর মা'দের পর্যাপ্ত সময় হাসপাতালে থাকার মতো তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত করার চেষ্টা করতে লাগলো। সেটাকে মাথায় রেখে আমি আমার নিজের কথাটাকে ঘুরিয়ে দিলাম- 'রাজনীতির মানবীয়করণ'- যাতে ধারণাটি নিয়ে জনগণের সামনে এগুনো যায়। এবং খাবার টেবিলের বিষয়টি কেবল মেয়েদেরকে নয়, সবাইকেই যেন ভাবায়।

১৯৯২ সালে বিল তার নির্বাচনী প্রচারণায় যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তার মধ্যে ১৯৯৬ সালের ভেতর বিল জাতীয় ঘাটতি কমিয়ে অর্ধেক করে ফেললো, দ্রুত

www.pathagar.com

বর্ধনশীল অর্থনীতি যা এক কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করলো, তার প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো, দেড়কোটি স্বল্পআয়ের শ্রমিকের ট্যাক্স কমিয়ে দিলো, শ্রমিকরা চাকরীচ্যুত হলেও তাদের স্বাস্থ্যবীমা রক্ষার ব্যবস্থা করে দিলো এবং শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতনও বাড়িয়ে দিল। জাতীয় দত্তক আইনের পুনর্বিন্যাসেও আমরা অনেকটা সফল হলাম, যেমন যে মাতা-পিতা একটি শিশুকে দত্তক হিসেবে লালন-পালন করবে তারা পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত ট্যাক্স মওকুফ পাবে এবং যে সকল দত্তক শিশুর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন তাদের জন্য ছয় হাজার ডলার পর্যন্ত ট্যাক্স মওকুফ পাবে; এবং জাতি, বর্ণ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে দত্তক অস্বীকৃতি বা বিলম্বিতকরণ বন্ধ করা হলো। আইনের ছাত্রী হিসেবে যখন থেকে আমি পালিত শিশুদের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছি, সেদিন থেকেই আমি আশায় ছিলাম যে একদিন পালিত শিশুরাও স্থায়ী, ভালোবাসায় পূর্ণ একটি পরিবার পাবে। এই সকল নতুন ব্যবস্থা তাতে কিছুটা সাহায্য করেছিল, যদিও আমি জানতাম আরো অনেক কিছু করার আছে। ১৯৯৬ সালে আমি দত্তক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে হোয়াইট হাউজে সিরিজ আকারে বৈঠক করি এবং 'দত্তক ও নিরাপদ পরিবার আইন ১৯৯৭'-এর নীলনকশা ঠিক করে দেই। এই আইনের ফলে, প্রথমবারের মতো কোনও শিশুকে পালনকেন্দ্র থেকে স্থায়ী দত্তক পরিবারে নিয়ে গেলে রাষ্ট্র আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করলো।

এদিকে ষাট বছরের পুরনো সমাজকল্যাণ ব্যবস্থারও মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিলো। বিল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, এটাকে পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং হোয়াইট হাউজের মাসের পর মাস কেটে গেল জটিলতা দেন-দরবার ও কুটিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মেটাতে। রিপাবলিকানরা জানতো জনকল্যাণ সংস্কারকে জনগণ জোরালো সমর্থন দেবে এবং তারা আশায় ছিলো যে বিলকে দিয়ে তারা লাখ লাখ দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের জরুরি প্রয়োজন অস্বীকার করে নারী ও শিশুদের জন্য একটি বিল পাশ করাবে, অথবা আসন্ন নির্বাচনে বিলের বিরুদ্ধে তাদের যেসব উস্কানিমূলক প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে বিলকে দিয়ে ভেটো প্রয়োগের ব্যবস্থা করবে। বস্তুত জনকল্যাণ সংস্কার বিষয়টি বিলের জন্য সাফল্য নিয়ে এল। আমি জোরালোভাবে প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে বললাম, যদিও জনকল্যাণ সংস্কারে আমার সমর্থনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চড়া মূল্য দিতে হলো।

আমেরিকায় প্রথম সমাজকল্যাণ কার্যক্রম চালু হয় সেই ১৯৩০ সালের দিকে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সন্তানসহ বিধবা নারীদের যখন আর কাজে প্রবেশের সুযোগ থাকে না, তাদেরকে সাহায্য করা। মধ্য-৭০-এর দিকে অবিবাহিত মায়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এবং আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে সমাজকল্যাণের সুফল ভোগ করছে, এমন মানুষের মধ্যে অবিবাহিত মা'দের হার সংখ্যাধিক্য হয়ে গেলো। তাদের বেশিরভাগই হলো অল্পশিক্ষিত ও স্বল্পকাজের অভিজ্ঞতার নারী। যদিও বা তারা কোনও একটি কাজ যোগাড় করে নিতে পারে, তারপরেও সেই টাকায় তাদের দারিদ্র ঘুচে না কিংবা সন্তানসহ স্বাস্থ্য-বীমা করার সামর্থ্য থাকে না। তাই তাদের জন্য সমাজকল্যাণ ছেড়ে কাজে যাওয়ার কিছুটা অসুবিধা ছিল। তাই ঘরে বসে সমাজকল্যাণের সাহায্য নেয়াটা স্বল্পকালের জন্য অনেকের কাছেই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছিল। এবং এটা স্থায়ীভাবে একটি সমাজকল্যাণভোগী শ্রেণী তৈরি করে ফেলছিল, যা ট্যাক্স প্রদানকারীদের বিশেষ করে স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মাতা-পিতাদের মাঝে অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছিল।

www.pathagar.com

১

১. নেব্রাস্কার সাউথ সিউক্স সিটির সাত বৎসর বয়সী রাইয়ান মুর আমাদের এতটা উৎসাহিত করেছিল যে, তাঁর একটি বিশাল ছবি হিলারিল্যান্ড অফিসের দেয়ালে আমরা টানিয়ে রেখেছিলাম। আমরা একটি পরিকল্পনা করতে চেয়েছিলাম যার মাধ্যমে অভিভাবকের আর্থিক এবং বীমা অবস্থা যেমনই থাকুক, প্রত্যেকটি শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।

২. ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, প্রথমবারের মত একজন ফার্স্টলেডীকে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিধান সমন্ধীয় প্রস্তাবের প্রধান সাক্ষী করা হয়েছিল। আমি আমার বক্তব্যে জনগণের স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছিলাম। আমার বক্তব্য যে মানুষের কাছে এতটা প্রশংসিত হবে, তা ছিল আমার ধারণার বাইরে।

২

www.pathagar.com

৩

৩. স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও জ্ঞান অর্জন এবং সংস্কার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য আমি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে জনগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বেড়ে যাওয়া স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সম্বন্ধে জানতে পারি। প্রেসিডেন্ট রিগানের নিয়োগকৃত সার্জন জেনারেল ডাঃ কুপ ব্যাপক সহযোগিতা করেন। তিনি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সংস্কারের সমর্থনে কিছু কঠিন বাস্তবতার কথা তুলে ধরেন।

৪

৪. জেমস্ করভিল, আমাদের বন্ধু এবং উপদেষ্টা, আমেরিকার রাজনীতিতে কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং তিনি আমাকে বেশ আনন্দ দিতে পারতেন।

৫

৫. ১৯৯৪ সালে গ্রিডিরন নৈশভোজে আমরা সংস্কার বিরোধী টেলিভিশন অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেই, যেখানে বিল 'হ্যারি' ও আমি 'লুইস' চরিত্রে রূপ দেই। আল ফ্রাঙ্কেন ও ম্যানডি গ্রুনওয়াল্ড এতে আমাদের সাহায্য করে এবং আমরা দারুন উপভোগ করি।

৬

৬. মুক্তিকামী, যারা ষাটের দশকের প্রথমদিকে বাসে করে দক্ষিণাঞ্চলে জনকল্যাণমুখী প্রচারণা চালাতেন, তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারবাদীরা ১৯৯৪ সালে একটি দেশব্যাপী বাস ভ্রমণের আয়োজন করে। সিয়াটলে আমার নিরাপত্তা বিষয়ে গোয়েন্দা সংস্থা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

৭

৭. হোয়াইট হাউজের সাউথ লনে 'হেলথ্ সিকিউরিটি এক্সপ্রেস' - এর সংস্কারবাদীরা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। যখনই দেখেছি বিলকে কারও সমস্যা অনুভব করতে, তার প্রতি আমি নতুন করে ভালোবাসা অনুভব করেছি।

www.pathagar.com

৮

৯

১০

৮, ৯ ও ১০. হিলারিল্যান্ড সদস্যরা আমার ৪৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আকস্মিক পার্টির আয়োজন করে। আমি আমার প্রিয় ফার্স্টলেডী ডলি ম্যাডিসন-এর মত কালো পরচুলা ও হুপস্কার্ট পরেছিলাম। আমি পরে আরেকটি পার্টিতে আরেকজন ডলি - পার্টনের মত পঞ্চাশ দশকের ভাবধারণায় চুল বেঁধেছিলাম।

১১

১১. কেউ কখনও ভার্জিনিয়া ক্যাসিডি ক্লিনটন ডায়ের - এর সাথে সময় কাটিয়ে থাকলে জানতে পারতেন তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত আমেরিকান - মহানুভব, হাস্যরসিক ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমরা আমাদের মতপার্থক্যকে সম্মান করেছি এবং দেরীতে হলেও এটি আমাদের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে ।

১২, ১৩, ১৪, ১৫. ক্যাম্প ডেভিড ছিল একমাত্র স্থান, যেখানে সত্যিকার অর্থে আমরা অবকাশ যাপন করতে পারতাম, যেমনটি আমরা একবার লিজা এস্‌লে এবং ডিক কেলীর সাথে আরকানসাসের গভর্নর ম্যানসনে কাটিয়েছিলাম। বিলের ভাই রজার ছুটির দিনে তার ছেলে টাইলারকে আর আমার ভাই টনি তার ছেলে জ্যাকারিকে নিয়ে আসতো। টাইলার আর জ্যাকারির ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। হিউ আর তার স্ত্রীও মাঝে মাঝে আসতো।

১২

১৩

১৪

১৫

www.pathagar.com

১৬

১৭

১৬, ১৭. হ্যারেল্ড ইক্‌স, যিনি ছিলেন একজন বন্ধু এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, উপপ্রধান হিসেবে প্রশাসনে যোগ দেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাকে 'হোয়াইট ওয়াটার রেসপন্স টিম' গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি আমাকে সিনেট নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। আমি সম্মতি জ্ঞাপন করলে মার্ক পেন সিনেট নির্বাচনের দায়িত্ব নেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দেন, যেমনটি তিনি আমার স্বামীর জন্য করেছিলেন।

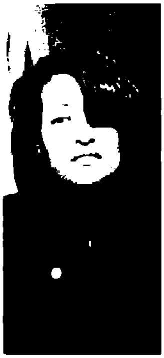

১৮

১৯

২০

১৮, ১৯, ২০. 'হোয়াইট ওয়াটার' বিষয়টি আমাদের জীবনে সীমাহীন তদন্তের অবতারনা করে। এর ফলে প্রায় ৭০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় এবং অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ডেভিড কেন্ডাল ছিলেন আমাদের ব্যক্তিগত কৌশলী এবং সহযোগী হিসেবে আরও ছিলেন শেরিল মিলস্ ও নিকোল সেলিগম্যান।

২১. বব বার্নেট, একজন আইনবিদ ও বন্ধু, সুসময়-দুঃসময় সর্বদা আমাদের আইন বিষয়ে সহায়তা করে গেছেন।

২১

২২

২২. সিড বুমেনথল্ আমাকে ব্রিটেনের ভাবী প্রধানমন্ত্রী টনি বেয়ারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি জানতেন আমরা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ভাবে তার মিত্র হব।

২৩

২৩. ১৯৯৪ - এর এপ্রিলের শেষের দিকে গণমাধ্যম 'হোয়াইট ওয়াটার' বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়েছিল এটাই সময় তারা যা চায় তা দেবার - আমাকে। যদিও আমি সেদিন খেয়ালবশতঃ পোষাক পরেছিলাম, কিন্তু ৬৮ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি ইতিহাসে "পিংক প্রেস কনফারেন্স" নামে পরিচিত থাকবে।

২৪

২৪. আমার লিখিত 'ইট টেক্‌স এ ভিলেজ' বইটির প্রচ্ছদটি হিলারিল্যান্ড স্বেচ্ছাসেবী ফিলিস ফিনিস্‌ক্রিবারের একটি উপহার। আমি এই বই বিক্রির সমস্ত অর্থ শিশুদের কল্যাণে দান করে দিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

২৫

২৬

২৫. ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী রবিন দৃঢ়তার এক নতুন দিক উন্মোচন করেন। বিল তাকে বন্ধু ও পিতৃতুল্য মনে করতেন। তার পত্নী লিয়াহ্ শক্তি ও মেধার স্ফুরণ ঘটান।

২৬. সম্রাট আকিহিতো ও সম্রাজ্ঞী মিচিকো হোয়াইট হাউজে আসেন। আমার দেখা মানুষদের মধ্যে সম্রাজ্ঞী ছিলেন একজন দারুণ আকর্ষণীয় ব্যক্তি।

২৭

২৭. জীবিত সাতজন ফার্স্টলেডীর মধ্যে সাতজন আমেরিকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসেন। জ্যাকির অনুপস্থিতি আমাকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে। পরবর্তী মাসেই তার মৃত্যু হয়।

২৮

২৮. এক রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে আমার সাথে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিনের প্রথম দেখা হয়। তিনি খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে বিরামহীনভাবে বলে যাচ্ছিলেন যে, রেড ওয়াইন রাশিয়ার নাবিকদের পারমাণবিক ডুবোজাহাজে স্ট্রোনটিয়াম ৯০ থেকে রক্ষা করেছে।

২৯

২৯. নেলসন ম্যান্ডেলা আর চেলসির সাথে এক বিশেষ বন্ধন গড়ে উঠেছিল। চেলসি তার জীবনী পড়তো। ১৯৯৭ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে ম্যান্ডেলার সাথে দেখা হলো তিনি রুবেন আইল্যান্ডে তার জেলখানা দেখালেন এবং তার আটককারীদের ক্ষমা প্রদর্শনের কথা বললেন। ওয়াশিংটনে থাকাকালীন আমি এতটাই বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হয়েছিলাম যে, এখানে এসে আমি স্বস্তি বোধ করলাম।

৩০. যখন দেখা গেল প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ভীষণভাবে তদন্তের সম্মুখীন, বিল তখনও সরকারী কাজ চালোনায় রত থাকতো। ১৯৯৪-এ জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিল ১৯৯৬ সালে পুনর্নির্বাচিত হবে। কিন্তু তখন তার এই ধারণার সমর্থনে আমেরিকার জনমত শক্তিশালী ছিল না। তার ভবিষ্যদ্বাণী আমাকে পরবর্তীতে অবাক করেছিল।

৩০

৩১. বেইজিং -এ ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের চতুর্থ নারী সম্মেলনে আমাকে আমেরিকান দলের সম্মানজনক প্রধান করা হয়। আমার বক্তৃতায় এটাই প্রকাশিত হয়েছিল যে, নারী অধিকার মানবাধিকার।

৩১

৩২

৩২. গিংরিচ অভিযোগ করেছিল যে, প্রধানমন্ত্রী রবিনের অন্তেষ্টিক্রিয়া শেষে ফেরার পথে এয়ার ফোর্স ওয়ানে বিল তাকে উপহাস করেছিল। কিন্তু তখনকার সিনেটে নেতা বব ডোলের কাছে তা প্রমাণিত হয়নি।

www.pathagar.com

৩৩

৩৩. মধ্যবর্তী নির্বাচনে দুঃখজনক ফলাফলের পরবর্তী সপ্তাহগুলো আমার হোয়াইট হাউজের আট বৎসরের জীবনে সব চাইতে খারাপ সময়। আমি জানি, মানুষ বলতো এটা হিলারির ব্যর্থতা। তার স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনার জন্যই আমরা হেরে গিয়েছি। আমি আবার প্রিয় ইলিনর রুজভেল্টের কাছে উৎসাহের জন্য যাই।

৩৪

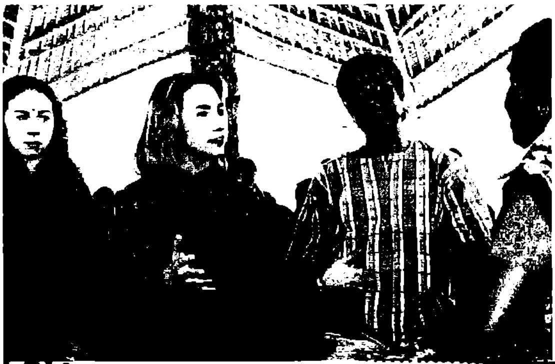

৩৫

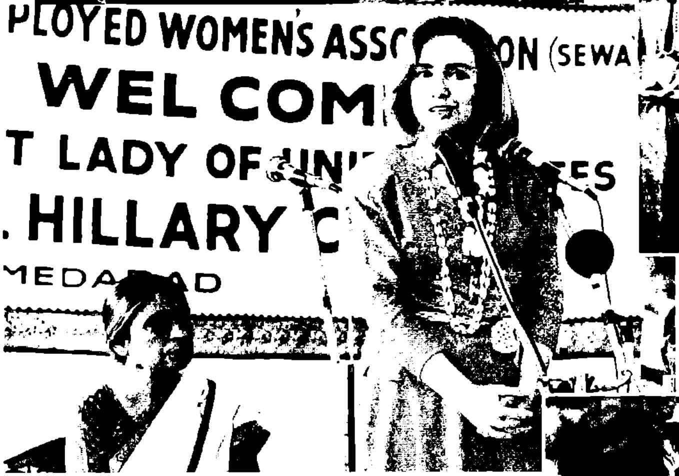

৩৬

৩৭

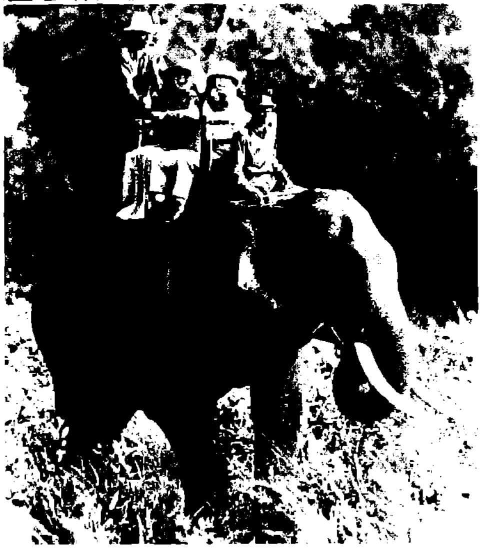

৩৪, ৩৫,৩৬, ৩৭. স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাকে দক্ষিণ এশিয়া সফরে পাঠালে আমি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিতে নারীদের অপরিহার্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করি। চেলসির উপস্থিতি কন্যাদের তাৎপর্য বহন করে এবং আমি তার শৈশবের শেষ দিনগুলোর অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। আমরা বাংলাদেশের ড. মুহাম্মদ ইউনূস (উপরে), ভারতের ইলা ভাট (মধ্যে) এবং পাকিস্তানের বেনজির ভূট্টোর (মধ্য ডানে) সাথে দেখা করি। চেলসি এবং আমি নেপালে হাতির পিঠে চড়ে এক রোমাঞ্চকর ভ্রমণে বের হই।

www.pathagar.com

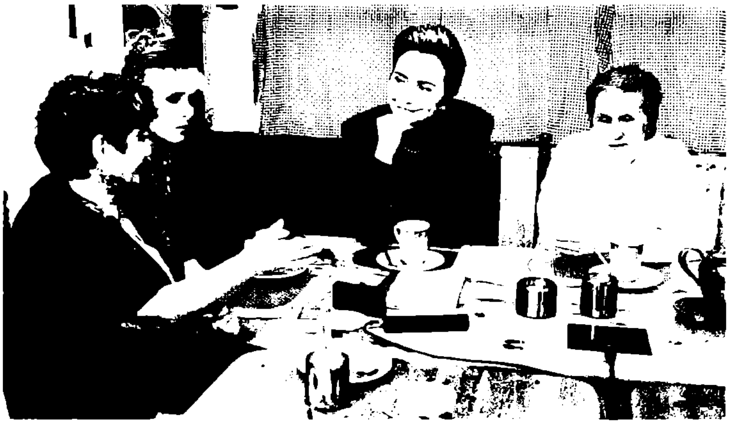

৩৮. বিলের আট বছরের শাসনকালে যে সবস্থানে আমরা গিয়েছি, তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল আয়ারল্যান্ড। আমি বেলফাস্টের 'ট্র্যাডিশনাল ফিস্ এন্ড চিপস্' রেষ্টুরেন্টে শান্তিকর্মী জোয়ান ম্যাক্‌কারটেনের (ডানে) সাথে পরিচিতি হই। তিনি বলেন নারীদেরকেই নারী অধিকার সম্পর্কে পুরুষের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে।

৩৮

৩৯

৪০. আমি মনে হয় প্রথম, যে প্রেসিডেন্ট-পত্নী হয়ে গ্র্যান্ড জুরির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু আমি তা নিজ থেকেই করেছি।

৪০

৩৯. বিল ও আমি আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও জ্যাক শিরাক ও বারনাডেট শিরাকের সাথে আমরা একসাথে কাজ করেছি। বারনাডেট ছিলেন একমাত্র রাষ্ট্রপতি-পত্নী, যিনি নিজ যোগ্যতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমি তার স্বতন্ত্র ভূমিকার জন্য ভীষণভাবে আন্দোলিত হয়েছি।

৪১. আমি প্রথম ১৯৯৬ সালে ডেইটন শান্তিচুক্তি প্রচারে বস্‌নিয়া-হারজেগোভিনা যাই। আমি দ্বিতীয় ফার্স্টলেডী, যে প্রেসিডেন্ট ছাড়াই যুদ্ধক্ষেত্রে যান। আমি বরাবরের মত ইলিনর রুজভেল্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। চেলসি আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল।

৪১

www.pathagar.com

৪২

৪২. দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার পর আমার মনে হলো, আমি আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু করেছি। আর বিল ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছে।

৪৩. প্রথম যেদিন আমি চেলসিকে মিনিস্কার্টে দেখি, আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং সে পরিবর্তিত হবে বলে মনে হচ্ছিল না। আমি এক 'টিন এইজার' এর মা হিসেবে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

৪৩

৪৫

৪৪

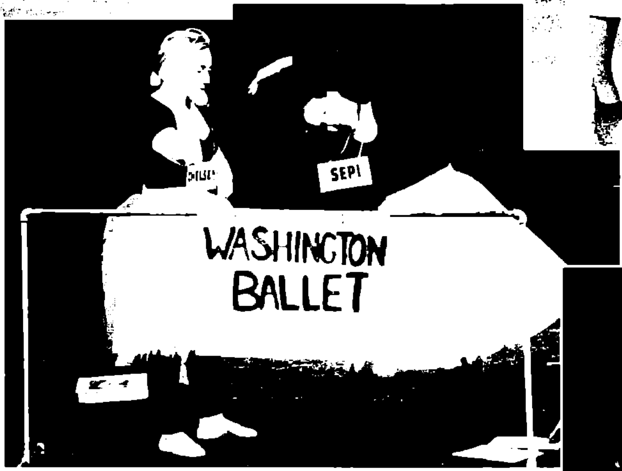

৪৬

৪৪, ৪৫, ৪৬. চেলসি আরকানসাসে পাবলিক স্কুলে পড়তো। কিন্তু ওয়াশিংটনে আমরা সাউথওয়েল ফ্রেইন্ড, একটি কোয়াকার স্কুল পছন্দ করেছিলাম, কেননা বেসরকারী স্কুলগুলো গণমাধ্যমের আওতার বাইরে থাকে।

৪৭. রান্নাঘর প্রত্যেক বাড়িরই কেন্দ্রবিন্দু এবং হোয়াইট হাউজের তৃতীয় তলা এর ব্যতিক্রম ছিল না। খাওয়ার ছোট টেবিলটি আমাদের পরিবারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেই ছোট খাবার টেবিলটিকে ঘিরেই ছিল আমাদের খাওয়া-দাওয়া, জন্মদিনের উৎসব, হাসি-কান্না, কথা-বার্তা ইত্যাদি সব কিছু।

৪৭

৪৮. একাকিত্ব ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। তাই সে সময় একটি কুকুর পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আমরা 'সাকস্'-এর সাথে আলোচনা না করেই 'বাডী'-কে রেখেছিলাম। সে বাডীকে তখন থেকেই সারা জীবনের জন্য ঘৃণা করতে লাগলো।

৪৮

৪৯

৪৯. ওয়াশিংটনে আমাদের অভিজ্ঞতার পর, আমি বুঝতে পেরেছিলাম চেলসি কেন তিন হাজার মাইল দূরের কলেজে পড়তে চায়। তার স্ট্যানফোর্ড কলেজ হোস্টেলে পৌছার সাথে সাথে আমরা বের হয়ে আসি। বিল আমাদের যাওয়ার সময় ধীর গতিতে আস্‌ছিল, আর নৈশভোজের পর ফিরে আসতে চেয়েছিল।

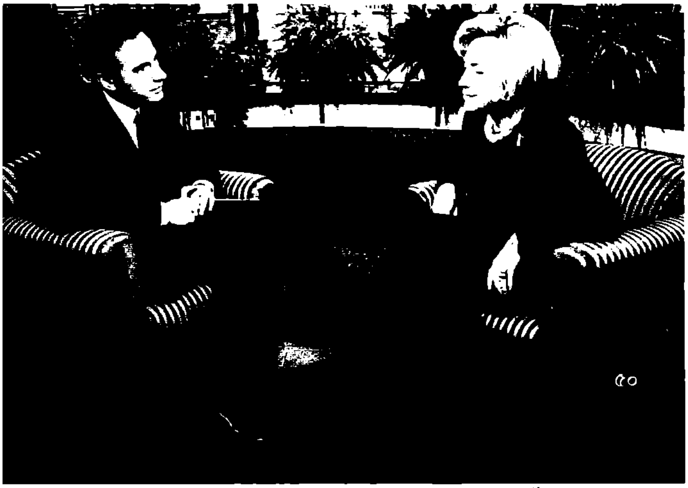

৫০

৫০. লিউনেস্কি ঘটনা জানাজানির পর 'টু-ডে' টি.ভি. শোতে আমি অংশগ্রহণ করি। আমি হয়তো বিষয়টিকে আরও সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারতাম, কিন্তু আমি উপস্থাপক ম্যাট লোয়ারকে বলেছিলাম যে, এটি একটি 'ডানপন্থী চক্রান্ত' এবং একটি নেটওয়ার্ক ও কিছু ব্যক্তি দেশের উন্নতির ধারাকে স্তিমিত করে দিতে চায়।

www.pathagar.com

৫১

৫২

৫৩

৫১, ৫২, ৫৩. আমি আমার অনুভূতি প্রকাশে বিমুখ হলেও আমার ঘনিষ্ঠজনদের সান্নিধ্য আমি ভীষণ উপভোগ করতাম। ডায়েন বেয়ার (বামে) ও তার স্বামী জিমের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয় আরকানসাসে এবং পরবর্তীতে আমি ১৯৭৪ সালে বিলের সাথে বন্ধুত্ব করি। ডায়েন আমার সাথে 'ইউনিভার্সিটি অব আরকানসাস'-এ পড়তো। এ্যান হেনরি ফেইটভিলে আমাদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনার আয়োজন করে। ভারনন এবং এ্যান জর্ডান ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ পরামর্শক।

৫৪

৫৪. টনি ও শেরী ব্লেয়ারের সাথে একাত্মতা, আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করেছিল এবং তা ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও রাজনৈতিক মৈত্রীর সৃষ্টি হয়েছিল।

৫৫

৫৬

৫৭

৫৫, ৫৬, ৫৭. বেটসি জনসন এবেলিন (মধ্যে) ছিল আমার ৬ষ্ঠ গ্রেডের বান্ধবী। সে আমাকে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াতো, কারণ আমি আমার পুরু মোটা চশমা পরতে চাইতাম না। রিকি রিকেটস্ ৯ম গ্রেডে টান দিয়ে আমার নকল চুল খুলে ফেলেছিল। আমার অনেক দিনের বান্ধবী সুজ্যান থমাসেস্ বিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানে সহায়তা দেয়।

www.pathagar.com

৫৮

৫৮. ল্যাটিন আমেরিকাতে আমি অনেকবার গিয়েছি, যা ছিল খুবই স্মরণীয়। গুয়েতেমালার এন্টিগুয়াতে তিন তরুণী আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। আমার মনে হয় তাদের মধ্যে একজন কোনদিন তার দেশের নেতৃত্ব দিতে পারবে।

৫৯. আমার স্মরণীয় আফ্রিকা ভ্রমণের কথা শুনে বিল ১৯৯৮ সালে আফ্রিকা যায়। সেটি ছিল প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন কোন ব্যক্তির সেই মহাদেশে প্রথম গমন। ঘানার আক্রাতে আমাদের অভ্যর্থনা জানান প্রেসিডেন্ট জেরী রলিংস্ ও তার পত্নী নানা কোনাডু। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে যাই এবং নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে দেখা করি।

৫৯

৬০. কোনো কোনো দিন অন্যান্য দিনের চেয়েও সুন্দর ছিল। বতসোয়ানার শোব নদীর তীরে আমি আর বিল গোধূলির শেষ আলোকচ্ছটা উপভোগ করছিলাম। কিন্তু ওয়াশিংটনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক অস্বস্থিকর অবস্থা।

www.pathagar.com

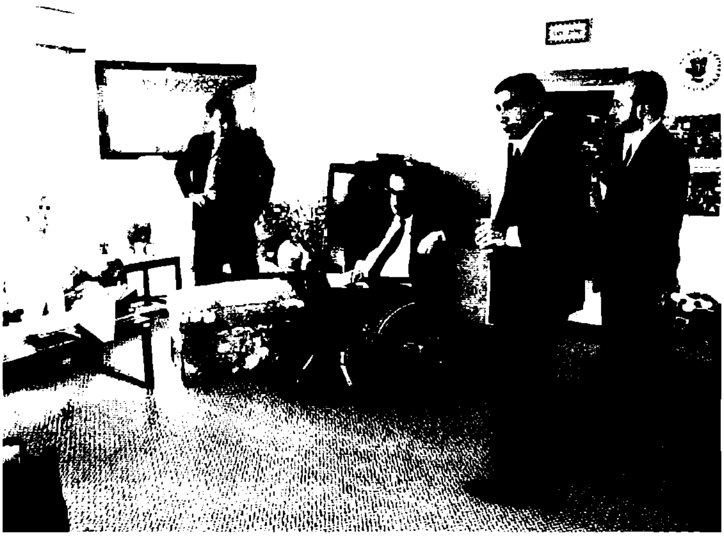

৬১. হোয়াইট হাউজের ম্যাপ রুমে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে গ্র্যান্ড জুরিকে বিলের সাথে মনিকা লিউনেস্কির অনৈতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সাক্ষ্য প্রদানের পর সোলারিয়ামে ডেভিড কেনডাল, চাক রাফ, মিকি ক্যান্টর ও পলা বেগালার সাথে আমার দেখা হয়। আমি বিলকে নিয়ে হতবাক, ভগ্নহৃদয় আর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলাম।

৬১

৬২

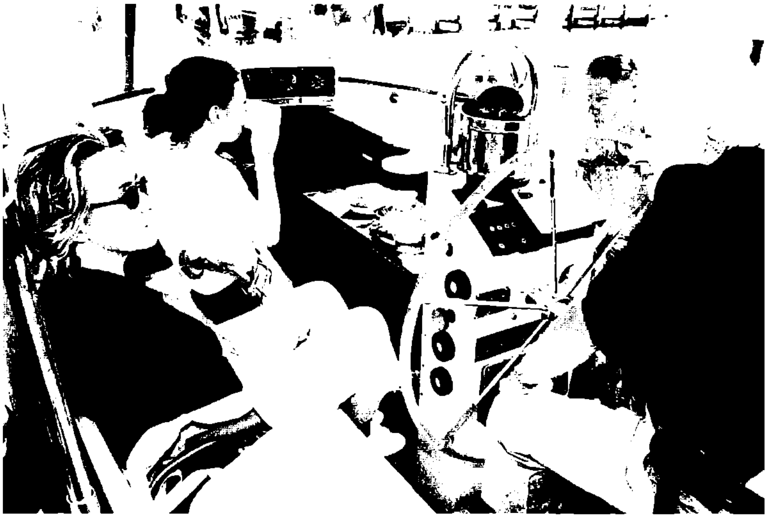

৬২. বিলের সাথে অবকাশ যাপনে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আমি ওয়াশিংটন থেকে দূরে গিয়ে আমার কন্যা, পরিবার, বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। ওয়াল্টার ও বেট্সি ক্রনকাইটের সহমর্মিতা আমাকে উজ্জীবিত করে।

৬৩

৬৩. এই কঠিন সময়ে স্টিভি ওয়ান্ডার তার সংগীতের মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি হোয়াইট হাউজে আসেন এবং 'ক্ষমা' বিষয়ক গানটি গেয়ে শোনান।

www.pathagar.com

৬৪

৬৪. অনাস্থা ভোটের পর ডিক গেফার্ডের (মধ্যে) নেতৃত্বে ডেমোক্রেট দল হোয়াইট হাউজে এসে প্রেসিডেন্টের সমর্থনে একাত্মতা প্রকাশ করেন। জন পোডেস্টা'র নেতৃত্বে হোয়াইট হাউজের কর্মীরা দেশের কাজে মনোনিবেশ করে।

৬৫

৬৫. প্রাগে ম্যাডেলিন অলব্রাইট ও আমি গণমাধ্যমের অগোচরে ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য লেডিস্ রুমে ঢুকে পড়ি। হোয়াইট হাউজের আলোকচিত্রী বারবারা কিনে তার কর্মস্পৃহার তাগিদে আমাদের অনুসরণ করে।

৬৬. দীর্ঘদিন কারাগারে অন্তরীণ সুজানা ম্যাকডুগাল হোয়াইট ওয়াটার গ্র্যান্ড জুরিকে সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

৬৬

৬৭

৬৭.বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কদের পত্নীদের সাথে সুসম্পর্কের কারণে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথেও সুসম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আমার দুঃসময়ে জর্ডানের রাণী নুর আমার কুশলাদি জানতে চাইতেন। আমি জর্ডানের রাজার মৃত্যুর পর রাণী নুরের সাথে দেখা করি।

www.pathagar.com

৬৮

৬৮. সিনেটর ময়নিহানের অবসর গ্রহণের পর ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতারা আমাকে সিনেট নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। সিনেটর ময়নিহান ২০০৩ এর মার্চে মৃত্যুবরণ করেন, যা আমাদের জন্য একটি বিরাট ক্ষতি।

৬৯

৬৯.আমার অনেক বড় সিদ্ধান্তের একটি ছিল নিউ ইয়র্ক থেকে সিনেট নির্বাচনে অংশগ্রহণ। আমি অনেক দিন ধরেই নারীদের রাজনীতি ও সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তৃতায় বলে আসছিলাম। এখানে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে আমি আমার সব চেয়ে বড় সমর্থক বিল, চেলসি ও আমার মায়ের সাথে।

৭০

৭১

৭০ ও ৭১. বিকেলে চেলসি সর্বশেষ ফলাফল নিয়ে আসলো যে, আমি ধারণার চেয়ে অনেক বেশী ব্যবধানে জয়ী হতে যাচ্ছি। নির্বাচন প্রচারাভিযানের সাফল্যে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

৭২

৭২. নিউ ইয়র্ক স্টেট ফেয়ারে নবীন ও প্রবীন রাজনীতিকদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। আমি ইলিনয়েস থেকে পুর্বে আরকানসাসে যাই, যেখানে আমি এমন একজনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হই যিনি একদিন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ২০০০ সালে ইতিহাসে প্রথম কোন ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্টের পুত্র ওভাল অফিসে বসে এবং কোনো ফার্স্টলেডী সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

৭৩

৭৩. বিল ক্লিনটনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে তার হাতের দিকে খেয়াল করেছিলাম। তার কব্জি ছিল চিকন আর সুন্দর এবং আঙ্গুলগুলো ছিল সরু, যেমনটি দেখা যায় পিয়ানোবাদক ও শৈল্যচিকিৎসকদের। আমাদের যখন প্রথম ল' স্কুলে দেখা হয়, আমি তার বইয়ের পাতা উল্টানো দেখতাম। এখন তার সেই হাতে করমর্দন, গলফ্ খেলা, কোটি কোটি স্বাক্ষরের ভারে বয়সের ছাপ পড়ে গিয়েছে।

৭৪

৭৫

৭৪. বিল আর আমি জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছি। আমরা এখন নিউ ইয়র্কের শ্যাপাকে থাকি। ভবিষ্যৎ কি হবে, কোথায় আমাদের গন্তব্য তা আমাদের অজানা। কিন্তু সব কিছুর জন্যই আমরা প্রস্তুত।

৭৫. বিলের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমি বাইবেল ধরতাম। কিন্তু আমার পরীক্ষামুলক শপথ অনুষ্ঠানে বিল আর চেলসি বাইবেল ধরেছে এবং আল গোর শপথ বাণী পাঠ করাচ্ছেন। আমি এখন সিনেটর ক্লিনটন।

www.pathagar.com

একজন মা প্রতিদিন তার বাচ্চার জন্য চাইল্ডকেয়ার হোম খুঁজবে এবং প্রতিদিন ভোরে উঠে কাজে যাবে, আর অন্যদিকে আরেকজন মা সমাজকল্যাণের উপর নির্ভর করে ঘরে বসে থাকবে - এটা আমার কাছে বৈষম্যহীন মনে হয়নি। আমি বিলের ধারণার সাথে একমত যে, চাইল্ডকেয়ার বা স্বাস্থ্যবীমার জন্য আমরা এমন সহায়তা দিতে পারি, যেন মানুষ সমাজকল্যাণের উপর নির্ভর না করে কাজে যেতে পারে।

প্রথমবার বিল যখন আরকানসাসের গভর্নর, তখন জনগণকে জনকল্যাণ থেকে কর্মে প্রবুদ্ধ করতে আরো সমর্থন ও উৎসাহ যোগাতে কার্টার প্রশাসনবিরোধী একটা সমাবেশে বিল অংশ নেয়। সাত বছর পর ১৯৮৭ এবং পুনরায় ১৯৮৮ সালে, ডেমোক্র্যাট গভর্নর হিসেবে কংগ্রেস ও রিগানের সাথে জনকল্যাণ সংস্কারের কাজে নেতৃত্ব দিতে হলো। ন্যাশনাল গভর্নর অ্যাসোসিয়েশনের একটা শুনানিতে সভাপতি হিসেবে আরকানসাসে সমাজকল্যাণ সংস্কারের নমুনা তুলে ধরে দেখায় যে মহিলারা সমাজকল্যাণ ছেড়ে দিয়ে কীভাবে কর্মে নিয়োজিত হয়েছে এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে। ১৯৮৮ সালে রিগান একটা সমাজকল্যাণ সংস্কারভিত্তিক আইন পাস করেন। এর মধ্যে এমন কতকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল যা গভর্নরগণ চেয়েছিলেন।

১৯৯৫ সালের শেষের দিকে, সমাজকল্যাণ সংস্কার আইন পাস করার জন্য প্রশাসন ও কংগ্রেস দারুণভাবে তৎপর হয়। আমার ধারণা কিছু রিপাবলিকান সদস্য এই আইনের মধ্যে 'বিষাক্ত বড়ি' ঢুকাতে সক্ষম হয়েছিল, যার ফলে প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই বিলে স্বাক্ষর দেয়াটা বিলের জন্য বিব্রতকর হয়ে পড়েছিল। স্বাক্ষর করলে অনেক ডেমোক্র্যাট নির্বাচনী এলাকার জনগণ হতাশ হবে এবং লাখ লাখ শিশু দুস্থ হয়ে পড়বে। না করলে রিপাবলিকানরা ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একটি জনপ্রিয় ইস্যু পেয়ে যাবে অথচ ভোটাররা যারা সংস্কারের পক্ষে তারা ভেতরের জটিলতা বুঝতেও পারবে না।

হোয়াইট হাউজের ভেতরে অনেকে বলছেন যে প্রেসিডেন্টের উচিত বিলে স্বাক্ষর করে দেয়া, না হলে ডেমোক্র্যাটদের জন্য চড়ামূল্য দিতে হবে। অনেকে বলছেন, না, বিলটি ফেরত পাঠিয়ে প্রেসিডেন্টের উচিত সংস্কার বলতে আমরা কি বুঝি এবং এই আইনে কি আছে তা জনগণকে বোঝানো। আমি নিজে কখনো প্রশাসন বা বিলের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করিনি। এবার আমি বিলকে বললাম যে, যে আইনে স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য সম্পর্কে ফেডারেল গ্যারান্টি বা শিশু পরিচর্যায় জনগণকে সাহায্য করার বিধান থাকবে না আমি সে আইনের বিরোধিতা করব। আমি এও বিশ্বাস করি যে, প্রস্তাবিত আইনে দারিদ্র সীমার উপরে উঠতে জনগণকে সহায়তা করার আইনী ব্যবস্থা থাকতে হবে।

রিপাবলিকানরা একটি আইন পাস করে জনকল্যাণের সময় বেঁধে দিল। তাতে কর্মে ফেরার সমর্থন রইল না, বৈধ অভিবাসীদের জন্য সুযোগ থাকলো না, রাজ্যগুলো ফেডারেল সরকারের অর্থ কীভাবে ব্যয় করে তার জবাবদিহি বা তার উপর ফেডারেল সরকারের নজরদারির ব্যবস্থা রইল না। হোয়াইট হাউজের অভ্যন্তরে তীব্র বিতর্কের পর বিল এই আইনে ভেটো প্রয়োগ করে। এরপর রিপাবলিকানরা সামান্য পরিবর্তন করে আরেকটা আইন পাস করে। আমি এটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। কারণ বিল হয়ত এতে স্বাক্ষর দিতেও পারে। না, বিল পুনরায় ভেটো প্রয়োগ করে এই যুক্তিতে যে সকল দরিদ্র শিশুই যত্ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

www.pathagar.com

কংগ্রেসে পাশকৃত তৃতীয় আইনে বিল স্বাক্ষর দেয়, কারণ এই বিলে হাউজ ও সিনেটের অধিকাংশ ডেমোক্র্যাটের সমর্থন ছিল এবং ওটাতে ক্রটি সত্ত্বেও জনকল্যাণ সংস্কারের অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ক্রটিগুলোও কোনভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিলের সিদ্ধান্ত এবং এর প্রতি আমার সমর্থন আমাদের অনেক অনুগত সমর্থককে ক্ষুব্ধ করেছিল। পরিশেষে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমি আমার আইনজীবীর সীমা অতিক্রম করে নীতিনির্ধারক বনে গেছি।

এই আইনে বিলের স্বাক্ষরের কয়েক সপ্তাহ পরে পিটার এডেলম্যান ও তাঁর পত্নী মেরীয়ান রাইট এডেলম্যান, বন্ধু ও সহকারী সচিব, স্বাস্থ্য ও মানবিক সেবা, যাঁরা জনকল্যাণ সংস্কারের পক্ষে কাজ করেছেন, এই আইনের প্রতিবাদে তাঁরা পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগকে নীতিগতভাবে আমি সমর্থন করি ও প্রশংসা করি। এবং অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি ২০০০ সালের ৯ই আগস্ট বিল মেরিয়ানকে 'মেডেল অফ ফ্রিডম' খেতাবে ভূষিত করে। এটা তাঁর সারাজীবনের মানবাধিকার ও শিশুদের জন্য নিষ্ঠা ও কাজের পুরস্কার।

সময়ান্তরে আমরা হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করেছি। সমাজকল্যাণের শতকরা ৬০ ভাগ বাদ দিয়ে এক কোটি একচল্লিশ লাখ থেকে আটান্ন লাখে নামিয়ে আনা হয়, লাখ লাখ মা-বাবা কাজে ফিরে যায়। ২০০১ সালের জানুয়ারিতে শিশু-দারিদ্র কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৫ ভাগে, ১৯৭৯ সালের পরে এটাই সর্বনিম্ন।

আগস্টে আমি চেলসিকে নিয়ে কলেজ ট্যুরে নিউ ইংল্যান্ড গেলাম। যদিও আমি তার বাড়ি ছেড়ে কলেজে যাওয়ার মুহূর্তটা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম, তবু তার সাথে কলেজ ট্যুরে যাওয়ার ব্যাপারে পুলকিত হলাম। ভেতরে ভেতরে আশা করছিলাম সে হয়ত আমার কলেজ, ওয়েলেসলির প্রেমে পড়ে যাবে, অথবা ন্যূনপক্ষে পূর্ব পাড়ের কোন কলেজ পছন্দ করবে যাতে সহজে আমি তাকে দেখতে যেতে পারি বা সে আসতে পারে।

রিপাবলিকান কনভেনশনে আমন্ত্রিত হয়ে আমি বিলের আসার ৩ দিন আগে ২৫ আগস্ট, রোববার শিকাগো পৌছলাম। বিল চেলসিকে নিয়ে ট্রেনে পশ্চিম ভার্জিনিয়া থেকে আসবে। লেক মিশিগানে রিভা'র রেস্তোরাঁয় বেটসি এবেলিং আমার পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সহসাই কনভেনশন আয়োজনে শিকাগোর আড়ম্বরের প্রতি আমার নজর গেল। মেয়র রিচার্ড এম. ডালি নগরীকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। ১৯৬৮ সালে তার বাবা যখন মেয়র ছিলেন তখন এই কনভেনশনের সময় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল। এখন সবকিছুই হয়ে গেল কোন ঝামেলা ছাড়াই।

টেলিভিশনের 'প্রাইম টাইম অ্যাড্রেস' অনুষ্ঠানে প্রচারিত একটা জাতীয় রাজনৈতিক কনভেনশনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে একজন ফার্স্ট লেডীর ভাষণ দেয়াটা এই প্রথম। এলিনর রুজভেল্ট প্রথম এই কনভেনশনে ভাষণ দেন তবে তা প্রাক- টেলিভিশন যুগে, ১৯৪০ সালে। আমার ভাষণের আগের আটচল্লিশ ঘণ্টা ছিল খুবই ঘটনাবহুল। ভাষণ নিয়ে আগের দিন সন্ধ্যায় ইউনাইটেড সেন্টারে প্রাকটিসের জন্য গেলাম। সেন্টারটি বিশ্ব বিখ্যাত 'শিকাগো বুল' নামক বাস্কেটবল টীমের সৃতিকাগার।

ভাষণের দিন মঙ্গলবার সকালেও আমার ভাষণ নিয়ে সন্তোষবোধ করতে পারলাম না। বিলের কথা মনে পড়ছে। তার নিশ্চয়তা ও সহায়তার প্রয়োজন বোধ করছি অথচ

www.pathagar.com

বিল এখনও ট্রেনে। পরবর্তী বারো ঘন্টার মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমাবেশে আমাকে ভাষণ দিতে হবে এবং আমার ধারণা ও বিশ্বাসের কথা প্রকাশের জন্য আমি তখনও সঠিক শব্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বব ডোল আমার জন্য বেরসিক রক্ষাকারী হিসেবে আবির্ভূত হলেন। হঠাৎই তিনি আমাকে আঘাত করলেন। রিপাবলিকান কনভেনশনে স্বাগত ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি আমার বই 'ইট টেকস্ এ ভিলেজ'-এর মুখবন্ধকে আক্রমণ করলেন। তিনি গ্রাম সম্পর্কে আমার ভাবনাকে ভুলক্রমে রাষ্ট্রের রূপক মনে করলেন এবং ইঙ্গিত দিলেন যে আমি সর্বোপরি ডেমোক্র্যাটরা আমেরিকানদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের জন্য সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা করছি। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, 'এবং আপনাদের সকলকে সম্মানের সাথে বলতে চাই, একটা শিশুকে লালন পালনে গ্রাম নয়, বরং পরিবারই মুখ্য।'

ডোল বইয়ের একটা ব্যাপার উল্লেখ করেননি, তা হচ্ছে শিশুদের দায়-দায়িত্বের জন্য প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার, কিন্তু একটা গ্রাম হচ্ছে সামগ্রিকভাবে একটা সমাজের প্রতীক। এই সমাজই সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য দায়ী, যার মধ্যে আমাদের শিশুরা বড় হয়। পুলিশের তালে তালে হাঁটা, ক্লাসরুমে শিক্ষক, বিধায়ক আইন পাস করেন এবং সরকারি কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত নেন যে, কোন চলচ্চিত্র আমেরিকার শিশুদের ওপর প্রভাব রাখবে।

আমি গ্রাম ভাবনাকে লুফে নিলাম এবং বক্তৃতার খসড়া তৈরি করে ইউনাইটেড সেন্টারের নিচ তলায় গিয়ে মাইকেল শীহানের সাথে রিহার্সাল শুরু করলাম। মাইকেল শীহান একজন চৌকস গণমাধ্যম প্রশিক্ষক, আমাকে গড়ে তোলার জন্য নিদারুণ চেষ্টা করলেন।

কনভেনশনে প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগমে অনুষ্ঠানস্থল গম গম করছে। আমাদের পার্টির দু'জন বিখ্যাত বাগ্মী-নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর মারিও কুয়োমো এবং মানবাধিকার নেতা জেসি জ্যাকসন আমার আগে বললেন। তারা ডেমোক্র্যাটিক বিশ্বস্ততা ও পার্টির মূল্যবোধকে উর্ধ্বে তুলে ধরলেন।

আমি মঞ্চে উঠার সাথে সাথে সমবেত জনতা করতালি দিয়ে, গান গেয়ে, তালে তালে পদশব্দে আমাকে মোহিত করল, আমাকে নিঃশঙ্ক করলো। জনতাকে শান্ত হয়ে বসতে বলার আমার সব উদ্যোগ অসার হয়ে গেল, আর আমি উত্তাল হয়ে ওদের আনন্দ ধ্বনির সাথে মিশে গেলাম।

এক সময় উল্লাস থেমে গেল এবং আমি বক্তৃতা শুরু করলাম। আমার কথা সহজ এবং সরাসরি। আমি লোকজনকে কল্পনা করতে বললাম যে, ২০২৮ সালের পৃথিবীর কথা ভাবুন, যখন চেলসি আমার বয়সী হবে। 'আমরা একটা বিষয় নিশ্চিত জানি, তা হচ্ছে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী,' আমি বললাম। 'প্রগতি নয়। আগামীকালের জন্য আমাদের আজকের পছন্দের উপর প্রগতি নির্ভরশীল। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি কিনা এবং আমাদের মূল্যবোধ রক্ষা করছি কিনা তার উপর প্রগতি নির্ভর করে।'

বব ডোলের কথার উত্তরে আমার লেখা সংগীত ছিল এরূপ :

বিল ও আমার জন্যে আমার মেয়েকে মানুষ করার চেয়ে বড় কাজ আর নেই। আমরা জেনেছি, একটা সুখী, স্বাস্থ্যবান এবং আশাব্যঞ্জক সন্তানই হচ্ছে পরিবার,

www.pathagar.com

শিক্ষক, ধর্মবেত্তা, ব্যবসায়ী, সমাজপতি, যারা আমাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার রক্ষক তারা সবাই, আমরা সকলেই এর অংশ।

হ্যাঁ, এটাই গ্রাম।

এবং এটা প্রেসিডেন্টের জন্যও প্রযোজ্য।

এটা সেই প্রেসিডেন্টের জন্য প্রযোজ্য, যিনি তার নিজের সন্তান নয় সকল শিশুর কথা ভাবেন, তিনি তাঁর নিজের পরিবারের কথা শুধু ভাবেন না, তিনি পুরো আমেরিকার পরিবারের কথা ভাবেন।

এটা বিল ক্লিনটনকেও বুঝায়।

আবার জনতা আন্দোলিত হলো। তারা বিশ্বাস করলো বিল একা শিশুর যত্নের কথা বলেন না, তারা বুঝতে পারলো আমি সরাসরি রিপাবলিকানদের চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং বিশ শতকের শেষ মুহূর্তে অধিকাংশ আমেরিকানের সন্তান পালনের জন্য হীন ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে ভরপুর, তার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

সেকেন্ড টার্ম

নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনগুলোতে বিল ও আমি ভোটের জন্য পুরো দেশটা পাগলের মতো উড়ে বেড়ালাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না ভোট নেয়া শেষ হচ্ছে তার আগ পর্যন্ত কোনো কিছুই নিশ্চিত ভেবে ধরে নেইনি। প্রতিটি ঘন্টায় 'এয়ার ফোর্স ওয়ানের' মেজাজ হালকা হচ্ছিল, কারণ আমরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম যে বিল পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে যাচ্ছে। এটা হবে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের পর প্রথম একজন ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্টের পর পর পূর্ণ দুটি টার্ম প্রেসিডেন্ট হওয়া। উত্তেজনায় ও স্বল্পঘুমের কারণে নির্বাচনের প্রাক্কালে বিল, চেলসি ও আমার মাথা ঝিমঝিম করছিলো। আমেরিকা যেনো সেই মৌসুমে সামান্য নাচের জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিলো। মিসৌরির কোনো এক জায়গায় সেই মধ্যরাতে, চেলসির নেতৃত্বে আমরা ম্যাকারেনা পরিবেশন করলাম। প্লেনের সামনের অংশে কী ঘটনা ঘটছিলো– সেটা প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারী মাইক ম্যাককারি সাংবাদিকদের ব্রিফ করছিলেন। তিনি সতর্কভাবে জানালেন যে, 'কমান্ডার ইন চিফ' প্রেসিডেন্টের মত করে নেচেছেন। রাত দু'টোর পর কোনো এক সময়, আমরা লিটল রকে অবতরণ করলাম।

এই ব্যাপারে কোন প্রশ্ন ছিলো না যে আমরা ভোট দেবো এবং তারপর আরকানসাসের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবো, কারণ এখান থেকেই বিলের হোয়াইট হাউজের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। শহরতলীর একটি হোটেলের স্যুটে বিশ্রাম নিলাম এবং বন্ধু ও পরিবারের অন্যান্যদের কাছে বেড়ালাম। ভোট গ্রহণ শেষ হবার পর, দশ হাজারেরও বেশি লোক লিটল রকে এসে উপস্থিত হলো। তারা অনুমান করছিলো যে এখানে বিজয়-উল্লাস হবে। শুধু আমাদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া ছাড়া আমরা সবার দৃষ্টির আড়ালে রইলাম। অবশ্য সিনেটর ডেভিড প্রায়রের দেয়া দুপুরের খাবারের পার্টিতে যোগ দিলাম; তিনি সে বছর অবসর নিতে যাচ্ছিলেন।

পরিচিত মুখের ভিড়ে নিজেকে দেখতে পেয়ে, নিজের শহরের জনতার সমর্থন দেখে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম। কিন্তু ইতোমধ্যেই বাতাসে নষ্টালজিয়ার ঘ্রান পাওয়া যাচ্ছে। কারণ সবাই জানতো, এটাই বিলের জন্য শেষ টার্ম। একজন কেবলমাত্র দু' বার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। যে মানুষটি প্রচারাভিযানের জন্য বেঁচে ছিলো, সে এখন তার শেষ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত প্রান্তে এসে পৌছে গেছে। সেই বিজয় উল্লাসে মত্ত জনতার মধ্যে অন্য একটি অন্তঃস্রোতও বয়ে যাচ্ছিলো। দুপুরের পার্টিতে বক্তৃতা দেয়ার সময় সিনেটর প্রায়র আমাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন যে, দু'বছর হয়ে গেছে লিটল রকে 'ইনডিপেডেন্ট কাউন্সেল' একটি দোকান খুলে বসেছে এবং আজও সে তার

www.pathagar.com

অনুসন্ধান কাজ শেষ করেনি। তিনি বললেন, 'আমি মনে করি, আরকানসাসে সবচে' বড় করতালি আপনি পেতে পারেন এই বলে যে, 'চলুন আমরা এই নির্বাচনটি শেষ করি এবং কেন স্টারকে বাড়ি পাঠিয়ে দেই।' তিনি আরো বললেন যে, 'এই তদন্ত অনেক জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে, অনেককে আর্থিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে... আমরা মনে করি, আমাদেরকে সামনে চলতে দেয়ার এটাই তাদের জন্য সঠিক সময়।'

আমরা যখন জানতে পারলাম যে, পুরো আট শতাংশ ভোটের ব্যবধানে বিল জিতে গেছে, আমার মনে হয়েছিলো এটা প্রেসিডেন্টের জন্য বিজয়ের চেয়েও বেশি কিছু। এটা আমেরিকার জনগণের যথার্থ রায়। তারা নিশ্চিত করেছিলো যে, এই নির্বাচনটি ছিলো সেই সমস্ত বিষয়ের, যেগুলো তাদেরকে চিন্তিত করে– কাজ, বাড়ি, পরিবার, অর্থনীতি- পুরনো রাজনৈতিক ঈর্ষা এবং মিথ্যা রটনা নয়। আমাদের বক্তব্য ওয়াশিংটনের বিষাক্ত পরিবেশকে ভেদ করে ভোটারদের কাছে পৌছুতে পেরেছিলো। ১৯৯২ সালের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে মন্ত্র 'এটা হলো অর্থনীতি কোণঠাসা'– তখনও কার্যকর ছিলো। কিন্তু তার সাথে নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যোগ হয়েছে– যেগুলো সমগ্র আমেরিকার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করবে। আমরা শনাক্ত করেছিলাম যে, যদি জনগণের মতো ও ভোটকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত উদ্বেগগুলো রাজনৈতিক হয়ে উঠতে পারে।

নির্বাচনের দিনগুলো মাদ্রাসা, কারণ অপেক্ষা করা ছাড়া সেখানে আর কিছুই করার থাকে না। তাই সেখান থেকে মনকে দূরে রাখার জন্য আমি কিছু বন্ধুদের নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে গেলাম। তারপর সেখান থেকে গাড়ি চালিয়ে গেলাম লিটল রকের হিলক্রেস্ট এলাকায় মা'র বাসায়।

মধ্যরাতের পর প্রতিদ্বন্দ্বী ডোল নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে বক্তৃতা করার পর, গোর দম্পতির সাথে বিল ও আমি হাত ধরে পুরনো স্টেট হাউজ থেকে হেটে বের হয়ে এলাম। এটা হলো আরকানসাসের প্রথম ক্যাপিটল ভবন এবং ১৯৯১ সালের ৩ অক্টোবর বিলের নির্বাচনী প্রচারাভিযান এখান থেকেই শুরু।

বিশাল জনতার সালে আমি আমাদের বন্ধু ও সমর্থনকারীদের মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি মনে করতে পারছিলাম, সেই ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম যখন আমি এই পুরনো স্টেট ভবনটি দেখতে এসেছিলাম। আরকানসাসের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে বিলের অভিষেক অনুষ্ঠান যারা দেখতে এসেছিলেন তাদের জন্য আমরা সেই ভবনে একটি পার্টি দিয়েছিলাম। আমি তখন আরকানসাসের জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ বছরের পর বছর তারা আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। আমি বিলের অনুভূতির গভীরতা বুঝতে পেরেছিলাম। বিল বলেছিলো, 'আমি আমার প্রিয় জন্মভূমি আরকানসাসের মানুষকে ধন্যবাদ দেই। আজ রাতে আমি এই পৃথিবীর অন্য কোথাও থাকতে পারি না। এই চমৎকার পুরনো ক্যাপিটল, যে আমার নিজের জীবনের অনেক কিছু এবং আমাদের রাজ্যের ইতিহাসকে দেখেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমার সাথে সেই দীর্ঘ সময় ধরে থাকার জন্য, কখনই হাল না ছেড়ে দেয়ার জন্য, সর্বদা আপনাদের মতামত জানার জন্য যে আমরা আরো ভালো করতে পারতাম।'

একুশ শতকের সাথে সেতু বন্ধন তৈরির সুযোগ পেলো বিল। এবং তাকে সাহায্য করতে আমি আমার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করলাম। প্রথম টার্মে আমার চাকরিকালীন

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ আমাকে আমার অবস্থানটি আরো ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলো– দৃশ্যের পেছনে এবং জনসম্মুখে উভয়ক্ষেত্রেই। আমি বেশি মাত্রায় বাইরের কাজ, বিলের প্রধান স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন, কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্য দেয়া, বক্তৃতা করা, পুরো দেশ ঘুরে বেড়ানো ও কংগ্রেস নেতাদের সাথে দেখা করা ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ কাজে মনোনিবেশ করলাম।

বিলের দ্বিতীয় পর্বের সময় আমি আগে থেকেই পরিকল্পনা করি নারী, শিশু এবং পরিবার সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে কীভাবে উন্নতি সাধিত হয় তার উপর ভিত্তি করে হোয়াইট হাউজ পলিসি কেমন হবে তা জনসম্মুখে প্রচার করার। উন্নত অর্থনীতি থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক সমস্যায় আমরা জর্জরিত ছিলাম। দরিদ্র ও ধনীর মধ্যে দূরত্ব বড় ছিলো। আমি সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়– স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেনশন, মজুরি এবং চাকরি প্রভৃতি যা ছিল বিপদের সম্মুখীন, যা উন্নত প্রযুক্তি এবং পৃথিবীব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির হতে উদ্ভূত হয়েছিল তা রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। ১৯৯৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী অভিযানের সময় বিভিন্ন ইস্যু যেমন- পরিবার পরিত্যক্তা, ছাত্র ঋণ, স্বাস্থ্য সেবা এবং মজুরি বৃদ্ধি বিষয়ে আমি বিলের সাথে কাজ করি। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মতামত দিয়েছে বিলের পক্ষে এবং আমরা তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে মনোযোগী হলাম। রিপাবলিকানরা 'বৃহৎ সরকার' অর্থ্যাৎ ব্যাপকভাবে সমর্থিত ফেডারেল সরকারের কর্মসূচি যেমন সামাজিক নিরাপত্তা , শিক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে লাগলো। ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের 'রিইনভেন্টিং গভর্নমেন্ট' থেকেই জানা যায় যে ফেডারেল সরকার, কেনেডি প্রশাসনের সময় হতে প্রচলিত ব্যবস্থার চেয়ে ছোট। আমি বিশ্বাস করি যে কোন ধারাবাহিকতায় ফেডারেল সরকারকে কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে হবে– প্রয়োজনবোধে রাস্তায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে বা শ্রেণীকক্ষে অধিক শিক্ষক নিয়োগ করে। অর্থাৎ আমেরিকানদের কথা শুনতে হয়।

১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রণালয়ে শিক্ষিত কর্মজীবী নারীর সংখ্যার উপর সবচেয়ে বড় জরিপ চালাই, যার নাম ছিল 'ওয়ার্কিং উইমেন কাউন্ট'। এই জরিপ আমাদের নারীদের দুঃখ দুর্দশা তুলে ধরেছিল, যারা আমাদের শ্রমশক্তির অর্ধেক যোগান দেয়। মহিলাদের উপার্জন নির্বিশেষে মহিলাদের প্রত্যাশা, সুচারুরূপে শিশু পরিচর্যা ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন। যখন আমরা বাইরে কাজে থাকতাম চেলসিকে লালন-পালনে আমি আমার বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের উপর নির্ভর করতাম, যারা আমাদের বাড়িতে আসতো ও চেলসিকে দেখাশুনা করতো। অধিকাংশ অভিভাবক এত ভাগ্যবান ছিলো না।

আমার জরিপে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করি তাদের সম্পর্কে আরও বেশি জানার জন্য। নিউইয়র্কের এক মায়ের সাথে কথা বলার সময় সে বললো, 'সবকিছু ঘড়ির কাঁটার সাথে চলে।' সে তার দৈনিক কার্যদিবসের বর্ণনা দিলো। ভোর ছ' টায় ওঠা, কাজের জন্য তৈরি হওয়া, নাস্তা তৈরি, বিড়ালকে খাওয়ানো এবং নয় বছরের ছেলেকে জাগিয়ে তোলা। যখন সে স্কুলের জন্য তৈরি হয় তখন তার কাপড় ইস্ত্রি করা, তাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, কাজে যাওয়া এবং বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করা এবং ছেলেকে স্কুল থেকে বা স্কুল পরবর্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে আসা। বাসায় ফিরে রাতের খাবার তৈরি, ছেলেকে হোমওয়ার্ক করতে সাহায্য করা, বাড়িঘর পরিষ্কার করা এবং তারপর বিছানায়। সে এতে গর্ববোধ করত যে সে তার পরিবারে আয় করে

www.pathagar.com

কিছু দিতে পারে এবং তার ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে তা পার্ট-টাইম হিসাবরক্ষকের কাজ থেকে ফুল-টাইম কেরানীর কাজ, কিন্তু এই দিনলিপি ছিলো ক্লান্তিকর। সাইত্রিশ বছর বয়সী একজন নার্স যেমন বলেছিলো, 'আমাদের স্ত্রী, মা ও কর্মজীবী হতে হয় এবং সবশেষে হই 'আমি'।

নিউ ইয়র্কের মায়েরা পুলিশ এ্যাথলেটিক লিগের পরিচালিত স্কুল পরবর্তী কর্মসূচীর জন্য কৃতজ্ঞ ছিলো। নিউ ইয়র্কের পুলিশ আমাকে বলেছিলো কর্মজীবী অভিভাবকরা স্কুল শেষে তাদের শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ চায়। যদিও অনেক অভিভাবক এই সুবিধা নিতে পারতো না। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানের জন্য স্কুলের ক্লাশ শেষে বা যাওয়ার বয়স পূর্ব শিশুদের জন্য ডে কেয়ার পেতো না। দিবা যত্নগুলো অসুস্থ বাচ্চাদের রাখতে চাইতো না অথবা যারা শিশু সেন্টার থেকে দেরিতে নিয়ে যেতো; তাদের থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক চড়া চার্জ নিতো।

১৯৯৪ সালে ড. ডেভিড হ্যামবার্গ কারনিজি করপোরেশনে প্রেসিডেন্ট আমাকে ফার্স্ট লেডী হিসেবে ফেডারেল সরকারের কাছে এসব বিষয় উত্থাপন করতে উৎসাহিত করেন। ১৯৯৬ সালের জনকল্যাণ পুনর্গঠন বিতর্কে আমি শিশুদের পরিচর্যা ও গরিব মায়েদের উপর জোর দিলাম। আমাদের জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে জোর দিলাম। মিয়ামিতে আমি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে শিশু পরিচর্যা বিষয়ে তাদের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনায় বসেছিলাম।

আমি হোয়াইট হাউজে দু'টি কনফারেন্স ডেকেছিলাম। প্রথমটি ছিলো শিশুবেলার উন্নতি এবং শিক্ষা ও দ্বিতীয়টি ছিলো শিশু পরিচর্যা বিষয়ে। আমার কর্মচারীরা বিলের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপদেষ্টাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে গুরুত্বপূর্ণ পলিসি তৈরিতে কাজ করে যা বিল তার ১৯৯৮ সালে স্টেট অব ইউনিয়নের বক্তৃতায় বলে। আমি গর্বিত হয়েছিলাম যে প্রশাসন আগামী পাঁচ বছরের জন্য শিশু পরিচর্যা বিষয়ে উন্নতির জন্য ২০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছিলো। ১৯৯৮ সালে আমি কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম প্রশাসনের 'সেঞ্চুরী কমিউিনিটি লার্নিং' কর্মসূচীতে।

আমি সভা, সেমিনার বক্তৃতা ও ফোন করার মাধ্যমে কংগ্রেস ও নেতৃস্থানীয়দের অবগত করতে লাগলাম এই বিষয়ে। আট বছরের আমার কর্মচারীদের অবদান অসামান্য। আমি ও বিল হোয়াইট হাউজ 'স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে কাজ করেছিলাম শিশু পরিচর্যা সংক্রান্ত অন্যান্য কাজেও।

১৯৯৩ সালে বিল প্রথম বিলটি স্বাক্ষর করেছিলো যা কর্মজীবী মানুষ পরিবারের কোন জরুরী কাজে বা অসুস্থ সদস্যের চিকিৎসার জন্য বিনা বেতনে বার সপ্তাহের ছুটি নিতে পারবে। আমি আমার কর্মচারীদের নিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আইন নিয়ে কাজ করতে লাগলাম। আমরা শ্রম দফতর, অফিস অব দ্য পারসোনাল ম্যানেজমেন্ট এবং দ্য ন্যাসনাল পার্টনারশীপ ফর উইমেন এন্ড ফ্যামিলিস-এর সাথে পরিবার ও অসুস্থতার জন্য স্ববেতনে বার সপ্তাহ ছুটির জন্য কাজ করি। আমি আশা করেছিলাম এইসব কর্মসূচীর মাধ্যমে ফেডারেল সরকার দেশের জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আমি আর একটি বিধি প্রণয়নের চেষ্টা করি সেটা হলো সদ্যজাত শিশুর পিতা-মাতারা বেকার ভাতা বীমা থেকে স্ববেতনে ছুটি পাবে। ১৬টি রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যরা এই প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনা করছিলেন। বুশ প্রশাসন এই বিধি বিলুপ্ত করে দেন।

www.pathagar.com

১৯৯৮ সালে আমি হোয়াইট হাউজ কনফারেন্সে নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের সমঅধিকার নিয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করি। নারীরা যাতে পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা পায়, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়– এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক, সেমিনার, আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকি। নারী ও শিশুরা স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হতো। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিলো, এসব কিছু নতুন করে গঠন করা। আমি প্রশাসনকে ম্যাটারনিটি হাসপাতালে সেবার উন্নতির উপর জোর দিতে বলি।

এইডস কর্মী এলিজাবেথ গ্লেসারের জীবন থেকে উৎসাহ হয়ে আমিও এইডস নিয়ে কাজ শুরু করি। আমার সাথে এলিজাবেথের সাক্ষাৎ হয় প্রথম ১৯৯২ সালে রক্ত পরিবর্তনের সময় এইডস-এ যখন তিনি আক্রান্ত হন। তাকে ও তার স্বামীকে অসহায়ের মতো তাদের কন্যার এইডস-এ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার দৃশ্য সহ্য করতে হয়।

আগের বছর 'বেইজিং স্পিচ' দেয়ায় আমার পরিচিত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, আমার অফিসে নারী ও শিশু অধিকার ও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে অনেক অনুরোধ আসতে থাকে। বেইজিং-এ যাবার পূর্বে আমি বিলের সাথে বিভিন্ন অফিসিয়াল ট্যুরেও অংশ গ্রহণ করি– যেখানে আমাদের দু'জনেরই যাওয়ার দরকার। মধ্য নভেম্বরে আমরা অস্ট্রেলিয়ার রাজ্যগুলোতে যাই। এছাড়াও ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডে যাই। আমি আমার ও বিলের এজেন্ডা অনুসরণ করতাম। অস্ট্রোলিয়ায় আমরা যখন সিডনি ও ক্যানবেরায় ছিলাম তখন 'গ্রেট বেরিয়ার রিফ'-এ যাই। পোর্ট ডগলাগে বিল ঘোষণা দেয়, আমেরিকা গ্রেট বেরিয়ার রিফের প্রবাল ধসের রক্ষার্থে সহায়তা দেবে। আমরা প্রবাল সাগরে ভ্রমণে যাই। আমি যখন জলে নামি, আমার কর্মচারীরা ভয় পাচ্ছিল, তখন আমি তাদেরকে বললাম 'জীবনটা খুবই ছোট্ট চুল ভিজে যাওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাববার ফুরসৎ কই!'

ওই সফরে আরও কিছু আনন্দঘণ মুহূর্ত ছিলো। বিল অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত কিংবদন্তী গলফ খেলোয়াড় গ্রেগ নরম্যানের সাথে গলফ খেলেছিলো, আমি বিশ্ববিখ্যাত সিডনি অপেরা হাউজে গিয়েছিলাম, সেখানে বিশিষ্ট নারীব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণে একটি সেমিনারে বক্তব্য রেখেছিলাম। আমি আমেরিকার নির্বাচন ও বিল, আমি কীভাবে পরিবার ও নারী বিষয়ক ব্যাপারগুলোতে কিরূপ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি সে সম্পর্কে বললাম। অনেক পন্ডিত একে 'রাজনীতির নারীকরণ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় একে 'মানবিকীকরণ' বলা উচিত।

এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছিলো যে আমি যখন প্রেসিডেন্টের সাথে কোথাও যাই তখন আমি নারী, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর জোর দিতাম। আমি সাধারণত বিলের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বমূলক কাজগুলোকে বাদ দিয়ে নারীদের সাথে সাক্ষাতের কাজগুলো করতাম। আমি তাদের বাড়িতে ও কর্মস্থানে যেতাম, বিভিন্ন হাসপাতালে যেতাম তারা নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবায় কি কি নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। এ অবস্থা থেকে আমি স্থানীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানাতে পারি এবং জাতির উন্নতি যে শিক্ষা ও নারীদের উন্নতির সাথে যুক্ত তা গুরুত্বের সাথে সকলকে বোঝাতে চাইতাম।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে ফিলিপিনের প্রথম সফরে, বিল ও আমি করিগিডর গিয়েছিলাম। সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার ঘাঁটি জাপানিদের কাছে পরাভূত হয়, জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারকে দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয় এবং তাকে বলতে হয় 'আমি আবার ফিরে আসব।' ফিলিপাইনরা আমেরিকানদের সাথে লড়েছিল সাহসের সাথে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দশকের পর দশক ধরে অনেক রাজনৈতিক গোলমালের ভিতর যেতে হয়। জনগণ এখন ফর্ডিনান্ড মার্কোসের স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার হতে মুক্ত হয়। মার্কোসের বিরুদ্ধাচারণ করার জন্য কোরাজন একুইনোর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিলো। তিনি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে একুইনো মার্কোসের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন। মার্কোসকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় কিন্তু তার এই জয়কে ভূয়া বলে মনে করা হয়। তুমুল আন্দোলন মার্কোসকে তার অফিস থেকে বিতাড়িত করে। একুইনো প্রেসিডেন্ট হন।

পরবর্তী সময় আমি উত্তর থাইল্যান্ডে গেলে পতিতা পূনর্বাসন কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। আমাকে বলা হয়েছিলো ১০% অথবা তার কিছু বেশী মেয়ে যৌন ব্যবসায় নিয়োজিত। চিয়াংমাইতে 'নিউ লাইফ সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকান মিশনারিরা পতিতাদের নিরাপত্তার সুবিধা দিয়েছিলো এবং কিছু কারিগরি শিক্ষা দিয়েছিলো যাতে তারা নিজেরা তাদের ভার নিতে পারে। সেখানে আমি এইডসে আক্রান্ত একটি মেয়ের সাথে পরিচিত হই। মেয়েটির আফিম আসক্ত বাবা তাকে আট বছর বয়সে বিক্রি করে দেয়। সে কিছুদিন পর পালিয়ে বাড়িতে ফিরে আসলে তাকে আবার গণিকালয়ে বিক্রি করা হয়। তার বয়স এখন বারো, গায়ের চাড়মা হাড়ের সাথে লেগে আছে। থাই রীতি অনুযায়ী দু'হাত একত্রিত করে আমাকে প্রণাম জানাতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। আমি হাঁটু ভেঙ্গে ঝুঁকে তার চেয়ারের কাছাকাছি যেয়ে অনুবাদকের মাধ্যমে তার সাথে কথা বলার চেষ্টার করি। তার গলা থেকে কয়েকটি শব্দ বের হওয়া ছাড়া সে আর কিছু বলতে পারেনি।

স্থানীয় একটি গ্রামেও আমি যাই। আমি দেখেছি, স্থানীয় অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগানের ভারসামন্যহীনতা মানুষের জীবনে ঐ মেয়েটির মত দুর্ভোগ বয়ে আনে। এই সফর আমার বিশ্ব রাজনীতি এবং স্থানীয় জীবন জীবিকার সমন্বিত সাধনের ইচ্ছাকে জোরদার করে। থাই সরকার এবং এক মহিলা প্রতিনিধিদের সাথে একটি বৈঠকে আমি সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি।

বিশেষতঃ যৌন ব্যবসায়ে জড়িত নারীদের নিয়ে। নারীদের নিয়ে অবৈধ ব্যবসা যা মেয়েদেরকে দাবিতে পরিণত করে। এটা ছিলো মানবাধিকার লংঘন এবং ড্রাগ চোরাচালানের মতই অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এটা শুধু থাইল্যান্ডের ক্ষেত্রে নয়। আমার ওই সফর থেকে আমি বুঝতে শুরু করলাম মানবাধিকার লজ্ঘন কি বিশাল আকার ধারণ করেছে বিশেষত নারী বিষয়ে। বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্ণয় করে যে প্রায় ৪ মিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যের কারণে প্রতিবছর পাচার হচ্ছে। আমি মানবাধিকারের চরম অবমাননা নিয়ে কথা বলতে শুরু করি এবং প্রশাসনকে এটা প্রতিহত করতে পদক্ষেপ নিতে জোর দিতে থাকি। ১৯৯৯ সালে আমি তুরস্কে অনুষ্ঠিত ওসে (অর্গাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ) বৈঠকে আমি আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডকে উজ্জীবিত করতে একটি প্যানেলে অংশ গ্রহণ করি। আমি স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও কংগ্রেসের সদস্য যারা এই বিষয়ে কাজ করেন তাদের সাথে ওই বিষয়

www.pathagar.com

নিয়ে কাজ করি। অবৈধ পাচার প্রতিহত আইন যা ২০০০ সালে পাশ হয় এবং এখন দেশে কার্যকর রয়েছে। এই আইন এখন যুক্তরাস্ট্রে পাচারকৃত মহিলাদের সাহায্য করছে এবং বিদেশী রাষ্ট্র ও এনজিও যারা এ বিষয়ে কাজ করছে- তাদের সাহায্য দিচ্ছে।

রিপাবলিকানরা হাউজে নয়টি আসন হারায় সিনেটে হারায় দুইটি। কিন্তু তারা তখনও কংগ্রেসের দুই কক্ষের নেতৃত্বে। বাস্তববাদী ও আধুনিক নেতৃত্বের চেয়ে রক্ষণশীল নেতৃত্ব রিপাবলিকানদের বেশি। 'হাউজ গভর্নমেন্ট রিফর্ম এবং 'ওভারসাইট কমিটি'র নতুন চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়ানার রিপাবলিকান নেতা ডন বারটন হিলের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ধরে ৩৮ ক্যালিবার পিস্তল তার পেছনে রাখা তরমুজে ছুড়ে কিছু আকর্ষণ অর্জন করেন। এই অদ্ভুদ আচরণ দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে ভিন্স ফস্টারকে হত্যা করা হয়েছে।

কিছু রিপাবলিকান সিনেটের প্রধান নেতা ট্রেন্ট লটসহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ক্লিনটন প্রশাসনে তদন্ত করা তাদের 'দায়িত্ব'। কিন্তু হোয়াইটওয়াটার তদন্ত মনে হলো গুরুত্ব হারাচ্ছে। সিনেটর ডি. আমাতো এর শুনানি জুনে স্থগিত করেন। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও কেনেথ স্টার ওয়েব হাবেল থেকে কোনো প্রকার প্রমাণাদি পাননি। হাবেল তার অংশিদার ও ক্লায়েন্টদের ঠকানোর জন্য আঠারো মাস জেলে ছিলেন।

বিলের দ্বিতীয় অভিষেকের সময় ঘনিয়ে আসছিলো তাই কেবিনেট ও হোয়াইট হাউজ স্টাফে কিছু পরিবর্তন এলো। বিলের চিফ অব স্টাফ লিওন প্যানেট্টা সিদ্ধান্ত নিলেন ক্যালিফোর্নিয়ায় তার ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যাবেন। তার বদল এ্যাস্কিন বৌলস উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যবসায়ী ও বিশ্বস্ত বন্ধু ও একসময়ে লিওনের সহকারী হিসেবে কাজ করছিলো তাকে সেই পদটি দেয়া হয়। আর এ্যাস্কিনের পত্নী ক্র্যান্ডাল, একজন সফল মহিলা ব্যবসায়ী। সে ওয়েলেসলিতে আমার সাথে পড়তো। হ্যারল্ড ইকস্, আমাদের অনেক দিনের বন্ধু, যে ১৯৯১ সালে বিলের সাথে শুরু করেছিলো এবং ১৯৯২ সালের নির্বাচনী অভিযানে নিউ ইয়র্কে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো, তিনি তার ল' ফার্ম ও ব্যবসা উপদেষ্টার কাজে ফিরে গেলেন। এভিলিন লিবারম্যান ভয়েস অব আমেরিকার প্রধানের দায়িত্ব নিলেন। জর্জ স্টেফানোপাউলস তার ঐতিহাসিক ঘটনা লেখা ও শিক্ষকতা কাজে যোগ দিলেন।

আমিও আমার চীফ অব স্টাফ হারালাম। ম্যাগি তার আগের জীবনে ফিরে যেতে চাইলো। সে কখনও এক টার্মের বেশি থাকতে চায়নি, আমি তাকে বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তার কাছ থেকে আমি বেশ সহযোগিতা পেয়েছি।

মেলানি ভারভির আমার নতুন চিফ অব স্টাফ হলো। সে প্রায় প্রতিটি বিদেশ সফরে আমার সাথে ছিল। নারী নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের জন্য প্রশিক্ষনের যে আন্ত র্জাতিক আন্দোলন আমরা চালাচ্ছিলাম, সে ছিলো সেগুলোর পেছনে উজ্জীবন শক্তি। মেলানির সাহচর্য উপভোগ্য, আইনের ব্যাপারে ও কংগ্রেসে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তার ব্যক্তিত্ব ছিলো আকর্ষণীয়।

'সেক্রেটারি অব স্টেট'সহ বিভিন্ন ক্যাবিনেট পদে মনোয়ন আহবান করা হলো নির্বাচনের পর। যখন ওয়ারেন ক্রিস্টোফার আসছে নভেম্বরে তার অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা দিলেন, ওয়াশিংটন অনুমানের খেলায় মেতে উঠেছিলো যে কে তার জায়গা নেবে। সেখানে একটি আকাঙ্খিত তালিকা ছিলো, প্রত্যেক রাজ্যের নিজেদের প্রতিনিধির ব্যাপারে।

www.pathagar.com

আমি আশা করেছিলাম, ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে বিল প্রথম মহিলা সেক্রেটারি অফ স্টেট পদে নিয়োগ দেবে। আমি মনে করি, তিনি জাতিসংঘে খুবই ভালো কাজ করেছেন, এবং আমি তার কূটনৈতিক দক্ষতা দেখে মুগ্ধ। তার ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, চেক ও পোলিশ ভাষায় কথা বলার স্বাচ্ছন্দ দেখে আমি তাঁর প্রশংসা করতাম। তার অর্থ হলো, তিনি আমার থেকে আরো চারটি বেশি ভাষায় কথা বলতে পারেন।

কিন্তু ওয়াশিংটনে তার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হয়ে গেলো। যেমন তিনি বেশি মাত্রায় অগ্রসর, বেশি অদম্য, এখনও প্রস্তুত নন, কিছু কিছু দেশের নেতারা একজন নারীর সাথে আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে না ইত্যাদি। তারপর নভেম্বর ১৯৯৬, 'ওয়াশিংটন পোস্টে' একটি নিবন্ধ ছাপা হলো যেখানে বলা হলো, হোয়াইট হাউজ ম্যাডেলিনকে মাত্র 'দ্বিতীয় স্তর'-এর প্রার্থী হিসেবে গণ্য করছে। সম্ভবতঃ তার কোনও প্রতিপক্ষ এটা পরিকল্পনা করে ছাপিয়েছে, মেডেলেইনের প্রার্থিতাকে ক্ষতি করার জন্য। কিন্তু এই ঘটনা উল্টো ফল দিয়েছে। এখন তার পদপ্রার্থিতা আরো গুরুত্বের সাথে দেখা হবে।

আমি কখনই ম্যাডেলিনের সাথে তার প্রার্থিতা নিয়ে আলোচনা করিনি। আমার কাছের স্টাফরাও জানতো না যে, তাকে নেয়ার জন্য আমি বিলকে অনুপ্রাণিত করেছিলাম। আমার স্বামী ছাড়া আর একজন মাত্র ব্যক্তির সাথে আমি এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম, তিনি হলেন ফ্রান্সে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পামেলা হ্যারিম্যান।

তিনি ধোঁয়াটে ব্রিটিশ ইংরেজির ঢং-এ বললেন, 'আমি সবার সাথেই কথা বলেছি। আপনি জানেন, অনেকেই ভাবছে সেক্রেটারি অফ স্টেট হিসেবে ম্যাডেলিনের নাম আসতে পারে।'

'সত্যি নাকি?' আমি উৎসাহিত হই। 'যাই বলুন, তার নাম আসলে আমি কিন্তু অবাক হবো না।'

'আসলেই?'

'হ্যাঁ। কারণ আমি মনে করি, তিনি চমৎকার কাজ করেছেন এবং আমি মনে করি যে সবকিছুই সমান, একজন নারী ওই পদটি পেলে ভালই হবে।'

তারপর পামেলা আবারো বললেন, 'আসলে, আমি জানি না। আমি নিশ্চিত নই। আরো কিছু যোগ্য লোকও আছেন যারা এই দায়িত্বটি চাইছেন।'

'আমি জানি কিছু লোক আছেন। কিন্তু আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, তাহলে ম্যাডেলিনের বিরুদ্ধে বাজি ধরতাম না।'

আমি জানতাম, আমার সেই মতামতটি আরো অনেক অনুরোধের মতোই। সে যখন সিদ্ধান্ত নিলো সেটা সে একাই নিলো। আমি তাকে বলেছিলাম, ম্যাডেলিনের নিয়োগ অনেক মেয়ে ও নারীকে গর্বিত করবে। আমি তখন পর্যন্ত নিশ্চিত ছিলাম না– বিল কাকে নিয়োগ দেবে; যতক্ষণ না ৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৬ বিল ম্যাডেলিনকে ডেকে তার সেক্রেটারি অফ স্টেটের দায়িত্ব নিতে বললো। সেই ঘোষনার পর পামেলা একটা চিরকুট পাঠালো : 'আমি কখনই আপনি বা ম্যাডেলিনের বিরুদ্ধে বাজি ধরবো না।'

ম্যাডেলিন আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম মহিলা হিসেবে এই পদটির দায়িত্ব নিলেন।

আমি দ্বিতীয় অভিষেকের জন্য খুব নিস্পৃহ ছিলাম। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত না হয়ে ঘটনাগুলো উপভোগ করছিলাম। আমি অনুভব করছিলাম, আমি যেনো নতুন

www.pathagar.com

একটি জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি- যেনো আগুনে পোড়ানো ইস্পাত। পাশটা একটু বেশি শক্ত, কিন্তু বেশি টেকসই, বেশি নমনীয়।

যখন সময় এলো– চেলসি ও আমি বাইবেল ধরলাম; যার উপর বিল তার বা হাতটি রাখলো। তারপর শপথ নেয়ার জন্য সে তার ডান হাতটি উঁচু করলো। যখন রেনকোয়েষ্ট (যিনি সুপ্রিমকোর্টে সহযোগী প্রধান বিচারপতি হিসেবে চাকুরী করেন। এখন প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন) শপথ পড়ানো শেষ করলেন। বিল প্রধান বিচারপতির সাথে করমর্দন করার জন্য এগিয়ে গেলো।

রেনকোয়েষ্ট না হেসে বললেন, 'শুভ হোক।' তার গলার স্বর আমাকে বলে দিয়েছিলো আমাদের এর প্রয়োজন পড়বে।

www.pathagar.com

আ ফ্রি কা য়

দ্বিতীয় বার আমার স্বামী গ্রেগ নরম্যানের সাথে গলফ খেলতে গেলো, আর পরিণতি হলো দুই মাসের জন্য ক্র্যাচ ভর করা। বিল বালির কোনও ফাঁদে পা দেয়নি, ফ্লোরিডাতে নরম্যানের বাড়ির সামনে অন্ধকারে ভুল পা ফেলে ডান হাটুতে ব্যথা পেয়েছে- তার পায়ের চারপাশের পেশী ৯০ ভাগ ছিঁড়ে গেছে। এটা ঘটলো ১৯৯৭ সালের ১৪ মার্চ শুক্রবার রাত ১টার পর। এবং হাসপাতালে যাবার পথে সে আমাকে ফোন করে সেটা জানালো। ও প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু আমাকে বললো, 'আমার সবচে' ভালো পা-টা সামনে বাড়ানোর চেষ্টা করছি।' আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম যে, ওর 'সেন্স অফ হিউমার' আঘাত পায়নি। বিলের একমাত্র উদ্বেগ ছিল কীকরে তাড়াতাড়ি হোয়াইট হাউজে ফিরে আসবে এবং তারপর ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি উড়ে যাবে, পরবর্তী বুধবারে সেখানে বরিস ইয়েলৎসিনের সাথে পূর্বনির্ধারিত বৈঠক আছে– ডাক্তাররা যত কথাই বলুক না কেন। আমি প্রেসিডেন্টের চিকিৎসক ও হোয়াইট হাউজের মেডিক্যাল ইউনিটের ডিরেক্টর ড. কনি মারিয়ানোর মতামত জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, বিলের সার্জারি লাগবে, কিন্তু বিল নিরাপদে ফ্লোরিডা থেকে উড়ে আসতে পারবে এবং ওয়াশিংটনে সার্জারি হবে।

শুক্রবার সকালে তাকে এয়ার ফোর্স ওয়ানে করে ওয়াশিংটনে আনা হলো। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা আমার স্বাভাবিক ও অক্ষত স্বামীকে বিমানের পেট থেকে নামালো। তারা একটা হুইল চেয়ারে বসিয়ে পোর্টেবল হাইড্রোলিক লিফট দিয়ে মাটিতে নামালো। আমি একটা ভেনে করে বিলের সাথে বেথেসডা নেভাল হাসপাতালে গেলাম, এখানে ওর পায়ে সার্জারী হবে। তীব্র শারীরিক ব্যথা সত্ত্বেও বিল খুব হাসিখুশি ছিল এবং তখনও হেলসিংকি যাওয়ার ব্যাপারে অনড়। আমি তাকে বললাম, সার্জারী কেমন হয় সেটা দেখে নিতে; কিন্তু ও ইতোমধ্যেই ভেবে নিয়েছে যে সার্জারী ভালোই হবে। বিলের কর্মকান্ড মাঝে মাঝে আমাকে সেই বালকের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে কি না গোবরভর্তি আঁস্তাকুড়ে উন্মত্ত হয়ে গরু খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ একজন তাকে যখন জিজ্ঞেস করলো, 'কি খুঁজছো?', তখন সে বললো, 'যেখানে এতো গোবর আছে, এখানে কোথাও নিশ্চয়ই গরুটা থাকবে।'

সে কোনও রকম সাধারণ এ্যানেস্থেসিয়া বা মাদকদ্রব্যের পেইনকিলার ব্যবহার করতে চাইলো না, কারণ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে সবসময় সজাগ এবং দিনের চব্বিশ ঘন্টাই 'অন কল'-এ থাকতে হবে। এটা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তার পেশীগুলো জোড়া দিতে হবে যা খুবই বেদনাদায়ক হবে। যদি ওকে সাধারন এ্যানেস্থেসিয়া দেয়া

www.pathagar.com

হয়, তাহলে সংবিধানের পঁচিশতম সংশোধনী অনুযায়ী বিলকে সাময়িকভাবে ক্ষমতা ভাইস-প্রেসিডেন্টের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ১৯৮৫ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের মলাশয়ে ক্যান্সার অপারেশনের জন্য এ্যানেস্থেসিয়া দিতে হয়েছিল। তখন ক্ষমতা সাময়িকভাবে হস্তান্তর করতে হয়েছিল। তারপর আর তেমনটি ঘটেনি। ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ব্যাপারে বিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ইয়েলৎসিনের সাথে আসন্ন বৈঠকটি ছিলো ন্যাটোর সম্প্রসারণ বিষয়ে, যা রাশিয়া একগুঁয়েমি করে বিরোধিতা করছে। বিল কোনও রকম মিডিয়া রিপোর্ট চাচ্ছিলো না, কারণ সেটা তার দূর্বলতার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে। বিল লোকাল এ্যানেস্থেসিয়া নিয়েই অপারেশনে গেলো। অর্থপেডিক সার্জন ও তার টিম যখন বিলের হাঁটুতে ড্রিল করে ফুটো করছে, ছিঁড়ে যাওয়া পেশী বারবার টেনে আনছে, এবং অক্ষত পেশীর সাথে সেগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছে, বিল তখন তার ডাক্তারদের সাথে আড্ডা মারছে।

অপারেশন চলাকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট ও তার পরিবারের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ স্যুটে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় অপেক্ষা করছিলাম। চেলসি স্কুল থেকে সেখানে চলে এলো। আমাদের পরিবার সুস্বাস্থ্য দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট। একমাত্র প্রসবের সময় আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। আমাদের কাউকেই সার্জারিতে যেতে হয়নি। কিন্তু তাই বলে সেই সৌভাগ্য সবসময়ই থাকবে সেটা আমি ধরে নেইনি।

তিন ঘন্টা সার্জারির পর বিলকে বিকেল ৪-৪৩ মিনিটে হুইল চেয়ারে করে স্যুটে দিয়ে গেল। তাকে খুব বিধ্বস্ত মনে হলো। কিন্তু সে খুবই উচ্ছসিত ছিল, কারণ ড. মারিয়ানো ও সার্জনরা বলেছেন যে অপারেশন খুব ভালো হয়েছে এবং তার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠার সম্ভাবনা চমৎকার। চেলসি ও আমি টিভিতে ক্যারি গ্র্যান্টের একটি ছবি দেখছিলাম, এবং বিলের প্রথম কথাটিই ছিল : 'বাস্কেটবল টূর্নামেন্ট কোথায় হচ্ছে?' আমরা তাড়াতাড়ি চ্যানেল পরিবর্তন করে দিলাম।

বিল সারাক্ষণই তার ফিনল্যান্ডে সফরে যাওয়ার কথা বলছে। ড. মারিয়ানো এবং সার্জনরা দীর্ঘ বিমান ভ্রমণের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলছিলেন। এবং আমাকে অনুরোধ করছিলেন, আমি বিলকে বুঝিয়ে বলতে পারি কি না। আমি বললাম, আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, যেহেতু তার স্বাস্থ্যের উপর এটা নির্ভর করছে, কিন্তু সার্থক হবো কিনা সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল। আমি বিলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্যান্ডি বার্গারকে ডেকে পাঠালাম। স্যান্ডি হেলসিংকির সফরের গুরুত্বটা ব্যাখ্যা করলেন এবং তিনি নিজেও চাইছিলেন বিল যাক। তবে তিনি এটাও বললেন যে, যদি বিলের মেডিক্যাল টিম ফ্লাই করতে না বলে তাহলে তার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি স্যান্ডির মতামত বিলকে দিলাম : স্যান্ডি পরিতাপের সাথে ডাক্তারদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

'ভালো, তবে আমি মেনে নিচ্ছি না,' বিল বললো। 'আমি যাচ্ছি।'

আমি বিলের পাশ থেকে ড. মারিয়ানোকে ডাকলাম।

'দেখুন, ও যেতে চাইছে,' আমি বললাম। 'তাই ওকে আমারা কীভাবে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি এবং কীভাবে নিরাপদে ফিরিয়ে আনছি সেটার উপায় আমাদেরকে বের করতে হবে।'

'কিন্তু তিনি বিমানে এতো দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারবেন না,' তিনি উত্তর দিলেন। 'রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে।'

www.pathagar.com

আমি রাগ-চেপে-রাখা স্বামীর দিকে তাকালাম, এবং ভাবছিলাম তারা যদি তাকে যেতে না দেয় তাহলে সে হয়তো তার ব্যান্ডেজ ছিঁড়ে ফেলবে।

'তারা কী বলছে?' বিল শুনতে চাইলো।

'ইয়েলৎসিন কি এখানে আসতে পারেন না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'নাহ, আমাকেই যেতে হবে।'

'ও হেলসিংকি যাচ্ছে,' আমি ড. মারিয়ানোকে বললাম। 'শুধু নিশ্চিত করবেন, যেন ওর রক্ত জমাট বেঁধে না যায়।'

'ওটাকে শুকনো বরফ দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতে হবে।'

ড. মারিয়ানো পরিশেষে নমনীয় হলেন এবং একটি মেডিক্যাল টিমকে বিলের সাথে ফিনল্যান্ড পাঠানোর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

সেই সন্ধ্যায় বিলকে রেখে চেলসি ও আমাকে চলে আসতে হলো। অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাসের সৌজন্যে আয়োজিত 'ভিনিজ অপেরা বল' দেখতে যাবে চেলসি। চেলসি কিছু ক্লাস করেছিলো, তাই তার বাবা তাকে জোর করে পাঠাচ্ছে। আমি আমাদের বাড়িতে এসে দেখে নিলাম, হুইল চেয়ার বা ক্র্যাচে করে চলাফেরা করতে ওর কতটা বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এটা থেকে আমি বুঝতে পারলাম, হুইল চেয়ারে একজন মানুষের প্রতিদিনের জীবন কেমন হতে পারে। তারপর আমি আবার হাসপাতালে ফিরে গেলাম। নেভির ফিজিক্যাল থেরাপিস্টের সাহায্যে আমি একটি তালিকা তৈরি করলাম, বিল বাড়িতে আসার আগে কী কী কাজগুলো করতে হবে। ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টেরও এমনটি অবস্থায় পড়তে হয়েছিল।

রবিবারে বিল হুইল চেয়ারে করে হোয়াইট হাউজে এলো। তার পা সামনের দিকে সোজা করে টানা দেয়া। সে সোজা বিছানায় চলে গেলো। কিন্তু ঘুমানোর পরিবর্তে কিছু শক্তিশালী টাইলিনল (ব্যাথা কমাবার ওষুধ) খেয়ে নিয়ে টেলিভিশনে বাস্কেটবলের ফাইনাল খেলার বাকি অংশ দেখতে লেগে গেলো।

শনিবারে চেলসিসহ আমার আফ্রিকা যাবার কথা ছিল। আমি ভাবছিলাম, আমি সফর বাতিল করে বিলের সাথে হেলসিংকি যাই, অথবা অন্তত আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত যাত্রাটা পিছিয়ে দেই। ও সেই কথা শুনল না। সে কারণ দেখালো, আমরা যদি আমাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করি, তার অর্থ হলো কেউ ভাবতে পারে বিলের অপারেশন সফলভাবে হয়নি। আমরা একটা সমঝোতায় এলাম : বিল তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হেলসিংকি চলে যাবে, চেলসি ও আমি আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো রবিবার, মাত্র একদিন পরে।

চেলসি ও আমি প্রথমে থামি সেনেগালে। কোটি কোটি আমেরিকানের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি, যাদেরকে সেনেগালের রাজধানী ডাকার-এর উপকূলে গরী দ্বীপ থেকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল। ছোট একটি দূর্গে ক্রীতদাসদেরকে আটকে রাখা হতো। সেই বস্তাপচা সেলগুলোর দেয়ালে এখনও লোহার বেড়ি ও চেইন ঝুলছে- মানুষ কতটা অমানুষ হতে পারে সেটাই মনে করিয়ে দেয়। এই সেই স্থান, যেখানে নিরাপরাধ মানুষকে জোর করে তার পরিবারের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হতো, তারপর দূর্গের পেছনের দরজা দিয়ে (যেটা দিয়ে আর ফিরে আসার উপায় নেই) পঙ্গপালের মতো মানুষকে দল বেধে সাগরের তীরে ছেড়ে দিত, এবং সেখান থেকে নৌকায় করে তুলে দিত নোঙ্গর করা ক্রীতদাসের জাহাজে। আমি আমার চোখ বন্ধ করে

www.pathagar.com

ভেজা বন্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিলাম, কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, যদি আমাকে বা আমার মেয়েকে অপহরণ করা হতো এবং ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হতো।

পরে আমি আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রথা বন্ধ করার উদ্যোগের কথা জানতে পেরেছিলাম– মেয়েদের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলার রীতি, যা আমার কাছে ক্রীতদাসত্বের আরেকটি রূপ মনে হয়েছে। ডাকার থেকে দূরে দেড় ঘন্টার পথ, গ্রামের নাম 'সাম ন'জায়'। সেখানে নারীদের জীবন ও স্বাস্থ্যের এক বিপ্লব ঘটে যাচ্ছিল। মলি মেলচিং একজন সাবেক স্বেচ্ছাসেবী শান্তি সেনা। তিনি সেনেগালে থেকে গিয়েছিলেন একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যার নাম 'টোস্টান'। এটা গ্রামভিত্তিক ছোট ছোট ব্যবসা ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রজেক্ট করে থাকে। পুরনো প্রথা মানতে গিয়ে, বয়ঃসন্ধির সাথে সাথে মেয়েদের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলার ফলে যে কষ্ট ও মর্মান্তিক শারীরিক প্রভাব পড়ে (মাঝে মাঝে মৃত্যুও হয়), টোস্টানের কাজের ফলাফল হিসেবে মেয়েরা এই বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে। টোস্টান যখন পুরো গ্রাম জুড়ে একটা আলোচনার ব্যবস্থা করলো, তখন গ্রামবাসী এই নিয়মটি বন্ধ করার জন্য ভোট দেয়। যখন পুরুষ নেতারা এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে গিয়ে গিয়ে বুঝাতে শুরু করলো যে, ওই প্রথাটি মেয়ে ও নারীদের জন্য কেন খারাপ, তখন সেই গ্রামবাসীরাও প্রথাটি বন্ধ করার পক্ষে রায় দিল। এই আন্দোলনটি গতি লাভ করলো এবং এর নেতারা পুরো দেশ জুড়ে এই প্রথাটি আইন করে বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট আবদৌ দিওউফ-এর কাছে আবেদন করলো। আমি যখন প্রেসিডেন্ট দিওউফের সাথে দেখা করি, আমি তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন এবং সেই প্রথা বন্ধের জন্য গ্রামবাসীর অনুরোধে সেনেগালের আইন পাশ করার জন্য প্রশংসা করি। আমি টোস্টানের কাজকে সমর্থন করে একটি চিঠিও লিখেছিলাম, যা তারা তাদের প্রচার কার্যে ব্যবহার করেছিল। আইনটি পাস হয়ে গিয়েছিল সেই বছরের মধ্যেই, কিন্তু সেটা প্রয়োগ করা ছিল কঠিন। গভীরভাবে প্রোথিত সাংস্কৃতিক প্রথা বিলোপ করা কঠিন।

মানুষের জীবনকে উন্নত করার জন্য এই জনপ্রিয় কর্মকান্ডের উদাহরণটি আমার ভেতরে আশার আলো জ্বেলে দিলো, যখন আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে রওনা হলাম। দক্ষিণ আফ্রিকা হলো একটি মহাদেশের পরিবর্তনের স্থায়ী প্রতীক। নেলসন ম্যান্ডেলা হলেন সেই পরিবর্তনের জনক। আরেকজন হলেন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক ডেসমন্ড টুটু। তিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং তিনি ম্যান্ডেলাকে 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিটি' (সত্য ও মীমাংসা কমিটি) গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আমি যাজক টুটু এবং কমিশনের সদস্যদের সাথে কেপ টাউনে একটি সাধারণ কনফারেন্স কক্ষে বসলাম। তাঁরা সেই ঘরে বিভিন্নভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে সত্যকে প্রকাশ করছিলেন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অবিচার ও পাশবিকতার পর বিভিন্ন বর্ণের মানুষের সংকট মীমাংসা করার জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন। ক্ষমা করে দেয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চ্যালেঞ্জ ও গুরুত্ব ম্যান্ডেলা এবং টুটু বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে, যারা অন্যায় করেছিলো তারা সামনে এসে সেটা স্বীকার করে সাধারন ক্ষমারযোগ্য হতে পারে। এবং আক্রান্ত মানুষটির জন্যও একটি উত্তর ছিল। যেমন একজন আক্রান্ত ব্যক্তির কথা, 'আমি ক্ষমা করে দিতে চাই, কিন্তু আমি জানতে চাই, কাকে এবং কেনো ক্ষমা করলাম।'

ম্যান্ডেলা ক্ষমার একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তিনি যখন চেলসি ও আমাকে রবেন দ্বীপে তার জেলখানাটি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, তখন তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে,

www.pathagar.com

তিনি বছরের পর বছর ধরে ভেবেছেন মুক্তি পেলে (যদি পান) কী করবেন। তিনি তার নিজের 'সত্য ও মীমাংসা' প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন, যা তাকে অবিস্মরণীয় মন্তব্য করতে উৎসাহিত করেছিল। সেই বক্তৃতা আমি তার অভিষেক অনুষ্ঠানে শুনছিলাম, তখন তিনি তিনজন কারারক্ষীকে (যারা তাকে আটকে রেখেছিল) পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। ক্ষমা করে দেয়াটা কখনই কোথাও সহজ কাজ ছিল না। জীবন ও স্বাধীনতা হারানো সব সময়ই বেদনাদায়ক, আর সেটা যদি হয় মার্টিন লুথার কিং-এর ভাষায় 'ঘৃণার এক টুকরো বাসি রুটি' থেকে উৎসারিত। আমরা সবাই মরণশীল, পুরনো ক্ষতটির বোঝাপড়ার চেয়ে ক্ষমা করে দেয়া অনেক বেশি কঠিন। ম্যান্ডেলা সারা বিশ্বকে দেখিয়েছেন, কীকরে ক্ষমা করতে হয় এবং সামনে এগিয়ে যেতে হয়।

মহাদেশের অন্যান্য অংশের মতো দক্ষিণ আফ্রিকাতে এখনও রয়েছে ভীষণ দারিদ্র্য, অপরাধ ও রোগ, কিন্তু আমি ছাত্রদের চোখেমুখে যে আশার আলো দেখেছিলাম তাতে আমি অনুপ্রাণিতবোধ করছিলাম। নারীরাও সেখানে তাদের উন্নত জীবনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা নিজেরাই ইট, শুরকি, সিমেন্ট মিশিয়ে নিজেদের পাকা বাড়ি তৈরী করছে। তারা নিজেদের হাউজিং ও ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন করেছে। যখন চেলসি ও আমি গিয়েছিলাম, তখন তারা ১৮টি বাড়ি বানিয়েছিল; যখন এক বছর পর বিলকে নিয়ে গেলাম, তখন ১০৪টি। আমি তাদের একটি গান খুব পছন্দ করেছি, যা অনুবাদ করলে মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায়, 'শক্তি, অর্থ এবং জ্ঞান - এদেরকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না।' সকল নারীদের জন্য খুব ভালো উপদেশ।

দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আমরা গেলাম জিম্বাবুয়ে। এই দেশটিকে আমার মনে হয়েছে একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার দেশ, কিন্তু নেতৃত্বের কারণে অগ্রগতি থেমে গেছে। ১৯৮০ সালে এই দেশটি স্বাধীন হবার পর থেকে দেশটির প্রধান রবার্ট মুগাবে ধীরে ধীরে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছেন। প্রেসিডেন্ট ভবনে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি আমার সাথে খুবই কম কথা বললেন।

তার নজরটা তার যুবতী স্ত্রী গ্রেসের দিকেই বেশী। যখন আমরা তার সাথে কথা বলছিলাম তখন তিনি বারেবারে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় তুলে আনছিলেন। আমার মনে হয় তার সরকার সুস্থির নয়। সাম্প্রতিক সময়ে আমার ধারণা জন্মেছে যে মুগাবে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি দমনমূলক ভূমিকা নিচ্ছেন এবং সে দেশের জনগণকে নৈরাজ্য এবং দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

পরে আমি একদল নারীর সাথে দেখা করলাম যারা রাজনীতি, ব্যবসা এবং অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত। সাক্ষাৎকার হয়েছিলো হারারের একটি আর্ট গ্যালারিতে। কাগজে-কলমে তাঁরা যে অধিকার ভোগ করেন তার সঙ্গে সামাজিক রীতিতে দ্বন্দ্ব চলছে, তাঁরা তার বর্ণনা দিলেন। তারা জানালেন যে, 'খারাপ ব্যবহার' বা প্যান্ট পরলে স্বামীরা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন মহিলার মতামতের সারসংক্ষেপ হচ্ছে : 'যতক্ষণ পর্যন্ত একটি আইন আছে যে, একজন পুরুষ দু'টো স্ত্রী রাখতে পারবে, কিন্তু মেয়েরা দু'টো স্বামী রাখতে পারবে না, আপনি ততক্ষণ বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন না।'

দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা একজন নেতার কথার বরখেলাপ এবং দেশের নাগরিক সুবিধাহ্রাস দেখে নিরুৎসাহিত হয়ে হারারে ত্যাগ করলাম।

www.pathagar.com

পরবর্তী যাত্রাবিরতি 'ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতে' এসে আমার প্রেরণা আবার বেড়ে গেলো। এখানে জাম্বেজি নদীটি একটি বিশাল গিরিসঙ্কটের কাছে এসে তরঙ্গের ন্যায় পতিত হয়েছে। চেলসি ও আমি সেই জলরাশি থেকে ছিটকে আসা বিন্দু বিন্দু জলকণার মাঝে হেঁটে বেড়ালাম এবং ভোরের আলোতে সেগুলোর রংধনুতে পরিণত হওয়া দেখলাম। যখন মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বেড়ে যাবে, তখনও আফ্রিকার এমন শ্বাসরুদ্ধকর জন্মগত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সম্পদকে রক্ষা করা হবে। কিন্তু তাঞ্জানিয়াতে যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম সেটা মোটেও সহজ কাজ নয়।

তাঞ্জানিয়া হলো অগোছালোভাবে গড়ে উঠা পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ। এই দেশটি ১৯৬৪ সালে দুটো সাবেক উপনিবেশ একত্রে গঠিত হয়েছিল। ছোট বেলা থেকেই সেই উপনিবেশ দু'টোর নাম আমাকে অভিভূত করেছিল, তানগানিকা এবং জানজিবার। রাজধানী দার-ইস-সালামে আমি প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন মকাপার সাথে দেখা করি। তিনি ছিলেন একজন প্রফুল্লচিত্তের সাবেক সাংবাদিক, যিনি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভারত মহাসাগরের একটি কৌশলগত অবস্থানের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে উন্নত করতে খুব কষ্ট করেছেন। সাক্ষাতের সময় মকাপার স্ত্রী আন্না মকাপা এবং মহিলা মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন। সেখানকার নারীরা আইনগতভাবে সম্পত্তির মালিক হতে পারতো না ও জন্মসূত্রেও সম্পত্তি পেতো না। প্রেসিডেন্ট সেই আইনগুলো তুলে দিয়েছেন। আমি সেটার প্রশংসা করি। এটা কেবল বৈষম্যই ছিল না, এটা দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে খোঁড়া করে ফেলেছিল। ১৯৯৯ সালে তাঞ্জানিয়া নতুন 'ভূমি আইন এ্যাক্ট' এবং 'ভিলেজ অ্যাক্ট' পাশ করে, যেগুলো নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক পুরনো আইনগুলোকে প্রতিস্থাপন করে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্য আফ্রিকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনার জন্য তাঞ্জানিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরুশাতে আমি রুয়ান্ডার 'আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত' দেখতে যাই। এই আদালত তখন গণহত্যার তদন্ত করছিল। এই আদালতের ক্ষমতা ছিল যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দেয়ার। এই আদালতে সাফল্য আফ্রিকানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য, কারণ গৃহযুদ্ধের দ্বারা এরাই প্রথম আক্রান্ত হয়। রুয়ান্ডাতে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন হয়েছিল গণহারে। ১৯৯৪ সালে এটাই ছিল গণহত্যার মতো সহিংসতার প্রথম কৌশল। উগান্ডার কাম্পালাতে আমি একদল নারীর সাথে দেখা করি, যাদের নরম, সঙ্গীতময় গলার স্বর সেই বিভীষিকাময় সময়ে তাদের যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দেয়। একজন তন্বী নারী বলছিলেন, তিনি ম্যাচেট (রাম দা'র মতো অস্ত্র) দ্বারা আক্রান্ত হবার পর কীভাবে তিনি তার আংশিক বিচ্ছিন্ন বাহুকে সুতা দিয়ে পুনরায় জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছিলেন এবং বৃথাই চিকিৎসকের সাহায্য চাইছিলেন। যখন তার বাহু অনিবার্যভাবে সংক্রামিত হয়ে গেলো, তখন নিজেই নিজের বাহুটি কেটে ফেলে দিলেন। সেই মহিলা মানুষের হাড়, মাথার খুলি, হতবুদ্ধি বেঁচে যাওয়া মানুষ, এবং অনাথ শিশুদের ছবিপূর্ণ একটি অ্যালবাম আমাকে দিলেন। আমি নিজেকে সামলে জোর করে কোনও রকমে সেগুলো দেখলাম। এই গণহত্যা বন্ধের ব্যাপারে, আমার স্বামীর প্রশাসনসহ এই পৃথিবীর ব্যর্থতা দেখে আমি গভীরভাবে অনুতপ্ত।

আরেকটি কারনে উগান্ডা স্মরণীয় ছিল। আফ্রিকার এইডস– মহামারীর ভেতর, উগান্ডা সরকার তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষামূলক প্রচারের মাধ্যমে এইচআইভি ভাইরাসের

www.pathagar.com

প্রসারকে বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। বিশ্বজুড়ে এইডসের পরিণতি সবচে' প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে আফ্রিকার সাহারা উপকূলে, একটি অঞ্চল যেখানে পৃথিবীর ৭০ভাগ এইচআইভি/এইডস রোগী বাস করে। এই সমস্যায় সমাজের প্রতিটি অঙ্গ আক্রান্ত। বিশ্রীভাবে আক্রান্ত দেশগুলোর একটি হলো উগান্ডা যেখানে ৯০ দশকের শেষের দিকে শিশু মৃত্যুর হার বিপদজনক হারে বাড়তে থাকে এবং জীবনের প্রত্যাশা ডুবে যেতে থাকে। জনশক্তি কমে যেতে থাকায় অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। বিলের প্রশাসনের সময় এইডসের জন্য অনুদান তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং ইউএসএআইডি সারা পৃথিবীতে এক বিলিয়ন কনডম বিতরণ করে। শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ২৪০০ স্বেচ্ছাসেবককে এইডস শিক্ষক হিসেবে ট্রেনিং দেয়।

আমি যখন এন্টেবি বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম, তখন এইডস প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করা বিলবোর্ডগুলো আমার চোখে পড়ে : বিয়ের আগে মিলন নয়, বিশ্বস্ত যৌন মিলন অথবা কনডম ব্যবহার করা।

এই প্রচারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন উগান্ডার প্রতিভাধর প্রেসিডেন্ট ইউয়েরী মুসেভেনী। এ আন্দোলনে সমানভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন মুসেভেনীর স্ত্রী জ্যানেট।

আফ্রিকাতে উপজাতীয়, ধর্মীয় এবং জাতীয় যেসব দ্বন্দ্ব চলছে তার চেয়ে বড় সমস্যা অন্য কিছু হতে পারেনা। এই জাতিগত বিদ্বেষ বহু জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং সার্বিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। ইরিত্রিয়া আফ্রিকার একটি নতুন দেশ। তিরিশ বছরের গৃহযুদ্ধের পর দেশটি ইথিওপিয়া থেকে স্বাধীন হয়েছে। এখানকার নারীদেরকে গৃহযুদ্ধের পাশাপাশি স্বাধীনতার জন্য পুরুষদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। যখন আমি আসমারায় বিমান থেকে নামলাম, সেখানে দেখলাম একটি লাল, সাদা এবং নীল ব্যানারে লেখা রয়েছে 'ইয়েস, ইট ডাস্ টেক ভিলেজ'। মহিলারা সুন্দর পোশাক পরে ভুট্টার খই ছুঁড়ে দিয়ে আমাকে আদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। আমি যখন পোর্ট থেকে বেরিয়ে এলাম দেখলাম আরেকটা বড় ব্যানার শোভা পাচ্ছে যেখানে লেখা রয়েছে 'ওয়েলকাম, সিস্টার'।

ইরিত্রিয়ার প্রেসিডেন্ট ইছাইয়াচ আফোয়েৰ্কি এবং তার স্ত্রী সাবা হাইল তাদের ছোট বাড়িতে বাস করেন। সাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তারা আমাকে 'প্রেসিডেন্ট ভবনে' স্বাগতম জানালো। আমরা দেখলাম প্রাঙ্গণের মধ্যে একদল নৃত্যশিল্পী তাদের উপজাতীয় নৃত্য পরিবেশন করছে। প্রাঙ্গণটি তৈরি হয়েছিলো ইতালিয়ান উপনিবেশ সময়।

১৯৯৮ সালের মে মাসের শেষদিকে সীমান্ত নিয়ে ইথিওপিয়া এবং ইরিত্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলো। এ জন্য কয়েক হাজার লোক মারা গেলো ফলে দুঃখজনকভাবে উভয় দেশের জনগণের শান্তির আশা আরও পিছিয়ে গেলো। বিল তার প্রাক্তন নিরাপত্তা উপদেষ্টা টনি লেক এবং আফ্রিকা সংক্রান্ত সহকারী বিদেশমন্ত্রী সুসান রাইসকে সেখানে পাঠালো। অবশেষে ক্লিনটনের প্রশাসন দু'দেশের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি করাতে পেরেছিলো। আমি একমাত্র সেটাই আশা করতে পারি যে ভুট্টার খই এবং নাচের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ দেখেছিলাম দু'টো দেশই যেন সেটা অনুভব করতে পারে।

চেলসি ও আমি আফ্রিকা থেকে ফিরে বিলকে আমাদের রোমাঞ্চকর সফরের কথা বর্ণনা করে আনন্দ দিয়েছিলাম। বরিস ইয়েলৎসিনের সাথে তার বৈঠক ফলপ্রসু হয়েছিল। বিলের পা ভালো হয়ে আসছিল, যদিও সে ক্র্যাচে ভর করে পুরো হোয়াইট

www.pathagar.com

হাউজ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো। রিপাবলিকানরা ইনজুরির জন্য কোনো সময় দিতে রাজি ছিলো না।

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে কেনেথ স্টার যখন ঘোষণা দিলেন তিনি ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল থেকে পদত্যাগ করছেন এবং পেপার ডাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্কুলের ডীন এবং পাবলিক পলিসি স্কুলের প্রধানের পদ নিচ্ছেন তখন কেনেথ স্টারের আইনী পেশা একটি ভিন্ন দিকে মোড় নিলো। আমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ বের না করে তদন্ত বন্ধ করে দেয়ার জন্য ডানপন্থীরা যখন স্টারকে অভিসম্পাত দিতে লাগল, তখন স্টারের কৌশল ভিন্নফল দিতে আরম্ভ করলো। একই সময়ে কিছু মিডিয়া হৈচৈ শুরু করে দিলো। ফলে পেপারডাইন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ডীনশিপ চুক্তির মধ্যেই রয়ে গেলো। একই সময়ে ডানদের নিকট থেকে স্টারের উপর চাপ আসতে লাগলো এবং তিনি চাকরি নেয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, যতদিন কাজ শেষ না হচ্ছে ততদিন তিনি স্বাধীন কাউন্সেলে থাকছেন।

জানি না আমি কীভাবে ভালো থাকতাম স্টারের সঙ্গে অথবা স্টার ব্যতীত। কারণ স্টারের মধ্যে একটি মানসিকতা ছিলো যে, আরও বেশী চেষ্টা করে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার যুক্তি দেখানো। স্টারের কার্যালয় থেকে পাওয়া কোনো তথ্য গল্প তৈরি করে মিডিয়াতে কভার দেয়া ছিলো ডেভিড কেন্ডাল-এর কাজ। খবরের কাগজগুলোতে লেখা হতো ও.আই.সি তদন্তকারীরা প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত জীবনের আরও গভীরে খোঁজ আনতে পুনরায় আরকানসাসে গেছে। ইতোমধ্যে জিম ম্যাকডগাল আইনজীবীদের সাথে কথা বলেছেন এবং তিনি আমাদের একটি সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য উদগ্রিব হয়ে পড়েন। তার প্রাক্তন স্ত্রী সুসান হোয়াইটওয়াটার জুরীদের সামনে সাক্ষ্য দিতে রাজি না হওয়ায় জেল খাটছিলেন। কেউ যদি বিশ্বাস করে থাকেন প্রসিকিউটরগণ আমেরিকার ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের অপব্যবহার করতে পারে না তাহলে তিনি সুসানের লেখা বই 'দি ওম্যান হু উড নট টক : হোয়াই আই রিফিউজ টু টেস্টিফাই এগেইনেইস্ট দি ক্লিনটন অ্যান্ড হোয়াট আই লার্নড ইন জেল' বইটি পড়তে পারেন।

স্টারের দলের সদস্য এবং স্টার নিজে গ্রান্ড জুরীর গোপন সাক্ষ্য-প্রমাণ জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। যা ছিলো আইন বিরুদ্ধ। স্টার ১৯৯৭ সালের ১লা জুন নিউইয়র্ক টাইম ম্যাগাজিনে আমার সত্যবাদিতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এবং অবস্টাকশন চার্জের ইঙ্গিত দিলেন। এটা ডেভিড কেন্ডালের শেষ অবলম্বন ছিলো; তিনি পালটা আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। তিনি আমাদের কাছে একটি চিঠি লিখলেন। আমি এবং বিল সেটা মেনে নিলাম। গোপন বিষয় মিডিয়ায় ফাঁস করার জন্য স্টার অভিযুক্ত হয়ে গেলেন। প্রাক্তন রিপাবলিকান ইউএস এটর্নিসহ তিনজন স্পেশাল প্রসিকিউটর কেন্ডাল-এর সাথে একমত হয়ে বললেন ওআইসির এ কাজ ছিলো নীতিবহির্ভূত। কিন্তু জনগণের মধ্যে মধ্যে প্রচার চলতেই থাকলো।

এদিকে পলা জোনসের যৌন নিপীড়ন মামলায় বাতাস লেগেছে। জানুয়ারী মাসে, বিলের আইনজীবি বব বেনেট সুপ্রিম কোর্টের কাছে যুক্তি দেখালেন যে, প্রেসিডেন্টকে তার কার্যকালে দেওয়ানী মামলার বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিৎ নয়। বেনেটের যুক্তি হলো, যদি এটাকে অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে যেকোনও প্রেসিডেন্টকে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা কিংবা বিখ্যাত হতে চায় এমন লোকেরা অজস্র মামলা দিয়ে বেঁধে ফেলবে, এবং এটা প্রধান নির্বাহীকে তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। কিন্তু ১৯৯৭

www.pathagar.com

সালের ২৭ মে, নয় জন বিচারপতিই একমত হলেন যে, প্রেসিডেন্টের সুবিধা দেওয়ানী মামলায় দেয়া যাবে না, এবং জোনস বনাম ক্লিনটন মামলা সামনে এগুতে পারে। আমি মনে করি, এটা একটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষেকে যে কোনও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করার উন্মুক্ত আমন্ত্রণ।

www.pathagar.com

ভাইটাল ভয়েসেস

গ্রীষ্মের শুরুতে, প্রশাসন মূলতঃ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, একটি সুষম বাজেটের বিষয়ে কংগ্রেসের সাথে আলোচনা, কলোরাডোর ডেনভারে অর্থনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন এবং ন্যাটোর বিতর্কিত সম্প্রসারণের বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন।

আমি ফার্স্ট লেডী থাকাকালীন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, কীভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক নীতি নির্ভরশীল। আদর্শের দিক থেকে একে অপরের বিপরীতমুখী হলেও তারা যদি পরস্পরকে চেনে ও বিশ্বাস করে তবে তা বিভিন্ন চুক্তিতে পৌছতে বা জোট গঠনে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কূটনীতি নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের প্রধানদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের উপর। এ জন্যই প্রেসিডেন্ট, আমি ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কিছু দিন পরপরই বহির্বিশ্ব সফরে যেতাম।

বিশ্বের প্রধান ৭টি শিল্পোন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, ইতালি ও কানাডার বাৎসরিক সম্মেলন জি-৭ একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘে পরিণত হয়েছিলো। রাশিয়াকে এর আগের সম্মেলনে অতিথি সদস্য হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। কিন্তু, ১৯৯৭-এ যখন ডেনভারে যুক্তরাষ্ট্রের জি-৭ সম্মেলন আয়োজন করার কথা তখন বরিস ইয়েলৎসিন রাশিয়াকে পূর্ণ সদস্যরূপে অংশগ্রহণের সুযোগদানের জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের অর্থমন্ত্রীরা এই পরিবর্তনের বিপরীতে মত দেন, এই যুক্তিতে যে রাশিয়া তখনও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং জি-৭ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভরশীল এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক সংস্কারে অনিচ্ছুক। কিন্তু বিল ও তার সহযোগী নেতৃবৃন্দ ইয়েলৎসিনকে সমর্থন জরুরী মনে করলো এই ভেবে যে, এটি রাশিয়ার জনগণকে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও জাপানের সাথে রাশিয়ার সহযোগিতার সুফলের গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি পৌঁছে দেবে। কাজেই রাশিয়াকে ডেনভার সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হলো এবং খুব তাড়াতাড়ি তার নাম দেয়া হলো 'সামিট অব এইট' এবং পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি জি-৮-এ পরিণত হয়।

বিল ইয়েলৎসিনকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের পর্যায়ে স্বীকৃতি দিতে মনস্থির করেছিলেন। এর পেছনে যুক্তি ছিলো রাশিয়ার জনগণের কাছে ইয়েলৎসিনের ভাবমূর্তি বাড়িয়ে তোলা, ফলে রাশিয়ার জনগণকে পূর্ব-ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণে প্রলুব্ধ করা যাবে। ম্যাডেলিন অলব্রাইট এবং খ্যাতিমান রাশিয়া বিশেষজ্ঞ ডেপুটি সেক্রেটারি স্ট্রোব ট্যালবট

www.pathagar.com

ছিলেন এই ধারণার মূল স্থপতি। ম্যাডেলিন এই লক্ষ্যে বিরামহীনভাবে কাজ করেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাশিয়াকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন, যার ফলে রাশিয়ায় তার ডাকনাম দেয়া হয়- 'ম্যাডাম স্টিল'।

বিলের শাসনামলের প্রথমদিকে আমি রাষ্ট্রীয় সফরের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম। এখন আমি বুঝতে পারি যে, অন্যান্য দেশের প্রধানদের পত্নীদের সাথে সুসম্পর্ক দেশের প্রধানদের সাথেও একটি অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ডেনভারে আমি অন্যান্য ফার্স্ট লেডীদের উইন্টার পার্ক স্কি রিসোর্ট পর্যন্ত এক রোমাঞ্চকর রেল ভ্রমণের শেষে ভোজের আমন্ত্রণ জানাই। সেখানে আমি ব্রিটেনের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের পত্নী চেরী ব্লেয়ারের সাথে পরিচিত হই, আমি তাকে খুব তাড়াতাড়িই পছন্দ করে ফেলি। এছাড়া আমি অন্যান্যদের সাথে পূর্বের সম্মেলন থেকেই পরিচিত ছিলাম। নাইনা ইয়েলৎসিনকে তার ভূমিকায় দেখে আমি খুব উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম। তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় টোকিওতে ১৯৯৩ সালে। তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে 'ওয়াটার সিস্টেমে' কাজে করেন কিন্তু রাশিয়ার জটিল রাজনীতির শিকারে পরিণত হন। তিনি প্রথম থেকেই শিশুদের অধিকার ও তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমি তাকে ১৯৯৫ সালে ফিনাইলকিটোনিউরিয়া (শিশুদের বংশানুক্রমিক স্নায়ুবিক রোগ) হতে শিশুদের রক্ষার জন্য বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তিতে সহায়তা করি।

এলিন শ্রেতিয়েন, যার স্বামী ছিলেন জিন শ্রেতিয়েন, যিনি ১৯৯৩ সালে কানাডার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন, ছিলেন বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ ও সৌখিন। আমি তাঁর নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষমতা ও শৃংখলাবোধ দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। দীর্ঘ আট বৎসরে আমরা তাকে অধ্যয়ন ও পিয়ানো অনুশীলন করতে দেখেছি। তিনি মজা করতেও জানতেন। ১৯৯৫ সালে অটোয়াতে এক সাথে স্কেটিং করে আনন্দময় সময় কাটিয়েছি। জাপানের কামিকো হাশিমোতো ছিলেন অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ও প্রাণবন্ত। ইটালীর ফ্লাভিয়া প্রোডি ছিলেন রাশভারী এবং অত্যন্ত জ্ঞানী। তিনি ইটালির রাজনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতেন, যা সব সময় পরিবর্তনশীল মনে হয়েছে।

যদিও ডেনভার সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর তবুও আমরা সন্ধ্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে সহজ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলাম। নৈশভোজ ছিলো সনাতন ধারণার থেকে আলাদা, এখানে খাওয়া দাওয়াটাই ছিলো মুখ্য। বিল অতিথিদের কাউবয় বুট উপহার দিয়েছিলো। জাপানের প্রধানমন্ত্রী রিউতারো হাশিমোতো আর কানাডার প্রধানমন্ত্রী জিন শ্রেতিয়েন অত্যন্ত আনন্দের সাথে তা গ্রহণ করেছিলো। নৈশভোজের সময় তারা তাদের প্যান্ট গুটিয়ে রেখেছিলেন যেন বুটজোড়া দেখা যায়।

এক সাথে খাবার গ্রহণ কূটনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডেনভার সম্মেলনের পূর্বের রাতে ম্যাডেলিন অলব্রাইট তার রাশিয়ান প্রতিপক্ষ ইয়েভগানি প্রিমাকভকে স্থানীয় রেস্টুরেন্টে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান। ম্যাডেলিন অলব্রাইট তাকে আঞ্চলিক রীতি অনুযায়ী আপ্যায়ন করেছিলেন।

আমরা যেখানেই গিয়েছি স্টেট ডিপার্টমেন্ট সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আগেই জানিয়ে দিতো এবং কিভাবে সে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে, তার নির্দেশনাও

www.pathagar.com

দিয়ে দিতো। আমাকে আগে থেকেই অদ্ভুত ধরনের খাবার পরিবেশনের বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং কি করে তা গ্রহণ না করা যায়, তার পথ সম্পর্কেও আমাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু কোনো নির্দেশনাই বরিস ইয়েলৎসিনের সঙ্গে নৈশভোজের সময় কাজে আসে নি।

আমি ইয়েলৎসিনকে শ্রদ্ধা ও পছন্দ করি এবং তাঁকে একজন সত্যিকার নায়ক হিসেবে মনে করি- কারণ তিনি দু' দু'বার রাশিয়ার গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন। প্রথমবার ১৯৯১ সালে, তিনি যখন রেড স্কোয়ারে ট্যাঙ্কের উপর উঠে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯৩ সালে যখন সামরিক বাহিনীর একাংশ রাশিয়ান 'হোয়াইট হাউজ' দখল করতে চেয়েছিল এবং ইয়েলৎসিন বিল ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমর্থনে গণতন্ত্রের পক্ষে জোর দাবী তুলেছিলেন। তিনি অত্যন্ত মহানুভব ছিলেন এবং তার সঙ্গে আমার সময় বেশ ভালো কাটতো।

যে কোনো ভোজে আমি সবসময় তার এক পাশে বসতাম, তার আরেক পাশে বসতো বিল ও তার পাশে নাইনা। তিনি ইংরেজি বলতেন না, কিন্তু একজন সার্বক্ষণিক দোভাষী আমাদের পেছনে বসা থাকতো, যিনি ইয়েলৎসিনের মতই গম্ভীর স্বরে কথা বলতেন। বরিস খুব কমই সামনে রাখা খাবার ধরতেন। তিনি শুধু গল্পই করে যেতেন এবং মাঝে মাঝে খাবার তার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতো।

ডেনভার সম্মেলন সফল হয়েছিলো। কিন্তু রাশিয়ার সাথে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন ছিলো একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং তার জন্য আমাদের জুলাইতে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ন্যাটো সম্মেলন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। আমরা সম্মেলনের কিছুদিন পূর্বেই ইউরোপে স্পেনের রাজা প্রথম জুয়ান কালোর্স ও রাণী সোফিয়ার অতিথি হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ মারজোকা দেখতে যাই। সেখানে একবার চেলসি ও নিকি ডেভিসনের সঙ্গে দেখা হয়। নিকি ডেভিসন ছিলো চেলসির হাই স্কুল জীবনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

আমি সব সময় জুয়ান কার্লোস ও সোফিয়ার সাথে থাকতে চাইতাম, যারা ছিলেন অত্যন্ত উষ্ণ স্বভাবের হাস্যরসিক ও মোহনীয়। ১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটনের জর্জটাউন ইউনির্ভাসিটিতে উপস্থিত হলে রাজা, রাণী ও তাদের ছেলে ফেলিপের সাথে দেখা হয়। দেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধে রাজার বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। তিনি ১৯৭৫ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর সাঁইত্রিশ বছর বয়সে রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং সাথে সাথেই সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ১৯৮১ সালে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর পার্লামেন্ট ভবন দখলের চেষ্টা নস্যাৎ করেন। গ্রীসের রাজকুমারী সোফিয়া ছিলেন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুসেবিকা পরে তিনি জুয়ান কার্লোসের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। একজন মহান মানব-হিতৈষী হিসেবে তিনি ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের প্রচারণা করেন যখন এই সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই কম ছিলো।

মাদ্রিদে ন্যাটো সদস্যদের সম্মেলন চলতে থাকলো। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী জোসে মারিয়া আজনার ও তাঁর সহধর্মিনী এ্যানা বোটেলা ন্যাটো নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের সহধর্মিনীদের সম্মানে তাঁদের রাষ্ট্রীয় ভবন মনক্লোয়া প্রাসাদের বাগানে এক ব্যক্তিগত নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। বিলের ন্যাটোর সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবতার আলো দেখলো যখন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেক রিপাবলিককে যোগদানের আহ্বান জানানো হলো। তার পরবর্তী রাতে এই ঐতিহাসিক সম্প্রসারণের সম্মানে মাদ্রিদের

www.pathagar.com

কেন্দ্রে অবিস্থত নিওক্লাসিক্যাল প্রাসাদে রাজা ও রাণী বিশাল নৈশ ভোজের আয়োজন করেন। ১৯৯৫ সালে যখন রাজা এখানে এক নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন তখন আমরা প্রথম এই প্রাসাদ দেখি। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে, প্রাসাদের বেশীর ভাগ কক্ষ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। সব থেকে মজা হয়েছিল যখন বিল আর রাজা আমার দেখা সব চেয়ে দীর্ঘ খাবার টেবিলটির দিকে অপলক তাকিয়ে ছিলেন। তারা ওই টেবিলটিকে কেটে ফেলার সুবিধার বিষয়ে আলোচনারত ছিলেন। কিন্তু দু' বছর পর ঐ লম্বা টেবিলটিই ইউরোপে সকল রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মানে এক রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের সময় সবার বসার সুযোগ করে দিয়েছিলো।

ন্যাটো সম্মেলনের পর সোফিয়া ও জুয়ান কার্লোস, বিল, চেলসি ও আমাকে গ্রানাডার আলহামব্রা প্রাসাদে নিয়ে যায়। আমরা প্রাসাদটি ঘুরে দেখি এবং শতবর্ষের সেই পুরোনো বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করি। আমরা সেখানে প্রাসাদের দেয়ালে ধীরে ধীরে সূর্য ডুবে যাওয়ার অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করলাম।

আমার পরবর্তী গন্তব্য ছিল ভিয়েনা। সেখানে আমি 'ভাইটাল ভয়েসেস: উইমেন ইন ডেমোক্রেসি' নামক একটি ফোরামের প্রধান বক্তা ছিলাম। ইউরোপের সহস্রাধিক গণ্যমান্য মহিলাদের উপস্থিতিতে সম্মেলনটি আমাদের অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত সোয়ানি হান্ট আয়োজন করেন। মেলানি ভার্বির তার দেখাশোনা করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 'ভাইটাল ভয়েসেস ডেমোক্রেসি ইনিশিয়েটিভ'-এর এটাই ছিলো প্রথম পদক্ষেপ।

এই প্রকল্পটি ছিলো বৈদেশিক নীতিতে নারী সংক্রান্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্তির প্রধান প্রচেষ্টা। বেইজিং সম্মেলনের ধারণায় ভাইটাল ভয়েসেস আমাদের সরকারী প্রতিনিধি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনকে তিনটি ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের জন্য সংগঠিত করে। সেগুলো হলো, গণতান্ত্রিক উন্নয়ন, অর্থনীতিকে সুদৃঢ়করণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা। বিশ্বের অনেক দেশে এখনও নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত উপার্জন, নিজের সম্পত্তি ভোগ, বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। 'ভাইটাল ভয়েসেস' জাতিসংঘ বিশ্বব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকান ব্যাংক সংগঠনের সাহায্যে নারীরা যাতে করে সমাজ উন্নয়নে, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ও রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য কারিগরি সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

আমার মনে হলো গণতন্ত্র ও মুক্তবাজারে নারীদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আমাদের নিজস্ব কূটনৈতিক পরিসরে অনুপস্থিত। সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রে উত্তরণের সময় নারী ও শিশুদের ভীষণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, কেননা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে স্থির আয় অথবা রাষ্ট্রের দ্বারা নির্ধারিত অবৈতনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উপর তারা আস্থা রাখতে পারছিলো না। ভাইটাল ভয়েসেস দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাল্টিক প্রজাতন্ত্রের নারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছে । কুয়েত ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিধিতে নারীর অংশগ্রহণ সমর্থন করেছে এবং ইউক্রাইন ও রাশিয়ায় নারী ও শিশু পাচার রোধে নারীদেরকে সহায়তা দিয়েছে। সংস্থাটি কার্যকরীভাবে বিশ্বব্যাপী নারীদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে তুলেছে, যাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের নিজের দেশে রাজনৈতিক নেতা হয়েছেন।

অবশেষে আগস্টে মার্থার ভিনিয়ার্ডে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে যাওয়ার মত সুযোগ সৃষ্টি হলো। এই জায়গাটি ছিলো অত্যন্ত আরামপ্রদ। আমি বিলের সাথে একদিন গলফ

www.pathagar.com

খেলায় অংশগ্রহণ করলাম। অবসর সময়ে বিল গলফ খেলতে পছন্দ করতো। সত্যি বলতে কি, আমি কখনও গলফ পছন্দ করতাম না। এবং আমি ছিলাম ভীষণ বাজে গলফ খেলোয়াড়।

এই খেলাটির প্রতি আমার বিদ্বেষ অনুভব করি ৯ম গ্রেডের আগের গ্রীষ্মে এক ঘটনা ঘটার পর থেকে। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে একটি ছেলের সাথে ডেটিং করার জন্য অনেক কষ্টে অনুমতি পেয়েছিলাম, যে আমাকে ভর দুপুরে গলফিং-এ নিয়ে গিয়েছিল। আমি যেহেতু আমার চশমা পরতাম না তাই গলফ-এর বলটিকেও আমি ঠিক দেখতে পাইনি। যা কিছু সাদা ছিলো তাকেই আমি বল মনে করে মারার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাজেই গলফ ব্যাট দিয়ে আমি সাদা কিছুকে মারতেই তা গুড়ো গুড়ো হয়ে গেল। আসলে আমি একটি বড় সাদা মাশরুম মেরেছিলাম। পেশাদারভাবে দু' দু' বার প্রশিক্ষণ আর কনট্যাক্ট লেন্সও আমাকে এই খেলায় পারদর্শী করতে পারে নি। আমি বরং পড়তে ও সাতার কাটতে পছন্দ করতাম, যখন বিল আর তার গলফ খেলার বন্ধুরা গল্‌ফ খেলায় মেতে থাকতো।

আগস্টের শেষ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বিল আর আমি এক 'ইভনিং বীচ' পার্টিতে গিয়েছিলাম। যেখানে এক কর্মচারী বিলের কানে ফিসফিস করে কিছু বলার সাথে সাথে ওর মুখ বিষাদে ভরে উঠলো। তারপর আমিও শুনলাম, যে রাজকুমারী ডায়না প্যারিসে এক ভয়াবহ গাড়ী দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বিশ্বের আর সবার মত আমিও ঘটনাটি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

আমরা সাথে সাথে পার্টি থেকে চলে এসে ফ্রান্সে আমাদের নতুন রাষ্ট্রদূত ফেলিক্স রোহাটিন, যিনি প্যামেলা হ্যারিম্যানের অকাল মৃত্যুর পর এই পদে স্থলাভিষিক্ত হন, তাঁকে ফোন করি। আমরা প্রায় সারা রাত ফ্রান্সে আর লন্ডনে ফোন করে কি হয়েছে তা জানার চেষ্টা করতে থাকি। ডায়নার মত একজন অপরূপা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে, তা স্বীকার করে নেয়া ছিল সত্যিই ভীষণ কঠিন।

দু' মাস পূর্বে শেষবারের মত ডায়নার সাথে আমার দেখা হয়। হোয়াইট হাউজে যখন আমাদের সাথে দেখা হয় তিনি ভাবাবেগ ও বুদ্ধিমত্তার সাথে দু'টি প্রধান বিষয়ে কথা বলেন। সেগুলো ছিল-স্থল মাইন নিষিদ্ধকরণ এবং জনগণকে এইচ. আই. ভি/ এইডস্ বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা। চার্লস থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ায় তাঁকে দেখে আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। আমরা এইডস সচেতনতার জন্য তাঁর থাইল্যান্ড ও স্থল মাইন নির্মূলে আফ্রিকা সফরের ব্যাপারে কথা বলি। তিনি বলেছিলেন, তিনি আশা করেন তাঁর ছেলেরা কোন একদিন আমেরিকাতে পড়বে। তিনি স্পষ্টতই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছিলেন, যার কারণে তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

পরদিন সকালে ডায়নার পরিবারের এক সদস্য আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো আমি লন্ডনে ডায়নার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো কিনা। ওয়েস্টমিনিষ্টার অ্যাবিতে আমি যখন ডায়নার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ব্লেয়ার পরিবার ও রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের সাথে বসে আছি, ডায়নার ছেলেদের প্রতি আমি গভীর মমত্ব অনুভব করেছিলাম, যাদেরকে তিনি অত্যন্ত স্নেহের সাথে লালন-পালন করতেন। সেই পুরোনো ক্যাথিড্রাল যেখানে ডায়নার শাশুড়ি চুয়াল্লিশ বছর পূর্বে রাণী হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তা ছিল কানায় কানায় পূর্ণ, আর বাইরে রাস্তায় অবস্থান নিয়েছিলো এক মিলিয়নেরও বেশী জনতা। হাজার হাজার মানুষ সারা বিশ্বব্যাপী

www.pathagar.com

টেলিভিশনে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান দেখছিলো। যখন ডায়নার ভাই চার্লস তাঁর প্রশংসাসূচক বক্তব্য পাঠের সময় তার বোনের প্রতি রাজকীয় পরিবারের আচরণ সম্পর্কে কিছু জনপ্রিয় ঘটনা বর্ণনা করেন, আমি চার্চের বাইরে শ্রোতাদের করতালি শুনতে পেলাম। আমার মনে হচ্ছিল যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোন বজ্রধ্বনি জনতা, লন্ডনের রাস্তা, অ্যাবির দরজা হয়ে ক্যাথেড্রালের সামনে রক্ষিত পাথরের উপর আছড়ে পড়ছে। আমরা সবাই করধ্বনির প্রতিধ্বনিতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এলটন জন নতুন বাণীতে 'ক্যানডেল ইন দ্যা উইন্ড' গেয়ে শুনালেন যা রাজকুমারীর স্পর্শকাতর জীবনধারাকে তীক্ষ্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলো।

ডায়নার অন্তেষ্টিক্রিয়ার আগের দিন, বিশ্ব আরেকজন প্রতিথযশা ব্যক্তিত্বকে হারালো, যখন মাদার তেরেসা কলকাতাতে মৃত্যুবরণ করলেন। তাদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য থাকা স্বত্ত্বেও দু'জনেরই, তাঁদের জনপ্রিয়তাকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগিয়ে অবহেলিত মানুষকে সাহায্য করার প্রতিভা বিদ্যমান ছিলো। ডায়না ও মাদার তেরেসার মর্মস্পর্ষী ছবিগুলো তাদের আন্তরিক সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং দু'জনই আমাকে একের প্রতি অপরের ভালোবাসার কথা বলেছিলেন।

আমি ডায়নার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে মার্থার ভিনিয়ার্ডে ফিরে এসেই কয়েকদিন পরেই আবার কলকাতায় মাদার তেরেসার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্য যাই। হোয়াইট হাউজ মাদার তেরেসার সাথে পরিচিত বিশিষ্ট আমেরিকানদের আমার সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, ইউনাইস শ্রিভার, যিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি চিকিৎসকের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমাদের সাথে এলেন। তিনি আমেরিকাতে মাদার তেরেসার চিন্তাধারাকে প্রতিনিধিত্বকারী মিশানারিজ অব চ্যারিটির সাথে প্রার্থনা করেছিলেন। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ যে, এমন একজন ব্যক্তির সম্মানে আমার স্বামী ও দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি, যিনি তার স্থির বিশ্বাস ও প্র্যাগমেটিজম দিয়ে বিশ্ববাসীর হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন।

মাদার তেরেসার খোলা কফিন কলকাতার জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ একটি আবদ্ধ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। যেখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান চলছিলো ঘণ্টার পর ঘন্টা, কেননা প্রত্যেক জাতি ও ধর্মীয় নেতাকে একে একে ডেকে, তাদেরকে সাদাফুল দিয়ে শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানানোর সযোগ দেয়া হয়েছিলো। মাদার তেরেসার সাথে আমার সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর সম্পর্কের সৃস্টি হয়েছিলো।

আমরা প্রথম পরিচিত হই ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াশিংটন হোটেল বলরুমে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে'-এ। আমার মনে পড়ছে, তাকে এতো ছোট দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম এবং হাড়কাঁপা শীতেও তাঁকে শুধুমাত্র মোজা আর স্যান্ডেল পরিহিত অবস্থায় দেখেছিলাম। তিনি তখন গর্ভপাত বিরোধী একটি বক্তৃতা দিয়ে আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন। মাদার তেরেসা অত্যন্ত সরাসরি কথা বলতেন। তিনি নারীর পছন্দ-অপছন্দের অধিকারের বিষয়ে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। মাদার তেরেসা একই রকম অনুনয়-বিনয় করে বছরের পর বছর অনেক বার্তা পাঠিয়েছেন। মাদার তেরেসা কখনও আমাকে কোনো বিষয়ে বকাবকি করেননি, তাঁর উপদেশগুলো ছিলো অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। আমি তাঁর গর্ভপাতবিরোধী ধারণাকে সম্মান করি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি কোন রাষ্ট্রে নারী ও চিকিৎসকদের সাজা দেয়ার বিধান থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমি মনে করি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জন্মদানব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ এবং চীন ও

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক রুমানিয়ায় আমি এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। আমি তাঁর ও ক্যাথোলিক চার্চের জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিরোধের সাথে ভিন্নমত পোষণ করি। কিন্তু আমি গর্ভপাতের বিরুদ্ধে মানুষের বিশ্বাসকে সমর্থন করি এবং নারীদেরকে বাধ্যতামূলক বা অপরাধমূলকভাবে গর্ভপাত না করে সন্তান দত্তক নেয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করার চেষ্টা করি।

আমরা যদিও গর্ভপাত বা জন্মা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একমত হতে পারিনি, কিন্তু আমি ও মাদার তেরেসা সন্তান দত্তক নেয়ার গুরুত্বের মত আরও অনেক বিষয়ে একই ধারণা পোষণ করতাম। আমরা একই মতামত পোষণ করতাম যে, শিশু দত্তক নেয়া, অপরিকল্পিত বা অবাঞ্ছিত শিশু গর্ভপাতের চেয়ে অনেক ভালো ব্যবস্থা। আমাদের প্রথম দেখায় তিনি আমাকে কলকাতায় শিশুদের লালন-পালনে অনাথাশ্রমের কথা বলেন এবং ওয়াশিংটন ডি. সি.তে দত্তক নেয়ার আগে পর্যন্ত শিশুদের লালন পালনে এরকম একটি অনাথাশ্রম স্থাপনে সাহায্য আশা করেন।

আমি তাঁকে প্রজেক্টে সহায়তা করার আশ্বাস দিলে তিনি চিঠির মাধ্যমে আমার কাছে তার অগ্রগতি জানতে চাইতেন। তিনি ভিয়েতনাম ও ভারত থেকে যোগাযোগ করেও জিজ্ঞেস করেন, 'কখন আমি আমার শিশুকেন্দ্র দেখতে পাব?'

ডি. সি.র আমলাতান্ত্রিকতাকে অনাথদের জন্য একটি অনাথাশ্রম স্থাপনের বিষয়ে রাজী করানো, আমার ধারণার চেয়েও কঠিন মনে হয়েছিলো। হোয়াইট হাউজ গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং সমাজকল্যাণ কর্মকর্তাদের লাল ফিতার দৌরাত্ব নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। শেষে, ১৯৯৫ সালে 'মাদার তেরেসা হোম ফর ইনফ্যান্ট চিল্ড্রেন' ওয়াশিংটন ডি.সি'র এক শান্ত ছায়াঘেরা জায়গায় উদ্বোধন করা হলো। এক সুখী শিশুর মত, তাঁর ছোট দৃঢ় হাত দিয়ে আমার হাত ধরে মাদার তেরেসা উপরতলায় নতুন রং করা নার্সারীতে নিয়ে গেলেন। সেদিন তাঁর মত আনন্দিত আর কেউ ছিলো না। আমি ততক্ষণে বুঝতে পারলাম এই সম্মানিত সন্ন্যাসীনি কি করে একটি জাতির মন জয় করেছিলেন।

কোলকাতায় তাঁর প্রভাব ভীষণভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল, যখন ভারতের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী তার খোলা কফিনের সামনে শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। আমি নিচের দিকে চেয়ে এটা ভেবে অবাক হলাম যে, গরীব-দুঃখীদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এত দেশের প্রতিনিধিত্বকারী মানুষদের দেখতে পেলে তিনি কি করতেন।

মাদার তেরেসা তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী, 'মিশনারী অব চ্যারিটির' একজন সহযোগী সদস্য সিস্টার নির্মলাকে রেখে গেছেন, যিনি তাঁর সাথে বহুদিন কাজ করেছেন। অন্তে ্যষ্টিক্রিয়ার পর সিস্টার নির্মলা আমাকে কোলকাতা অনাথাশ্রম ঘুরিয়ে দেখান এবং তাদের 'আদেশের হেডকোয়াটার' মাদার হাউজে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাতের অনুরোধ জানান। আমি সেখানে গেলে সিস্টার নির্মলা আমাকে একটি সাধারণ হোয়াইট ওয়াশ করা কক্ষে নিয়ে যান, যার দেয়ালে দেয়ালে সারিতে সারিতে মিট মিট করে শুধু মোমবাতি জ্বলছিলো। যখন আমার চোখ সয়ে আসলো, আমি মাদার তেরেসার বন্ধ কফিনটি দেখলাম, এখানেই তিনি চিরশায়িত থাকবেন। সন্ন্যাসীরা কফিনের চারপাশে একটি বৃত্ত তৈরি করলো এবং দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে থাকলো, এরপর সিস্টার নির্মলা আমাকে প্রার্থনা জানানোর অনুরোধ করলো। আমি পিছনের ঘরে আসলাম আর একটু

www.pathagar.com

অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। কিন্তু জীবিত থাকা অবস্থায় এই ছোট্ট, স্বর্গীয় মহিলাটির সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলাম ভেবে ঈশ্বরকে আমি মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানালাম।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, এতদিন যে ঘটনাটি ভেবে আমি ভীষণ ভয় পেতাম, সেই দিনটি এসে গেলো। চেলসি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে তার প্রথম বর্ষ শুরু করতে যাচ্ছে। জীবনের এই নির্মম আনন্দদায়ক ঘটনার প্রতি আমার নিজের উৎকণ্ঠা কমাতে আমি কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই চেলসির স্কুলে যে জিনিষগুলো নেয়ার প্রয়োজন ছিল তার একটা তালিকা তৈরি করে ফেলেছিলাম। চেলসি আর আমি জিনিষপত্র কেনাকাটার জন্য লিনেন্স্, থিংস এবং বেড, বাথ ও বেয়ন্ডে যাই এবং সেখান থেকে একটি ডাস্টবাস্টার, একটি ক্লথ স্টিমার, ড্রয়ারের জন্য কন্ট্যাক্ট পেপার এবং হোস্টেল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনি, যা কেবলমাত্র এক মা-ই বুঝতে পারে।

আমাদের আশা ছিলো ১৯৯৭ মধ্য-সেপ্টেম্বরে ক্যাম্পাসে চেলসির আগমন যতটা সম্ভব কম জানাজানি হবে। স্ট্যানফোর্ডের প্রশাসন চেলসির প্রাইভেসির বিষয়ে আমাদের উৎকণ্ঠার ব্যাপারে সাড়া দিলো এবং নিরাপত্তা সংস্থার সাথে চেলসির নিরাপত্তার বিষয়ে সমঝোতায় আসলো যে, চেলসি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক কলেজ জীবন উপভোগ করবে। যদিও চেলসি চব্বিশ ঘন্টাই 'প্রটেকশনে' থাকবে কিন্তু তা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাবে না। তরুণ নিরাপত্তা কর্মীরা ছাত্রদের মত পোশাক পরিধান করবে এবং চেলসির হোস্টেল রুমের আশেপাশে তাদের আবাস স্থাপন করবে। এর বিনিময়ে স্ট্যানফোর্ড, কোন নির্দিষ্ট কারণ বা ঘটনা ছাড়া সাংবাদিকদের চেলসির আশেপাশে থাকার বিষয়ে সীমিত প্রবেশাধিকারে রাজী হলো।

চেলসি, আমি আর বিল শরতের এক সুন্দর সকালে পালো আলতো আসলাম। স্ট্যানফোর্ড কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিশ্বের বিভিন্নস্থান থেকে আগত প্রায় দু'শ সাংবাদিককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা আলোকচিত্র গ্রহণে রাজী হলাম। এটা ছাড়া গণমাধ্যম চেলসিকে নিয়ে আর কোন মাতামাতি করেনি এবং সে স্ট্যানফোর্ডের ২০০১ বর্ষের অন্যান্য আরও ১৬৫৯ জন ছাত্রের মতই কলেজ জীবন শুরু করলো।

আমরা বাড়ি হতে অনেক দূরে চেলসির নতুন বাড়ি ক্রনক্রিট নির্মিত তিনতলা পাকা হোস্টেলে গেলাম। শেষ সময়ের কেনাকাটা ও গোছানোতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং অন্যান্য মায়ের মতই আমি হোস্টেলে ঢুকেই সব কিছু ঘুরে দেখতে লাগলাম। চেলসির ঘরটি, যা সে অন্য আরেকটি তরুণীর সাথে ভাগাভাগি করেছিলো, শুধুমাত্র একটি বাঙ্ক বেড, দু'টো ডেস্ক ও কয়েক জোড়া কাপড় রাখার মত বড় ছিলো। আমি চেলসির ঘর গোছানো তার জিনিষপত্র গুঁছিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায় রত থাকলাম।

কিন্তু বিল, অন্য বাবারা, যারা ক্যাম্বসে পা রেখেই আস্তে ধীরে চলতে থাকে তাদের অনুকরণ করলো। বিল চেলসির মালপত্র নিতে চেয়েছিলো এবং তারপর বাঙ্কবেডটিকে, যা চেলসি ও রুমমেট তাদের কাছে রাখতে চেয়েছিলো, ঠিক করে জানালার দিকে সরে দাঁড়ালো আর বিষন্ন মুখে তাকিয়ে রইল যেন কোন বিধ্বস্ত মুষ্টিযোদ্ধাকে এইমাত্র রিং-এ ঘুষি মেরে ফেলে দেয়া হয়েছে।

শেষ বিকেলে অভিভাবকদের যাবার সময় এসে গেল। অন্যান্য সব মা আর আমি আমাদের জিনিসপত্র গোছাতে লাগলাম, যার মধ্যে অব্যবহৃত কনট্যাক্ট পেপারও ছিলো এবং আমরা ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে লাগলাম। সারা সপ্তাহের পরিকল্পনা,

www.pathagar.com

কেনাকাটা, জিনিসপত্র গোছানোর পর, এই মুহূর্তের জন্যই আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম। এক পর্যায়ে আমরা আমাদের সন্তানদের বিদায় জানাতে প্রস্তুত হই এবং তাদের নিজেদের জীবন শুরু করার সুযোগ দেই।

কিন্তু বাবাদের বিদায় জানানোর বিষয়ে তেমন কোন প্রস্তুতি থাকে না। মনে হয়, যাবার সময় তারা তাদের আচ্ছন্নতা থেকে জেগে ওঠে এবং হঠাৎই তাদের সন্তানদের সাথে বিচ্ছেদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

বিল যাবার সময় বলছিল 'কি বলতে চাও তুমি, এখনই যাবার সময় হয়ে গেছে, আমাদেরকে সত্যিই যেতে হবে?' বিল বিষণ্নমুখে আবারও বললো, 'আমরা কি নৈশভোজের পর আবার আসতে পারি না?'

www.pathagar.com

তৃতীয় ধারা

১৯৯৭ সালের শেষদিকে আমি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী পল্লী নিবাস 'চেকার'স-এ যাই। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং মিসেস ব্লেয়ারের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি ছোট সভায় যোগ দিতেই সেখানে যাওয়া। আমন্ত্রণকারীরা আমাকে একটি অসম্ভব সুন্দর ভ্রমণের সুযোগ করে দেন। রানী প্রথম এলিজাবেথ এর আংটি, সেইন্ট হেলেনাতে নেপোলিয়নের ব্যবহৃত টেবিল, ক্রোমওয়েলের গোপন পথ, লেডী মেরি গ্রে-ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে করার অপরাধে যে কক্ষে দুই বছর বন্দীজীবন কাটিয়েছেন- সেই কারাকক্ষ, এমনি আরো কত কি। এসব ঐতিহাসিক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাঝখানেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বসবাস। সরু করিডোর, ঘোরানো সিঁড়ি আর সকল কোণে কোণে ছড়ানো ষোড়শ শতকের প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য।

টনি ব্লেয়ার ৬ মাস আগে প্রগতিশীল আদর্শের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। এই আদর্শের বিজয়ের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী লেবার পার্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতির সঞ্চার হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের পর তিনি বিলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তার পার্টিকে নতুন দিক নির্দেশনার পরামর্শ ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য। কেননা যুক্তরাজ্যসহ গোটা ইউরোপ তখন বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

টনি ও চেরি ব্লেয়ার এমন অনেক বিষয়ে আলোকপাত করলেন; যেগুলো নিয়ে আমি এবং বিল দীর্ঘদিন ধরে ভাবছি। আমি প্রথম যখন এই পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্কের স্বরূপ আবিষ্কার করলাম তখনও টনি ব্লেয়ার লেবার পার্টির নেতা। আমাদের উভয়ের বন্ধু বিশিষ্ট আমেরিকান সাংবাদিক ও লেখক সিড ব্লুমেন্থাল অনেকদিন থেকেই আমাদের মিলিত হতে বলছিলেন। তিনি আমেরিকান ও বৃটিশ রাজনীতি নিয়ে অসংখ্য নিবন্ধ লিখেছেন। সিড আমার এবং বিলের দীর্ঘদিনের বন্ধু। আমি তার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে মূল্য দেই। তিনি ১৯৯৭ সালে হোয়াইট হাউসে কাজ শুরু করেন। তাঁর স্ত্রী জ্যাকি একজন অভিজ্ঞ সংগঠক এবং উকিল। তিনি ১৯৯৬ সালে প্রশাসনের কাজে যোগদান করেন।

সিড আমাকে বলত, 'তোমরা এবং ব্লেয়ার পরিবার রাজনৈতিক সুহৃদ। তোমাদের একে অপরের সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত।'

১৯৯৬ সালে সিড এবং জ্যাকি তাদের বাড়ীতে টনির জন্য এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। ওই অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি ব্লেয়ারের সঙ্গে

www.pathagar.com

পুরো আধ ঘন্টা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি। আমাদের আলোচনায় নিজ নিজ দেশের জনগণ ও তাদের পরিচালনার কৌশল প্রাধান্য পায়। আমি তাৎক্ষণিকভাবে একটা যোগসূত্র উপলব্ধি করি। লক্ষ্য করলাম, তিনিও গতানুগতিক বাকসর্বস্ব রাজনীতির বিকল্প অন্বেষণ করছেন। বিশ্বায়নের এই যুগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তার ভাবনাগুলো তিনি তুলে ধরলেন।

আপনি একে যে নামেই ভূষিত করুন না কেন নিউ ডেমোক্র্যাট, নিউ লেবার, তৃতীয় পন্থা অথবা ভাইটাল সেন্টার- টনি ব্লেয়ার এবং বিল ক্লিনটন স্পষ্টতই একই রাজনৈতিক দর্শনে বা মতাদর্শে বিশ্বাসী। তবে যে প্রগতিশীল আন্দোলনের গতিধারা ১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশকে অনেকাংশে রুদ্ধ হয়ে গেছে; সেটি চাঙ্গা করার কৌশল কি হবে এটাই ছিলো- তাদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। উল্লেখ্য, সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে রিগানবাদ এবং যুক্তরাজ্যে থেচারবাদ-এর উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করে।

১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লিনডন বি. জনসনের কাছে সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটার এর ঐতিহাসিক পরাজয়ের পরে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টি রক্ষণশীল মতাদর্শের বিস্তারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। পার্টির শোচনীয় পরাজয়ে ভীত রিপাবলিকান কোটিপতিরা রক্ষণশীলতার বীজবপনের এমনকি ডানপন্থী রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশ ঘটানোর কৌশল গ্রহণ করে। তারা এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও গ্রহণ করে। তারা বুদ্ধিজীবীদের জন্য আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা, অধ্যাপকদের বৃত্তি এবং সেমিনারে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান শুরু করে। নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য নতুন নতুন টিভি চ্যানেলও স্থাপন করে। ১৯৮০ সাল নাগাদ তারা ন্যাশনাল কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের জন্য অর্থ সাহায্য দিতে শুরু করে। এই কমিটি প্রথম দিককার রাজনৈতিক সংগঠনগুলির একটি যারা নেতিবাচক প্রচারণার জন্য গণমাধ্যমকে চালিকাশক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছে। সরাসরি চিঠি লিখে বা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে এ কমিটি জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের প্রচলিত বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে। তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনায় বিশেষ জোর দেয়। এটা রিপাবলিকান ডানপন্থীদের একটা অন্ধকার দিক। আর এভাবেই রিপাবলিকানরা রিগানের মত উজ্জ্বল, আত্মবিশ্বাসী একজন নেতাকে পেয়ে যায়। তিনি ১৯৮০ এর দশকে দু'বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রিপাবলিকানরা কংগ্রেসেও প্রচুর আসন পায়।

আমি প্রথমে নেতিবাচক বিজ্ঞাপন ও প্রচারাভিযানের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলাম। বিশেষত যখন ১৯৮০ সালের গর্ভনর পদে পুনঃনির্বাচনে বিলের প্রচারাভিযানে এ পন্থা অকার্যকর হয়। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিলো। নেতিবাচক প্রচারাভিযান সকলের কাছে এতটাই কার্যকররূপে আবির্ভূত হয়েছিলো যে উভয় দলই একে গ্রহণ করে নেয়। তবে রিপাবলিকান এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে অনেকবেশী কার্যকর উপায়ে এই নীতিকে কাজে লাগাতে পারে। বেশিরভাগ প্রার্থীর বিশ্বাস প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপ্রচার চালানো ছাড়া তাদের কোন গতি বা পথ নেই। আর এই নেতিবাচক প্রচারের কারণে সত্য থেকে বিচ্যুতি এবং মিথ্যাচার এত বেশি হয় যে, জনগণ শুধু প্রার্থীর ওপরই নয় পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

www.pathagar.com

আমাদের সঙ্গে বৃটিশদের রাজনৈতিক পদ্ধতির কোন মিল নেই। তাদের প্রচারাভিযানের কৌশল ও ভিন্ন। তথাপি বিল এবং আমি ব্লেয়ারের সঙ্গে একই সংগ্রামের বিষয়ে আলোচনা করি। আর এ সংগ্রাম জনগণের মধ্যে প্রগতিশীল চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। বিলের নির্বাচনী সাফল্যের মূলে ছিলো তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পিছিয়ে পড়া চিন্তার জগতে নতুনত্ব সঞ্চার। এই পার্টি এক সময়ে ব্যাপক হতাশা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ এবং নাগরিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সময়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে। বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিশেষত একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পার্টির ভূমিকাকে অবশ্যই যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। আমেরিকার পারিবারিক জীবন এবং কর্মযজ্ঞের পরিবর্তন নিয়ে নেতাদের ভাবতে হবে। বিল ডেমোক্র্যাটদের তার ভাষায় অতীতের মেধাশূন্য রাজনীতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে চেষ্টা করেছে। ডান বনাম বাম, প্রগতিশীল বনাম রক্ষণশীল, বাণিজ্য বনাম শ্রম, উৎপাদন বনাম পরিবেশ, সরকার সমর্থিত বনাম সরকার বিরোধী- অতীতের এসব সংকীর্ণ চিন্তার উর্ধ্বে একটি 'গতিশীল কেন্দ্রে' পৌছতে চেয়েছে সে।

আটলান্টিকের অপর পারে লেবার পার্টির সংস্কারে ব্লেয়ার ঠিক একই ধরনের চিন্তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আমার মনে পড়ে, আশির দশকের শেষ দিকে লন্ডনে থাকাকালীন লেবার পার্টির বার্ষিক সম্মেলন টেলিভিশনে দেখেছি। আমি অবাক হয়েছি বক্তাদের একে অপরকে সম্বোধনে 'কমরেড' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার দেখে। হারিয়ে যাওয়া অতীতকে ভাষার গন্ডিতে ধরে রাখার কি অপপ্রয়াস! প্রায় দুই দশক ধরে রক্ষণশীল দলের শাসন শেষে নব্বইয়ের দশকে ব্লেয়ার এলেন লেবার পার্টির উদ্যমী ও উজ্জ্বল ভাবমূর্তির নতুন মুখ হয়ে। ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পরই তিনি বিলকে সরকারী সফরে লন্ডনে আমন্ত্রণ জানান। সেই সফরে আমরা সারাক্ষণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম।

টনি এবং চেরি উভয়েই ব্যারিষ্টার। শিক্ষানবিশ আইনজ্ঞ হিসেবে লন্ডনের একটি আইন শিক্ষালয়ে তাঁদের প্রথম পরিচয়। ১৯৯৭ সালে যখন তাঁর স্বামী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, তিন সন্তানের জননী চেরি তখনও নিজের আইন পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জটিল ও কঠিন ফৌজদারী মামলা এবং মানবাধিকার বিষয়ে ইউরোপীয় আদালতে কাজ করেন।

১৯৯৫ সালে তিনি কিউসি (কুইনস কাউন্সেল) পদমর্যাদায় ভূষিত হন। এ এক বিরল সম্মান। এরপর থেকে তিনি আইনী সহায়তা দিয়ে বিভিন্ন সময়ে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। আমি তাঁর পেশার প্রতি আনুগত্যকে প্রশংসা করি। কেননা তাকে মাঝে মাঝে এমন সব মামলাও পরিচালনা করতে হয় যেখানে সরকারের বিপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করতে হয়। তিনি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় বিশেষজ্ঞ। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, এমনকি বিতর্কিত ব্যক্তিত্বও তার মক্কেল। ১৯৯৮ সালে জাতীয় রেলবোর্ডের নিয়োগপ্রাপ্ত এক সমকামী কর্মচারীর অন্যান্য কর্মচারীদের মত সমঅধিকারের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে তিনি মামলা পরিচালনা করেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে কোন ফার্স্ট লেডীর এমন অবস্থান আমি কল্পনাও করতে পারি না।

একজন নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে হঠাৎ করেই জনগণের কাছে চেরির চাহিদা এবং দায়িত্ব অনেকগুণ বেড়ে যায়। এই আকস্মিক চাপ নেওয়ার মত তাঁর কোনো অতিরিক্ত সহকারী ছিলো না। কেবল দুইজন খন্ডকালীন সহকারীই ছিলো তাঁর

www.pathagar.com

ভরসা। এরা মক্কেলদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সিডিউল তৈরী করার কাজে সাহায্য করতো। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর পত্নীর প্রতীকী ভূমিকাটা অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের একজন ফার্স্ট লেডীর তুলনায় কম। কেননা এক্ষেত্রে রানী এবং রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এই ভূমিকাটা অনেকাংশে পালন করে থাকেন। আমি তাঁকে স্বকীয়তার উপর নির্ভরশীল হতে উৎসাহ দিলাম। যদিও কাজটা খুব সহজ নয়। আমি তার আগ্রহগুলো উদঘাটন করার চেষ্টা করলাম। তাঁর সন্তানদেরকে প্রচার মাধ্যমের চোখ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখার প্রবণতাকে সমর্থন দিলাম। চেরি অবশ্য ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে পরিপক্ক হয়ে গেছেন। নির্বাচনের পর ভোরবেলায় ফুলের সরবরাহ নিতে দরজা খুলতেই তাকে ফটোগ্রাফারদের পাল্লায় পড়তে হয়েছিলো।

টনি, চেরি, বিল এবং আমি যখন লন্ডন টাওয়ারের কাছে টেমস নদীর উপর লে পন্ট ডি লা ট্যুর রেস্তোরাঁয় এক দীর্ঘ নৈশভোজে মিলিত হলাম তখন আমাদের আলোচনা মুহূর্তের জন্যও থেমে যায়নি। আমরা শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কাজের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে মত বিনিময় করলাম। ডিনার চলাকালীনই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং কৌশল উদ্‌ঘাটনের জন্য উপদেষ্টা পর্যায়ে বৈঠকের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রথম সভা আয়োজন করতে কয়েক মাস লেগে গেল। কারণ আমরা উভয় দেশের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বাধা পেলাম। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর জানাল, শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে বৈঠক আয়োজন করা হলে অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্র ও সরকার ক্ষুণ্ন হতে পারে। আমি এ যুক্তির বিরোধিতা করে বললাম, যদি আমাদের দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির অন্য কোন অর্থ দাঁড়ায় তবে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হতে পারে। এতে নিশ্চয়ই অন্যান্য বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ক্ষুণ্ন হবে না। আমি এবং বিল এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হলাম, কারণ আমরা জানতাম, আমাদের উভয় দেশ একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে এবং এভাবে গঠনমূলক রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। যদিও এজন্য আমাদের ছাড় দিতে হয়েছে। সকলের মনোযোগ কিছুটা কমাতে প্রথম সভায় বিল যোগ দেয়নি। টনি চেকারর্সে এই সভার আয়োজন করতে চেয়েছিলেন। আমরা বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক নীতির বাস্তবায়ন-প্রভৃতি বিষয়েও আলোকপাত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আর সবক্ষেত্রে বিশ্ববাস্তবতায় এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করাও কম জরুরী নয়। কেননা বর্তমান বিশ্বে বহু অভ্যন্তরীণ নীতির উপর আন্তর্জাতিক প্রভাব রয়েছে।

আমেরিনকার পক্ষে অংশগ্রহণকারীদের চূড়ান্ত তালিকায় ছিলেন মেলানি; আল ফ্রম; সিড ব্লুমেনথাল রাষ্ট্রপতির সহকারী, অ্যান্ড্রু কুয়োমো, গৃহায়ন ও নগর উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী, ল্যারি সামারস, ট্রেজারী বিষয়ক উপমন্ত্রী, ফ্রাঙ্ক রেইনিজ, ব্যবস্থাপনা ও বাজেট অফিসের পরিচালক, বক্তৃতা লেখক ও পরামর্শদাতা ডন বায়ের এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট এর অধ্যাপক যোসেফ নাই। ব্লেয়ার আমন্ত্রণ জানালেন লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সের পরিচালক অ্যান্টনি গিডেনস্‌কে এবং তার সরকারের কয়েকজন সদস্যকে। এদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আচার্য গর্ডন ব্রাউন, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী পিটার ম্যান্ডেলসন, হাউস অব লর্ডসের উপনেতা ব্যারোনেস্ মার্গারেট জে এবং পলিসি পরিচালক ডেভিড মিলিব্যান্ড।

www.pathagar.com

আমি ৩০ অক্টোবর ওয়াশিংটন ত্যাগ করে প্রথমে ডাবলিনে থামলাম, এরপর বেলফাস্ট। নতুন আইরিশ নেতা বার্টি আহের্ন ডাবলিনের সেন্ট প্যাট্রিক হলে বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন করলেন। বস্তুত আহের্ন একজন অমায়িক রাজনৈতিক নেতা যিনি একজন যোগ্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং শান্তি প্রক্রিয়ার তিনি জোরালো সমর্থনকারী। দীর্ঘদিন হলো তিনি তার পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং সেলিয়া লারকিন নামে একজন চমৎকার প্রাণচঞ্চল মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তাদের সম্পর্কটা সবাই জানত কিন্তু কেউই জনসমক্ষে প্রচার করত না। বার্টি আমার সফর উপলক্ষ্যে ব্যাপারটাকে জনসমক্ষে নিয়ে এলেন। বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমাদের রাষ্ট্রদূত জিন কেনেডি স্মিথ যখন আমার সাথে মঞ্চে উঠে এলেন তখন বার্টি ও সেলিয়া ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠলেন। আইরিশ সাংবাদিকরা যেন তড়িতাহত হলো। আমার এবং বার্টির বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র তারা ফোন ও কম্পিউটারে লাইন লাগালো। আমার সফর সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য আমার সঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে উড়ে আসা রিপোর্টার সুজান গ্যারিটি 'আইরিশ টাইমস'-এর জন্য রিপোর্ট তৈরি করবে। সে পরে আমাকে বলেছে যে, সে একজন রিপোর্টারকে ফোনে চিৎকার করে বলতে শুনেছে, 'আমি বলছি শোন, তিনি তাঁর প্রেমিকাকে ফার্স্ট লেডীর সাথে মঞ্চে বসিয়েছেন। তুমি বিশ্বাস করতে পারো? ফার্স্ট লেডীর সঙ্গে?' এমন এক পৃথিবী কাঁপানো খবরের কোন প্রভাবই পড়েনি আহের্ন-এর রাজনৈতিক ভাগ্যে। তিনি ২০০২ সালে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। এমনকি আমার কয়েকজন প্রিয় আইরিশের সঙ্গে ব্যক্তিগত ডিনারে বার্টি এবং সেলিয়া উপস্থিত থাকলেও এ বিষয়ে কোন আলোচনাই হয়নি। ওই ডিনারে উপস্থিত ছিলেন 'অ্যানজেলা'স অ্যাশেস' এর লেখক ফ্রাঙ্ক ম্যাককোর্ট এবং সিমাস ও ম্যারি হিনি।

পরদিন সকালে বেলফার্স্ট উড়ে গেলাম আলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েস ম্যাককার্টান প্রথম স্মৃতিবক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আমি শান্তি প্রতিষ্ঠায় জয়েসের অপরিসীম নিষ্ঠার কথা বললাম। আমি আরও উল্লেখ করলাম তার মত অনেক মহিলা নিজেদের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি তুচ্ছ করে, জাতির সঙ্কটকালে ঐতিহ্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন, তারাই বর্তমান শান্তি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বিশেষভাবে বলতে হয় মনিকা ম্যাকউইলিয়াম এবং পার্ল সাগের-এর কথা। তাঁরা প্রাক্তন সিনেটর জর্জ মিচেল এর সাথে উইমেন'স কোয়ালিশন এর প্রতিনিধি হিসেবে আলোচনা করেছিলেন।

এই সফরে আমি ওয়াটার হলে অনুষ্ঠিতব্য ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যকার সম্মেলন প্রত্যক্ষ করলাম। উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যুব প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের গুরুত্ব বুঝতে আমার কষ্ট হলো না। এ যেন আশাবাদী বেলফাস্টের ভবিষ্যতের স্মৃতিস্তম্ভ। এ ধরনের সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজ একত্রে মিলিত হয়েছে যারা অন্যথায় কখনই একে অপরের সঙ্গে মিলতো না। এ সম্মেলন শান্তি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। আগত ছাত্ররা আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে এবং নিজস্ব গোত্রীয় স্কুলে পড়ে। একজন ছাত্রের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, এ সম্মেলন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলে সে মনে করে কিনা। তার উত্তরটা আমার আজও মনে পড়ে, 'আপনাদের আমেরিকার মত আমাদেরও একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া প্রয়োজন।'

আমি আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়সমূহের অবস্থার উন্নতিকে সমর্থন করি মূলতঃ একারণেই যে, এর মাধ্যমে সকল ধর্ম, বর্ণ ও বিভিন্ন সামাজিক স্তরের শিশু-কিশোর

www.pathagar.com

একত্রে মিলিত হতে পারে। এর মাধ্যমে আমাদের বহুদলীয় গণতন্ত্র সঠিকরূপ নেবে এবং টিকে থাকবে। পৃথিবীর খুব কম দেশই এ ধরনের বৈচিত্র্যময় শিক্ষার সুফল পায়। আমাদের সমাজ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। আর এজন্যই বিভিন্ন পর্যায়ের শিশুদের এক সাথে পড়ালেখা করার মাধ্যমে কাছে আসাটা আরও জরুরী হয়ে উঠবে। এভাবে তারা একে অপরের ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে এবং সকলে একই মানবতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

টনি ব্লেয়ারের উত্তর আয়ারল্যান্ড সংক্রান্ত পররাষ্ট্র সচিব মারজোরি (মো) মউলাম বেলফাস্ট সম্মেলনে যোগ দেন। মো তখন সবে কঠিন ব্রেন টিউমারের চিকিৎসা সেরেছেন, এখনো দুর্বলতায় ভুগছেন। এর ফলে তাঁর মাথার সব চুল পড়ে গেছে। তাঁর মাথায় একটা রুমাল বাঁধা ছিলো। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বললেন, যদি আমি কিছু মনে না করি তবে তিনি ওটা খুলে ফেলবেন। আমি জানালাম, তিনি যেন অফিসিয়াল মিটিংগুলোতে এভাবেই কয়েকগাছা সোনালী চুল সমেত টাক মাথা উন্মুক্ত করে দেন। আমার মনে হল, তার মাথার রুমাল খুলে ফেলাটা একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আসলে শান্তি প্রক্রিয়ার স্বপক্ষে তার কাছে লুকোবার কিছু নেই। অথবা তিনি এমন একজন মহিলা যিনি প্রদর্শনের চেয়ে বস্তুনিষ্ঠতায় বেশি আগ্রহী। অতিসূক্ষ্মভাবে এ কথাটাই বুঝিয়ে দিলেন। মো আমার নতুন বন্ধু হলেন।

আমি বেলফাস্ট থেকে লন্ডন উড়ে এলাম এবং উত্তরে চল্লিশ মাইল ড্রাইভ করে বাকিংহামশায়ার পৌঁছলাম। এখানেই এক হাজার একর জমির উপর চেকারস অবস্থিত। এর চারপাশের সীমানায় রয়েছে পাথরের পথ ও বাগান। বিশালাকার এক দরজা বা প্রবেশ দ্বার আমাকে পৌঁছে দিলো লাল ইটের খামার বাড়ীর সামনে। ১৯২১ সালে বৃটিশ সরকারের কাছে হস্তান্তরের পর থেকে এ প্রাসাদটি প্রধানমন্ত্রীর উইক এন্ড অবকাশ যাপনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দরজায় নীল জিনস্ আর স্বভাবসুলভ দেঁতো হাসি দিয়ে টনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

সে রাতে সপত্নীক ব্লেয়ার, মেলানী এবং আমি এক ব্যক্তিগত ডিনার উপভোগ করলাম। গ্রেট হলে সুবৃহৎ পাথরের ফায়ার প্লেসের সামনে বসে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। আমাদের আলোচনায় ইয়েলৎসিন এবং তার রাজনীতি, ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতা, ইরাক ও ইরানের মুখোমুখি অবস্থান এবং বসনিয়া প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রসঙ্গও এসেছে। আমরা টনির বাসায় অন্যের ছিদ্রান্বেষণ নিয়েও আলোচনা করলাম, যা বর্তমান সময়ে জনজীবনে ভর করেছে বলে মনে হচ্ছে।

কথা হলো ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জনসেবার মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও। আমরা সবাই আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে নিজের বিশ্বাস ধরে নিয়েছি। আর এজন্যই আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। আমি জন ওয়েসলি এর প্রার্থনার কথা বললাম। আর কথাগুলো আমি সেদিন থেকেই হৃদয়ে ধারণ করেছি যেদিন থেকে মেথডিস্ট বিশ্বাসকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি। কথাগুলো খুবই চমৎকার, 'প্রতিদিন যতভাবে যতবেশি সম্ভব ভাল কাজ কর।' ধর্মতত্ত্ববিদরা যাকে বলেছেন, 'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

পরদিন সকালে অন্যান্য আমেরিকান ও বৃটিশ অংশগ্রহণকারীরা এলেন। কফি খেতে খেতে আমরা পরিবারের প্রাথমিক কাজ শিশু পালনকে সহায়তা করার জন্য কিছু নীতিনির্ধারণী বিষয়ে আলোচনা করলাম। তৃতীয় তলায় অবস্থিত গ্রেট পার্লারে বসে আমরা শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিয়েও কথা বললাম। আলোচনা শেষে আমরা দিগন্ত বিস্তৃত

www.pathagar.com

সবুজের সমারোহ দেখতে দেখতে বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলাম। হেমন্তের শেষে ইংল্যান্ডের রূপ ধূসর ও সিক্ত হতে পারে কিন্তু এই দিনগুলোতে আকাশ ছিলো গাঢ় নীল বর্ণ। সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে চারিদিক হয়ে উঠেছিলো রঙ্গীন। আমি লন এবং গোলাপ বাগানের সীমানা ছাড়িয়ে অবারিত মাঠের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বুঝলাম, চেকারস সুরক্ষিত হলেও এখানে কোনো দৃশ্যমান কাঁটাতারের বেড়া নেই। তাছাড়া দেখে বোঝার উপায় নেই সরকারী ব্যবস্থাপনায় এ এক নিভৃত নিবাস।

আমি ডিনারের সময় মেধাবী ও সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী টনি গিডেনসের পাশে বসলাম। তিনি তৃতীয় ধারা নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। গিডেন্স আমাকে বললো যে, বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লেখা হলে প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রযাত্রা এবং পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিকাশ ও বিস্তৃতির মতই নারীর উত্তরণের বিষয়টি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে আমি এবং সিড বিলকে সমস্ত বিষয়ে অবহিত করলাম এবং তাকে তৃতীয় ধারার বৈঠক অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানালাম। সে আমাদের পরামর্শ নিয়েছিলো। ১৯৯৮ সালে ব্লেয়ারের সরকারী সফরের সময় হোয়াইট হাউজের ব্লু রুমে সে এমনি এক বৈঠকের আয়োজন করে। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় সমমনা নেতাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতালির রাষ্ট্রপতি রোমানো প্রোদি ও সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী গোরান পারস্সোন ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার, ইতালির প্রধানমন্ত্রী ম্যাসিমো ডি'আলেমা এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ফার্নান্দো হেনরিক কারদোসো যোগ দিয়েছেন ১৯৯৯ এর নভেম্বরে ফ্লোরেন্স বৈঠকে।

তৃতীয় ধারার বৈঠকের ফলে আমেরিকার দীর্ঘদিনের মিত্রদের সঙ্গে কাজ করার নতুন পথ তৈরী হয় প্রশাসনের জন্য। আমাদের ইতালির চেয়েও ভাল বেশকিছু মিত্র ছিলো। ১৯৮৭ সালে আমি ও বিল গভর্নরদের একটি দলের সঙ্গে তুসকানি ও ভেনিস সফরে যাই। ওখান থেকে ফিরে আসার জন্য আমাকে অজুহাত খুঁজতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকনি-এর আমন্ত্রণে জি-৭ সম্মেলনে যোগ দিতে আমরা ১৯৯৪ সালে নেপলস্ গিয়েছিলাম। সেবার আমি নেপলস নগরীর শিল্প সংস্কৃতি দেখার আজন্মলালিত স্বপ্ন চরিতার্থ করেছি। এছাড়া পম্পেই, রাভেলো নগরী আর অমলফি সৈকতে বেড়ানোর সাধও মিটেছে। আমার ইচ্ছা করছিলো সেখানে আরও একটু বেশী সময় থাকার। যখন রোমে গেলাম একইভাবে আমি প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। তৃতীয় ধারার বৈঠকের জন্য ফ্লোরেন্স যখন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যৌথ ভেনু হিসাবে নির্বাচিত হলো, তখন আমি ভীষণ খুশী হয়েছিলাম। ইতালীতে এসব সফরে আমি বার্লুসকনি, প্রোদি, ডি'আহের্নে এবং কার্লো সিয়াম্পাই এর মৃত প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাই, এরা সবাই ভাল মিত্র, বিশেষত বসনিয়া, কসোভো এবং ন্যাটোর বিস্তৃতি নিয়ে।

পালের্মো, সিসিলিতে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব বিষয়ক ট্রেনিং প্রোগ্রামে যোগ দেই। পালের্মোর যেসব লিওলুকা অরল্যান্ডোর সৌজন্যে পুনঃসজ্জিত একটি অপেরা হাউজে আয়োজিত একটি সম্মেলনে বক্তৃতা করি। অরল্যান্ডো বিশ্বাস করতেন সংস্কৃতি জীবন ও সমাজকে বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। পালের্মোকে মাফিয়াদের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছেন। তিনি স্কুলছাত্রদেরকে একটি মনুমেন্ট তৈরিতে যুক্ত করেছিলেন এই বিশ্বাসে, এই মনুমেন্ট তাদের মনোজগতে

www.pathagar.com

নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করবে। জনগণ যে সন্ত্রাসের রাজত্বে বসবাস করছে তার সমাপ্তি টানার জন্য তিনি ধর্মপ্রচারক ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চাইতেন।

অবশেষে অসংখ্য গুপ্ত হত্যার পর পালের্মোর মহিলারা জানাল 'যথেষ্ট হয়েছে'। তারা বিছানার চাদরে 'বাস্তা' অর্থাৎ যথেষ্ট শব্দটি লিখে জানালায় টানিয়ে দিল। শক্তির এমন সমন্বিত ও জনপ্রিয় উপস্থাপনের পর মাফিয়াদের সঙ্গে সিসিলির দীর্ঘ সংগ্রামের গতি বদলে গেলো।

অরল্যান্ডোর সৃষ্টিশীল শাসনব্যবস্থা তৃতীয় ধারার এক বাস্তব ও কার্যকর উদাহরণ। এর সাহায্যে তাঁর জনগণ ভয় ও উত্তেজনা থেকে অব্যাহতি পেলো। জনগণের জীবনধারা উন্নত করতে মুক্তচিন্তার প্রয়োগ যোগ্য নেতৃত্বের পরিচায়ক। কিন্তু এজন্য মাঝে মাঝে নেতাদের প্রেরণা প্রয়োজন। বিশেষত তারা যদি প্রথমবারের মত নতুন গণতান্ত্রিক ধারা সৃষ্টিতে সাম্য ও স্বশাসনের নীতি বাস্তবায়ন করতে চায়। প্রশাসন চিন্তা করলো বর্ধিষ্ণু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে উচ্চ পর্যায়ের সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই আমাকে কাজাখস্তান, কিরগিজিস্থান, উজবেকস্থান, ইউক্রেইন, রাশিয়া-সাইবেরিয়ারসহ বিভিন্ন দেশ সফরে যেতে হয়েছে। বেশিরভাগ দেশেই আমি আগে কখনো যাইনি। কিন্তু প্রথমবারের মত সেখানে যাওয়াটা ধারণার চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক হয়েছিলো।

আমি আবারও কেলি ও মেলানীর সঙ্গে সফরে বের হলাম। আর ছিলেন আমার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারী কারেন ফিনি, প্রচন্ড প্রাণশক্তিতে পূর্ণ, রসবোধ সম্পন্ন, দীর্ঘাঙ্গী এক তরুণী। আমরা নভেম্বরের ৯ তারিখ রাতে 'অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেস' থেকে বোয়িং ৭০৭ বিমানে কাজাখস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অতীতে এই বিমান কেবল বিমান বাহিনীই ব্যবহার করতো। আকাশে ওড়ার দশ মিনিট পর সবে কাজাখস্তান সম্পর্কিত একটি গাইড বইয়ে মনোনিবেশ করেছি এমন সময় একজন ক্রু এসে জানাল আমাদের আবার অ্যান্ড্রুতে ফিরে যেতে হবে। কারণ একটি ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি তেমন চিন্তিত হলাম না। কেননা এধরনের বিমান চারটি ইঞ্জিনের তিনটি নিয়ে অনায়াসে উড়তে পারে। বিমান বাহিনীর পাইলট, যাদের বিশ্বসেরা বলে মনে করি, তাদের ওপর আমার পূর্ণ আস্তা ছিলো। আমি পুনরায় বইয়ে মনযোগ দিলাম।

আমরা তিন ইঞ্জিন নিয়ে নিরাপদে অ্যান্ড্রুতে অবতরণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বেলে অগ্নিনির্বাপক গাড়ি আসতে দেখলাম। যখন কারিগররা সমস্যা চিহ্নিত করতে ব্যস্ত আমি তখন বিলকে আমাদের বিলম্বের কথা জানালাম। এও বললাম যে, ইঞ্জিন ঠিক হলেই আমরা রওনা হবো।

কয়েক ঘন্টা পরে আমরা জানতে পারলাম পরদিন বিকেলের আগে আমরা রওনা হতে পারব না। কাজেই সবাইকে মধ্যরাতে বাড়ি ফিরতে হল। যখন আমি হোয়াইট হাউজে পৌছলাম তখন বিল চেলসির সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। চেলসি তার হোস্টেলে বসে CNN.com-এ নিউজ দেখছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে ফার্স্ট লেডীকে বহনকারী বিমান যান্ত্রিক গোলোযোগের জন্য ফিরে এসেছে। যাত্রীরা সবাই নিরাপদে আছে। আমি আমার মায়ের ফোন পেলাম। তিনি আমার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। অন্য সব বন্ধুরা ফোন করলো ওয়াশিংটন পোস্টে হেডলাইন দেখে, ফার্স্ট

www.pathagar.com

লেডীর ফ্লাইট বাতিল, মধ্য এশিয়া যাত্রা বিলম্বিত হচ্ছে। সবাই মিলে এমন শুরু করলো যেন আমাকে প্লেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং আমি প্যারাসুটে করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছি।

মেরামত কাজ শেষ হলে আমরা পরদিন আবার রওনা হলাম। আমাদের পথ খুব দীর্ঘ ছিলো না। আমরা একটি নোংরা আলোহীন রানওয়েতে অবতরণ করলাম। কয়েকজন লোক বেলচা দিয়ে আমাদের প্লেন থেকে বরফ সরানোর চেষ্টা করছে। হোয়াইট হাউজে থাকাকালীন সময়ে যত বিদেশ সফর করেছি তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি নতুনত্বে ভরা এবং বিদেশীয়। পর্বতময়, কঠিন ও ভয়ঙ্কর সুন্দর। বহু কাজাখ, কিরগীজ ও উজবেক এখনও স্বদেশী ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে আছে। তারা গোল্ডেন হোর্ডের উত্তরসূরি, চেঙ্গিস ও কুবলাই খানের সৈনিক। সোভিয়েত উত্তর সময়ে তারা আধুনিক সিল্ক রোড সৃষ্টির চেষ্টা করছে যেন একবিংশ শতকে জাতি ও অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে পারে। সোভিয়েতের সময়ে রাশিয়াকরণ হলেও প্রতিটি দেশের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যময় মানুষ রয়েছে।

কাজাখস্তান তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ একটি দেশ। জনগণের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। তবে সরকারী ও ব্যক্তিগত দুর্নীতি যেন রাজস্ব আয়ের সবটুকু চুষে না নেয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি মার্কিন সাহায্যে গ'ড়ে উঠা একটি ছোট নারী কল্যাণ কেন্দ্র দেখতে গেলাম। গর্ভনিরোধক ব্যবস্থার স্বল্পতার কারণে কমিউনিজমের সময় গর্ভপাতই পরিবার পরিকল্পনার সাধারণ উপায়ে পরিণত হয়। ক্লিনটন প্রশাসনের নীতি হচ্ছে গর্ভপাতকে নিরাপদ, ও আইনসম্মত করা এবং এর হার কমানো। আমরা গর্ভপাত নিরুৎসাহিত করি এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সাহায্যে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়ায়– এমন রোগের বিস্তার রোধ করার জন্য কাজ করি। মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্যও আমাদের কর্মসূচী রয়েছে। এই নীতি অবশ্য প্রেসিডেন্ট রিগানের আরোপিত নিয়ন্ত্রণ নীতির পরিপন্থী। রিগানের ওই নীতি প্রেসিডেন্ট বুশও চালিয়ে যান। কিন্তু বিল প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরদিনই এ আইন রহিত করে (যদিও জর্জ ডব্লিউ বুশ পুনরায় এ আইন বহাল করেছেন। আলমাটি ক্লিনিকের ডাক্তাররা আমাকে জানালেন, গর্ভপাত এবং মাতৃমৃত্যু হার উভয়ই কমে যাচ্ছে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের বাস্তবমুখী নীতি রিপাবলিকানদের গর্ভপাত বিরোধী কড়াকড়ির চেয়ে অধিকতর কার্যকর ভাবে গর্ভপাতের হার কমাতে সক্ষম।

আমি জানতাম কাজাখস্তানের পর্বতবহুল প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিরগিজস্থানে মেডিকেল সরবরাহ প্রয়োজন। ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সদ্য স্বাধীন দেশে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা রিচার্ড মর্নিংস্টারের সঙ্গে কাজ করে আমি চিকিৎসা সহায়তা হিসাবে ২ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের ব্যবস্থা করি। এর মধ্যে ওষধ, মেডিক্যাল সাপ্লাই ও কাপড় চোপড় অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দে পৌঁছে আমি সরাসরি প্রেসিডেন্ট ইসলাম কারিমভের সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি একজন প্রাক্তন সোভিয়েত কমিউনিস্ট। তিনি আমার স্বামীকে পছন্দ করেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন বিল কি করে সরকার প্রধান হয়েও জনগণের কাছাকাছি থাকতে পারে। অন্যান্য সদ্য স্বাধীন

www.pathagar.com

প্রতিবেশীদের মতই গণতন্ত্র সম্পর্কে কারিমভের কোন ধারণা ছিলো না। এসব নেতাদের কাছে গণতন্ত্রের কোন তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক রূপরেখাই ছিলো না।

মধ্য এশিয়ার মুসলিমদের মনে এবং হৃদয়ে একটি বড় ধরনের সংগ্রাম চলছিলো। ইসলামী মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর কার্যক্রমের কারণে সে পশ্চিমাদের দ্বারা সমালোচিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি এগুলো রাজনৈতিক তর্কাতর্কি হিসাবে বিবেচনা করতেন। আমি বুখারায় পুনরায় চালু হওয়া ইহুদী মন্দিরে গিয়ে জানতে পারি কারিমভ অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাতে আগ্রহী। আমি ইহুদী ধর্মযাজকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করি। উক্ত যাজক বর্ণনা করলেন খ্রীষ্টের মৃত্যুর সত্তর বছর পর জেরুজালেমের টেম্বপল ধ্বংসের পর ইহুদী ধর্মাবলম্বীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, আবার কিভাবে এবং বর্তমান অবস্থায় ফিরে এলো। কিভাবে তারা সোভিয়েত এবং মঙ্গোলীয়দের সময় টিকে থেকেছে এবং এখন তারা কারিমভ সরকারের নিরাপত্তা এবং সহিষ্ণুতাকে উপভোগ করছে।

সমরখন্দের রেজিস্থান স্কয়ারে কারিমভ গর্বের সঙ্গে আমাকে বললেন যে, শির ডর মাদ্রাসায় ছাত্রভর্তি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তারা ছাত্রদের ইসলামের ব্যাখ্যা শিখাবে এবং আরব দেশ থেকে আসা ইসলামী ব্যাখ্যাকে বাধাগ্রস্থ করবে। যা কিছু কিছু উজবেককে উদ্বুদ্ধ করছে। কিছু কিছু শক্তির কথা বললেন, যারা সরকারকে অস্থিতিশীল করছে এবং আফগানিস্থানের মত তালেবান রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা করছে।

যখন তিনি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে উৎসাহ দিচ্ছেন তখন তিনি বিদেশের টাকায় বিরোধী পক্ষের কোন ধর্মীয় ধোকাবাজীকে প্রশ্রয় দিবেন না।

একজন আমেরিকান হিসেবে শির ডর মাদ্রাসা দেখে আমি বিভ্রান্তিতে পড়লাম। সোভিয়েত অত্যাচারের পর এই ধর্মীয় স্কুলগুলো খুলছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আমি নারী শিক্ষার অভাববোধ করলাম এবং যার ফলশ্রুতিতে মাদ্রাসাগুলো মৌলবাদকে বয়ে আনবে। ২০০১ এর ১১ই সেপ্টম্বরের পর আমার চোখে শুধু ভেসে উঠছিলো ডর এবং অন্যান্য মাদ্রাসার চিত্র যা আমি দেখেছিলাম। যেগুলো এখন চরমপন্থী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মস্তিষ্ক ধোলাই ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার যোগসূত্র আমেরিকা পর্যন্ত রয়েছে।

একটি জাতির উন্নয়নে, নারী এবং পুরুষের শিক্ষাকে অবশ্যই সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং ইসলামি দেশগুলোতে মাদ্রাসাগুলো যে ভূমিকা পালন করছে সেটাও আমার জন্যে চিন্তার বিষয়। পাকিস্তানের মত দেশ যেখানে পাবলিক স্কুলগুলো সাধারণ গরিব মানুষের আয়ত্বের বাইরে সেখানে আশাবাদী পিতামাতা তার সন্তানদের ঐ মাদ্রাসাগুলোতে পাঠায় যেখানে শুধুমাত্র আরবি ভাষায় কোরআন মুখস্ত করানো হয়। এশিয়াতে যে মৌলবাদের উত্থান চলছে সেটা আরব এবং মাদ্রাসাগুলোর নেতৃত্বে। কাবীম ঐ বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে খুবই পরিষ্কার। অতীতে মধ্য এশিয়াতে যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিলো সেই প্রকৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। যদি আমেরিকা পাবলিক স্কুলগুলোর জন্য বেশী সাহায্য দেয় তবে যে দ্বন্দ্ব এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চলছে তা থেকে জীবন এবং অর্থ দু'টোই বাঁচানো যাবে।

কারিমভ এর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা সমরখন্দে পৌছা পর্যন্ত চলল। আমি এবং কারিমভ ইউ এস এইড সাহায্যপুষ্ট একটা প্রজেক্ট দেখতে গেলাম। প্রজেক্টটি স্থানীয় মহিলাদের তৈরি হস্তশিল্প বিদেশে রপ্তানী করে। আমরা একটা বড় হৈচৈ দেখতে পেলাম। পুলিশ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং জনতা হাতে হাত ধরে একটি লম্বা লাইন

www.pathagar.com

তৈরি করেছে। আমি কারিমভকে বললাম, 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, তুমি জান, আমার স্বামী যদি এখানে থাকতো সে রাস্তা পার হয়ে ঐ জনগণের সঙ্গে করমর্দন করত।'

কারিমভ আশ্চর্যই হলো।

আমি বললাম, কারণ ডেমোক্রেসিতে জনগণই হচ্ছে 'বস'। বিল ঐ লাইনে শুধু পৌঁছতই না, যেহেতু সে বন্ধু স্বভাবের, সে জানত সে কি করছে। কারিমভ ও আমি নেমে হেঁটে মানুষের কাছে পৌঁছলাম এবং কারিমভ যখন হাত বের করে জনগণের সঙ্গে হাত মেলাল তখন উৎসাহী উজবেকদের আনন্দোচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছিল।

অ্যাডপশন অ্যান্ড সেফ ফ্যামলিজ এ্যাক্ট পাশ হওয়ার উৎসব পালন করার জন্য ১৯ নভেম্বর দেশে ফিরে এলাম। অনাথদের পরিচর্যা এবং দত্তক আইন সংশোধনী আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ যখন আমি ইয়েল ল' স্কুলে থাকাকালীন দত্তক মায়েদের সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলাম। তারা আমার সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছিলো।

বিলের প্রথম বার রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন আমি ডেভ টমাস এর সঙ্গে কাজ করেছিলাম। টমাস ওয়েনডি'জ ফাস্টফুড চেইন এর একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন গোঁড়া রিপাবলিকান। ডেভ ছাড়াও অন্যান্য করপোরেট এবং ফাউন্ডেশনের নেতারা এই দত্তক আইন সংশোধনে সম্মুখ ভাগের দায়িত্ব পালন করেছে। ডেভ দত্তক আইনকে আরো এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য তার পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং শক্তি ব্যয় করেছেন। ঐ সময়ে ৫ লাখ আমেরিকান শিশু পালন কেন্দ্রগুলোতে চরম অবহেলার শিকার হচ্ছিল। এর মধ্য ১ লক্ষ শিশুর গৃহে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় ছিলো না এবং বছরে মাত্র ২০ হাজার শিশুর জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা যেত। আমার আশা নতুন আইন পাশ করার পর এই প্রক্রিয়া গতিশীল হবে। দত্তক নিয়ে যে বাধা ছিল সেগুলো দুর হবে।

দিয়ানা মপিন, একজন কিশোরী, সে পাঁচ বছর বয়সে নিজের বাড়ি থেকে অনাথ আশ্রমে গিয়েছিলো। সে হোয়াইট হাউজের ১৯৯৫ সালের এই অনুষ্ঠানে একজন মূল বক্তা। এক রুমে অন্য নয়টা শিশুর সঙ্গে অনাথ আশ্রমে কেমন করে থাকে সেটা সে বর্ণনা করেছিলো। গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া তারা কোন সিনেমা দেখতে কিংবা বই কিনতে বাইরে যেতে পারতো না। পরবর্তীতে আমি দেখেছি দিয়ানা একটি ঘর পেয়েছিলো এবং সে এখন আত্মপ্রত্যয়ী এবং সুখী নারী।

নতুন আইন প্রণয়নে আমার ডমেষ্টিক পলিসি স্টাফ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং কংগ্রেসের স্টাফগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলো। এই আইনের মধ্যে ছিলো রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য, যথাযথ পরিস্থিতিতে পরিবারকে একত্রে রাখা, স্বল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা, অন্যায় ব্যবহার এবং অবহেলার জন্য পিতৃত্বের অধিকার খর্ব করা। এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি পাশ করা ছিলো শিক্ষামূলক। আমরা দেখছিলাম যে বৈরী কংগ্রেসম্যানদের সাথে কাজ করে স্বাস্থ্যের যত্ন অথবা জনকল্যাণ বিষয়ক সংস্কারের মত বড় বিষয়ের চেয়ে ছোট লক্ষ্য কে অনেকাংশে দক্ষতা এবং তৎপরতার মাধ্যমে এগিয়ে নেয়া যায়।

কেন্দ্রীয় দত্তক আইনে দ্রুত পরিবর্তন দিয়ানার মত হাজার হাজার প্রতিপালিত শিশুর নিরাপদ এবং স্থায়ী বাসের জায়গা করে দেয়ার প্রচেষ্টায় গতি আনবে। ওয়াশিংটন পোস্ট লিখলো, শিশু বড় হয়ে যখন সামর্থবান হবে তখন তার জন্মদাতা পিতামাতার কাছে ফিরে যাবে-এই আনুমানিক দর্শনের একটি মৌলিক পরিবর্তন এনেছে এই

www.pathagar.com

আইনটি। এই আইনী সফলতার সবচেয়ে অবাক করা এবং স্বস্তিকর বিষয় হচ্ছে এই যে, হাউজের মধ্য সবচেয়ে কট্টর ও রক্ষণশীল বলে পরিচিত টম ডিলের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়া। কিন্তু এই ইস্যুতে তিনি ছিলেন দৃঢ় সমর্থক। তিনি এবং তার পত্নী দুইজনেই দত্তক শিশুদের জন্য কাজ করতেন। আমি সিনেটর হওয়ার পর তাদের সঙ্গে কাজ করেছি।

দত্তক এবং পারিবারিক নিরাপত্তা আইন পাশ করার পাঁচ বছরের মধ্যে লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ শিশু দত্তক হিসেবে নিরাপদ বাসস্থান পেল। আমি অনুভব করলাম আনুমানিক ২০,০০০ ১৮ বছর বয়সের শিশু দত্তক হিসেবে স্থান পেল। যা এই আইন ছাড়া কিছুতেই তারা পারিবারিক জীবনে ফিরে যেতে পারতো না। বার্কলী গিয়ে একবার ক্যালিফোর্নিয়া যুব কানেকশনের একটি গ্রুপের সংগে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম। যুব সংগঠনটি শিশু আশ্রমের বয়স্ক শিশু, যারা শীঘ্রই সাবালক হবে, সেই শিশুদের আইনী সহায়তা প্রদান করে। আবেগময় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থন ছাড়া সাবালকত্বে পৌঁছার সময় যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় সেটার উপর তারা জোর দিয়েছিলো। জয় ওয়ারেন; একজন কলেজ গ্রাজুয়েট, তার কিশোর বয়সের বেশীর ভাগ সময় অস্থায়ী শিশু আশ্রমে কাটিয়েছে। কিন্তু সে তার পড়াশুনা চালিয়ে গেছে। সে ইউ.সি বারকেলী এবং পরবর্তীতে 'ইয়েল' আইন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলো। জয়ের দু'টি ছোট বোন আছে। যার একজন এখনও শিশু আশ্রমে আছে। একারণে সে কম বয়সেই সাবালকত্বের দায়িত্ব অনুভব করতে পেরেছিলো। সে হোয়াইট হাউজে আমার অফিসে একজন শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দিয়েছিলো। এবং নতুন আইনের জন্য বয়স পার হয়ে যাওয়ায় ১৮ বছরের অনাথ শিশু প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য করত। আমি কাজ করেছিলাম রোড আইল্যান্ডের রিপাবলিকান সিনেটর জন চ্যাফি এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ডেমোক্রেটিক সিনেটর জে রক ফেলার এর সঙ্গে, যার ফল এই ফস্টার ফেয়ার ইনডিপেন্ডেন্স এ্যাক্ট ১৯৯৯। এই আইনে যেসব অনাথ শিশু সাবালক হয়ে যাবে তাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, লেখাপড়ার সুযোগ, চাকরির প্রশিক্ষণ, নিরাপদ গৃহ এবং অন্যান্য সার্ভিস এবং সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

অক্টোবরে আমি পঞ্চাশে পা দিলাম। আইনের বই অনুসারে এটা একটি জটিল সময়। চেলসিকে ছেড়ে থাকতে আমার একটা অনর্থক ভাবনা কাজ করতো। আমার দিন এবং রাত সবসময়ের ব্যস্ততা ছিলো মিটিং নিয়ে। এমন কি বন্ধের দিনও আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও চেলসির বেড রুম হতে গানের শব্দ, তার বন্ধুদের হৈচৈ ছাড়া ওয়াইট হাউজ আমার কাছে ফাঁকা ফাঁকা মনে হতো। হলের মাঝখানে চেলসির বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে নাচ দেখার আনন্দ হতে বঞ্চিত হতাম। কখনও কখনও বিলকে দেখেছি চেলসির বেডের উপর বসে আছে এবং চারদিকে বিষন্নভাবে তাকাচ্ছে। আমি এবং আমার স্বামী দু'জনের সামনে শুধু ভেসে উঠে চেলসির শৈশবের চিত্র। আমরা এখন শূন্যগৃহের বাসিন্দা। যখন আমরা রাতে বেরুনোর এবং সমাজে বন্ধুদের সাথে মেশার আরও সুযোগ পেলাম তখন রাতে ফিরে আসার পর হোয়াইট হাউজকে আরও বেশী পীড়াদায়ক মনে হতো। আমাদের ঘর পূর্ণ করার প্রয়োজন অনুভব করলাম। এটাই একটি কুকর পোষার সময়।

১৯৯০ সালে জেকি মারা যাবার পর আমাদের কোনো কুকুর ছিলো না। আমরা জ্যাকীকে খুব ভালবাসতাম। তার জায়গায় অন্য কুকুরকে আনা আমরা কল্পনাও করতাম

www.pathagar.com

না। দ্রুত আমরা জ্যাকিকে সমাধিস্ত করলাম। চেলসি বাড়িতে একটি সাদা কালো বিড়ারের বাচ্চা আনল। আমরা তার নাম দিলাম সকস্। সে আমাদের সঙ্গে ওয়াইট হাউজে ঘুরে বেড়াত। সে শুধুমাত্র একটি বিড়াল হিসাবেই মুল্যায়ন পেত।

বিল যখন দ্বিতীয়বারের মত নির্বাচিত হলো এবং আমরা জানতাম চেলসি কলেজের উদ্দেশ্যে আমাদের ত্যাগ করবে, আমরা আরেকটা কুকুর সংগ্রহ করার কথা চিন্তা করলাম। আমরা কুকুর সম্পর্কে একটি বই সংগ্রহ করলাম। বিল চেলসি এবং আমি বিভিন্ন ছবি দেখে এবং বিভিন্ন প্রজাতির কুকুর দেখার জন্য অনেক সময় ব্যয় করলাম। চেলসির পছন্দ একটি টিনি-টিনি কুকুর যাকে সে বহন করে নিয়ে বেড়াতে পারে। আর বিলের পছন্দ একটি বড় কুকুর যে তার সাথে দৌড়াতে পারে। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, ল্যাবরাডোর হচ্ছে সঠিক জাতের কুকুর যা আমাদের পরিবারের আকাঙ্ক্ষা এবং হোয়াইট হাউজের উপযোগী হতে পারে।

ক্রিস্টমাসের উপহার হিসেবে কুকুরটি আমি বিলকে দিতে চেয়েছিলাম। সেজন্য একটি পছন্দমত বাচ্চার খোঁজ করছিলাম। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে তিনমাস বয়সের চকলেট রঙের ল্যাবের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রথম সাক্ষাৎ হলো। বিলকে দেখেই পাপি ভোঁ-দৌড় দিয়ে সোজা বিলের কোলের মধ্য ছুটে গেলো এবং প্রথম দেখাতেই দু'জনের মধ্যে ভাব হয়ে গেলো। আমরা কুকুরের একটি নাম খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নাম নিয়ে আমরা খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম এবং একটি তালিকা তৈরি করে ফেললাম। জনগণ নাম রাখার প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চিঠি লিখতে শুরু করলো। এর মধ্য আরকানসাস এবং ক্লিন টিন টিন দু'টো নাম আমার খুব পছন্দ হলো।

প্রক্রিয়াটা আমাদের হাতের বাইরে চলে গেল এবং আমরা বুঝতে পারলাম এই ছোট বিষয়টা দ্রুত নিষ্পন্ন হওয়া উচিৎ ছিলো। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম একটি ছোট সুন্দর নাম ঃ বাডি।

বাডি ছিলো আমার স্বামীর এক প্রিয় কাকা ওরেন গ্রীসান এর ডাক নাম। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কুকুর মালিক এবং প্রশিক্ষক। গত বসন্তে তিনি মারা গেছেন। বিলের বড় হওয়ার সময় আঙ্কেল বাডি তাকে তার শিকারী কুকুরের সঙ্গে খেলতে দিতো। বিল তার নতুন কথা বলতে গিয়ে বলে, এখন তার আঙ্কেল এর স্মৃতি বেশী মনে পড়ে এবং আমরা অনুভব করি নতুন কুকুরটির বাডি নাম রাখার পর আরো বেশী মনে পড়ছে। আমরা একমাত্র সমস্যা অনুভব করতাম যে, ওয়াইট হাউজের একজন খানসামার নাম ছিলো বাডি কার্টার। এই নাম দিয়ে আমরা তাকে কোন মনোকষ্ট দিতে চাইনি। আমরা তাকে বিষয়টা বলেছিলাম এবং সে আমাদের ভাবনাকে ভালবেসেছিলো। কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছিলাম সে ঐ কুকুরের নামে চিহ্নিত হবে। বাডি এক সময় সমস্যা অনুভব করতে শুরু করলো।

ছোট ল্যাবটি আমার স্বামীর রুটিন এর সঙ্গে নিজেকে দ্রুত মিলিয়ে নিলো। ওভাল অফিসে সে বিলের পায়ের কাছে ঘুমিয়ে থাকত এবং রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করত। তারা একে অন্যের জন্য ছিলো যোগ্য। কারণ বাডি বিলের অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলো। বাডি মানুষকে ভালবাসতো।

বাডি দুটো জিনিস নিয়ে সব সময় মত্ত থাকত সেটি হলো খাবার এবং টেনিস বল। যখন সে বল ধরতে যেত তখন সে হয়ে পড়ত প্রচণ্ড ক্ষিপ্র।

www.pathagar.com

বাড়ি ক্রমান্বয়ে পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো। এটা বিড়ালটার জন্য হয়ে উঠলো বেদনার। কয়েক বছর সকস্ই ছিলো আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

আমার একটি প্রিয় ছবিতে সকস্ আছে। ওয়াশিংটন আসার পূর্বে আরকানসাস গভর্নর ভবনের বাইরে ফটোগ্রাফার পরিবেষ্টিত অবস্থায় সে ছবিটি তোলা। দুর্ভাগ্যবশতঃ সকস্ বাড়িকে তুচ্ছ জ্ঞান করলো। আমরা দু'জনকে এক সঙ্গে রাখার জন্য বহু চেষ্টা করলাম। যদি আমরা দু'টিকে একটি ঘরে বেঁধে আসতাম তবে কিছুক্ষণ পর আমরা দেখতাম সকস্ তার আগের জায়গায় ফিরে গেছে এবং বাডির সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে এবং বাড়ি তাকে ধরার জন্য তাড়া করছে। সকস্ তার নখ দিয়ে ছোবল দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু বাডিকে ছোবল দেয়ার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। এবং একবার মাত্র সে সরাসরি নাকে আঘাত করতে পেরেছিলো। তাদের অনেক ভক্ত ছিলো এবং হাজার হাজার চিঠি আসতো এদের উদ্দেশ্যে এবং এই চিঠি প্রেরকদের বেশীর ভাগই ছিলো শিশু। এতে তারা তাদের ভালবাসার কথা জানাত। তাদের মেইল এর উত্তর দিতে আমাকে দু'টো করসপন্ডেন্ট ইউনিট খুলতে হয়েছিলো। মেলগুলোর উত্তর দিত। ১৯৯৮ সালে ঐ চিঠিগুলোর কিছু চিঠি 'ডিয়ার সকস্ ডিয়ার বাডি' এই নামে প্রকাশ করি। বইটি ন্যাশনাল পার্ক এর তহবিল বৃদ্ধির জন্য প্রকাশ করেছিলাম।

প্রতি বছর খ্রীষ্টমাস আসে, খ্রীষ্টমাস যায়। আমরা এ সময়ে সাউথ ক্যারলিনায় হিল্টন হেড-এ যাই। সেখানে আমাদের ১৫০০ বন্ধু-বান্ধব একত্রিত হয়। আমাদের বন্ধুরা এই জায়গা খুব ভালবাসতো। খ্রীষ্টমাসে এখানে আসার ব্যাপারে এবং আলাপ আলোচনা করার জন্য তার ছিলো খুবই আন্তরিক। আমি এর থেকে একটু বিশ্রামের কথা চিন্তা করলাম। এবং ইউ এস ভার্জিন আইল্যান্ডের সেইন্ট টমাসে যাওয়ার জন্য চারদিনের পরিকল্পনা করলাম। আমরা এই সুন্দর দ্বীপটিতে এক বছর আগে এসেছিলাম এবং ম্যাগনেস-এর উপরে একটি বাড়িতে উঠেছিলাম। এ বছর আমরা সেই একই স্থানে এলাম। এবার বাডি আমাদের সাথে আছে।

আমরা শাল অ্যামেলির একটি ছোট্ট এয়ার পোর্টে নামলাম এবং সেখান থেকে আম ও নারকেলের সারির মধ্য দিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্পটে পৌঁছলাম। উষ্ণ আবহাওয়া এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় মাটি ছিলো খুবই সুন্দর। আমরা যে ঘরে ছিলাম সেখানে ছিলো ফুরফুরে বাতাস এবং নিকটেই ছিল সমুদ্র সৈকত। পার্শ্বেই ছিলো সিক্রেট সার্ভিস হেড কোর্য়াটার এবং কোষ্ট গার্ডেরা নিরাপত্তা এবং প্রাইভেসীর জন্য ছোট ছোট নৌকাগুলিকে সরিয়ে দিচ্ছিল। আমরা জলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে মানুষের কোন দেখা নাই। এটিই ছিলো সেখানকার শান্ত প্রাকৃতিক অবস্থা।

বিল, চেলসি এবং আমি ছুটিতে সচরাচর যেটা করে থাকি, সেটা এখানে করছিলাম না। আমরা কার্ড খেলা এবং শব্দ জট নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এবং আমাদের সাথে এক হাজার পিস জিগস পাজল ছিলো। আমরা অনেকগুলো বই কিনেছিলাম এবং অদল বদল করে বইগুলো পড়ছিলাম এবং তিন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ছিলাম। এছাড়া আমরা সাঁতার কেটেছি, হেঁটে বেড়িয়েছি, জগিং করেছি এবং এক সঙ্গে সাইকেল চালিয়েছি। বিল যেখানেই সুযোগ পেয়েছে সেখানেই গলফ খেলেছে এবং যেহেতু আমাদের ছোট একটা ফুটবল ছিলো এবং বাস্কেটবল খেলার মৌসুম, সেজন্য আমাদের বাসস্থানে একটা টেলিভিশনের ব্যবস্থা ছিলো। প্রকৃত অর্থে আমরা কখনই একাকী ছিলাম না। সিক্রেট সার্ভিস আমাদের কাছাকাছি সবসময় কর্তব্যরত ছিলো। রান্না এবং অন্যান্য কাজের জন্য

www.pathagar.com

গার্ডরা সব সময় প্রেসিডেন্ট এর সঙ্গে থাকে। এছাড়া আমাদের সঙ্গে সবসময় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স, ডাক্তার, মিলিটারি এইড, প্রেস ষ্টাফ, এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলো। এসব সফরসঙ্গীর সকলেই ছিল উচ্চ পর্য্যায়ের এবং তারা আমাদের একান্ততাকে সম্মান করত। যা পাপারাৎসিরা করতো না।

একদিন বিকালে আমি এবং বিল আমাদের বাথিং স্যুট পরে বিচে সাঁতার কাটতে গেলাম। কিন্তু বিষয়টি ছিলো আমাদের কাছে কল্পনাতীত। বিচের অপর পার্শ্বে ঝোঁপের মধ্য পালিয়ে ছিলো এ এফ পির একজন ফটোগ্রাফার। অবশ্যই তার কাছে ছিলো উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কোন টেলিফোন লেন্সের ক্যামরা। কারণ পরদিন সারা বিশ্বের দৈনিকগুলোতে ছাপা হয়ে যায় আমাদের স্লোড্যান্সিং এর একটি ছবি। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারী মাইক ম্যাক কুরি ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন এবং তিনি প্রেসকে বলেছিলেন 'চোরের মত ঝোঁপের চারপাশে লুকিয়ে থেকে চুরি করে ছবি তুলেছে' এবং পাপারাৎসিরা এই কাজটিই করেছিলো। এঘটনা প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা এবং একান্ততা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি করলো। যদি টেলিফটো লেন্স দিয়ে ছবি তোলা যায় তবে ঐ দূরত্বের মধ্যে থেকে গুলি করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এর জন্য বিলের কোন দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েনি। সে ছবিটা বরং পছন্দই করেছিলো।

এঘটনার জের একটি বির্তকের সৃষ্টি করেছিল যে, সাংবাদিকেরা সাংবাদিকতার নীতিমালা বিরোধী কাজ করেছে এবং বিকৃত মানসিকতায় আমাদের একান্ততার উপর হানা দিয়েছে।

কিছু সাংবাদিকের মনে এই ধারণার জন্ম হয়েছিলো যে আমরা এই ভরসায় ঐ ছবির জন্য পোজ দিয়েছিলাম যে আমাদের আলিঙ্গন একটি ছবিতে ধরা থাকুক।

কিছু দিন পরে একদিন বেতার সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর কাছে বলেছিলাম 'আমাকে একজন পঞ্চাশ বছর বয়সের নারীর নাম বল যে, সে জেনেশুনে স্নানের পোশাকে ক্যামেরার দিকে পিছন দিয়ে পোজ দিচ্ছে।'

চের বা জেন ফন্ডা বা টিনা টার্নারের মত মানুষ যে কোন পাশ থেকে সুন্দর হতে পারে। কিন্তু আমি সেটা নই।

www.pathagar.com

সামনে এগিয়ে চলা

'ধন্যবাদ, মিসেস ক্লিনটন।' কেনেথ স্টারের একজন ডেপুটি বললেন, 'আপনার কাছে এখন এতটুকুই জানার ছিলো।'

ভুল করে হাত বদল হয়ে যাওয়া সেই এফবিআই-এর ফাইলগুলো সম্পর্কে তদন্ত শেষে কিছু বিষয় পরিষ্কার করে নেয়ার জন্য ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেলের ট্রিটি রুমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ডেভিড কেনডাল আমার পাশে বসা ছিলেন।

'ওরা, নেহায়েৎ প্রশ্ন করার জন্যই প্রশ্ন করছে' ডেভিড আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি ভুল বলেননি, প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত এবং বেশ উদাসীনভাবে করা হচ্ছিল। দশ মিনিটের প্রশ্নোত্তর পর্বে কেনেথ স্টারও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোনো কথাই বলেননি।

ডেভিড পরে মন্তব্য করেন যে, প্রসিকিউটররা স্বাভাবিকের চেয়ে ব্যাপারটা অনেক বেশী ধোঁয়াশা করে দেখছেন- ওই রুমের আরেকজন উকিলের কথা 'ক্যানারি পাখি খাওয়া বিড়ালের মতো', তবে সেই সকালে আমার কাছে কোনো কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়নি। আমি এতটুকুর জন্যই কৃতজ্ঞ ছিলাম যে, অফিসিয়াল ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেলের ছড়ানো আরেকটা রটনার মামলা বন্ধ হচ্ছে। জানুয়ারি ১৪, ১৯৯৮ স্টারের তদন্তের চতুর্থ বছর। ইন্ডিপেনডেন্ট কাউন্সেলের কাগজপত্র সম্পর্কিত তদন্তের মত 'ফাইলগেট'ও ছিলো শূন্যগর্ভ। সেটা ব্যক্তিগত সচিবের অফিসের একজন মধ্যস্তরের কর্মচারী হোয়াইট হাউজে বর্তমানে কর্মরত। কর্মকর্তা-কর্মচারীর লিস্ট তৈরি করার সময় ভুলক্রমে রিগ্যান ও বুশ সরকারের কিছু এফবিআই ফাইল তার হাতে চলে আসে। এটা কোনো ষড়যন্ত্র বা অপরাধ ছিলো না। এর আগেই স্টার সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, ভিন্স ফস্টার সত্যিই আত্মহত্যা করেছেন। (রবার্ট ফিস্ক তিন বছর আগেই এই উপসংহারে পৌছে ছিলেন। আর ওই সিদ্ধান্তে পৌছতে স্টারেরটিসহ আরো চারটি তদন্ত লাগে, এবং সময় লাগে চার বছর) স্টার ইতোমধ্যে তার 'হোয়াইটওয়াটার' এর জমি সংক্রান্ত তদন্তেও শেষ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলেন। ছোটখাট কিছু বিষয় হঠাৎ করে ভূঁইফোঁড়ের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তদন্তগুলোকে 'হোয়াইট হাউজে'র সীমানা থেকে বের করে এনে নানা গল্পের এবং সংবাদপত্রে অজস্র খবরের জন্ম দেয়, যার চর্চা মাসের পর মাস চলে।

সবচেয়ে ঝামেলায় পড়লাম আর এক আইনী লড়াইয়ে, আমাদের সাথে সম্পর্কহীন একটি দেওয়ানী মামলায় জড়িয়ে। ডানপন্থী বেশ গোঁড়াও আইনী সহায়তাদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান রুথারফোর্ড ইনস্টিটিউট পলা জোনসের আইনজীবীদের অর্থ সাহায্য এবং উপদেশ দিচ্ছিল। বিলের আইনজীবীরা আশা করেছিলো যে, আদালতে এ মামলা ওঠার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই মামলাটি খারিজ হয়ে যাবে; কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এ

www.pathagar.com

মামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী জোনস প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সাক্ষীকে জেরা করার অধিকার পায়। বিলের সাক্ষাৎকারের দিন ধার্য হয় শনিবার, ১৭ জানুয়ারি ১৯৯৮।

যদিও কোর্টের বাইরে জোনসের সাথে একটা সমঝোতায় আসার যথেষ্ট সুযোগ ছিলো তবুও আমার নৈতিকতা এতে বাধা দেয়। তাহলে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে যে, প্রেসিডেন্টকে বিরক্তিকর ব্যাপার এড়াতে টাকা খরচ করতে হয়।

মামলা মোকদ্দমা যেন আর শেষ হয় না। মামলা এবং তদন্তের নানা অভিজ্ঞতা থেকে আমার শেষ পর্যন্ত এই মনে হয়েছে যে, জোনসের সাথে আগেই বিষয়টি নিস্পত্তি করে না নেয়া ছিলো মারাত্মক দু'টি ভুলের দ্বিতীয়টি। আর প্রথম ভুলটি ছিলো ইনডিপেনডেন্ট কাউন্সেলকে তদন্তের অনুরোধ করা।

সাক্ষ্য দিতে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রাত জেগে প্রস্তুতি নেয় বিল। আমি বাসায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সাক্ষ্য দিয়ে বিল যখন বাসায় ফিরলো তখন সে ক্লান্ত, চিন্তিত ও বিধ্বস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সবকিছু কেমন গেলো। বিল গোটা ব্যাপারটাকে একটা বিরক্তিকর প্রহসন বলে অভিহিত করলো। সেদিন রাতে কিছু বন্ধু-বান্ধবসহ আমাদের ওয়াশিংটনের একটা রেস্টুরেন্টে যাবার কথা ছিলো। বিল ওটা বাতিল করে ঘরেই রাতের খাবার খায়।

সব সময়ের মত এবারও বছরের শুরুতে প্রত্যেকের হাতেই প্রচুর কাজ ছিলো। 'স্টাফ অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যাড্রেস'-এর কথা মাথায় রেখে হোয়াইট হাউজ প্রতি সপ্তাহেই নতুন কিছু উদ্যোগ করে। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট একটা সুষম বাজেট প্রণয়ন, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর সাথে সাথে আমার সহকর্মীদের প্রস্তাবিত শিশু উন্নয়ন খাতে দ্বিগুণ শিশুকে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা দেওয়ার জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দের জন্যও প্রস্তাব করে।

সেদিনটি ছিলো ২১ জানুয়ারি বুধবার। ভোরে বিল আমাকে ডেকে তুললো। ও বিছানার এক পাশে বসে আছে। বললো, 'আজকের খবরের কাগজে এমন কিছু আছে যা তোমার জানা দরকার।'

'তুমি কি বিষয়ে কথা বলছো?'

ও আমাকে বললো, একটি খবর বেরিয়েছে যেখানে দাবি করা হয়েছে যে বিলের সাথে হোয়াইট হাউজের একজন প্রাক্তন শিক্ষানবিশের পরকীয়া ছিলো এবং বিল সেই মেয়েকে পলা জোন্সের আইনজীবীর কাছে এটা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে বলেছে। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান সম্প্রসারণের জন্য কেনেথ স্টার এটর্নী জেনারেল জ্যানেট রেনোর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন।

বিল আমাকে বলেছিলো যে, দুই বছর আগে মনিকা লিউনস্কি নামে একজন শিক্ষানবিশ, সরকার যখন 'শাটডাউন'-এ তখন সে ওয়েস্ট উইং-এ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতো। বিল তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। বিল তার সাথে কয়েকবার মাত্র কথা বলেছিলো এবং মেয়েটি বিলকে একটা চাকরি যোগাড় করার ব্যাপারে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিলো। কাউকে সাহায্য করার ইচ্ছা বিলের স্বভাবজাত। বিল বললো যে, মেয়েটি তার মনোযোগকে ভুল ব্যাখ্যা করেছে। আমি অবশ্য এরকম ভুল বোঝাবুঝি পূর্বেও ডজনখানেক হতে দেখেছি। এটা এমন আরেকটি পরিচিত ঘটনা যে, অভিযোগটির কোনো ভিত্তি নেই, সেটা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট

www.pathagar.com

করতে হয়নি। এর মধ্যেই, ছয় বছরের বেশি সময় ধরে আমি মিথ্যা অভিযোগ সহ্য করে আসছি, যেগুলো জোনস ও স্টারের অনুসন্ধানের সাথে যুক্ত, যেগুলোতে কিছু ব্যক্তি ও দল ইন্ধন যুগিয়েছে।

আমি বিলকে বিষয়টি সম্পর্কে বার বার প্রশ্ন করেছিলাম। সে প্রতিবারই কোনও রকম অসঙ্গত ব্যবহারের কথা অস্বীকার করেছে, তবে এটা বলেছে যে তার মনোযোগকে ভুল ব্যাখ্যা করা হতে পারে।

সেই দিন আমার স্বামীর মনের মধ্যে কী ঘটছিলো সেটা আমি কোনদিনও সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবো না। আমি কেবল জানি, বিল তার স্টাফ ও বন্ধুদের যা বলেছে, আমাকেও ঠিক সেটাই বলেছিলো, অসঙ্গত কিছু ঘটেনি। কেন তারমতো করে একটি গল্প বলে আমাকে ও অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলো, জানি না। একটি উন্নততর পৃথিবীতে, এই ধরনের আলোচনাগুলো কেবলমাত্র স্বামী স্ত্রীতেই হবার কথা, এ বিষয়ে আর কারো মাথা ব্যথা হওয়া উচিত নয়। যদিও আমাদের প্রাইভেসিকে রক্ষা করার জন্য আমি খুব চেষ্টা করেছি, কিন্তু তখন আমি কিছুই করতে পারিনি।

লিউনিস্কিকে নিয়ে বিব্রতকর পরিবেশটি আমার কাছে মনে হয়েছিলো রাজনৈতিক বিদ্বেষপূর্ণ আরেকটি স্ক্যান্ডেল। কারণ, যখন থেকেই বিল পাবলিক অফিসের জন্য লড়তে শুরু করলো, তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে ড্রাগ পাচারকারী থেকে শুরু করে লিটল রকের এক পতিতার গর্ভে সন্তানের বাবা পর্যন্ত অভিযোগ আনা হলো। আর আমাকে বলা হলো চোর ও ঘাতক। আমি আশা করেছিলাম যে, শিক্ষানবিশের গল্পটিও ট্যাবলয়েড পত্রিকার ইতিহাসে একটি পাদটিকা হয়ে থাকবে।

আমি আমার স্বামীকে বিশ্বাস করেছিলাম, যখন ও আমাকে বলেছিলো যে অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই। কিন্তু আমি এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম যে, আমরা আরেকটি বীভৎস তদন্তের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, ঠিক যে মুহূর্তে আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম আমাদের আইনগত ঝামেলা বুঝি শেষ হলো। তখন আমি এটাও বুঝতে পেরেছিলাম যে, রাজনৈতিক বিপদটা অবশ্যম্ভাবী। একটি সিভিল অ্যাকশনের বিষয়কে কেনেথ স্টার ক্রিমিনাল তদন্তে রূপ দিয়েছেন। এবং তিনি এটাকে নিঃসন্দেহে যতদূর সম্ভব পারেন নিয়ে যাবেন। পলা জোনসের ক্যাম্প ও ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেলের অফিস থেকে সাংবাদিকদেরকে তথ্য পাচার করার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, বিলের শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চয়ই অন্য কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর জন্য মনিকা লুইনস্কি ও বিল'র সম্পর্কের বিবরণের সাথে বিরোধ তৈরি করেছিলো। এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে, জোনসের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিলো, সেগুলো প্রেসিডেন্টকে শপথভঙ্গের ফাঁদে ফেলার জন্যই পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। এটাকে হয়তো পরবর্তীতে তার পদত্যাগ বা অভিশংসন (ইমপিচমেন্ট) করার কাজে ব্যবহার করা যাবে।

এতগুলো দুঃসংবাদ এক সকালে হজম করার মতো নয়। কিন্তু আমি জানতাম, বিল ও আমাকে আমাদের নিত্যদিনের কাজও করতে হবে। ওয়েস্ট উইং-এর সাহায্যকারীরা হতবুদ্ধির মতো এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকলো, সেল ফোনে বিড় বিড় করে কথা বলছিলো এবং বন্ধ দরজার পেছনে গিয়ে ফিসফিস করছিলো। হোয়াইট হাউজের স্টাফদের নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিলো যে, আমরা এই ঝামেলা সামলাবো এবং সেটা করার জন্য প্রস্তুত থাকো, যেমনটি আমরা আগেও করেছি। জনসমুখে আসার আগে আমি হয়তো আরো সময় নিতে পারতাম, কিন্তু সেটা হবার ছিলো না। সেই বিকেলে

www.pathagar.com

গাউচার কলেজে একটি সমাবেশে মানবাধিকার বিষয়ে বক্তৃতা করার কথা। পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক (মার্টিন লুথার কিং-এর উপর লেখা বইটির নাম-পার্টিং দি ওয়াটার) ও আমাদের পুরনো বন্ধু টেলর ব্রাঞ্চ-এর আমন্ত্রণে সেখানে যাচ্ছিলাম। আমি কলেজটিকে, টেলর ও তার স্ত্রীকে ছোট করতে পারি না। তাই বাল্টিমোর যাবার জন্য ইউনিয়ন স্টেশনের দিকে ছুটলাম।

ট্রেনে যাত্রার সময় ডেভিড কেন্ডাল ফোন করলেন। তার গলা শুনতে পারাটা স্বস্তির ছিলো। আমার স্বামী ছাড়া, তিনি হলেন একমাত্র মানুষ যার সাথে আমি মন খুলে কথা বলতে পারি। তার মতে, যদি কোনও তথ্য পাওয়া যায় এই আশায় প্রতিটি কর্মচারী, বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবনামা পাঠানো হতে পারে।

মেরিল্যান্ডের উপশহর দিয়ে এ্যামট্র্যাক ট্রেন যখন কর্কশ শব্দ করে ছুটে যাচ্ছিল, ডেভিড বললো, জোনসের সাক্ষ্যদানের আগের দিন থেকে তিনি টুকিটাকি কিছু গুজব শুনতে পাচ্ছেন। সাংবাদিকরা এই কেসের সাথে তৃতীয় আরেকজন মহিলার জড়িত থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞসাবাদ করছিল। তখন তিনি নিশ্চিত করলেন, ১৬ জানুয়ারি এটর্নী জেনারেল রেনো একটি চিঠি লিখে প্রেসিডেন্টের লিউনিস্কর বিষয় ও সম্ভাব্য বিচারকার্যে বাধাপ্রদানের বিষয়ে কেনেথ স্টারকে তার তদন্ত বর্ধিত করার পরামর্শ দেন। আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম যে, রেনো এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন ওআইসি (অফিস অফ ইন্ডিপেডেন্ট কাউন্সেল) থেকে সরবরাহকৃত অসম্পূর্ণ ও মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে। বিলকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিলো এবং তার প্রতি অবিচার করা হয়েছিলো। এই অবিচার দেখে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, এই অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমি তার পাশে দাঁড়াবো।

আমি সামনে চলার ও লড়াই করার পথটি বেছে নিলাম। তবে আমার স্বামীর নামে যেগুলো বলা হচ্ছিল সেটা আমার জন্য সুখকর ছিলো না। আমি জানতাম মানুষ অবাক হয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'কী করে সে ঘুম থেকে সকালে উঠে এবং জনসম্মুখে যায়? এমনকি সে যদি অভিযোগগুলো বিশ্বাস নাও করে, তারপরেও ওইগুলো শুনলেই তো ধুলায় মিশে যাওয়ার কথা।' আসলেই তাই। এলিনর রুজভেল্টের একটি পর্যবেক্ষণ ছিলো যে, রাজনৈতিক জীবনে প্রতিটি নারীকে গণ্ডারের মতো কঠিন চামড়ার হতে হবে। আমি যখন একের পর এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, এটাই ছিলো আমার মন্ত্র। বছরের পর বছর এতসব ঘটনায় আমার আবেগের ব্যাপারগুলোও ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো। সেটাও হয়তো একদিন সহনীয় হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এটা এতো সহজে হয়নি। 'আমি নিজেকে কোনও কিছুতে উত্যক্ত হতে দেবো না, সেটা যত নোংরা-উদ্দেশ্যপ্রণোদিতই হোক না কেন' আপনি একদিন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে একথা বলতে পারেন না। আমার জন্য সেটা ছিলো বিচ্ছিন্ন ও একাকিত্বের অভিজ্ঞতা।

গাওচার কলেজের শীতকালীন কনভোকেশনে আমি বক্তৃতা করলাম, তারপর বাল্টিমোর ট্রেন স্টেশনে ফিরে এলাম। সেখানে একদল রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। সংবাদকর্মীরা অনেককাল আমাকে এভাবে ছেঁকে ধরেনি। সাংবাদিকরা চিৎকার করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছিল, এবং একজন তার মাঝে ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলো, 'আপনি কি মনে করেন অভিযোগগুলো মিথ্যা?' আমি থামলাম এবং মাইক্রোফোনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

www.pathagar.com

'অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি ওগুলো মিথ্যা - সম্পূর্ণভাবে,' আমি বললাম। 'যাকে আপনি পছন্দ করেন, আপনি ভালোবাসেন, আপনি শ্রদ্ধা করেন তার বিরুদ্ধে এমন আক্রমণ এবং নির্মম অভিযোগ যে কারো জন্যই কঠিন ও বেদনাদায়ক।'

'বিল ক্লিনটন কেন আক্রান্ত?'

'প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার বৈধতাকে খর্ব করার জন্য, তার সাফাল্যকে নষ্ট করে দেয়ার জন্য, রাজনৈতিকভাবে হেরে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।'

আমার মতো বিলও তার পূর্বনির্ধারিত কোনো কর্মসূচি পরিত্যাগ করলো না। ও পূর্বনির্ধারিত ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও (এন.পি.আর.), রোল কল এবং পিবিএস-এ সাক্ষাৎকার দিতে গেলো। বৈদেশিক নীতিমালা ও আসন্ন স্টেট অফ দি ইউনিয়নের বক্তৃতা নিয়ে কথা বললো। তারপর সে খুবই ধীরস্থিরভাবে তার প্রতিটি ব্যক্তিগত প্রশ্নের একই উত্তর দিলো, অভিযোগ সত্যি নয়। সে কাউকে মিথ্যা বলতে বলেনি। সে তদন্ত কে সহায়তা দেবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি বলাটা ঠিক হবে না।

সেই সময়ে, বিলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে আমি জানতাম না, তবে আমি কেনেথ স্টার এবং আমার স্বামীর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথে কেনেথ স্টারের যোগাযোগ সম্পর্কে জানতাম। আমি বিশ্বাস করি একটি সংঘবদ্ধ গ্রুপ আগেও ছিলো, এখনও আছে, যারা আমাদের দেশের অনেক অগ্রসরমান সাফল্যের ঘড়ির কাঁটা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়, যেমন মানবাধিকার ও নারী অধিকার থেকে শুরু করে ভোগ্যপণ্য ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, এবং তারা তাদের যাবতীয় কলাকৌশল সে লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই প্রয়োগ করে– অর্থ, ক্ষমতা, প্রভাব, মিডিয়া ও রাজনীতি। তারা এখন ব্যক্তি ধ্বংসের রাজনীতির হীনকৌশল নিয়েছে। কট্টরপন্থীরা এদেরকে মদদ দিচ্ছে আর কর্পোরেশনগুলো, ফাউন্ডেশনগুলো এবং রিচার্ড মেলন স্কেইফের মতো ব্যক্তিরা দিচ্ছে অর্থ। তাদের অনেকের নামই যেকোনো সাহসী সাংবাদিকদের জন্য পাবলিক রেকর্ডে আছে। মিডিয়ার জগতের খুব কম লোকই সেদিকে দৃষ্টি দেয়।

এর মধ্যেই স্টেট অফ দি ইউনিয়নের বক্তৃতা নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো। প্রেসিডেন্ট কি তার স্ক্যান্ডালের বিষয়টি উল্লেখ করবেন? (তিনি করেননি।) কংগ্রেসের সদস্যরা কি বক্তৃতা বয়কট করবেন? (কেউ কেউ করেছিলেন, তবে অনেক রিপাবলিকানই সারা রাত সেখানে ছিলেন।) ফার্স্ট লেডী কি তার স্বামীকে সমর্থন দেয়ার জন্য সামনে আসবেন? অবশ্যই আমি সেটা করেছিলাম।

আমরা সবাই বিলের অভ্যর্থনা সম্পর্কে চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু আমি জানি, আমি যখনই হেঁটে হাউজ গ্যালারীতে আসন নেবো তখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে করতালির মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানালো হলো, যদিও গুটি কয়েক মহিলা অতিথির আসন থেকে জোরে কাশি দিলেন। বিলকে বেশ নিরুদ্বেগ ও আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। আমি মনে করি, সেদিন সে তার কর্মময় জীবনের একটি অন্যতম ভালো বক্তৃতা দিলো। অর্থনীতি আরো চাঙ্গা হচ্ছিল এবং সে ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর প্রস্তাব দিলো। ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিশু কেয়ার প্রোগ্রামের উপর ভালো রকমের বাজেট বাড়ানোর কথাও বললো। 'যারা বলে থাকেন সরকার হলো শত্রু, আর যারা বলেন সরকারই হলো সবকিছুর উত্তর, তাদের মধ্যকার নিষ্ফলা বিতর্ক আমরা পেরিয়ে এসেছি,' সে বললো। 'আমরা তৃতীয় আরেকটি উপায় খুঁজে পেয়েছি। গত পঁয়ত্রিশ বছরে আমরা সবচে'

www.pathagar.com

ক্ষুদ্রতম সরকার গঠন করেছি, কিন্তু এটি অনেক বেশী প্রগতিশীল সরকার। আমাদের আছে ক্ষুদ্রতম সরকার, কিন্তু আমাদের আছে শক্তিশালী জাতি।'

মাসাধিককাল আগে আমি বার্ষিক বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। এই বক্তৃতানুষ্ঠান প্রায়শই সুইজারল্যান্ডের আল্পস পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি শহর ডেবভোস-এ অনুষ্ঠিত হয়। ডেবভোস স্কী খেলার চারণভূমিও বটে। প্রতি ফেব্রুয়ারিতে সারা পৃথিবী থেকে দু'হাজারের বেশি খ্যাতিমান ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, নাগরিক নেতা এবং বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে ও নতুন মৈত্রীবন্ধন নিয়ে সামনে এগুতে অথবা পুরনো অনেক কিছুকে বাদ দেয়ার জন্য মিলিত হন। আমি সেই বারই প্রথম উপস্থিত হবো এবং সেটা বাতিল করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি একটু স্বস্তি পাচ্ছিলাম এই জন্য যে, আমেরিকা থেকে যারা যাচ্ছেন তাদের অনেকেই আমার পুরনো বন্ধু, যেমন ভার্নন জর্ডান ও মেয়র রিচার্ড ডালি। এলি ও ম্যারিয়ন উইজেল ছিলেন বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। এলি কখনোই কারো কষ্ট দেখে পিছিয়ে পড়েন না, এবং তার হৃদয়টা একজন বন্ধুর কষ্টকে কোনও রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ধারণ করার মতো যথেষ্ট বড়। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'আমেরিকার হয়েছেটা কি? তারা এটা কেন করছে?'

'আমি জানি না, এলি,' আমি বললাম।

'যাই হোক, আমি তোমাকে কেবল জানাতে চাই যে, ম্যারিয়ন ও আমি তোমাদের বন্ধু, এবং আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।' তাদের উপলব্ধিই ছিলো মহত্তম উপহার।

ডেবভোসে আমার পরিচিত আর কেউ ওয়াশিংটনের হইচই নিয়ে কোনো কথা বললেন না, যদিও তাঁরা তাদের মতো করে সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, 'আমাদের সাথে ডিনার করুন।' অথবা: 'ওহ, আমার পাশে এসে বসুন। আপনি কেমন আছেন?'

'আমার সবকিছু ঠিক মতোই চলছে।' এছাড়া আর কিছুই বলার ছিলো না।

আমার বক্তৃতা খুব ভালো হয়েছিলো। বক্তৃতার টাইটেল ছিলো, 'একবিংশ শতাব্দির ব্যক্তি ও সমষ্টিগত অগ্রাধিকার'। আমি একটি আধুনিক সমাজের তিনটি মূল বিষয়কে ব্যাখ্যা করলাম– একটি সক্রিয় সরকার, একটি মুক্ত বাজার এবং অন্যটি সচেতন নাগরিক সমাজ। বাজার ও সরকারের বাইরে তৃতীয় সত্ত্বা– মানুষের বেঁচে থাকাটাকে অর্থবহ করে তুলতে প্রয়োজন পরিবার, পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিল্প এবং সংস্কৃতি। 'নিখুঁত মানবীয় প্রতিষ্ঠান বলে কিছু নেই,' আমি বললাম। 'অর্থনীতির বিমূর্ত তত্ত্ব ছাড়া নিখুঁত বাজারও কোথাও নেই। রাজনীতিবিদদের স্বপ্ন ছাড়া কোথাও নিখুঁত সরকার নেই। এবং কোথাও নিখুঁত সমাজ নেই। আমাদেরকে মানবজাতির সাথে কাজ করতে হবে, যেভাবে তাদেরকে পাওয়া যায়।' এই শিক্ষাটা আমি প্রতিদিন শিখেছি।

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ ভাবনা

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেক সময় অপ্রত্যাশিত স্থানে আত্মপ্রকাশ করে। অস্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বিল এবং আমি হোয়াইট হাউজের দ্বার বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে সবার জন্য খোলা রাখতাম। আমন্ত্রণের জন্য এমন কাউকেই কালো তালিকাভুক্ত করা হতো না যে, আমাদের রাজনীতিকে সমর্থন করেন না। এ কারণে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রায়ই কিছু অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হতো। ১৯৯৮ সালের ২১ জানুয়ারি, লিউনেস্কি ঘটনা প্রচারিত হওয়ার ঠিক পর পর বিল এবং আমি একটি ব্ল্যাক টাই নৈশভোজের আয়োজন করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিলো হোয়াইট হাউজের সাহায্য তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, একটি অলাভজনক সংস্থা যা হোয়াইট হাউজের বিভিন্ন সংস্কার কাজে বেসরকারি অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। রোজালিন কার্টার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীতে বারবারা বুশ দ্বারা পরিচালিত এই ফান্ড ২৫ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছিলো। আমি যখন ফার্স্ট লেডী হয়েছিলাম তার পূর্বেই এর অর্ধেক অর্থ সংগ্রহ করেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের আরো বেশি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমার জন্য এটি ছিলো হোয়াইট হাউজের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ আর নৈশ্যভোজের আয়োজনটি হলো চাঁদাদাতাদের ধন্যবাদ জানানোর জন্য।

ব্লু রুমে আমি যখন আমাদের অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছিলাম, একজন গোলাকার মুখাবয়বের ভদ্রলোক করমর্দন করতে এগিয়ে আসলো। যখন তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো এবং ফটোগ্রাফাররা ছবি তোলার জন্য এগিয়ে এলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি হচ্ছেন রিচার্ড মেলন কাইফ, একজন প্রতিক্রিয়াশীল কোটিপতি; যিনি বিলের নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য দীর্ঘ প্রচারণা চালিয়েছিলেন। কাইফের সাথে আমার কখনো পরিচয় হয়নি। কিন্তু অন্যান্য অতিথিদের মতন তাকেও আমি হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালাম। সেই মুহূর্তটি সবার অগোচরে কেটে গেলো, যখন অতিথিদের নামের তালিকা প্রকাশ হলো, কিছু সাংবাদিক খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন মি. কাইফকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে দেখে। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো– কেন তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি বলেছিলাম যে, বুশ শাসনামলে হোয়াইট হাউজের জন্য তার অর্থ সাহায্যের কারণে সে অধিকার রাখে হোয়াইট হাউজের অতিথি হবার। আমি অবাক হই যে, সে নিজ থেকে অভ্যর্থনা লাইনে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের সাথে পরিচিত হতে এসেছিলো।

আমাদের পরবর্তী আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিলো ১৯৯৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ব্লেয়ারের জন্য একটি প্রীতিভোজের আয়োজন। টনি ব্লেয়ার এবং মিসেস ব্লেয়ারের সাথে আমাদের

www.pathagar.com

এবং আমাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের বিশেষ সুসম্পর্ককে আরো মজবুত করার জন্য হোয়াইট হাউজের সবচেয়ে বড়ো উৎসরের আয়োজন করা হয়েছিলো ইস্ট রুমে। কারণ রাষ্ট্রীয় ডাইনিং রুমটি এর জন্য যথেষ্ট বড় ছিলো না। নৈশ্যভোজের পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে আমি স্যার এলটন জন এবং স্টিভি ওয়ানডারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম একটি সত্যিকারের এ্যাংলো আমেরিকান সঙ্গীত সন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য।

যখন স্পিকার নিউট জিনরিচ আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, আমি তাঁকে আমার বাম পাশে আসন গ্রহণ করতে দেব বলে ঠিক করলাম এবং আমার ডান পাশে প্রটোকল অনুযায়ী ব্লেয়ার বসবেন একথা আগে থেকেই ঠিক ছিলো। জিনরিচ ব্লেয়ারকে একজন সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সম্মান করতেন। এই বিশেষণটি তিনি একবার নিজের পরিচয় দেবার সময় ব্যবহার করেছিলেন। আমি খুবই কৌতূহলবোধ করছিলাম তাদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু নিয়ে, বিশেষ করে সর্বশেষ স্টার-এর অভিযোগের ব্যাপারে জিনরিচের মতবাদ শোনবার জন্য।

খাবারের টেবিলে ন্যাটো, বসনিয়া ও ইরাক প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর জিনরিচ আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে বললেন 'আপনার স্বামীর নামে এইসব দোষারোপ করা অযৌক্তিক এবং যে ভাবে কিছু লোক এই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তা একেবারেই অনুচিত। এটি যদি সত্যি হলেও অর্থহীন, এতে কিছু আসে যায় না।' আমি এই ধরনের কিছু শোনারই আশা করতাম কিন্তু তাও জনরিচের কথায় খুব অবাকই হয়েছিলাম। পরবর্তীতে বিল ও ডেভিড ক্যেনডালকে বলেছিলাম যে, জিনরিচ বিলের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করেন না। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন বিলের বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের নেতৃত্ব দেন তখন তার ওই বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। কিছু সময়ের জন্য হলেও আমি জিনরিচের এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তাকে আমার চিন্তার চেয়েও একজন অতি জটিল এবং ধূর্ত মানুষ হিসেবে বুঝতে পেরেছিলাম। কয়েক মাস পর যখন তার নিজের বিবাহিত জীবন একটি আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো– তখনই আমি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম জিনরিচ কেন এই ব্যাপার নিয়ে আর আলোচনায় যেতে চাননি।

ফেব্রুয়ারি মাসে স্টার সিদ্ধান্ত নেন সিক্রেট সার্ভিস সদস্যদের গ্র্যান্ড জুরির সামনে সাক্ষী দিতে নিয়ে আসার। স্টার চাচ্ছিলেন জোনস্ মামলায় বিলের ভূমিকাকে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রমাণ করতে। স্টার চাচ্ছিলেন যে নিরাপত্তা রক্ষীরা অগোচরে বা যে কোনোভাবে কোনো কথোপকথন শুনে থাকলে, কোর্টে ব্যক্ত করতে; যা কিনা রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বিষয়ক হতে পারে। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের এইভাবে জোরপূর্বক সাক্ষ্য দেওয়ানো ছিলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। স্টার তাদেরকে একটি বেকায়দা পরিবেশে ফেলেছিলো। এজেন্টরা হচ্ছে অরাজনৈতিক কর্মচারী– যাদের প্রচণ্ড চাপে কঠিন সময়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়।

একই সঙ্গে তারা যাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন তাদের আস্থাভাজন হতে হয় এবং এই আস্থা যেকোনো মূল্যে ধরে রাখতে হয়। যদি রাষ্ট্রপ্রধান এই এজেন্টদের উপর আস্থা রাখতে না পারেন তাহলে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার উপযুক্ত তারা নন। রাষ্ট্রপ্রধান এবং তার পরিবারের নিরাপত্তা প্রদান করা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অন্যান্য তদন্ত সংখ্যা বা স্বতন্ত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত খবর প্রদানের দায়িত্ব তাদের কাজ নয়।

www.pathagar.com

আমি যতজন নিরাপত্তা রক্ষীর সাথে পরিচিত হতে পেরেছি তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। নিরাপত্তাকর্মী ও নিরাপত্তা লাভকারীর মধ্যে একটি অসাধারণ পেশাগত গুরুত্ব মেনে চলা হয়। কিন্তু যখন তারা প্রতিটি দিন একে অপরের সঙ্গ লাভ করে তখন বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার একটি সম্পর্ক স্থাপন হয়। আমি ও আমার পরিবারের নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে অমায়িক, প্রাণবন্ত এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ মনে করেছি। জর্জ রজমি, ওন ফ্লিন, এটি স্মিথ এবং স্টিভেন রিকিয়দি যারা আমার নিরাপত্তা প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তারা সকলেই অসাধারণ পেশাদার এবং বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সময় চেলসি তার বান্ধবী নিকি জেভিসন এর সঙ্গে যখন ম্যানহাটনে অবস্থান করছিলো সেই সময়ে টেলিফোনে চেলসির নিরাপত্তার খবর নেওয়া এবং তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশের জন্য স্টিভ রিকিয়াদির কথা আমি কখনো ভুলবো না।

লিউ মেরলেটি, একজন ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত যিনি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিভাগের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালক হয়েছিলেন। তিনি স্টার-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং সর্তক করেছেন যে, এজেন্টদেরকে জোরপূর্বক সাক্ষ্য দেওয়ানো হলে রাষ্ট্রপ্রধান এবং নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যকার বিশ্বাস নষ্ট হবে যাকিনা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। রাষ্ট্রপতি রিগ্যান, বুশ এবং ক্লিটনের নিরাপত্তা প্রদানকারী মেরলেটি তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। সিক্রেট সার্ভিসের পূর্বের নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। ট্রেজারী ডিপার্টমেন্ট কোর্টকে স্টার-এর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে বলেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ চিঠির মাধ্যমে রক্ষীদের জোরপূর্বক সাক্ষ্য প্রদানের জন্য স্টার এর প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু স্টার নীরবতা পালন করে। তার কাছে সিক্রেট সার্ভিসের ভূমিকা এবং নিরাপত্তাকর্মীদের প্রকৃত দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো মূল্যবোধ ছিলো না। জুলাইয়ে তিনি পিপিডি নেতা ল্যারি ককওয়েলের স্বীকারোক্তি নেন এবং অন্যান্যদের সাক্ষ্য দেওয়ার অনুরোধ করেন। বছর শেষ হওয়ার আগেই স্টার হোয়াইট হাউজে দুই ডজনের বেশি নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মীদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য একত্রিত করে।

১৯৯৮ সালের প্রথমদিকের সময়ে জনসাধারণ স্টার-এর অনুসন্ধান কার্যক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছিলো। অনেক মার্কিন নাগরকি ইনডিপেন্ডেন কাউন্সেলের নিন্দা করছিলো এবং তাদের মতামত ছিলো যে, যদি বিল ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ভুল করেও থাকে তবে সেটা তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত কাজে কোনোভাবেই প্রভাব ফেলেনি।

সংবাদ মাধ্যম ধারণা করা শুরু করলো যে, আমাদের বিরুদ্ধে কোনো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখে নিউজউইক ম্যাগাজিন ষড়যন্ত্র কিংবা কাকতালীয় (কনফারেন্সি অর কোইন্সিডেন্স?) নামে একটি প্রতিবেদন ছাপায়। ২৩ জন কনজারভেটিভ রাজনীতিবিদ, সাহায্যকারী সংবাদ মাধ্যম সদস্য, লেখক, আইনজীবী, সংস্থা এবং আরো অনেকে যারা বিভিন্ন অপ্রচারের সাথে জড়িত থেকে স্টার এর সাহায্য করেছিলেন তাদের মধ্যে এই প্রতিবেদনটি একটি যোগসূত্র বের করেছিলো।

স্কয়ার ম্যাগাজিনের এপ্রিল সংখ্যায় ডেভিড ব্রুক রাষ্ট্রপ্রতির কাছে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন। তিনি তার ট্রুপার গেইট কাহিনীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। যা কিনা, ১৯৯৪ সালে আমেরিকান স্পেকটেটর-এ প্রকাশিত হয়েছিলো এবং পরবর্তীতে পওলা জোন্স মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছিলো। তার 'ব্রাইন্ডেড বাই দ্যা রাইট' তার ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

জটিলতাকে প্রকাশ করেছিলো যা ছিলো বিল ও তার শাসনতন্ত্রকে এবং আমেরিকার রাইট উইং মুভমেন্টের সংঘবদ্ধ উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতিকে ধ্বংস করার একটি পরিকল্পনা।

আমরা আইনগতভাবে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। ফেডারেল আইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেলের অফিসকে গোপন জুরিবর্গ এর তথ্য প্রচার থেকে বিরত করেছিলো। এর পরেও স্টারের অফিস থেকে জুরিবর্গের তথ্য নিয়মানুযায়ী পাচার হচ্ছিলো। বিশেষ করে কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট সাংবাদিকের কাছে যাদের কাহিনী ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেলের জন্য প্রয়োজনীয় ছিলো। ডেভিও ক্যানডেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশের মাধ্যমে আদেশজারীর ব্যবস্থা করেন এবং প্রেস কনফারেন্সের সাহায্য প্রচার করেন, যে আইনজীবীবৃন্দ ওয়াইট ওয়াটার জুরিবর্গের পরিচালনার দায়িত্বে আছেন– তাদের উদ্দেশ্যে নরমা হলওয়ে জনসন তথ্য প্রচারের মাধ্যমে আইন ভঙ্গ করেছেন। এই ঘটনার ফলস্বরূপ কিছুদিনের জন্য হলেও এই গোপন তথ্য প্রচার বন্ধ হয়েছিলো।

১ এপ্রিল, যখন বিল এবং আমি বিলের রাষ্ট্রীয় সফরের অংশ হিসেবে আফ্রিকাতে ছিলাম; তখন বব বেনেট টেলিফোনে জানালেন যে, বিচারপতি সুজ্যান উইবার রাইট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য এবং যুক্তির অভাবের কারণে পওলা জোনস্ মামলাটির নিস্পত্তি করা হয়েছে।

বসন্তকালের প্রথমদিকে স্টার নিজের ব্যক্তিত্বকে আরো মজবুত করবার জন্য চালর্স বাকালীকে নিয়োগ করেন। বাকালীর নির্দেশানুযায়ী নর্থ ক্যারলিনার একটি বার এসোসিয়েশনে স্টার বক্তব্য রাখেন। জুন মাসে তার দেয়া সেই বক্তব্যে স্টার নিজেকে হারপার লী রচিত 'টু কিল এ মক বার্ড' উপন্যাসের শেতাঙ্গ আইনজীবী এ্যটিকাস ফিনচ্-এর সঙ্গে তুলনা করেন। উপন্যাসে ফিনচ্ একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের মামলা লড়েন যার বিরুদ্ধে একজন শেতাঙ্গ মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ ছিলো। ফিনচ্ মনোবল এবং বীরত্বের সাথে এই মামলার অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। জুন মাসের মাঝামাঝির দিকে বিচারপতি জনসন মতামত ব্যক্ত করেন যে, ওআইসি অবৈধভাবে তথ্য সরবরাহ করার পিছনে যথাযথ যৌক্তিকতা আছে এবং ডেভিও চাইলে স্টার এবং তার সঙ্গীসাথীদের মধ্য থেকে এই অবৈধ তথ্য সরবরাহের কেন্দ্র বের করতে পারেন। ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরির অনুসন্ধান করার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে এবং সেই কারণে গ্রান্ড জুরির গোপনীয়তাও অনেক প্রয়োজনীয়। বিচারপতি জনসন লক্ষ্য কারণ যে, ওআইসি অনুসন্ধানের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের পেছনে সংবাদ মাধ্যমগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুতর এবং পৌনঃপুনিক। এছাড়া গোপনীয়তার যে সংজ্ঞা ওআইসি দিয়ে থাকে তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিলো– এই মামলার সিদ্ধান্ত, যা কিনা আমাদের পক্ষে ছিলো, খুব গোপনীয়তার সাথে প্রকাশ করা হয় এবং স্টার অনুসন্ধান মামলার এই তথ্যটি সংবাদ মাধ্যমের কাছে গোপন ছিলো।

১৯৯৮ সালের প্রথমদিকে বিল তিনজন এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো- জিনরিচ, ডিলে এবং ডিক আরমেয়। আমি লড়ে যাচ্ছিলাম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ফর দ্যা হিউম্যানিটিজের শাসনকার্যের আয়-ব্যয়ের হিসেবে ক্ষতিসাধনের প্রতিবাদে। ১৯৯৫ সালে আমি 'দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস্' এ শিল্পবিদ্যার ক্ষেত্রে ফেডারেল সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা উপর লিখেছিলাম। আমি টেলিভিশনের শিশুদের অনুষ্ঠান সিসেম স্ট্রিটের বিগ বার্ড ও বিখ্যাত চরিত্রগুলোকে হোয়াইট হাউজে প্রেস কনফারেন্সের জন্য নিয়ে এসেছিলাম। পাপেটগুলোকে রক্ষা করা গেলেও

www.pathagar.com

ফেডারেল সরকারের শিল্পবিদ্যার প্রতি সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের জন্য আমরা আন্দোলন করে গিয়েছিলাম।

জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত পদে জন্য বিলের একজন নতুন প্রার্থী ছিলেন রিচার্ড হলব্রুক। সিনেটে রিপাবলিকানগণ তাকে কোনভাবেই মেনে নিচ্ছিলেন। ডেটন পিস একর্ডস এর মধ্যস্থতা করা ছাড়াও ডেটন জার্মানিতে বিলের রাজদূত এবং শাসনামলের প্রথম পর্বে ইউরোপীয় ও কানাডীয় কার্যকলাপ সম্পর্কিত ব্যাপারে সহকারী সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন অসম্ভব জ্ঞানী, কর্মঠ, নির্ভীক এবং বুদ্ধিমান। বসনিয়া যুদ্ধের নিষ্পত্তির ব্যাপারে ঠিক যখন সমঝোতার দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি প্রায়ই আমাকে ফোন করে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা আলোচনা করতেন বা বিলকে বিভিন্ন তথ্যাদি জানানোর জন্য অনুরোধ করতেন। ১৯৯৮ সালে বিল যখন তাঁকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করে তখন তার বিরোধীরা তার ধ্বংস ডেকে আনার চেষ্টা করে। মেলানী এবং আমি যতদ্রুত সম্ভব তার স্বীকৃতি পাওয়া ব্যাপারে সাহায্য করি এবং ১৪ মাস পরে মি. ডেটন ইউ.এন.এ. যান ১৯৯৯ সালের অগাস্ট মাসে। ইউ.এন.এ তিনি সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনানের সাথে এইচ আইভি এবং এইডস রোগকে ইউনাইটেড নেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তির কাজে সাহায্য করেন।

বসন্তের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো বিলের আফ্রিকা সফর। এটি তার আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম সফর এবং দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রপতি হিসেবে আফ্রিকা ভ্রমণ। প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই বিল আমার দৃষ্টিজ্ঞানকে নিজ দেশের গন্ডির বাইরে বিস্তারিত করতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু এই সফরটি আমার জন্য ছিলো বিলের কাছে নিজের আবিষ্কারকে তুলে ধরবার সুযোগ।

আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে বড় সংবর্ধনার মধ্যদিয়ে আমরা ১৯৯৮ সালের ২৩ মার্চ ঘানার রাজধানী আক্রাতে গিয়ে পৌঁছি। অর্ধ লক্ষাধিকের অধিক জনতা প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে ইনডেপেন্সস স্কয়ারে বিলের ভাষণ শুনার আগ্রহে জড়ো হয়। ১৯৭৩ সালে বিল আমাকে ইংল্যান্ডে ও ফ্যান্সে নিয়ে যাবার পর থেকে আমি সব সময়ই বিলের সাথে ভ্রমণ উপভোগ করেছি। প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিল জনসাধারণের সঙ্গ উপভোগ করেছে, আনন্দিত হয়েছে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতার জন্য উদগ্রীব হয়ে থেকেছে।

মঞ্চে বিপুল জনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে আমাকে পিছু ফিরে তাকাতে বললো, সেখানে ঐতিহ্যগত পোষাকে সজ্জিত এবং অলংকারে ঢাকা রাজারা বসে ছিলেন। বিল আমার হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বললো, 'আমরা আরকানসাস থেকে বহুদূরে আছি হিলারি'

ঘানার রাষ্ট্রপতি জেরি রাডলিং এবং তার পত্নী নানা কোনাড়ু তাদের সরকারী বাসভবন অসু ক্যাসেলে আমাদের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেন। এই দালানের নিচে এক সময় আসামী এবং ক্রীতদাসদের আটক রাখা হতো।

১৯৭৯ সালে মিলিটারি ক্যুর মাধ্যমে প্রথম বার ক্ষমতায় আসার পর রডলিং দেশের স্থিতিশীলতা আনার মাধ্যমে নিজের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। ১৯৯২ এবং ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতি মানানীত হবার পর ২০০০ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তার স্ত্রী, 'নানা', যিনি তার নিজের নকশা করা কাপড় পড়তে ভালবাসেন, আমার সাথে এক অদ্ভুত যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

www.pathagar.com

হ্যাগার সাম, যিনি একজন ঘানাবাসী, লিটলরকে চেলসিকে প্রসব করার সময় আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি রাডলিদের চারটি সন্তান প্রসবের সময়ও সাহায্য করেছিলেন। হ্যাগার আমেরিকায় তার পড়াশোনা চালান লিটলরক এর ব্যাপটিস্ট হাসপাতালে।

প্রতিদিনই ছিলো বিলের জন্য একেকটি বিস্ময়কর দিন। উগান্ডায় প্রেসিডেন্ট এবং মিসেস মুখেভেনি আমাদের সঙ্গে নাইলে নদীর তীরবর্তী ওয়ানইয়াজ গ্রামে সফর করেছিলেন। আমি উভয় প্রেসিডেন্টকেই ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব সম্পর্কে বলি। ঘর থেকে ঘরে এর বাস্তবায়ন দেখা গিয়েছে। একটি বাড়ির বাইরে আমার স্বামী আরেকজন বিল ক্লিনটনের পরিচয় পেলো, একটি ২ দিন বয়সী শিশু, যার মা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সম্মানে ছেলের নাম রেখেছেন।

বিল গণহত্যার কবল থেকে রেহাই পাওয়াদের দেখার জন্য রোয়ান্ডা যেতে চাচ্ছিলো। চার মাসেরও কম সময়ে হাজার হাজার লোক জাতিগত দাঙ্গায় নিহত হন। সিক্রেট সার্ভিস উপদেশ দেয় বিমান বন্দরে মিটিংটির আয়োজন করতে, বিশেষ কিছু নিরাপত্তাজনিত সমস্যার কারণে। বিমান বন্দরে বসে সেই সকল বেঁচে যাওয়া মানুষদের সঙ্গে দেখা করবার সময় আমি চিন্তা করছিলাম– মানুষ নিজেই কীভাবে অন্য মানুষের এতো ক্ষতি করতে পারে। ঘন্টার পর ঘন্টার ধরে একজন একজন মানুষ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রসহ কোনো দেশই এই হত্যা বন্ধ করতে পারেনি। বসনিয়ার সমস্যার সমাধান নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এবং সোমালিয়ায় প্রচুর সৈন্য হারানোর পর আমেরিকার পক্ষে এই ব্যাপারে সৈন্য পাঠানো সম্ভব হয়নি। বিল তার দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পক্ষ হয়ে এই ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে।

কেপ্টাউনে বিল এবং আমাকে স্বাগতম জানান প্রেসিডেন্ট ম্যান্ডেলা, যিনি বিলকে সাউথ আফ্রিকান পার্লামেন্ট এ বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেন। আমরা মধ্যাহ্নভোজন করলাম একটি সাদা-কালোর মিশ্রণ দলের সাথে, স্বাধীনতার আগে যারা সম্ভবতঃ কোনদিনই সামাজিকভাবে একে অপরের সাথে মিশেননি। বিল ভিক্টোরিয়া জেংগী দেখার জন্য গেলো। সেখানে শ' শ' নতুন বাসভবন তৈরি হয়েছে যা কিনা ১ বছর আগে চেলসিকে নিয়ে আমার সফরের সময় ছিলনা। মহিলারা আমাকে সম্মান দেখিয়ে একটি রাস্তার নাম আমার নামে করেছে। তারা আমাকে আমার নাম লেখা রাস্তার নমুনা উপহার হিসেবে প্রদান করলো।

সাউথ আফ্রিকার সফর তখন শেষ হওয়ার পথে, বিল যখন ম্যান্ডলার সাথে রবেন আইল্যান্ডে হাট ছিলো তখন বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বই ছিলো। এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও কৃষ্ণাঙ্গ বন্দীদের হাফপ্যান্ট পরে থাকার নিয়ম ছিলো। যুক্তবর্ণ মানুষদের অবশ্য ফুলপ্যান্ট পরার অনুমতি ছিলো। ম্যান্ডেলা দেখছিলো ঘন্টার পর ঘণ্টা পাথর ভাঙার পর ক্লান্ত বন্দীদের কিভাবে প্রহরীদের লুকিয়ে চিঠি পড়তে হয়। দীর্ঘদিন পাথরভাঙার ফলে ধুলোবালি তার চোখে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। চোখের চুলকানি ও অশ্রু পড়ার অসুখ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গ্রাম ম্যাচেলের সামনে গেলেই ভালোবাসায় তার চোখ যেন জ্বলে উঠে। গ্রামা ম্যাচেল ১৯৮৬ সালে প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত মেজাম্বিকের প্রেসিডেন্ট সামোরা ম্যাচেলের বিধবা স্ত্রী। তিনি যুদ্ধের সময়কার একজন নেত্রী, যিনি মহিলা এবং শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। উইনির সাথে ম্যান্ডেলার বিবাহ টিকেনি। ১৯৯৮ সালের

www.pathagar.com

জুলাই মাসে আর্চ বিশপ দেজমন টোডুর এক অনুষ্ঠানে ম্যান্ডেলা ও গ্রামা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

যদিও আমাদের সফরটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিলো কিন্তু বিল প্রকৃতির সাথে মিশার সময় পায়নি। যা আমি ও চেলসি এক বছর আগে পেয়েছিলাম। শোবে ন্যাশনাল পার্ক দেখতে যাবো বলে বিল ও আমি ভোর হবার পূর্বে ঘুম থেকে জেগেছিলাম যেন খুব ভোরে আমরা রওয়ানা দিতে পারি। সারা সকাল হাতী, হিপো, ঈগল, কুমির আর একটি সিংহীর চারটি বাচ্চা দেখার পর বাকিটা দিন আমরা শোবে নদীতে ঘুরে বেড়ালাম। আমরা দু'জন একটি নৌকার পেছনে একাকী বসে ছিলাম এবং সূর্যাস্ত উপভোগ করেছিলাম– এমন একটি দিন কখনো ভুলবার মত নয়।

আমাদের সর্বশেষ ভ্রমণ ছিল সেনেগালের গোরী আইল্যাণ্ড। সেই 'দ্যা ডোর অফ নো রিটার্ন' দেখবার পর সেনেগালে দাসপ্রথা সমর্থনের পেছনে আমেরিকার ভূমিকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। কিছু আমেরিকানের কাছে এই বক্তব্যটি পছন্দ না হলেও আমার মতে এটি যথাযথই ছিলো।

আমরা যখন আফ্রিকা সফরের কথা ভাবছিলাম তার এক মাস পেরুনোর আগেই বিল আর আমি চীন সফরে রওয়ানা হলাম। আমাদের সাথে চেলসি এবং আমার মাকে সঙ্গে নিতে পারায় আমি ভীষণ আনন্দিত ছিলাম।

এর মধ্যে চীন তাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার কাজে এগিয়ে গেছে। তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও কার্যকলাপ আমেরিকার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে লাভজনক। বিল ১৯৯৫ সালে চীনের সাথে ভীষণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো কিন্তু তখন তা ছিলো কঠিন। আমাদের দীর্ঘ চীন সফরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চীনের মানবাধিকার লংঘনের পরিস্থিতি এবং সঙ্গে সঙ্গে চীনে আমেরিকার বাজারের পরিচয় করিয়ে দেয়া তাইওয়ান সম্পর্কে তথ্য জানা, বিষয়টি ছিলো একটি কঠিন বিষয়।

বিল ও আমার চীন সফরের সময় আমি পুনরায় তিব্বতের বিষয় টেনে চীনের মানবাধিকার সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করি। চীনের নেতারা অনেকেই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যে দেশের সাথে এতো পার্থক্য সে রকম একটি দেশের সাথে আমেরিকান রাষ্ট্রপতির সফর কেন প্রয়োজন? আমি বলেছি, আমেরিকা পৃথিবীর সব চাইতে মুক্ত ও খোলা নীতির দেশ যা যেকোনো সংকীর্ণতাকে অতিক্রমের মানসিকতা রাখে। কিন্তু অন্যান্য দেশ সম্পর্কে আমাদের প্রচুর জ্ঞান রাখতে হবে এবং তাদের বুঝতে হবে। আমাদের নেতা ও জনগণকে অন্যান্য দেশ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এই পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় সফর এই সব ব্যাপারকে গুরুত্ব দিবে এবং সমঝোতা ও বিশ্বাস স্থাপন করবে।

বিল, চেলসি, আমার মা এবং আমি 'নিষিদ্ধ শহর' ও 'দ্যা গ্রেট ওয়াল' পরিদর্শন করি। আমরা চাং ওয়েনমেন নামক একটি গির্জায় রোববারের প্রার্থনায় যোগ দেই। খুব ভোরে আমরা 'দুটি মার্কেট' পরিদর্শন করি। এটি একটি খোলা বাজার যেখানে বিক্রেতারা প্রয়োজন ধুলো ভরা মাটিতে বসে পণ্য বিক্রি করেন।

চীন সফর থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আমি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের প্রতি মনোনিবেশ করি। ২০০০ সালকে সুন্দরভাবে স্বাগতম জানাবার পরিকল্পনাও ছিলো। গণতন্ত্রে প্রয়োজন হয় স্বাধীনতা ও বিচক্ষণতার, আমাদের দেশের চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, যাদের চিন্তাধারা এবং কার্যকলাপ আমাদের দেশকে আরো

www.pathagar.com

সমৃদ্ধশালী ও এগিয়ে নিয়ে যাবে। ২২৫ বছরের পুরনো এই গণতন্ত্রকে যে সকল আমেরিকান নাগরিক বুঝেন তারা এর ইতিহাসকে স্মরণ করেন আর ভবিষ্যতকে কল্পনা করে পরবর্তী প্রজন্মকে গণতন্ত্রের সম্পূরক জাতীয় মূল্যবোধ দিয়ে যাবেন। গত কয়েক বছর ধরে আমি একটা বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করছি। কারণ, কিছু কংগ্রেস সদস্য বলে যাচ্ছিলেন যে, তারা কখনো দেশের বাইরে সফর করেননি এবং এ জন্য তারা গর্ব বোধ করছিলেন।

নতুন মিলেনিয়ামের সূচনা একটি সুযোগ করে দিয়েছিল আমেরিকার ইতিহাস, ঐতিহ্য, চিন্তাকে প্রকাশ করার, যা আমাদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে প্রমাণ করেছে। আমি আমেরিকান ইতিহাস এবং চিত্রকলাকে তুলে ধরেছি। আমি আমার চীফ অফ স্ট্যাফ এলেন ম্যাক ফুলো লেভেলের সাথে এর জন্য কিছু পরিকল্পনা করি এবং নতুন মিলেনিয়ামে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য একটি উক্তি তৈরি করি 'অতীতকে সম্মান করো, ভবিষ্যতকে কল্পনা করো।'

'সেইভ আমেরিকান' ট্রেজারস' এর অনুষ্ঠানে বিল ও আমি ১০ মিলিয়ন ডলার চাঁদা দেওয়ার কথা জানাই এটি রালফ লোরেন এবং পোলো কোম্পানির দ্বারা প্রদান করা হবে। আগামী ২ বছরে 'সেইভ আমেরিকানস ট্রেজাস' ৬০ মিলিয়ন ফেডারেল সরকার থেকে এবং ৫০ মিলিয়ন বেসরকারি খাত থেকে চাঁদা তুলেছে এবং এই অর্থ-পুরনো ছবি, বাড়িঘর, প্রাসাদ এই সব ঠিক করার কাজে ব্যয় করেছে।

জুলাইয়ে আমি ৪ দিনের এক বাস ভ্রমণে রওয়ানা হই। যা ছিলো ওয়াশিংটন থেকে সেনেকা ফলস্ পর্যন্ত, নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোতে থেমে থেমে, বাল্টিমোরের ফোর্ট ম্যাকহেনী, নিউ জার্সির থমাস এডিসন ফ্যাক্টরি, নিউবার্গের জর্জ ওয়াশিংটনের মিলিটারি হেড কোয়ার্টার, নিউইর্য়কের এ্যা পার্ক ইন ভিক্টর এবং অওবরন্-এ হ্যারিয়েট ট্রাবম্যান এর বাড়ি প্রদর্শন।

এই সফরের অন্যতম প্রধান ও আকর্ষণীয় জায়গা ছিলো উইমেন্স রাইটস ন্যাশনাল হিস্টোরিকাল পার্ক যা ছিলো সেনেকা ফলস্-এ। ১৬ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এই পার্ক ১৫০ বছর পূর্তি পালন করে।

আমি ফ্রেডারিক ওগলাসের সাথে কথা বলি, যিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ এবং সেনেকা ফলস্-এ এসেছেন স্বাধীনতার জন্য তার সারাজীবনের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি চিন্তা করি সেইসব মানব-মানবীর কথা যারা এই ঘোষণা করেছেন এবং সই করেছেন। 'বলবে কি তাদের জানামতে কতজন মহিলা নির্বাচনে ভোট দেয়া থেকে বঞ্চিত থেকেছে? তারা বিস্মিত ও ক্ষিপ্ত হবে'... ১৫০ বছর আগে সেনেকা ফলস্-এর নারীরা ছিলো নীরব এক অন্য শক্তির কারণে। আজকে নারীরা নিজেরাই নিজেদের নীরব করে রেখেছে। আমাদের একটি ইচ্ছা আছে। আমাদের বলার শক্তি আছে।'

সবশেষে আমি মহিলাদের সঠিক পথে চলার এবং জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে বেঁচে থাকার জন্য বলি।

www.pathagar.com

আগস্ট ১৯৯৮

১৯৯৮ আগস্ট ছিলো একটা নৈরাশ্যজনক মাস এবং এর ঘটনাগুলোকে মনে হচ্ছিলো একটা আশাব্যঞ্জক যুগের অবসানের সন্ধিক্ষণ।

১৯৯০-এর মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী সম্প্রীতি আর স্থিতিশীলতার প্রসার ঘটেছে। আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াই সোভিয়েত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয় এবং রাশিয়া নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সাথে কাজ করতে শুরু করে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অবাধ নির্বাচন হয়। কার্যত ল্যাটিন আমেরিকার সব দেশই গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে। বসনিয়ায় জাতিগত নিপীড়নের সমাপ্তি ঘটে এবং সেখানে পুর্নগঠন শুরু হয়। উত্তর আয়্যারল্যান্ডের শান্তি আলোচনা সফল হয়েছে। ভয়াবহ সমস্যা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের নেতারা শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। বরাবরের মতো বিশ্বের বিভিন্নস্থানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকা সত্ত্বেও অনেক শত্রুতার অবসান হয়।

তুলনামূলক শান্ত এই সময়টি হঠাৎই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় ৭ই আগস্ট, যখন একই সাথে কেনিয়া ও তানজানিয়ায় আমেরিকান দূতাবাসে ইসলামী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বোমা-হামলা চালায়। এতে প্রায় ৫০০০ মানুষ আহত হয়, নিহত হয় ২৬৪জন যার মধ্যে ১২জন আমেরিকান। নিহতদের বেশীরভাগই আফ্রিকান অফিস-যাত্রী ও পথচারী। এটা ছিলো বহিবির্শ্বে আমেরিকান লক্ষ্যবস্তুর উপর সংঘটিত ধ্বংসাত্মক ঘটনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস। বিল পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি গভীরভাবে সন্ত্রাসী হামলার কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয় এবং সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর নেতাদের বিচ্ছিন্ন করার কাজে মনোনিবেশ করে। ক্রমশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ওসামা বিন-লাদেন নামে কঠিন প্রকৃতির এক নির্বাসিত সৌদি নাগরিক বিশ্বে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে এবং তা ক্রমশ বিশাল রূপধারণ করেছে।

ইরাকের সাদ্দাম হোসেন আবারও অস্ত্র পরিদর্শকদের কোনো পুর্ব অনুমতি ব্যতীত অস্ত্র পরিদর্শনের জাতিসংঘের দাবীকে অস্বীকার করে। সাদ্দাম হোসেনকে সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য বিল জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং মিত্রদের সাথে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে। এই সিদ্ধান্ত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে– কিছু ব্যক্তি ছাড়া: যারা খুব ভালো করে জানতো যে বিল ওয়াশিংটনে তার রাজনৈতিক মতপার্থক্য উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক বিষয়ে মনোনিবেশ করবে। দেশে ও দেশের বাইরে ক্রমবর্ধমান হুমকির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ সংস্থান করতে বিল ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ কঠিন সময় অতিবাহিত করছিলো। হয়তো সংবাদ মাধ্যমের চাপে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর কংগ্রেস এবং এফ.বি.আই-এর তদন্তের জন্যই এমনটি হতে পারে।

www.pathagar.com

জুলাইয়ের শেষের দিকে আমরা ডেভিড কেন্ডলের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, স্টার মনিকা লিউনেস্কির সাথে একটি নিঃশর্ত সমঝোতায় এসেছে। ৬ই আগস্ট সে হোয়াইটওয়াটার গ্রান্ড জুরির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করে– যা হোয়াইটওয়াটারের জন্য তেমন কোনো কাজে আসেনি। স্টার প্রেসিডেন্টের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সমন জারি করার উদ্যোগ নিতে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ ছিলো। বিলকে সহযোগিতা করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিলের আইনবিদরা এই ধারণাটির বিপক্ষে ছিলেন, কেননা তদন্ত াধীন ব্যক্তির কখনো গ্রান্ড জুরিকে সাক্ষ্য দেয়ার আইনত বিধান নেই। যদি বিচার অনুষ্ঠিত হয় তবে তার সাক্ষ্যকে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য প্রবল রাজনৈতিক চাপ ছিলো। আরো একটি মধ্যবর্তী নির্বাচন ছিলো আসন্ন এবং বিল এই ঘটনার ধারা নির্বাচনকে আচ্ছন্ন করতে চায় না। বিলের সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে আমি সম্মত হই এবং আমি মনে করতাম না যে, এতে দুশ্চিন্তা করার কিছু আছে।

এটা ছিলো ঠিক অন্যরকম একটা বাধা। ডেভিড কেনডেল নিয়মিতভাবে স্টারের তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে আমাদের অবগত করছিলেন। আমি জানতাম বিচার প্রক্রিয়ায় কোনোরূপ কারণ উল্লেখ না করেই প্রেসিডেন্টকে রক্তের নমুনা দিতে অনুরোধ করা হবে।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি যে, গ্রান্ড জুরির মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়। আগষ্টের ১৪ তারিখ, শুক্রবারের রাতে, বব বারনেট 'ইয়েলো ওভাল রুমে' আমার সাথে দেখা করে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং অন্যান্য আরও নানা বিষয়ে কথা বলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি উদ্বিগ্ন কিনা! আমি বলেছিলাম, 'না, আমি শুধু এটা ভেবে কষ্ট পাই যে, আমাদের সবাইকে এত জটিলতার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে।'

বব ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি যা জান তার চেয়ে যদি বেশী কিছু ঘটে থাকে?'

'আমি সে সব বিশ্বাস করি না, কেননা আমি বিলের কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছি।'

বব আবারও বললেন, 'যদি স্টার তার কাছ থেকে কোনো তথ্য উদ্ধার করে?' 'আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমি স্টারের কোনো কথাই বিশ্বাস করবো না। কিন্তু বব বলতে থাকলেন, 'হয়তো তোমাকে কিছু কঠিন সত্যের মুখোমুখি হতে হবে।'

আমি বললাম, 'আমার স্বামীর হয়তো অনেক ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু সে আমার সাথে মিথ্যা বলবে না।'

১৫ আগষ্ট শনিবার খুব সকালে বিল আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে যা সে আগেও করেছে। এই সময় সে বিছানার পাশে না বসে পায়চারি করছিলো। সে প্রথমবারের মত বললো যে, পরিস্থিতি তার ধারণার চেয়ে অনেক জটিল। সে বুঝতে পেরেছিলো– যে, তার অনৈতিক ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে। বিল জানালো তাদের মধ্যে যা ঘটেছিলো তা ছিলো আকস্মিক ও অনাকাঙ্খিত। সে এই বিষয়ে আমাকে সাত মাস আগে বলতে পারেনি, কেননা বিষয়টি স্বীকার করতে সে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করেছিলো সে জানতো আমি কতটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়বো।

www.pathagar.com

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। আমি জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম এবং চিৎকার করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছো'? তুমি কি বলছো? 'কেন তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলে?'

আমি মুহূর্তেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। বিল শুধু দাঁড়িয়ে ছিলো আর বলে যাচ্ছিলো, 'আমি ভীষণ দুঃখিত, আমি শুধু চেলসি আর তোমাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম।' আমি কিছুই বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি এখনো মনে করি, যে বিল সেই তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে। আমি ভাবতে পারছিলাম না যে, সে আমাদের বিয়ে এবং পরিবারকে এত বড় সংকটের মুখোমুখি করতে পারে। আমি হতবাক। নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেলাম এবং ঘুমড়ে পড়লাম যে, আমি তাকে এত বিশ্বাস করেছি।

তারপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, বিল এবং আমাকে এই বিষয়টি চেলসিকে জানাতে হবে। এটি বুঝাতেই তার চোখ ভরে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সে আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এবং আমরা দু'জনই জানতাম আমরা কখনই আর পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারবো না। আমাদের চেলসিকে বলতে হবে, সে চেলসিকেও মিথ্যা বলেছে। ওইসব মুহূর্তগুলি আমাদের সবার জন্য ছিলো ভয়ঙ্কর। আমি জানতম না, এরূপ বিশ্বাসভঙ্গের পর দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রাখা যাবে কিনা, কিন্তু আমি জানতাম আমার নিজস্ব অনুভূতির মধ্যদিয়ে সতর্কতার সাথে সময় নিয়ে কাজ করতে হবে।

কথা বলার জন্য আমি মরিয়া হয়ে কাউকে খুঁজছিলাম। তাই একজন বন্ধুকে ডাকলাম যে, সঠিক দিক-নির্দেশনা অন্বেষণে আমার পরামর্শদাতাও ছিলো। এসব ছিলো আমার জীবনে অত্যন্ত দুর্যোগময়, বেদনাবিদ্ধ ও পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা। আমি ঠিক করতে পারছিলাম না কি করবো, কিন্তু আমি জানতাম আমার অনুভূতি পরিচ্ছন্ন করতে প্রশান্তিময় একটি জায়গা পেতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সপ্তাহের শেষে আমার জনগণের সাথে মতবিনিময়ের কোন কর্মসূচী ছিলো না। আমাদের অবকাশ যাপনে যাওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু আমরা বিলের গ্রান্ড জুরিকে সাক্ষ্য প্রদান পর্যন্ত 'মার্থার ভিনইয়ার্ড'-এ যাওয়া পিছিয়ে দিয়েছিলাম। চারদিকে দুঃখ ভারাক্রান্ত আবেগময় পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বিলকে তার সাক্ষ্য এবং জাতির উদ্দেশ্যে বিবৃতি তৈরী করতে হয়েছিলো।

যখন আমরা এই ব্যক্তিগত জাতীয় সঙ্কটের সাথে লড়ছি তখন বিশ্ব অন্য এক নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ওমাগের একটি জনাকীর্ণ বাজারে আইরিশ রিপাবলিকানের একটি বিদ্রোহী গ্রুপ বোমা হামলা করে– যাতে ২৮ জন নিহত প্রায় দু'শতাধিক আহত হয় বিলের কঠোর শ্রম ও আইরিশ নেতাদের সাথে দীর্ঘ যোগাযোগের ফলে গৃহীত শান্তি প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

সোমবার বিকেলে ম্যাপ রুমে বিল চার ঘন্টার সাক্ষ্য প্রদান করে। স্টার সমন জারির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে সম্মত হয় এবং বিলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাক্ষ্য ভিডিওতে ধারন করে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে গ্রান্ড জুড়িকে সম্প্রচার করে। এর ফলে বিল কোর্টে গিয়ে গ্রান্ড জুরির সামনে উপস্থিত হওয়ার অবমাননা থেকে রেহাই পায়। এটা ছিলো ক্ষমতাসীন কোনো রাষ্ট্রপতিকে প্রথমবারের মত গ্রান্ড জুরির সামনে তলব করা। বিল সন্ধ্যা ৬-২৫ মিনিটে ম্যাপ রুম থেকে বের হয়ে আসে। তাকে অত্যন্ত রাগান্বিত দেখাচ্ছিলো। আমি যদিও তার সঙ্গে ছিলাম না। তবুও তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিলো তাকে ভীষণভাবে জেরা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ডেভিড কেনডল টি.ভি নেটওয়াকর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিল রাত ১০টায় (পূর্বাঞ্চলের আদর্শ সময়) জাতির উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন। বিলের ঘনিষ্ঠ পরামর্শকদের কয়েকজন হোয়াইট হাউজের কৌসুলি চাক রাফ, পল বেগালা, মিকি ক্যানটর , জেমস কারবিল, র‍্যাম ইমানুয়েল, হ্যারি ও লিন্ডা থমাসন বিলের ভাষ্য তৈরীতে সহযোগিতার জন্য সোলারিয়ামে একত্র হলেন। ডেভিড কেনডেল সেখানে ছিলেন, আর চেলসি ও যে কিনা কি ঘটছে তা বুঝার চেষ্টা করছিলেন। প্রথমে আমি নিজেকে দূরে রেখেছিলাম। আমার খুব বেশী ইচ্ছা ছিলো না বিলের বক্তৃতা রচনায় সাহায্য করার, যার বিষয়বস্তু আমার সৃজনশীলতা ও স্বত্তাকে আঘাত করেছে। শেষ মুহূর্তে অভ্যাসবশত কিংবা কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে অথবা সম্ভবত ভালোবাসার টানে আমি উপর তলায় গিয়েছিলাম। তখন রাত আটটা। আমাকে দেখে কেউ টেলিভিশনের শব্দ বন্ধ করে দিলো। তারা জানতো, সেখানে যা বলা হচ্ছে তা শুনতে আমি দাঁড়াতে পারবো না। যখন জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে সবকিছু হচ্ছে? এটা আমার কাছে পরিষ্কার হলো যে, বিল তখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে, সে কি বলবে।

বিল দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছিলো যে, সে তার পরিবার, শুভাকাঙ্খী ও দেশের মানুষকে প্রবঞ্চনার জন্য ভীষণভাবে অনুতপ্ত। সে তাদের আরো জানাতে চেয়েছিলো, সে বিশ্বাস করে না যে জোনসের সাক্ষ্যের সময় সে মিথ্যা বলেছে। কেননা তখন প্রশ্নগুলো ছিলো দারুণ দুর্বোধ্য। কিন্তু সূক্ষ্ম আইনী বিশ্লেষণের মতো ব্যক্ত হচ্ছিলো। তখন এটাকে গোপান রাখার চেষ্টা করে সে একটা ভয়ানক ভুল করেছে এবং তার আগে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিলো। এ সময়ে সে ভাবেনি যে, রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। আমার কাছে তার স্বীকারোক্তির কিছুদিন পূর্বে আমরা ইরাকের বিপদজ্জনক পরিস্থিতির উপর আলোচনা করছিলাম। আগস্টের ৫ তারিখে সাদ্দাম হোসেন হঠকারিভাবে ইরাকে নিয়মিত অস্ত্র পরিদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শুধুমাত্র তার আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারক দল এবং বিল আর আমি জানতাম যে, বিলের ব্যক্তিগত অপরাধের বিষয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণের ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তানজানিয়া ও কেনিয়াতে দূতাবাসে বোমা হামলার জবাব হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে ওসামা-বিন-লাদেনের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মিসাইল নিক্ষেপ করে আঘাত হানবে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো খবর দিয়েছিলো যে, ওসামা-বিন-লাদেন তার নেতৃস্থানীয় সহযোদ্ধাসহ সেখানেই অবস্থান করছিলো।

বিলের ভাষণের সময় যতই এগিয়ে আসছিলো সবাই কিছু না কিছু পরামর্শ দিচ্ছিলো। কিন্তু এতে তাঁর খুব একটা সাহায্য হচ্ছিলো না। বিল এই ভাষণে স্টার তদন্তের বাড়াবাড়ির বিষয়ে প্রতিবাদের সুযোগটি কাজে লাগাতে চেয়েছিলো। কিন্তু নিরপেক্ষ কৌসুলিকে আক্রমণ করা যাবে কি না; তা নিয়ে ছিলো তুমুল বিতর্ক। যদিও আমি তার উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলাম। তবুও তাকে বিপর্যস্ত দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিলো। আমি তাকে বললাম, 'বিল এটি তোমার ভাষণ, তুমিই এই সমস্যায় নিজেকে জড়িয়েছো এবং তুমিই সিদ্ধান্ত নেবে কি বলতে হবে।' আমি আর চেলসি এরপর বেরিয়ে গেলাম।

সবাই বিলকে একা রেখে চলে গেলো এবং বিল নিজেই তাঁর বক্তব্য প্রস্তুত করলো। তাঁর ভাষণের ঠিক পর পরই বিল সমালোচিত হতে শুরু করে। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত কঠোর জেমস করভিল। যিনি এতটুকু ছাড় দিতে নারাজ–

www.pathagar.com

তিনিও মনে করেছিলেন যে, স্টারকে আক্রমণ করা সমীচীন হয়নি। নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করাটাই তখন বুদ্ধিমানের কাজ ছিলো। সংবাদ মাধ্যম তার ভাষণকে বর্জন করেছিলো। কিন্তু পরবর্তী কয়েকদিনের জনগণের প্রতিক্রিয়ায় এটি প্রতীয়মান হয়েছিলো যে, তারা মনে করছে প্রাপ্তবয়স্কদের একে অপরের সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সম্পর্ক একান্তই ব্যক্তিগত এবং আমেরিকানরা বিশ্বাস করে, এর ফলে কোন ব্যক্তির আদালতে, অপারেশন থিয়েটারে, কংগ্রেসে বা ওভাল অফিসে তাদের কার্যসম্পাদনে অক্ষমতার কোনো কারণ নেই।

অবকাশ যাপনের কোনো ইচ্ছাই আমার ছিলো না, কিন্তু ওয়াশিংটনেও আমার থাকতে ইচ্ছা করছিলো না একেবারেই। চেলসি 'মার্থার ভিনিয়ার্ডে' যেতে চেয়েছিলো। তাই চেলসি আমি আর বিল পরদিন বিকেলে সেই দ্বীপে রওনা হলাম। 'বাডি' বিলকে সঙ্গ দেয়ার জন্য এলো। কুকুরটিই ছিলো একমাত্র পারিবারিক সদস্য– যে বিলের সাথে থাকতে চেয়েছিলো।

আমরা যখন আমাদের অস্থায়ী বাড়িতে স্থির হলাম। তখন আমার সব উত্তেজনা প্রায় প্রশমিত হয়ে গিয়েছিলো। আমি শুধু বিষণ্ণতা আর হতাশা অনুভব করছিলাম। আমি বিলের সাথে কথা বলতে পারছিলাম না, বললেও তা সীমাবদ্ধ থাকতো শুধুই তিরস্কারে। আমি আমার নিজের মতো থাকতাম। আমি উপরতলায় ঘুমাতাম, বিল নিচের তলায়। একটা মানুষ কি করতে পারে, যখন তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু সুখে-দুঃখে যারা সব সময় একে অপরের উপর নির্ভরশীল, এমন কেউ যখন প্রচণ্ড কষ্ট দেয়? আমি ভীষণভাবে একাকিত্ব অনুভব করছিলাম, আমি জানি বিলেরও একই অবস্থা ছিলো। বিল প্রতিদিনই প্রচণ্ড আবেগ আপ্লুত হয়ে ক্ষমা চাইতে থাকে। ক্ষমা তো দূরের কথা আমি তার সাথে এক ঘরে পর্যন্ত থাকতাম না। আমি আমার বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ি।

আমরা ওয়াশিংটনে ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিল হোয়াইট হাউজে আফগানিস্তানে ওসামা বিন-লাদেন-এর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ক্রস মিসাইল হামলার খবর নিতে ফিরে গেলো। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নির্দেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষা করছিলো যে, বিন-লাদেন ও তার সহযোগিরা মিসাইলের লক্ষ্যস্থলে আছে কিনা। ঘন্টাখানেকের এদিক সেদিকের জন্য মিসাইলটি লাদেনকে আঘাত করতে পারেনি। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া বিন-লাদেনকে আঘাত হানার বিষয়টিতে বিল ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। রিপাবলিকান ও সমালোচকরা যারা লাদেন ও আল-কায়দা বা সাধারণভাবে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে হুমকির বিষয়ে অজ্ঞ, বিলকে তার ব্যক্তিগত সমস্যাটিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য দায়ী করেছিলো।

বিল নিস্তব্ধ এক বাড়িতে ফিরে এলো। চেলসি বেশীরভাগ সময় আমাদের বন্ধু জিল ও কেন ইস্কল ও তাদের ছেলে জ্যাকের সাথে কাটাতো। বিল ও আমার একসাথে থাকাটা ছিলো খুব যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু এর থেকে বের হয়ে আসাটাও সম্ভব ছিলো না। এই সংকটকালে আমার বন্ধুদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে আপ্লুত করেছে। ভারনন ও এ্যান জর্ডান, ক্যাথরিন গ্রাহাম, তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলো। ওয়াল্টার ক্রনকাইট আমাদের তিনজনকে তার সাথে নৌকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো।

www.pathagar.com

আমরা তার প্রস্তাব গ্রহণ করি। যদিও আমি তখন এতটাই বেদনাতে সে বলতে পারলাম না ভাল আছি। পানিতে ভ্রমণ ছিলো স্বস্তিদায়ক। কনক্রাইটদের আন্তরিকতায় পূর্ণ সঙ্গ আমাকে জাগিয়ে তোলে।

মরিস টেম্পলম্যান, যে প্রতি গ্রীষ্মে মার্থার ভিনিয়ার্ডে আসলে, সেও আমার কাছে আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্ব ছিলো জ্যাকির মৃত্যুর পর আমি তাকে আরও ভালো চেনার সুযোগ পেয়েছি। আমি এক সন্ধ্যায় তার ইয়টে দেখা করি এবং মেনেমসাতে পোতাশ্রয় থেকে নির্গত আলো দেখেছিলাম। সে জ্যাকি কেনেডি সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করলো এবং সহানুভূতির বাণী শোনালো।

আমি যুবমন্ত্রী ডন জোন্সকে তার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। ডন আমাকে থিওলোজিয়ান পল টিলিচের একটি জনপ্রিয় বাণী মনে করিয়ে দিলো, জন সেটি পার্করিজে একবার পড়ে শুনিয়েছিলো। পাপ ও ক্ষমা পাশাপাশি কিভাবে অবস্থান করে তা ঐ জনপ্রিয় বাণীতে বর্ণিত রয়েছে। ক্ষমার রহস্য হলো, এটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি কখনো উপলব্ধি করা যায়, কখনো যায় না।

প্রশান্তি নেমেছিল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তা ঘটেনি– ততদিন একেকটি দিন আমি পার করেছি নির্মম যন্ত্রণায়।

www.pathagar.com

ইমপিচমেন্ট

আগস্টের শেষ দিকে, আমাদের বাড়িতে একটা স্বস্তির ভাব ফিরে এলো। যদিও আমি ছিলাম ভগ্নহৃদয় ও বিলের প্রতি বিরক্ত। আমি তাকে ভালোবাসি যে আমার দীর্ঘ একাকিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু একটি বিষয় তখনও আমি নিশ্চিত নই, আমাদের বিয়েটা টিকে থাকছে কি না, বা টিকে থাকা উচিৎ কি না। ভবিষ্যতের চেয়ে নিত্যদিনের পূর্বাভাস দেয়া সহজ। আমরা ফিরে আসছিলাম ওয়াশিংটনে, বিরামহীন রাজনৈতিক যুদ্ধের নতুন এক অধ্যায়ে। আমি তখনও সিদ্ধান্ত নেইনি, আমার স্বামী ও সংসারের জন্য আমি লড়বো কি না, তবে আমি প্রেসিডেন্টের জন্য লড়াবো বলে মনোস্থির করলাম।

আমাকে আমার ভাবনায় রাশ টানতে হলো। আমার নিজের জন্য কি করা দরকার তার উপর প্রাধান্য দিতে হলো। আমার ও জনগণের নিজের দায়িত্ব প্রতিপালন করাটা দু'টো ভিন্ন অনুভূতি দিয়ে চালিত হয়– এতে ভিন্ন ধরনের চিন্তা ও ভিন্ন ধরনের বিবেচনার প্রয়োজন পরে। গত বিশ বছরের বেশি সময় ধরে বিল আমার স্বামী, আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু এবং আমার সমস্ত জীবনের উত্থান-পতন ও আনন্দের সাথী। সে ছিলো আমাদের মেয়ের প্রিয়তম বাবা। এখন, যে কারণেই হোক (যেগুলো তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে), সে আমার বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছে, আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে এবং বছরের পর বছর ধরে মিথ্যা অভিযোগ, দলগত তদন্ত ও মামলার পর সে তার শত্রুপক্ষকে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য সত্যিকারের কিছু উপাদান যুগিয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং রাজনৈতিক বিশ্বাস সংঘাতে রূপ নিলো। তার পত্নী হিসেবে, আমি বিলের ঘাড় মচকে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে কেবলমাত্র আমার স্বামী ছিলো না, সে আমার প্রেসিডেন্টও ছিলো। এবং আমি ভেবে দেখেছি, এতো কিছু সত্ত্বেও, বিল আমেরিকা ও সারা বিশ্বকে এমনভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে যা আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে সমর্থন করি। সে যা-ই করে থাকুক না কেনো, আমি মনে করিনি কোনো মানুষের এমন অপমানজনক ব্যবহার পাওয়া উচিৎ, যা বিল পেয়েছে। তার, আমার, মনিকা লিউনস্কির এবং আমাদের পরিবারগুলোর প্রাইভেসিতে খুবই হিংস্র ও ভিত্তিহীনভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমার স্বামী যা করেছে নৈতিকভাবে তা ভুল। একইভাবে, এই বিষয়ে আমার কাছে মিথ্যা বলা এবং আমেরিকার জনগণকে বিভ্রান্ত করা তাও ভুল। আমি এটাও জানতাম যে, তার এই ব্যর্থতা কোনোভাবেই তার দেশদ্রোহিতা ছিলো না। ওয়াটারগেট কেলেংকারী থেকে আমি যতটুকু জেনেছিলাম, তাতে বিলকে ইমপিচ করার কোনো ভিত্তি নেই। যদি

www.pathagar.com

কেনেথ স্টারের মতো লোক ও তার সহযোগীরা দেশের সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে ভাবাদর্শ ও বিদ্বেষের কারণে প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে দিতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে- তাহলে আমি দেশকে নিয়ে আতঙ্কিত।

বিলের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সংবিধানের শুদ্ধতা একটি দাঁড়িপাল্লায় ঝুলছে। আমি জানতাম, পরবর্তী দিনগুলো ও সপ্তাহগুলোতে আমি যা বলবো বা করবো সেটা কেবলমাত্র বিলের ও আমার ভবিষ্যৎকেই প্রভাবিত করবে না, প্রভাবিত করবে আমেরিকাকেও। আমার সংসারটাও একটা দাঁড়িপাল্লার উপর ঝুলছে। আমি মোটেও নিশ্চিত ছিলাম না, পাল্লাটি ঠিক কোনোদিকে কাত হবে।

জীবন সামনে চলছিলো, তার সাথে আমিও। আমি বিলের সাথে সেপ্টেম্বরে আরেকটি সরকারী সফরে মস্কো গেলাম। তারপর সেখান থেকে যাওয়া হবে আয়ারল্যান্ডে- টনি ও চেরি ব্লেয়ারের সাথে দেখা করতে এবং ওমাগ-এর যে শহরে বোমাবাজি হয়েছিলো সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে হবে।

যে সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্টের সাথে রাশিয়া ও আয়ারল্যান্ডে সফরসঙ্গী হয়েছিলো, তারা শান্তি মিশনের বাইরেও অন্য কিছু শুনতে চাইছিলো। আমাদের পারিবারিক ঐক্যের অবস্থা বুঝার জন্য তারা খুব কাছ থেকে আমাদের দু'জনকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। আমরা খুব কাছাকাছি দাঁড়াই নাকি দূরে দূরে? কালো কাঁচের পেছনে আমি ভ্রুকুটি করছি নাকি কাঁদছি? আমি ডাবলিন থেকে বিলের জন্য যে সুয়েটার কিনে দিয়েছিলাম, যেটা পরে বিল এক মাস আগেই লিমেরিকে গলফ খেলতে গিয়েছিলো, তার গুরুত্বটা কী? আমি পাগলের মতো আমার ও আমার পরিবারের প্রাইভেসি ফিরে পেতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার বিস্ময় লাগে, সেটা কি আর কখনও সম্ভব হবে!

বিল যখন দেশের বাইরে বিদেশী নেতাদের সাথে বোঝাপড়া করছিলো, তখন কানেক্টিকাটের সিনেটর জো লিবারম্যান জনসম্মুখে বিলের ভর্ৎসনা করলেন। সেই '৭০-এর দশকের শুরুর দিকে কানেক্টিকাটে তার প্রথম সিনেট নির্বাচনে লিবারম্যানের জন্য বিল যখন কাজ করেছিলো, তখন থেকেই তিনি বিলের বন্ধু।

যখন বিলকে আয়ারল্যান্ডে রিপোর্টাররা লিবারম্যানের বক্তৃতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, বিল উত্তর দিলো, 'প্রকৃতপক্ষে উনি যা বলেছেন তার সাথে আমি একমত। আমি ইতোমধ্যেই বলেছি যে, আমি একটি বড় রকমের ত্রুটি করে ফেলেছি। এটা অসমর্থনযোগ্য, এবং আমি এর জন্য দুঃখিত। আমি এর জন্য খুবই দুঃখিত।'

এটা ছিলো আমার স্বামীর জনসম্মুখে প্রথম শর্তহীন ক্ষমা চাওয়া। কিন্তু আমি অনুধাবন করেছিলাম, সেই ক্ষমা চাওয়া কট্টর রিপাবলিকানদের জন্য যথেষ্ট হবে না। অন্যান্য ডোমেক্র্যাটিক নেতা, যেমন মিসৌরীর কংগ্রেসম্যান রিচার্ড গেফার্ড, নিউইয়র্কের সিনেটর ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহান এবং নেব্র্যাস্কার সিনেটর বব কেরি প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত আচরণের নিন্দা করেন এবং বলেন যে কোনো না কোনোভাবে প্রেসিডেন্টই এর জন্য দায়ী। কেউ-ই ইমপিচমেন্টের দাবি তোলেননি।

আমরা যখন হোয়াইট হাউজে ফিরে আসি, তখন আমার মনে অনেকগুলো বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছিলো- ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক। বিল ও আমি নিয়মিত বৈবাহিক কাউন্সেলিং নেয়ার জন্য রাজি হলাম, এটা দিয়ে বুঝা যাবে আমরা আমাদের সংসারটাকে টিকিয়ে রাখতে পারবো কি না। একদিকে মানসিকভাবে আমি ছিলাম খুবই আহত এবং কাঁচা ক্ষতটার সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি, অন্যদিকে আমি বিশ্বাস করি বিল হলো

www.pathagar.com

একজন ভালো মানুষ এবং মহান প্রেসিডেন্ট। ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল প্রেসিডেন্সির উপর যে আঘাত এনেছে সেটাকে আমি দেখি ধাপে ধাপে বেড়ে উঠা একটি রাজনৈতিক লড়াই হিসেবে। আমি ছিলাম বিলের পক্ষে।

মানুষ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে- আমি কীভাবে এমন বৈরি সময়ে জীবনকে চালিয়ে নিয়েছি। আমি তাদেরকে বলি, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠা ও কাজে যাওয়ার ভেতর উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। এমনকি যখন পারিবারিক কোনো জটিলতা চলছে তখনও। আমাদের প্রত্যেককেই জীবনের কোনো এক মুহূর্তে এটা করতে হয় এটা করার জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন সেটা ফার্স্ট লেডী ও একজন ভারোত্তোলন গাড়ির চালক, উভয়ের জন্যই এক। আমাকে শুধু সব কিছু করতে হলো জনগণের চোখের সামনে।

যদিও আমি আমার ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি। আমি পুরোমাত্রায় নিশ্চিত ছিলাম যে, বিলের ব্যক্তিগত কৃতকর্ম ও বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা কোনোভাবেই সংবিধানের অধীনে ইমপিচমেন্টের আইনগত ও ঐতিহাসিক ভিত্তি তৈরি করেনি। আমি বিশ্বাস করি, সে তার ব্যবহারের জন্য আমি এবং চেলসির কাছে দায়ী, ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের কাছে নয়। কিন্তু আমি এটাও জানতাম যে, আইন যাই বলুক না কেনো, বিরোধীদল মিডিয়াকে ব্যবহার করে এমন পরিবেশ তৈরি করবে যেন পদত্যাগ বা ইমপিচমেন্টের জন্য রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায়। জনমত জরিপে যদিও দেখা যায়, বিশাল মেজরিটি ইমপিচমেন্টের বিপক্ষে। অনেক ডেমোক্র্যাট পুনর্নির্বাচনের পক্ষে কথা বলছেন, কারণ, তারা বিশ্বাস করেন তারা যদি প্রেসিডেন্টের প্রতি কঠোর মনোভাব না দেখান, তাহলে তারা নিজেদের সিটটি হারাতে পারেন। কিছু কিছু ডিস্ট্রিক্ট-এ একটা ন্যায়সঙ্গত উদ্বেগ ছিলো। যদিও দেশের বেশির ভাগ স্থানেই, রিপাবলিকান দলের প্রার্থী যারা ইমপিচমেন্ট ও স্টারের তদন্ত প্রক্রিয়াকে অপব্যবহার করেছিলেন, তাদেরকে নিষ্প্রভ করে তুলতে পারতো।

সংবিধানে ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কেবলমাত্র প্রেসিডেন্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দোষের প্রতিকার হিসেবে, যেমন, 'রাজনৈতিক প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ দেয়া বা নেয়া, অথবা অন্য বড় ধরনের ক্রাইম বা অপরাধ।' যারা সংবিধান রচনা করেছিলেন, তাঁরা ইমপিচমেন্টকে খুব ধীরগতির ও বেদনাযুক্ত প্রক্রিয়াধীন করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন, একজন ফেডারেল কর্মকর্তা বিশেষ করে প্রেসিডেন্টকে তাঁর অফিস থেকে নামিয়ে দেয়াটা এতো সহজ হওয়া উচিত নয়।

১৮৬৮ সালে হাউজ অফ রিপ্রেজেনটেটিভ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসনকে ইমপিচের উদ্যোগ নিয়েছিলো। কারণ, কংগ্রেস চাইছিলো গৃহযুদ্ধের পর পুনর্নির্মাণ কাজের রূঢ় নীতিমালা দক্ষিণাঞ্চলের উপর আরোপ করা হবে। প্রেসিডেন্ট জনসন তার বিরোধিতা করেন। আমি মনে করি সেই হাউজ সঠিক ছিলো না, কিন্তু তাঁরা প্রেসিডেন্ট জনসনের অফিশিয়াল কাজের বিরুদ্ধে লড়েছিলো। জনসন মাত্র এক ভোটের জন্য অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। রিচার্ড নিক্সন হলেন দ্বিতীয় আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যিনি ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পদচ্যুত। সেই তদন্ত আট মাস ধরে খুবই গোপনীয়ভাবে এবং কঠিন নিরাপত্তার ভেতর দিয়ে পরিচালিত হয়েছিলো। এবং সেখানে সমস্ত প্রক্রিয়ায় নির্দলীয় পেশাদারিত্ব রক্ষা করা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

ডেভিড কেনডাল ওআইসি রিপোর্টের অগ্রিম কপি চেয়ে পাঠালো। ৯ সেপ্টেম্বর কেনেথ স্টারের ডেপুটি দুই ভ্যানে করে ১,১০,০০০-শব্দের 'স্টার রিপোর্ট' দিয়ে গেলো, ছত্রিশটি বাক্সে করে যেগুলোর সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দেয়া হলো। স্টারের গ্র্যান্ডস্টান্ডিং-এর সেই বিষয়গুলো ছিলো আতঙ্কগ্রস্ত হবার যোগ্য; হাউজ রুল কমিটি কর্তৃক সেই পুরো রিপোর্টটি দ্রুত ইন্টারনেটে প্রকাশ করার সিদ্ধান্তটি ছিলো আতঙ্কের আরো একটি ধাপ।

ফেডারেল আইন অনুযায়ী এই গ্র্যান্ড জুরির কাছে উপস্থাপিত প্রমাণাদি খুবই গোপন রাখার কথা– যেনো তা নির্দোষ কোনো ব্যক্তির কোনোরকম ক্ষতি সাধন না করে। এটা হলো আমাদের বিচার-পদ্ধতির অনেকগুলো মূল বিশ্বাসের একটি। স্টার রিপোর্টটি ছিলো গ্র্যান্ড জুরির সাক্ষ্য-প্রমাণাদির প্রাথমিক সংকলন, যেগুলো বিভিন্ন সাক্ষীদের কাছ থেকে জোগাড় করা হয়েছে এবং যাদেরকে জেরা করা হয়নি। পক্ষপাত বা ভারসাম্যের কথা না ভেবেই জনগণের সামনে দিয়ে দেয়া হয়েছে।

আমি স্টারের রিপোর্টটি পড়িনি। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, সেক্স (বা তার ভিন্নরূপ) শব্দটি ৪শ' ৪৫ পৃষ্ঠার রিপোর্টে ৫শ' ৮১ বার উল্লেখ করা হয়েছে। স্টারের রিপোর্ট বিতরণ ছিলো স্থূল এবং প্রেসিডেন্ট ও সংবিধানের জন্য মানহানিকর। জনগণের কাছে সেটাকে প্রকাশ করা ছিলো আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে অবনমিত মুহূর্ত।

স্টার সুপারিশ করেছেন যে, হাউজ জুডিসিয়ারী কমিটি ইমপিচমেন্টের জন্য এগারোটি ক্ষেত্র বিবেচনা করছে। আমি নিশ্চিত, তিনি তার আইনগত কর্তৃত্বের সীমাকে ছাড়িয়ে গেছেন। সংবিধান মোতাবেক, সরকারের আইন প্রণয়নকারী বিভাগটি (যা নির্বাহী ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গঠিত) ইমপিচ করার মতো অপরাধগুলোর প্রমাণাদি তদন্ত করে দেখবে, কোনো ইনডিপেন্ডেন্ট কাউন্সেল নয়। স্টারের কর্তব্য ছিলো জানা সত্য ঘটনাগুলোর একটি নিরপেক্ষ সারসংক্ষেপ তৈরি করে কমিটিকে দেয়া; এবং প্রমাণাদি গুছিয়ে নেবার জন্য সেই কমিটি পরে নিজের লোক নিয়োগ করবে। কিন্তু বিল ক্লিনটনকে ইমপিচ করার জন্য কেনেথ স্টার নিজেই নিজেকে সরকারী আইনজীবী, বিচারক ও জুরি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এবং আমি যতই বিশ্বাস করছি যে স্টার তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছিলেন, ততই আমি বিলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ছি- অন্তত রাজনৈতিকভাবে।

স্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী ইমপিচ করার মতো অপরাধের মধ্যে রয়েছে– প্রেসিডেন্ট শপথ করে তার ব্যক্তিগত ব্যবহার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন, বিচারকার্যে বাধা দিয়েছেন এবং তার অফিসকে অপব্যবহার করেছেন। বিল কখনই বিচারকার্যে বাধা দেয়নি এবং তার অফিসকে অপব্যবহার করেনি। সে এটাও মেনে চলেছিলো যে, শপথ করে মিথ্যা বলেনি। শপথ করে ব্যক্তিগত ব্যাপারে মিথ্যা বলাটা সিভিল কেসের বিষয়, ইমপিচমেন্টের কোনো ক্ষেত্র নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাসবেত্তাদের এই মতামত।

কয়েক সপ্তাহ ধরে বিল ক্ষমা চাইছিলো আমার কাছে, চেলসির কাছে, বন্ধুদের কাছে, সেক্রেটারিদের কাছে, স্টাফ ও সহকর্মীদের কাছে যাদেরকে সে বিভ্রান্ত করেছিলো। সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে, হোয়াইট হাউজে ধর্মীয় নেতার সাথে প্রার্থনাকালে বিল আবেগপূর্ণভাবে তার পাপের কথা মেনে নেয় এবং আমেরিকার জনগণের কাছে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আবেদন করে। কিন্তু সে তার অফিস ছেড়ে যাবে না বলে ঘোষণা দেয়। সে বললো, 'আমি আমার আইনজীবীদেরকে যাবতীয় যুক্তিতর্ক ব্যবহার

www.pathagar.com

করে খুব বলিষ্ঠভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলবো। কিন্তু আইনের ভাষা অবশ্যই এমন হবে না, আমি যে ভুল করেছি সেটাকে আড়াল করে ফেলে। যদি আমার উপস্থাপনা সঠিক হয় এবং আইন আমার পক্ষে রায় দেয়... তাহলে সেটা আমাদের দেশের জন্য তো বটেই, আমার ও আমার পরিবারের জন্যও শুভ ফল বয়ে আনতে পারে। এই দেশের শিশুরা প্রগাঢ়ভাবে শিখতে পারবে যে, একাগ্রতা হলো গুরুত্বপূর্ণ, স্বার্থপরতা হলো ভুল, স্রষ্টা আমাদেরকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন এবং বিপদে শক্তি দিতে পারেন।'

বিল তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আমেরিকান জনগণের উপর ছেড়ে দিলো। সে তাদের সহানুভূতি চাইলো এবং তারপর ঠিক একই প্রতিশ্রুতি নিয়ে সে তাদের জন্য কাজে ফিরে গেলো; যা হোয়াইট হাউজের প্রথম দিন থেকে তার প্রেসিডেন্সিতে সে নিয়ে এসেছিলো। পাশাপাশি আমরা নিয়মিত কাউন্সেলিং সেশন চালিয়ে গেলাম এবং এর মধ্যেই আমি আমাদের সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম– যদি আমরা সেটা করতে পারি।

বিলের স্পষ্টবাদী ক্ষমা চাওয়ার পর জনগণের প্রতিক্রিয়া আমার অনুপ্রেরণা বাড়িয়ে দিলো। প্রেসিডেন্টের কাজের প্রতি জনগণের সমর্থন এই জটিলতার মধ্যেও একই রকম থাকলো। একটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৬০% আমেরিকান বললো, কংগ্রেসের ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত হবে না, বিলের পদত্যাগ করা উচিত হবে না এবং স্টারের রিপোর্টে বিশেষভাবে যে সকল বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেগুলো 'অনৈতিক'। আমার প্রতি সমর্থনের হার ছিলো সর্বকালের বেশি এবং কখনো কখনো সেটা ৭০%-এর কাছাকাছি। এটা দিয়ে এই প্রমাণিত হয় যে, আমেরিকান জনগণ মূলত নিরপেক্ষ ও অনুভূতিপ্রবণ।

যদিও ইমপিচমেন্ট কেসটি অ-জনপ্রিয় ও সাংবিধানিকভাবে অমূলক, তারপরও আমি ধরে নিয়েছিলাম যে হাউজ রিপাবলিকানরা এটা করতে চাইবে।

১৫ সেপ্টেম্বর, দুই ডজনের মতো প্রতিনিধি মিলে আমার সাথে ইয়োলো ওভাল রুমে দেখা করতে আসেন। সেই নারীরা দাবী করছিলেন, আমি যেনো আসন্ন নির্বাচনে জনসম্মুখে কিছু ভূমিকা রাখি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে তারা আরো দেখতে চেয়েছিলেন, আমি কীভাবে সবকিছু আঁকড়ে ধরে আছি এবং আমি পরবর্তীতে কী করতে যাচ্ছি। যখন তারা বুঝতে পারলেন যে, আমি সংবিধান, প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষে অবস্থান নেবো, তখন তারা আমাকে তাদের জন্য প্রচারাভিযান চালানোর জন্য বলেন।

আমি বললাম, 'আমি আপনাদের যে কোনো উপায়ে পারি সাহায্য করবো। কিন্তু আপনাদেরকেও আমার দরকার– পার্টিকে একসাথে ধরে রাখার জন্য এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমমনা গোষ্ঠীগুলোর যার যেখানে থাকার কথা তাদেরকে সেখানে রাখার

জন্য এবং সংবিধান ও প্রেসিডেন্টের পেছনে দাঁড়ানোর জন্য।'

বৈঠকের পর প্রতিনিধি দলের পক্ষে লিন উলসে রিপোর্টারদের বলেন, 'আমরা এখানে সমবেত হয়েছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য। এই দেশের জনগণের জন্য যেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' উলসে পরে ব্যাখ্যা করেন, 'আমরা তাকে বলেছি যে, একজন নারী হিসেবে, আমরা জানি নারীরা কোনো বিপদের মুহূর্তে এক

www.pathagar.com

সাথে একাধিক দায়িত্ব পালন করতে পারে... তাই আমরা তাকে বলেছি একটি প্লেনে চড়ে বসতে এবং সে-সকল স্থানে থামতে যেখানকার মানুষের তার কথা শুনাটা অত্যাবশ্যক।'

আমি সেটাই করলাম। এক ডজনের মতো কংগ্রেশনাল প্রতিযোগিতায় প্রচারাভিযান চালালাম এবং দিনের পুরোটা সময় আমি ব্যস্ত থাকলাম। কিন্তু রাতগুলো ছিলো খুবই কষ্টের, বিশেষ করে চেলসি যখন স্টানফোর্ড থেকে ফিরে এলো। বিল ও আমি কেবল ছিলাম, এবং সেটাও বেশ অপর্যাপ্ত। আগে আমি যেমন তাকে এড়িয়ে চলতাম, এখন ততটা করছি না; তারপরেও আমাদের মাঝে টানাপোড়েন ছিলো এবং আগে আমার স্বামীর সাথে প্রতিদিন যতটা হাসি আমি বিনিময় করতাম, সেটা আর ছিলো না।

আমি তেমন ধরনের মানুষ নই যে, নিয়মিতভাবে কারো কাছে নিজের গভীরতম আবেগকে ঢেলে দেব, এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও না। আমার মা'ও ছিলেন একই রকম। নিজেদের সান্ত্বনা আমাদের নিজেদের ভেতর রেখে দেয়ার প্রবণতা আছে। আমি অবশ্য অনেক ভালো বন্ধু দ্বারা আশির্বাদপুষ্ট। আগস্টের পর আমি আরো একা হয়ে গেলাম। কারণ, তখন অনেককিছুই আমি আর বিলের সাথে শেয়ার করতাম না। আমি একা একা প্রার্থনা করে এবং বই পড়ে অনেক সময় কাটিয়েছি। কিন্তু আমার পাশে তখন কোনো বন্ধুর উপস্থিতি আমাকে ভালো রাখতো, বিশেষ করে সেই সব বন্ধু যারা আমাকে সারাজীবনের জন্য চেনে, যারা আমাকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখেছে, যারা অসুস্থ, সুস্থ এবং কষ্টে থাকতে দেখেছে এবং যারা বুঝতে পারতো আমি তখন কী অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি।

এটা আমার জন্য আরো মর্মস্পর্শী ছিলো যখন 'ভোগ' ম্যাগাজিনের প্রধান আন্না উইন্টোর ফোন করে ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর সংখ্যার জন্য আমার উপর একটি আর্টিকেল ও ছবি তোলার প্রস্তাব দিলেন। এটা ছিলো তার জন্য একটি সাহসী পদক্ষেপ এবং আমার জন্য ছিলো কোনোরকম বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই গ্রহণ করার মতো প্রস্তাব। আমি প্রচ্ছদের জন্য অস্কার ডি লা রেন্টা-র তৈরি বার্গেন্ডি ভেলভেট পড়লাম। একদিনের জন্য আমি হারিয়ে গেলাম মেকআপ শিল্পী ও অনন্য ফ্যাশন জগতে। এ্যানী লেইবোভিটজ-এর তোলা ছবিগুলো ছিলো চমৎকার, যখন আমি নিজেকে খুবই অগোছালো অনুভব করছিলাম তখন সেই ছবিগুলো আমাকে সুন্দর করে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলো।

২১ সেপ্টেম্বর, যেদিন বিল নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘে উদ্বোধনী বক্তৃতা করলো, সেদিন যেনো একটি উদ্ভট প্রহসন মঞ্চায়িত হচ্ছিল। যখন স্টারের রিপোর্ট বিলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করাতে পারলো না, তখন রিপাবলিকান নেতৃত্ব গ্র্যান্ড জুরির সামনে বিলের সাক্ষ্য প্রদানের ভিডিও টেপটি ছেড়ে দিলো। বিশাল সাধারণ সভা কক্ষে বিলের প্রবেশের সাথে সাথে সবাই যখন দাঁড়িয়ে তাকে উচ্ছসিত সংবর্ধনা দিচ্ছিল, তখন সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেল একসাথে সেই ভিডিও টেপ সম্প্রচার করছিলো। বিল জাতিসঙ্ঘে তার আবেদনময়ী বক্তৃতায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের কথা এবং সবাইকে সেটার বিরুদ্ধে সমবেত হতে বলছিলো। আমি নিশ্চিত, গুটি কয়েক আমেরিকান সেদিন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সেই সতর্কবাণী শুনতে পেয়েছিলো। যখন বিল তার বক্তৃতা শেষ করলো; তখন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিনিধিগণ তাকে দীর্ঘক্ষণ উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়েছিলো। আন্তর্জাতিক সমকক্ষ ব্যক্তিদের কাছ থেকে এমন সংবর্ধনাই বিলের সময়োচিত নেতৃত্ব ও ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রমাণ করে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের পারমাণবিক কার্যক্রমকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পুরো উপমহাদেশ কীভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঝুঁকির দিকে যাচ্ছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য বিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সাথেও দেখা করলো। ইরাক জাতিসঙ্ঘের রেজুলেশন একের পর এক অমান্য করছে, সেটার কীভাবে জবাব দেয়া যায়– তা নিয়ে কফি আনানের সাথেও কথা বললো।

হোয়াইট হাউজে ফিরে এসে মনে হলো রিপাবলিকানদের প্রচারণা ভেস্তে গেছে এবং তা বিলের প্রতি আমেরিকার জনগণের সহানুভূতি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেই সন্ধ্যায় নেলসন ম্যান্ডেলা (তিনি তখন জাতিসঙ্ঘে এসেছিলেন) তার স্ত্রীসহ হোয়াইট হাউজে আমাদের কাছে বেড়াতে আসেন। আফ্রিকান আমেরিকান ধর্মীয় নেতাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ম্যান্ডেলা বিলের জন্য তার সত্যিকারের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথা বলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওই মহাদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিল যে অগ্রসর ভূমিকা রেখেছে তার প্রশংসা করে ম্যান্ডেলা নমনীয়ভাবে বলেন, 'আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে আমাদের নৈতিকতা আমাদেরকে আমাদের বন্ধুদের ছেড়ে দিতে অনুমতি দেয় না।' তিনি বিলের দিকে তাকিয়ে সরাসরি বললেন, 'এবং আমাদেরকে আজ রাতে বলতেই হবে, আপনার জীবনের এই কঠিন ও অনিশ্চিত সময়ে আমরা আপনার কথা ভাবছি।' ম্যান্ডেলা যখন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না– তখন প্রচুর হাসি ও করতালির সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবেই আমেরিকার জনগণের প্রতি অনুরোধ করলেন, ইমপিচমেন্টের এই প্রদর্শনী বন্ধ করতে। ম্যান্ডেলা, যিনি তার ক্রোধের প্রভু এবং যিনি তার নিজের জেলারদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, তিনি বলছিলেন দার্শনিকের মত।

তিনি বললেন, 'কিন্তু যদি আমাদের প্রত্যাশা, যদি আমাদের প্রেমময় প্রার্থনা ও স্বপ্ন বাস্তবে রূপ না নেয়, তাহলে আমাদের সকলের মনে রাখা উচিৎ যে, বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় মহীমা, কখনই যে পতিত হয়নি তার ভেতর নয়, সেটা আছে প্রতিবার পড়ে যাওয়ার পর আবার উঠে দাঁড়াবার ভেতর।'

আমি তখনও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। বিলকে ক্ষমা করে দেয়াটা ছিলো একটা চ্যালেঞ্জ; ডানপন্থীদের ভাড়া করা শিকারিকে ক্ষমা করে দেয়াটা মনে হচ্ছে আমার ক্ষমতার বাইরে। যদি ম্যান্ডেলা বিলকে ক্ষমা করতে পারেন, তাহলে আমিও তো চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু সেটা ছিলো খুবই কঠিন, এমনকি প্রচুর বন্ধুবান্ধব ও আদর্শ ব্যক্তিদের সাহায্যের পরও।

ম্যান্ডেলার সফরের কয়েক সপ্তাহ পরে দালাই লামা হোয়াইট হাউজে দেখা করতে আসেন। ম্যাপ রুমে তার সাথে আমার বৈঠকে, তিনি প্রার্থনা করার একটি সাদা ওড়না উপহার দেন এবং বলেন যে তিনি প্রায়ই আমাকে ও আমার সংগ্রামের কথা ভাবেন। তিনি আমাকে শক্ত হতে উৎসাহিত করেন। কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটিক দলের সদস্যরা আমার কাছে জানতে চেয়েছেন– আমার জন্য তাঁরা কী করতে পারেন। একজন কংগ্রেসম্যান বললেন, 'হিলারি, তুমি যদি আমার বোন হতে, তাহলে ক্লিনটনের ঠিক নাকে গিয়ে একটা ঘুষি মারতাম!' আমি তাকে বলেছিলাম, তার বিবেচনাকে আমি প্রশংসা করি, কিন্তু আমার তেমন সাহায্যের দরকার নেই। কিছু রিপাবলিকান আমাকে বিশ্বাস করে গোপনে বলেছিলেন যে, ইমপিচমেন্টের ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন।

www.pathagar.com

৭ অক্টোবর, নতুন হাউজ সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল আমার সাথে দেখা করতে আসেন। আমি আবারো ইয়োলো ওভাল রুমে তাদের সাথে সাক্ষ্যাৎ করি। তাঁরা দুঃচিন্তা করছিলেন যে, রিপাবলিকানরা মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেই ইমপিচমেন্ট ভোটের জন্য চাপ দিতে পারে। আমি যতটা পারলাম উদ্দীপ্ত করার মতো বক্তৃতা দিলাম। আমি বললাম, 'প্রেসিডেন্টকে তাঁর অফিস থেকে তাড়ানোর জন্য আমরা তাদেরকে হেনস্থা করতে দিতে পারি না। যেভাবে করছে সেভাবে নয়। আপনারা কংগ্রেসের সদস্য। আপনাদের কাজ হলো সংবিধানকে রক্ষা করা এবং দেশের জন্য যে কাজটি সঠিক সেটা করা। তাই, চলুন এর উপর দিয়েই হেঁটে যাই।' তারপর আমার পঁচিশ বছরের আগের সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তাদেরকে বুঝালাম। সংবিধান ইমপিচমেন্টের বিষয়ে কী বলেছে, সংবিধান রচয়িতারা ইমপিচমেন্টের ক্ষমতাকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে বলে ভেবেছিলেন এবং তারপর থেকে গত দুইশ' বছরের বেশি সময় ধরে সেটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নিউইয়র্কের সিনেটর আল ডি'অ্যামাতোকে হারানোর জন্য আমি চার্লস শুমারের নির্বাচনী প্রচারণায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলাম।

শুমারের জন্য তহবিল সংগ্রহের আমি নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম। আমি খেয়াল করলাম যে, আমার পা এতো ফুলে গেছে যে জুতো পরতে পারছি না। আমি হোয়াইট হাউজে ফিরে এসে ড. কনি মারিয়ানোকে দেখালাম। তিনি আমার পায়ে একটু নজর দিয়েই দ্রুত আমাকে বেথেসডা নেভাল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। দেশের সর্বত্র বিরামহীনভাবে উড়ে বেড়ানোর ফলে আমার পায়ে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছে কি না, সেটা দেখার জন্য আমাকে পাঠানো হলো। নিশ্চিত হয়েই ধরা পড়লো, আমার ডান হাটুর পেছনে বিরাট জমাটবাধা রক্ত এবং তার শিঘ্রই চিকিৎসা প্রয়োজন। ড. মারিয়ানো আমাকে অন্তত এক সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকতে বললেন এবং রক্ত পাতলা করার জন্য ওষুধ খেতে বললেন। যদিও আমি নিজের যত্ন নিজেই নিতে চাইছিলাম, কিন্তু আমি কোনো প্রচারাভিযান বাতিল করতে চাইলাম না। তাই আমাদেরকে সমঝোতায় আসতে হলো। আমার ওষুধপত্র ঠিক মতো নেয়া হচ্ছে কিনা সেটা তদারকি করার জন্য এবং আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি আমার সাথে একজন নার্স দিয়ে দিলেন।

নির্বাচনের দিন যতই সামনে এগিয়ে আসছিলো, জিওপি (গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি - রিপাবলিকান দল) স্ক্যান্ডালকে ভিত্তি করে বিশাল প্রচারণা চালালো। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো। ভোটাররা প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে রিপাবলিকান দলের রাজনৈতিক কৌশলে বেশি বিরক্ত হচ্ছিল। আমি বিশ্বাস করি, যদি ডেমোক্র্যাটরা আরো বেশি রিপাবলিকানদেরকে ইমপিচমেন্ট করার কথা বলতো, তাহলে আমরা আরো বেশি আসন পেতাম। তবে ওয়াশিংটনের প্রথাগত নিয়মের বাইরে গিয়ে কিছু করাটা একজন প্রার্থীর জন্য অনেকটা জুয়া খেলার মতো ব্যাপার। পণ্ডিতরা তখনই ভবিষ্যৎবাণী করছেন যে, রিপাবলিকানদের বিশাল বিজয় হবে।

নির্বাচনের দিন, এক্সিট পোল (ভোট প্রদানের পর, ভোটের ফলাফল অনুমান করার জন্য ভোট কেন্দ্রের বাইরে ফলাফল সম্পর্কে নমুনা জরিপ) আসতে শুরু করলো। বিল বেশ খোশ মেজাজে ছিলো। সে তার স্টাফদের সাথে ওয়েস্ট উইং-এ বসে ফলাফল দেখছিলো। একজন সাহায্যকারী বিলকে দেখিয়ে দিল কী করে ইন্টারনেটে ফলাফল দেখা যায়। বিল অধীর আগ্রহে কমপিউটারের সামনে বসে থেকে রাজনৈতিক ওয়েব

www.pathagar.com

সাইটগুলো দেখতে থাকলো। বরাবরের মতো, আমি নির্বাচনের ফলাফল দেখতে নার্ভাস হয়ে যাই। তাই আমি ম্যাগি ও শেরিল মিলসকে মুভি থিয়েটারে টনি মরিসনের উপন্যাস 'বিলাভড'-এর উপর তৈরি উইনফ্রের নতুন ছবিটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। আমরা রাতে যখন সবাই একত্র হলাম, তখন সুখবর ছিলো : ভোট ছিলো ঐতিহাসিক। ডেমোক্র্যাটরা হাউজে ৫টি আসন বাড়ালো এবং রিপাবলিকানদের মার্জিনকে কমিয়ে নিয়ে এলো : সেটা তখন ছিলো ২২৩ ও ২১১। সিনেটে রিপাবলিকানরা ৫৫ ও ডেমোক্র্যাটরা ৪৫-এ অটল থাকলো। সেই রাতে সবচেয়ে সুখবর ছিলো– চুক শুমার নিউইয়র্কে আল ডি'অ্যামাতোকে পরাজিত করেছেন। রিপাবলিকান ও মিডিয়া পণ্ডিতরা মনে করেছিলেন যে, ডেমোক্র্যাটরা হাউজে ৩০টি আসন পর্যন্ত এবং সিনেটে ৪ থেকে ৬টি আসন হারাবে। তার বদলে, ডেমোক্র্যাটরা হাউজে জিতেছে, ১৮২২ সালের পর এই প্রথম প্রেসিডেন্টের দল দ্বিতীয় টার্মে এমনভাবে বিজয়ী হয়েছে।

খুব তাড়াতাড়ি আরেকটি বিস্ময় এসে হাজির হলো। তিন দিন পর, ৬ নভেম্বর শুক্রবার, সিনেটর ময়নিহান নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী টেলিভিশন গেব প্রেসম্যানের সাথে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সেখানে তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি পঞ্চম টার্মের জন্য আর দাঁড়াবেন না। সাক্ষাৎকারটি শনিবার সকালে সম্প্রচার হবার কথা। কিন্তু খরবটি পাচার হয়ে গেছে।

শুক্রবার গভীর রাতে হোয়াইট হাউজের টেলিফোন অপারেটর রিপ্রেজেনটেটিভ চার্লি র‍্যাগেলের (যিনি হারলেম থেকে নির্বাচিত প্রবীণ কংগ্রেসম্যান এবং ভালো বন্ধু) কলটি আমার ফোনের সাথে সংযোগ করে দিলো।

'আমি এইমাত্র শুনলাম যে, সিনেটর ময়নিহান ঘোষণা দিয়েছেন তিনি অবসর নিচ্ছেন। আমি আশা করছি আপনি নির্বাচন করতে বিবেচনা করবেন। কারণ, আমি মনে করি আপনি জিততে পারবেন', তিনি বললেন।

'ওহ্, চার্লি', আমি বললাম। 'আপনি আমার কথা ভেবেছেন বলে আমি নিজেকে সন্মানিত মনে করছি। কিন্তু আমি আগ্রহী নই। এছাড়া আমাদের আরো কিছু কাজ বাকি আছে যেগুলো এখনি সম্পন্ন করতে হবে।'

'আমি জানি', তিনি বললেন। 'কিন্তু আমি সত্যিকার অর্থেই সিরিয়াস। আমি চাই আপনি এটা নিয়ে ভাবুন।'

তিনি হয়তো সিরিয়াস ছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো ময়নিহানের আসনে সিনেটর হিসেব নির্বাচনে দাঁড়ানোটা উদ্ভট, যদিও এই বিষয়টি এইবারই প্রথম উঠে আসেনি। এক বছর আগে, হোয়াইট হাউজে ক্রিস্টমাসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রধান ও আমার বন্ধু জুডিথ হোপ উল্লেখ করেছিলেন– সে মনে করে না যে ময়নিহান পুনরায় নির্বাচন করবেন। 'যদি তিনি নির্বাচন না করেন' সে বললো, 'আমি আশা করি তুমি নির্বাচন করতে পারবে।' সেই সময় আমি ভেবেছিলাম, জুডিথের মন্তব্যটি ছিলো কষ্টকল্পিত এবং আমি এখনও তাই ভাবছি।

আমার মনে তখন ছিলো অন্য বিষয়।

www.pathagar.com

পরিত্রাণের অপেক্ষায়

১৯৯৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন আরেকটি বিস্ময় সৃষ্টি করে যখন নিউট জিনরিচ সংসদের স্পিকার পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, তিনি কংগ্রেস থেকেও পদত্যাগ করবেন। প্রথমদিকে আমাদের দলের জন্য এটি ছিলো একটি বিজয়। লুইজিয়ানার বব লিভিংস্টোনকে স্পিকার পদ জিনরিচের উত্তরসূরী হিসেবে চিন্তা করা হলেও রিপাবলিকান দলের প্রধান শক্তি হুইপ টম ডিলে রিপাবলিকানদের প্রতি সবরকম সহযোগিতা থেকে বিরত থাকতে জোর দেন। আরস্কিন বউলস যখন জিনরিচকে প্রশ্ন কারণ, কেন রিপাবলিকানরা এই ধরনের অসাংবিধানিক এবং ভুল কাজ করবেন, জিনরিচের উত্তর ছিলো, 'কারণ আমরা করতে পারি'।

হোয়াইটওয়াটার তদন্ত এবং পলা জোনস্ মামলা যা নাকি সংবিধানকে ক্ষুণ্ন করেছিলো তা খুব শীঘ্রই হারিয়ে গেলো। জোনস-এর আইনজীবী বিচারক রাইটের মামলাটি খারিজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলো এবং গত কয়েক মাস ধরেই ইঙ্গিত করে যাচ্ছে যে ১ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়েই মামলার নিস্পত্তি হতে পারে। আইন সম্পূর্ণভাবে বিলের পক্ষে ছিল কিন্তু বিচারক প্যানেলের তিন জনের মধ্যে দুইজন ছিলো রিপাবলিকান সদস্য। হোয়াইটওয়াটার সম্পর্কীয় মামলা হতে হেনরি উডস্‌কে বাদ দেওয়ার পেছনে তাদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এইসব ভেবে বিল খুব চিন্তিত ছিল। নভেম্বরের ১৩ তারিখে বিলের উকিল বব বেনেট জানান যে, জোনস্ ৮৫০,০০০ ডলারের বিনিময়ে তার মামলার নিস্পত্তি ঘটাতে রাজি আছেন। জিতে যাওয়া একটি মামলার নিস্পত্তি এভাবে হওয়া বিলের অপছন্দ ছিলো কিন্তু তার কাছে এই মামলার তাৎক্ষণিক সমাপ্তি ঘটানোর জন্য আর কোন পথ ছিলো না। সে কোনরকম ক্ষমা প্রার্থনা বা ভুল কাজ করার স্বীকারোক্তি দেয়নি। বেনেট সোজাসুজি বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এ বিষয়ে তিনি আর কোনো সময় ব্যয় করতে প্রস্তুত নন।'

কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি আশা করে যাচ্ছিলাম যে, হাউজ জুডিসিয়ারি কমিটি ১৯৭৪ সালে নিক্সন বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট অভিযোগ অনুসন্ধান এর ফলাফল সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করবে। কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে তাদের নিজস্ব অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করা। অন্যান্যদের অভিযোগ অনুযায়ী মামলার কাজ চালিয়ে যাওয়া নয়। যখন কমিটি ঘোষণা করে যে, রাজসাক্ষী হিসেবে কেনিথ স্টারকে ডাকবে তখন আমি প্রচন্ড বিরক্ত হয়েছিলাম। স্টার টানা দুই ঘণ্টা তার বক্তব্য রেখেছেন এবং বাকি সময় কমিটির সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। রাত প্রায় ৯টার দিকে ডেভিড কেনডেলকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো স্টারকে প্রশ্ন করার।

www.pathagar.com

সোভিয়েত পদ্ধতির এই মামলায়, স্টার স্বীকার করেছেন যে, গ্র্যান্ড জুরিবর্গের সামনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন সাক্ষীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। তার নতুন কোনো কিছুই যোগ করার ছিলো না। কিন্তু তিনি ঘোষণা করেন যে, ওআইসি শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টকে 'ট্রাভেলগেইট' এবং 'ফাইলগেইট' অনুসন্ধান বিষয়ক মামলায় ইমপিচমেন্ট করা যায় এরূপ অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসম্যান ম্যাসাচুসেটস-এর বারনি ফ্র্যাঙ্ক, স্টারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তিনি কখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্টার এর উত্তর ছিলো, 'কয়েক মাস পূর্বে।'

পরবর্তী প্রশ্ন ছিলো, 'আপনি যেখানে প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য করছিলেন সেখানে হঠাৎ কেন নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিলেন... নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ পরেই বা এই ব্যাপারে কি করবেন বলে মনে করেন?' এই ব্যাপারে তার কোনো মন্তব্যই তার ছিল না।

পরের দিন ওআইসি-এর পরামর্শদাতা স্যাম দাশ, স্টারের জবানবন্দির প্রতিবাদে পুনরায় দস্তখত করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালের সিনেটে ওয়াটারগেইট কমিটির প্রধান উপদেষ্টা মি. দাশ, ইমপিচমেন্ট কার্যপদ্ধতিতে স্টার-এর ক্ষমতার অপব্যবহার এর অভিযোগ জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। তাঁর পদত্যাগ কোনো তক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। চারশ' ইতিহাসবিদের লিখিত একটি চিঠি, যাতে সাক্ষর করেন কিছু খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, কংগ্রেসকে ইমপিচমেন্ট অভিযোগ তুলে নেয়ার দাবী করেন।

ডিসেম্বরের শুরুর দিকে উপরাষ্ট্রপতির পিতা আলবার্ট গোর একানব্বই বছর বয়সে তাঁর বাসগৃহ টেনেসিতে মৃত্যুবরণ করেন। ডিসেম্বরের আট তারিখে বিল এবং আমি ওয়ার মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত শোক সভাতে যোগদান করবার জন্য ন্যাশভিলে যাত্রা করি। পতাকা দিয়ে ঢাকা মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আল গোর তাঁর বাবার জীবন সম্পর্কে বলেন, যে তার বাবা এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ করার কারণে ১৯৭০ সালে তাঁর সিনেটর পদের আসন হারান। গোর তাঁর হৃদয় থেকে সুখ ও দুঃখ সমন্বিত একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন যা ছিলো তাঁর মুখ থেকে শোনা শ্রেষ্ঠ বক্তৃতার একটি।

ইমপিচমেন্ট অভিযোগের ঘটনার পর গোর-এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিলো। বিলের অপরাধ স্বীকারের ঘটনায় আল এবং টিপার যথেষ্ট আহত হলেও তারা ব্যক্তিগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে সব সময় সমর্থন দিয়ে গেছেন। যখনই আমরা তাদের সঙ্গ কামনা করেছি, তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কখনো আমরা সাহায্য চেয়েছি আর কখনো তারা নিজেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে নিজ থেকে এগিয়ে এসেছেন।

ডিসেম্বরের ১১ থেকে ১২ পর্যন্ত জুডিসিয়ারি কমিটি ইমপিচমেন্ট সংক্রান্ত চারটি আইনের ধারা ভোটের জন্য হাউজে পেশ করেছে। আমাদের কাছে এটা আশ্চর্যকর মনে হয়নি; যদিও আমরা আশা করেছিলাম যে, নিন্দার বিরুদ্ধে আমরা যথেষ্ট সমর্থন পাবো।

কংগ্রেস যখন ইমপিচমেন্ট বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলো, বিল এবং আমি আমাদের সরকারী দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করেছিলাম। আমি ফার্স্ট লেডী হিসেবে আমার দায়িত্বকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলাম। হারিকেন জর্জেস-এ ক্ষতিগ্রস্থ

www.pathagar.com

পোর্টোরিকো, ওমিনিকান রিপাবলিক এবং হাইতির মানুষের জন্য ত্রাণকার্য করার তহবিল সংগ্রহের জন্য কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আমি সংকল্পবদ্ধ ছিলাম।

ডিসেম্বরের ১২ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত বিল এবং আমি মধ্যপ্রাচ্য সফর করি। আমরা প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন 'বিবি' নেতানিয়াহু এবং তার পত্নী সারার সঙ্গে মাসাদাতে গমন করি। মাসাদা একটি পবিত্র স্থান যা বিল এবং আমি ১৭ বছর পূর্বে ভ্রমণ করেছিলাম।

পূর্বের সফরে আমরা বেথলেহ্যাম ভ্রমণ করেছিলাম। এবার আবারও আমরা ইয়াসির আরাফাতের সাথে সেখানে গেলাম চার্চ অফ দ্যা নেটিভিটি পরিদর্শন করতে। সেখানে আমরা ফিলিস্তিনী ক্রিশ্চানদের সাথে ধর্মীয় সঙ্গীতে অংশ নেই, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার কামনায়।

আমরা সদ্যনির্মিত গাজা বিমানবন্দরে অবতরণ করি, কারণ বিলের ফিলিস্তিনী জাতীয় পরিষদ ভাষণ দেবার এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনীদের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা ছিল। বিমানবন্দরের উদ্বোধনটিও ছিল একটি চমৎকার ঘটনা যা ছিলো আরাফাত এবং নেতানিয়াহুর মধ্যে সমঝোতা যা বিল তৈরি করেছিলো ফিলিস্তিনীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য।

সেই সময়ে মধ্যপ্রাচ্য শান্তির ব্যাপারে ওয়াশিংটনের সমর্থনের চিত্র তুলে ধরলেও বিল সাদ্দাম হুসেনকে নজরে রাখছিলো।

সাদ্দাম হুসেন ইরাকে জাতিসংঘ পরিদর্শকদেরকে অস্ত্র পরিদর্শনে সহযোগিতা করতে অসম্মত হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল সাদ্দামের জন্য সবচেয়ে খারাপ সময়। এই সময়ে রাষ্ট্রপতির এই ধরনের যেকোনো সিদ্ধান্তকে ধরা হতো কংগ্রেসকে বিভ্রান্ত করা। অপরদিকে এই সময়ে বিল যদি ইরাকে আকাশ পথে আক্রমনের কথা চিন্তা করে তখন ওই সিদ্ধান্তকে ধরা হতে পারে রাজনৈতিক জটিলতাকে উপেক্ষা করার জন্য সৈন্যদেরকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া। ইসলামের পবিত্র মাস রমযান তখন শুরু হবে এবং ইরাককে আক্রমণের একটি সুযোগের পথ তখন বন্ধ। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে বিলের সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনী জানালো যে, সঠিক সময় এসেছে। বিল আদেশ দিলো আকাশ পথে আক্রমণ চালিয়ে ইরাকের জানা এবং অজানা সব অস্ত্র ভাণ্ডার ও সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করে দিতে।

যখন বোমা আক্রমণ শুরু হলো, রিপাবলিকান নেতারা ইমপিচমেন্ট বির্তক স্থগিত করে ফেললো। রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জোয়েল হ্যাফলি বললেন 'ক্লিনটনের ইরাকে বোমা আক্রমণের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের জন্য'। সিনেটে রিপাবলিকান নেতা ট্রেন্ট লট্ জনসম্মুখে রাষ্ট্রপতিকে দোষারোপ করে বললেন, 'সময় এবং সিদ্ধান্ত উভয়ই প্রশ্নের মুখোমুখি।'

ডিক জেপার্ডের সাথে কথা বলবার সময় আমি বলেছি, 'আপনারা সকলে বিল ক্লিনটনের উপর অসন্তোষ্ট থাকতে পারেন। অবশ্যই আমি নিজেও তার কর্মকাণ্ডে খুশি নই। কিন্তু রাজদ্রোহিতার অভিযোগ কোনো সমাধান নয়।'

আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে ছিলাম যে, আমরা সকলে আমেরিকান নাগরিক এবং একই আইনের মধ্যে বাস করি, একই আইন মেনে চলি। সরকারকে নিয়মানুযায়ী চলতে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। ইমপিচমেন্ট অপবাদ দেওয়া ছিলো একটি দলের

www.pathagar.com

পরিকল্পনা যা রাষ্ট্রপ্রতির সম্মান ও একই সঙ্গে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিবেশ, পূর্ব আয়ারল্যান্ড শান্তি অন্বেষণ, বলকান অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি যার জন্য ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে আছে– তা সব ধ্বংস করার পরিকল্পনা। আমরা তা হতে দিতে পারি না, আর এত কিছুর ওপর বিল ক্লিনটন নিজেও পদত্যাগ করতে পারেন না।

১৯৯৯ সালের ৭ জানুয়ারি সিনেটের মামলা শুরু হলো। প্রধান বিচারপতি উইলিয়াম রেনকুইস্ট সিনেট চেম্বারে উপস্থিত হন।

আমি এই মামলাটি টেলিভিশনে দেখা বন্ধ করে দিলাম হঠাৎ করেই। কারণ হলো- সংবিধানের অবমাননা, এবং অবান্তর অভিযোগে ভরপুর এই মামলা শুধু ক্ষতিই ডেকে আনতে পারে।

সংবিধানের নিয়মানুযায়ী সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না পেলে রাষ্ট্রপতিকে তার পদ থেকে সরানো যায় না। আমেরিকার ইতিহাসে এরকম কখনো হয়নি। আমি চাচ্ছিলাম এই রকম ঘটনা যেন এখনো না ঘটে।

আরকানসাসের সাবেক সিনেটর ডেল বামপারস বিল ক্লিনটনের পক্ষে একটি অসম্ভব শক্তিশালী ভাষণ দেন। একজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বামপার আরকানসাসের ইতিহাস এবং আমেরিকার ইতিহাস– এইসব কিছুকে সামনে রেখে বিলের পক্ষে সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন। তিনি শুধু আমাদের মনে করিয়েছেন যে, সংবিধানেরই বিচার হচ্ছে। তার আত্মজীবনি 'দ্যা বেস্ট লইয়ার ইন এ ওয়ান লইয়ার টাউন'। বিল তাকে নিজের জন্য কথা বলার অনুরোধ জানায়। বামপারের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষমা করার গুন– এসব কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

মামলার পুরো সময়টা আমি কখনো ভাবিনি যে, আমরা হেরে যাবো। প্রতিদিনই আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এই প্রসঙ্গে স্কুল বইয়ের একটি প্রবাদ আমার মনে পড়ছিল, 'আস্থা রাখা হচ্ছে দুইটি ফলাফলের একটিকে মেনে নেয়ার ক্ষমতা– তোমরা হয়তো শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে পারবে অথবা শূন্য উড়ে যাওয়া শিখবে।'

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান

নিউইয়র্ক সিনেট প্রতিযোগিতায় আমার অংশগ্রহণে ক্যাপিটাল হিলের উপর সাংবিধানিক প্রভাব একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। সিনেটর ময়নিহান-এর স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো উৎসাহ তখনও আমার ছিলো না। কিন্তু ১৯৯৯ সালের শুরুর দিকে ডেমোক্র্যাটদের কার্যকলাপ আমার মত বদলে দেয়। সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা টম ডাশেল, যার নেতৃত্ব আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। একই উৎসাহ পেয়েছিলাম অন্যান্য ডেমোক্র্যাট সদস্য এবং দেশের সর্বত্র থেকে। এতটা মনোযোগ পাওয়াটা সত্যিই আনন্দদায়ক ছিলো। আমি ভাবছিলাম যে নিউইয়র্কের অন্য ডেমোক্র্যাটরাও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেবার সমান যোগ্যতা রাখেন। এই তালিকার শীর্ষে ছিলেন কংগ্রেসের মহিলা সদস্য নিতা লোয়ি, নিউইর্য়ক স্টেইট কন্ট্রোলার এইচ. কার্ল ম্যাক্‌কল এবং হাউসিং এন্ড আরবান ডেভেলপমেন্টের সেক্রেটারি এন্ড্রু কুওমো।

যেকোন ডেমোক্রেটিক প্রার্থীর জন্য জিওপি প্রার্থী নিউইর্য়ক সিটি মেয়র রুনডলফ জিলিয়ানী একজন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিলেন। দলের সদস্যরা অনেক পুরানো একটি ডেমোক্রেটিক পদ হারানোর ভয়ে ছিলেন এবং তাই একজন শক্তিশালী প্রার্থীকে বিরোধিতা করছিলো। সেদিক থেকে আমি ছিলাম একজন যোগ্য প্রার্থী। জিলিয়ানীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাবার জন্য আমার খ্যাতি যথাযথ ছিলো।

রোববার, জানুয়ারির ৩ তারিখের অতিথি ছিলেন নিউজার্সির সিনেটর রবার্ট টরিশেলী। তিনি ডেমোক্রেটিক সিনেটোরিয়াল ক্যামপেইন কমিটির প্রধান হিসেবে প্রার্থী মনোনয়ন করা এবং ডেমোক্রেটিক ক্যামপেইনের অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন। এন বি সি এর ' মিট দ্যা প্রেস'-এর উপস্থাপক টিম রুসার্টি জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রতিযোগিতার ব্যাপার, টরিশেলী তাকে বলেছিলেন যে, তিনি মনে করেন আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো।

আমি যখন তার এই মন্তব্য শুনেছিলাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম 'বব আপনি আমার জীবন সম্পর্কে বলে বেড়াচ্ছেন, আপনি তো জানেন যে, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না, আপনি কেন এই সব বলছেন? টরিশেলী প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, বিষয়টি একটি আলোচনার ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। এন্ড্রু কুওমো এবং কার্ল ম্যাক্‌কল নিজেদেরকে প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে নিলেন। নিতা লোয়ি ঠিক করলেন যে, তিনি নিজের প্রচারকার্য নিজে করবেন কি না তা ঠিক করবার আগে আরো অপেক্ষা করে দেখবেন।

www.pathagar.com

এই ধরনের প্রতিটি মন্তব্য, আলোচনা এবং আমার ব্যাপারে উৎসাহ আমার প্রতিযোগিতায় নামার ব্যাপারে প্রভাব ফেলছিলো। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছিল।

আমার যে কয়েকজন বন্ধু ছিলেন তারা আমাকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলছিলেন। ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর জর্দানের রাজা হুসেনের মৃত্যুর পর বিল এবং আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থগিত রেখে জর্দানের রাজধানী আম্মানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এয়ারফোর্স ওয়ানে সাবেক রাষ্ট্রপতি ফোর্ড, কার্টার এবং বুশও সফর করলেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য যে দু'জন সহযোগিতা করার মতন ছিলেন উভয়ই মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁরা ছিলেন ইসরাইলি নেতা রবিন এবং রাজা হুসেন। আম্মানের সড়কে ছিলো শোকাহত লোকের ভিড়। কালো পোষাক এবং মাথায় সাদা স্কার্ফ পরিহিতা রাণী নূর স্বামীকে শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য আসা সকলকে বরণ করছিলেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে রাজা তাঁর বড় ছেলে আব্দুল্লাহ্‌কে তাঁর উত্তরসূরী করে গিয়েছিলেন। রাজা আব্দুল্লাহ্ এবং তাঁর রাণী দায়িত্বের সাথে তাদের কাজ করে যাচ্ছিলেন।

রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিয়ে আমরা যখন দেশে ফিরে এলাম তখন আমাদের পরিবারের জন্য ইমপিচমেন্ট মামলাটি কালো মেঘের মতো অপেক্ষা করছিলো। বিল এবং আমি তখনও আমাদের সম্পর্ককে মজবুত করার চেষ্টা করছিলাম আর ক্যাপিটাল হিল-এর ঘটনার প্রভাব থেকে চেলসিকে রক্ষা করছিলাম। এই সব চাপের প্রভাব আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। আমি সিনেট প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কথা চিন্তা করছিলাম যা কিনা তৎক্ষণাৎ এবং ভবিষ্যত উভয়ের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো।

নিউইয়র্ক রাজনীতির একজন দক্ষ ব্যক্তিত্ব হ্যারল্ড আইকস্-এর সঙ্গে আলোচনার পর বুঝতে পারলাম যে, জনগণের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে প্রচারকার্যের কথা চিন্তা করতে হবে। যদিও হ্যারোল্ড একজন অমায়িক ও হাসি-খুশি মানুষ কিন্তু তার কথা ছিলো প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং সোজাসুজি।

হ্যারল্ড এবং আমি ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওইদিন সিনেট ইমপিচমেন্টের উপর ভোট দিবে বলে ঠিক করলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে সিনেটের এক বিশাল অংশ সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের রায় দেবেন, এর জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। একই সময় নিউইয়র্ক সিনেট প্রচার কার্যের ব্যাপারে হ্যারল্ডের উপদেশ শুনতে হচ্ছিল। তিনি নিউইয়র্কের একটি বিশাল মানচিত্র বিছালেন এবং আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা সেটি পর্যবেক্ষণ করলাম উনার মতামত শুনতে শুনতে। উনি চিহ্নিত করছিলেন কি ধরনের সমস্যা আমাকে মোকাবিলা করতে হতে পারে। উনি মউনটাক শহর থেকে প্ল্যাটস্‌বার্গ থেকে নায়গ্রা জলপ্রপাত পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল চিহ্নিত করলেন যার মানে দাঁড়ালো, নিউইর্য়কের ১ কোটি ৯০ লাখ মানুষের উদ্দেশ্যে প্রচারকাজ চালাতে হলে আমাকে স্বয়ং ৫৪,০০০ বর্গ মাইল ভ্রমণ করতে হবে। তার উপর আপস্টেইট নিউইয়র্ক এবং সার্বার এলাকার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক পার্থক্য সম্পর্কে আমাকে ভালো জ্ঞানার্জন করতে হবে। নিউইয়ক শহর হচ্ছে একটি আলাদা জগৎ। পাঁচটি বিশাল এলাকা যেন একেকটি স্বতন্ত্র স্টেইট যারা নিজ নিজ চাহিদা এবং পরিচয় নিয়ে একে অপরের থেকে পৃথক স্বত্বের অধিকারী।

www.pathagar.com

আমাদের ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় হ্যারল্ড প্রতিযোগিতার সুবিধা-অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করেন। আমি নিউইয়র্কের অধিবাসী নই এবং কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি এবং আমার বিপক্ষে ছিলেন শক্তিশালী জিলিয়ানী। কোনো মহিলা কখনো এই পদে নিউইয়র্কে স্থান করে নিতে পারেন নি। ন্যাশনাল রিপাবলিকান দল যারপরনেই চেষ্টা করবে আমাকে এবং আমার রাজনীতিক হটিয়ে দিতে। এই প্রচারকার্যটি খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং নাটকীয় হয়ে দাঁড়াবে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিলো আমি ফার্স্ট লেডী থাকা অবস্থায় কিভাবে নিউইয়র্কে প্রচারকার্য চালাবো?

'আপনি একজন আদর্শ প্রার্থী হবেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না হিলারি' হ্যারল্ড বললেন।

আমিও জানিনা।

সেদিন দুপুরে ইউ এস সিনেট বিলের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট অভিযোগের ফলাফল প্রকাশ করলো। ফলাফল বিলের পক্ষে গিয়েছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা বলে সর্বাধিক ভোট পড়ে। এটি আমার জন্য অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক সংবাদ ছিলো।

আমি তখনও সিদ্ধান্ত নেই নি সিনেট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো কিনা। হ্যারল্ডকে ধন্যবাদ- কারণ তার সাহায্যের জন্যই আমার কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। মামলাকে পেছনে ফেলে এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে ভাবার সময় হয়েছিলো। জানুয়ারির ১৬ তারিখে আমার অফিস একটি বিবৃতি প্রকাশ করে এবং জানায়, আমি পদপ্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে আরো মনোযোগ সহকারে সবকিছু চিন্তা করবো এবং বছরের শেষদিকে সিদ্ধান্ত নেব।

হ্যারল্ড আমাকে শতাধিক নিউইয়র্ক বাসীর তালিকা দেন যোগাযোগ করবার জন্য এবং ফেব্রুয়ারির শেষার্ধে আমি তাদের প্রত্যেককে ফোন করে এবং দেখা করে জনসংযোগ শুরু করলাম। শুরু করলাম সিনেটর ময়নিহান এবং তাঁর স্ত্রী লিজকে দিয়ে, যিনি তার স্বামীর প্রচারকার্য পরিচালনা করে সফলতা পেয়েছিলেন। সিনেটর ময়নিহান আমাকে জোরালো সমর্থন প্রদান করেন। আমি সাবেক নিউইয়র্ক সিটি মেয়রগণ, এড কচ্ এবং ডেভিড ডিনকিন-এর সঙ্গেও আলাপ করি। তারা সবার সমর্থন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। নিজের প্রচারকার্যে সদ্য সাফল্যপ্রাপ্ত সিনেটর স্কুমারও অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করেন।

প্রচুর উৎসাহী লোকের পাশাপাশি আরো অনেকে ছিলেন যারা আমাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য সমানতালে কাজ করে যাচ্ছিলেন। আমার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না, গত কয়েক বছরের সমস্যায় জর্জরিত হবার পর আবার কেন আমি সিনেট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। সিনেটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার জীবন আরো জটিল, নিরাপত্তাহীন ও বিষাদময় করে তুলবে। খুব ভোরে প্রচার কার্য শুরু হবে এবং শেষ হবে আরেক ভোরের শুরুর আগ মুহূর্তে। এই প্রচারকার্যের ফলস্বরূপ আমাকে দিনের পর দিন সফর করতে হবে, খেতে হবে বিমানের ক্যান্টিনের খাবার, এবং স্টেইট এর বাইরের বন্ধুদের উপর ভরসা করে থাকতে হবে, যারা আমার সুবিধা-অসুবিধা দেখবেন। সবচেয়ে দুঃখজনক হবে, ওয়াইট হাউজের শেষ বছরটি আমাকে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকতে হবে।

ম্যান্ডি গ্রুনওয়াল্ড ছিলেন একজন দক্ষ সংবাদ মাধ্যমে বিষারদ, যিনি নিউইয়র্কে বড় হয়েছেন এবং সিনেটর ময়নিহানের সদ্য শেষ হওয়া প্রচারকার্যে সাহায্যকারী। তিনিও

www.pathagar.com

হ্যারল্ডের সাথে একমত হলেন। তিনি বললেন যে আমাকে নিউইয়র্কের আক্রমণাত্মক প্রেসের মুখোমুখি হতে হবে। ম্যান্ডি আরো বললেন, নতুন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমাকে সুযোগ দেয়া হবে না, নিউইয়র্ক প্রেস কখনো ভুল এড়িয়ে যায় না। তারা সবকিছুকে প্রচার করে এবং তাদের সংবাদ বুলেটিংয়ে সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করে। তারপর রেডিও বির্তক অনুষ্ঠানগুলোর উপস্থাপকগণও তাদের সুযোগ নেন। এখানেই শেষ নয়। ফার্স্ট লেডি হিসেবে সিনেটে লড়াইয়ের জন্য আমি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আলোচনার সম্মুখীন এবং ঝামেলা পোহাবো। দেশের এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেগুলো আমার ওয়াইট হাউস বাসভবনে ভীড় করবে সাক্ষাৎকারের সুযোগ নিতে।

নিউইয়র্কের সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক ধারাও আমাকে চিন্তিত করে তুলছিলো। বিজ্ঞ নিউইয়র্ক বাসীরা বলছিলেন যে, আমি কখনোই পারবোনা কারণ, আমি আইরিশ, ক্যাথলিক বা জুইশ নই এবং এই ধরনের সাম্প্রদায়িক একটি স্টেইট-এ জয়লাভ করবার জন্য সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের প্রয়োজন।

নিউইয়র্কের ঘোলাটে রাজনৈতিক আবহ আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয় নিউইয়র্ক সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহল অনেকে বললেন, নিউইয়র্কের সমাজে নানা প্রকৃতির জনগোষ্ঠীর বসবাস। তাদের রয়েছে সম্প্রদায়গতও গোষ্ঠী প্রীতি। ফলে আমি যেহেতু ক্যাথলিক, ইহুদী কিংবা অন্যকোনো গোষ্ঠীগত পরিচয় বহন করি না, সুতরাং নিউইয়র্কে গিয়ে ওঠা আমার জন্য খুব কঠিন হবে।

বসন্ত কালের শুরুতে আমিও আমার প্রচারকার্যের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে আমি সকল উপদেষ্টা, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম এবং এক সময় তা আমার ভবিষ্যত নিয়ে একটি বিতর্কে পরিণত হয়েছিলো। ইতোমধ্যে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছিলো যার বিষয়বস্তু ছিলো 'স্ত্রীর সমস্যা'। আমার ক্ষেত্রে এটি ছিলো অমূল্যায়ন। একজন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বির স্বামী বা স্ত্রীর ভূমিকা নির্ণয় করা খুব কঠিন কাজ। অনেকে মনে করেন যে, বিল নিউইয়র্ক এবং দেশব্যাপী এতটাই জনপ্রিয় যে, আমার নিজস্ব কোনো জনপ্রিয়তা মাপার উপায় নেই, কেননা আমি বিলের বউ। আবার অনেকে মনে করেন যে, তাকে নিয়ে যে বির্তক চলছে তা আমাকে আমার কার্যসাধনে সাহায্য করবে। আমি যদি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করি তখন কি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আমার পেছনে নীরব বসে থাকবেন? নাকি কোনো মন্তব্য করবেন?

আমার 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ' সময়টা একটা সুবিধা দিয়েছিলো, যা ছিলো বিলের সঙ্গে আমার ভবিষ্যত নিয়ে কথোপকথন ও চিন্তাভাবনা। সে সাহায্য করার জন্য উদগ্রীব ছিলো আর আমিও তার অভিজ্ঞতাকে স্বাগতম জানিয়েছিলাম। বিল সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করছিলো। আমি এতদিন বিলের জন্য যা করছিলাম এখন সে আমার জন্য সেই দায়িত্ব পালন শুরু করলো। সে তাঁর উপদেশ দেবার পর আমি আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আমরা উভয়ে জানতাম যে আমি প্রতিযোগিতায় নামালে আমি নিজ দায়িত্বে চলবো যা আমি আগে কখনো করিনি। কাজটা সঠিক সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছিল এটি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল এটি ভুল।

www.pathagar.com

আমার চৈতন্যোদয় প্রয়োজন ছিলো আমি তা পেয়েছিলামও কিন্তু কোনো রাজনৈতিক উপদেষ্টা বা ডেমোক্র্যাটিক নেতার কাছে থেকে নয়। মার্চে আমি নিউইয়র্কে যাই কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড় বিলি জিন কিং-এর সঙ্গে এইচবিও-তে খেলাধূলায় মহিলাদের ভূমিকার উপর একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। ম্যানহাটনের চেলসি এলাকার ল্যাব স্কুলের জমায়েত প্রচুর মহিলা ক্রিড়াবিদ উপস্থিত হয়। এক ব্যানারে লেখা ছিলো 'ডেয়ার টু কমপিট' যা ছিলো এইচবিও-এর ছবির নাম। মহিলা বাস্কেটবল দলের অধিনায়ক সোফিয়া টটি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি যখন তার সঙ্গে করমর্দন করতে যাই তখন তিনি আমার দিকে ঝুঁকে আমার কানে কানে বললেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহবান জানাছি মিসেস ক্লিনটন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান।'

তার এই মন্তব্য আমার দৃষ্টি খুলে দিলো। আমি অনুষ্ঠান শেষে এই চিন্তাই করছিলাম, আমি সব সময় মহিলাদেরকে যে উৎসাহ দিয়ে এসেছি তা করতে আমি নিজেই কেন ভয় পাবো? আমি এই প্রতিযোগিতায় সন্দিহান হচ্ছি কেন? আমি আরও মনোযোগী হচ্ছি না কেন এই ব্যাপারে? হয়তো আমার উচিত হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাই আহবান করলাম গ্রহণ করা।

কিছু লোক বলেছিলো যে, সিনেট নির্বাচনে আমার অংশগ্রহণ হোয়াইট হাউজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। কিন্তু যতধরনের ব্যাপার নিয়ে আমি কাজ করি তার সবই ইউ এস সিনেট কর্তৃক প্রভাবিত। আমি নিজে সিনেটর না হলেও, আমার যুক্তি বুঝানোর জন্য যারা সিনেটর তাদের বলবো।

বব্ রুবিন আমাকে বলেছিলেন, 'ইউ.এস. সিনেট পৃথিবীর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগঠন। 'এখানে মনোনীত হয়ে কাজ করা একটি বিরাট মর্যাদার ব্যাপার। আমি তার সাথে একমত ছিলাম।

এপ্রিলের ২০ তারিখে কলোরাডোর কালাম্বাইন হাই স্কুলের ২ জন ছাত্র তাদের ক্লাসের সবার উপর গুলিবর্ষণ করে এবং স্কুলকে জিম্মি করে রাখে, কয়েকঘণ্টা পর তারা আত্নসমর্পণ করে। এই ঘটনায় ১২ জন ছাত্র এবং ১ জন শিক্ষক নিহত হন। এই কিশোররা নিজেদেরকে অবহেলিত এবং অসহায় ভাবতো এবং এই ধরনের একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে সবার উপর শোধ নেয়। তাদের কাছে ছোট বন্দুক, শর্টগান এবং অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র থাকতো যা তারা তাদের লম্বা কোটের ভেতরে লুকিয়ে রাখতো।

এই ঘটনার ১ মাস পর বিল ও আমি লিটলটন, কোলরাডোতে দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেই সকল শোকাহত, দুঃখী বাবা-মা কে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সন্তান হারিয়ে তারা কত অসহায় ও কষ্টের জীবন যাপন করছেন। বিল এবং আমাকে সেখানকার বাবা-মা এবং কিশোর-কিশোরীরা অনুরোধ করলেন এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে এবং নিহতদের জীবনদান যেন বৃথা না যায়। তারা বললো, 'হিংস্রতার সংস্কৃতি আমাদের দিও না, সভ্যতার সংস্কৃতি দাও।'

কলোম্বীয় স্কুলের অস্ত্র সন্ত্রাস এর দুর্ঘটনা আমেরিকার হাই স্কুল পর্যায়ে প্রথম বা শেষ ঘটনা নয়। কিন্তু এই ঘটনা সরকারী পর্যায়ে হিংস্র ও বিপজ্জনক স্কুল ছাত্রদের হাত থেকে অস্ত্র তুলে নেয়ার তৎপরতা জাগায়। বিল এবং আমি উভয়দলের চল্লিশ জন কংগ্রেস সদস্যকে নিয়ে একটি বৈঠকে হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখি যে, অস্ত্র ক্রয় করার বৈধ বয়স একুশ বছর করা এবং মাসে একটি ক্রয় করার সীমাবদ্ধতা করা। আমি টেলিভিশন, সিনেমা এবং ভিডিও গেইমস-এ হিংস্রতা পরিবেশনের বিরুদ্ধে

জোর দেই। এই ব্যাপারে জনসাধারণ সোচ্চার হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস দু'টি বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়- তথাকথিত অস্ত্র প্রদর্শনী বন্ধ করা যা কোনো রকম অনুসন্ধান ছাড়া অস্ত্র বিক্রিকে রোধ করবে এবং অস্ত্রে 'শিশু নিরাপত্তা চাবি' থাকবে।

মে মাসে সিবিএস-এর উপস্থাপক ড্যান রাথারকে আমি বলেছিলাম, সিনেটে যদি আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি, তবে সেটা হবে লিটলটনের মত স্থান থেকে আমি যা শিক্ষা পেয়েছি তার জন্য, ওয়াশিংটনে থেকে আমি যা দেখেছি তার জন্য নয়।

সিনেটর নির্বাচন ঘনিয়ে এলো। জুলিয়ানি টেক্সাসে গভর্নর জজ ডাবলু বুশ-এর সাথে মিলিত হন। মেয়রও ঘোষণা দেন যে, তিনি তার প্রচারকার্যের তহবিল সংগ্রহের জন্য আরকানসাস-এ যাবেন। এটি খুবই চমৎকার পরিকল্পনা- যা তাকে এনে দেবে খ্যাতি ও অর্থ এবং আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বাদ। রিপাবলিকান লোয়ী, কংগ্রেসের একজন অন্যতম খ্যাতিমান সদস্য, ঘোষণা করেন যে তিনি লড়বেন না। জুন মাসে আমি আমার প্রচারকার্যের প্রতি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেই, ঘোষণা দেই যে আমি একটি এক্সপ্লোরেটরি কমিটি গঠন করবো। প্রচার মাধ্যমে অভিজ্ঞ মেনেডি গ্রুনওয়াল্ড এবং মার্ক দেন, আমার সাহায্যের জন্য নেয়া হলো- যারা বিলের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, আমার সাহায্যের জন্য তাদের নেয়া হলো। তাদের সাথে আমি সম্ভাব্য নির্বাচন প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেয়া শুরু করলাম।

হোয়াইট হাউজের দিনগুলোতে ব্রডওয়ে শো, মিউজিয়াম দেখার জন্য আমি প্রায়ই আমার মা এবং চেলসিকে নিয়ে নিউইয়র্ক শহরে বেড়াতে যেতাম। সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়ার অনেক আগে থেকেই আমরা চিন্তা করতাম যে বিলের অবসর গ্রহণের পর আমরা নিউইয়র্কে বাস করার সম্ভাব্য জায়গার তালিকার মধ্যে রাখবো। বিল যখন তার রাষ্ট্রীয় পাঠাগার আরকানসাস-এ তৈরি করে সেখানে সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয় তখনো সে থাকার জন্য নিউইয়র্ককে পছন্দ করছিলো। বাস্তবতার সাথে চিন্তা করলে এটি ছিলো বিলের সব ধরনের কার্যকলাপের জন্য একটি আদর্শ জায়গা।

আমরা অনেকদিন ধরে একটা বাড়ি কেনার কথা ভাবছিলাম এবং খুঁজছিলাম। কিন্তু সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তার কারণে তা মিলছিলো না। আমরা যে বাড়ি ক্রয় করবো তাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের জন্য উপযুক্ত জায়গা থাকতে হবে। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব মজাদার লাগছিলো। আমি আরকানসাস-এ গভর্নর-এর প্রাসাদ এবং হোয়াইট হাউজ ব্যতীত গত ২০ বছরে নিজস্ব বাসভবনে থাকতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত একটি আদর্শ বাড়ি পেয়েও গেলাম। ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টি, নিউইয়র্ক সিটির উত্তরে একটি ভবন।

আমার জীবনের দু'টি কঠিন সিদ্ধান্ত ছিলো, বিলের সাথে সংসার করা এবং নিউইয়র্ক থেকে সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। আমি বুঝতে পারি যে, বিলকে আমি কি পরিমাণ ভালোবাসি এবং তার সাথে সময় কাটানো আমি কতটুকু গুরুত্ব দেই। আমি জানি যে চেলসিকে আমি একা বড় করতে পারতাম না এবং একা একটি স্বচ্ছল জীবন গঠন করে সুখী থাকতে পারতাম না। বিল আমি আমাদের ভালোবাসা, আস্থা এবং জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করে আমাদের দাম্পত্য জীবনকে শক্ত করার চেষ্টা করেছি। বিলের সাথে আমার সম্পর্ককে শক্ত রেখেই আমি সিনেট প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতি মনোনিবেশ করলাম।

www.pathagar.com

যে কোনো প্রচারকার্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়। আমি এর পূর্বে কখনো নিজের জন্য প্রচারকার্য করিনি। জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেয়া শিখতে হবে, শিখতে হবে 'আমি' থেকে 'আমরা' বলা। এমনকি নিউইয়র্কে ক্লিনটনের প্রশাসনিক স্টাডি যদি কল্যাণ বয়ে না আনে– প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধেও কথা বলতে হবে। কিন্তু এসব কিছুর আগে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম একটি সফরে বের হতে হবে। এর মাধ্যমে আমি নিউইয়র্কবাসীর সমস্যা, আশা-প্রত্যাশা ইত্যাদি তাদের নিজেদের মুখ থেকে জানতে পারবো। এই সফর শুরু হলো সিনেটর ড্যানিয়েল প্যাটরিক ময়নিহ্যান-এর পিনডার্স করনারস-এর নয়শ' একরের ফার্ম থেকে। জুলাইয়ের ৭ তারিখে আমি যখন সেখানে উপস্থিত হই তখন সিনেটর ও তার পত্নী লিজ ছাড়াও দু'শ'-এর অধিক সাংবাদিক অপেক্ষা করেছিলেন আমার বক্তব্য শোনার জন্যে। আমার একজন সহকর্মী রিক জাসকুলা বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলো, 'এখানে জাপানের একজন সাংবাদিকও উপস্থিত হয়েছেন!'

সিনেটরের পাশে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা দিলাম যে আমি আমার প্রচারকার্যের কমিটি গঠন করেছি ইউএস সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। আমি উপস্থিত সাংবাদিকদের বললাম, 'সবার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে কেন আমি সিনেট বেছে নিলাম? কেনই বা নিইইয়র্ক? আর কেনই বা নিজেকে?' তারপর আমি সংক্ষেপে সবার সামনে আমার যুক্তি, ইচ্ছা এবং চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করলাম। বললাম যে, যে স্থানে আমি কখনো বাস করিনি, সেখান থেকে সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা আমার সব সময় ছিলো।

কিছুক্ষণ পর সিনেটর ময়নিহ্যান-এর সাথে তার ফার্ম হাউজে ফিরে গেলাম হ্যামবার্গার ও বিস্কুট খাওয়ার জন্যে। তারপরেই আবার রওনা হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

নিউইয়র্ক

নতুন প্রার্থী হিসেবে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হবে- সেটা আমি আশঙ্কা করছিলাম এবং সে বাধাগুলোর কিছু কিছু আমি কাটিয়ে উঠছিলাম। কিন্তু আমি কখনোই ভাবিনি যে, এই প্রচারাভিযান আমি এতটা উপভোগ করবো। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে, মানুষের কথা শোনার জন্য সফর শুরু করার সেই মুহূর্তে আমি সিনেটর ময়নিহানের খামার বাড়ি ছাড়ি, তখন থেকে নিউইয়র্কের যত স্থান আমি ভ্রমণ করেছি এবং যত মানুষের সাথে আমি দেখা করেছি, তাতে আমি বিমোহিত হয়েছি।

আমি নিউইয়র্ক শহরের নির্ভেজাল উদ্দীপনা, বিভিন্ন সংস্কৃতির পাড়াপড়শি এবং এর বিশাল হৃদয়ের সহজ সরল মানুষগুলোকে আমি ভালোবেসেছিলাম। আমি শহরের প্রতিটি এলাকায়, ইউনিয়ন হল, স্কুল, গির্জা, ধর্মমন্দির, আশ্রম ও চিলেকোঠা- বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। নিউইয়র্কের বহুমুখী সমাজ সারা বিশ্বের জন্য আমেরিকার এক অনন্য সম্ভাবনার জীবন্ত উদাহরণ; যদিও ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে এই সত্যটিকে মর্মান্তিকভাবে খাটো করা হয়েছে, যখন সন্ত্রাসীদের দ্বারা ম্যানহাটন আক্রান্ত হয়েছিলো। স্বাধীনতা, বহুমুখিতা এবং অনেক কিছু বেছে নেয়ার যে সুযোগকে আমেরিকা প্রতিনিধিত্ব করে, সন্ত্রাসীরা সেগুলোকে ঘৃণা করে ও ভয় পায়।

ফার্স্ট লেডী হিসেবে আমার দায়িত্ব এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানের চাহিদা- এই দুইয়ের ভেতর একটি ভারসাম্য বজায় রাখা ছিলো একটি চ্যালেঞ্জ। দুটো কাজ একসাথে করার ফলে হোয়াইট হাউজের কর্মচারী যারা বিগত আট বছর আমার পেছনে আঠার মতো লেগে আছে এবং অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচার কাজে নিয়োজিত নিবেদিত কর্মী যারা নিউইয়র্কের সিনেট নির্বাচন প্রচার অভিযানে কাজ করেছে- উভয়েই পরীক্ষিত হয়ে গেলো। মাঝে মাঝে হোয়াইট হাউজ অনুরোধ করতো যেন প্রেসিডেন্টের অগ্রাধিকার অনুযায়ী কিংবা ফার্স্ট লেডীর সুবিধার্থে আমি যেনো কোনো সফরে যাই নয়তো কোনো কাজে অংশ নেই। অন্যদিকে নিউইয়র্কের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন কোনো বিষয় আমার প্রচার উপদেষ্টাদের ফ্যাকাশে করে তুলতো। অনিবার্য সেই টেনশনের পরেও প্রত্যেকে চমৎকারভাবে তাদের কাজ সুসম্পন্ন করেছিলো।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি বের হলো ১৯৯৯ সালের শরৎকালে ইসরাইলে বেড়াতে গিয়ে যখন প্যালেষ্টাইনের নেতার স্ত্রী সুহা আরাফাতের সাথে একটি অনুষ্ঠানে আমি ফার্স্ট লেডী হিসেবে অংশ নিলাম। সুহা আরাফাত আমার পূর্বে আরবীতে বক্তৃতা করলেন। আমি আরবী থেকে ইংরেজী অনুবাদ শুনছিলাম হেডফোনে। আমি কিংবা আমাদের দলের কোনো সদস্য (আমেরিকার দূতাবাসের কর্মকর্তা, মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ,

www.pathagar.com

আমেরিকান ইহুদী নেতৃবৃন্দ) তার একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর মন্তব্য শোনেননি - প্যালেষ্টাইনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসরাইল বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করছে। আমি তার কিছু পরে বক্তৃতা করার জন্য যখন মঞ্চে উঠলাম, তখন মিসেস আরাফাত আরবীয় প্রথা অনুসারে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানালেন। আমি যদি তার সেই ঘৃণাপূর্ণ কথাগুলো সম্পর্কে সতেচন থাকতাম, তাহলে আমি হয়তো তখনি সেটা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতাম। নিউইয়র্কের ট্যাবলয়েডগুলো আমার ছবি ছাপলো- যেখানে আমি সুহা আরাফাতের কাছ থেকে আমার গালে চুমু নিচ্ছি। সাথে সুহা আরাফাতের সেই মন্তব্যগুলো দিয়ে প্রতিবেদন। অনেক ইহুদী ভোটার মিসেস আরাফাতের মন্তব্যের জন্য বিগড়ে গেলো এবং আমি কেনো সেই মন্তব্যটি অস্বীকার করিনি তার জন্য আমার প্রতি বিরূপভাব পোষণ করলো। আমার নির্বাচনী প্রচারণা পরিশেষে এটাকে কাটিয়ে উঠলো। তবে সেটা আমার জন্য ছিলো খুব কঠিন শিক্ষা - ফার্স্ট লেডী হিসেবে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিষয়ে ভূমিকার সাথে নিউইয়র্কের স্থানীয় জটিল রাজনীতি একত্র করে ফেলার দুর্ভোগ।

নিউইয়র্কের রাজনীতির চোরাবালিতে আমার পা ফেলাটা ছিলো যথেষ্ট বিচলিত হওয়ার মতো, তারপরে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনও পরিকল্পনা আমার ছিলো না। আমি কেবল নিউইয়র্কের মানুষকে জানতে এবং তারা যেনো আমার সম্পর্কে একটি ধারণা পায়, সেকাজে নিজেকে নিয়োজিত করলাম। নিউইয়র্ক রাজ্যের আকার যাই হোক, আমি বদ্ধপরিকর ছিলাম যে, আমি তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণা চালাবো, কিছুতেই ভাড়া করা মিডিয়ার মাধ্যমে নয়। যদিও রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারণা গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারী, তারপরেও সামনা সামনি কথা বলার আবেদনের কোনো বিকল্প নেই, এখানে ভোটারদের চেয়ে ভোটপ্রার্থী বেশি শিখে থাকেন।

আমার উদ্দেশ্য ছিলো ৬২টি কাউন্টি ঘুরে দেখা এবং এক বছরের বেশি সময় ধরে আমি একটি ফোর্ড ভ্যানে (প্রেস এটাকে নাম দিয়েছিল এইচআরসি স্পিডওয়াগন) করে রাজ্যটি ঘুরে দেখেছি। রাস্তার পাশে ছোট রেস্তোরাঁ এবং ক্যাফেতে আমরা থেমেছি, যেমনটি বিল ও আমি করেছিলাম বিলের প্রচারকার্যের সময়। এমনকি ভেতরে যদি গুটি কয়েক লোকও থাকতো, আমরা সেখানে থামতাম, ভেতরে গিয়ে বসতাম, তাদের সাথে চা-কফি খেতাম এবং তাদের মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম। পেশাদার প্রচারকেরা এটাকে বলতো 'খুচরা রাজনীতি', কিন্তু আমার কাছে মানুষের নিত্যদিনের প্রত্যাশার সাথে সম্পর্ক রাখার এটাই হলো সবচে' ভালো উপায়।

হাউজের জীবন এই কোলাহলময় জীবনযাত্রা হোয়াইট থেকে অনেক দূরে, নিউইয়র্ক শহরের অনেকটা উত্তরে চাপ্পাকুয়ায় আমরা যে বাড়িটি কিনেছিলাম, সেখানে বিল ও আমি আমাদের অনেক জিনিসপত্র নিয়ে এলাম। কিন্তু সেখানে থাকার মতো যথেষ্ট সময় আমার হাতে থাকতো না। কেবল মাত্র সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টদের জরুরী বিষয়াদি ছাড়া বাড়িটি মূলতঃ খালিই ছিলো। বাড়িটির উঠোনে পরিত্যক্ত গোলাঘরে তারা তাদের আস্তানা বানালো। মধ্যরাতের আগে আমি কখনোই ঘুমুতে যেতে পারতাম না সকাল ৭টার ভেতর যথারীতি রাস্তায় নেমে পড়তাম। যদি কখনো হাতে সময় থাকতো, তাহলে আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় খাবারের দোকান থেকে মাফিন, ডিম স্যান্ডউইচ এবং কফি নেয়ার জন্য একটু থামতাম।

www.pathagar.com

কিন্তু ক্লান্ত হবার চেয়ে আমি আবিষ্কার করলাম যে নির্বাচনী প্রচারণা থেকে আরো শক্তি পাচ্ছি। আমি শুধু নিউইয়র্কে অবিরাম ঝটিকা বক্তৃতাই করতাম না, একজন রাজনৈতিক পদপ্রার্থী হিসেবে আমি আমার যোগ্যতা ও সীমাবদ্ধতাও উদঘাটন করতে থাকলাম। শেষপর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারকারী দলের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমার দায়িত্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম এবং অনেক কিছু নিজে নিজেই করতে শুরু করলাম। এটি ছিলো ধীরলয়ে নিজেকে গড়ে তোলার প্রস্তুতি। অজস্র উপদেষ্টা, বন্ধু ও সমর্থনকারীদের অবিরত উপদেশে (প্রায়শই বিরোধিতাপূর্ণ) আমি শিখছিলাম কীকরে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়, বিকল্পকে গুরুত্ব দিতে হয় এবং পরিশেষে নিজের বিবেচনায় সামনে এগুতে হয়।

শেষ পর্যন্ত আমি অনুভব করতে শুরু করলাম যে, আমি ভোটারদের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারছি। ধীরে ধীরে আমি অনুধাবন করতে পারলাম যে, ভোটারা আমার দিকে ঝুঁকছে। আমি যখন প্রথম প্রচারণা শুরু করি, তখন রাজ্যের যেখানেই গিয়েছি, প্রচুর মানুষ আমাকে দেখতে আসতো। তার অর্থ এই নয় যে, তারা আমাকে সমর্থন দিচ্ছে। বরং সেই জনস্রোত আমাকে ঔৎসুক্য নিয়ে দেখতে আসতো। অনেক শহরে দুই তিন বার যাবার পর আমার উপস্থিতি তাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলো এবং আমার সম্ভাব্য ভোটারদেরকে মনে হলো তারা সত্যিকার অর্থেই আমার সাথে তাদের পছন্দ-অপছন্দ শেয়ার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। যে বিষয়গুলো তাদেরকে তাড়িত করে সেগুলো নিয়ে আমার সাথে সত্যিকার অর্থেই তাদের কথা হলো, এবং আমি কোথা থেকে এসেছি– এই বিষয়টিকে কম গুরুত্ব দিতে শুরু করলো। তার চেয়ে তারা ভাবতে শুরু করলো, আমি কেন এসেছি। আপস্টেট ভোটাররা, এমনকি রিপাবলিকানরাও, সেই অঞ্চলের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার যে প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো। তারা আমাকে কঠিন কঠিন প্রশ্ন করছিলো, আমার কিছু অপটু কৌতুকে তারা হেসেও উঠছিলো এবং আমার চুল নিয়ে রসিকতা করতেও ভুলেনি। যেখানেই আমি থামছিলাম, সেখানেই আমি বিপুল অভ্যর্থনা পেতে শুরু করলাম।

নিউইয়র্ক রাজ্যের রাজনৈতিক ভূখণ্ডের প্রকারভেদ ও জটিলতা সম্পর্কে জানাটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তাই আমি যখন নারীদের সাথে দেখা করতাম, তাদের অনেকেই বিরক্ত হতো এই জন্য যে, আমি কেনো এখনও বিলের সাথে বিয়ে টিকিয়ে রেখেছি। আমি তাদের প্রশ্নগুলোর প্রতি সম্মান দেখিয়েছি এবং প্রকারান্তরে আশা করেছি যে তারা বুঝবেন– আমাকে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো– যা আমার ও আমার পরিবারের জন্য সঠিক ছিলো।

আমার জীবনের এমন একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে আমি বক্তৃতা করতে চাইনি। আমি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নারী সমর্থকদের বাড়িতে ছোট ছোট বৈঠকে মিলিত হতাম। একদিন এক গৃহকর্তা বিশ জনের মতো বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সাথে আমায় কফি খেতে ডাকলেন। আমরা ক্যামেরা, লাইট এবং রাজনৈতিক রিপোর্টারদের থেকে অনেক দূরে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করছিলাম। আমি আমার বিয়ে, কেন আমি নিউইয়র্কে চলে আসলাম, স্বাস্থ্য সেবা, শিশু সেবা এবং অন্য যা কিছু তাদের মনে ছিলো সেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। অনেক নারী যারা হয়তো কোনওভাবে আমাকে সমর্থন দিতো, তারা বিলের সাথে আমার থাকার বিষয়টি ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছে।

www.pathagar.com

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চাপ্পাকুয়াতে আমাদের বাড়ির কাছে 'স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক'-এ আনুষ্ঠানিকভাবে আমার প্রার্থীতা ঘোষণা করি। পুরো রাজ্য থেকে উৎফুল্ল সমর্থক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এসে জমায়েত হয় । বিল, চেলসি এবং আমার মা সেখানে ছিলেন। সিনেটর ময়নিহান আমাকে সভায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে হাইড পার্কে এলিনর রুজভেল্টের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি আমাকে পরম প্রশংসাটুকু দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'হিলারি, এলিনর রুজভেল্ট তোমাকে সত্যিই পছন্দ করতেন।'

আমার প্রচারকর্মীরা দিন রাত কাজ করতে শুরু করলো। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে যে প্রচারণা চালানো হয়েছিলো, তা ছিলো আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে কার্যকর প্রচারকার্য।

আরো সুখবর যে, চেলসি স্ট্যানফোর্ডে বাড়তি কিছু কোর্স করেছে- সে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের প্রথম অর্ধবছর বাড়িতে থাকতে পারে এবং হোয়াইট হাউজে তার বাবাকে এবং নিউইয়র্কে আমাকে সাহায্য করতে পারে। সে যখনই পারতো, আমাকে সাহায্য করার জন্য সেই স্পীডওয়াগন-এর নাবিকদের দলে যোগ দিতো, যা সবসময়ই আমার প্রচারকার্যকে গতিশীল করেছে। সে যে তন্বী নারী হয়ে উঠেছে তার জন্য আমি গর্বিত এবং গত আট বছরে সে তার মাথা সোজা রেখে যেভাবে একজন সহৃদয়, স্নেহময় মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠেছে তার জন্য কৃতজ্ঞ। তার মা হতে পেরে আমি সৌভাগ্যবতী।

প্রচারণার প্রথম মাসগুলোতে, আমি সবচে' বেশি যন্ত্রণা পেয়েছিলাম মিডিয়াগুলো থেকে। এবার হলো মেয়রের পালা। নিউইয়র্কবাসীরা ও প্রেস খেয়াল করলো যে, মেয়র জুলিয়ানী তার সিনেটের পদটি জেতার বিষয়ে তহবিল সংগ্রহ করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করছেন না। তিনি একটি প্রচারণা চালালেন, তবে সেটা পুরোটাই নিউইয়র্ক শহর কেন্দ্রিক। তিনি তার শহরের বাইরে কদাচিৎ গিয়েছেন, এবং যদিও কখনও বা গিয়েছেন, তিনি এমন একটি ভাব দেখিয়েছেন যে তিনি তার শহরেই থাকতে চান। আপস্টেটের অনিশ্চিত অর্থনীতিকে ঠিক করার ব্যাপারে কিংবা নিউইয়র্ক শহরে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে জ্বলন্ত উত্তেজনাকে প্রশমিত করার ব্যাপারে কোনো সমাধান দেননি এবং তিনি ভুল করতে শুরু করলেন।

মার্চ মাসে নিউইয়র্ক শহরে কৃষ্ণাঙ্গ প্যাট্রিক ডরিসমন্ড-এর উপর পুলিশের গুলি মেয়রকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে ফেলে। এই মর্মান্তিক ঘটানাটিকে জুলিয়ানী যেভাবে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করেন, সেটা তার অফিসের সাথে শহরের সংখ্যালঘুদের যে পুরনো বিরোধ ছিলো তা আরো বাড়িয়ে দিলো। যখন শান্ত ও আশ্বস্ত করার মতো একটি গলার স্বর দরকার ছিলো, তখন মেয়র সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিলেন। অনেক এলাকাতে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে, নাগরিকরা ভাবতে শুরু করলেন যে, এই মেয়রের নেতৃত্বে পুলিশ আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। জুলিয়ানী যতই আন্তরিকতাহীন বিবাদ সৃষ্টিকারী ভাষা প্রয়োগ করছিলেন, ভিন্ন উপায়ে বিষয়টি সমাধানের জন্য আমি ততই দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠছিলাম। ম্যানহাটনের রিভারসাইড গীর্জায় বক্তৃতাকালে, পুলিশ ও সংখ্যালঘুদের ভেতর সম্পর্ক ভালো করার জন্য কিছু পরিকল্পনার কথা বললাম; তার ভেতর ছিলো এন.ওয়াই.পি.ডি-তে (নিউইয়র্ক

www.pathagar.com

পুলিশ ডিপার্টমেন্ট) উন্নততর পুলিশ নিয়োগ, ট্রেনিং এবং ভাতা দেয়া। তারপর আমি হার্লেমে এ.এম.ই. গীর্জায় বক্তৃতা করতে গেলাম।

জুলিয়ানী যেভাবে ডরিসমন্ডের কেসটিকে সমাধান করলেন, সেটা ছিলো ভুল। এই বিষয়ে আমি তার সাথে দেখা করতে চাইলাম। উত্তেজনাকে প্রশমিত ও শহরটিকে একত্রিত না করে, তিনি ক্ষতটির উপর লবণ ছিটিয়ে দিলেন।

'নিউইয়র্কের সত্যিকারের সমস্যা আছে, এবং আমরা সবাই সেটা জানি। আমাদের সবাই সেটা উপলব্ধি করি, একমাত্র মেয়র ছাড়া', আমি গির্জার ভেতর বক্তৃতায় বলেছিলাম। গির্জাভর্তি মানুষ হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ছিলো।

হার্লেমে আমার উপস্থিতি প্রচার কার্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। মাসের পর মাস জুলিয়ানীকে অনুসরণ করার পর, শেষ পর্যন্ত আমি শক্তি সঞ্চয় করলাম, এবং আপস্টেটে আমি ভালো করতে শুরু করলাম। ভোটারদের ও তাদের স্থানীয় বিষয়ে নজর দেয়াতে সেটা সমর্থন বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। আমি অনুভব করলাম যে, প্রচারকার্যটি আমি বুঝতে শুরু করেছি, এবং আমি আমার রাজনৈতিক অবস্থানটি খুঁজে পাচ্ছিলাম।

মে'র মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত রাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনে নিউইয়র্ক থেকে ইউ.এস সিনেটের প্রার্থী হিসেবে আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন দেয়া হলো। সেটি ছিলো সব অত্যুৎসাহী মানুষের মিলনমেলা, যেখানে দশহাজারেরও বেশি শহুরে, গ্রামীণ ও উপশহরের দলীয়কর্মী ও নেতারা (সিনেটর ময়নিহান ও শামারসহ) উপস্থিত ছিলেন। শেষ মুহুর্তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সেখানে গিয়ে যেই উপস্থিত হলেন– তৎক্ষণাৎ জনতার ভেতরে আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো।

আমার মনোনয়নের কিছুদিন পরেই, নিউইয়র্কের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঝড়ের গতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেলো। ১৯ মে, মেয়র জুলিয়ানী সিনেট নির্বাচন থেকে তার নাম প্রত্যাহার করেন। কারণ, তার প্রোস্টেট ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং এর সাথে সাথেই তার দীর্ঘদিনের পরকীয়া প্রেমের খবর ছাপা হয়। হঠাৎ করেই তার ব্যক্তিগত জীবন জনসম্মুখে তোলপাড় শুরু করলো। আমাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকার পরেও, তার এই নাজুক অবস্থান আমাকে মোটেও খুশি করেনি।

মেয়র জুলিয়ানী শক্তি ও সাহসের সাথে তার টার্ম শেষ করলেন। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে আক্রমণের পর তিনি জাতিকে আশ্বস্ত করেছিলেন ও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সন্ত্রাসে আক্রান্তদের সাহায্য করার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করতে গিয়ে আমরা একটি কার্যকরী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলি, যা আমার মনে হয় দু'জনের কাছেই অবাক করার মতো ব্যাপার ছিলো।

অনেকেই ভাবছিলেন সিনেট নির্বাচন থেকে মেয়রের সরে যাওয়াটা আমার জন্য একটি স্বস্তির ব্যাপার হবে না। মাসের পর মাস, আমি তার বিরুদ্ধে প্রচারণা পরিকল্পনা করেছিলাম। তিনি হয়তো আমার সবচে' শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমার পদপ্রার্থীতা নিউইয়র্কের ভোটারদের পছন্দে চলে এসেছে, এবং ভোটাররা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করেছেন। যখন তার প্রচারণা শেষ হয়েছিলো, তখন জনমত জরিপে আমি আট থেকে দশ পয়েন্ট এগিয়ে আছি। এখন আমাকে নতুন করে আবার শুরু করতে হবে নতুন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসম্যান রিক ল্যাজিওর রিরুদ্ধে।

নির্বাচনী প্রচারণা আমার জীবনের অন্য কোনও কিছুর জন্য সামান্যই সময় রাখলো। আমি হয়তো একটু সময় নিতে পেরেছি হোয়াইট হাউজের এমন কোনও

www.pathagar.com

ঘটনার জন্য যা আমি কোনওভাবেই এড়াতে পারিনি, কিংবা বন্ধু বা সহকর্মীদের মেমোরিয়াল সার্ভিসের জন্য। আমাদের বন্ধু ডেরেক শিয়ারার ও রুথ গোল্ডওয়েয়ের একুশ বছরের ছেলে ক্যাসি শিয়ারার ব্রাউন ইউনিভার্সিটি থেকে তার গ্রাজুয়েশনের এক সপ্তাহ আগে বাস্কেটবল খেলতে গিয়ে হৃদ রোগে মারা গেলো।

মরক্কোর রাজা হাসান (দ্বিতীয়) জুলাই মাসে মারা গেলেন, এবং যুক্তরাষ্ট্র তার একজন বন্ধুকে হারালো। তাঁর ছেলে ও উত্তরসূরী রাজা মোহাম্মদ (ষষ্ঠ) বিল, চেলসি ও আমাকে তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বিল তার প্রতি সম্মান জানাতে হাজার হাজার শোকার্ত মানুষের মিছিলে যোগ দিলো, তারা রাবাতের রাস্তায় কফিন সামনে নিয়ে তিন মাইল হেঁটে গিয়েছিলো, তাদের পেছনে সারি বেঁধে ছিলো দশ লাখেরও বেশি মরক্কোবাসী।

আগের গ্রীষ্মে জন এফ. কেনেডি জুনিয়র, তার স্ত্রী ক্যারোলিন, এবং ক্যারোলিনের বোন লরেন একটি প্রাইভেট বিমান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মারা যান। বিল ও আমি কেনেডি জুনিয়রকে খুবই স্নেহ করতাম। ভাইনইয়ার্ডে তার মার বাড়িতে আমরা ঘরোয়া সমাবেশে জনকে চেনার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের সময়কালে আমরা চেয়েছিলাম জন, তার বোন ক্যারোলাইন ও তার সন্তানরা যেনো যেকোনো সময় হোয়াইট হাউজে বেড়াতে আসে। বিয়ের পর জন তার স্ত্রীকে নিয়ে ব্যক্তিগত সফরে হোয়াইট হাউজে এসেছিলো। যখন সে দেখতে পেলো যে, বিল অভাল অফিসে তার বাবার টেবিলটি ব্যবহার করছে, সেটা তার অস্পষ্ট স্মৃতিকে জাগিয়ে তুললো– যখন প্রেসিডেন্ট কেনেডি টেলিফোনে কথা বলতেন তখন শিশু জন ওই টেবিলটার নীচে খেলতো, তার ছোট্ট দরজাটি দিয়ে উঁকি মারতো। আমার মনে আছে, এ্যারন শিকলারের আঁকা তার বাবার অফিশিয়াল প্রোট্রেটটির সামনে জন নীরবে দাঁড়িয়েছিলো। আমরা সেই ছবিটা একটা সুপ্রত্যক্ষস্থানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। এমন একটি প্রাণদীপ্ত ও সম্ভাবনাময় মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকাটা ছিলো হৃদয়বিদারক, যেখানে এমন একটি পরিবারের সদস্যরা ঘিরে ছিলো যারা এই দেশটির জন্য অনেক করেছেন।

আমি আমার বন্ধু ডিয়ান ব্লেয়ার সম্পর্কেও শোচনীয় খারাপ খবর পেলাম। আমার প্রচারকার্যের সময় প্রতিনিয়ত ডিয়ানের সাথে পরামর্শ করতাম। সে আমাকে রিলাক্স হতে ও ফূর্তি করার জন্য পরামর্শ দিতো। তার ফুসফুস ক্যান্সার ধরা পড়লো। কেমোথ্যারাপি দেয়ার ফলে সে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো এবং তার চুল পড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সে ছিলো সাহসী বীর যে এতো কিছুর পরেও তার হাসিটি হারায়নি। এমনকি তার শেষ মাসগুলোতে সে ও বিল প্রতিযোগিতা করতো কে আগে নিউইয়র্ক টাইমস সানডে ম্যাগাজিন-এর ক্রসওয়ার্ড ধাঁধা সমাধান করতে পারে।

যখন জিম আমাকে ফোন করে জানালো যে ডিয়ানের সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি প্রচারকার্য বন্ধ রেখে ডিয়ানকে শেষ বারের মতো দেখতে গেলাম। আমি যখন তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাত ধরলাম, তখন সে ঘুমিয়ে পড়ছিলো আবার ঘুম থেকে উঠে যাচ্ছিল। আমি তার দিকে ঝুঁকে ছিলাম, যদি সে কিছু বলতে চায়। আমি যখন বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন তাকে শেষ চুমুটি দেয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। সে আমার হাতটি চেপে ধরলো এবং ফিস ফিস করে আমাকে বললো, 'তোমার নিজের উপর এবং যা তুমি বিশ্বাস করো, সেটা থেকে কখনই হাল ছাড়বে না। বিল ও চেলসির দিকে খেয়াল রেখো। তাদের তোমাকে দরকার। এবং আমার জন্য এই নির্বাচনে বিজয়ী হও। আমি আশা করছিলাম, তুমি যেদিন বিজয়ী হবে আমি সেখানে থাকতে পারবো।

www.pathagar.com

আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তারপর বিল ও চেলসি আমার সাথে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। সে তন্ময় হয়ে আমাদের দিকে তাকালো। 'মনে রেখো', সে বললো।

'কী মনে রাখবো?' বিল জিজ্ঞেস করলো।

'শুধু মনে রেখো।'

পাঁচ দিন পর সে মারা গেলো।

১১ জুলাই, ক্যাম্পডেভিডে প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক ও ইয়াসির আরাফাতকে নিয়ে বিল দুই সপ্তাহ ব্যাপি বৈঠক শুরু করে। ইসরাইল ও প্যালেস্টাইনের মধ্যে অসলো শান্তি চুক্তির অসমাপ্ত বিষয়গুলো শেষ করার লক্ষ্যে এই বৈঠক। বারাক চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে চিন্তি ত ছিলেন। তিনি চাইছিলেন আইজাক রবিনের ইচ্ছাটি যেন পূরণ হয়। বারাক ও তার স্ত্রী নাভা খুব দ্রুত আমাদের বন্ধু হয়ে গেলো এবং শান্তির প্রতি তাদের সদিচ্ছাকে আমি শ্রদ্ধা করি। দুঃখজনক হলেও সত্য, বারাক শান্তির জন্য ক্যাম্পডেভিডে আসলেও ইয়াসির আরাফাত সেভাবে এলেন না। যদিও আরাফাত বিলকে অনেকবার বলেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু শান্তির জন্য যে কঠিন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন তার জন্য আরাফাত কখনোই প্রস্তুত ছিলেন না।

আমার নির্বাচনী প্রচারণার সময় আমি প্রতিনিয়ত বিলের সাথে যোগাযোগ রাখতাম। বিল তার ক্রমবর্ধমান হতাশার কথা বলতো। এমনকি এক রাতে বারাক আমাকে ফোন করে বললেন, আরাফাত শান্তির বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করছেন না এবং জানতে চাইলেন তাকে বুঝানোর কোনও বুদ্ধি আমার কাছে আছে কি না। বিলের অনুরোধে চেলসি তার সাথে ক্যাম্পডেভিডে গিয়েছিলো এবং সেই দলের সাথে ঘরোয়াভাবে দুপুর ও রাতের খাবারে এবং সাদামাটা কথাবার্তায় অংশ নিয়েছিল। অতিথিদেরকে সাহায্য করার জন্য বিল আমার সহকারী হুমা আবেদিনকে বলেছিলো। হুমা সৌদি আরবে বেড়ে উঠা একজন আমেরিকান মুসলমান এবং আরবী বলতে পারে।

পরিশেষে ২৫ জুলাই দুপুর বেলা, বিল ব্যর্থ ক্যাম্পডেভিড সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করলো। সে তার গভীর বিরক্তি প্রকাশ করলো এবং দুই পক্ষকে শান্তির জন্য কাজ করে যেতে বললো। বিল প্রেসিডেন্ট থাকার বাকি ছয় মাস সময়ে তাদের শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলো এবং ডিসেম্বর ২০০০ ও জানুয়ারি ২০০১ সালে ওয়াশিংটন ও মধ্যপ্রাচ্যে একটি ফলপ্রসু আলোচনা প্রায় হয়ে আসছিল। বিল তার শেষ ও সবচে' ভালো আপোসমূলক শান্তি প্রস্তাবটি রাখলো। শেষ পর্যন্ত বরাক বিলের প্রস্তাব মেনে নিলেন, কিন্তু আরাফাত প্রত্যাখ্যান করলেন। গত কয়েক বছরের মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগুলো দেখে মনে হয়, আরাফাত কী গভীর ভুলটি করেছিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই ল্যাজিও-এর সাথে আসন্ন তিনটি বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার জন্য আমি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। লং আইল্যান্ড থেকে আগত এই রিপাবলিকান শহরতলীতে খুব ভালো সমর্থন পাচ্ছিলেন।

আমাদের প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠান হলো বাফেলোতে সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখ এবং সমন্বয়কারী ছিলেন বাফেলোর অধিবাসী এনবিসি-র 'মিট দি প্রেস'-খ্যাত টিম রাসেট। হেলথ কেয়ার, আপস্টেট অর্থনীতি এবং শিক্ষা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করে টিম আমাকে একটি ভিডিও টেপ দেখালো যেখানে আমি টেলিভিশনে মনিকা লিউনস্কির খবরটা প্রথম ছড়িয়ে গেলে বিলকে রক্ষা করে কথা বলছিলাম। টিম জানতে চাইলো, আমেরিকান জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমি অনুতপ্ত কিনা।

www.pathagar.com

যদিও প্রশ্নটি দ্বারা আমাকে পেছনে ঠেলে দেয়া হলো, আমাকে উত্তরটি দিতেই হবে। তাই আমি বললাম, 'আপনি জানেন টিম, সেটা ছিল আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য এবং আমাদের দেশের জন্য খুবই কষ্টকর একটি সময়। আমি খুবই অনুতপ্ত যে কাউকে এই ধরনের একটি সময়ের ভেতর দিতে যেতে হয়েছে। এবং আমি আশা করছিলাম, আমরা এটাকে একটি ইতিহাস হিসেবে দেখতে পারবো, কিন্তু এখনও আমরা সেটা পারিনি। আমাদেরকে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যেদিন সেই বইগুলো লিখা হবে ...সেই রকম একটি পরিস্থিতিতে আমি যতটা পেরেছি তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে, আমি সেটা করেছি। অবশ্যই আমি কাউকে বিভ্রান্ত করিনি। আমি বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। এবং তার সাথে বিশাল কষ্ট জড়িত, আমার স্বামী সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন... যে তিনি দেশকে ও পরিবারকে বিভ্রান্ত করেছিলেন।'

এক সময় বিতর্কটি প্রচারণা বিজ্ঞাপন এবং তথাকথিত সফট-মানি ব্যবহারের দিকে মোড় নিলো। সফট-মানি হলো রাজনৈতিক কমিটির বাইরে প্রার্থীর পক্ষে ব্যয় করা অর্থ। রাসেট একটি বিজ্ঞাপনের ক্লিপ দেখালেন যা ল্যাজিও-র পক্ষে তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে। সেই বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছে যে কংগ্রেসম্যান একটি ছবিতে সিনেটর ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহানের সাথে পাশাপাশি অবস্থান করছেন, যা বাস্তবে কখনই ঘটেনি— দুটো ছবিকে জোড়া দিয়ে এমনটা বানানো হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনটিতে সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে এবং নিউইয়র্কের জনগণের একজন পরমপূজণীয় সেবকের জনপ্রিয়তাকে অপব্যবহার করা হয়েছে। এটা সফট-মানি দিয়ে করা হয়েছিল। সাধারণত কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে সেই বিশাল অংকের অর্থ রাজনৈতিক দলগুলো ব্যবহার করে থাকে। বসন্তকালে আমি যাবতীয় সফট-মানি বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আমি একতরফাভাবে সেটা পালন করতে পারি না। রিপাবলিকানরা বাইরের গ্রুপ থেকে সেই সফট-মানি ব্যবহার পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করলো, তাদের কেউ কেউ ল্যাজিওর সিনেট নির্বাচনের জন্য ব্যস্ততার সাথে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার তুলে ফেললো।

বিতর্কের শেষ পর্যায়ে, ল্যাজিও তার মঞ্চ থেকে সফট-মানি নিয়ে আমার দিকে তর্জন-গর্জন করতে শুরু করলেন এবং আমার প্রচারকার্যে ডেমোক্র্যাটিক দলের বড় অংকের অনুদান বন্ধ করার চ্যালেঞ্জ দিলেন। সে যখন 'নিউইয়র্ক ফ্রিডম ফ্রম সফট মানি প্যাক্ট' লেখা এক টুকরো কাগজ দুলিয়ে এমন জোরে চিৎকার করে আমাকে স্বাক্ষর করতে বলছিলো, তখন আমি একটি কথাও বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তিনি আরো কাছে এসে চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'ঠিক এইখানে, এখনি সই করেন।'

আমি করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি প্যানপ্যান করতেই থাকলেন। রাসেট বিতর্ক অনুষ্ঠানটি শেষ করে দেয়ার আগে আমি কেবলমাত্র একটি বাক্য উচ্চারণ করার সুযোগ পেলাম। আমি জানি না, ল্যাজিও এবং তার উপদেষ্টারা ভেবেছিলেন কিনা যে তারা আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ফেলবেন অথবা আমাকে রাগানোর জন্য উস্কানি দেবেন।

পুরো প্রচারণাকালে আমি নিজেকে ইস্পাতের মতো কঠিন করে রেখেছিলাম, কারণ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন ইস্যুতে ফোকাস থাকার জন্য আমি দৃঢ়সংকল্প ছিলাম- ব্যক্তি ল্যাজিওর প্রতি নয়। একটা অভ্যন্তরীণ মন্ত্রের মতো আমি বারবার নিজেকে বলতে থাকতাম, 'ইস্যু, ইস্যু।' ভোটারের জন্য আরো বেশি উপকারী হওয়া, প্রচারণা চালানোর জন্য আরো বেশি সভ্য পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া।

www.pathagar.com

প্রচারণার শেষ সপ্তাহগুলোতে আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম যে, আমি নির্বাচনে বিজয়ী হতে যাচ্ছি। কিন্তু নির্বাচনের আগের সপ্তাহে প্রচারণা যখন হঠাৎ করেই তুঙ্গে ওঠলো, তখন প্রচারণা নিয়ে আমাদের শেষ একটা ভয় ছিল। ল্যাজিও একটি বিজ্ঞাপন ছাড়লেন যেখানে দুইজন অভিনেত্রী শহরতলীর নারী হিসেবে অভিনয় করছেন। তারা অবাক হয়ে বলছেন, নিউইয়র্কে উদয় হওয়ার এবং সিনেটর হওয়ার উপযুক্ত ভাবার মতো এতো সাহস আমি কোথায় পাই। আমি জানি না, ভোটাররা ল্যাজিওর সেই বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়েছিল কিনা, বা সন্ত্রাসী ফোন কল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল কিনা, অথবা নাকি নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তিতটা ছিলো শুধুমাত্র ক্ষণিকের প্রাপ্তি।

আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করলাম, নির্বাচনের দিন খুব ভোর বেলা পর্যন্ত প্রতিনিধি নিটা লোয়ের সাথে প্রচারণা ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে প্রচারণা চালালাম। বিল ও চেলসি আমার সাথে আমাদের স্থানীয় চাপ্পাকুয়ার ডগলাস গ্রাফলিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে ভোট দিলো। ব্যালট কাগজে বিলের নাম বছরের পর বছর দেখতে দেখতে, এই প্রথম নিজের নাম দেখে আমি খুব শিহরিত ও সম্মানিত বোধ করলাম।

সন্ধ্যার দিকে ফলাফল আসতে শুরু করলো। এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, আমি আশাতীতভাবে বিপুল ব্যবধানে বিজয়ী হতে যাচ্ছি। আমি আমার হোটেল রুমে কাপড় পড়ে তৈরি হচ্ছিলাম, তখন চেলসি খবরটা দেয়ার জন্য আনন্দে ফেটে পড়লো। চূড়ান্ত ফলাফল হলো– শতকরা ৫৫ভাগ, আর বিপক্ষে ৪৩ ভাগ। কঠিন পরিশ্রম কাজে লেগেছে। নিউইয়র্ককে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে ও আমাদের দেশকে নতুন ভূমিকায় সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনটি রোলার কোস্টারে পরিণত হলো। নির্বাচনের পর ছত্রিশ দিন পার হয়ে গেছে, দেশ জানে না, কে হবেন নতুন প্রেসিডেন্ট। ফ্লোরিডার বিতর্কিত ভোটগুলো নিয়ে মিছিল, মামলা, আবেদন ও চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা না পেরেছিলাম কল্পনা করতে, কিংবা না পেরেছিলাম আমাদের রাজনৈতিক অভিধানে 'বাটারফ্লাই ব্যালট' এবং 'ডিম্পলড চ্যাড' শব্দগুলো যুক্ত করে নিতো।

আট বছর দপ্তরহীন একটি টাইটেল নিয়ে কাটানোর পর, আমি এখন 'সিনেটর-নির্বাচিত'।

এদিকে আল গোর ও জর্জ ডব্লিউ বুশের মধ্যকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল তখনও বিতর্কিত। পরিশেষে, আল গোর পপুলার ভোটে ৫ লাখ ব্যালটে এগিয়ে থাকলেন কিন্তু ইলেক্টরাল কলেজে রাষ্ট্রপতি পদে হেরে গেলেন। ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ৫-৪ ভোটে ফ্লোরিডার ভোট পুনঃগণনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন, কার্যত বুশের বিজয়কে সীল মেরে দেন। আইনের ক্ষমতার নির্লজ্জ অপব্যবহারের মাধ্যমে এভাবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বেছে নেয়ার অধিকার খর্ব করার ঘটনা আমাদের ইতিহাস হয়ে থাকলো।

তিন দিন পর, বৃষ্টিভেজা শনিবার বিকেলে দক্ষিণ লনে, যারা বিগত আট বছর হোয়াইট হাউজে চাকরি বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বিদায়ী অভ্যর্থনার আয়োজন করলাম। শত শত নরনারী যারা দীর্ঘ সময় ও ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের দেশকে সেবা করার জন্য বিলের প্রসাশনে যোগ দিয়েছিলেন– তাদেরকে শেষ বারের মতো 'ধন্যবাদ' জানানোর জন্য বিল ও আমার পক্ষে এটাই ছিলো সবচে ভালো সুযোগ।

www.pathagar.com

পরবর্তী দুই সপ্তাহ, হোয়াইট হাউজে আমার প্রিয় জিনিসগুলোর একটি মানসিক প্রতিচ্ছবি নেয়ার জন্য আমি এই ঘর থেকে অন্য ঘরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি - স্থাপত্য শিল্পের খুঁটিনাটি বিস্ময়ের সাথে দেখা, দেয়ালের ছবিগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, আমি যখন প্রথম এসেছিলাম সেই অনুভূতিকে পুনরায় অনুভব করা। আমি অনেকক্ষন ধরে চেলসির ঘরে থাকি, ওর বন্ধুদের সাথে হাসির শব্দগুলো বা তার মিউজিকের শব্দগুলো নিজের মনে শুনার চেষ্টা করি। ও এই ঘরটিতে একটি শিশু থেকে পরিপূর্ণ নারীতে পরিণত হয়েছে। প্রেসিডেন্টের মেয়ে হিসেবে হোয়াইট হাউজে বেড়ে উঠার তার অনেক স্মৃতি নিশ্চই সুখের। আমি সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

গত কয়েক সপ্তাহে, আমি বেশ কয়েকবার ১৯৯৩ সালে বিলের প্রথম অভিষেকের কথা মনে করি, সেই ঘটনাটি গতকালের মতো স্পষ্ট এবং এক জীবনের মতো দূরের। চেলসি ও আমি শেষ বারের মতো 'শিশুদের বাগানে' হেঁটে গেলাম, ওটা টেনিস কোর্ট দিয়ে ঢাকা, সেখানে রাষ্ট্রপতিদের নাতি-নাতনীরা সিমেন্টের উপর তাদের হাতের ছাপ রেখে গেছে। দক্ষিণ লনের বাইরে, বিল ও আমি বেড়ার উপর দিয়ে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের দিকে তাকালাম- যা পূর্বে আমরা অগণিতবার করেছি। বিল বাডির জন্য একটি টেনিস বল ছুঁড়ে দিলো, তখন সকস একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলো।

হোয়াইট হাউজ ব্যস্ততার সাথে নতুন ফার্স্ট ফ্যামিলির আগমনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। তারা জানুয়ারির ২০ তারিখে শপথ নেয়ার আগে আমাদের সাথে কফি ও পেস্ট্রি খেলেন। এখন যেহেতু প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল শেষ ও আরেক মেয়াদ শুরু হওয়ার পথে। আমেরিকানরা জাতির ইতিহাসে তেতাল্লিশ বার শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হাত-বদল দেখবে। আমরা জনগণের বাড়িটিতে পুরনো বাসিন্দা হিসেবে যখন শেষবারের মতো প্রবেশ করলাম; স্থায়ী স্টাফরা আমাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্য একত্রিত হলো। আমি ধন্যবাদ দিলাম বাগানের মালীকে যে প্রতিদিন শৈল্পিকভাবে প্রতিটি ঘরে ফুল সাজিয়ে দিতো, রান্নাঘরের কর্মীরা যারা বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিদিন বিশেষ খাবার বানাতো, হাউজকিপার যারা নিত্যদিন খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে ঠিক করে রাখতো, বাগান শ্রমিক যারা প্রতিদিন বাগানটি যত্ন করে রাখতো এবং অন্যান্য সকল নিবেদিত কর্মচারী যাদের কঠিন পরিশ্রমে হোয়াইট হাউজ নিত্যদিন মহিমান্বিত হয়েছে। হোয়াইট হাউজের প্রবীণ বাটলার বাডি কার্টার আমাকে শেষ বারের মতো জড়িয়ে ধরলো এবং সেটা আনন্দঘনভাবে নাচে রূপ নিলো। আমরা শ্বেতপাথরের মেঝেতে হালকাভাবে লাফাতে ও পাঁক খেতে শুরু করলাম। আমার স্বামী আমাকে তার বাহুর ভেতর নিয়ে নিলো এবং আমরা নাচতে নাচতে একসাথে লম্বা হলঘর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

তারপর আমি বাড়িটিকে বিদায় জানালাম, যেখানে আমি জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে আটটি বছর কাটিয়েছি।

www.pathagar.com

(প্রথম ফ্ল্যাপের পর)

এবং নারী ও শিশু অধিকারের উন্নয়নের জন্যে। নারী অধিকার, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলার জন্যে তিনি বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ভ্রমণ করেছেন। ফার্স্টলেডীর অবস্থানকে তিনি এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন এবং একটি অসাংবিধানিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিশংসন থেকে প্রেসিডেন্টকে রক্ষায় সহায়তা করেছেন। একটি অন্তরঙ্গ, জোরালো এবং উৎসাহব্যঞ্জক বই হিসেবে লিভিং হিস্ট্রি এই সময়ের একজন বিরল ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পদ্ধতি তাঁকে তাঁর স্বকীয় স্বত্ত্বা বিকাশে সহায়তা করেছে এবং পরিণত করেছে একজন আদর্শ নারী ও আমেরিকার রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে।

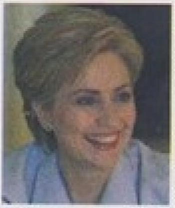

হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন ২০০০ সালে নিউইয়র্ক থেকে সিনেটর নির্বাচিত হন। তাঁর 'অ্যান ইনভাইটেশন টু দ্য হোয়াইট হাউজ', 'ডিয়ার সক্স, ডিয়ার বাডী' এবং 'ইট টেইকস্ এ ভিলেজ' গ্রন্থগুলো সর্বত্র সমাদৃত। তিনি নিউ ইয়র্কের শাপাকে বসবাস করেন।

জ্যাকেট ডিজাইন : জ্যাকি সিও
সম্মুখ জ্যাকেটের আলোকচিত্র © : মাইকেল টম্পসন
বাংলা ক্যালিগ্রাফি : কাইয়ুম চৌধুরী
লেখক ও পেছন জ্যাকেটের আলোকচিত্র : দ্য ক্লিনটন প্রেসিডেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়ালস প্রজেক্ট এবং লেখকের নিজস্ব সংগ্রহ।
পেছন জ্যাকেটের আলোকচিত্র পরিচিতি (উপর থেকে ঘড়ির কাঁটা অনুসারে) : বিল ও হিলারি ১৯৭৫ সালের বিয়ের সময়; ১৯৭০ সালে ইয়েলে; চেলসির সঙ্গে গভর্নরস ম্যানশনের রান্নাঘরে ১৯৮৩ সালে; ২০০১ সালে ওভাল অফিসে; ১৯৯৭ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে; ২০০১ সালে জানুয়ারিতে শপথ গ্রহণ; ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের চতুর্থ মহিলা বিশ্ব সম্মেলনে বক্তৃতারত; ১৯৯৯ সালে নববর্ষে; শৈশবে হিলারি।
বাংলা ভাষায় গ্রন্থস্বত্ব © : অঙ্কুর প্রকাশনী
ISBN 984 464 092 7

www.pathagar.com

www.pathagar.com